শয়তান
মানবতার চিরশত্রু

ড. মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম খান

শয়তান
মানবতার
চিরশত্রু

শয়তান
মানবতার চিরশত্রু

(১ম ও ২য় খণ্ড)

ড. মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম খান

আমেরিকা প্রবাসী রসায়নবিদ

সম্পাদনায়

ড. মুহাম্মদ সাইফুল্লাহ আল মাদানী

প্রখ্যাত টিভি ভাষ্যকার ও ইসলামী চিন্তাবিদ

ও

ড. মোহাম্মদ শফিউল আলম ভূঁইয়া

সহযোগী অধ্যাপক

আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম

র‍্যাকস পাবলিকেশন্স, ঢাকা

www.nagorikpathagar.org

শয়তান : মানবতার চিরশত্রু (১ম ও ২য় খণ্ড)

ড. মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম খান

ISBN : 978-984-90135-9-4

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

প্রকাশনায়
র‍্যাকস পাবলিকেশন্স
১৫ সিদ্ধেশ্বরী রোড, ঢাকা-১২১৭
ফোন : ৯৩৫৯২১৯ মোবা : ০১৫৩৪৩১০৭১৬

পরিবেশনায়
আহসান পাবলিকেশন, ৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢাকা
মক্কা পাবলিকেশন্স, বাংলাবাজার, ঢাকা
মাওলা প্রকাশনী, মগবাজার, ঢাকা
খেয়া প্রকাশনী, ২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা
মানুষ জন পাবলিকেশন
দোকান নং-২৭, কনকর্ড এম্পোরিয়াম
কাটাবন রোড, ঢাকা-১২০৫

প্রকাশকাল
জুন, ২০১৮
জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৫
রমযান, ১৪৩৯

প্রচ্ছদ :

কম্পোজ : এফ এ কম্পিউটার এন্ড প্রিন্টার্স
খিলগাঁও তালতলা, ঢাকা-১২১৯
মোবা: ০১৭২৬৮৬৮২০২, ০১৫৫৩৭৩৭৫০৫

মূল্য : নয়শত টাকা মাত্র

Shaytan : Manobotar Chira Shotru vol. 1 & 2 Written by Dr. Mohammad Nazrul Islam Khan Published by RAQS Publications, 15 Siddeshwary, Dhaka-1217, First Edition May-2018, Price Taka-900.00 only. (20 USD)

www.nagorikpathagar.org

তোহ্ফা

প্রাণপ্রিয় বাবার
মাগফিরাতের উদ্দেশ্যে-

www.nagorikpathagar.org

অভিমত

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ. وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى الْمَبْعُوْثِ رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ.

وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحٰبِهٖ وَمَنِ اتَّبَعَ هُدَاهُ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ. اَمَّا بَعْدُ :

বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও আমেরিকা প্রবাসী রসায়নবিদ ড. মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম খান রচিত "শয়তান : মানবতার চিরশত্রু" বইটি প্রকাশিত হতে যাচ্ছে শুনে আমি যারপরনাই খুশী হয়েছি। র‍্যাকস পাবলিকেশন্স, ঢাকা বইটি প্রকাশের উদ্যোগ নেয়ায় আমি তাদেরকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

বইটিতে লেখক আল-কুরআন ও আস-সুন্নাহর দলীলের নিরীখে অত্যন্ত যৌক্তিকভাবে মানবতার চিরশত্রু শয়তানের শত্রুতার রহস্য উন্মোচন করেছেন। তিনি যুগে যুগে আদম সন্তানের দলাদলী ও বিভক্তির ইতিহাস তুলে ধরে এ ব্যাপারে শয়তানের কার্যকর ভূমিকা ও তাদেরকে বিপথগামী করার নানাবিধ প্রক্রিয়ার দালিলিক ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতাকে পুঁজি করে শয়তান কিভাবে তাকে কাবু করে এবং মিথ্যে আশ্বাস ও দুনিয়ার নানাবিধ ভোগ বিলাসের দিকে সে কিভাবে মানুষকে প্ররোচিত করে তার বর্ণনার পাশাপাশি এ থেকে নিষ্কৃতি লাভের যথাযথ উপায়ও তিনি কুরআন ও সুন্নাহর নিরীখে আলোকপাত করার প্রয়াস চালিয়েছেন। সেই সাথে তিনি বইটিতে শয়তান সৃষ্টির পেছনে মহান আল্লাহর বিচক্ষণতা ও হিকমত এবং তাকে কিয়ামত পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখার রহস্যও বর্ণনা করেছেন। এমনকি শয়তানের আক্রমণের পদ্ধতি এবং মানুষকে তার অনুপ্রেরণা দেয়ার কৌশল অত্যন্ত সুন্দরভাবে চিত্রিত করে তা বাঁচার উপায়ও নিরূপণ করেছেন।

বইটির পাণ্ডুলিপি আদ্যোপান্ত পড়ে আমার কাছে এটি সুখপাঠ্য সহজবোধ্য মনে হয়েছে। সুধী পাঠকবৃন্দ বইটি পড়ে যথেষ্ট উপকৃত হবেন বলে আমার বিশ্বাস।

মহান আল্লাহ বইটিকে লেখকের জন্য সাদাকায়ে জারিয়াহ হিসেবে কবুল করুন। বইটির প্রকাশকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে এর উত্তম প্রতিফল দান করুন। আমি এবং অন্যান্য পাঠকদেরকেও এর উত্তম বদলায় শামিল করুন। আমীন ॥

وَصَلَّى اللّٰهُ وَسَلَّمَ عَلٰى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ.

ড. মোহাম্মদ শফিউল আলম ভূঁইয়া
আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম

www.nagorikpathagar.org

প্রকাশকের কথা

সকল প্রশংসা মহান রাব্বুল আলামীনের জন্য, যিনি 'শয়তান : মানবতার চিরশত্রু' গ্রন্থখানি প্রকাশ করার তাওফীক দান করলেন। অসংখ্য দরূদ ও সালাম মানবতার বন্ধু, মহান দিশারী রাসূল মুহাম্মাদ (সা) এর প্রতি যিনি উম্মতে মুসলিমাকে শয়তানের ওয়াসওয়াসা থেকে বেঁচে সঠিক দ্বীনের অনুসরণে জীবন যাপন ও ইবাদত করার পন্থা শিক্ষা দিয়েছেন।

শয়তান যে মানুষের চিরশত্রু মানুষ মনে হয় একথা ভুলে গেছে অথবা তারা জানেই না একথা। প্রত্যেকটি বান্দার পেছনে তার উপযুক্ত শিক্ষাদীক্ষা সম্পন্ন শয়তান লেগে আছে তাকে ভুল পথে নেয়ার জন্য, তাকে ধোঁকায় ফেলার জন্য। লেখক ও চিন্তাবিদ ড. মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম খান অত্যন্ত সুন্দর ও সাবলীল ভাষায় কুরআন, হাদীস ও ইতিহাসের ঘটনা প্রবাহ বিশ্লেষণ করে শয়তানের কার্যক্রমের চিত্র তুলে ধরেছেন।

আমি নিজে বই প্রকাশ করতে গিয়ে তিন শতাধিক বই পাঠ করেছি, কিন্তু আলাদা শয়তান সম্পর্কে এই পাঠে আমিও সম্বিত ফিরে পেয়েছি। কতটা সতর্ক থাকলে শয়তানের ওয়াসওয়াসা থেকে বাঁচা যায় তা লেখক বইয়ের শেষের দিকে সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন।

আলোচনাকে বোধগম্য করতে গিয়ে বইয়ের কলেবর বৃদ্ধি পেয়েছে। লেখক দু'টি খণ্ডে লেখা সমাপ্ত করেছেন। দুই ভলিউমে প্রকাশ করার ইচ্ছা থাকলেও দু'টি খণ্ড বই অনেকে সংগ্রহ করতে অসুবিধা মনে করেন বলে এক ভলিউমের প্রকাশ করা হলো। এতে বইটির মূল্য কিছু কম রাখা সম্ভব হয়েছে। দুই ভলিউমে প্রকাশ করলে মূল্য আরো দুই-তিনশত টাকা বেড়ে যেতো। আশা করি পাঠক বিষয়টি ভেবে দেখবেন।

গ্রন্থটিতে আমরা সহজ কলকাতা হরফের আরবী ব্যবহার করেছি, এই হরফ পড়তে সকলের সুবিধা হয় তাই। তাছাড়া বার বার পড়ে মুদ্রণ প্রমাদ কমিয়ে আনার চেষ্টা করা হয়েছে। এর পরও কোন ভ্রান্তি পাঠকের দৃষ্টিগোচর হলে আমাদের জানিয়ে সাহায্য করবেন। আমরা পরবর্তী প্রকাশে সংশোধনের প্রয়াস পাবো।

পরিশেষে মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে আকুল আবেদন করছি তিনি যেনো এই খেদমত কবুল করেন এবং বইটির বহুল প্রচারের ব্যবস্থা করে দেন। সামর্থ্যবান মানুষ যেনো বইটি ক্রয় করে অন্যদের উপহার হিসেবে প্রদান করে শয়তানের কারসাজি থেকে রক্ষা পেতে আল্লাহর বান্দাদের সাহায্য করেন। আমীন॥

www.nagorikpathagar.org

সূচিপত্র

পূর্বসূচক ॥ ১৩
স্বীকৃতি ॥ ১৩
সূচনা ॥ ১৭
লেখার অভিসন্ধি ॥ ১৮
প্রস্তাবনা ॥ ৩৩
আল-কুরআন ও হাদীসের অনুবাদ, তথ্যনির্দেশ এবং অন্যান্য বিষয় ॥ ৫৫
উল্লেখযোগ্য উক্তি বা উচ্চারণ সম্পর্কে সতর্কতা ॥ ৫৭

প্রথম খণ্ড

অধ্যায়-১ : মানবতার শত্রু কে? ॥ ৫৯
– মানব ব্যক্তির এবং মানবজাতির শত্রু ॥ ৬০
– শত্রুর সৃষ্টি ॥ ৬২
– শত্রুর সৃষ্টি সম্পর্কে আল-কুরআনে বর্ণনা ॥ ৬৪
– শত্রুর ঔদ্ধত্যপূর্ণ প্রতিজ্ঞা ॥ ৭০
– ইবলিস সম্পর্কে আদম-হাওয়ার প্রতি সতর্কতা ॥ ৭৬
– মানবজাতির পিতা-মাতার মহাপরীক্ষা ॥ ৭৭
– সতর্কের কথা ভুলে গিয়েছিলেন ॥ ৮০
– মানবজাতি এবং শত্রুর পৃথিবীতে অবতরণ ॥ ৮৩
– ইবলিসই মানবজাতির শত্রু ॥ ৮৬
– বন্ধু আবার শত্রু হয় কখন ॥ ৮৭
–শয়তান অদৃশ্য শত্রু ॥ ৮৯
– দুই ফিরিশতা ॥ ৯৪
– প্রতিটি মানুষের শয়তান সঙ্গী রয়েছে ॥ ৯৬
অধ্যায়-২ : আদম সন্তান বিভিন্ন দলে বিভক্ত ॥ ৯৯
– আল্লাহ্ তা'আলার প্রেরিত নবী ও রাসূল ॥ ১০৩
– মুসলিম বা বিশ্বাসী ॥ ১০৮
– অমুসলিম বা অবিশ্বাসী ॥ ১১৪
– শয়তান সম্পর্কে মানবজাতির প্রতি সতর্কতা ॥ ১২৩

www.nagorikpathagar.org

– শয়তানের উদ্দেশ্য উল্লেখ করে সতর্কতা ॥ ১৩৭
– মানব দুর্বলতা সম্পর্কে শয়তানের জ্ঞান উল্লেখ করে সতর্কতা ॥ ১৩৮
– খাদ্য সম্পর্কে সতর্কতা ॥ ১৩৯
– যে সমস্ত অন্যায় কাজে শয়তান আহ্বান করে সেটি উল্লেখ করে সতর্কতা ॥ ১৪২
– শয়তান সম্পর্কে মুসলিমদের প্রতি সতর্কতা ॥ ১৪৬
– নবী-রাসূলরাও শয়তানের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাননি ॥ ১৬১
– ইব্রাহীম (আ.) খলীলুল্লাহ [আল্লাহ্ তা'আলার বন্ধু] ॥ ১৬৮
– মূসা (আ.) কালীমুল্লাহ ॥ ১৭৮
– খিদির (খিজির) (আ.)-এর সাক্ষাৎ লাভে মূসার (আ.) যাত্রা ॥ ১৮৩
– আইউব (আ.) ॥ ১৮৫
– সুলায়মান (আ.) ॥ ১৯২
– রাসূল (সা.) হাবীবুল্লাহ ॥ ১৯৫
অধ্যায়-৩ : শয়তানের প্রকারভেদ ॥ ১৯৬
– প্রধান শয়তান জিন ॥ ১৯৭
– ইবলিস জিনজাতির অন্তর্ভুক্ত ॥ ১৯৯
– মানুষ শয়তান ॥ ২১০
মানবজাতি দুই দলে বিভক্ত ॥ ২১২
(১) আল্লাহ তা'আলার দল বা আউলিয়া ॥ ২১৪
– ১) মুসলিম ॥ ২৩৫
– ২) মু'মিন ॥ ২৩৬
– ৩) মুত্তাকী ॥ ২৩৮
(২) শয়তানের দল এবং মানুষ শয়তান ॥ ২৪১
শয়তানের কার্যকলাপ ॥ ২৫৮
– মানবকে বিভিন্ন দলে বিভক্তকরণ ॥ ২৬২
– বিদ'আত (*ইবাদতে নতুন কিছু যোগ করা*) ॥ ২৭৩
– জীবন-যাপনে ইসলামী মূল্যবোধ উপেক্ষা ॥ ২৮১
– অপবাদ দেয়া, কুৎসা সৃষ্টি এবং রটনা করা ॥ ২৮৯
– উপহাস এবং পরচর্চা করা ॥ ৩০০
– সেক্যুলারিজম এবং ধর্মনিরপেক্ষতা ॥ ৩০৩

www.nagorikpathagar.org

– (ক) সেক্যুলারিজমের নামে ধর্মনিরপেক্ষতার দুর্বলতা ॥ ৩২৬
– (খ) ধর্মনিরপেক্ষতায় রাজনীতিকদের আশ্বাস ॥ ৩৩১
– (গ) প্রকৃতি ও অন্যান্য সৃষ্টি ধর্মনিরপেক্ষতায় চলে না ॥ ৩৩৬
অধ্যায়-৪ : নাফস ॥ ৩৪২
– নাফসকে ভালো-মন্দ যাচাই করার শিক্ষা দিয়েছেন ॥ ৩৫২
(১) আন-নাফস আল-আম্মারাহ ॥ ৩৫৩
(২) আন-নাফস আল-লাওয়ামা ॥ ৩৫৪
(৩) আন-নাফস আল-মুতমাইননাহ ॥ ৩৫৪
– নাফসই খারাপ আচরণে প্রভাবিত করে ॥ ৩৫৬
– অবৈধ রাস্তা সৃষ্টিতে নাফস ॥ ৩৬৩
শয়তানের পদাংক অনুসরণে নাফসের ভূমিকা ॥ ৩৬৭
– লোভ-লালসা ॥ ৩৬৯
– অসততা [প্রতারণা এবং অসাধুতা] ॥ ৩৮৪
– আত্মগরিমা, অহংকার, ঔদ্ধত্য এবং দাম্ভিকতা ॥ ৩৯৬
ক) আত্মগরিমা ॥ ৩৯৯
খ) অহংকার ॥ ৩৯৯
গ) দাম্ভিকতা ও আত্মগর্বী ॥ ৪০৫
– আত্মগর্বী, দাম্ভিক ও উদ্ধত কাউকেই আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেন না ॥ ৪১৭
– সত্য অস্বীকার-সত্যদ্রোহী ॥ ৪২২
– মিথ্যাবাদী পাপী ॥ ৪২৪
– পরিহাস করা বা অবজ্ঞা করা ॥ ৪২৪
– ব্যভিচারী, লম্পট এবং অশোভন কামুক ॥ ৪২৭
– যৌনতা ও বহুবিবাহ ॥ ৪২৮
– মদ খাওয়া ও জুয়া খেলা ॥ ৪৫১
– হত্যা এবং অযৌক্তিক জীবনহানি ॥ ৪৫৮
– সম্পদ ও সময়ের অপচয় এবং অপ্রয়োজনীয় কথা বলা ॥ ৪৬৮
(ক) সময় মূল্যবান সম্পদ ॥ ৪৭৮
(খ) পরচর্চায়, পরনিন্দায় এবং সন্দেহবশত গোয়েন্দাগিরিতে সময়ের অপচয় ॥ ৪৯৫
– কী ধরনের আলোচনাকে পরচর্চা হিসেবে গণ্য করা হয় ॥ ৫০১

www.nagorikpathagar.org

(ক) গীবত বা পরচর্চা শোনা ॥ ৫০৩
(খ) চোগলখুরী ও কুটনামী করা ॥ ৫০৫
(গ) গোয়েন্দাগিরি করা ॥ ৫০৬
অধ্যায়-৫ : মোনাফেকি আচরণ ॥ ৫০৯
– মোনাফেকি চরিত্র সুবিধাবাদী চরিত্র ॥ ৫২৫
– মোনাফেকের ইবাদত ॥ ৫৩১
– মোনাফেক শয়তানের মতোই বিশ্বাসঘাতক ॥ ৫৪০
– মোনাফেকের শপথ ॥ ৫৪২
– মোনাফেকরা দান-খয়রাতে কৃপণ ॥ ৫৪৬
কাফেরদের জানাযা পড়া হারাম ॥ ৫৫১
মুসলিমও অজ্ঞতায় লঘু শিরকে জড়িত হতে পারে ॥ ৫৫৯
কাফের হয় কী কারণে ॥ ৫৬০
– কুফর আল-তাকযিব ॥ ৫৬০
– কুফর আর-ইবা ওয়াস্তাকাব্বুর মা'আত্তাসদিক ॥ ৫৬১
– কুফর আশ-শাক ওয়া আয-যান ॥ ৫৬২
– কুফর আল-ইরাদ ॥ ৫৬৩
– কুফর আন-নিফাক ॥ ৫৬৬
– কুফর আল-আসগার ॥ ৫৬৭
– জানাযা কেন পড়া হয় ॥ ৫৭৩
মোনাফেকরা নিজেদেরকে ধোঁকা দেয় ॥ ৫৭৮

দ্বিতীয় খণ্ড

সূত্রপাত ॥ ৫৮৩
ভূমিকা ॥ ৫৮৮
অধ্যায়-১ঃ মানব সন্তানের স্বাধীনতা ॥ ৫৯২
অধ্যায়-২ঃ আক্রমণের পদ্ধতি এবং অনুপ্রেরণা দেয়ার কৌশল ॥ ৬০৩
– প্রবৃত্তিতে অবৈধ চাহিদা সৃষ্টি করে ॥ ৬০৫
– ভুল সিদ্ধান্ত নিতে শয়তানের সাহায্য ॥ ৬১৪
– খারাপ কাজকে ভালো কাজ হিসেবে দেখায় ॥ ৬২০
– আযানের শব্দ এবং সিজদা করা শয়তানের কাছে অসহ্য বিষয় ॥ ৬৩২

www.nagorikpathagar.org

– অন্যায়-অবৈধ কাজকে শোভন করে দেখায় ॥ ৬৩৩
– ন্যায়-অন্যায় পার্থক্য না বুঝায় সাহায্য ॥ ৬৩৬
– মানবিক দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে থাকে ॥ ৬৩৯
– বিদ'আতের পৃষ্ঠপোষক হওয়ায় সাহায্য ॥ ৬৪২
– নির্ধারিত আবশ্যক ইবাদতকে অবহেলা করায় ॥ ৬৫৫
অধ্যায়-৩ঃ ফিসফিসানি [*ওয়াস-ওয়াসা*] শয়তানের কাজ ॥ ৬৫৮
– শয়তান আদম সন্তানের সংগী ॥ ৬৬১
– মানুষের "দুই-মন দুই-আশা" শয়তানের কাজ ॥ ৬৬৬
– মানব আকৃতিতে বন্ধু সাজে ॥ ৬৭২
– জ্ঞানী ব্যক্তিকে শরীয়তের বহির্ভূত কাজে জড়িত করায় ॥ ৬৭৭
অধ্যায়-৪ঃ ধর্মীয় বিশ্বাসে এবং জীবন-যাপনে ঝামেলা সৃষ্টি ॥ ৬৮৬
– ফিরিশতা ও জিন জাতিকে পূজা করতে অনুপ্রাণিত করে ॥ ৬৯৩
– ভালো কাজে বাধা দিয়ে অশান্তি সৃষ্টি করে ॥ ৬৯৫
– দান-খয়রাতে কৃপণতা ও পিছুটান সৃষ্টি করে ॥ ৬৯৭
– দান-খয়রাতের পুরস্কার নষ্ট করায় ॥ ৭০২
– দাতাকে ধৈর্যশীল হওয়া বাঞ্ছনীয় ॥ ৭০৬
– সম্পদশালী হওয়া অনেকের জন্য ভালো নয় ॥ ৭০৮
– দান-খয়রাতে উৎকৃষ্ট সম্পদ ব্যয়ের পুরস্কার ॥ ৭০৯
– দান-খয়রাতের প্রাপ্য কারা? ॥ ৭১২
অধ্যায়-৫ঃ যাদু বিদ্যা শিক্ষা এবং চর্চা করা ॥ ৭১৭
– ভাগ্য গণনা ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জ্ঞান ॥ ৭২৯
অধ্যায়-৬ঃ মানসিক ও শারীরিকভাবে ক্ষতি করা ॥ ৭৪০
– রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে আক্রমণ করার চেষ্টা ॥ ৭৪০
– শয়তান খারাপ স্বপ্ন দেখায় ॥ ৭৪১
– আগুন দিয়ে বাড়ি পুড়ে যাওয়ায় সাহায্য ॥ ৭৪৪
– মৃত্যুর সময় শয়তান ঝামেলা সৃষ্টি করতে চায় ॥ ৭৪৫
– জন্মলগ্নে শিশুদের ক্ষতি করতে চায় ॥ ৭৪৬
– মহামারী সৃষ্টিতে সাহায্য করে ॥ ৭৪৮
– খাবার, পানীয় এবং বসবাসের জায়গায় অংশ গ্রহণের চেষ্টা ॥ ৭৫০

www.nagorikpathagar.org

– আদম সন্তানকে বশ করে দখলে নেয়ার চেষ্টা ॥ ৭৫৭
– অমিতব্যয়ী হওয়ায় শয়তানের সাহায্য ॥ ৭৫৮
অধ্যায়-৭ঃ নারী ও দুনিয়ার প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি ॥ ৭৬১
– নারীর প্রতি আকর্ষণ ॥ ৭৬১
– দুনিয়ার প্রতি আকর্ষণ ॥ ৭৭১
– গান-বাজনা-বাদ্যযন্ত্র ইত্যাদি ॥ ৭৮১
অধ্যায়-৮ঃ শয়তানের আশ্বাস এবং খারাপ কাজে উৎসাহ ॥ ৭৮৮
– শয়তানের মিথ্যা আশ্বাস ॥ ৭৮৮
– শয়তান প্রতারক ও বিশ্বাসঘাতক ॥ ৭৯২
– শয়তানের বন্ধুত্বই মানুষকে বিপথগামী করে ॥ ৮০৫
– আল্লাহ তা'আলার প্রতিশ্রুতি শর্তাধীন ॥ ৮০৮
অধ্যায়-৯ঃ কুমন্ত্রণা এবং ফিসফিসানি থেকে মুক্তি ॥ ৮১২
– নামাযের ভূমিকা ॥ ৮১৬
– নামাযে মনোযোগী হওয়ার ব্যবস্থা ॥ ৮২৩
– মুক্তির আরো কিছু ব্যবস্থা ॥ ৮৩০
– ভালো কাজ সম্পাদনে শয়তানের হস্তক্ষেপ থেকে মুক্তি প্রার্থনা ॥ ৮৩৬
– মু'মিনদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা ॥ ৮৩৭
– আল্লাহ তা'আলার ক্ষমা ও রহমত থেকে নিরাশ না হওয়া ॥ ৮৪৭
– বান্দার প্রতি আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত ক্ষমাশীল ॥ ৮৫৫
– ক্ষমা প্রার্থনা বা তাওবা কবুল হয় না যাদের ॥ ৮৫৯
– মৃত্যুর সম্মুখীন হওয়ার পূর্বেই ক্ষমা প্রার্থনা আবশ্যক ॥ ৮৬৫
– পরহেযগার ও পবিত্র ভাবা এবং অন্যের কাছে প্রকাশ করা অন্যায় ॥ ৮৬৭
– ইয়াকীন, তাওয়াক্কুল এবং তাকওয়া অবলম্বনে নিরাপদে থাকা ॥ ৮৭১
– বিদায় হজের ঐতিহাসিক ভাষণ ॥ ৮৮৪
– শয়তান থেকে অবিশ্বাসীদের মুক্তির ব্যবস্থা ॥ ৮৯৪
– মোনাফেক ॥ ৯০৫
অধ্যায়-১০ঃ শয়তান সৃষ্টির পেছনে আল্লাহ তা'আলার বিচক্ষণতা ॥ ৯০৯
– শয়তানের বিরুদ্ধে বিরামহীন সংগ্রামই বান্দার ইবাদতে পরিপূর্ণতা অর্জনে সাহায্য করে ॥ ৯১০
– শয়তানের কুমন্ত্রণার জন্যেই বান্দারা পাপের ভয় করে ॥ ৯১২

www.nagorikpathagar.org

– শয়তানকে উদাহরণস্বরূপ করেছেন তাদের জন্য যারা শিক্ষা গ্রহণ করে ॥ ৯১৩
– শয়তান এবং তার দলকে করেছেন পরীক্ষাস্বরূপ ॥ ৯১৬
– পরীক্ষার মাধ্যমেই কৃতজ্ঞতার বাস্তব রূপ প্রকাশ পায় ॥ ৯২২
– শয়তানের সৃষ্টিতে প্রমাণ হয়, ভালো-মন্দ সৃষ্টিতে আল্লাহ তা'আলা সীমাহীন ক্ষমতাশালী ॥ ৯২৪
– শয়তানের সৃষ্টিতে তৈরি হয়েছে ইবাদতের বিভিন্ন পন্থা ॥ ৯২৪
– শয়তান সৃষ্টিতেই প্রকাশ পেয়েছে আল্লাহ তা'আলার অকল্পনীয় শক্তি ॥ ৯২৬
– ধোঁয়াবিহীন আগুন থেকে ইবলিসের সৃষ্টিতে রয়েছে বিচক্ষণতা ॥ ৯২৮
– শয়তান সৃষ্টিতে প্রমাণিত হয় আল্লাহ তা'আলাই সার্বভৌমত্বের অধিকারী এবং সব কিছুই তাঁর নিয়ন্ত্রণে ॥ ৯২৯
– শয়তান সৃষ্টিতেই প্রমাণ হয় আল্লাহ তা'আলা বিচক্ষণতায়, প্রজ্ঞায় পরিপূর্ণ ॥ ৯৩০
– শয়তান সৃষ্টির মাধ্যমে বান্দাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা ধৈর্যশীল, প্রসন্ন, ক্ষমাপরায়ণ ॥ ৯৩১

অধ্যায়-১১ঃ শয়তানকে কেয়ামত পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখায় আল্লাহ তা'আলার বিচক্ষণতা ॥ ৯৩৪

– বান্দাকে পরীক্ষা করার জন্য ॥ ৯৩৪
– শয়তানকে পুরস্কৃত করেছেন ॥ ৯৩৭
– শয়তানের পাপের বোঝা বাড়ানোর জন্য ॥ ৯৩৭
– অবিশ্বাসী ও পাপীদের বন্ধু এবং উপদেষ্টা হিসেবে ॥ ৯৪২

মুসলিম, কাফের ও মোনাফেকদের মৃত্যু এবং কবরের আযাব ॥ ৯৪৭
তথ্যনির্দেশ ॥ ৯৫৮

www.nagorikpathagar.org

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

পূর্বসূচক

আলহামদুলিল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতার মালিক আল্লাহ তা'আলা। আমরা আল্লাহরই গুণগান করি, তাঁর কাছে সাহায্য এবং ক্ষমার জন্য প্রার্থনা করি। আমরা আল্লাহ তা'আলার কাছে আশ্রয় চাই আমাদের অন্তরের মন্দ চিন্তাভাবনা ও খারাপ কাজ থেকে। তিনি যাকে হেদায়াত দান করেন তাকে কেউ বিপথগামী করতে পারে না, আর তিনি যাকে বিপথগামী করেন তাকে কেউ হেদায়াত দিতে পারে না।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি এক আল্লাহ ছাড়া আর দ্বিতীয় কোনো মা'বুদ নেই, তাঁর কোনো শরীক নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর আবদ (বান্দা) ও রাসূল।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ.

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে যথার্থভাবে ভয় কর। *{আল্লাহর অনুগত হবে, অবাধ্য হবে না, আল্লাহকে সব ব্যাপারে স্মরণ করবে, আল্লাহর কৃতজ্ঞ হবে, অকৃতঘ্ন হবে না}* এবং তোমরা আত্মসমর্পণকারী *{ঈমানসহ মৃত্যুর জন্য তৈরি থাকবে}* না হয়ে কোনো অবস্থায় মরো না।" {৩-সূরা আলে ইমরান : ১০২}

স্বীকৃতি

জগতসমূহের সৃষ্টিকর্তা, প্রতিপালক, বিধানকর্তা, নিয়ন্ত্রণকারী আল্লাহ তা'আলাই সমস্ত প্রশংসার মালিক। যে কোনো কাজের চেষ্টা বা উদ্যোগের তিনিই একমাত্র সফলতা দিতে পারেন এবং সাহায্য করতে পারেন। তাই মু'মিন-মুসলমানদের উচিত সব ব্যাপারে যথাসাধ্য চেষ্টা করে আল্লাহ তা'আলার দয়া ও শক্তির উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল হওয়া। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

بِنَصْرِ ٱللَّهِ ۚ يَنصُرُ مَن يَشَآءُ ۖ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ.

"আল্লাহর সাহায্যে। তিনি যাকে ইচ্ছা সাহায্য করেন এবং তিনি পরাক্রমশালী পরম দয়ালু।" {৩০-সূরা রূম : ৫}

www.nagorikpathagar.org

بَلِ اللّٰهُ مَوْلٰكُمْ ۚ وَهُوَ خَيْرُ النّٰصِرِيْنَ.

"আল্লাহই তো তোমাদের অভিভাবক এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ সাহায্যকারী।" {৩-সূরা আলে ইমরান : ১৫০}

قُلْ لَّنْ يُّصِيْبَنَآ اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا ۚ هُوَ مَوْلٰنَا ۚ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ.

" বল, 'আমাদের কাছে আল্লাহ যা লিখে রেখেছেন তা ছাড়া অন্য কোনো বিপদ আসবে না; তিনিই আমাদের রক্ষক এবং আল্লাহর উপরই মু'মিনদের নির্ভর করা উচিত।" {*৯-সূরা তাওবা : ৫১*}

প্রথমত : যে কোনো তথ্যভিত্তিক বিষয়বস্তু, তত্ত্ব বা বিশ্বাস সম্বলিত বই লেখার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে জ্ঞান, পড়াশুনা ও গবেষণার প্রয়োজন হয়, আর প্রয়োজন হয় সমন্বিত চিন্তাভাবনা, দৃঢ় মনোবল ও মানসিক প্রস্তুতি, বিশেষত বইটি যদি হয় ধর্মীয় মূল্যবোধ বিষয়ক। ধর্মীয় মূল্যবোধের যে কোনো বিষয় নিয়ে বই লেখা বিশাল এক দায়িত্বপূর্ণ কাজ, কেননা অনিচ্ছাকৃত সামান্যতম ভুলের জন্যও যদি কোনো পাঠক কখনো বিভ্রান্ত হন বা লক্ষ্যভ্রষ্ট হন তাহলে লেখকের কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্যটি ব্যর্থ হবে এবং লেখককে সেই দায়িত্ব বহন করতে হবে আজীবন। আল্লাহ তা'আলার কাছে এবং নিজের বিবেকের কাছে তাকে জবাবদিহিতার জন্য দায়বদ্ধ থাকতে হবে শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত। আর এই দায়বদ্ধতার পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ যদি আল্লাহ তা'আলার নির্দেশিত পথ থেকে পাঠক বা লেখকের ঘটে কোনো বিচ্যুতি। তাই মানুষ হিসেবে যতটা সম্ভব সতর্কতা অবলম্বনের চেষ্টা করেছি কিন্তু মানুষতো কখনোই একশভাগ perfect নয়। কাজেই আমার জানা নেই এই ভার বহন করার ক্ষমতা আছে কিনা এবং আমার জ্ঞানের পরিধি যথেষ্ট কিনা, সেটি জানেন একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এই বইটি বাস্তব রূপ পাওয়ার পেছনে যে মানসিক শক্তি, সাহস, আত্মবিশ্বাস, সময় সুযোগ, চেষ্টা, ইচ্ছা ও উদ্যোগের প্রয়োজন ছিলো তার সবটাই সম্ভব হয়েছে আল্লাহ তা'আলার অসীম রহমতের কারণে। তাই আল্লাহ তা'আলার কাছে কৃতজ্ঞতা জানানোর ভাষা আমার জানা নেই, সমস্ত প্রশংসা, সমস্ত কৃতিত্ব আল্লাহ তা'আলারই প্রাপ্য।

দ্বিতীয়ত : দীর্ঘদিন দেশের বাইরে অবস্থানের কারণে বিভিন্ন দেশের মুসলমানদের সাথে ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ আমার হয়েছে। তাতে জানতে পেরেছি ইসলাম কত উদার, সহজ এবং জীবন ঘনিষ্ঠ একটি দ্বীন {জীবনাদর্শ বা ব্যবস্থা}। জীবন যাপনের প্রতিমুহূর্তেই যার অনুসরণই একমাত্র মানুষকে দিতে পারে পরিপূর্ণ সফলতা। তাছাড়া খ্যাতিমান জ্ঞানী, ইসলামিক স্কলার ও চিন্তাবিদদের বক্তৃতা,

www.nagorikpathagar.org

আলোচনা পর্যালোচনা শোনার এবং তাদের সান্নিধ্যে আসার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। বিখ্যাত জ্ঞানলব্ধ বিভিন্ন দেশী বিদেশী পণ্ডিতজন ও স্কলারদের প্রচুর বই সংগ্রহ করা ও পড়ার সুযোগ পেয়েছি। দেশে থাকলে এই সুবিধা থেকে বঞ্চিত থাকতাম এবং "জন্মসূত্রে মুসলমান আর শুনে ও দেখে ইসলাম চর্চার" মধ্যেই হয়তো সীমাবদ্ধ থাকতো আমার চিন্তা ভাবনা ও জ্ঞানের পরিধি। দেশে থাকাকালীন সময়ে ইসলামকে নতুন করে জানা বা বোঝার কথা কখনো মনে জাগেনি। তাই বলা যায়, এটি অবশ্যই আল্লাহ তা'আলার অপার কৃপা ও রহমত এবং সেজন্য তার কাছেই আমার সমস্ত কৃতজ্ঞতা।

আজ শুধু বাংলাদেশে নয় সারাবিশ্বেই ধর্ম তথা ইসলামকে নিয়ে যে রাজনীতি, বাকবিতণ্ডা ও টানাপোড়ন চলছে তার মূল কারণই হচ্ছে ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব এবং ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণা। আর এই সমস্যার একমাত্র সমাধানই হচ্ছে আল-কুরআন ও সুন্নাহর কাছে ফিরে যাওয়া, ইসলামী মূল্যবোধের আসল রূপকে জানা ও বোঝা এবং অনুসরণ করা। আল্লাহ তা'আলা মুসলিম উম্মতের প্রতি আদেশ দিয়ে বলেছেন–

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَىْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا.

"হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস কর তবে তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর { *আল-কুরআনে বর্ণিত দিকনির্দেশনা* }, আনুগত্য কর রাসূলের { *সুন্নাহ, রাসূল (সা.) নির্দেশিত আদেশ, উপদেশ* } এবং তাদের, যারা তোমাদের মধ্যে { *মুসলিমদের মধ্যে* } ক্ষমতার অধিকারী; কোনো বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটলে তা উপস্থাপিত কর আল্লাহ ও রাসূলের নিকট { *আল-কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে সমাধান কর* }। এটিই উত্তম এবং পরিণামে উৎকৃষ্ট।" { *৪-সূরা নিসা : ৫৯* }

তৃতীয়ত : বইটি বাংলাদেশে টাইপ করার কারণে ম্যানস্ক্রিপ্ট আনা নেয়া করতে যারা আমাকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য করেছেন তাদের প্রতি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, বিশেষ করে আমার শ্যালক মীর হাফিজের সাহায্য, সহযোগিতা ছাড়া এই বইটির বাস্তব রূপ পাওয়া ছিলো অসম্ভব, সেজন্য তার প্রতি আমার সবিশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা থাকবে। এছাড়া যার পর্যালোচনা, পরামর্শ সহযোগিতা ছাড়া বইটি সম্পূর্ণতা পেত না সে হচ্ছে আমার প্রিয়তমা স্ত্রী। বিদেশের ব্যস্ত জীবনে শত কাজের মাঝেও সে আমাকে সময় দিয়ে সাহায্য করেছে নানাভাবে। এটিও আল্লাহ তা'আলার সাহায্য ও দয়ার আর একটি

www.nagorikpathagar.org

প্রমাণ। কারণ যে কোনো কাজের সুষ্ঠু সমাধান কারও মাধ্যমে একমাত্র আল্লাহই দিতে পারেন তাই আল্লাহ তা'আলার কাছে আমার প্রার্থনা "হে আল্লাহ! তুমি এদের সবার এই দুনিয়ার জীবনকে শান্তিময় কর এবং আখেরাতের জীবনে ক্ষমা এবং পুরস্কৃত কর।

এছাড়া বইটি সম্পাদনার কাজে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আমাকে ঋণী করেছেন দুইজন বিদগ্ধ ব্যক্তিত্ব- ড. মুহাম্মদ সাইফুল্লাহ আল-মাদানী ও ড. মোহাম্মদ শফিউল আলম ভূঁইয়া। তাঁরা অতি ব্যস্ততার মধ্যেও বইটি সম্পাদনা করে ও পরামর্শ দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন। আমি তাঁদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি ও তাঁদের জন্য দোয়া করছি।

হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি এই লেখার পেছনে ইচ্ছা সৃষ্টিতে, সুস্বাস্থ্য, মানসিক শক্তি, আত্মবিশ্বাস, সময়, সুযোগ, অনুপ্রেরণা এবং প্রতিনিয়ত রহমত দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছ তার জন্য অন্তরের গভীর স্থান থেকে তোমার রহমতের জন্য শুকরিয়া আদায় করছি এবং এই কাজের সমস্ত কৃতিত্ব তোমারই। আমার ইচ্ছাকৃত, অনিচ্ছাকৃত, জানা, অজানা সমস্ত ভুলের জন্য আমাকে ক্ষমা কর। যে সমস্ত আলেম, মুসলিম চিন্তাবিদ এবং পণ্ডিতদের লেখা ধর্ম বিষয়ের পুস্তক, আল-কুরআন ও হাদীসের অনুবাদ এবং ব্যাখ্যা এই লেখায় সাহায্যে এসেছে এবং তথ্যনির্দেশ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি তাদের সকলকে এই দুনিয়ায় এবং আখেরাতে দুই জায়গায় তোমার সীমাহীন রহমতে স্থান দিয়ে পুরস্কৃত কর।

পরিশেষে হে আমাদের প্রতিপালক! আমার পিতা-মাতা এবং সমস্ত বিশ্বাসী নর-নারীদেরকে ক্ষমা কর। আমাদের সন্তানদের জীবন সুন্দর কর, ইসলামের আদর্শে জীবন যাপন করতে তাদেরকে তাওফিক দাও এবং দুনিয়ার ফেতনা থেকে তাদের রক্ষা কর। তোমার হাবীব, আমাদের প্রাণপ্রিয় রাসূল মুহাম্মদ (সা.)-এর উপর অশেষ রহমত ও শান্তি বর্ষণ কর এবং তাঁর উপদেশ-আদেশ অনুযায়ী জীবন যাপন করতে আমাদেরকে তাওফিক দান কর, আমিন ॥

www.nagorikpathagar.org

সূচনা

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ তা'আলার অপরিসীম দয়া, নেয়ামত এবং প্রতিমুহূর্তে তাঁর সাহায্য এই নগণ্য প্রচেষ্টার পেছনে প্রধান ভূমিকা পালন করেছে। তার জন্য সর্বপ্রথমে অন্তরের গভীর তলদেশ থেকে আল্লাহ তা'আলাকে জানাই আমাদের কৃতজ্ঞতা [*শুকরিয়া*], যিনি আমাদের সৃষ্টিকর্তা, প্রতিপালক, বিধানকর্তা, শেষ বিচার দিবসের মালিক এবং আকাশ জমিনের অন্তর্বর্তী সব কিছুর নিয়ন্ত্রণে সার্বভৌমত্বের অধিকারী। খাস-দিলে আমরা প্রার্থনা করছি, "হে আমাদের প্রতিপালক! তোমার নগণ্য বান্দার এই সামান্য কাজটুকু কবুল কর এবং এই নগণ্য চেষ্টায় তার যে ভুলত্রুটি আছে তোমার রহমত দিয়ে সেটি ক্ষমা করে দিও। তুমি অতিশয় দয়ালু ও ক্ষমাপরায়ণ, তোমার বান্দাদেরকে ক্ষমা করতে ভালোবাস। তোমার হাবীব ও আখেরী রাসূল মুহাম্মদ (সা.), যাকে সারা বিশ্বের জন্য রহমত হিসেবে পাঠিয়েছ তাঁর কাছে আমাদের সালাম পৌছে দাও। আমাদেরকে তাঁর অনুসারী ও উম্মত হওয়ার মতো সৌভাগ্যশালী করেছ, আমরা তার জন্য তোমার কাছে কৃতজ্ঞতা [*শুকরিয়া*] জ্ঞাপন করছি। তোমার হাবীবের (সা.) বংশধর ও সাহাবী এবং যত জ্ঞানী আলেম গত হয়েছেন এবং বর্তমানে আছেন, তাদের সকলের উপর তোমার সীমাহীন রহমত বর্ষণ কর। আমাদের প্রার্থনা কবুল কর (আমিন) ॥"

www.nagorikpathagar.org

লেখার অভিসন্ধি

রসায়নবিদ্যার ছাত্র এবং গবেষক হিসেবে গত চার দশক অগণিত রাসায়নিকের প্রতিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ তা'আলা আমাকে দিয়েছেন। এই দীর্ঘ দিন রাসায়নিকের একটি সাধারণ স্বভাব পর্যবেক্ষণ করেছি যে, তারা সকলেই প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ পরিবেশ ও পরিস্থিতির উপর নির্ভরশীল। তারা প্রতিক্রিয়াশীল, তবে সর্বদাই একটি নির্ধারিত পদ্ধতি এবং নিজস্ব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের নিয়ন্ত্রণাধীন। সুতরাং তারা প্রকৃতিগতভাবে সকলেই প্রতিক্রিয়ার ব্যাপারে একরকম। মানবজাতির মতোই তারা বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত এবং প্রবৃত্তির চাহিদার দিক দিয়েও তারা মানবজাতির মতো একরকম। রাসায়নিকের প্রতিক্রিয়ার সফলতা বিশেষ পরিবেশের [*প্রতিক্রিয়ার অবস্থার*] উপর নির্ভরশীল হলেও মানব সন্তানের মতো তারাও অপ্রত্যাশিত পরিবেশে অথবা অন্যের অনাবশ্যক হস্তক্ষেপে প্রতিক্রিয়াশীল হয়। তাতে অনেক সময় মানব কল্যাণে সফলতার বিপরীতে দুর্ঘটনা ঘটে।

ভূপৃষ্ঠে প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে অগণিত রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া ঘটছে, তাদের মধ্যে সালোকসংশ্লেষণ [*ফটোসিনথসিস*] প্রতিক্রিয়া উল্লেখ্য। এই প্রতিক্রিয়াও বিশেষ পরিবেশে [*সূর্যের আলোর সাহায্যে অপরিহার্য তাপমাত্রা, পানি এবং পর্যাপ্ত পরিমাণ কার্বন ডাইঅক্সাইড*] আল্লাহ তা'আলার আদেশে ঘটে থাকে। আল্লাহ তা'আলার আদেশই এই প্রতিক্রিয়ার জন্য নির্ধারিত নিয়ন্ত্রণ। সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে সৃষ্টি হয় উদ্ভিদের এবং জীবপ্রাণীর খাদ্য তাই এই প্রতিক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়া ও পদ্ধতির সফলতার উপর নির্ভর করে ভূপৃষ্ঠের জীবপ্রাণীর জীবন ধারণ করার সুব্যবস্থা। সালোকসংশ্লেষণে জড়িত রাসায়নিকের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে [*আল্লাহ তা'আলার আদেশ মানা*], যার প্রভাবেই সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়া সুশৃঙ্খল সুনিপুণভাবে সম্পন্ন হয়ে থাকে। তবে বর্তমানে মানব সন্তানের অতিলোভ এবং অনাবশ্যক হস্তক্ষেপে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা পরিবর্তন হওয়ায় এই নির্ধারিত নিয়ন্ত্রিত প্রতিক্রিয়ায় বিভিন্ন সমস্যা [*অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, তাপমাত্রা কম-বেশী ইত্যাদি*] দেখা দিয়েছে। জীবপ্রাণীর দেহেও প্রতিমুহূর্তে অগণিত রাসায়নিক নানা প্রকার প্রতিক্রিয়ায় লিপ্ত আছে, তারাও একটি নির্ধারিত নিয়মের নিয়ন্ত্রণাধীন অবস্থায় প্রতিক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে থাকে। তবে এই সুশৃঙ্খল রাসায়নিকের ক্রিয়ায় সমস্যা তখন দেখা দেয় যখন বাইরের কারও অনধিকার হস্তক্ষেপে বাধা সৃষ্টি হয়। সুশৃঙ্খল প্রাকৃতিক পদ্ধতির [*আল্লাহ তা'আলার প্রতিষ্ঠিত নির্ধারিত পদ্ধতির*] মধ্যে অনধিকার হস্তক্ষেপ সাধারণত ঘটে থাকে মানব সন্তানের অসতর্কতা ও অতিলোভ

www.nagorikpathagar.org

এবং নানাবিধ রোগ জীবাণুর আক্রমণে। মানব সন্তানের অসতর্কতার উদাহরণ হচ্ছে ১৯৮০ দশকে ইন্ডিয়ার ভূপাল শহরে সংঘটিত দুর্ঘটনা। ইয়োনিয়ন কারবাইডের কারখানায় কীটনাশক তৈরির জন্য রাখা Metyl Isocyanate [$H_3C-N=C=O$], ট্যাঙ্ক থেকে লিক করে বায়ুমণ্ডলে মিশে যায়, তাতে প্রায় ৫,০০,০০০ জনজীবন আক্রান্ত হয় এবং ১৭,০০০ মানুষ প্রাণ হারায়। {সূত্র :*Wikipedia, the free Encyclopedia*}

মানব সন্তানের অতি লোভের আরেকটি উদাহরণ হচ্ছে এ্যালিমেন্টসের পরমাণু কেন্দ্রে সংঘটিত পারমাণবিক প্রতিক্রিয়া, যদিও পারমাণবিক প্রতিক্রিয়া রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া নয়, তবুও এই প্রতিক্রিয়ায় জড়িত থাকে প্রাকৃতিকভাবে পাওয়া তেজস্ক্রিয় [*রেডিও অ্যাক্টিভ*] এ্যালিমেন্টস। সাধারণত এই তেজস্ক্রিয় এ্যালিমেন্টস সক্রিয়ভাবে জীবপ্রাণীর জীবনাশ করার রশ্মি নির্গত করে, তবে তারা সক্রিয়ভাবে পরমাণুর কেন্দ্রে পারমাণবিক প্রতিক্রিয়ার মতো ধ্বংসাত্মক বোমা সৃষ্টি করতে পারে না। পারমাণবিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করা হয় বাইরে থেকে শক্তি প্রয়োগ করে, যা আদম সন্তানের হস্তক্ষেপে হয়ে থাকে। তেজস্ক্রিয় এ্যালিমেন্টস ব্যবহার করে পারমাণবিক প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে সৃষ্টি করা হয় পারমাণবিক বোমা, যার ভয়ানক ক্ষয়ক্ষতি ও অমানবিক দৃশ্য সম্পর্কে মানবজাতি অবহিত আছে [*১৯৪৫ সালে জাপানে পতিত পারমাণবিক বোমা*]। আবার নিয়ন্ত্রিত পারমাণবিক প্রতিক্রিয়ার শক্তি থেকে উৎপাদন করা যায় অতীব প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ এবং অন্যান্য কাজে ব্যবহার করার শক্তি। বর্তমানে সারা বিশ্ব পারমাণবিক বোমার ব্যাপারে সুনিশ্চিতভাবে অত্যন্ত আতঙ্কগ্রস্ত অবস্থায় আছে কারণ কতিপয় মানব গোষ্ঠীর অনধিকার হস্তক্ষেপে এই ধ্বংসাত্মক বোমা অথবা তেজস্ক্রিয় পরমাণুর সম্পৃক্ত মিসাইল অথবা বোমাবাহী দূরপাল্লার রকেট যে কোনো সময় বিশ্বব্যাপী বিপদ সৃষ্টি করতে পারে। তাই বলা যায়, তেজস্ক্রিয় এ্যালিমেন্টস এবং রাসায়নিকও অন্যের হস্তক্ষেপে নিজস্ব প্রবৃত্তির বিপরীতে কাজ করতে পারে অর্থাৎ বিভিন্ন পরিবেশে তারা বিভিন্নভাবে প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে কল্যাণের পরিবর্তে অকল্যাণের কারণ হতে পারে।

আদম সন্তানকেও রাসায়নিকের মতোই আল্লাহ তা'আলা সহজাত প্রকৃতি [আল-ফিতরাত] দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। সহজাত প্রকৃতির প্রভাবে আদম সন্তান সর্বদাই একটি নির্ধারিত বিধানে নিয়ন্ত্রিত হবে এবং এক উপাস্য আল্লাহ তা'আলার আদেশের বাধ্য অবস্থায় তাঁর ইবাদত করবে। অথচ অধিকাংশ আদম সন্তানই অন্য কারও হস্তক্ষেপে সহজাত প্রকৃতির বিপরীতে আল্লাহ তা'আলার আদেশের অবাধ্য হয়ে জীবন যাপন করে নানা সমস্যায় জড়িত হয়ে থাকে। রসায়নবিদ হিসেবে বিভিন্ন রাসায়নিকের নানা পরিবেশে প্রতিক্রিয়ায় যে তারতম্য দেখেছি তার সাথে তুলনা করা যায় আদম সন্তানের প্রবৃত্তির [নাফসের] চাহিদার বিভিন্ন

www.nagorikpathagar.org

প্রতিক্রিয়াশীল অবস্থানকে। বস্তুত আদম সন্তানের পার্থিব জীবন পরিচালিত হয় নাফসের চাহিদায় সৃষ্ট বহুবিধ প্রতিক্রিয়ার ভেতর দিয়ে। তাই জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আসন্ন বিপদের কথা ভেবে নাফসের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন না করলে রাসায়নিক এবং তেজস্ক্রিয় পরমাণুর কেন্দ্রে ঘটিত পারমাণবিক প্রতিক্রিয়ার মতোই জীবন যাপনে বিফলতা এবং দুর্ঘটনার সম্মুখীন হওয়া অবশ্যম্ভাবী। যা হোক বিভিন্ন গবেষণাগারে রাসায়নিক উপাদান নিয়ে বিভিন্ন পরিবেশে প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে যে পর্যবেক্ষণ করা হয় তার অপর নাম হচ্ছে পরীক্ষা করা। অনুরূপভাবে নাফস প্রবৃত্তির বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ার অবস্থানের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা আদম সন্তানকে পার্থিব জীবনের বিভিন্ন পরিবেশে পরীক্ষা করেন। নাফসের বা প্রবৃত্তির বিভিন্ন চাহিদা হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে আদম সন্তানের পার্থিব জীবন।

মানব প্রবৃত্তিকে অবাধ্য ও অসৎকাজে প্রভাবিত করে অপ্রত্যাশিতভাবে প্রতিক্রিয়াশীল করার জন্য ব্যাকটিরিয়ার [*অদৃশ্য রোগজীবাণুর*] মতোই একটি অদৃশ্য সত্তা আছে। যে অদৃশ্যে থেকে আদম সন্তানকে বিপথে রাখার জন্য প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছে। ব্যাকটেরিয়া হচ্ছে অতিক্ষুদ্র একক জীবকোষ বিশিষ্ট জীবন্ত সত্তা, যা জীবপ্রাণীর শরীরে বিভিন্ন রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে ভালো ও মন্দ দু'টোই করতে পারে অর্থাৎ ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে ভালো-মন্দ দু'টোই আছে। একক জীবকোষ বিশিষ্ট হলেও ব্যাকটেরিয়া হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে রাসায়নিক, তবে অতিক্ষুদ্র হওয়ায় মানব দৃষ্টির অন্তরালে অদৃশ্যে তার বসবাস। খারাপ ব্যাকটেরিয়া সাধারণত জীব শরীরে বিভিন্ন রোগ সৃষ্টি করে এবং একজনের কাছ থেকে অন্যদের মধ্যে রোগজীবাণু ছড়িয়ে দেয় অর্থাৎ তারা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সংক্রামক। এজন্যই অদৃশ্য খারাপ ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণ থেকে মুক্ত থাকার জন্য বিজ্ঞানীরা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার জন্য বিভিন্ন পন্থার আবিষ্কার করেছেন। তা সত্ত্বেও অসতর্কতার জন্য মানুষ সর্বদাই এই অদৃশ্য শত্রুর আক্রমণে আক্রান্ত হয় এবং ফলে অনেকেই মৃত্যু মুখে পতিত হয়।

খারাপ ব্যাকটেরিয়াকে প্রতিহত করার জন্য আল্লাহ তা'আলা মানুষের শরীরকে করেছেন প্রতিষেধক যোগ্য তাই মানুষের শরীর বেশীরভাগ সময়ই ব্যাকটেরিয়াকে প্রতিহত করতে সক্ষম হয়। তবে মানুষ যখন নিজ শরীরের প্রতি যত্নবান না হয়, অবহেলায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা উপেক্ষা করে অথবা অতি লোভে খাদ্য ও পানীয় গ্রহণে বেশী আসক্ত হয় তখন অদৃশ্য শত্রু ব্যাকটেরিয়া প্রাণঘাতী অস্ত্র হিসেবে কাজ করতে পারে। অনেক প্রাণঘাতী ব্যাকটেরিয়া আছে, যারা মানুষের শরীরে কোনো প্রকার বিপদ সংকেত সৃষ্টি ছাড়া বহুদিন বসবাস করতে পারে, যেমন যক্ষ্মার ও এইড্সের জীবাণু। এই জীবননাশী জীবাণু ধীরে ধীরে মানুষের জীবনকে

www.nagorikpathagar.org

শেষ প্রান্তে নিয়ে যায়। যার জন্য এই প্রাণঘাতী অদৃশ্য শত্রুকে সকলেই ভয় করে তবুও অসতর্কতা এবং সহজাত প্রকৃতির বহির্ভূত জীবন যাপনে আত্মনিয়োগ করায় বিশ্বব্যাপী এইড্স এখন হয়েছে সবচেয়ে কঠিন ব্যাধি।

সাধারণত শত্রু শব্দটির মধ্যে একটি সুপ্ত ভয়ের ইঙ্গিত জড়িত থাকে। শত্রু ছোট-বড় যে ধরনেরই হোক না কেন সব মানুষই শত্রুকে কম-বেশী ভয় করে। তবে সব ভয়ের বস্তুই যে শত্রু হিসেবে গণ্য হবে এ ধরনের কোনো বাধাধরা নিয়ম নেই, যেমন সব ব্যাকটেরিয়াই খারাপ নয়। প্রসংগত উল্লেখ্য যে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ডিগ্রী অর্জনের, চাকুরি প্রাপ্তির পরীক্ষা এবং বিভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক খেলায় প্রার্থীদের অন্তরে যথেষ্ট ভয় থাকে। অথচ এই ভয়ের উৎসকে কেউ শত্রু হিসেবে গণ্য করে না। কারণ নির্ধারিত পরীক্ষা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা শেষ হলেই পরীক্ষার্থীদের ভয় কেটে যায় এবং উত্তীর্ণ ব্যক্তিরা নিজ কর্তৃত্বের জন্য গর্ববোধ করে আনন্দিত হয়। অর্থাৎ এই ধরনের ভয় থেকেই কল্যাণমূলক বিষয়ের সৃষ্টি হয়, যেমন ভালো ব্যাকটেরিয়া জীবপ্রাণীর জীবন ধারণে সাহায্য করে থাকে। অতএব যে সমস্ত ভয়ের বস্তু বা সত্তা থেকে মানব কল্যাণের কোনো উপাদান সৃষ্টি হয় না, কারও জন্য আশাব্যঞ্জক কোনো কিছুর আবির্ভাব ঘটে না বরং ব্যক্তি, পরিবার ও সামাজিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, নিঃসন্দেহে বলা যায় এই ভয়ের উৎস হচ্ছে সকলের শত্রু, যেমন প্রাণঘাতী ব্যাকটিরিয়া সর্বদাই ক্ষতির উৎস হিসেবে কাজ করে। তাই এই ধরনের শত্রু বা ভয়ের উৎসকে সকলেই প্রাণঘাতী ব্যাকটেরিয়ার মতো এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করে।

চোর, ডাকাত, সন্ত্রাসী, রাতের অন্ধকার, রোগ জীবাণু, স্বাধীনতা হরণে বিদেশী আগ্রাসী শক্তি এবং নিজস্ব সংস্কৃতিকে কলুষিত করার বিদেশী প্রচেষ্টা ইত্যাদি সম্পর্কে সকলেই সর্বদা ভয়ে ভীত থাকে। অতএব, এগুলোকে শত্রু হিসেবে গণ্য করে সকলেই সতর্কতা অবলম্বন করেন। একমাত্র রোগ-জীবাণু ছাড়া এরা সকলেই দৃশ্যমান শত্রু। এই দৃশ্যমান শত্রু ছাড়া সকল আদম সন্তান যে সর্বক্ষণ খারাপ ব্যাকটেরিয়ার মতো একটি অদৃশ্য শক্তিশালী শত্রুর সাথে বসবাস করছে সে ব্যাপারে অধিকাংশ আদম সন্তানই অজ্ঞ অথবা এই শত্রুর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করার প্রয়োজন যে রয়েছে, সেটি তাদের বোধগম্য হয় না। প্রবৃত্তির অবৈধ চাহিদা ও এই শত্রুর অদৃশ্য প্রভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে, আদম সন্তানরা যে সব ধরনের দুর্নীতি, অন্যায়, অবৈধ কাজে জড়িত হয়, আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব ও একত্ববাদে অবিশ্বাস, ভ্রান্ত ধারণা, সহিংসা, প্রতিহিংসা, ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ, নরহত্যা, যুদ্ধবিগ্রহে, সমাজ কল্যাণের বিপরীত কার্যকলাপে লিপ্ত হয় অথচ তারা সেটি বুঝতে পারে না। কারণ মানুষের সাথে এই শত্রুর উপস্থিতি ও সম্পৃক্ততা হচ্ছে শরীরের শিরায় প্রবাহিত রক্তের মতো। এ প্রসংগে

www.nagorikpathagar.org

নবী (সা.)-এর স্ত্রী সাফিয়া বিনতে হুয়াই (রা.) বর্ণনা করেছেন, একবার তিনি রাসূল (সা.) এর সংগে দেখা করতে আসলেন। এ সময় রাসূল (সা.) রমাযানের শেষ দশ দিনে মসজিদে ইতেকাফে ছিলেন। সাফিয়া (রা.) রাসূল (সা.)-এর সাথে কিছু রাত পর্যন্ত কথাবার্তা বললেন। তারপর চলে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। তখন রাসূল (সা.)ও তাকে এগিয়ে দেয়ার জন্য উঠলেন। যখন রাসূল (সা.) মসজিদের অন্য দরজার কাছে পৌছলেন, সেটি ছিলো অপর বিবি উম্মে সালামা (রা.)-এর বাসস্থানের নিকটে অবস্থিত, তখন তাদের পাশ দিয়ে মদীনাবাসী দু'জন আনসারী পথ অতিক্রম করছিলেন। দু'জনই রাসূল (সা.)-কে সালাম দিলেন। পুনরায় তারা দু'জন রওয়ানা হয়ে গেলেন। তখন রাসূল (সা.) তাদের দু'জনকে ডেকে বললেন, একটু অপেক্ষা করো। [আমার সাথের] মহিলাটি আর কেউ নয়, [আমারই স্ত্রী] সাফিয়া বিনতে হুয়াই। [এ কথা শুনে] তারা দু'জনই বলে উঠলেন, সুবহানাল্লাহ। ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাদের দু'জনের মনে এটি খুব লাগল। রাসূল (সা.) বললেন, "শয়তান বনী আদমের শিরা-উপশিরায় রক্তের মতো চলাচল করে। তাই আমি আশঙ্কাবোধ করলাম, শয়তান [কোনো ফাঁকে] তোমাদের মনে কোনোরূপ প্ররোচনা ঢুকিয়ে দেয় নাকি। [সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড ৫, ৫৭৭৮]

উল্লিখিত হাদীসের ভিত্তিতে বলা যায়, মানব সন্তানের সাথে এই অদৃশ্য শত্রুর সম্পর্ক হচ্ছে অত্যন্ত নিবিড়, যা মানব প্রবৃত্তির [নাফসের] বিভিন্ন চাহিদার সাথে সম্পৃক্ত। বস্তুত প্রতিটি আদম সন্তানের সাথে একজন করে অদৃশ্য শত্রু আছে। এ ব্যাপারে রাসূল (সা.) আরও বলেছেন, *"তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার সংগী-সাথী শয়তান নয় (সবার সংগে শয়তান আছে)। উপস্থিত লোকজনেরা জিজ্ঞাসা করল, 'ও আল্লাহর রাসূল! এমনকি আপনার সংগেও।' তিনি (সা.) বললেন, 'আমার সংগেও কিন্তু আল্লাহ তা'আলা আমাকে সাহায্য করেছেন। সে আমাকে শুধু ভালো কাজ করতে সাহায্য করে।" [সহীহ মুসলিম, ৬৮৫০]*

রোগ জীবাণুর [*ব্যাকটেরিয়ার*] আক্রমণ থেকে মুক্ত থাকার জন্য আদম সন্তান নানা প্রকার সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে এবং মিলিয়নস অব ডলার খরচ করছে। অথচ এই অদৃশ্য জীবন সাথী শত্রু সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনে তারা ন্যূনতম পদক্ষেপ নেয় না বরং তার ব্যাপারে সম্পূর্ণরূপে উদাসিনতা দেখিয়ে শত্রুর বিভিন্ন কাজে তারা সাহায্য করে থাকে। প্রধান কারণ হচ্ছে, মানবের মতো এই শত্রুর মাটির দেহ না'থাকায় তার উপস্থিতি অনুভব করা যায় না। তদুপরি এই শত্রুর অনুপ্রেরণার পদ্ধতি হচ্ছে অতিসূক্ষ্ম ও নাফসের চাহিদার সাথে সম্পৃক্ত, তাই সহজে বুঝা যায় না। মানবজাতির পিতা আদমের প্রতি সাজদা করতে অস্বীকার করার পর এই অদৃশ্য শত্রু, তার ঔদ্ধত্যপূর্ণ উক্তির এবং অবাধ্য প্রবৃত্তির জন্য আল্লাহ তা'আলার লানতগ্রস্ত হয়ে অভিশপ্ত হয়েছে। এজন্যই তার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে, সকল আদম সন্তানকে আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদে অবিশ্বাসী বানিয়ে

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত জীবনাদর্শের বিধিবিধান গ্রহণ করা থেকে দূরে রেখে, তার মতোই আল্লাহ তা'আলার লানতপ্রাপ্ত হয়ে দোযখবাসী করা। যার জন্য এই শত্রুর উদ্দেশ্য সম্পর্কে এবং তার উদ্দেশ্যের বিভিন্ন উদাহরণ আল-কুরআনে উল্লেখ করে, আল্লাহ তা'আলা আদম সন্তানদের সতর্ক করেছেন। এই শত্রু নিজে এবং তার দল যে, আদম সন্তানের অদৃশ্য শত্রু [*ইবলিস জিনজাতির অন্তর্ভুক্ত, জিনকে আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন আগুন থেকে*] সে সম্পর্কে বুঝানোর জন্য তার প্রথম শত্রুতার ঘটনা মানবজাতির পিতা-মাতার উপমা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা সুস্পষ্টভাবে বলেছেন–

يَبَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَنُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْاتِهِمَا ۗ إِنَّهُ يَرَىٰكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ۗ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيْطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ.

"হে বনী-আদম! শয়তান, যেন তোমাদেরকে বিভ্রান্ত না করে; যেমন সে তোমাদের পিতামাতাকে জান্নাত থেকে বের করে দিয়েছে এমতাবস্থায় যে, তাদের পোশাক তাদের থেকে খুলিয়ে দিয়েছে-যাতে তাদেরকে লজ্জাস্থান দেখিয়ে দেয়। সে এবং তার দল তোমাদেরকে দেখে, যেখান থেকে তোমরা তাদেরকে দেখ না। আমি শয়তানদেরকে তাদের বন্ধু করে দিয়েছি, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে না।" { *৭-সূরা আরাফ : ২৭* }

إِنَّ الشَّيْطَنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ۗ إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَبِ السَّعِيرِ.

"শয়তান তোমাদের শত্রু; অতএব তাকে শত্রুরূপেই গ্রহণ কর। সে তার দলবলকে আহ্বান করে যেন তারা জাহান্নামী হয়।" { *৩৫-সূরা ফাতির : ৬* }

قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ۙ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ.

"আল্লাহ বললেন : তবে তুমি এখান থেকে বের হয়ে যাও। তুমি বিতাড়িত এবং তোমার প্রতি ন্যায় বিচারের দিন পর্যন্ত অভিসম্পাত।" { *১৫-সূরা হিজর : ৩৪-৩৫* }

আদম সন্তানকে আল্লাহ তা'আলার আদেশের অবাধ্য করতে সর্বদিক থেকে আক্রমণ করবে এই প্রতিজ্ঞায় সে নিজেকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ۙ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّنْ بَيْنِ

www.nagorikpathagar.org

أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ ۖ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ.

"সে [*ইবলিস*] বললো : আপনি আমাকে যেমন উদ্‌ভ্রান্ত করেছেন, আমিও অবশ্যই তাদের জন্যে আপনার সরল পথে বসে থাকবো। এরপর তাদের কাছে আসব তাদের সামনের দিক থেকে, পেছন দিক থেকে, ডান দিক থেকে এবং বাম দিক থেকে। আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবেন না।" *{৭-সূরা আরাফ : ১৬-১৭}*

এই অদৃশ্য শত্রু রোগ-জীবাণু ব্যাকটেরিয়ার মতোই ধর্ম-জাতি ও বর্ণ নির্বিশেষে সকল আদম সন্তানকে আক্রমণ করে এবং তাদের প্রবৃত্তিতে অনবরত অন্যায় অবৈধ কাজে লিপ্ত হওয়ার জন্য অনুপ্রেরণা দিয়ে যায়। যার জন্য প্রায় সকল মানব সন্তানই ব্যক্তি, পারিবারিক ও সমাজ জীবনে বহুবিধ সমস্যায় জর্জরিত থাকে। আসমানী কিতাবের মধ্যে একমাত্র আল-কুরআন ব্যতিরেকে আর কোনো কিতাবেই এই অদৃশ্য শত্রুর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, কার্যকলাপের পদ্ধতি, কলাকৌশল এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে নির্ভুল তথ্য পাওয়া যায় না। এটিও একটি কারণ কেন মানবজাতির অধিকাংশ মানুষ এই অদৃশ্য শত্রু সম্পর্কে অবগত নয়। মুসলিম উম্মত আল-কুরআনে বিশ্বাসী, অনেকেই নিয়মিতভাবে আল-কুরআন পাঠ করে অথচ অধিকাংশ মুসলিমই এই অদৃশ্য শত্রু সম্পর্কে সতর্ক নয়। তার প্রমাণ গত কয়েক শতাব্দী যাবত মুসলিমদের সামাজিক অবস্থার এবং তাদের নৈতিক চরিত্রের ক্রমশ অধঃপতন। তদুপরি পূর্ববর্তী নবী-রাসূলদের সময় ঘটিত বিভিন্ন ঘটনা থেকে বুঝা যায় যে, অতিশয় সতর্কতা অবলম্বন না করলে অতি সহজেই আদম সন্তান এই শত্রুর প্রভাবে প্রভাবিত হতে পারে। মূসার (আ.) হাতের আঘাতে ফেরাউনের রাজপ্রাসাদে এক ব্যক্তির মৃত্যুর পর এবং খিদির (আ.) সাথে দেখা করতে গিয়ে রাস্তা হারিয়ে ফেলার পর যে উক্তি করেন এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ ۖ قَالَ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ۖ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ.

"তখন মূসা তাকে ঘুষি মারলেন এবং এতেই তার মৃত্যু হয়ে গেল। মূসা বললেন, এটি শয়তানের কাজ। নিশ্চয় সে প্রকাশ্য শত্রু, বিভ্রান্তকারী।" { *২৮-সূরা কাসাস : ১৫* }

قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ.

"সে [*মূসা (আ.)-এর খাদেম, ইয়োশা বিন নূন*] বললো : আপনি কি লক্ষ্য করেছেন, আমরা যখন প্রস্তরখণ্ডে আশ্রয় নিয়েছিলাম, তখন আমি মাছের কথা ভুলে

www.nagorikpathagar.org

গিয়েছিলাম। শয়তানই আমাকে এ কথা স্মরণ রাখতে ভুলিয়ে দিয়েছিল।" {*১৮-সূরা কাহফ : ৬৩*}

আরেক ঘটনা ইউসুফ (আ.) জেল থেকে বের হওয়ার পূর্বে মুক্তিপ্রাপ্ত এক কয়েদিকে অনুরোধ করেছিলেন যে, সে যেন রাজাকে ইউসুফ (আ.) কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। পক্ষান্তরে মুক্তি প্রাপ্ত কয়েদি সে কথা ভুলে গিয়েছিল, এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ.

"যে ব্যক্তি সম্পর্কে ধারণা ছিলো যে, সে মুক্তি পাবে, তাকে ইউসুফ বলে দিল : তোমার প্রভুর কাছে আমার আলোচনা করবে। অতঃপর শয়তান তাকে প্রভুর কাছে আলোচনার কথা ভুলিয়ে দিল। ফলে তাকে আরো কয়েক বছর কারাগারে থাকতে হলো।" {*১২-সূরা ইউসুফ : ৪২*}

অতএব বলা যায় আল্লাহ তা'আলার মুত্তাকী বান্দাকে বিভিন্নভাবে কষ্ট দেয়ায় অথবা খারাপ কাজে জড়িত করতে শয়তান সর্বদিক দিয়ে চেষ্টা করে। মানবজাতির কাছে প্রেরিত নবী-রাসূলদের তাওহীদি বাণী প্রচারে শয়তান সব সময় সমস্যা সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছে। তদুপরি মানুষের প্রবৃত্তির চাহিদা যে সব সময় খারাপ কাজের দিকে বেশী আকৃষ্ট হয় এবং শয়তানের প্ররোচনায় অতি সহজেই প্রভাবিত হয়, এগুলোর উদাহরণ দিয়ে আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ.

"অতঃপর তার [*আদমের প্রথম ছেলে কাবিল*] অন্তর [*নাফস, শয়তানের প্রভাবে*] তাকে ভ্রাতৃহত্যায় উদ্বুদ্ধ করল। অনন্তর সে তাকে [হাবিলকে] হত্যা করল। ফলে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।" {*৫-সূরা মায়েদা : ৩০*}

وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي ۚ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ۚ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ.

"আমি [*ইউসুফ (আ.)*] নিজেকে নির্দোষ বলি না। নিশ্চয় মানুষের মন [*নাফস*] মন্দ কর্মপ্রবণ কিন্তু সে নয় আমার প্রতিপালক যার প্রতি অনুগ্রহ করেন। নিশ্চয় আমার পালনকর্তা ক্ষমাশীল, দয়ালু।" {*১২-সূরা ইউসুফ : ৫৩*}

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ ج
فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

www.nagorikpathagar.org

"আমি তোমার পূর্বে যে সমস্ত রাসূল এবং নবী প্রেরণ করেছি, তারা যখনই কিছু কল্পনা [*ভালো কাজের*] করেছে, তখনই শয়তান তাদের কল্পনায় কিছু মিশ্রণ করে দিয়েছে [*সন্দেহের অথবা দ্বিধাসংকোচের সৃষ্টি করেছে*]। অতঃপর আল্লাহ্ দূর করে দেন শয়তান যা মিশ্রণ করে [*তারা আল্লাহ তা'আলার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল ছিলেন*]। এরপর আল্লাহ্ তাঁর আয়াতসমূহকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন এবং আল্লাহ্ জ্ঞানময়, প্রজ্ঞাময়।" { *২২-সূরা হজ্ব : ৫২*}

উপরোক্ত আয়াত থেকে নিঃসন্দেহে বলা যায়, কোনো মানুষই এই অদৃশ্য শত্রুর প্রভাব থেকে মুক্ত নয়। এজন্যই আল্লাহ্ তা'আলা বিভিন্ন উদাহরণ দিয়ে আল-কুরআনে এই শত্রুর সম্পর্কে মানবজাতিকে অবহিত করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপন করে তাঁর উপর সম্পূর্ণরূপে আস্থা রেখে নির্ভরশীল না হলে, কেউ এই শত্রুর অনিষ্ট থেকে মুক্তি পাবে না।

যা হোক প্রত্যেক আদম সন্তানেরই একটি করে 'রূহ' রয়েছে। আদম থেকে আজ পর্যন্ত যত আদম সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত করবে তাদের রূহ আল্লাহ্ তা'আলা এক সাথে সৃষ্টি করেছেন [*সূরা আরাফ, আয়াত নং ১৭২ দ্রষ্টব্য*]। সকল রূহ [*যারা এখনও জন্ম গ্রহণ করেনি*] আল্লাহ তা'আলার কাছে জমা আছে। মৃত্যুর পর আদম সন্তানের রূহ ফিরে গিয়ে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে আবার জমা হয়। জন্মের পূর্বে মাতৃগর্ভে আদম সন্তানের নশ্বর দেহে যখন রূহ ফুঁকে দেয়া হয় তখন তা পরিণত হয় আত্মায় [*নাফসে*]। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত পার্থিব জীবনে মানবের 'রূহ' নশ্বর দেহে আত্মা হিসেবে থাকে। এ প্রসংগে Narrated Abdullah (RA): Allah's Messenger (SA), the true and truly inspired said: (*as regard your creation*), every one of you is collected in the womb of his mother for the first forty days, and then he becomes a clot for another forty days, and then a piece of flesh for another forty days. Then Allah sends an angel to write four words: He writes his deeds, time of his death, means of his livelihood, and whether he will be wretched or blessed (*in the Hereafter*). Then the soul (ruh) is breathed into his body. {*Sahee Al-Bukhari, Vol. 4, Hadith # 549*}

অনুবাদ : ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) যিনি সত্যবাদী ও সত্যবাদী বলে স্বীকৃত– আমাদেরকে বলেছেন ঃ তোমাদের প্রত্যেকের বীর্য চল্লিশ দিন অথবা চল্লিশ রাত পর্যন্ত মায়ের পেটে অবস্থান করে। পরে অনুরূপ সময় পর্যন্ত

www.nagorikpathagar.org

জমাট রক্তবিন্দু হয়ে থাকে। তারপর মাংসপিণ্ড হয়ে অনুরূপ পরিমাণ সময় পর্যন্ত থাকে। এরপর আল্লাহ্ তার কাছে ফিরিশতা প্রেরণ করেন। তাকে চারটি বিষয়ের নির্দেশ দেয়া হয়। সুতরাং তদনুযায়ী ফিরিশতা তার রিযিক, আমল, আয়ুষ্কাল এবং ভাগ্যবান অথবা হতভাগ্য হওয়া সম্পর্কে লিপিবদ্ধ করে। এরপর তার মধ্যে প্রাণের *[আত্মা বা রূহের]* সঞ্চার করা হয়। {সহীহ্ আল-বুখারী, খণ্ড-৬, ৫৪৯}

'রূহ' আল্লাহ্ তা'আলার আদেশে সৃষ্টি [*আমারাল্লাহ, স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৃষ্টি*] এবং সহজাত প্রকৃতিতে [*আল-ফিতরাতে*] প্রতিষ্ঠিত। ফিরিশতাও আমারাল্লাহ তাই ফিরিশতাদের মতোই আদম সন্তানের 'রূহ' [*মানব সন্তানের জন্মের আগে ও মৃত্যুর পরে*] কখনও আল্লাহ তা'আলার আদেশের অবাধ্য হয় না। রূহ্ সম্পর্কে অতি অল্প জ্ঞান মানব সন্তানকে আল্লাহ্ তা'আলা দিয়েছেন। রূহ্ সম্পর্কে মক্কার মুশরিকরা প্রশ্ন করলে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন–

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ ؕ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّىْ وَمَآ اُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلاَّ قَلِيْلاً.

"তারা তোমাকে 'রূহ' সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলে দাও : রূহ আমার প্রতিপালকের আদেশে ঘটিত। এ বিষয়ে তোমাদেরকে সামান্য জ্ঞানই দান করা হয়েছে।" { *১৭-সূরা বনী ইসরাঈল : ৮৫* }

মানব দেহে রূহ অনুপ্রবেশ করার পর পরিণত হয় নাফসে, যাকে বিশ্বাস-অবিশ্বাস, সৎ-অসৎ এবং ভালো-মন্দ বেছে গ্রহণ করার স্বাধীনতা দিয়ে অলংকৃত করা হয়, এটিকেই বলা হয় মানব প্রবৃত্তির স্বাধীনতা। পরবর্তীতে এ ব্যাপারে ইনশাআল্লাহ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হবে। জাতি-ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সব মানব সন্তানই প্রবৃত্তির চাহিদায় এক রকমভাবে আকৃষ্ট হয়। নাফস সাধারণত অবৈধ উপায়ে ধন-সম্পদ অর্জন করে সম্পদশালী হওয়া, স্বৈরাচারী ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ স্বেচ্ছাচারি আচরণ, বলপূর্বক ক্ষমতা দখল করে স্বৈরাচারী শাসন প্রতিষ্ঠিত করা, অতিশয় ভোগ-বিলাসে আরাম-আয়েশে জীবন যাপন করা, চিত্ত বিনোদনের জন্য অশ্লীল বিষয়, নর-নারীর অবৈধ যৌনতা ও শারীরিক অশ্লীলতা, দুর্নীতিপরায়ণ চরিত্র, ধোঁকাবাজি, মোনাফেকি আচরণ, অন্যায় অবৈধ কর্মের প্রতি বেশী আকৃষ্ট হয়। বস্তুত এগুলো আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্র বিধানের সম্পূর্ণ বিপরীতে। রোগজীবাণু [*ব্যাকটেরিয়া*] যেমন দুর্বল শরীরকে সহজেই আক্রমণ করতে পারে তেমন অদৃশ্য শত্রু শয়তানও মানব সন্তানের দুর্বল নাফসকে হাতিয়ার করে তাদেরকে বিপথে ও ভ্রান্ত পথের অনুগামী হওয়ায় সহজেই অনুপ্রাণিত করতে পারে। বস্তুত উপরোল্লিখিত অনৈতিক কাজে মানব সন্তানকে সে সর্বদাই নানা ধরনের চিত্তাকর্ষক বস্তুর মাধ্যমে আহ্বান করে। উদাহরণস্বরূপ, প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায নিয়মিতভাবে আদায় করা মুসলিম উম্মতের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার

www.nagorikpathagar.org

আদেশ অর্থাৎ আবশ্যক দায়িত্ব। অথচ অধিকাংশ মুসলিম নামায আদায় করতে অবহেলা করে। আর যারা আদায় করে তাদের অনেকেই অলসতার দরুন সময় মতো নামায আদায় করে না। আবার অনেকেই অসার যুক্তি দিয়ে বলে, সংসার কর্ম, ব্যবসা-বাণিজ্য ও জীবিকা অর্জনে অতিশয় ব্যস্ত থাকায় নামায আদায় করতে সময় পাই না। অথচ এরাই চিত্ত বিনোদনের কাজে অপ্রয়োজনীয় গল্প করা এবং খেলা-ধুলার প্রতি অতিশয় আকৃষ্ট হয়ে অনেক সময় ব্যয় করে, তাতে তাদের সময়ের কোনো অভাব এবং অলসতার সৃষ্টি হয় না। আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করা ও ভারসাম্য জীবন যাপনের জন্য নামায আদায় করে আত্মশুদ্ধি অর্জন এবং আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত বিধানের জ্ঞান অর্জনের তুলনায় উপরোক্ত কাজই মানুষের নাফস বেশী পছন্দ করে। শয়তানই নাফসকে অনুপ্রাণিত করে এই সমস্ত অসার ক্রিয়ায় ব্যস্ত রাখে, যাতে মানব সন্তান আল্লাহ তা'আলার ইবাদত না করে জীবন কাটিয়ে মৃত্যুবরণ করে। আর নাফসের চাহিদাই হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে দুনিয়ার জীবন। তাই দুনিয়ার জীবনকে বেশী ভালোবাসার অর্থ হচ্ছে নাফসের অবৈধ চাহিদাকে বেশী ভালোবাসা। দুনিয়ার প্রকৃতি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ج وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ اَمَلًا۔

"ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য [*দুনিয়ার জীবনের প্রধান আকর্ষণ*] এবং স্থায়ী সৎকর্মসমূহ তোমার প্রতিপালকের কাছে প্রতিদান-প্রাপ্তি ও আশা লাভের জন্যে উত্তম।" { *১৮-সূরা কাহফ : ৪৬*}

وَمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا لَهْوٌ وَّلَعِبٌ ط وَاِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ م لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ۔

"এই পার্থিব জীবন ক্রীড়া-কৌতুক বৈ তো কিছু নয়। পরকালের গৃহই প্রকৃত জীবন, যদি তারা জানত।" { *২৯-সূরা আনকাবুত : ৬৪* }

আদম সন্তানেরা অধিকাংশই প্রবৃত্তির চাহিদার [*পার্থিব জীবনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে*] কাছে আত্মসমর্পণ করে শয়তানের অনুপ্রেরণায় নিজের খেয়াল খুশির অনুসরণে বিপথগামী হয়। ফলে আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর বিধানের পরিবর্তে নাফসের চাহিদা হয়ে যায় তাদের উপাস্য। নাফসের অবৈধ ও অনৈতিক চাহিদার কাছে আত্মসমর্পণ করে আদম সন্তানের অনেকেই মনুষ্যত্ব হারিয়ে হয়ে যায় পশুর চেয়েও খারাপ, কেননা আদম সন্তান তখন আর সহজাত প্রকৃতিতে [*আল-ফিতরাতের*

www.nagorikpathagar.org

প্রভাবে] প্রতিষ্ঠিত থাকে না। তারা হয়ে যায় অকৃতজ্ঞ ও অবাধ্য বান্দা। পশুদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা যে প্রকৃতি দিয়ে যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন, পশুরা কখনই সে প্রকৃতি থেকে স্থানচ্যুত হয় না বরং সর্বদাই আল্লাহ তা'আলার বাধ্য থেকে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে যায়। সৃষ্টির সেরা আদম সন্তান যখন নিজের শ্রেষ্ঠত্ব ভুলে গিয়ে নরহত্যার মতো গর্হিত কাজে জড়িত হয় তখন সে আর মানবের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত থাকে না। এ প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন–

أَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ ط أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ۷ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ ط إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا.

"তুমি কি তাকে দেখ না, যে তার প্রবৃত্তিকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে? তবুও কি তুমি তার জিম্মাদার হবে? তুমি কি মনে কর যে, তাদের অধিকাংশ শোনে অথবা বোঝে? তারা তো পশুর মতো; বরং আরও পথভ্রান্ত।" { *২৫-সূরা ফুরকান : ৪৩-৪৪* }

بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ ج فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ ط وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ.

"বরং যারা সীমালঙ্ঘনকারী, তারা অজ্ঞতাবশত তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করে থাকে। অতএব, আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তাকে কে বোঝাবে? তাদের কোনো সাহায্যকারী নেই।" { *৩০-সূরা রূম : ২৯* }

অতএব, এই ধরনের নাফসকে বলা হয়, শয়তানিক নাফস অর্থাৎ শয়তানের প্রভাবে আত্মসমর্পণকারী নাফস। প্রতিটি মানব সন্তানই কম-বেশী নাফস শয়তানের প্ররোচনায় প্রভাবিত হয় অথচ তারা বুঝতে পারেন না, কারণ শয়তানের উদ্দেশ্য এবং তার দেয়া অনুপ্রেরণার কলা-কৌশল ও পদ্ধতি সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণা নেই। তাই তারা নাফসে উদিত চিন্তাভাবনা ও চাহিদার ন্যায্যতা সম্পর্কে সঠিকভাবে নিরূপণ করতে পারে না যে, কোনটি শয়তানের অনুপ্রেরণা এবং কোনটি নিজ নাফসের দুর্বলতা। এই অজ্ঞতা ও অবহেলাই মানুষকে ভালো-মন্দ ও ন্যায়-অন্যায় যাচাই করার শক্তি হরণের মাধ্যমে অনৈতিক কাজে জড়িত করে। নিজ নাফসের দুর্বলতা ও শয়তানের অনুপ্রেরণায় খারাপ কাজ করার পর শয়তানের মতোই অনেকে অনুশোচনার পরিবর্তে ঔদ্ধত্যের সাথে দেশের প্রচলিত আইনের বিরোধিতা করে। উল্লেখ্য, ধূমপানে অতিশয় আসক্ত হলে ফুসফুস ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হয়। এ সম্পর্কে এখন সকলেই অবগত, তবুও অনেকেই ধূমপান পরিত্যাগ না করে যখন ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হয়, তখন নিজের অসতর্কতার বা ভুলের জন্য অনুতপ্ত না হয়ে বরং সিগারেট প্রস্তুতকারকের বিরুদ্ধে

www.nagorikpathagar.org

ক্ষতিপূরণের দাবিতে মামলা করে। অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলার আদেশের অবাধ্য হয়ে ইবলিস নিজের ভুলের জন্য অনুতপ্ত না হয়ে বরং ঔদ্ধত্য দেখিয়ে আল্লাহ তা'আলার সাথে তর্ক করে নিজের দোষ আল্লাহ তা'আলার উপর চাপিয়ে দিয়েছিল। শয়তানের উদ্ধত প্রকৃতি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

قَالَ مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ ؕ قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ج خَلَقْتَنِىْ مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ. قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُوْنُ لَكَ اَنْ تَتَكَبَّرَ فِيْهَا فَاخْرُجْ اِنَّكَ مِنَ الصّٰغِرِيْنَ. قَالَ اَنْظِرْنِىْٓ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ. قَالَ اِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ. قَالَ فَبِمَآ اَغْوَيْتَنِىْ لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيْمَ.

"আল্লাহ বললেন : আমি যখন নির্দেশ দিয়েছি, তখন তোকে কিসে সিজদা করতে বারণ করল। সে বললো : আমি তার চাইতে শ্রেষ্ঠ। আপনি আমাকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে [*আদমকে*] সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে। বললেন, তুই এখান থেকে বিতাড়িত হয়ে যা। এখানে [*বেহেশতে*] অহংকার করার কোনো অধিকার তোর নেই। অতএব তুই বের হয়ে যা। তুই হীনতমদের অন্তর্ভুক্ত। সে বললো : আমাকে কেয়ামত দিবস পর্যন্ত অবকাশ দিন। আল্লাহ বললেন : তোকে সময় দেয়া হলো [*সে কেয়ামত দিবস পর্যন্ত বেঁচে থাকবে*]। সে বললো : আপনি আমাকে যেমন উদ্ভ্রান্ত করেছেন, আমিও অবশ্যই তাদের জন্যে আপনার সরল পথে বসে থাকবো [*বিপথগামী করার জন্য*]।" {*৭-সূরা আরাফ : ১২-১৬*}

হেদায়াত প্রাপ্তরা [*বিশ্বাসীরা*] ইসলামের বিধিনিষেধ অনুসরণে জীবন যাপন করতে চাইলে অবশ্যই শয়তানের উদ্দেশ্য ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং তার কৌশল সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জন করতে হবে। বর্তমানে আমার যতদূর বিশ্বাস আরবী ভাষায় লিখা বইয়ের [লেখক ড: ওমর সুলাইমান আল-আশকার, অধ্যাপক শরীয়া কলেজ, জর্ডান বিশ্ববিদ্যালয়] ইংরেজী অনুবাদ "The World of the Jinn and Devils" [*অনুবাদক ড. জামাল আল-দীন ম.যারাবোযো, আল-বশির কোঃ ১৭৫০, ৩০ রোড, সুইট নম্বর ৪৪০, ব্রোডার, কলরেড, উত্তর আমেরিকা*] এবং ইবনে আল-জাওযীর Talbees Iblees ছাড়া শয়তানকে নিয়ে এককভাবে আর কোনো বই লেখা হয়নি। বাংলা ভাষাও এই বিষয়ের উপর বিস্তারিতভাবে আলোচনা সম্পৃক্ত কোনো বই পাওয়া যায় না। তাই লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও নাফস শয়তানের বিরুদ্ধে অহরহ সংগ্রাম করার অভিজ্ঞতা থেকে আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় এই সামান্য প্রচেষ্টার জন্ম নিয়েছে। যাতে বাংলা ভাষাভাষী ভাই-বোনেরা শয়তান সম্পর্কে সামান্যতম জ্ঞান অর্জন করে অনুধাবন করতে পারে যে, অদৃশ্য শয়তান কীভাবে মানুষকে অনুপ্রাণিত করে খারাপ কাজে জড়িত হওয়ায় উদ্বুদ্ধ করে

www.nagorikpathagar.org

থাকে। শয়তান কীভাবে তাওহীদে বিশ্বাস করা থেকে আদম সন্তানকে দূরে রাখে এবং আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত বিধিনিষেধের বিপরীতে জীবন যাপন করতে সাহায্য করে। বর্তমানে মুসলিমদের নৈতিকতার যে অবক্ষয় হয়েছে বিশেষভাবে বাংলাদেশি মুসলিমদের একটি বৃহত্তর অংশ অনৈতিক কাজে সব সীমা অতিক্রম করে সাধারণ জনগণের স্বস্তির জীবন যাপনের প্রক্রিয়াকে এবং সার্বিক কল্যাণের স্বার্থে প্রগতিকে প্রতিহত করছে। বাংলাদেশি সুশীল সমাজের মুসলিমরা দেশের সামগ্রিক কল্যাণ ও উন্নতির প্রতিবন্ধকের ব্যাপারে পত্রিকায় এবং বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে বক্তব্য রাখার সময় নানা ধরনের পরামর্শ দিয়ে থাকে, অথচ দুর্নীতি ও অনৈতিক কাজ থেকে দূরে থাকার জন্য **প্রথমত** : ব্যক্তির আত্মশুদ্ধি প্রয়োজন, **দ্বিতীয়ত** : আল্লাহ তা'আলার কাছে জবাবদিহিতার ভয় যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এ ব্যাপারে কোনো রকম মন্তব্য করে না। তদুপরি মুসলিমদের সামাজিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অশান্তি সৃষ্টির পেছনে যে অদৃশ্য শত্রু আছে, যার অনুপ্রেরণায় মুসলিমরা অনৈতিক কাজে অনুপ্রাণিত হচ্ছে, সে সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজন আছে– এটিও তাদের আলোচনার বিষয়ে থাকে না। কারণ এই অদৃশ্য শত্রু সম্পর্কে সকলের জ্ঞান অতি সামান্য।

ইবলিস কী জন্যে শয়তান উপাধি পেয়েছে, ইবলিস অদৃশ্য জিনজাতির একজন, এ সম্পর্কে যে জ্ঞান আছে, তা দিয়ে শয়তানের কুমন্ত্রণা, অভিসন্ধি ও জটিল পরিকল্পনার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে সচেতন থাকা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। এই কঠিন কাজ আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহে তখনই সম্ভব হবে যখন আল-কুরআন ও হাদীসের মাধ্যমে পরিষ্কারভাবে শয়তান সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে আন্তরিকভাবে চেষ্টা করা হবে। অদৃশ্য শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা বস্তুত অত্যন্ত কঠিন কাজ। দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাত অন্তর্যামী সর্বজ্ঞ আল্লাহ তা'আলার সাহায্য ও সহযোগিতা ছাড়া এই দুর্ভেদ্য সংগ্রামে জয়ী হওয়া যায় না তাই সংগ্রামের জন্য যথোচিত অস্ত্র হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বাণী আল-কুরআনে এবং রাসূল (সা.)-এর হাদীসে বর্ণিত সতর্কতা সম্পর্কে জ্ঞান।

'ইবলিস' কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা গোষ্ঠী অথবা সম্প্রদায়ের শত্রু নয় বরং সে এবং তার অনুগামীরা জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলের শত্রু, তাই সে আদম সন্তানের বা মানব সন্তানের শত্রু তথা "মানবতার শত্রু"। এই লেখা শুরু করার পর, আমি নাফসের সাথে সংগ্রাম করেছি কারণ নাফস শয়তান বরাবরই নানা অজুহাতে আমাকে এ কাজে নিরুৎসাহিত করার চেষ্টা করেছে। তাই অনেকবার ভেবেছি যে, এই বিষয় অত্যন্ত জটিল, তদুপরি এই বিষয়ের উপর আমার পরিমিত জ্ঞান নেই, তথাপি নাফস শয়তানের কুমন্ত্রণা ও ফিসফিসানি সর্বদাই আমাকে যন্ত্রণা দেয়। সুতরাং এ রকম জটিল বিষয় নিয়ে কোনো প্রবন্ধ বা বই সংকলন করা সম্পূর্ণরূপে

www.nagorikpathagar.org

আমার জন্য অনুচিত। তাছাড়া ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, এই জটিল বিষয়ের উপর লেখা বইয়ের পরিমাণ অতি অল্প হওয়ায়, সূত্র হিসেবে ব্যবহার করায় যথেষ্ট সীমাবদ্ধতা রয়েছে। একমাত্র আল-কুরআন ও হাদীস ব্যতিরেকে সঠিক কোনো তথ্যও অন্য কোথাও পাওয়া যাবে না। এই দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যেও আল-কুরআন ও হাদীসের ভিত্তিতে আমাদের এলাকার মসজিদে শুক্রবারের জুমু'আয় অনেকগুলো খুতবা দেয়ার সুযোগ আল্লাহ তা'আলা আমাকে দিয়েছেন। তাতে এই শত্রুর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং মানব সন্তানকে বিপথগামী করতে তার অনুপ্রেরণার পদ্ধতি সম্পর্কে আল-কুরআনে ও হাদীসে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা দেখে আমি বিস্মিত হয়েছিলাম। অতঃপর আল্লাহ তা'আলার অপরিসীম দয়ায় আরও গভীরভাবে চিন্তা করে মনস্থ করলাম যে, এই লেখার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য এবং আল-কুরআনের আয়াত এবং সহীহ্ হাদীস সংগ্রহ করতে গবেষণায় আত্মনিয়োগ করলে শয়তানের কুমন্ত্রণা ও কৌশল সম্পর্কে আরও জ্ঞান অর্জন করা যাবে। ফলে ব্যক্তিগতভাবে আমি আরও লাভবান হব এবং নিজের ব্যক্তি চরিত্র সংশোধনের ও আত্মশুদ্ধির রাস্তাও সুস্পষ্ট হবে।

আল্লাহ তা'আলার সীমাহীন অনুগ্রহে এই উদ্দেশ্যের কিছু হলেও আমার জীবনে প্রভাব ফেলেছে। পরিশেষে পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ অন্তর্যামী দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ তা'আলার উপর নির্ভর করে সব ফিসফিসানি উপেক্ষা করে এই কঠিন কাজে হাত দিয়েছিলাম। নাফসের অবৈধ চাহিদা হচ্ছে মানব সন্তানের সবচেয়ে বড় শত্রু, তাই কেউ এই মহাশত্রুর হাত থেকে মুক্ত নয়। জীবন সাথী অদৃশ্য শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম প্রতিটি আদম সন্তানকেই করতে হয়, তবে সঠিক জ্ঞানের অভাবে অধিকাংশ আদম সন্তানই সফল হতে পারে না। ফলে এই সামান্য প্রচেষ্টার উদ্দেশ্যে রয়েছে আমার সদিচ্ছা ও আন্তরিকতা যাতে এই বই পড়ে পাঠকমণ্ডলীরা অদৃশ্য শত্রু সম্পর্কে সতর্ক হতে পারে। তাই আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা রেখে আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে, পাঠকমণ্ডলীরা যদি একাগ্রচিত্তে চিরশত্রু শয়তান এবং নাফসের দুর্বলতা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের প্রত্যয়ে আত্মনিয়োগ করে তবে আশা করা যায়, আল্লাহ তা'আলার অপরিসীম দয়ায় এই অদৃশ্য শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করায় উদ্বুদ্ধ হতে পারবে। এটিই হবে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলার কাছে আমার সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি। মহামহিমাময় আল্লাহ তা'আলা এ কাজে সবার সহায়ক হোন এবং আমাদের সকলের ভালো উদ্দেশ্যের সাফল্যে সাহায্য করুন, আমিন ॥

www.nagorikpathagar.org

প্রস্তাবনা

আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির সেরা সৃষ্টি {আশরাফুল মাখলুকাত} মানুষ। মানুষ বিচক্ষণতায়, জ্ঞান ও বিবেক-বুদ্ধিতে সমৃদ্ধ, তাই মানবতার কবি কাজী নজরুল ইসলাম, মানুষ কবিতায় বলিষ্ঠভাবে বলেছেন "মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই; নহে কিছু মহীয়ান।" এইটিই হয়তো একটি অন্যতম কারণ যার জন্য মানুষ পৃথিবীতে বংশ পরম্পরায় প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার পেয়েছে, অবশ্য আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভালো জানেন।

পৃথিবীর জীবনকে সুখী সমৃদ্ধ ও প্রশান্তিময় করার জন্য মানুষ পেয়েছে অন্যান্য দৃশ্যমান সৃষ্টির উপর কর্তৃত্ব করার অধিকার। দৃশ্য ও অদৃশ্য অনেক সৃষ্টিকে আল্লাহ তা'আলা নিয়োজিত করেছেন মানুষের সেবায়। পৃথিবীকে করেছেন বসবাসের জন্য আরামদায়ক ও মানসিক প্রশান্তির জন্য করেছেন নয়নাভিরাম, নয়নানন্দ ও মুগ্ধকর। শারীরিক শক্তিতে মানুষ অন্যান্য সৃষ্টির তুলনায় দুর্বল কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তিক, মেধা ও বোধশক্তিতে সে অত্যন্ত বলবান শক্তিশালী। কথা বলায়, ভাষায় লিখে প্রকাশে, গবেষণা করায়, ইতিহাস সৃষ্টি ও নিবন্ধে এবং চিন্তা-চেতনা শক্তিতে সে প্রবলপরাক্রম। আল্লাহ তা'আলা, মানুষকে এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যে অলংকৃত করেছেন একটি মহৎ উদ্দেশ্যে। এই নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের সার্থকতায় মানুষ যাতে পৃথিবীতে সঠিকভাবে জীবন যাপন করতে পারে তার জন্য দিকনির্দেশনাসহ আল্লাহ তা'আলা আসমানী কিতাব নাযিল করেছেন। প্রদত্ত দিকনির্দেশনা সঠিকভাবে পালন করে উদাহরণ সৃষ্টির জন্য মানুষের মধ্য থেকেই আল্লাহ তা'আলা নিয়োজিত করেছেন আসমানী কিতাবের বাহক {রাসূল}। তবুও কেন মানবজাতি আজ নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত। এক সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে অন্য সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। ধনে জনে সম্পদে, বর্ণ বৈষম্যে ও সামরিক শক্তিতে জাতিভেদে রেষারেষি এবং একে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখতে আল্লাহ তা'আলার সেরা সৃষ্টি মানুষ নিজেদের মধ্যে অর্থহীনভাবে ধ্বংসাত্মক যুদ্ধে জড়িত হতেও দ্বিধাবোধ করছে না।

মানুষের জীবন যাত্রার উন্নতি সাধনে বিজ্ঞানের অপ্রত্যাশিত অবদান যেমন প্রশংসিত তেমন মানব জীবনহানির জন্য নানা ধরনের মারণাস্ত্র তৈরির পদ্ধতি উপহার দিয়ে মানবজাতিকে ক্রমশ ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে, যা মানবজাতিকে অশনি সংকেত হিসেবে শঙ্কিত করছে, এটিও সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানব সন্তানের ব্যর্থতা। বিশ্বজোড়া সংযোগের জন্য বিভিন্ন ধরনের যোগাযোগ ব্যবস্থার যে বিপ্লব বা

www.nagorikpathagar.org

বিস্ফোরণ ঘটেছে সেটি নিঃসন্দেহে প্রশংসিত। যার জন্য মানুষের দৈনন্দিন জীবন যাত্রায় এনেছে অস্বাভাবিক ব্যস্ততা। উপহার দিয়েছে ব্যক্তি, পরিবার ও বিভিন্ন জাতিতে বন্ধুসুলভ সম্পর্ক সৃষ্টিতে সহজতর ব্যবস্থা। প্রতিফলে সারাবিশ্বের মানুষ হয়েছে প্রতিবেশীর ন্যায় কাছাকাছি। ফলে তারা ধীরে ধীরে নিজেদের জাতিগত সংস্কৃতি, স্বকীয়তা ও ধর্মীয় মূল্যবোধ হারিয়ে তথাকথিত আধুনিক সংস্কৃতির নামে পৃথিবীব্যাপী অপ-সংস্কৃতির বিপ্লবে জড়িয়ে পড়েছে। তাতে নর-নারীর অনেকেই অবাধ সংমিশ্রণের মাধ্যমে অশ্লীল জীবন যাপন গ্রহণ করছে এবং শরম লজ্জা ও শালীনতা হারিয়ে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উপর লক্ষণীয় প্রভাব ফেলছে। যার ফলে ধর্মীয় অনুশাসনে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি, পরিবার ও সামাজিক সুদৃঢ় কাঠামো নানা ধরনের অপ্রত্যাশিত সমস্যায় জর্জরিত হচ্ছে।

ধর্মমত ও জাতিভেদে সব আদম সন্তানই নানা সমস্যায় জড়িত তবে বিশেষ করে মুসলিম জাতির জন্য এই কৃত্রিম আধুনিকতার বৃহত্তর একটি অংশ ধর্মীয় মূল্যবোধের প্রতিকূলে, তাই বিশেষ করে মুসলিম জাতি এই আধুনিকতার বিপ্লবে বেশী ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। মুসলিম জাতিতে ভাষা ও ভৌগোলিক অবস্থান এবং ধন-সম্পদে সমৃদ্ধির ভিত্তিতে বিভিন্ন পর্যায়ে রেষারেষি আরো বেশী পরিমাণে বেড়ে গেছে। অথচ ধর্মীয় মূল্যবোধের প্রভাবে তাদের মধ্যে জাতি ও ভাষার বিভিন্নতার পরিবর্তে ভ্রাতৃবন্ধন ও সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্কই সবচেয়ে বেশী অগ্রাধিকার পাওয়ার কথা। আজ মুসলিম জাতির নৈতিক চরিত্রের অবক্ষয় সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান। মিথ্যা বলা, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড, প্রতারণা, হিংসা, প্রতিহিংসা, ঈর্ষাপরায়ণতা, বিদ্বেষ, ঘুষ দেয়া নেয়া এবং ধন-সম্পদ উপার্জনে সব রকম অসৎ অন্যায় পদ্ধতি অবলম্বন ইত্যাদিতে অন্যদের তুলনায় দুর্ভাগ্যবশত তারা বেশী অগ্রণীয়। অথচ এই সমস্ত নেতিবাচক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বিশ্বাসী উম্মত হিসেবে পরিহারকল্পে ইসলামী মূল্যবোধের অনুশাসনে জীবন-যাপন করতে তারা অঙ্গীকারাবদ্ধ। মুসলিম জাতি তাওহীদ, আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত পবিত্র বাণী সর্বশেষ আসমানী কিতাব আল-কুরআন ও শেষ রাসূল মুহাম্মদ (সা.)-এর উপর বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও তারা এই সমস্ত অসঙ্গত বিধি বিরুদ্ধ কাজে জড়িয়ে পড়েছে।

তাই বলা যায় বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং মানব জীবনের মান অপ্রত্যাশিতভাবে উন্নতি হলেও মানব চরিত্রের যে নৈতিবাচক বৈশিষ্ট্য আছে সেগুলোর কোনো উন্নতি হয়নি বরং যথেষ্ট পরিমাণে অবনতি ঘটেছে। কারণ মানব প্রবৃত্তির অবৈধ অন্যায় চাহিদা পূরণের যে প্রবণতা, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির সাথে সেটি উত্তরণের রাস্তা আরও সুগম হয়েছে। যার জন্য বিশ্বজোড়া সন্ত্রাসবাদের তৎপরতা, নর-নারীর অবাধ সংমিশ্রণ ও যৌনতা, ধন-সম্পদ উপার্জনে অসৎ পথ অবলম্বনে নৈতিক চরিত্রের অবক্ষয় হয়েছে এবং যুদ্ধ বিগ্রহ

www.nagorikpathagar.org

অস্বাভাবিক পরিমাণে বেড়ে গেছে। মানব প্রবৃত্তির অবৈধ চাহিদা পূরণের যে ইচ্ছা এবং চেষ্টা, শুধু আজ নয় বরং মানব সৃষ্টির সূচনা থেকেই শুরু হয়েছে। মানব জাতির পিতা-মাতা অমর হয়ে বেহেশতে অনন্তকাল বসবাসের প্রত্যাশায় আল্লাহ তা'আলার আদেশ বিস্মৃত হয়ে নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ করে ভুল করেছিলেন। এ প্রসংগে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطٰنُ قَالَ يٰٓاٰدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلٰى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلٰى. فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفٰنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ ز وَعَصٰٓى اٰدَمُ رَبَّهٗ فَغَوٰى.

"অতঃপর শয়তান তাকে কুমন্ত্রণা দিল; সে বললো, 'হে আদম! আমি কি তোমাকে বলে দেব অনন্ত জীবনপ্রদ বৃক্ষের কথা ও অক্ষয় রাজ্যের কথা? তারপর তারা [*আদম ও হাওয়া*] দুই জনে তার ফল খেল এবং তাদের জন্য তাদের উভয়ের লজ্জা-স্থান প্রকাশ হয়ে পড়ল এবং তারা বেহেশতের পাতা দিয়ে গা ঢাকতে শুরু করল। এইরূপেই আদম তার প্রভুর আদেশ অমান্য করেছিল এবং পথভ্রষ্ট হয়ে পড়ল।" { *২০-সূরা তহা : ১২০-১২১* }

অতঃপর পৃথিবীতে আগমনের পর প্রবৃত্তির অবৈধ চাহিদা পূরণের আশায় মানব ইতিহাসে প্রথম মানব হত্যা সংঘটিত হয় একজন নারীকে কেন্দ্র করে। আদম (আ.) পুত্র কাবিল প্রবৃত্তির চাহিদায় সহোদর হাবিলকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে অবৈধ মানব হত্যার পদ্ধতি চালু করে। এ প্রসংগে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

فَطَوَّعَتْ لَهٗ نَفْسُهٗ قَتْلَ أَخِيْهِ فَقَتَلَهٗ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ.

"তবুও তার [*কাবিলের*] মন তার ভাইকে [*হাবিলকে*] খুন করতে তাকে উত্তেজিত করল, অবশেষে সে তাকে খুন করল আর ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।" { *৫-সূরা মায়েদা : ৩০* }

এই আয়াত থেকে স্পষ্ট যে, আরামপ্রিয় মানব সৃষ্টির প্রথম থেকেই বিলাসিতায় জীবন যাপনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তা নিশ্চিত করার প্রয়াসে অন্যায় ও ভুল করতে পারেন। নারীর সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে অন্যজনকে হত্যাও করতে পারে। এসব কাজ মানব সহজাত প্রকৃতির [*True nature*] বিপরীত অর্থাৎ যে প্রকৃতি নিয়ে সে সৃষ্টি হয়েছে তার বিপরীত। মানুষের সহজাত প্রকৃতির ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا ط فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ط لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ط ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ ق وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ.

www.nagorikpathagar.org

"তুমি একনিষ্ঠ হয়ে নিজকে দ্বীনে [*ধর্মে*] প্রতিষ্ঠিত কর। আল্লাহর প্রকৃতির অনুসরণ কর, যে প্রকৃতি [*সহজাত প্রকৃতি বা True nature*] অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন, আল্লাহর সৃষ্টির কোনো পরিবর্তন নেই। এটিই [*ইসলাম*] সরল দ্বীন; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।" {৩০-সূরা রূম : ৩০}

সহজাত প্রকৃতিই নাফস প্রকৃতির আসল বৈশিষ্ট্য, যার প্রভাবে সে আল্লাহ তা'আলার আদেশ ও নির্দেশ এবং ভালো কাজ ছাড়া, মন্দ বা অন্যায় কাজে জড়িত হতে পারে না এবং অন্য কারও ইবাদতও করতে পারে না। অথচ অধিকাংশ আদম সন্তান আজ আল্লাহ তা'আলাকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে আল্লাহ তা'আলার সাথে শরীক স্থির করে তার ইবাদত করছে, যদিও অধিকাংশ আদম সন্তান পরাক্রমশীল আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে, এ প্রসংগে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ.

"অনেক মানুষ আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, কিন্তু সাথে সাথে শিরকও করে।" {*১২-সূরা ইউসুফ : ১০৬*}

এই গর্হিত অন্যায় ছাড়াও মানব সন্তান নির্দ্বিধায় ও নির্বিঘ্নে সমাজ জীবনে বিভিন্ন পর্যায়ে অনবরত অন্যায় করে যাচ্ছে এবং সারা বিশ্বব্যাপী মানব সন্তানের একটি অংশ আজ নরহত্যা, মারামারি ও রাহাজানিতে জড়িত হয়েছে। এই সমস্ত গর্হিত কাজের পেছনে আদম সন্তানের ভূমিকা সর্বক্ষেত্রে সুস্পষ্ট, তাই পরস্পরকে দোষারোপ করে নিজেরা আরো বেশি উদ্ধত হয়, প্রতিশোধ নেয়ার জন্য নানা ধরনের অন্যায় কাজে জড়িয়ে পড়ে। অধিকাংশ মানুষ অজ্ঞতায় উদাসিনতায় ভুলে থাকে অথবা তাদের সুস্পষ্ট জ্ঞান নেই যে, এই সমস্ত অন্যায় কাজে জড়িত হওয়ায়, তাদেরকে বিপথে নেয়ায় অনুপ্রেরণা, প্ররোচনা এবং নাফস প্রবৃত্তির চাহিদায় উসকানি দিয়ে নানাভাবে প্রভাবিত করায় শুধুমাত্র মানুষই নয় অন্য এক অদৃশ্য সৃষ্টি বিরামহীন কাজ করে যাচ্ছে। এই অদৃশ্য সত্তাই মানবজাতির পিতা মাতার প্রবৃত্তির চাহিদায় অনুপ্রেরণা দিয়ে আল্লাহ তা'আলার আদেশ ভুলিয়ে সাময়িকভাবে বিপথে নিয়েছিল। এ প্রসংগে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطٰنُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وٗرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْاٰتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهٰكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّآ أَنْ تَكُوْنَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُوْنَا مِنَ الْخٰلِدِيْنَ. وَقَاسَمَهُمَا إِنِّيْ لَكُمَا لَمِنَ النّٰصِحِيْنَ لا فَدَلّٰهُمَا بِغُرُوْرٍ ج فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا.

"অবশেষে শয়তান তাদের উভয়কে [*আদম/হাওয়া*] কু-মন্ত্রণা দিয়ে তাদের নিকট

www.nagorikpathagar.org

তাদের যে লজ্জাস্থান গোপনীয় ছিলো, তা তাদের নিকট প্রকাশ করে দিল এবং বললো, 'তোমাদের প্রভু তোমাদেরকে এই গাছের নিকট যেতে বারণ করেছেন শুধু এই উদ্দেশ্যে যেন তোমরা ফিরিশতা অথবা অমর হতে না পার'। এবং তাদের নিকট কসম করে বললো, আমি অবশ্যই তোমাদের মঙ্গলকামীদের মধ্যে আছি। অতঃপর সে তাদেরকে প্রতারণায় ফেলল, যখন তারা ঐ গাছের ফল খেল, তাদের নিকট তাদের গোপন স্থান প্রকাশ পেল...।" {*৭-সূরা আরাফ : ২০-২২*}

অতএব এই অদৃশ্য সত্তাই আদমের (আ.) পুত্র কাবিলকে উৎসাহিত করেছিল নিজের ভাই হাবিলকে হত্যা করতে। এই অদৃশ্য শক্তিই প্রতিনিয়ত মানুষের সাথে থাকে, প্রতিটি ভালো বা খারাপ কাজ দেখছে এবং মানুষ প্রবৃত্তির চাহিদায় ধন-সম্পত্তির লোভ লালসা ও সব ধরনের অন্যায় কাজের আবেদন সৃষ্টি করছে এবং অনুপ্রেরণা দিচ্ছে কিন্তু অধিকাংশ মানুষ সেটি বুঝতে পারে না। প্রায় সব মানুষের ধারণা মানুষই এই সমস্ত অন্যায় অবৈধ কাজে সর্বদাই মূল ভূমিকা রাখছে। তাই এই অদৃশ্য শক্তিকে উপেক্ষা করে নিজের কর্মের আত্মসমালোচনা, প্রবৃত্তির চাহিদার বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং আত্মশুদ্ধি না করে বরং অন্য মানুষের সমালোচনা ও অন্যকে নিধন করতে তাদের সমস্ত শক্তি ব্যয় করে।

আল্লাহ তা'আলা আদম সন্তানকে সৃষ্টি করেছেন একটি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে যে, তারা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করবে। পৃথিবীর জীবন যাপনে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত নির্দেশ মেনে চলবে। এই মহান উদ্দেশ্যের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ.

"এবং মানুষ ও জিনকে আমি এই জন্যই সৃষ্টি করেছি যে, তারা আমার ইবাদত করবে।" {*৫১-সূরা যারিয়াত : ৫৬*}

মানুষ, যে সহজাত প্রকৃতি [*আল-ফিতরাত*] নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে তার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, সে আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করবে না। কারণ সকল আদম সন্তানের রূহ জন্মের আগে আল্লাহ তা'আলাকে এক মা'বুদ বা উপাস্য হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলাই তাদের একমাত্র মা'বুদ এবং তারা শুধুমাত্র তারই ইবাদত করবে, এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ ج أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ط قَالُوا بَلَى ج شَهِدْنَا ج أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ.

"এবং ইয়াদ কর, যখন তোমার প্রভু আদম-সন্তানের পিঠ থেকে তাদের

www.nagorikpathagar.org

সন্তানগণকে [*রূহকে, যা মানব শারীরিক আকৃতি নিয়ে পরে জন্ম নেয়*] বের করলেন এবং তাদেরকে তাদের জীবনের উপর সাক্ষী করলেন যে, 'আমি কি তোমাদের প্রভু নই?' তারা বললো, 'হ্যাঁ, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, এটি এই জন্য যাতে তোমরা কেয়ামতের দিন বলতে না পার যে, 'অবশ্যই আমরা এর কোনো খবর পাইনি।"
{*৭-সূরা আরাফ : ১৭২*}

এই আয়াত থেকে স্পষ্ট যে, এই স্বীকারোক্তিই হলো তাদের সহজাত প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য। তাদেরকেও আল্লাহ তা'আলা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, পরবর্তীতে সঠিক পথের হেদায়াতসহ নবী-রাসূল ও আসমানী কিতাব প্রেরণ করবেন। এই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী {*স্বীকারোক্তি ও সহজাত প্রকৃতির কথা স্মরণ করিয়ে*} আদম (আ.) থেকে শেষ রাসূল মুহাম্মদ (সা.) পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা অনেক নবী-রাসূল আসমানী কিতাবসহ পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন যাতে মানুষ সৃষ্টিকর্তাকে সঠিকভাবে স্মরণ করতে এবং তার ইবাদত করার জন্য একটি সুনির্দিষ্ট রাস্তা অবলম্বন করতে পারে। অথচ অধিকাংশ আদম সন্তান জন্মের পর মাতা পিতার ধর্মীয় আদর্শে ও সামাজিক পরিবেশে এবং অদৃশ্য অবাধ্য শক্তির প্রভাবে পূর্বের স্বীকারোক্তির কথা ভুলে যায়। তারা অন্ধবিশ্বাসে অজ্ঞতায় ঔদ্ধত্যের সাথে ইবাদতের জন্য নতুন নতুন পদ্ধতির সৃষ্টি করে বংশ পরম্পরায় সেগুলোর ইবাদত করে যায় এবং যাচ্ছে। এই কারণেই নবী-রাসূলদের আনীত সত্য ও সঠিক ইবাদতের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় নবী-রাসূলগণ সর্বদাই কঠোর প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়েছিলেন এবং আজও সত্য দ্বীন প্রচারে নিবেদিত বিশ্বাসীরা সর্বদাই বাধা প্রাপ্ত হচ্ছে।

বস্তুত আদম সন্তান প্রবৃত্তির অবৈধ ইচ্ছাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই এই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করায় প্রধান ভূমিকা পালন করলেও একটি অদৃশ্য শক্তি যে তার প্রবৃত্তিতে এই অবৈধ চাহিদা সৃষ্টিতে সর্বদাই অনুপ্রেরণা দিচ্ছে এবং অনুপ্রাণিত করছে, তা অধিকাংশ আদম সন্তান সত্য ধর্ম ইসলামকে উপেক্ষা করায় এবং বিশ্বাসীদের বিরাট অংশ ধর্মীয় মূল্যবোধের প্রকৃত জ্ঞানের অভাবে বুঝতে পারে না। কাজেই নবী-রাসূলদের কাছে প্রেরিত আসমানী কিতাবের বিরোধিতা করে তারা এক আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করা থেকে দূরে থেকে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এবং অন্যদেরকে প্রভাবিত করছে। এই অদৃশ্য শক্তির প্রভাবেই তারা এই মহা সত্যটিকেও যে উপেক্ষা করছে সেটাও তারা বুঝতে পারে না বরং পরোক্ষভাবে শত্রুকে সাহায্য করছে।

মানুষকে আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন চিত্তের স্বাধীনতা দিয়ে। তাই ভালো-মন্দ যাচাই-বাছাই করে যে কোনো একটি গ্রহণ করার স্বাধীনতা তার রয়েছে। বেছে নেয়ার স্বাধীনতাই হলো পার্থিব জীবনে তার জন্য কঠিন পরীক্ষা। প্রবৃত্তিতে লোভ

www.nagorikpathagar.org

লালসা দিয়ে, বিলাসিতা, ধন-সম্পত্তি, সন্তান-সন্ততি ও নর-নারীর সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার প্রবণতা দিয়ে তার পাশাপাশি এক অদৃশ্য শত্রু নিয়োজিত করেছেন যাতে এইগুলোর মাধ্যমে মানুষকে আল্লাহ তা'আলা পরীক্ষা করতে পারেন। সৃষ্টির প্রারম্ভে এই অদৃশ্য সৃষ্টি অহংবোধে ঔদ্ধত্যের সাথে আল্লাহ তা'আলার আদেশের অবাধ্য হয়ে প্রতিজ্ঞা করেছে যে, সে সব আদম সন্তানকে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশিত পথ থেকে দূরে রেখে বিপথগামী করবে এবং তার মতোই উদ্ধত ও অহংকারী হওয়ায় অনুপ্রাণিত করবে। এ প্রসংগে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

وَلَقَدْ خَلَقْنٰكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنٰكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ ق فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ط لَمْ يَكُنْ مِّنَ السّٰجِدِيْنَ. قَالَ مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ ط قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ج خَلَقْتَنِىْ مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ. قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُوْنُ لَكَ اَنْ تَتَكَبَّرَ فِيْهَا فَاخْرُجْ اِنَّكَ مِنَ الصّٰغِرِيْنَ. قَالَ اَنْظِرْنِىْٓ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ. قَالَ اِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ. قَالَ فَبِمَآ اَغْوَيْتَنِىْ لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيْمَ لا ثُمَّ لَاٰتِيَنَّهُمْ مِّنْ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَآئِلِهِمْ ط وَلَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شٰكِرِيْنَ.

"এবং আমিই তোমাদের সৃষ্টি করেছি এবং পরে তোমাদের আকৃতি গঠন করেছি এবং ফিরিশতাদের আদেশ দিলাম যে, তোমরা আদমকে সিজদা কর। তখন সকলেই সিজদা করলো ইবলিস ছাড়া। সে সিজদা করলো না। প্রশ্ন করলেন, 'আমি যখন তোমাকে হুকুম করলাম তখন সিজদা করতে কিসে তোমাকে মানা করলো যে, তুমি সাজদা করলে না।' সে বললো, 'আমি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আমাকে তুমি আগুন দিয়ে সৃষ্টি করেছ আর তাকে সৃষ্টি করেছ মাটি দিয়ে। আল্লাহ আদেশ দিলেন, 'তুমি এই স্থান থেকে নেমে যাও। এখানে তোমার অহংকার শোভা পায় না। অতএব এখান থেকে বের হয়ে যাও। অবশ্যই তুমি অধমদের দলভুক্ত। সে বললো,' সময় দাও আমাকে সেই দিন পর্যন্ত যে-দিন লোকদেরকে কবর থেকে উঠান হবে। তিনি বললেন, অবশ্যই অবকাশ দিলাম তোমাকে। সে বললো, 'যেহেতু তুমি আমাকে পথভ্রষ্ট করেছ [*ঔদ্ধত্যের সাথে বললো*] আমিও অবশ্যই তাদের [*আদম সন্তানদের*] জন্য বসে থাকব তোমার সরল পথে [*আরো বেশি ঔদ্ধত্য দেখিয়ে প্রতিজ্ঞা করলো*]। অবশেষে আমি তাদের নিকট আসব তাদের সম্মুখ, পশ্চাৎ, ডান, বাম সকল দিক থেকে এবং তুমি তাদের বৃহত্তর অংশকেই শোকর আদায়কারী হিসেবে পাবে না [*তার আক্রমণের পদ্ধতিও ঔদ্ধত্যের সাথে জানিয়ে দিল*]।"
{ ৭-*সূরা আরাফ : ১১-১৭* }

www.nagorikpathagar.org

আদম সন্তান "আশরাফুল মাখলুকাত" সৃষ্টির অন্যতম সৃষ্টি। মানবজাতির পিতা আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করে আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত কিছুর নাম অর্থাৎ বস্তু জগতের জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছিলেন। এই বস্তুর নাম জানা এবং তাদের প্রকৃতি সম্পর্কে ফিরিশতাদের কোনো জ্ঞান ছিলো না। অতঃপর ফিরিশতাদের দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা তার অন্যতম সৃষ্টি আদম (আ.)কে সিজদা করালেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন–

وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَاۤءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰۤئِكَةِ ۙ فَقَالَ اَنْۢبِـُٔوْنِىْ بِاَسْمَاۤءِ هٰۤؤُلَاۤءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ. قَالُوْا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَاۤ اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ؕ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ. قَالَ يٰۤاٰدَمُ اَنْۢبِئْهُمْ بِاَسْمَاۤئِهِمْ ۚ فَلَمَّاۤ اَنْۢبَاَهُمْ بِاَسْمَاۤئِهِمْ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ اِنِّىْۤ اَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۙ وَاَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ. وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰۤئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْۤا اِلَّاۤ اِبْلِيْسَ ؕ اَبٰى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ.

"এবং তিনি আদমকে যাবতীয় নাম [*বস্তু জগতের নাম*] শিক্ষা দিলেন, তারপর সে সব ফিরিশতাদের সম্মুখে প্রকাশ করলেন এবং বললেন, 'এই সবের নাম আমাকে বলে দাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও [*বস্তু জগতের জ্ঞান যদি তোমাদের থাকে*]।' তারা [*ফিরিশতাগণ*] বললো, 'আপনি মহান, পবিত্র। আপনি আমাদেরকে যা শিক্ষা দিয়েছেন তা ছাড়া আমাদের তো কোনো জ্ঞান নেই [*এটিই হলো মহাসত্য কথা*]। বস্তুত আপনি জ্ঞানময় ও প্রজ্ঞাময়।' তিনি বললেন, 'হে আদম! তাদেরকে এই সকল নাম বলে দাও।' যখন সে তাদেরকে এই সকল নাম বলে দিল। তিনি বললেন, 'আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য বস্তু সম্বন্ধে আমি নিশ্চিতভাবে অবহিত এবং তোমরা যা ব্যক্ত কর বা গোপন রাখ আমি তা জানি?' যখন ফিরিশতাদের বললাম, 'আদমকে সাজদা কর', তখন ইবলিস ছাড়া সকলেই সিজদা করলো, সে অমান্য করলো ও অহংকার করলো। সুতরাং সে কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হলো।" { *২-সূরা বাকারাহ : ৩১-৩৪* }

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্ তা'আলা এভাবে মানুষকে উচ্চ সম্মানে ভূষিত করেছেন। ফিরিশতাদেরকে মানব সন্তানের কল্যাণে এবং সেবায় নিয়োজিত করেছেন। শারীরিক সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণতায় যা কিছু দরকার, সেগুলো প্রয়োজন অনুযায়ী সংযোগ করেছেন অন্যান্য সৃষ্টির [*জীব জগৎ*] তুলনায় সুন্দর, বুদ্ধিবৃত্তিমূলক এবং ধীশক্তি সম্পন্ন। এজন্যই মানুষ হচ্ছে অন্যান্য সৃষ্টির তুলনায় শ্রেষ্ঠ। পৃথিবীতে বস্তু জগতের সব সৃষ্টি এবং মহাশূন্যের অনেক সৃষ্টিকে [*যেমন চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র ইত্যাদি*] আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের সেবায় নিয়োজিত করেছেন। পৃথিবীতে বংশ পরম্পর

www.nagorikpathagar.org

প্রতিনিধিত্ব করার জন্য সুন্দর পরিবেশ, সব রকম রসদ এবং জ্ঞান দিয়ে মানুষকে করেছেন অন্যান্য সৃষ্টির তুলনায় সমৃদ্ধ। মানুষের অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ সমানুপাতিকভাবে সৃষ্টি করে মানব শরীরের গঠনকে করেছেন সুন্দর, সুঠাম ও ভারসাম্যপূর্ণ। আল্লাহ তা'আলা এ প্রসংগে বলেছেন–

وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰهَا.

"শপথ মানুষের আত্মার [*নাফস*] এবং তাঁর, যিনি তাকে [*মানুষ*] সুঠাম করেছেন।" {*৯১-সূরা শামস্* : ৭}

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِيْٓ أَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ.

"আমি তো সৃষ্টি করেছি মানুষকে সমানুপাতিকভাবে সুন্দরতম গঠনে।" {*৯৫-সূরা তীন : ৪*}

উপরিউক্ত ৭ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মানব আত্মার [*নাফসের*] নামে শপথ করে তাদের শারীরিক গঠন সৃষ্টির পরিপূর্ণতার কথা উল্লেখ করেছেন। অনুরূপভাবে বিভিন্ন বস্তুর নাম উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন প্রসংগে আল-কুরআনে অনেক বার শপথ করে আয়াত নাযিল করেছেন। বাস্তব এবং গুরুত্বপূর্ণ বস্তু ছাড়া কোনো অবাস্তব বস্তুর নামে আল্লাহ তা'আলা কখনও শপথ করেননি। তাই বলা যায়, অন্যান্য বাস্তব বস্তুর মতো আত্মা বা নাফস হচ্ছে বাস্তব এবং আল্লাহ তা'আলার কাছে তার মর্যাদা ও গুরুত্ব অনেক বেশি। তাই আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন করে আত্মা বা নাফসের কল্যাণ সাধনে মানুষের দায়িত্ব রয়েছে। এক আল্লাহ তা'আলার ইবাদতে নিয়োজিত থেকে তার যথার্থ মর্যাদা দেয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। মানুষকে সুন্দরতম গঠনে সৃষ্টি করার পর তার শরীরে আত্মা সংযোগ করে সত্য প্রকৃতিতে [*আল-ফিতরাত*] প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এ প্রসংগে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا ؕ فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ؕ لَا تَبْدِيْلَ

لِخَلْقِ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ ق وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ.

"তুমি একনিষ্ঠ হয়ে নিজকে দ্বীনে প্রতিষ্ঠিত কর। আল্লাহর প্রকৃতির [*ফিতরাতুল্লাহ*] অনুসরণ কর, যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির কোনো পরিবর্তন নেই। এটিই [*ইসলাম*] সরল দ্বীন; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।" {*৩০-সূরা রূম : ৩০*}

এই আয়াতে "ফিতরাতুল্লাহ" [*আল্লাহর প্রকৃতি*] সত্য প্রকৃতি, যে প্রকৃতি মানুষকে তাওহীদে বিশ্বাস করায় অনুপ্রেরণা দেয় ও আহ্বান করে। যে প্রকৃতির প্রভাবে

www.nagorikpathagar.org

জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলেই ভালো-ন্যায় কাজ করায় অনুপ্রাণিত হয় এবং ন্যায়নীতির পথে ভালো কাজ করে মানসিকভাবে প্রশান্তি পায়। মানুষের এই সত্য প্রকৃতিই আল্লাহ তা'আলার সত্য দ্বীনে বা ধর্মে **"আল-ইসলামে"** প্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য করে কিন্তু মানবতার শত্রু "শয়তান" মানুষকে সত্য প্রকৃতির প্রভাব থেকে বিচ্যুত করে এবং বিপথগামী হওয়ার জন্য প্রতিনিয়ত অনুপ্রেরণা দেয়। এই প্রসঙ্গে রাসূল (সা.) বলেছেন, *"প্রতিটি শিশু সত্য প্রকৃতি [আল-ফিতরাত বা Ture nature] নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু তার পিতা-মাতা তাকে ইয়াহুদী, খৃষ্টান অথবা অগ্নি উপাসক বানায়। এটি সেই বস্তুর মতো, যে সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরিপূর্ণতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। তোমরা কি তাকে অংগহীন দেখতে পাও।" [ফাতহুল বারী, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-২৯০ এবং মুসলিম, খণ্ড-৪ নম্বর ২০৪৮]*

অর্থাৎ জাতি ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে প্রতিটি মানব শিশু বিশুদ্ধ আত্মার [*রূহের*] সত্য প্রকৃতিতে পরিপূর্ণতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। জন্মের পর তার পরিবেশ, সমাজ এবং পরিবারের ধর্ম বিশ্বাস, ভ্রান্তবিশ্বাস, অন্ধবিশ্বাস দিয়ে এই সত্য প্রকৃতির আত্মাকে কলুষিত করে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত করে। এই ধ্বংসাত্মক কাজে কার সাহায্য সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করে, এ সম্পর্কে *রাসূল (সা.) বলেছেন, "মহিমান্বিত রাজাধিরাজ আল্লাহ বলেন, 'বস্তুত আমি আমার বান্দাকে 'হুনাফা' [তাওহীদ, একত্ববাদ অথবা সত্য প্রকৃতি] দিয়ে সৃষ্টি করেছি; কিন্তু শয়তান তাদের নিকট আসে এবং দ্বীন [তাওহীদে বিশ্বাসের যোগ্যতা সত্য প্রকৃতি] থেকে তাদেরকে ভিন্নমুখী করে।" [মুসলিম, খণ্ড-৪, নম্বর ২১৯৭]*

মানুষকে সুঠাম শারীরিক গঠন এবং সত্য প্রকৃতিতে সম্পৃক্ত আত্মা দিয়ে সৃষ্টি করে এবং সব সৃষ্টির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে কোনো প্রকার তদারকি ছাড়া এবং প্রয়োজনীয় জ্ঞান না দিয়ে ছেড়ে দেননি। তিনি তাকে ভালো-মন্দ দু'টো রাস্তা যাচাই করে বেছে নেয়ার জ্ঞান দিয়েছেন, আল্লাহ তা'আলা এ সম্পর্কে বলেছেন–

فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا.

"অতঃপর তাকে [*মানুষকে*] তার অসৎকর্ম [*ফুজুরাহ*] ও তার সৎকর্মের [*তাকওয়াহা*] জ্ঞান দান করেছেন।" {*৯১-সূরা শামস : ৮*}

এই আয়াতে উল্লিখিত সৎকর্ম বুঝাতে আল্লাহ তা'আলা "তাকওয়াহা" [*সৎকর্ম*] শব্দ ব্যবহার করেছেন। "তাকওয়া" শব্দের অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক, তবে তার একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থ হচ্ছে "সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার উপস্থিতি [*আল্লাহ তা'আলার সীমাহীন জ্ঞানের সাহায্যে*] সম্পর্কে সচেতন হয়ে অন্যায়-অসৎ-মন্দ কাজ থেকে নিজেকে রক্ষা করা আর ভালো কাজের জন্য পুরস্কার প্রাপ্তির আশা করা।" যদিও

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহ তা'আলাকে চোখে দেখা যায় না এবং তার উপস্থিতি বুঝা যায় না, তবুও তিনি সব সময় মানবকে, তার সীমাহীন জ্ঞান দিয়ে দেখছেন এবং দৃশ্য-অদৃশ্য সব কাজ-কর্ম তিনি প্রতি মুহূর্তে পর্যবেক্ষণ করছেন। বিশ্বজগতের সব কিছুতে এবং মানব জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা যে জ্ঞানের মাধ্যমে উপস্থিত আছেন, এই অনুভূতিই হচ্ছে 'তাকওয়ার' বহির্প্রকাশ। আসমান-জমিনের সর্বত্র আল্লাহ তা'আলার উপস্থিতি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ط أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ لا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ.

"আর আমার বান্দারা যখন তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে আমার ব্যাপারে- বস্তুত আমি রয়েছি সন্নিকটে [*সীমাহীন জ্ঞানের সাহায্যে*]। যারা প্রার্থনা করে, তাদের প্রার্থনা কবুল করে নিই, যখন আমার কাছে প্রার্থনা করে। কাজেই আমার হুকুম মান্য করা এবং আমার প্রতি নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করা তাদের একান্ত কর্তব্য। যাতে তারা সৎপথে আসতে পারে।" {*২-সূরা বাকারাহ : ১৮৬)*}

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ط مَا يَكُونُ مِنْ نَّجْوٰى ثَلٰثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنٰى مِنْ ذٰلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ج ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ط إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.

"তুমি কি ভেবে দেখনি যে, নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলে যা কিছু আছে, আল্লাহ তা জানেন। তিন ব্যক্তির এমন কোনো পরামর্শ হয় না যাতে তিনি চতুর্থ না থাকেন এবং পাঁচ জনেরও হয় না, যাতে তিনি ষষ্ঠ না থাকেন। তারা এতদপেক্ষা কম হোক বা বেশী হোক, তারা যেখানেই থাকুক না কেন তিনি তাদের সাথে আছেন [*জ্ঞানের মাধ্যমে*], তারা যা করে, তিনি কেয়ামতের দিন তা তাদেরকে জানিয়ে দেবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সম্যক জ্ঞাত।" {*৫৮-সূরা মুজাদালা : ৭*}

মুসলিম উম্মত, আল্লাহ তা'আলার সকল গুণাবলিতে [*সর্বজ্ঞ, সর্বজ্ঞাত, সর্বশ্রোতা, সর্বদর্শী, অন্তর্যামী ইত্যাদিতে*] একনিষ্ঠ অন্তঃকরণে বিশ্বাস করে। তাই তারা আল্লাহ্ তা'আলাকে না দেখেও সর্বত্র আল্লাহ-সচেতনতায় কাজ করার চেষ্টা করেন। এজন্যই বলা যায়, সর্বক্ষেত্রে সবরকম কাজে আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করার ও আল্লাহ-সচেতনতার পেছনে তাকওয়া হল অদৃশ্য শক্তি। আল্লাহ তা'আলাকে অকৃত্রিমভাবে যারা ভালোবাসে, তাদের হৃদয়ে আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহে এই অদৃশ্য শক্তির অনুধাবন সৃষ্টি হয়, যার জন্যই তাকওয়াকে বলা হয় হৃদয়ে অধিষ্ঠিত অদৃশ্য শক্তি। মানুষের হৃদয়ে অবস্থিত এই অদৃশ্য ভয় ও শক্তির প্রভাবে শেষ

www.nagorikpathagar.org

বিচার দিবসে জবাবদিহিতার ভয়ে মানুষ সব রকম অন্যায় অসৎ ও মন্দ কাজ থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করে এবং ভালো কাজে জড়িত থাকতে পারলে হৃদয়ে প্রশান্তি লাভ করে। এই অদৃশ্য অথচ ক্রিয়াশীল চেতনাকে আবার সত্য প্রকৃতির বহির্প্রকাশ হিসেবেও আখ্যায়িত করা যায়, কারণ মানুষ সত্য প্রকৃতির প্রভাবে একমাত্র ভালো কাজ ছাড়া মন্দ কাজে জড়িত হতে পারে না। যা হোক মানুষের হৃদয়ে কিভাবে এই অদৃশ্য চেতনা শক্তি [*তাকওয়া*] সৃষ্টি করা যায়, তার সুস্পষ্ট বর্ণনা আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলা দিয়েছেন–

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِىْ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ رَءُوْفٌ بِالْعِبَادِ.

"মানুষের মধ্যে অনেকে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভার্থে আত্মা বিক্রয় [*আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত মূল্যবোধে সম্পূর্ণরূপে আত্মনিবেদন করে*] করে থাকে। আল্লাহ্ তাঁর বান্দাগণের প্রতি অত্যন্ত দয়ার্দ্র।" { *২-সূরা বাকারাহ : ২০৭* }

اَلَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اِنَّنَآ اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. اَلصّٰبِرِيْنَ وَالصّٰدِقِيْنَ وَالْقٰنِتِيْنَ وَالْمُنْفِقِيْنَ وَالْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالْاَسْحَارِ.

"যারা বলে, "হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ঈমান এনেছি; সুতরাং তুমি আমাদের পাপ ক্ষমা কর এবং আমাদেরকে আগুনের আযাব থেকে রক্ষা কর। তারা ধৈর্যশীল, সত্যবাদী, অনুগত, ব্যয়কারী [*যাকাত দেয় এবং আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় খরচ করে*] এবং উষাকালে ক্ষমাপ্রার্থী [*তাহাজ্জুদ এবং ফজরের নামায পড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করা*]।" { *৩-সূরা আলে ইমরান : ১৬-১৭* }

উপরোক্ত আয়াতে বর্ণিত তাকওয়া অর্জনের উল্লিখিত পন্থাগুলো হচ্ছে ঃ

১) তাওহীদে একনিষ্ঠভাবে ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপন করা। ২) আত্মা [*নাফস*] বিক্রয় [Self-sacrifice] করা [*আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য সর্বদাই নাফসের অবৈধ চাহিদার বিরুদ্ধে সংগ্রাম বা জিহাদ করা, প্রয়োজন পড়লে আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় জীবন দান করা বা শহীদ হওয়া*]। ৩) ধৈর্যশীল [*আপদ-বিপদে, দুঃখ-কষ্টে এবং সুখ-শান্তিতে ধৈর্যধারণ করা*] হওয়া। ৪) সত্যবাদী হওয়া [*সত্যবাদিতা মু'মিনদের চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য*], জীবনের সর্বক্ষেত্রে সততা অবলম্বন করা। ৫) অনুগত হওয়া [*আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর রাসূলের (সা.) প্রদত্ত বিধানে পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করা*]। ৬) ব্যয়কারী [*নিজের জন্য, পরিবারের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয় করা, যাকাত দেয়া, দান-খয়রাত করা এবং আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে ব্যয় করা*]। ৭) উষাকালে প্রার্থনা করা [*শেষ রাত্রে তাহাজ্জুদের নামায পড়া এবং ফজরের নামায আদায় করে ক্ষমাপ্রার্থী হওয়া*] ৮) দোযখের আগুন থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বিশেষভাবে প্রার্থনা [*আল্লাহ তা'আলা যেমন অতিশয় ক্ষমাশীল এবং শাস্তি দানেও তিনি তেমন কঠোর। তাই ক্ষমার প্রত্যাশী হয়ে শাস্তির ভয়ে আল্লাহর কাছে সবিনয়ে ক্ষমাপ্রার্থী হওয়া*]।

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহ-সচেতন হৃদয় [*তাকওয়া*] অর্জনের পন্থার মধ্যে "আত্মা [*নাফস*] বিক্রয়" বিশেষভাবে উল্লেখ্য এবং গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। অদৃশ্য শত্রুর অনুপ্রেরণায় নাফসের অবৈধ চাহিদা পূরণের প্রত্যয়ে মানুষ সব রকম অন্যায় করে, নিষ্ঠুর এবং স্বার্থবাদী হয়। এর বিপরীতে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য নাফসের অন্যায় চাহিদা বিসর্জন দিয়ে, অন্যায় ও অসৎ কাজ-কর্ম থেকে দূরে থাকা এবং মানুষের কল্যাণে সব ধরনের স্বার্থত্যাগ করাকেই বলা হয়েছে "আত্ম-বিক্রয় অথবা আত্মত্যাগ"। এই কঠিন অথচ প্রশংসনীয় কাজ সেই ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব, যে ব্যক্তি উল্লিখিত বাকী সবগুলো গুণ বা বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে পারে। তাই বলা যায়, একমাত্র আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর রাসূল (সা.)-কে নিজ জীবনের তুলনায় বেশী ভালোবাসার মাধ্যমেই আত্ম-বিক্রয় করার শক্তি অর্জন করা যায় এবং আখেরাতের জীবনের জন্য স্বার্থবাদী হয়ে পার্থিব জীবনে মানুষের কল্যাণে স্বার্থত্যাগী হওয়া যায়।

সূরা আল-বাকারাহর ২০৭ নম্বর আয়াতের নাযিল হওয়ার কারণ পর্যালোচনা করলে বুঝা যায়, প্রকৃত পক্ষে আত্ম-বিক্রয় বলেতে কি বুঝায়? ঘটনাটি যেভাবে ইবনে আব্বাস, আনাস এবং ইকরিমা (রা.) বর্ণনা করেছেন। এই আয়াত নাযিল হয়েছিল "সুহাইব বিন সিনান আর রোমীর (রা.) ব্যাপারে। সুহাইব (রা.) যখন মক্কায় ইসলাম গ্রহণ করে মদীনায় হিজরত করতে মনস্থির করলেন, তখন মক্কার মুশরিক কুরাইশ আর-রোমী (রা.)কে তার ধন-সম্পদ ও গচ্ছিত অর্থসহ মদীনায় হিজরত করার প্রারম্ভে বাধা দিল। তারা বললো, "সে যদি তার গচ্ছিত অর্থ এবং সম্পদ ত্যাগ করে, তাহলে মদীনায় হিজরত করতে পারে।" এই অবস্থায় সে তার সম্পদ ত্যাগ করে মদীনায় হিজরত করাকে বেশি ন্যায্য বলে মনে করলো, তখনই আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেন। ওমর (রা.) এবং আরো অনেক সাহাবী, সুহাইব (রা.) এর সংগে মদীনার বাইরে গিয়ে দেখা করলেন, যে জায়গার নাম ছিল আল-হাররাহ [*কাল পাথরওয়ালা সমতল ভূমি*]। তারা সুহাইবকে বললেন, "বস্তুত তোমার ব্যবসা সফল হয়েছে।" তিনি [*সুহাইব*] উত্তরে বললেন, "তোমাদের জন্যও। আল্লাহ যেন তোমাদের ব্যবসা ব্যর্থ না করেন, তারপর বল কি খবর?" ওমর (রা.) তাকে বললেন, "তোমার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত [২/২০৭] নাযিল করেছেন। আরো বর্ণনা করা হয়েছে যে, রাসূল (সা.) বলেছেন, "ও সুহাইব! তোমার ব্যবসা সফল হয়েছে।" [*আত-তাবারী, খণ্ড-৪, ২৪৮ এবং তাফসীর ইবনে কাসীর, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা ৫৮৩ (ইংরেজী অনুবাদ)*]

আল্লাহ তা'আলাকে চোখে দেখা যায় না। তবে জ্ঞানের সাহায্যে তিনি যে সর্বত্র উপস্থিত আছেন অর্থাৎ সব কিছু দেখছেন এ কথা চিন্তা [*তাকওয়া*] করেই জবাবদিহির ভয়ে আদম সন্তান ভালো-মন্দ যাচাই করার শক্তি অর্জন করতে

www.nagorikpathagar.org

পারেন। পৃথিবীতে আগমনের পরপরই আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে নবী-রাসূলদের মাধ্যমে সত্য দ্বীন [*জীবন যাপনের ব্যবস্থা*] সম্পর্কে এবং দ্বীনে সীমালঙ্ঘন বলতে কি বুঝায়, সে ব্যাপারে আদম সন্তান সন্ধান পেয়েছে। মানবজাতির পিতা-মাতাকে আল্লাহ তা'আলা যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, আল্লাহ তা'আলা সে দায়িত্ব পালন করেছেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا ج فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّىْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَاىَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ.

"আমি বললাম, "তোমাদের [*আদম-হাওয়া এবং ইবলিস ও সর্প*] সকলেই এই স্থান হতে নেমে যাও। পরে যখন আমার পক্ষ হতে তোমাদের নিকট সৎপথের কোনো নির্দেশ আসবে তখন যারা আমার সৎপথের নির্দেশ অনুসরণ করবে তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।" { *২-সূরা বাকারাহ : ৩৮* }

সত্য ও ন্যায় পথের নির্দেশনা ও জীবন যাপনের বিধিনিষেধ সম্পৃক্ত আসমানী কিতাব নাযিল করে মানুষের কাছে ভালো-মন্দের ব্যবধান পরিষ্কার করে আল্লাহ তা'আলা ব্যাখ্যা করেছেন। অতএব ধীশক্তিসম্পন্ন বিচক্ষণ ব্যক্তি যারা, তাদের প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে সত্য দ্বীন অনুসন্ধান করে সত্যের আলোর পরশে ও নির্দেশে আত্মা পরিশোধন করে নিজেকে সহজাত প্রকৃতিতে ফিরিয়ে আনা। এই প্রসংগে আল্লাহ তা'আলা আরও বলেছেন–

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا لا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا.

"সেই সফলকাম হবে, যে নিজেকে পবিত্র করবে এবং সে ব্যর্থ হবে যে নিজেকে কলুষিত করবে।" { *৯১-সূরা শামস : ৯-১০* }

আল-ফিতরাত [*সত্য প্রকৃতির*] ব্যবহারে যারা সত্য দ্বীনে প্রতিষ্ঠিত হবে তারাই আত্মাকে পবিত্র করবে অর্থাৎ যারা তাওহীদে বিশ্বাস করে আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত বিধিনিষেধ অবলম্বনে জীবন যাপন করবে তারাই পরিশেষে [*আখেরাতে*] সফলকাম হবে। আর যারা অদৃশ্য শত্রুর প্রভাবে সত্য দ্বীন [*আল-ইসলাম*] থেকে বিমুখ হয়ে নাফসের চাহিদায় আত্মসমর্পণ করে জীবন যাপন করবে তারাই আত্মাকে [*ধর্মীয় বিশ্বাসে*] কলুষিত করবে এবং তারাই [*আখেরাতের জীবনে*] ব্যর্থ হবে। এতে বুঝা যায়, সত্য প্রকৃতিকে উপেক্ষা করে অদৃশ্য সৃষ্টির প্রভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে যারা আল্লাহ তা'আলার প্রদর্শিত সত্য দ্বীনের বিধানে [*ইসলামী মূল্যবোধে*] অবহেলা, অজ্ঞতা এবং উদাসিনতা দেখিয়ে জীবন যাপন করবে তারাই পারলৌকিক জীবনে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল (সা.) এই সমস্ত আয়াত [৯১/৭-৮] পাঠ শেষে দু'আ করতেন, *"হে প্রতিপালক! আমার আত্মাকে ভালো*

www.nagorikpathagar.org

পথ দেখাও। তুমি এর পরিচালক এবং মালিক এবং এর পরিশুদ্ধতার জন্য তুমিই সর্বোত্তম।" [ইবনে কাসীর, খণ্ড ১০, পৃষ্ঠা ৪৯৯; আত-তাবারী, খণ্ড ১১ নং ১০৬]।

রাসূল (সা.) আরো বলতেন, *"ও আল্লাহ! বস্তুত আমার দুর্বলতা, অলসতা, কাপুরুষতা, কৃপণতা এবং কবরের আযাব থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাই। ও আল্লাহ! আমার আত্মার জন্য যা ভালো সেটি দাও এবং পরিশুদ্ধ কর, কারণ তুমি এটি পরিশুদ্ধ করার জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ। তুমি এর পরিচালক ও মালিক। ও আল্লাহ! বস্তুত আমি আমার উদ্ধত হৃদয়, অপরিতুষ্ট আত্মা, উপকারহীন জ্ঞান এবং কবুলবিহীন দু'আ থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি।" [মুসনাদে আহমাদ, খণ্ড ৪ নং ৩৭১; সহীহ মুসলিম, খণ্ড ৪নং ২০৮৮]* আত্মার পরিশুদ্ধির জন্য এই রকম প্রার্থনা সম্ভব হলে নিয়মিতভাবে করা উচিত ।

তদুপরি যারা অহংবোধে সত্য দ্বীন থেকে ভিন্নমুখী হয়ে সীমালঙ্ঘন করে, তাদেরকে বুঝানোর জন্য আল্লাহ তা'আলা একই সূরায় সামুদ জাতির উদাহরণ দিয়েছেন। সামুদ জাতি নাফসের অবৈধ চাহিদার কাছে আত্মসমর্পণ করে অহংবোধে আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত নির্দেশনাকে অবহেলা ও অবজ্ঞার মাধ্যমে সীমালঙ্ঘন করে, এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দেন।

كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوٰهَا ۙ إِذِ انْبَعَثَ أَشْقٰهَا ۙ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللّٰهِ نَاقَةَ اللّٰهِ وَسُقْيٰهَا ۙ

فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا ۙ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْۢبِهِمْ فَسَوّٰهَا.

"সামুদ সম্প্রদায় [*জাতি*] অবাধ্যতাবশত অস্বীকার করেছিল। তাদের মধ্যে যে সর্বাধিক হতভাগ্য, সে যখন তৎপর হয়ে উঠল। তখন আল্লাহর রাসূল [*সালেহ (আ.)*] তাদেরকে বললো, 'আল্লাহর উষ্ট্রী ও তাকে পানি পান করাতে সাবধান হও। কিন্তু তারা রাসূলকে অস্বীকার করলো এবং তাকে [*উষ্ট্রীকে*] কেটে ফেলল। তাদের পাপের জন্য তাদের প্রতিপালক তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে ধ্বংসস্তূপের মধ্যে একাকার করে দিলেন।" { *৯১-সূরা শামস : ১১-১৪* }

অলৌকিক নিদর্শনসহ আল্লাহ তা'আলা সালেহ (আ.)-কে নবী হিসেবে সামুদ জাতির কাছে প্রেরণ করেছিলেন। যাতে সামুদ জাতি নবীর মাধ্যমে হেদায়াত প্রাপ্ত হয়ে সত্য প্রকৃতিতে ফিরে আসে। একটি উষ্ট্রী দিয়ে আল্লাহ তা'আলা সামুদ জাতিকে পরীক্ষা করেন। এই উষ্ট্রীকে হত্যা অথবা তার অনিষ্ট করা সামুদ জাতির জন্য আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে নিষেধাজ্ঞা ছিলো। আল্লাহ তা'আলা এ সম্পর্কে বলেছেন–

وَإِلٰى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صٰلِحًا ۘ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلٰهٍ غَيْرُهُ ۖ قَدْ جَاءَتْكُمْ

www.nagorikpathagar.org

بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ هَٰذِهِۦ نَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً ۖ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِىٓ أَرْضِ ٱللَّهِ ۖ وَلَا تَمَسُّوهَا

بِسُوٓءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. فَعَقَرُوا۟ ٱلنَّاقَةَ وَعَتَوْا۟ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا۟

يَٰصَٰلِحُ ٱئْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ. فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ

فَأَصْبَحُوا۟ فِى دَارِهِمْ جَٰثِمِينَ.

"সামুদ জাতির নিকট তাদের ভাই সালেহ্‌কে প্রেরণ করেছিলাম। সে বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোনো ইলাহ নাই। তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালক থেকে স্পষ্ট নিদর্শন এসেছে। আল্লাহর এই উষ্ট্রী তোমাদের জন্য একটি নিদর্শন। এটিকে আল্লাহর জমিতে চরে খেতে দাও এবং এটিকে কোনো ক্লেশ দিও না, দিলে মর্মন্তুদ শাস্তি তোমাদের উপর আপতিত হবে। অতঃপর তারা সেই উষ্ট্রীকে বধ করে এবং আল্লাহর আদেশ অমান্য করে এবং বলে, 'হে সালেহ! তুমি রাসূল হলে আমাদেরকে যার ভয় দেখাচ্ছ তা আনয়ন কর।' অতঃপর তারা ভূমিকম্প দ্বারা আক্রান্ত হয়, ফলে তাদের প্রভাত হলো নিজ গৃহে অধঃমুখে পতিত অবস্থায়।" *{ ৭-সূরা আরাফ : ৭৩, ৭৭-৭৮ }*

আল্লাহ তা'আলার নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও সামুদ জাতি উষ্ট্রী হত্যার মাধ্যমে সীমালঙ্ঘন করে, তার শাস্তিস্বরূপ গোটা জাতি ধ্বংস হয়ে যায়। উষ্ট্রীকে হত্যা করার কাজে অংশ গ্রহণ করেছিল সামুদ জাতির এক ব্যক্তি অথচ ধ্বংস হয়েছে গোটা জাতি। সে ছিলো সামুদ জাতির দলনেতা। এই ব্যাপারে *আবদুল্লাহ বিন জাম'আ বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা.) খুতবায় উষ্ট্রী এবং তাকে কে হত্যা করেছে সেটি উল্লেখ করতে যেয়ে বলেছেন, "তাদের মধ্যে যে সর্বাধিক মন্দ ব্যক্তি, সে [দলনেতা] যখন তৎপর হয়ে উঠল।" আর জাম'আর মতে সে ছিলো তাদের গোত্রে খুব শক্তিশালী এবং অপরাজেয় ব্যক্তি, সে উষ্ট্রীর নিকট গিয়েছিল [হত্যা করার জন্য]।" [ইবনে কাসীর, খণ্ড ১০, পৃষ্ঠা ৫০১; আহমাদ, খণ্ড ৪:১৭; ফাতহুল বারী, ৮:৫৭৫]*
কাতাদাহ (র.) বলেছেন, " *আমরা জেনেছি যে, সামুদ জাতির নেতা ততক্ষণ উষ্ট্রীকে হত্যা করেনি যতক্ষণ পর্যন্ত না, সামুদ জাতির যুবক, বৃদ্ধ, পুরুষ এবং মহিলাদের কাছ থেকে এই কাজে সমর্থন পেয়েছে। সুতরাং সামুদ জাতির সকলেই এই অন্যায় কাজে সাহায্য করেছে, তাই আল্লাহ তা'আলা গোটা জাতিকে তাদের পাপের শাস্তি দিয়েছেন।" [ইবনে কাসীর, খণ্ড ১০, পৃষ্ঠা ৫০২; আত-তাবারী, ২৪:৪৬০]*

www.nagorikpathagar.org

এই ঘটনা থেকে স্পষ্ট যে, যখন এক ব্যক্তির মাধ্যমে [*দলনেতা অথবা নেত্রী*] অন্যায় সংঘটিত হয়, তখন গোটা সমাজ বা জাতি যদি নীরবে সে অন্যায় মেনে নেয়, পরোক্ষভাবে সমর্থন করে, তাহলে গোটা সমাজ অথবা জাতি এই অন্যায় কাজের জন্য দোষী হয়ে ধ্বংস হতে পারে অথবা নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে। কারণ দলনেতা অথবা নেত্রীর মাধ্যমে সংঘটিত অন্যায় আর সমাজের একজন সাধারণ মানুষ দিয়ে সংঘটিত অন্যায়ের প্রভাব সমাজের উপর এক রকম হয় না। দলনেতা বা নেত্রীর উপর সবার আস্থা এবং সমর্থন থাকে, তাই অধিকাংশই সর্বসম্মতিক্রমে তাকে মানে। সমাজের প্রতিটি ব্যক্তির উচিত তার সামর্থ্য অনুযায়ী পরিবারে, সমাজে এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে সংঘটিত সব ধরনের অন্যায়ের প্রতিবাদ করা, তবে প্রতিবাদের নামে সীমালঙ্ঘন করা ধর্মীয় মূল্যবোধে নিষিদ্ধ কাজ। এই অন্যায় ছোট বড় যে কোনো ধরনের হতে পারে। তবে সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে দুর্নীতি, আল্লাহ তা'আলার বিধানে অবাধ্যতা এবং সাধারণ নিরীহ মানুষের জীবন ও সম্পদ নষ্ট করা ইত্যাদি অন্যায় হচ্ছে গুরুতর অন্যায়।

আল্লাহ তা'আলা যেমন অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু, শাস্তি দিতেও তিনি তেমন কঠোর। এই ব্যাপারে তিনি কারোর পরোয়া করেন না। কারণ তিনি ন্যায় বিচারক, সর্বশক্তিমান সার্বভৌমত্বের মালিক, তিনি কারোর মুখাপেক্ষী এবং কারোর উপর নির্ভরশীল নন। এ প্রসংগে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

وَلَا يَخَافُ عُقْبٰهَا.

"এবং তার পরিণামের জন্য আল্লাহর আশংকা করার কিছু নেই।" {*৯১-সূরা শামস : ১৫*}

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, "*তাদের [সামূদ জাতির] এই পরিণতির জন্য আল্লাহ তা'আলা কারোর ক্ষমতার ভয় করেননি।*" [*ইবনে কাসীর, খণ্ড ১০, পৃষ্ঠা ৫০২; আত তাবারী, ২৪:৪১৬*]। স

ব ক্ষমতার উৎস তিনি এবং তার সৃষ্টির কারোর কাছে তাকে কোনো কাজের জন্য জবাবদিহি করতে হয় না। কারণ তিনি সব বিচারকের উপর ন্যায় বিচারক, শ্রেষ্ঠ বিচারক এবং কারও উপর কোনো প্রকার যুলুম তিনি করেন না। তাই প্রতিটি জাতি এবং সম্প্রদায়ের কাছে প্রথমে তিনি হেদায়াতের নির্দেশনাসহ সতর্ককারী [*নবী-রাসূল*] প্রেরণ করেছেন। অতঃপর তাদের অবাধ্যতা ও ঔদ্ধত্যের জন্য শাস্তিস্বরূপ কোনো কোনো জাতিকে তিনি কঠোর শাস্তি দিয়েছেন। প্রতিটি জাতির কাছে নবী-রাসূল প্রেরণ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ ۚ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ.

www.nagorikpathagar.org

"প্রত্যেক জাতির জন্য আছে একজন রাসূল [*অতীতে প্রত্যেক জাতির জন্য একজন নবী-রাসূল ছিলো*] এবং যখন তাদের রাসূল এসেছে তখন ন্যায় বিচারের সাথে [*আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত বিধান অনুযায়ী*] তাদের মীমাংসা হয়েছে এবং তাদের প্রতি যুলুম করা হয়নি।" { *১০-সূরা ইউনুস : ৪৭* }

مَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِيْ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا. وَاِذَآ اَرَدْنَآ اَنْ نُّهْلِكَ قَرْيَةً اَمَرْنَا مُتْرَفِيْهَا فَفَسَقُوْا فِيْهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنٰهَا تَدْمِيْرًا.

"যারা সৎপথ অবলম্বন করবে তারা তো নিজেদের মঙ্গলের জন্যই সৎপথ অবলম্বন করবে এবং যারা পথভ্রষ্ট হবে তারা তো পথভ্রষ্ট হবে নিজেদের ধ্বংসের জন্যই এবং কেউ অন্য কারও ভার বহন করবে না। আমি রাসূল না প্রেরণ পর্যন্ত কাউকেও শাস্তি দেই না। আমি যখন কোন জনপদ ধ্বংস করতে চাই তখন তার সমৃদ্ধশালী ব্যক্তিদেরকে সৎকর্ম করতে আদেশ করি, কিন্তু তারা সেথায় অসৎকর্ম করে; অতঃপর তার প্রতি দণ্ডাজ্ঞা ন্যায়সংগত হয়ে যায় এবং আমি তা সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করি।" { *১৭-সূরা বনী ইসরাঈল : ১৫-১৬* }

কষ্ট ও ক্লেশের মধ্যেই মানুষের সৃষ্টি। মা-বাবার যৌন মিলনের মাধ্যমে মা জননী অন্তঃসত্ত্বা হওয়া অবধি একজন মানুষের পার্থিব জীবন কোনো না কোনোভাবে কষ্টের মধ্যে অতিবাহিত হয়। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে কারও জীবনই প্রতিক্ষেত্রে সর্বক্ষণ আনন্দ ও প্রশান্তিতে ভরা থাকে না। প্রতিটি জীবন তরী বিভিন্ন সময় ভালো-মন্দের দ্বন্দ্বে, সুখ-দুঃখের ছায়ায়, কষ্ট-আনন্দের জোয়ারে ভেসে সামনের দিকে এগিয়ে যায়। এমন কি নর-নারীর যৌন মিলনে অবারিত প্রশান্তি থাকলেও এ কাজ সুন্দরভাবে দু'জনের সমান পরিতুষ্টিতে সম্পন্ন করতে দু'জনকেই সমানভাবে পরিশ্রম করতে হয়। ক্লেশে সৃষ্টির ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْ كَبَدٍ.

"মানুষকে আমি সৃষ্টি করেছি ক্লেশের মধ্যে।" { *৯০-সূরা বালাদ : ৪* }

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে আব্বাস (রা.) এবং মুজাহিদ (র.) বলেছেন, "এক বিন্দু বীর্য মাতৃগর্ভে প্রথমে ঘনীভূত পিণ্ড এবং পরে মাংস পিণ্ডে পরিণত হয়। এই সমস্ত সব স্তরই ক্লেশের মধ্যে পরিবর্তন হয়। এ ব্যাপারে সূরা আল-আহকাফে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

"আমি মানুষকে তার মাতা-পিতার প্রতি সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। তার জননী তাকে গর্ভে ধারণ করে কষ্টের সাথে এবং প্রসব করে কষ্টের সাথে, তাকে

www.nagorikpathagar.org

গর্ভে ধারণ করতে ও তার স্তন্য ছাড়াইতে লাগে ত্রিশ মাস, [*তারপর জন্মের পর দাঁত উঠার ক্ষেত্রেও থাকে বেশ যন্ত্রণা*]।" (সূরা আল আহকাফ : ১৫) [*ইবনে কাসীর, খণ্ড ১০ : ৪৮৩*]

এ রকম ক্লেশেই শুরু হয় পার্থিব জীবন। অতঃপর মানুষের জীবন এগিয়ে যায় শিক্ষা ও জীবিকা অর্জনের সংগ্রামে। যে সংগ্রামে সবার জন্যই কষ্ট ও ক্লেশে ভরা থাকে। এই সংগ্রামে টিকে থাকার জন্য আল্লাহ তা'আলা মানব সন্তানকে দিয়েছেন ভালো-মন্দ যাচাই করার জ্ঞান, শক্তি এবং বিবেক-বুদ্ধি। ভালো-মন্দ ও ন্যায়-অন্যায় পথের পরিষ্কার ব্যাখ্যাসহ আসমানী কিতাব। কিতাবের নির্দেশিত বিধিবিধানকে বাস্তবে পরিণত করে উদাহরণ সৃষ্টির মাধ্যমে মানুষের কাছে পরিষ্কার করে ব্যাখ্যা করার জন্য নিয়োজিত করেছেন নবী-রাসূল। তদুপরি মানুষ পেয়েছে দৃষ্টি শক্তি এবং ভাষায় প্রকাশ করার শক্তি, যাতে সে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশিত জীবনাদর্শ সঠিকভাবে বাস্তবে পরিণত করে পরবর্তীদের জন্য উদাহরণ ও ইতিহাস সৃষ্টি করতে পারে। এ প্রসংগে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ ۝ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ۝ وَهَدَيْنَٰهُ ٱلنَّجْدَيْنِ.

"আমি কি তার জন্য সৃষ্টি করিনি দুই চক্ষু? আর জিহ্বা ও দুই ওষ্ঠ? এবং আমি তাকে কি দুইটি পথ [*ভালো-মন্দ অথবা ন্যায়-অন্যায়ের*] দেখাইনি?" (*৯০-সূরা বালাদ : ৮-১০*)

চোখে দেখে হৃদয় দিয়ে অনুভব করে ধীশক্তির বিচক্ষণতায় ভালো-মন্দ যাচাই করে ভাষায় প্রকাশ ও বর্ণনা করার শক্তি এবং যোগ্যতা একমাত্র মানুষ ছাড়া দৃশ্যমান অন্য কোনো সৃষ্টিকে আল্লাহ তা'আলা দেননি। কাজেই এগুলো [*দৃষ্টি শক্তি, কথা বলা ও ভাষায় লিখে প্রকাশ করা*] মানুষের জন্য আল্লাহ তা'আলার বিশেষ অনুগ্রহ ও অমূল্য নেয়ামত। অথচ মানুষ সে সব ভুলে গিয়ে স্বীয় সামান্য জ্ঞান ও ধন-সম্পত্তির গরমে আত্মগর্বী হয়ে আল্লাহ তা'আলার বিধান থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং ঔদ্ধত্যের সাথে বলে আমি জ্ঞানী, সম্পদশালী ব্যক্তি এবং অত্যন্ত ভাগ্যবান। সে ভুলে যায় সম্পদশালী ও ভাগ্যবান সে নিজের জ্ঞানে এবং যোগ্যতায় হয়নি, আল্লাহ তা'আলাই তাকে এগুলো [*জ্ঞান ও যোগ্যতা*] অনুগ্রহ ও নেয়ামত হিসেবে দান করেছেন। অনেকেই গর্ব করে আরো বলে আমি অনেক সম্পদ খরচ করেছি [*অজ্ঞদের অনেকেই দান-খয়রাতের কথা বলে বেড়ায়, মক্কার মুশরিকদের অনেকেই অন্যদেরকে সত্য দ্বীন [ইসলাম] থেকে দূরে রাখার জন্য ধন-সম্পদ খরচ করতো। আজও সারা বিশ্বে খৃষ্টান মিশনারীরা ধন-সম্পত্তির মাধ্যমে মানুষকে শিরকে জড়িত করছে। তাছাড়াও সাধারণভাবে বেশীর ভাগ সম্পদশালীরা গর্ব করে ধন-সম্পত্তির কথা বলে বেড়ায়।*]। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ ۝ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُّبَدًا ۝ أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُۥٓ أَحَدٌ.

www.nagorikpathagar.org

"সে [*মানুষ*] কি মনে করে যে, কখনও তার উপর কেউ ক্ষমতাবান হবে না। সে বলে, 'আমি প্রচুর অর্থ নিঃশেষ করেছি। সে কি মনে করে যে, তাকে কেউ দেখে না?" { *৯০-সূরা বালাদ : ৫-৭* }

মানুষ ভুলে যায়, আল্লাহ তা'আলা তাকে সৃষ্টি করেছেন সামান্য এক বিন্দু [*নর-নারীর মিলিত*] বীর্য থেকে। তাই সৃষ্টির উপাদানের ভিত্তিতে বিবেচনা করলে সে হচ্ছে অত্যন্ত তুচ্ছ সৃষ্টি। অথচ আল্লাহ তা'আলা এই তুচ্ছ মানবকে দৃষ্টি শক্তি, চিন্তা শক্তি ও ভাষায় প্রকাশ করার ক্ষমতা দিয়ে শ্রেষ্ঠ সম্মানে ভূষিত করেছেন যাতে তারা কৃতজ্ঞ বান্দা হতে পারে। বস্তুত এই নেয়ামত এবং ধন-সম্পদ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা মানবকে পরীক্ষায় রেখে সর্বদাই দেখছেন, কারা এগুলো ব্যবহার করে কৃতজ্ঞ হয় অথবা অবাধ্য হয়ে অকৃতজ্ঞ হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا.

"আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিলিত শুক্র বিন্দু [*নর-নারীর*] থেকে, তাকে পরীক্ষা করার জন্য; এই জন্য আমি তাকে করেছি শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন। আমি তাকে পথের নির্দেশ [*আসমানী কিতাব*] দিয়েছি, হয় সে কৃতজ্ঞ [*বিশ্বাসী*] হবে, না হয় সে অকৃতজ্ঞ [*অবিশ্বাসী*] হবে।" { *৭৬-সূরা ইনসান : ২-৩* }

আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ ও নেয়ামতের জন্য কৃতজ্ঞতা দেখানোর সর্বোত্তম রাস্তা হলো, **প্রথমত** : তাওহীদে [*আল্লাহর একত্ববাদে*] বিশ্বাস; **দ্বিতীয়ত** : আল্লাহ তা'আলার প্রদর্শিত বিধানে সর্বান্তঃকরণে আত্মসমর্পণ করা এবং **তৃতীয়ত** : সৃষ্টির অন্যদের প্রতি দায়িত্ব পালন করা।

এই সব রাস্তা সাধারণভাবে সকলের জন্যই তবে বিশেষভাবে মু'মিনদের জন্য সর্বদাই উন্মুক্ত রয়েছে। অন্যদের { *ভূপৃষ্ঠে প্রতিষ্ঠিত সৃষ্টির সব কিছু*} প্রতি দায়িত্ব পালনের জন্য মু'মিনদেরকে কষ্টের পথ অবলম্বন করতে হয় এবং ন্যায়নীতি অবলম্বনে জীবন যাপন করতে নানাবিধ কষ্টের পথে সংগ্রাম করতে হয়, যে পথকে ইসলামী মূল্যবোধে সাধারণত সংগ্রামের [*জিহাদের*] পথ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। এই কষ্টসাধ্য পথের বর্ণনাও আল্লাহ তা'আলা দিয়েছেন–

فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ.

"সে [*মানুষ*] তো দুর্গম গিরিপথ [*কষ্ট সাধ্যের পথ*] অবলম্বন করেনি। তুমি কি জান কষ্টসাধ্য গিরিপথ কি? এটি হচ্ছে দাস মুক্তি অথবা দুর্ভিক্ষের দিনে আহার্য দান। ইয়াতিম আত্মীয়কে; অথবা নিঃস্ব-দরিদ্রকে।" { *৯০-সূরা বালাদ : ১১-১৬* }

www.nagorikpathagar.org

উপরোক্ত আয়াতে বর্ণিত কাজগুলোকে আল্লাহ তা'আলা দুর্গম গিরিপথ অথবা কষ্ট সাধ্যের পথ বলেছেন। মানুষের কল্যাণে নিঃস্বার্থভাবে এই কাজগুলো করতে আর্থিকভাবে ক্ষতির এবং লক্ষণীয় স্বার্থত্যাগের প্রয়োজন রয়েছে। স্বার্থত্যাগের পেছনে চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে আল্লাহ তা'আলার প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা। শোষণবিহীন সমাজ গড়তে এগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অতএব আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভার্থে এবং আল্লাহ তা'আলার নেয়ামতের কৃতজ্ঞতাস্বরূপ এগুলো পালন করা সমাজে বসবাসকারী ধনী ও ক্ষমতাবান ব্যক্তিদের মৌলিক দায়িত্ব ও একান্ত কর্তব্য। আর এগুলো ভোগের এবং প্রাপ্তির নিশ্চয়তাকে বলা হয় সাধারণ মানুষের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা। এই অধিকারগুলো জীবন ধারণের জন্য ন্যূনতম উপাদান, যা মানবাধিকার হিসেবে সবার কাছে পরিচিত। আজ সারা বিশ্বে এগুলোর নিশ্চিতকরণে ব্যত্যয় হওয়ায় মানবাধিকার লঙ্ঘন হচ্ছে। মু'মিন হিসেবে এগুলো প্রতিষ্ঠিত করতে ন্যায় সংগত সংগ্রামেই ঈমানের আসল পরিচয় দিতে পারে। দৃঢ়তর গভীর ঈমান অর্জনের জন্য সব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার সমীপে আত্মসমর্পণ যেমন অপরিহার্য তেমন সমাজের অন্যদের প্রতি দায়িত্ব পালনও অপরিহার্য। অন্যদের প্রতি দায়িত্ব পালনের মাধ্যমেই আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত বিধিবিধান পালনের রাস্তা সুগম হয়। এর জন্য দরকার হয় স্বার্থত্যাগ, ধৈর্য ও সহনশীলতা এবং অধ্যবসায়। আল্লাহ তা'আলার কৃতজ্ঞ পরহেযগার বান্দার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে উল্লিখিত গুণাবলি। যারা আল্লাহ তা'আলার উপর দৃঢ় ঈমানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে মানুষের কল্যাণে এগুলো করবে এবং নিজেদের মধ্যে ধৈর্যধারণ করবে এবং সদুপদেশের মাধ্যমে পরামর্শ দেবে তারাই আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহে মু'মিন ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হবে। এদেরকে আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনে সুসংবাদ দিয়ে বলেছেন–

ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ۚ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ.

"আর সেই সাথে [*উপরোল্লিখিত আয়াতে বর্ণিত কল্যাণমূলক কর্ম যারা করে*] অন্তর্ভুক্ত হওয়া মু'মিনদের মধ্যে এবং তাদের যারা পরস্পর উপদেশ দেয়, ধৈর্য ধারণের ও দয়া দাক্ষিণ্যের; এরাই সৌভাগ্যশালী [*জান্নাতবাসী হওয়ায়*]।" {*৯০-সূরা বালাদ : ১৭-১৮*}

إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا.

"সৎকর্মশীলরা পান করবে এমন পানীয় যার সাথে কাফূর মিশ্রিত থাকবে।" {*৭৬-সূরা ইনসান : ৫*}

www.nagorikpathagar.org

যারা তাওহীদে বিশ্বাস করা ও জনকল্যাণমূলক কাজ থেকে দূরে থাকবে তারা আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনের প্রতি অবিশ্বাসী এবং তার অনুগ্রহের এবং নেয়ামতের অকৃতজ্ঞ, তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। এ প্রসংগে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ۝ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ ۝

"এবং যারা আমার নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করেছে [*আল-কুরআনে অবিশ্বাস করে*] তারাই হতভাগ্য [*জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে*] তারা হবে অগ্নি পরিবেষ্টিত।" { *৯০-সূরা বালাদ : ১৯-২০* }

إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَا وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا ۝

"আমি অকৃতজ্ঞদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি শৃংখল, বেড়ি ও লেলিহান আগুন।" { *৭৬-সূরা ইনসান : ৪* }

তাওহীদে একনিষ্ঠভাবে বিশ্বাস করে এবং আদম সন্তানের কল্যাণে সামান্য কষ্ট সাধ্যের পথে সংগ্রাম করে মু'মিন বান্দা আল্লাহ তা'আলার সীমাহীন দয়ার মধ্যে আশ্রয় পেয়ে পরকালে জান্নাতবাসী হতে পারে। কিন্তু মানুষের শত্রু "শয়তান" তাকে ধোঁকা দিয়ে মিথ্যা আশ্বাসে পার্থিবের প্রতি বেশি আকৃষ্ট করে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য স্বার্থত্যাগী হওয়াকে কঠিন করে দেখায়। উপরন্তু প্রবৃত্তির অবৈধ চাহিদা পূরণের বিষয়কে বেশি গুরুত্ব দিয়ে পরকালের জন্য সামান্য ত্যাগ স্বীকার এবং কষ্টসাধ্যের পথকে অপ্রয়োজনীয় হিসেবে সুশোভিত করে। তাই অধিকাংশ মানুষ অবিশ্বাসী হয় এবং স্বার্থত্যাগীর পথ পরিত্যাগ করে শয়তানের প্ররোচনায় স্বার্থবাদীর ইন্দ্রজালে আবদ্ধ হয়ে পরকালের অনন্ত জীবনের কথা, সুখ শান্তির কথা ভুলে যায়।

মানুষকে সুন্দর শারীরিক গঠন ও পরিমিত জ্ঞান দিয়ে অন্য সৃষ্টির উপর আল্লাহ তা'আলা শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। নিকটবর্তী আকাশের এবং ভূপৃষ্ঠের অন্য সব সৃষ্টিকে তার সেবায় নিয়োজিত করে পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ দিয়ে নবী-রাসূল ও আসমানী কিতাব পাঠিয়ে ভালো-মন্দ যাচাই করার জ্ঞান দিয়েছেন। তা সত্ত্বেও মানব সম্প্রদায় কেন ঝগড়া বিবাদে জড়িত হয় এবং নানা ধরনের অবৈধ অন্যায় কাজে লিপ্ত হয়ে নিজেদের মধ্যে সমস্যা সৃষ্টি করে, কার প্রভাবে এবং অনুপ্রেরণায় তারা সহজাত প্রকৃতির বিপরীতে কাজ করে? অথচ অধিকাংশ মানবই এই সব প্রশ্ন নিয়ে চিন্তাভাবনা না করে সঠিক রাস্তা অবলম্বনে তাদের সমস্যার প্রকৃত সমাধান না খুঁজে অবহেলায় অজ্ঞতায় জীবন কাটিয়ে দেয়। এটিই হলো মানব প্রকৃতির অন্যতম দুর্বলতা, যে দুর্বলতার সুযোগ নিয়েই অদৃশ্য শত্রু ইহজগতে নানাভাবে তাদেরকে অশান্তিতে রেখে পরকালের অনন্ত জীবনকে ধ্বংস করে।

www.nagorikpathagar.org

তাই পার্থিব জীবনে সুখ শান্তি ও পরকালের চিরন্তন জীবনে সফল হতে এই অদৃশ্য সৃষ্টির চরিত্র, তার উদ্দেশ্য, প্রতিজ্ঞা এবং খারাপ কাজে অনুপ্রাণিত করার পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা সবার জন্যই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তবে বিশেষ করে মুসলিম উম্মতের জন্য এটি অপরিহার্য দায়িত্ব। কারণ বর্তমানে বিদ্যমান সব আসমানী কিতাবের মধ্যে একমাত্র সর্বশেষ কিতাব আল-কুরআন ও শেষ নবীর (সা.) হাদীসই [*সহীহ হিসেবে সাব্যস্ত হয়েছে*] এই শত্রু সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান দিতে পারে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

يَـٰبَنِىٓ ءَادَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ ٱلشَّيْطَـٰنُ كَمَآ أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَٰتِهِمَآ.

"হে বনী-আদম! শয়তান যেন তোমাদেরকে বিপদে না ফেলে, যেমন সে তোমাদের মা-বাবাকে বের করেছিল বেহেশত থেকে এমতাবস্থায় যে, তাদের পোশাক খুলিয়ে দিয়েছিল এবং তাদেরকে তাদের গোপন অঙ্গ দেখিয়েছিল।" {*৭-সূরা আরাফ : ২৭*}

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱدْخُلُوا۟ فِى ٱلسِّلْمِ كَآفَّةً ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا۟ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَـٰنِ ۚ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ.

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা পরিপূর্ণরূপে দ্বীন-ইসলামে প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না, নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।" {*২-সূরা বাকারাহ : ২০৮*}

এই আয়াতে মানবজাতির মা-বাবার উপমা দিয়ে শয়তান সম্পর্কে স্মরণ করিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন 'শয়তান যেন তোমাদেরকে বিপদে না ফেলে' 'শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না'। অতএব এই অদৃশ্য শত্রু শয়তান সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন না করলে সকল মানবকেই তবে বিশেষ করে বিশ্বাসীদের বিপদে পড়ার সম্ভাবনা সুনিশ্চিত। এ কারণেই মুসলিম উম্মতকে আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন ইসলামী মূল্যবোধের বিধিনিষেধ সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করতে এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ না করতে। অদৃশ্য শত্রু শয়তানের উদ্দেশ্য কী এবং কি পদ্ধতিতে মানব সন্তানকে অনৈতিক কাজে জড়িত হওয়ায় প্রলুব্ধ করে এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ বলতে কি বোঝায় তারই বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে এই লেখায়।

আল-কুরআন ও হাদীসের অনুবাদ, তথ্যনির্দেশ এবং অন্যান্য বিষয়

আল-কুরআন আরবী ভাষায় নাযিলকৃত আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বাণী তাই ভাষার শ্রেষ্ঠত্ব, সমৃদ্ধি ও গভীরতা চলমান আরবী ভাষার তুলনায় সম্পূর্ণ আলাদা।

www.nagorikpathagar.org

আল-কুরআনের প্রতিটি শব্দই অত্যন্ত গভীর ভাবার্থ বহন করে যা থেকে একটি আয়াতের অর্থ অন্য ভাষায় বিভিন্নভাবে অনুবাদ করা যায়। উল্লেখ যে, 'আয়াত' শব্দের অর্থ বাংলা বা ইংরেজীর একটি মাত্র শব্দ দিয়ে বুঝানো অসম্ভব। 'আয়াত' শব্দের অর্থ বাংলা ভাষায় হতে পারে {*প্রমাণ, নিদর্শন, আল-কুরআন, সাক্ষ্য প্রমাণ, দৃষ্টান্ত, প্রকাশ করা, আল্লাহ তা'আলার নবী-রাসূল, কেয়ামত, প্রকৃতির সব নিদর্শন ইত্যাদি*}। তারপর 'ওয়াত্তাকুল্লাহ' শব্দকে সাধারণত আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় কর, হিসেবে অনুবাদ করা হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ শব্দের অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক {*সবকিছুতেই আল্লাহ তা'আলার উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতনতা, পুরস্কার হারানো এবং শাস্তির ভয়, আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করে নিজেকে রক্ষা করা, পাপ কর্ম বর্জন করা এবং ভাল কাজের উৎকৃষ্টতা অর্জনে চেষ্টা করা ইত্যাদি*}। যার ফলে অনেক বিষয়ে অন্য ভাষায় শুধুমাত্র একটি শব্দ ব্যবহারে অনুবাদ করে আল-কুরআনের প্রকৃত ভাবার্থ বুঝানো অত্যন্ত কঠিন কাজ অর্থাৎ সম্ভব নয়। তাই অন্য ভাষায় আল-কুরআনের অনুবাদ উল্লেখ করার সময় বলতে হয়, 'আল্লাহ তা'আলা যা বলেছেন তার সম্ভাব্য অর্থ (*possible meaning*)'। প্রতিটি আয়াতের অনুবাদ লেখার সময় এই বাক্যটি উল্লেখ করা উচিত, কিন্তু যেহেতু এই লেখায় অসংখ্য আয়াত তথ্যনির্দেশ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে সেহেতু প্রতিবারই এই বাক্য উল্লেখ করা সম্ভব নয়। তাই এখানে একবার পাঠকমণ্ডলীকে এ ব্যাপারে স্মরণ করানো হলো যাতে তারা আয়াতের অনুবাদ পড়ার সময় এ বিষয়টি মনে রাখেন। পাঠকমণ্ডলীর সুবিধার্থে প্রতিটি আয়াতের ব্যাপারে সূরার নাম এবং নম্বর উল্লেখ করা হয়েছে যাতে প্রয়োজনে তারা এই সমস্ত আয়াতের বিস্তারিত ব্যাখ্যা অনুসন্ধান করতে পারেন।

রাসূল (সা.) এর অসংখ্য হাদীস সংগ্রহ করে বিভিন্ন সূত্রে সংকলন করা হয়েছে। এই সমস্ত সংকলনের মধ্যে ছয়টি সূত্র বা গ্রন্থ 'সিহাহে সিত্তাহ' হিসেবে আমাদের কাছে বিদ্যমান আছে, যেমন– সহীহ আল-বুখারী, সহীহ মুসলিম, জামে আত-তিরমিযী, সুনান আবু দাউদ, সুনান ইবনে মাজা এবং সুনান আন-নাসাঈ ইত্যাদি। এই লেখায় যে সমস্ত হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে তার সবগুলোই উল্লিখিত হাদীস গ্রন্থসমূহ থেকে গ্রহণ করার চেষ্টা করা হয়েছে এবং প্রতিটি হাদীস উল্লেখ করে বন্ধনীর (*bracket*) মধ্যে তার সূত্রের নাম দেয়া হয়েছে। তাছাড়া আত-তাবারী, মুসনাদে আহমাদ, বায়হাকী এবং আরও অন্যান্য গ্রন্থ থেকেও হাদীস গ্রহণ করা হয়েছে।

আল-কুরআনের আয়াত ও হাদীসের অনুবাদে ব্যবহৃত গভীর অর্থবহ শব্দকে পরিষ্কার করে বুঝানোর জন্য বন্ধনীর মধ্যে বাকা ছাদের ছাপায় (*italic*) বন্ধনীর মধ্যে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। তাই আয়াতের অনুবাদ পড়ার সময় পাঠকমণ্ডলীকে মনে রাখতে হবে যে, বন্ধনীর মধ্যে উল্লিখিত বর্ণনা মূল আয়াতের আক্ষরিক অর্থ

www.nagorikpathagar.org

নয় তবে আয়াতের ভাবার্থের সাথে সম্পৃক্ত। তাছাড়া গুরুত্বপূর্ণ কোনো কোনো বিষয় পরিষ্কারভাবে বুঝার জন্য বিভিন্ন authentic সূত্রের সাহায্যে উক্ত বিষয়ের উপর মন্তব্য ও সমালোচনাও বাঁকা ছাদের ছাপায় দেয়া হয়েছে। আরো কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োজন অনুযায়ী আল-কুরআন এবং হাদীসের অর্থ পরিষ্কারভাবে বুঝানোর জন্য বাংলা ও ইংরেজী অনুবাদ এক সাথে অথবা আলাদা করে উল্লেখ করা হয়েছে।

আদম সন্তানকে সৎপথে পরিচালিত করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা মানবজাতির কাছে বহু নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। তাদের মধ্যে সব রাসূলই ছিলেন নবী কিন্তু নবীরা সকলে রাসূল নন। অর্থাৎ রাসূলগণ আসমানী কিতাবসহ মানবজাতির কাছে প্রেরিত হয়েছিলেন যেমন– নূহ, ইব্রাহীম, মূসা, ঈসা এবং মুহাম্মদ (সা.)। আর নবীদের কাছে কোনো অসমানী কিতাব নাযিল করা হয়নি একমাত্র দাউদ ও ইদ্রীস (আ.) ব্যতিরেকে। আল-কুরআনে সর্বমোট ২৫ জন নবী-রাসূলের নাম আল্লাহ তা'আলা উল্লেখ করেছেন।

উল্লেখযোগ্য উক্তি বা উচ্চারণ সম্পর্কে সতর্কতা

সংক্ষিপ্ত শব্দ	সংজ্ঞা
(সা.)	সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম {শেষ রাসূল মুহাম্মদ (সা.) এর ক্ষেত্রে}
(আ.)	'আলাইহিস সালাম {সব নবী-রাসূলদের ক্ষেত্রে}
(রা.)	রাদিআল্লাহু 'আনহু {পুরুষ সাহাবা}, রাদিআল্লাহ 'আনহা {মহিলা সাহাবা}, রাদিআল্লাহু 'আনহুমা {দুইজন সাহাবা}, রাদিআল্লাহু 'আনহুম {দুইয়ের অধিক সাহাবা,
(র.)	রহিমাহুল্লাহ {পরলোকগত আলেম এবং পরহেযগার মুসলিমদের ক্ষেত্রে}

পাঠকমণ্ডলীকে অনুরোধ করা হচ্ছে যে, বই পড়ার সময় এই সংক্ষিপ্ত শব্দগুলোর সম্মুখীন হলে শব্দের পুরো বাক্যটি উচ্চারণ করলে ইনশাআল্লাহ্ বেশী সওয়াবের ভাগী হবেন। আল্লাহ্ তা'আলা, তাঁর প্রেরিত সব নবী-রাসূল, রাসূলদের সংগী-সাথী এবং সব নিবেদিত মুসলিম আলেমদের {scholars} প্রতি সম্মান দেখানো ও ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে এই সমস্ত বাক্য তাদের নামের সাথে উচ্চারণ করা হয়। বিশেষ করে আল্লাহ্ তা'আলার হাবীব, শেষ রাসূল (সা.)-এর নামের সাথে দরূদ পড়া এবং সালাম পাঠানোর আদেশ মু'মিনদেরকে আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনে দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলা নিজে এবং তাঁর ফিরিশতাগণও নবীর জন্য সালাত প্রেরণ করেন।

www.nagorikpathagar.org

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا.

"আল্লাহ ও তাঁর ফিরিশতাগণ নবীর প্রতি সালাত { *রহমত, দু'আ ও প্রশংসা ইত্যাদি* } প্রেরণ করেন। হে মু'মিনগণ! তোমরা নবীর জন্যে সালাত { *রহমতের তরে দু'আ* } প্রার্থনা কর এবং তাঁর প্রতি সালাম প্রেরণ কর।" *[৩৩-সূরা আহযাব : ৫৬]* [{ *তাই নবী (সা.)-এর প্রতি দরূদ ও সালাম প্রেরণ করায় মু'মিনদের অত্যন্ত যত্নবান হওয়া উচিত, প্রকৃতপক্ষে মু'মিনদের জন্য এ কাজটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর ফিরিশতারা যে কাজ করেন সে রকম কাজ করার সুযোগ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদেরকে সম্মানিত করে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। অধিকাংশ ইমামের মতে রাসূল (সা.)-এর নাম বললে বা শুনলে দরূদ পাঠ করা ওয়াজিব হয়ে যায়, কারণ হাদীস শরীফে এ ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে এবং দরূদ পাঠ না করলে শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। রাসূল (সা.) বলেছেন, "সেই ব্যক্তি অপমানিত হোক যার সামনে আমার নাম উচ্চারণ করা হলে দরূদ পাঠ করে না। অথবা সেই ব্যক্তি কৃপণ, যার কাছে আমার নাম উচ্চারণ করা হলে দরূদ পাঠ করে না।" [তিরমিযী ৩৪৭৬]*

একই মজলিসে বার বার নাম উচ্চারিত হলে একবার দরূদ পাঠ করলেই ওয়াজিব আদায় হয়ে যায়। কিন্তু প্রত্যেকবার পাঠ করা মুস্তাহাব [পবিত্র কুরআনুল করীম, অনুবাদ ও সম্পাদনা : মওলানা মুহিউদ্দীন খান]

তাই মুখে বলার সময় দরূদ যেভাবে পাঠ করা হয় তেমনভাবে লেখার সময় সংক্ষেপে (সা.) দেখে পুরো দরূদ পাঠ করতে হয়। একজন মু'মিনের জীবন যাপন এবং তার ব্যবহার কাজকর্ম সব কিছুই আল্লাহ তা'আলা এবং রাসূল (সা.)কে কেন্দ্র করে হবে। রাসূল (সা.) শুধুমাত্র দুনিয়াতেই মু'মিনদেরকে হেদায়াতের রাস্তা দেখাননি, তিনি আখেরাতেও মু'মিনদের জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে সুপারিশকারী। শেষ বিচার দিবসে অন্যান্য নবী-রাসূলরা নিজ নিজ জাতির পক্ষে সুপারিশ করার সুযোগ পেলেও সর্বশেষে রাসূল (সা.)-এর সুপারিশকে বেশি গুরুত্ব দেয়া হবে। আল্লাহ তা'আলা রাসূল (সা.)-কে এ রকম ক্ষমতা দিয়ে অন্যদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং মুসলিমদের প্রতি অশেষ অনুগ্রহ ও দয়া দেখিয়েছেন। তাই রাসূল (সা.)-এর উম্মত হিসেবে তাঁকে ভালোবাসা, তাঁর প্রতি সালাত, দরূদ এবং সালাম পাঠানো মু'মিনদের জন্য আনন্দের ব্যাপার, যে কাজে মু'মিনরা ক্লান্ত হবে না বরং মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তারা এ কাজ ইনশাআল্লাহ স্বতঃস্ফূর্তভাবে করে যাবে।

www.nagorikpathagar.org

অধ্যায়-১

মানবতার শত্রু কে?

এই প্রশ্ন হচ্ছে এই অধ্যায়ের শিরোনাম। কারণ অধিকাংশ আদম সন্তানের বিশেষভাবে মুসলিম উম্মতের বৃহত্তর অংশের আসল শত্রু সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হচ্ছে তাদের চিন্তাচেতনার বহির্ভূত ব্যাপার। তাই প্রশ্ন করার মাধ্যমেই এই বিষয় সম্পর্কে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাবে বলে আমাদের ধারণা। তদুপরি, অজানাকে জানা, প্রশ্ন করে গবেষণার মাধ্যমে সঠিক উত্তর খুঁজে বের করা মানব প্রকৃতির একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। প্রশ্ন করে গবেষণা না করলে সাধারণত উত্তর মেলে না। মানুষের মনে নানা প্রশ্ন সৃষ্টি হয় বিধায় তার সঠিক উত্তর সন্ধানে বিভিন্ন রকম গবেষণায় দিবারাত্রি মানুষ মগ্ন থাকে। তাই মানুষ আল্লাহ তা'আলার অন্যান্য সৃষ্টির তুলনায় সম্পূর্ণ আলাদা। গবেষণার মাধ্যমে পাওয়া তথ্য, নিজের চিন্তাভাবনা ও আবেগ ভাষায় প্রকাশ করে এবং গল্পাকারে লিখে মানুষ অন্যদের জন্য সংরক্ষণ করতে পারে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য তৈরি করে শিক্ষামূলক তথ্যভিত্তিক অভিসন্দর্ভ। বিশাল সৃষ্টি জগতে সব কিছুর মধ্যে একমাত্র মানুষকে আল্লাহ তা'আলা এই অসাধারণ যোগ্যতা দিয়েছেন। এ কারণেই সে সৃষ্টিকুলের অন্যতম। তদুপরি বংশ পরম্পরায় প্রতিনিধি করার সুযোগ ও ক্ষমতা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আরো করেছেন বিচার বুদ্ধিসম্পন্ন যাতে সে ভালো-মন্দ যাচাই বাছাই করতে পারে। তার জন্যও মানুষ "আশরাফুল মাখলুকাত" সৃষ্টির সেরা জীব। ভালো-মন্দ যাচাই করে পার্থিব জীবনকে সঠিক পথে প্রচালিত করার মাধ্যমে মানুষ আখেরাতের চিরস্থায়ী জীবনকে করতে পারে সুখময়, প্রশান্তিময় এবং আনন্দময়।

সকলের ক্ষেত্রেই ভালো-মন্দের প্রভাব ক্ষণস্থায়ী জীবনে অনুপ্রেরণা অথবা প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করে। তাই অনেকেই মন্দের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে সৎপথ ছেড়ে অসৎ পথের জীবন বেছে নেয়। আবার অনেকেই ভালোর প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে সৎপথের অভিযাত্রি হয়। এ কারণেই জীবন যাপনে ভালো-মন্দকে শত্রু-মিত্রের সংগে তুলনা করা যায়। ভালো-মন্দ বা শত্রু-মিত্র পার্থিব জীবনে আলো-আঁধারের মতো সংমিশ্রণ থাকে। এটি অনস্বীকার্য যে, সবার জীবনেই শত্রু-মিত্র থাকে। তবে সব শত্রু-মিত্র সাধারণত এক রকমের হয় না। একজনের দৃষ্টিতে যে শত্রু, সে হয়ত অন্যজনের মিত্র। এটি সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে শত্রু-মিত্রের ধরন এবং মানব সমাজে তার কার্যকলাপের প্রভাব কতটুকু সে

www.nagorikpathagar.org

অনুপাতে। অতএব বলা যায়, ভালো-মন্দ, শত্রু-মিত্র, আলো-আঁধার এবং সুখ-দুঃখ পার্থিব জীবনে একই মুদ্রার দুই পিঠ।

আঁধার আছে বলেই আলোর গুরুত্ব এত বেশি। মন্দ আছে বলেই মানুষ সর্বদাই ভালোর প্রত্যাশায় সংগ্রাম করে। শত্রু আছে বলেই মানুষ মিত্রের সান্নিধ্যে নিরাপত্তার আশ্বাসে শান্তি ও স্বস্তি পায়। তবে দুঃখ কষ্টের মতোই শত্রু শব্দের আবেদন, মিত্র শব্দের তুলনায় অনেক বেশি। অন্যের খারাপ ব্যবহারে ও নিষ্ঠুরতায় ব্যথিত হয়ে অন্তরের যন্ত্রণা ও রাগ প্রকাশের জন্য অনেক সময় শত্রু শব্দটি ব্যবহার করা হয়। অন্যদের প্রতি ব্যক্তি অক্রোশ থাকলে, কোনো কারণে কার্যকলাপ পছন্দ না হলে বা তাদের কাজ কর্মের প্রতিফলে ব্যক্তি, সমাজ এবং জাতির স্বার্থে সর্বজনীন ক্ষতির সম্ভাবনা থাকলে, তাদেরকে শুধুমাত্র একটি বাক্য 'পারিবারিক শত্রু' 'সামাজিক শত্রু' অথবা 'জাতির শত্রু' ইত্যাদি শব্দ দিয়ে চিহ্নিত করা হয়। তাই শত্রু শব্দটির অস্তিত্ব ও ব্যবহার প্রতিটি মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক এবং জাতীয় জীবনে আলো-আঁধারের মতোই পরিষ্কার এবং অতি পরিচিত।

মানব ব্যক্তির এবং মানবজাতির শত্রু

একদল মানুষকে যদি প্রশ্ন করা হয়, তাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক এবং জাতির শত্রু কে? তখন এই প্রশ্নের উত্তর হবে নিঃসন্দেহে একের অধিক। কারণ শত্রুর সংজ্ঞা সাধারণত সবার কাছে সর্বক্ষেত্রে একরকম হয় না। অর্থাৎ ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ এবং জাতি বিশেষের স্বার্থের উপর ভিত্তি করেই এর পরিবর্তন হয়। আমরা যাদেরকে শত্রু মনে করি তারা হয়ত অন্যদের মিত্র, অত্যন্ত আপনজন, অন্তরঙ্গ বন্ধু। মানুষের ব্যক্তি জীবনের শত্রু আর তার পারিবারিক জীবনের শত্রু যেমন অনেক ক্ষেত্রে একরকম হয় না, তেমন পারিবারিক শত্রু আর সামাজিক ও জাতির শত্রু একরকম নাও হতে পারে। কারণ শত্রুর সংজ্ঞাটি কেমন হবে, সেটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ব্যক্তি স্বার্থের সাথে জড়িত থাকে। ব্যক্তি স্বার্থ অনেক সময় পারিবারিক, সামাজিক এবং জাতির স্বার্থ থেকে আলাদা হয়। বললে অত্যুক্তি হবে না যে, বাংলাদেশী সমাজে ব্যক্তি স্বার্থই অনেকের কাছে পারিবারিক, সামাজিক এবং জাতীয় স্বার্থের তুলনায় বেশী প্রাধান্য পেয়ে থাকে। তাই অধিকাংশ মানুষের কাছে ব্যক্তি শত্রুই পারিবারিক, সমাজ এবং জাতীয় শত্রুদের তুলনায় বেশী প্রতীয়মান এবং গুরুত্বপূর্ণ। এজন্যই অধিকাংশ মানুষ ব্যক্তি শত্রু দমনে অথবা নিধনে তার সমস্ত শক্তি ব্যয় করে। অথচ লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, আসল শত্রুর প্রভাবেই যে তারা অন্যের ভালো কাজটি মন্দ হিসেবে ভেবে শত্রু নিধনে সময় ব্যয় করছে, সেটি তাদের বোধগম্য হয় না।

www.nagorikpathagar.org

যে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ এবং জাতীয় জীবনে অবস্থার প্রেক্ষিতে বিভিন্ন ধরনের অথবা একই ধরনের শত্রু থাকে। তাই প্রশ্ন করা যায়, যে অদৃশ্য শত্রু এই সব শত্রু ও মিত্রের পরিচালক অথবা গডফাদার, সে শত্রুকে "ব্যক্তি শত্রু, সবার শত্রু অর্থাৎ মানবতার বা মানুষের শত্রু" হিসেবে চিহ্নিত করা অযৌক্তিক বলে বিবেচিত হবে না। কারণ ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও দেশ-জাতি এবং সকল মানুষ নিয়েই সৃষ্টি হয়েছে "মানবতা, মানব সমাজ বা মানবজাতি"। বিভিন্ন দেশের মানুষকে যদি প্রশ্ন করা যায় "মানবতার শত্রু" কে? এই প্রশ্নের উত্তর হবে পূর্বের মতোই একের অধিক। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, এ প্রশ্নের উত্তরে অনেকেই হয়তো বলবে "হিটলার" হচ্ছে "মানবতার বা মানুষের শত্রু"। নিকট অতীতে সাদ্দাম ছিলো আমেরিকান সরকারের মাপকাঠিতে "মানবতার শত্রু"। একসময় ওসামা বিন লাদেন বিশেষ একটি দল ছাড়া আর পৃথিবীর বাকী মানুষের কাছে ছিলো "মানবতার শত্রু"। আবার মানবজাতির একটি বিরাট অংশ পাশ্চাত্যের কিছু সরকারকেও 'মানবতার শত্রু" হিসেবে আখ্যায়িত করে থাকে। অথচ প্রকৃতপক্ষে এদের কেউ মানবতার শত্রু নয়। কারণ মানবজাতির একটি অংশ এদেরকে ভালোবাসে, পছন্দ করে এবং মিত্র ভেবে প্রশংসা করে। আলোচনার প্রয়োজনে ধরা যাক এরাই "মানবতার বা মানুষের শত্রু", কারণ তাদের কার্যকলাপ সব মানুষের নিকট সমানভাবে সমাদৃত ও গ্রহণযোগ্য নয়।

মানুষ সৃষ্টি হয়েছে [আল-ফিতরাত] সহজাত প্রকৃতি নিয়ে, যার প্রভাবে সে ভালো কাজ ছাড়া মন্দ কাজে জড়িত হতে পারে না। তবুও মানুষ কেন অন্যায় করে এবং মন্দ কাজে জড়িত হয়ে সমাজে নানা সমস্যা সৃষ্টি করে? মন্দ কাজে জড়িত হওয়ায় অধিকাংশ মানুষই অদৃশ্যভাবে অনুপ্রাণিত হয় কারণ সিংহভাগ মানুষই অন্য মানুষের প্রভাব ছাড়া নিজেই বিভিন্ন ধরনের অবৈধ জল্পনা কল্পনা করে, তা বাস্তবায়ন করার জন্য নিজের উদ্যোগেই খারাপ কাজ শুরু করে। অতঃপর অন্যেরা তার অনুগামী হয়ে অন্যায়কে প্রশ্রয় দিয়ে থাকে। অর্থাৎ সহজাত প্রকৃতিকে প্রতিহত করে অদৃশ্য কোনো শক্তি এই ব্যক্তিকে খারাপ কাজে জড়িত হওয়ায় অনুপ্রাণিত ও সাহায্য করে। এই অদৃশ্য শক্তি প্রথমে যেকোনো এক ব্যক্তির প্রবৃত্তির চাহিদাকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে বিশেষ কোনো গোষ্ঠীর স্বার্থ উত্তরণে উদ্দীপ্ত করে অন্যদেরকে তার সমর্থনে এগিয়ে আসার জন্য অনুপ্রেরণা দিতে থাকে। অবশেষে একই উদ্দেশ্য সম্পাদনে একটি সংঘবদ্ধ দলের সৃষ্টি হয় এবং তাদের উদ্দেশ্যের সাফল্যে পরিচালক হিসেবে এই অদৃশ্য শত্রু অবিরাম নিজেকে নিয়োজিত রাখে। এক্ষেত্রে যদিও একজন মানব সন্তান দৃশ্যমান নেতা হিসেবে দায়িত্ব পালন করে তবুও তাদের সব প্ল্যান-প্রোগ্রামের আউলিয়া বা উপদেষ্টা হয় এই অদৃশ্য শক্তি। তখন এই দলের ব্যক্তি জীবনের ধর্মীয় বিশ্বাস হয়

www.nagorikpathagar.org

বিভ্রান্ত এবং প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণের জন্য সামাজিক জীবনে তারা সমাজ, ধর্ম ও মানব বিরোধী কাজে জড়িত হয়। তাতে প্রবৃত্তির চাহিদা হয়ে যায় তাদের উপাস্য। এ প্রসংগে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

أَفَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ.

"তুমি কি তার প্রতি লক্ষ্য করেছ, যে তার খেয়াল-খুশিকে [*প্রবৃত্তির চাহিদাকে*] স্বীয় উপাস্য হিসেবে স্থির করেছে? আল্লাহ জেনে শুনে তাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, তার কান ও অন্তরে মোহর এঁটে দিয়েছেন এবং তার চোখের উপর রেখেছেন পর্দা। অতএব, আল্লাহর পর কে তাকে পথপ্রদর্শন করবে? তোমরা কি চিন্তাভাবনা কর না?" { *৪৫-সূরা জাসিয়া : ২৩*}

فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.

"অতঃপর তাদের কাছে যখন আমার আযাব আসল, তখন কেন কাকুতি-মিনতি করল না? বস্তুত তাদের অন্তর কঠোর হয়ে গেল এবং শয়তান তাদের কাছে সুশোভিত করে দেখাল, যে কাজ তারা করছিল।" { *৬-সূরা আন'আম : ৪৩*}

تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ.

"আল্লাহর কসম, আমি তোমার পূর্বে বিভিন্ন সম্প্রদায়ে রাসূল প্রেরণ করেছি, অতঃপর শয়তান তাদেরকে কর্মসমূহ শোভনীয় করে দেখিয়েছে। আজ সে-ই তাদের অভিভাবক এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।" { *১৬-সূরা নাহ্‌ল : ৬৩*}

মানব সমাজে সংঘটিত সব অন্যায়, অসৎ অবৈধ কাজের পেছনে যে অদৃশ্য শক্তির প্রভাব ও অনুপ্রেরণা সর্বদাই সাহায্য করছে, তাকে কি "মানবতার শত্রু" হিসেবে আখ্যায়িত করা যায় না? আশা করি এই লেখায় এই শত্রুর চরিত্র ও কার্যকলাপ সম্পর্কে উদ্ধৃত সব উদাহরণ পর্যালোচনা করলে, এই ব্যাপারে সবার সিদ্ধান্ত একই রকম হবে, ইনশাআল্লাহ। এ রকম ধারণা পোষণ করা অন্যায় হবে না। তবে এ ব্যাপারে সর্বজ্ঞানী আল্লাহ তা'আলাই সবার চেয়ে ভালো জানেন।

শত্রুর সৃষ্টি

আলোচনার প্রারম্ভেই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, আকাশ-জমিন ও তাতে যা আছে তার সৃষ্টিকর্তা প্রতিপালক কে? বিশেষ একটি দল ছাড়া [*যারা নাস্তিক*], বাকী সকলেই উত্তরে বলবে "পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ, সব প্রশংসার মালিক, দয়াময় পরম দয়ালু

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা"। কারণ অধিকাংশ মানুষ ইবাদতে আল্লাহ তা'আলার সাথে অন্য কাউকে শরীক করলেও তারা বিশ্বাস করে আল্লাহ তা'আলাই তাদের সৃষ্টিকর্তা, প্রতিপালক। উল্লেখ্য, মানুষ থেকে মনোনীত নবী-রাসূলের কাছে আসমানী কিতাব প্রেরণ করে আল্লাহ তা'আলা এ সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে মানুষকে অবহিত করেছেন। অধিকাংশ মানুষই নবী-রাসূল এবং আসমানী কিতাবে বিশ্বাসী। সৃষ্টি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

يَاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ. هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ق ثُمَّ اسْتَوٰۤى اِلَى السَّمَآءِ فَسَوّٰىهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ ط وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ.

"হে মানুষ! তোমরা তোমাদের সেই প্রতিপালকের 'ইবাদত' কর যিনি তোমাদেরকে ও তোমাদের পূর্ববর্তীগণকে সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পার। তিনি পৃথিবীর সব কিছু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন, তৎপর তিনি আকাশের দিকে মনোসংযোগ করেন এবং তাকে সপ্তাকাশে বিন্যস্ত করেন; তিনি সর্ববিষয়ে সবিশেষ অবহিত।" { *২-সূরা বাকারাহ : ২১, ২৯* }

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَالنُّوْرَ ط ثُمَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ.

"প্রশংসা আল্লাহরই যিনি আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন, আর উৎপত্তি ঘটিয়েছেন অন্ধকার ও আলোর। এতদসত্ত্বেও কাফেরগণ তাদের প্রতিপালকের সমকক্ষ দাঁড় করায়।" { *৬-সূরা আন'আম : ১* }

ভালো-মন্দ কর্মের মাধ্যমে একজন অন্যজনের কাছে মিত্র বা শত্রু হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে। এই শত্রু-মিত্রের যে অদৃশ্য শত্রু, তাকেই **"মানবতার শত্রু"** হিসেবে এই লেখায় আখ্যায়িত করা হয়েছে। প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালনের সুযোগ ও প্রয়োজনীয় জ্ঞান দিয়ে পার্থিবে সবরকম উপকরণ প্রাপ্তি সহজ সাধ্য করে মানুষকে আল্লাহ তা'আলা করেছেন সমৃদ্ধ। তদুপরি প্রবৃত্তির চাহিদা ও লোভ লালসা সৃষ্টি করে ভালো-মন্দ বেছে নেয়ার স্বাধীনতা দিয়ে মানুষকে পরীক্ষা করার জন্যই এই শত্রুকেও আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন। এই পরীক্ষার ফলাফলের উপরই নির্ভর করবে মানুষের পরকালীন জীবন হবে সুখ-শান্তির অথবা দুঃখ কষ্টের। তাই বলা যায়, একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন "মানবের আসল শত্রু কে"। ইহজগতে মানুষ আগমনের পর পর্যায়ক্রমে নবী-রাসূল ও আসমানী কিতাবের

www.nagorikpathagar.org

মাধ্যমে, মানুষের কাছে আল্লাহ তা'আলা এই শত্রুর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট বর্ণনা দিয়েছেন যাতে এই শত্রু সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন করতে পারে। মানবজাতির পিতাকে সৃষ্টি করার পরেই এই শত্রুর সৃষ্টি হয়েছে। এই শত্রুকে মানুষের শত্রু হওয়ায় আল্লাহ তা'আলা বাধ্য করেননি, বরং সে নিজেই ঔদ্ধত্যের সাথে আল্লাহ তা'আলার আদেশের অবাধ্য এবং অহংবোধে আদমের প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়, তাতে লানত প্রাপ্ত হয়ে মানবতার শত্রুতে পরিণত হয়েছে। তাই মানুষের শত্রুকে নিরূপণ করতে, তার সম্পর্কে সংজ্ঞা হিসেবে বলা যায়, মানুষের শত্রু হচ্ছে, যার নিকট:

→ মানবজাতির বর্ণ বৈষম্যের কোনো ভেদাভেদ নেই। → জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষই একরকম কারণ তারা আদম সন্তান। → মানুষের শারীরিক গঠন, বংশ এবং গোত্রের কোনো ভেদাভেদ নেই। তদুপরি → যে সত্তা ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, দল এবং জাতি সবার শত্রু। → যে সত্তা মানুষজাতির পারস্পরিক শত্রু-মিত্র সকলের শত্রু।

এটি বিশ্বাস করা যায় যে, যারা বাংলা অথবা ইংরেজী অনুবাদসহ আল-কুরআন পাঠ করে থাকে এবং ইসলামী মূল্যবোধের ধর্মীয় বিধিনিষেধের উপর জ্ঞান রাখে, তারা অবশই বুঝতে পারবে, এখানে কোন শত্রুর ব্যাপারে আলোচনা করা হচ্ছে? সে হচ্ছে "ইবলিস" শয়তান [*তার উপরে আল্লাহ তা'আলার লানত*]।

[*পাঠকমণ্ডলী : একটি ব্যাপার এখানে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে। অনেক সময় ছোট্টমণিদের ছোট-খাট দুষ্টুমির জন্য তাদেরকে সখ অথবা আহলাদ করেই হোক "শয়তান বা ইবলিস" বলে সম্বোধন করা হয়। এটি নিঃসন্দেহে চরম অন্যায়। অতএব সবার কাছে অনুরোধ থাকবে আজ থেকে আর কোনোদিনই প্রিয় ছোট্টমণিদেরকে এই ধরনের "মানবতার শত্রুর" নামে সম্বোধন করবেন না। একমাত্র "ইবলিস শয়তান" ছাড়া মানবজাতির কাউকে এই নামে সম্বোধন করা উচিত নয়। কারণ আদম সন্তানকে তার [ইবলিসের] নাম অনুকরণে ডাকা হোক, মানুষ জাতি তার দলভুক্ত হোক, তাকে অনুসরণ করুক এবং তার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করুক– এটিই হলো ইবলিসের প্রধান উদ্দেশ্য। তাই তার নামে মানবজাতির কাউকে সম্বোধন করলে সে অবশ্যই সেটি পছন্দ করবে। কেননা ছোট্টমণিরা হলো নিষ্পাপ, তাই তাদেরকে যে কোনো কারণেই হোক না কেন অভিশপ্ত শয়তানের নামে সম্বোধন করা নিঃসন্দেহে গুরুতর অন্যায়।*]

শত্রুর সৃষ্টি সম্পর্কে আল-কুরআনে বর্ণনা

বিশ্বজাহানের দৃশ্য-অদৃশ্য সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা, প্রতিপালক, পরিচালক আল্লাহ তা'আলা। আদম সন্তানের মতোই মানবতার শত্রুকেও আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন। একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন এই শত্রুর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কেমন হবে। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলার নাযিল করা আসমানী কিতাব ছাড়া

www.nagorikpathagar.org

অন্য কোনো সূত্রে এই শত্রুর সৃষ্টি এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সঠিক বর্ণনা পাওয়া যাবে না।

বর্তমানে বিদ্যমান সব আসমানী কিতাবই এই শত্রু সম্পর্কে সঠিক তথ্য দিতে পারবে না। পূর্ববর্তীতে প্রেরিত কিতাবসমূহ [*তাওরাত ও ইঞ্জিল*] প্রবৃত্তির চাহিদার [*শয়তানের অনুপ্রেরণার*] ভিত্তিতে পরিবর্তন করা হয়েছে। কারণ এগুলোর সংরক্ষণের কোনো প্রতিশ্রুতি আল্লাহ্ তা'আলা দেননি। মানবজাতির হেদায়াতের জন্য পথপ্রদর্শক হিসেবে আল-কুরআন নাযিলকৃত সর্বশেষ আসমানী কিতাব। কাজেই আল-কুরআনকেই আল্লাহ তা'আলা কলুষমুক্ত রেখেছেন এবং সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেছেন–

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ط تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ.

"কোনো মিথ্যা এটিতে [*আল-কুরআন*] অনুপ্রবেশ করবে না অগ্র থেকেও নয়, পশ্চাৎ থেকেও নয়। এটি প্রজ্ঞাময়, প্রশংসার্হ আল্লাহর নিকট থেকে অবতীর্ণ।" {*৪১-সূরা ফুসসিলাত : ৪২*}

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحٰفِظُونَ.

"আমিই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই তার সংরক্ষক।" {১৫-সূরা হিজর : ৯}

অতএব বলার অপেক্ষা রাখে না যে, একমাত্র আল-কুরআনই এই অদৃশ্য শত্রুর প্রকৃতি, উদ্দেশ্য এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সঠিক তথ্য দিতে পারে। এজন্যই আল-কুরআনে বর্ণিত আয়াতের সাহায্যে ইনশাআল্লাহ আলোচনা করা হবে, "মানবতার শত্রুর" সৃষ্টি এবং তার সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলা কি বলেছেন। আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করার পরেই এই শত্রুর আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। তাই আল-কুরআনের বিভিন্ন সূরায় আদমের (আ.) সৃষ্টি কাহিনীর সাথে আল্লাহ তা'আলা এই অদৃশ্য শত্রুর সৃষ্টির কাহিনীও বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন–

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوٓا إِلَّآ إِبْلِيسَ ط أَبٰى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِينَ. وَقُلْنَا يٰٓاٰدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا ص وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظّٰلِمِينَ. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطٰنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ ص وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ج وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ إِلٰى حِينٍ.

www.nagorikpathagar.org

"যখন ফিরিশতাদের বললাম, "আদমকে সিজদা কর; তখন ইবলিস ব্যতীত সকলেই সিজদা করলো; সে অমান্য করলো ও অহংকার করলো। সুতরাং সে কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হলো এবং আমি বললাম, 'হে আদম! তুমি ও তোমার সঙ্গিনী জান্নাতে বসবাস কর এবং যথা ও যেথা ইচ্ছা আহার কর, তবে এই বৃক্ষের নিকটবর্তী হয়ো না; হলে তোমরা অন্যায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। কিন্তু শয়তান [*ইবলিস*] তা [*অঙ্গীকার*] থেকে তাদের পদস্খলন ঘটাল এবং তারা যেখানে [*বেহেশত*] ছিলো সেখান থেকে তাদেরকে বহিষ্কৃত করলো। আমি বললাম, 'তোমরা একে অন্যের শত্রুরূপে [*আদম সন্তান এবং ইবলিস, উভয়ে একে অপরের শত্রু*] নেমে যাও, পৃথিবীতে কিছু কালের জন্য তোমাদের বসবাস ও জীবিকা রইলো।" { ২-*সূরা বাকারাহ : ৩৪-৩৬* };

وَلَقَدْ خَلَقْنٰكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنٰكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ ق فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ط لَمْ يَكُنْ مِّنَ السّٰجِدِيْنَ. قَالَ مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ ط قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ج خَلَقْتَنِىْ مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ. قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُوْنُ لَكَ اَنْ تَتَكَبَّرَ فِيْهَا فَاخْرُجْ اِنَّكَ مِنَ الصّٰغِرِيْنَ.

"আমিই [*আল্লাহ*] তোমাদেরকে সৃষ্টি করি, অতঃপর তোমাদের রূপ দান করি এবং তারপর ফিরিশতাদেরকে আদমের নিকট নত হতে বলি; ইবলিস ব্যতীত সকলেই নত হয়। যারা নত হলো সে [*ইবলিস*] তাদের অন্তর্ভুক্ত হলো না। তিনি [*আল্লাহ*] বললেন, আমি যখন তোমাকে আদেশ করলাম তখন কিসে তোমাকে নিবৃত্ত করলো যে, তুমি নত হলে না? সে বললো 'আমি তার [*আদম*] অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; আমাকে অগ্নি থেকে সৃষ্টি করেছ এবং তাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছ। তিনি বললেন, এই স্থান থেকে নেমে যাও, এখানে থাকা অবস্থায় অহংকার করবে, এটি হতে পারে না। সুতরাং বের হয়ে যাও, তুমি অধমদের অন্তর্ভুক্ত।" { ৭-*সূরা আরাফ : ১১-১৩* }

قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَاِنَّكَ رَجِيْمٌ لا وَّاِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ.

"তিনি বললেন, 'তবে তুমি এখান থেকে বের হয়ে যাও, কারণ তুমি অভিশপ্ত। এবং কর্মফল দিবস পর্যন্ত তোমার প্রতি রইলো লানত।" { ১৫-*সূরা হিজর : ৩৪-৩৫* }

فَقُلْنَا يٰاٰدَمُ اِنَّ هٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقٰى.

"অতঃপর আমি বললাম, 'হে আদম! এ [*ইবলিস*] তোমার ও তোমার স্ত্রীর শত্রু; সুতরাং সে যেন কিছুতেই তোমাদেরকে জান্নাত থেকে বের করে না দেয়, দিলে তোমরা দুঃখ পাবে।" { ২০-*সূরা তহা : ১১৭* }

www.nagorikpathagar.org

উপরোল্লিখিত আয়াত থেকে সুস্পষ্ট যে–

(১) ইবলিস, ফিরিশতাদের সাথে বেহেশতে বসবাস করছিল। (২) ইবলিস অহংবোধে আত্মগরিমায় আল্লাহ তা'আলার পবিত্র আদেশের অবাধ্য হয়েছে। (৩) অবাধ্য ও অকৃতজ্ঞ হয়ে সে অবিশ্বাসী বা কাফের হয়েছে। (৪) ইবলিসের অহংকারী চিত্তে জন্মিত গর্বের পেছনে ছিলো তার সৃষ্টির উপাদানের শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়। আদম (আ.)-কে মাটি থেকে তৈরি করা হয়েছে আর তাকে তৈরি করা হয়েছে ধোঁয়াবিহীন আগুন থেকে। তাই সে সৃষ্টির উপাদানে শ্রেষ্ঠ হয়ে মাটি থেকে সৃষ্টিকে সিজদা করবে না। (৫) ইবলিসের ঔদ্ধত্যপূর্ণ ও অহংকারী প্রকৃতি এবং অবাধ্যতার জন্য আল্লাহ তা'আলা তাকে "লানত" [*অভিশপ্ত*] করলেন। (৬) ইবলিস নিজেই আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহকে উপেক্ষা করে অকৃতজ্ঞ হয়, ফলে আল্লাহ তা'আলা অকৃতজ্ঞ ইবলিসকে 'শয়তান' [*অবাধ্য*] নামে আখ্যায়িত করলেন। (৭) আদম (আ.) ও হাওয়ার [*মানবজাতির পিতা-মাতা*] অর্থাৎ সকল আদম সন্তানের জন্যই ইবলিস শত্রু হিসেবে নিয়োজিত হলো।

[*আরবী শব্দ 'শয়তানের' অর্থ হচ্ছে অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ এবং এমন এক খারাপ সত্তা যে মানুষের মধ্যে সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্কের বিপরীতে দ্বন্দ্ব ও শত্রুতা সৃষ্টি করতে ভালোবাসে। এ কাজে পরিপূর্ণ সফল হতে সে ব্রতচারী ও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার অন্যতম সৃষ্টি মানুষের অকল্যাণে সে সর্বদাই নিয়োজিত এবং মানুষকে সর্বদাই খারাপ কাজে জড়িত হতে অনুপ্রেরণা দিয়ে যায় বা যাচ্ছে। অতএব বলা যায়, তার চরিত্রে ভালোর কোনো বৈশিষ্ট্য নেই।*]

ইবলিস ব্যতীত ফিরিশতাদের সকলেই আল্লাহ তা'আলার হুকুমে আদম (আ.)-কে সিজদা করলেন। তাতে বুঝা যায়, ইবলিস ফিরিশতাদের সাথে বেহেশতে বসবাস করলেও, সে নিজে ফিরিশতাদের দলভুক্ত কেউ ছিলো না। কারণ ফিরিশতারা আল্লাহ তা'আলার হুকুমের গোলাম। আল্লাহ তা'আলার হুকুমের অবাধ্য হওয়ার স্বাধীনতা তাদের নেই। মানুষের মতো তাদের লোভ-লালসা এবং প্রবৃত্তির কোনো চাহিদাও নেই। ইবলিস ফিরিশতাদের অন্তর্ভুক্ত নয়, কাজেই তার অবাধ্য হওয়ার স্বাধীনতা ছিলো। সৃষ্টির উপাদানেও ফিরিশতা আর ইবলিস হচ্ছে ভিন্ন। ফিরিশতা নূর বা আলো থেকে সৃষ্টি আর ইবলিস আগুন থেকে সৃষ্টি। তাই ইবলিস হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টিজগতে আরেকটি ভিন্ন ধরনের সৃষ্টি যাকে বলা হয় "জিন" [*অদৃশ্য*]। এই ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَـٰئِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ط كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ
رَبِّهِ ط أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ ط بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا.

"এবং স্মরণ কর, আমি যখন ফিরিশতাদেরকে বলেছিলাম, আদমের প্রতি সিজদা

www.nagorikpathagar.org

কর' তখন সকলেই সিজদা করলো ইবলিস ব্যতীত; সে জিনদের একজন, সে তার প্রতিপালকের আদেশ অমান্য করলো। তবে কি তোমরা আমার পরিবর্তে তাকে এবং তার বংশধরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করবে? তারা তো [*ইবলিস এবং তার দল*] তোমাদের [*মানুষের*] শত্রু। যালেমদের এই বিনিময় [*আল্লাহ তা'আলাকে পরিত্যাগ করে ইবলিস ও তার দলকে অভিভাবকরূপে বা উপাস্যরূপে গ্রহণ করা*] কত নিকৃষ্ট।" {*১৮-সূরা কাহফ : ৫০*}

ইবলিস "জিন"জাতির সদস্য হিসেবেই বেহেশতে ফিরিশতাদের সংগে বসবাস করছিল। জিনজাতিকে মানুষ সৃষ্টির পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন। *ইবলিস জিন হিসেবে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত বন্দেগিতে সর্বদাই মশগুল থাকতো এবং সব কিছুতেই ফিরিশতাদের অনুকরণ করত যার জন্য সে পরহেযগারিতে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে ফিরিশতাদের সাথে বেহেশতে বসবাসের সুযোগ পেয়েছিল। একনিষ্ঠ বান্দাকে পুরস্কৃত করার জন্যই ইবলিসকে আল্লাহ তা'আলা ফিরিশতাদের প্রতি দেয়া আদেশের সাথে সংযুক্ত করেছিলেন। উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সুস্পষ্টভাবে মানবজাতিকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, ইবলিস হচ্ছে জিনজাতির একজন। {ইবনে কাসীর, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ১৭১}*

স্বাধীনচেতা হওয়ায় এবং প্রবৃত্তির অবৈধ চাহিদা থাকায় তার চরিত্রে বিনম্রতা ও বিনয়ী আদলের পরিবর্তে অহংকার দানা বেঁধেছিল, যার প্রকাশ ঘটল আল্লাহ তা'আলার আদেশের অবাধ্যতার মাধ্যমে। *আল-হাসান আল-বসরী (র.) বলেছেন, "ইবলিস ফিরিশতাদের মধ্যে থেকে নয়, এমনকি এক সেকেন্ডের জন্যও নয়। ইবলিস হচ্ছে জিনজাতির পিতা যে রকম আদম (আ.) মানবজাতির পিতা।" {ইবনে কাসীর, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ১৭১; আত-তাবারী ১৮:৫০৬}*

জিনজাতির অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় তার ব্যক্তি চিন্তায় ও ইচ্ছায় স্বাধীনতা ছিলো, যে কারণে আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহে বেহেশতে বসবাস করার মতো নেয়ামতকে সে অহংবোধে অস্বীকার করল এবং আল্লাহ তা'আলার আদেশের অবাধ্য হলো। আত্মগরিমায় ঔদ্ধত্য দেখিয়ে অবিশ্বাসী হয়ে কেয়ামত পর্যন্ত জীবিত থাকার সুযোগ প্রার্থনা করলো এবং সেটি প্রাপ্ত হয়ে সে অভিশপ্ত হলো। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَاِنَّكَ رَجِيْمٌ ج وَّاِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِىْٓ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ. قَالَ رَبِّ فَاَنْظِرْنِىْٓ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ. قَالَ فَاِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ لا اِلٰى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمِ.

"তিনি বললেন, তুমি [*ইবলিস*] এখান থেকে বের হয়ে যাও, নিশ্চয়ই তুমি বিতাড়িত এবং তোমার উপর আমার লানত [*অভিশাপ*] স্থায়ী হবে, কর্মফল দিবস পর্যন্ত। সে

www.nagorikpathagar.org

বললো, 'হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমাকে অবকাশ দিন পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত।' তিনি বললেন, 'তোমাকে অবকাশ দেয়া হলো 'অবধারিত সময় উপস্থিত হওয়ার দিন পর্যন্ত।" { *৩৮-সূরা সদ : ৭৭-৮১* }

উপরোল্লিখিত আয়াত দৃষ্টে বলা যায়, মানুষ ও জিনজাতির জন্য সব অবস্থাতেই আল্লাহ তা'আলার আদেশের অবাধ্য হওয়া গর্হিত অন্যায়। তবে বিশেষভাবে তাওহীদে অবিশ্বাস করে অহংবোধে আত্মগরিমায় ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ গ্রহণ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার দৃষ্টিতে চরম অন্যায়। মুসলিম উম্মতের ক্ষেত্রে এ ব্যাপারটি আরও গুরুত্বপূর্ণ। উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে, ধর্মীয় জ্ঞানে জ্ঞানী হয়ে অহংকারী হওয়া, পার্থিব ক্ষমতার দাম্ভিকতা, ক্ষমতার অপব্যবহারে শোষণ, অত্যাচার, অবিচার, স্বৈরশাসন, স্বেচ্ছাচারিতা, অরাজকতা সৃষ্টিতে সাহায্য করা, নর-নারীর সংমিশ্রণ ও অশ্লীলতায় সমর্থন, অবৈধ যৌন সম্পর্ক, ইবাদত বন্দেগিতে নিজেকে পরহেজগারী হিসেবে গণ্য করে অন্যদের হেয় করা, ধন-সম্পত্তিতে ও সন্তান-সন্ততিতে সমৃদ্ধ হয়ে অহংকার দেখানো, বংশ মর্যাদায় বেশি মর্যাদাশীল ভাবা এবং শারীরিক গঠনে ও গায়ের বর্ণে আকর্ষণীয় হয়ে অহংকারী হওয়া ইত্যাদি সবই চরম অন্যায় এবং গর্হিত পাপের কাজ। লক্ষণীয় যে, আজ মানব সমাজে ব্যক্তি বিশেষে, পরিবার এবং সমাজ জীবনের অধিকাংশ ক্ষেত্রে অশান্তির মূল উৎস হিসেবে উপরোল্লিখিত সবগুলো নিন্দিত ও ঘৃণিত উপসর্গ কাজ করছে। তবে এদের মধ্যে সবচেয়ে বড় পাপ হচ্ছে, আত্মগরিমায় তাওহীদে বা আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদকে অস্বীকার করা, আল্লাহ তা'আলার প্রদর্শিত জীবন ব্যবস্থা [*ইসলামী মূল্যবোধ*] থেকে মুখ ফিরানো এবং হাসি তামাশার বিষয় হিসেবে তিরস্কার করা।

ইতিহাস থেকে জানা যায় উপরোল্লিখিত নেতিবাচক উপসর্গগুলো লালন করে ব্যক্তি, সমাজ ও দেশ এবং জাতি বেশিদিন শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষা করতে পারেনি। ইংরেজ জাতি গর্বের সাথে বলতো বৃটিশ সাম্রাজ্যে সূর্য কখনো অস্ত যায় না। অথচ বর্তমানে তাদের অবস্থা এমন হয়েছে যে, বৃটিশ সাম্রাজ্যে সূর্য উঠলেও বেশিক্ষণ স্থায়ী থাকে না। সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টিকারী টাইটানিক মুভি যারা দেখেছেন তাদের হয়ত স্মরণ থাকতে পারে, টাইটানিক আটলান্টিক মহাসাগর পাড়ি দিয়ে নিউইয়র্ক আসার প্রস্তুতিপর্বে অর্থাৎ যাত্রার শুরুতে জনৈক প্রভাবশালী ব্যক্তি [*বিশেষভাবে সম্মানিত যাত্রী*] টাইটানিকের বিশালতা এবং সৃষ্টির নৈপুণ্যতা দেখে অহংবোধে গর্বের সাথে ঘোষণা দিয়েছিল যে, এই বিশাল জাহাজ কোনো অবস্থাতেই ডুবে যেতে পারে না। এমনকি স্বয়ং গডও অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলাও টাইটানিককে ডুবিয়ে দিতে সক্ষম নন। অথচ বাস্তবে মানুষ কি দেখতে পেয়েছিল? টাইটানিক একবারও সাগর পাড়ি দিতে সক্ষম হয়নি, বরং মধ্য রাস্তায় মহাসাগরে

www.nagorikpathagar.org

লুকিয়ে থাকা অপ্রত্যাশিত বরফ খণ্ডের সাথে ধাক্কা খেয়ে তার সলিল সমাধি হলো। এইগুলো আল্লাহ তা'আলার বাস্তব নিদর্শন কিন্তু অধিকাংশ মানুষ সেটি বুঝতে পারে না। কারণ পার্থিব জীবনের প্রতি অতিশয় আকৃষ্ট হয়ে জীবনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ব্যস্ত থাকায় এই সমস্ত নিয়ে চিন্তাভাবনা করার সুযোগ বা সময় তাদের হাতে থাকে না। পরিচিত ব্যক্তিদের যারা এই আলোড়ন সৃষ্টিকারী মুভি অনেকবার দেখেছেন, তাদেরকে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, "তোমরা এই মুভি থেকে কি শিক্ষা লাভ করতে পেরেছ?" তাদের কারোর কাছে থেকে সঠিক উত্তর পাওয়া যায়নি। অর্থাৎ অধিকাংশ মানুষ আল্লাহ তা'আলার বাস্তব নিদর্শন দেখতে পায় না এবং বুঝতেও পারে না। সব দর্শকদের দৃষ্টি ছিলো Jack এবং Rose এর প্রণয় ও প্রেম ঘটিত ঘটনার দিকে। ইতোপূর্বে বাস্তব কাহিনীর উপর ভিত্তি করে তৈরি টাইটানিক সিনেমা দেখেছিলাম। প্রকৃত টাইটানিকের ঘটনার সংগে এই প্রেমের কাহিনীর কোনো সম্পর্ক নেই। ব্যবসায় বেশি পরিমাণে সফল হতে পরিচালক এই সিনেমাতে প্রেমের কাহিনী সংযোগ করে সিনেমাকে আকর্ষণীয় করেছেন যাতে দর্শকরা বারবার দেখার জন্য আকৃষ্ট হয় এবং বাস্তবে সেটিই ঘটেছে। তাই বলা যায়, মানুষ সব সময় বাস্তব নিদর্শন রেখে কৃত্রিম আকর্ষণীয় অথচ অপ্রয়োজনীয় ঘটনার দিকে বেশি মনোযোগী হয়ে মূল্যবান সময় নষ্ট করে থাকে।

শত্রুর ঔদ্ধত্যপূর্ণ প্রতিজ্ঞা

আদম (আ.)-কে সিজদা করতে ইবলিস অস্বীকার করার পর ইবলিসের ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ ও অবাধ্যতার কারণে সে অভিশপ্ত হলো। ইবলিস নিজের ভুলের জন্য কোনো প্রকার অনুতপ্ত না হয়ে বরং অহংবোধে আরও বেশি ঔদ্ধত্য দেখিয়ে আত্মগরিমায় প্রতিজ্ঞা করল, সে আদমের (আ.) বংশধর সকলকেই বিপথগামী করবে। প্রার্থনার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার কাছে এই মর্মে দাবি করল যে, আল্লাহ তা'আলা যেন তাকে [*ইবলিসকে*] কেয়ামত পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখেন, যাতে সে কেয়ামত পর্যন্ত আদম সন্তানকে বিপথগামী করতে এবং অন্যায় অসৎ কাজে জড়িত করতে প্রতিনিয়ত কু-প্রেরণা দিতে পারে। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

قَالَ أَنظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ. قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي
لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ۙ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ
أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَائِلِهِمْ ۖ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ.

www.nagorikpathagar.org

"সে [*ইবলিস*] বললো, 'পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দাও। তিনি বললেন, 'যাদেরকে অবকাশ দেয়া হয়েছে তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হলে। সে বললো, 'তুমি আমাকে শাস্তি দান করলে, এই জন্য আমিও তোমার সরল পথে মানুষের জন্য নিশ্চয় ওঁৎ পেতে থাকব। অতঃপর আমি তাদের নিকট আসবই তাদের সম্মুখ, পশ্চাৎ, দক্ষিণ ও বাম দিক থেকে এবং তুমি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবে না।" *[৭-সূরা আরাফ : ১৪-১৭]*

قَالَ رَبِّ بِمَآ اَغْوَيْتَنِى لَاُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِى الْاَرْضِ وَلَاُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ.

"সে বললো, 'হে আমার প্রতিপালক! আপনি যে আমাকে বিপথগামী করলেন তার জন্য আমি পৃথিবীতে মানুষের নিকট [*পাপকর্মকে*] ভুলপথকে শোভন করে তুলবো এবং আমি তাদের সকলকেই বিপথগামী করবো।" *[১৫-সূরা হিজর : ৩৯]*

قَالَ اَرَءَيْتَكَ هٰذَا الَّذِىْ كَرَّمْتَ عَلَىَّ ز لَئِنْ اَخَّرْتَنِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَاَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهٗۤ اِلَّا قَلِيْلًا.

"সে [*ইবলিস*] বলেছিল; 'বলুন, তাকে [*আদমকে*] আপনি আমার উপর মর্যাদা দান করলেন কেন? কেয়ামতের দিন পর্যন্ত যদি আমাকে অবকাশ দেন তা হলে আমি অল্প কয়েকজন ব্যতীত তার বংশধরগণকে কর্তৃত্বাধীন করে ফেলবো।" {*১৭-সূরা বনী ইসরাঈল : ৬২*}

قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَاُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ لا اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ. قَالَ فَالْحَقُّ ز وَالْحَقَّ اَقُوْلُ ج لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ اَجْمَعِيْنَ.

"সে বললো, 'আপনার ইজ্জতের শপথ! আমি তাদের সকলকেই পথভ্রষ্ট করবো। তবে তাদের মধ্যে আপনার একনিষ্ঠ বান্দাদেরকে ছাড়া। তিনি বললেন, 'তবে এটিই সত্য, আর আমি সত্যই বলি। তোমার দ্বারা ও তোমার অনুসারীদের দ্বারা আমি জাহান্নাম পূর্ণ করবোই।" {*৩৮-সূরা সাদ : ৮২-৮৫*}

উপরোল্লিখিত আয়াত থেকে স্পষ্ট যে, ইবলিস ঔদ্ধত্যের সাথে ঘোষণা করল সে অধিকাংশ আদম সন্তানকে বিপথগামী করবে। আল-আরাফ, আয়াত নম্বর ১৭ থেকে আরও স্পষ্ট যে, ইবলিস আরো প্রতিজ্ঞা করেছে, সে আদম সন্তানকে চতুর্দিক থেকে আক্রমণ করে বিপথগামী করবে। এর পরিষ্কার অর্থ হলো, মানব সন্তানকে বিপথগামী করার প্রয়াসে সে কোনো ধরনের সুযোগই হাত ছাড়া করবে না। তার উক্তি থেকে এটাও বুঝা যায়, আদম সন্তানকে বিপথগামী করার জন্য তাকে বিরামহীনভাবে চেষ্টা করতে হবে। সে আরও জানে যে চেষ্টা করলেই

www.nagorikpathagar.org

আদম সন্তানকে ধোঁকা দেয়া যাবে, যেভাবে সে মানবজাতির পিতামাতাকে ধোঁকা দিয়েছিল। সে এটাও জানে আদম সন্তান নিজের সংকল্পের ব্যাপারে বেশি সংযমশীল নয়। আদমের সংকল্পের দুর্বলতা সম্পর্কে উল্লেখ করে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন,

وَلَقَدْ عَهِدْنَآ إِلَىٰٓ ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِىَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُۥ عَزْمًا.

"আমি তো ইতোপূর্বে আদমের প্রতি নির্দেশ দান করেছিলাম, কিন্তু সে ভুলে গিয়েছিল; আমি তাকে সংকল্পে দৃঢ় পাইনি।" *{২০-সূরা তাহা : ১৫}*

মাটি দিয়ে মানুষ আকৃতিতেই [*আদমের (আ.) আসল আকৃতিতে, তাকে নয়-দশ মাস মাতৃগর্ভে থাকতে এবং শিশু হিসেবে ভূমিষ্ঠ হতে হয়নি।*] আদম (আ.)-কে আল্লাহ্ তা'আলা তৈরি করেন এবং সেই অবস্থায় তাকে ৪০ বছর রেখে দেন। এই সময়ে ফিরিশতাগণ আদমের (আ.) [*রূহ/আত্মাবিহীন*] মাটির দেহের কাছে দিয়ে যাওয়ার সময় ভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত হতেন। তবে ইবলিসই সবচেয়ে বেশী ভয় করতো। ইবলিস যখন আদমের (আ.) আকৃতির কাছে দিয়ে যেত তখন মৃৎশিল্পের ন্যায় শব্দ অর্থাৎ জীবন ছাড়াই মাটির দেহ আকৃতি থেকে শব্দ শুনতে পেত।" [*ইবনে কাসীর নবীদের কাহিনী পৃষ্ঠা ৬; ইংরেজী অনুবাদ*]। Ibn Abbas (ra) said, 'Verily, man was named Insan only because he was given a covenant, but he forgot it. {At-Tabari 18:383, Ibn Kathir, Vol. 6, p/400}

অনুবাদ : ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, মানবকে ইনসান বলা হয়ে থাকে এ কারণে যে, সে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিল কিন্তু সে তা আবার ভুলে যায়। {আত-তাবারী, খণ্ড-১৮, পৃষ্ঠা-৩৮৩, ইবনে কাসীর, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-৪০০}

আদমের (আ.) সৃষ্টির উপাদান সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন–

خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ.

"মানুষকে [*আদমকে*] তিনি সৃষ্টি করেছেন পোড়া মাটির মতো শুষ্ক মৃত্তিকা থেকে।" *{৫৫-সূরা রহমান : ১৪}*

আদমের (আ.) দেহ মৃত্তিকা অবস্থায় থাকাকালীন ইবলিস আদম (আ.)-কে নিয়ে গবেষণা করেছে এবং তার মধ্যে এই নতুন সৃষ্টির প্রতি অর্থাৎ আদমের (আ.) প্রতি হিংসার সৃষ্টি হয়েছিল। যার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে আল্লাহ্ তা'আলার হুকুমের অবাধ্যতায় এবং আদমকে সিজদা দিতে অস্বীকারে। যা হোক, ইবলিস প্রতিজ্ঞা করল যে, সে আদম সন্তানদের সর্বদিক থেকে আক্রমণ করবে। আয়াতের *ব্যাখ্যায় ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, অতঃপর আমি তাদের নিকট আসবই*

www.nagorikpathagar.org

তাদের সম্মুখ দিক থেকে, এর অর্থ ঃ "পরকাল সম্পর্কে তাদের অন্তরে সন্দেহের সৃষ্টি করা", তাদের পশ্চাৎ দিক থেকে, এর অর্থ ঃ "পার্থিব জীবনের প্রতি আকৃষ্ট করা", ডান দিক থেকে, এর অর্থ ঃ "ধর্মীয় মূল্যবোধ সম্পর্কে বিভ্রান্ত করা", বাম দিক থেকে, এর অর্থ ঃ "পাপ কাজের প্রতি আকৃষ্ট করা"। তবে সে বলেনি আমি আসব মাথার উপর থেকে, কারণ রহমত নাযিল হয় উপর থেকে।" {ইবনে কাসীর, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৩২; আত-তাবারী ১২ : ৩৪১}

ইবলিসের প্রার্থনা কবুল করে আল্লাহ তা'আলা তাকে কেয়ামত পর্যন্ত সময় দিয়েছেন। তবে সতর্ক করে বলেছেন, তুমি সবাইকে বিপথগামী করতে চাইলেও আমার নির্বাচিত এবং হেদায়াত প্রাপ্তদেরকে বিপথগামী করতে পারবে না। ইবলিস নিজেই অবশ্য সে কথা স্বীকার করেছে। কারণ একমাত্র নবী-রাসূল ছাড়া অন্য কোনো মানুষই আল্লাহ তা'আলার প্রজ্ঞা, শক্তি ও জ্ঞান সম্পর্কে ইবলিসের তুলনায় বেশি জ্ঞান রাখে না। ইবলিস ভালোভাবেই জানে যে, আদম সন্তানের এবং তার সৃষ্টিকর্তা, প্রতিপালক, নিয়ন্ত্রণকর্তা আল্লাহ তা'আলা। সুতরাং পরাক্রমশালী আল্লাহ তা'আলার জ্ঞান ও শক্তির কাছে সে তুচ্ছ এবং শক্তিহীন। ইতোপূর্বে উল্লিখিত আয়াতে ইবলিসের নিজের স্বীকার উক্তি থেকে এটা সুস্পষ্ট। এই ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা আরও বলেছেন–

إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. قَالَ هَٰذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ. إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ
لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ.

"[*ইবলিস বললো*] তবে তাদের [*আদম সন্তানদের*] মধ্যে তোমার নির্বাচিত বান্দাগণকে নয়। আল্লাহ বললেন, 'এটিই [*আল-কুরআন অথবা আল-ইসলাম*] আমার নিকট পৌঁছার সরল পথ। বিভ্রান্তদের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করবে তারা ব্যতীত আমার বান্দাদের উপর তোমার কোনো ক্ষমতা থাকবে না।" {*১৫-সূরা হিজর : ৪০-৪২*}

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ ۚ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا.

"আমার বান্দাদের উপর তোমার কোনো ক্ষমতা নেই।' কর্মবিধায়ক হিসেবে তোমার প্রতিপালকই যথেষ্ট।" { *১৭-সূরা বনী ইসরাঈল : ৬৫*}

অধিকাংশ মানুষই আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদে [*তাওহীদে*] বিশ্বাসী নয়। তারা আল্লাহ তা'আলাকে সৃষ্টিকর্তা হিসেবে বিশ্বাস করলেও ইবাদতে তার সাথে বিভিন্ন পন্থায় শরীক স্থির করে শিরকে জড়িত আছে। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

www.nagorikpathagar.org

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ إِلَّا وَهُمْ مُّشْرِكُوْنَ.

"তাদের [*মানব সন্তান*] অধিকাংশ আল্লাহকে বিশ্বাস করে; কিন্তু তাঁর শরীক করে।" {*১২-সূরা ইউসুফ : ১০৬*}

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, *"তাদের কিছুটা বিশ্বাস আছে, যখন তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয়, বেহেশত কে সৃষ্টি করেছেন? পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছেন? পাহাড় পর্বত কে সৃষ্টি করেছেন? তারা বলে, "আল্লাহ"। তারপরেও তারা আল্লাহর সাথে অন্যদেরকে শরীক স্থির করে।" [ইবনে কাসীর, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ২১৭; আত-তাবারী, ১৬ : ২৯২]।*

ইবনে আব্বাসের (রা.) মন্তব্যের সমর্থনে আল-কুরআন থেকে আয়াত উল্লেখ করা যায়, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

قُلْ لِّمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيْهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ. سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ ۚ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ. قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ. سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ ۚ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُوْنَ. قُلْ مَنْۢ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُوَ يُجِيْرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ. سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ ۚ قُلْ فَأَنّٰى تُسْحَرُوْنَ. بَلْ أَتَيْنٰهُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ.

"জিজ্ঞাসা কর, 'এই পৃথিবী এবং এটাতে যা আছে তা কার, যদি তোমরা জান? তারা বলবে, 'আল্লাহর।' বল, 'তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে না?' জিজ্ঞাসা কর, 'কে সপ্তাকাশ এবং মহা-আরশের অধিপতি'? তারা বলবে,'আল্লাহ।' বল, 'তবুও কি তোমরা সাবধান হবে না?' জিজ্ঞাসা কর, 'সমস্ত কিছুর কর্তৃত্ব কার হাতে, যিনি আশ্রয় দান করেন এবং যার উপর আশ্রয়দাতা নেই, যদি তোমরা জান? তারা বলবে, 'আল্লাহর।' বল, 'তবুও তোমরা কেমন করে বিভ্রান্ত হচ্ছো?' বরং আমি তো তাদের নিকট সত্য পৌঁছে দিয়েছি; কিন্তু তারা তো মিথ্যাবাদী।" {*২৩-সূরা মু'মিনূন : ৮৪-৯০*}

প্রবৃত্তির স্বাধীনতা নিয়ে সৃজিত অধিকাংশ মানুষই জাগতিক জীবনকে পারলৌকিক জীবনের উপর প্রাধান্য দিয়ে শয়তানের কুমন্ত্রণায় ও অনুপ্রেরণায় অসৎ, অপকর্ম, অন্ধবিশ্বাসে জড়িত থেকে আল্লাহ তা'আলার সাথে অন্য বস্তুকে শরীক স্থির করে। এইরূপে আখেরাতের জীবনের সত্যতা সম্পর্কে অবহেলায় অজ্ঞতায় জীবন অতিবাহিত করে তারা পরকালে চলে যায়। অতএব বাস্তবে দেখা যায়, পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার পাঁচ ভাগের মাত্র একভাগ মানুষ সত্যিকারে আত্মসমর্পণকারী অর্থাৎ বিশ্বাসে মুসলিম। আর বাকী সকলেই অজ্ঞতায় বিপথগামী হয়ে

www.nagorikpathagar.org

অবিশ্বাসের/অন্ধবিশ্বাসের অন্ধকারে জীবন যাপন করছে। এটি অপ্রত্যাশিত কোনো ব্যাপার নয় কারণ এ ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন-

وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ.

"তুমি [*হে মুহাম্মদ*] যতই চাও না কেন, অধিকাংশ লোকই বিশ্বাস করার নয়। [*আল-কুরআন বিশ্বাস করবে না।*]" { *১২-সূরা ইউসুফ : ১০৩* }

মানবজাতির প্রতি প্রেরিত "রহমত" ও সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারী রাসূল (সা.) চেয়েছেন সকলেই তাওহীদে বিশ্বাসী হয়ে শেষ বিচার দিবসে আল্লাহ তা'আলার কঠিন আযাব থেকে মুক্তি লাভ করুক। কারণ সব নবী-রাসূলের মধ্যে একমাত্র তিনিই (সা.) মি'রাজের রাতে স্বচক্ষে আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্টি রহমত বেহেশত এবং শাস্তির জায়গায় দোযখ দেখেছিলেন। এ কারণেই রাসূল (সা.) অবিশ্বাসীদের আখেরাত জীবনে শেষ পরিণতি সম্পর্কে চিন্তা করে মানসিকভাবে কষ্ঠ পেতেন, তাই আল্লাহ তা'আলা, তার হাবীব, রাসূল (সা.)-কে সান্ত্বনা দিতে আরও বলেছেন-

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ط فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ط وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.

"আমি সব নবীকেই তাদের স্বজাতির ভাষাভাষী করেই প্রেরণ করেছি, যাতে তাদেরকে পরিষ্কার বোঝাতে পারে। অতঃপর আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা, পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথ প্রদর্শন করেন। তিনি পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।" { *১৪-সূরা ইব্রাহীম : ৪* }

إِنْ تَحْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ط وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.

"তুমি [*মুহাম্মদ (সা.)*] তাদেরকে সুপথে আনতে আগ্রহী হলেও আল্লাহ যাকে বিপথগামী করেন তিনি তাকে পথ দেখান না এবং তাদের কোনো সাহায্যকারীও নেই। আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তোমাদের সবাইকে এক জাতি [*একত্ববাদে বিশ্বাসী*] করে দিতে পারতেন, কিন্তু তিনি যাকে ইচ্ছা বিপথগামী করেন এবং যাকে ইচ্ছা পথ প্রদর্শন করেন। তোমরা যা কর সে বিষয়ে অবশ্যই জিজ্ঞাসিত হবে।" { *১৬-সূরা নাহল : ৩৭, ৯৩* }

এই আয়াতের ভিত্তিতে অজ্ঞ ব্যক্তিরা বলে, তারা যে অবিশ্বাস, ভ্রান্ত বিশ্বাসে লিপ্ত

www.nagorikpathagar.org

হয়েছে এবং ভালো-মন্দ কাজ যা করছে সবই আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছাতেই করছে, তাই তাদের কোনো দোষ নেই। কিন্তু তারা একটি মহাসত্য সম্পর্কে ভুলে গেছে যে, আল্লাহ তা'আলা মানব সন্তানকে পরীক্ষা করার জন্যই ভালো-মন্দ বেছে নেয়ার স্বাধীনতা দিয়েছেন। এজন্যই শেষ বিচার দিবসে ভালো-মন্দের যে বিচার হবে সেটি ঈমানের একটি অঙ্গ। পার্থিব জীবনেও শিক্ষার্থীরা স্কুল কলেজে যায় এবং শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য মনোযোগসহ সারা বছর অধ্যয়ন করে। নিয়মিতভাবে স্কুলে হাজির থেকেও লেখা-পড়ায় ফাঁকি দেয়ার স্বাধীনতা তাদের রয়েছে। শিক্ষকরা উপদেশ দিতে পারে এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য সহজ পদ্ধতি বাতলিয়ে দিতে পারে, তবে জোরপূর্বক কাউকে পড়া-লেখায় মনোযোগী হতে এবং আসন্ন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিতে বাধ্য করতে পারে না। পক্ষান্তরে অমনোযোগী ও অবাধ্য শিক্ষার্থীকে ছেড়ে দেয় তার নিজস্ব গন্তব্য পথে। এই শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়ে নিজের বিধ্বস্ত ভবিষ্যতের জন্য শিক্ষককে কিছুতেই দায়ী করতে পারে না। কারণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য শিক্ষকরা তাকে বিভিন্ন বিষয়ের সঠিক তথ্য সময়মত সরবরাহ করে সাহায্য করেছে এবং পড়া-লেখায় অমনোযোগী হয়ে প্রশ্নের সঠিক উত্তর না দিতে পারলে অকৃতকার্য হওয়া যে অনিবার্য সে ব্যাপারে সতর্ক করেছে। অনুরূপভাবে, যারা ভ্রান্ত ধর্মীয় বিশ্বাস ও অসৎ জীবন-যাপনের পথ গ্রহণ করে তারা নিজের স্বাধীনতাকে অপব্যবহার করেই করে। মানুষ যে পথ গ্রহণ করবে আল্লাহ তা'আলা তাকে সে পথে চলতে সাহায্য করবেন। কারণ মানুষকে পৃথিবীতে প্রেরণ করার সময় আল্লাহ তা'আলা সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন পার্থিব জীবনে কোন পথে চললে মানব সন্তান পরিশেষে কৃতকার্য হতে পারবে। এ প্রসংগে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا ج فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّىْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَاىَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ.

"আমি আদেশ করলাম, তোমরা [*আদম, হাওয়া ও ইবলিস অথবা মানবজাতির সবাই এবং ইবলিস*] সবাই নিচে [*পৃথিবীতে*] নেমে যাও। অতঃপর যদি তোমাদের নিকট আমার পক্ষ থেকে কোনো হেদায়াত পৌঁছে, তবে যে ব্যক্তি আমার সে হেদায়াত অনুসারে চলবে, তার উপর না কোনো ভয় আসবে, না [*কোনো কারণে*] তারা চিন্তাগ্রস্ত হবে।" { *২-সূরা বাকারাহ : ৩৮*}

ইবলিস সম্পর্কে আদম-হাওয়ার প্রতি সতর্কতা

আসমানী কিতাব এবং নবী-রাসূলের মাধ্যমে ইবলিস সম্পর্কে আদম সন্তানকে সতর্ক করে আল্লাহ তা'আলা সুস্পষ্টভাবে বলেছেন, 'ইবলিস হচ্ছে তোমাদের

www.nagorikpathagar.org

শত্রু'। ইতোপূর্বে বেহেশতে বসবাস করার সময় অনুরূপভাবে আদম এবং হাওয়া (আ.)-কেও ইবলিস সম্পর্কে সতর্ক করে আল্লাহ তা'আলা বলেছিলেন 'ইবলিস' হচ্ছে তোমাদের 'শত্রু'। আরও বলেছিলেন যে, আদম এবং হাওয়ার (আ.) বেহেশতী জীবন হবে অত্যন্ত প্রশান্তিময় যদি তারা এই শত্রুর পদাংক অনুসরণ না করে। আদম-হাওয়া (আ.)-কে ইবলিস সম্পর্কে সতর্ক করে আল্লাহ তা'আলা বললেন–

فَقُلْنَا يَآدَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ.

"অতঃপর আমি বললাম, হে আদম! এ [*ইবলিস*] তোমার ও তোমার স্ত্রীর শত্রু; সুতরাং সে যেন কিছুতেই তোমাদেরকে জান্নাত থেকে বের করে না দেয়, দিলে তোমরা দুঃখ পাবে।" [*২০-সূরা তাহা : ১১৭*]

পরবর্তীতেও নবী-রাসূল ও আসমানী কিতাবের মাধ্যমে ইবলিস সম্বন্ধে মানবজাতিকে আল্লাহ তা'আলা বিভিন্নভাবে সতর্ক করেছেন। বর্তমানে তিনটি আসমানী কিতাব, তাওরাত [*Old Testament*] *বাইবেল; ইয়াহুদদের কিতাব*; ইনজিল [*New Testment বা Gospal খৃষ্টানদের কিতাব*] এবং আল-কুরআন [*সমস্ত মানব সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরিত*] কিতাব আকারে মানুষের কাছে বিদ্যমান রয়েছে। পূর্ববর্তী কিতাবেও আদম (আ.) ও ইবলিসের কাহিনী বর্ণনা এবং প্রতিজ্ঞতা সম্পর্কে সতর্কতা রয়েছে। আল-কুরআনেও আল্লাহ তা'আলা মানব জাতিকে ইবলিসের পদাংক অনুসরণ না করার জন্য পুনঃপুনঃ আদেশ দিয়েছেন। তদুপরি পূর্ববর্তীতে প্রেরিত কিতাবে শেষ নবী এবং আল-কুরআন সম্পর্কে উল্লেখ করে আদেশ দিয়েছেন কিতাবীরা যেন শেষ নবীকে অনুসরণ করে। অন্যান্য কিতাবের তুলনায় আল-কুরআনে বর্ণিত আদম-হাওয়া ও ইবলিসের কাহিনী এবং ইবলিসের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও উদ্দেশ্য অত্যন্ত পরিষ্কার এবং সুস্পষ্ট। কিন্তু আহলে কিতাবীদের [*ইয়াহুদী এবং খৃষ্টানরা*] অধিকাংশই এই সতর্কতার কথা ভুলে আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বাণী আল-কুরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে বিপথগামী হয়েছে এবং ইবলিসের কার্যকলাপ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহেলা করে উদাসিনতায় জীবন কাটিয়ে দেয়। তাই এক্ষেত্রে মুসলিম উম্মতের গুরু দায়িত্ব হচ্ছে আল-কুরআনে বর্ণিত দাওয়াত সঠিকভাবে সকলের কাছে পৌঁছে দেয়া। এ কাজে অবহেলা করলে তারাও দায়িত্ব থেকে মুক্তি পাবে না।

মানবজাতির পিতা-মাতার মহাপরীক্ষা

পরীক্ষার মাধ্যমেই কৃতকার্য ব্যক্তিকে বেছে বের করা হয়। পরীক্ষার মাধ্যমেই জানা যায় প্রদত্ত বিধিনিষেধ ও আদেশ অনুসরণে প্রকৃতপক্ষে আত্মসমর্পণকারী

www.nagorikpathagar.org

নির্ধারিত উপদেশ গ্রহণে আগ্রহী এবং তা যথাযথভাবে পালনে কে বা কারা যত্নবান ছিলো। আসমানী কিতাব থেকে জানা যায় যে, মানবজাতির পিতা-মাতা পৃথিবীতে আগমনের পূর্বে বেহেশতে বসবাস করেন। বেহেশতে বসবাস করার সময় তাদেরকে সবরকম স্বাধীনতা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা শুধুমাত্র একটি বিধিনিষেধ আরোপ করেন। এই বিধিনিষেধে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকার উপদেশ দিয়ে এক মহাপরীক্ষায় রাখেন। তাই বলা যায়, মানবজাতি পৃথিবীতে আসার আগেই এক মহাপরীক্ষার সম্মুখীন হয়। পরীক্ষা হচ্ছে পার্থিব জীবনে বিভিন্ন কাজের সফলতা নির্ধারণে একটি অন্যতম ব্যবস্থা। মানুষ প্রকৃতিগতভাবে আরাম প্রিয়। পরীক্ষা করার জন্যই মানব প্রকৃতিতে আরাম ও বিলাসিতাকে আল্লাহ তা'আলা করেছেন লোভনীয়। অতএব মানুষ সবসময় আরাম-আয়েশে, সুখ-শান্তিতে, চিত্ত বিনোদনে এবং আকর্ষণীয় পরিবেশে থাকতে পছন্দ করে। বিশেষ কিছু চিত্ত বিনোদন ও আরাম জীবনের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হয় এবং দুঃখের কারণ হতে পারে। তা সত্ত্বেও প্রবৃত্তির প্রভাবে সেগুলো মানুষ ভুলে যায় এবং উপেক্ষা করতে বাধ্য হয়। মানবজাতির পিতা-মাতার বেহেশতী জীবনের ঘটনা থেকে সেটি আরো সুস্পষ্ট। তাদেরকে বেহেশতে থাকার সুযোগ এবং সবরকম স্বাধীনতা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বললেন–

إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ۝ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَؤُا فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ.

"তোমার জন্য এটিই রইলো যে, তুমি জান্নাতে ক্ষুধার্ত হবে না, নগ্নও হবে না; এবং সেথায় পিপাসার্ত হবে না এবং রৌদ্র-ক্লিষ্টও হবে না।" *{২০-সূরা তাহা : ১১৮-১১৯}*

তবে আদম-হাওয়াকে একটি বিশেষ গাছের ফল ভক্ষণ করা থেকে দূরে থাকতে আল্লাহ তা'আলা আদেশ দিলেন। এই আদেশই ছিলো তাদের জন্য আল্লাহ তা'আলার নিষেধাজ্ঞা এবং মহাপরীক্ষা। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

وَقُلْنَا يَٰٓـَٔادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ.

"এবং আমি বললাম, 'হে আদম! তুমি ও তোমার সঙ্গিনী (স্ত্রী) জান্নাতে বসবাস কর এবং যথা ও যেথা ইচ্ছা আহার কর, কিন্তু এই বৃক্ষের নিকটবর্তী হয়ো না; হলে তোমরা অন্যায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।" *{২-সূরা বাকারাহ : ৩৫}*

উপরোল্লিখিত সূরা তাহা'র আয়াত ১১৮-১১৯ এবং সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত নম্বর ৩৫-এর মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। অনেকে মনে করতে পারে যে, তারা যদি বেহেশতে ক্ষুধার্ত না হয় তাহলে ফল খাওয়ার কি প্রয়োজন ছিলো। আল্লাহ

www.nagorikpathagar.org

তা'আলা বলেছেন 'তোমরা ক্ষুধার্ত হবে না' কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এ কথা বলেননি যে, 'তোমাদের খাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই'। প্রকৃত ব্যাপার হলো তারা ইচ্ছা করলে না খেয়েও থাকতে পারে আবার খেতে চাইলেও তাদের স্বাধীনতা আছে বা বাধা নেই। তদুপরি গাছের ফল খাওয়া হচ্ছে রূপক ব্যাপার, এটি হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার আদেশ। কেউ জানে না গাছটি এবং তার ফলের ধরন কেমন ছিলো। এ ব্যাপারে জানার কোনো প্রয়োজন নেই কারণ এক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার নিষেধাজ্ঞাই হচ্ছে মূল বিষয়। যা হোক আল্লাহ তা'আলার আদেশ মেনে চলা অথবা অবাধ্য হওয়াই হচ্ছে মানবজাতির জন্য ভালো-মন্দ বেছে গ্রহণ করার স্বাধীনতা। তবে বেহেশতের প্রকৃত দৃশ্য আয়াত নম্বর ১১৮-১১৯ তে বর্ণিত অবস্থা। আদম সন্তান প্রকৃতিগতভাবে অত্যন্ত উৎসুক ও অপরিতৃপ্ত প্রাণী। সব কিছুতেই সে প্রয়োজনের তুলনায় বেশি চায় তাই ক্ষুধা না থাকলেও সে প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তির জন্য খেতে পারে। সামান্য পরিমাণে হলেও স্বাদ গ্রহণে সে পিছুপা হয় না। এটিই হলো মানব প্রকৃতির একটি বিশেষ দুর্বলতা।

সব ধরনের স্বাধীনতা তাদের জন্য ছিলো। শুধুমাত্র একটি বৃক্ষের নিকটবর্তী না হতে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে আদেশ করলেন। তারা এই বৃক্ষের নিকটবর্তী হলে তাদের অবস্থা কেমন হবে সে ব্যাপারেও আল্লাহ তা'আলা পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিলেন। মানব প্রবৃত্তির আরেকটি দুর্বলতা হচ্ছে যে, সে যত সুখেই থাকুক না কেন, সে আরও বেশী সুখ ও আরাম চায়। তাই বেহেশতে এত সুখ-শান্তি, আনন্দ এবং আরামে থাকার পরেও তারা প্রবৃত্তির অবৈধ চাহিদার ডাকে সাড়া দিয়ে বেহেশতের শান্তিময় জীবনে স্থায়ীভাবে থাকার জন্য এবং অমর হওয়ার আশায় আল্লাহ তা'আলার নিষেধাজ্ঞা ভুলে গিয়ে নিষিদ্ধ কাজে জড়িত হলেন। ফলে বেহেশতের অবারিত শান্তি থেকে বিতাড়িত হয়ে দুনিয়ার কঠিন ও দুঃখ-কষ্টের জীবনে তারা প্রবেশ করলেন। পৃথিবীর জীবন যে অনেক দুঃখ কষ্টের হবে, সে কথাও আল্লাহ তা'আলা আদম-হাওয়াকে পূর্বেই জানিয়ে দিয়েছিলেন।

পার্থিব জীবনের প্রতি মানব সন্তানের অপরিমিত আকর্ষণ থাকলেও এই জীবন সর্বক্ষেত্রে সংগ্রামমুখী এবং অনেক দুঃখ-কষ্টের, এটি অনস্বীকার্য। এজন্যই মূসা (আ.) মৃত্যুর পর যখন আদম (আ.) সাথে সাক্ষাৎ লাভ করেন তখন তিনি [*মূসা (আ.)*] আদম (আ.)-কে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করেছিলেন 'কেন সে ভুল করে মানবজাতিকে পৃথিবীতে নিয়ে আসেন?' এই ব্যাপারে *রাসূল (সা.) বলেছেন, আদম ও মূসা [আসমানে] পরস্পর তর্ক বিতর্ক করছিলেন। মূসা তাকে বললেন, আপনি কি সেই আদম, আপনার ভুল আপনাকে জান্নাত থেকে বের করে দিয়েছিল? আদম তাকে বললেন, তুমি তো সেই মূসা, যাকে আল্লাহ তাঁর রিসালাত দান ও বাক্যালাপ দ্বারা মহাসম্মানিত করেছেন। অথচ তারপরও এমন*

www.nagorikpathagar.org

একটি বিষয়ে আমার প্রতি দোষারোপ করছ, যা আমার সৃষ্টির আগে আমার তাকদীরে নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল। রাসূল (সা.) দু'বার বলেছেন যে, [এই বিতর্কে] আদম মূসার উপর জয়ী হন। [ইবনে কাসীর, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ৪০৪-; ফাতহুল বারী ৮:২৮৮]

অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সবই আল্লাহ তা'আলার কাছে একরকম। সবার তাকদীরে কি লেখা আছে সবই তিনি জানেন। তাই আদম ও হাওয়া (আ.) কি করবেন সেটিও তিনি জানতেন। তথাপি তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্যই এই নিষেধাজ্ঞা ছিলো এবং পরবর্তী প্রজন্মের জন্য শিক্ষামূলক উদাহরণ সৃষ্টি করাও একটি কারণ হতে পারে। তাছাড়া ভালো-মন্দ বেছে গ্রহণ করায় মানুষের যে স্বাধীনতা রয়েছে, সেটিও এই ঘটনায় প্রমাণিত হয়। এই প্রমাণের জন্যই হয়তো আল্লাহ তা'আলা এ ধরনের ব্যবস্থা করেছিলেন। তবে আল্লাহ তা'আলাই এ সম্পর্কে ভালো জানেন, সব কিছুতেই তাঁর হিকমা হচ্ছে অতুলনীয়, সুনিশ্চিত। যা হোক, এখন দেখা যাক, কিভাবে এবং কার অনুপ্রেরণায় এ ঘটনা [*নিষিদ্ধ ফল খাওয়া*] ঘটেছিল?

সতর্কের কথা ভুলে গিয়েছিলেন

মানব প্রকৃতিতে ভুল করার প্রবণতা আল্লাহ তা'আলাই দিয়েছেন। তাই ভুল করা মানুষের প্রকৃতিগত স্বভাব, এজন্যই বলা হয় "To err is human" মানুষ মাত্রই ভুল করে। মানব প্রকৃতির এই দুর্বলতাকে সম্বল করে ইবলিস [*শয়তান*] স্বীয় প্রতিজ্ঞা অনুসারে আদম ও হাওয়া (আ.)-কে বিপথে নেয়ার কাজে আত্মনিয়োগ করল। তাদেরকে বিভিন্ন কৌশলে নিষিদ্ধ ফল খাওয়ার জন্য অনুপ্রেরণা দিতে লাগল। আদম (আ.) এবং তাঁর স্ত্রী বেহেশতের সুখ-শান্তি ও আরাম আয়েশে অত্যন্ত সন্তুষ্ট এবং পরিতুষ্ট ছিলেন। তাই হয়ত শয়তানের বিরামহীন অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে বেহেশতে অনন্তকাল থাকার কথা তারা চিন্তা করছিলেন। তারা ছিলেন মানুষ, তাই প্রকৃতিগতভাবে অমর হয়ে অনাবিল সুখ-শান্তিতে বেহেশতে থাকার আকাঙ্ক্ষাটা ছিল তাদের জন্য অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার। আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনে বেহেশতের বর্ণনায় সব সময় অমর হয়ে প্রশান্তিময় অনাবিল সুখে অনন্তকাল বসবাসের কথা উল্লেখ করেছেন, যাতে আদম সন্তান এই ধরনের জীবনে স্থায়ী হওয়ার তাগিদে দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনে আল্লাহ তা'আলার বিধিনিষেধ অনুসরণে উৎসাহী হয়ে উদ্যোগ নিতে পারে। আল্লাহ তা'আলা মানব প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির সৃষ্টিকর্তা, তাই তিনিই ভালো জানেন কোন বস্তুর প্রতি মানব সন্তানের প্রবৃত্তিতে আকর্ষণ সৃষ্টি হবে এবং কিসের প্রতি তাদের দুর্বলতা আছে বা থাকবে। আদম ও তাঁর স্ত্রীর প্রবৃত্তির এই দুর্বলতাকেও ইবলিস অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে। তাদেরকে নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণে অনুপ্রাণিত করতে আদম ও হাওয়ার

www.nagorikpathagar.org

শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবে নানা ধরনের কুমন্ত্রণা ও উপদেশ দিতে লাগল। এ প্রসংগে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطٰنُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وٗرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْاٰتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهٰكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ اِلَّاۤ اَنْ تَكُوْنَا مَلَكَيْنِ اَوْ تَكُوْنَا مِنَ الْخٰلِدِيْنَ. وَقَاسَمَهُمَاۤ اِنِّيْ لَكُمَا لَمِنَ النّٰصِحِيْنَ.

"অতঃপর তাদের লজ্জাস্থান, যা গোপন রাখা হয়েছিল তা তাদের কাছে প্রকাশ করার জন্য শয়তান তাদেরকে কুমন্ত্রণা দিল এবং বললো, 'পাছে তোমরা উভয়ে ফিরিশতা হয়ে কিংবা তোমরা স্থায়ী হও [*অমর হও*] এই জন্যই তোমাদের প্রতিপালক এই বৃক্ষ সম্বন্ধে তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন। সে [*শয়তান*] তাদের উভয়ের নিকট শপথ করে বললো, 'আমি তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষীদের একজন।" *{ ৭-সূরা আরাফ : ২০-২১}*

فَوَسْوَسَ اِلَيْهِ الشَّيْطٰنُ قَالَ يٰۤاٰدَمُ هَلْ اَدُلُّكَ عَلٰى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلٰى.

"অতঃপর শয়তান তাকে কুমন্ত্রণা দিল; সে বললো, 'হে আদম! আমি কি তোমাকে বলে দেব অনন্ত জীবনপ্রদ বৃক্ষের কথা ও অক্ষয় রাজ্যের কথা?" *{ ২০-সূরা তাহা : ১২০}*

মানবতার শত্রু, শয়তানের বিরামহীন চেষ্টা এবং অনুপ্রেরণায় আদম (আ.) আকৃষ্ট হয়ে, প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণের জন্য আল্লাহ তা'আলার নিষেধাজ্ঞার কথা ভুলে গিয়ে নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ করলেন। আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ আদম (আ.) যে ভুলে গিয়েছিলেন সে ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

وَلَقَدْ عَهِدْنَاۤ اِلٰۤى اٰدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهٗ عَزْمًا.

"আমি তো ইতোপূর্বে আদমের প্রতি নির্দেশ দান করেছিলাম, তবে সে ভুলে গিয়েছিল; আমি তাকে সংকল্পে দৃঢ় পাইনি।" *{ ২০-সূরা তাহা : ১১৫}*

এইভাবে আদম (আ.) এবং তাঁর স্ত্রী নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ করে পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েছিলেন। আল্লাহ তা'আলা আরও বলেছেন-

فَدَلّٰىهُمَا بِغُرُوْرٍ ۚ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفٰنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ ؕ وَنَادٰىهُمَا رَبُّهُمَاۤ اَلَمْ اَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَاَقُلْ لَّكُمَاۤ اِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ.

www.nagorikpathagar.org

"এইভাবে সে [*ইবলিস*] তাদেরকে প্রবঞ্চনার দ্বারা অধঃপতিত করলো। যখন তারা সে বৃক্ষের ফলের আস্বাদ গ্রহণ করলো তখন তাদের লজ্জাস্থান প্রকাশ হয়ে পড়ল এবং তারা উদ্যান-পত্র দ্বারা নিজেদেরকে আবৃত করতে লাগলো। তখন তাদের প্রতিপালক তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন, 'আমি কি তোমাদেরকে এই বৃক্ষের নিকটবর্তী হতে বারণ করিনি এবং আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, শয়তান [*ইবলিস*] তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু?" {*৭-সূরা আরাফ : ২২*}

وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ.

"আদম তাঁর প্রতিপালকের হুকুম অমান্য করলো ফলে সে বিপথগামী হলো।
{*২০-সূরা তাহা : ১২১*}

আদম এবং হাওয়া (আ.) শয়তানের প্ররোচনায় আল্লাহ তা'আলার নিষেধাজ্ঞা ভুলে গিয়ে সাময়িকভাবে অকৃতকার্য হলে, তৎক্ষণাৎ আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে স্মরণ করিয়ে বললেন "আমি কি তোমাদেরকে এই বৃক্ষের নিকটবর্তী হতে বারণ করিনি এবং আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।" আদম ও হাওয়া (আ.) অবিলম্বে বুঝতে পারলেন যে, তারা মহাভুল করেছেন। তাই বিলম্ব না করে দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ তা'আলার কাছে ক্ষমা প্রার্থী হলেন। আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাপরায়ণ, তাঁর বান্দাদের ক্ষমা করতে ভালোবাসেন, তাই সীমাহীন রহমত থেকে তাদেরকে ক্ষমা করে পৃথিবীর জন্য আদম (আ.) কে নবী এবং খলিফা [*মানবজাতিকে*] হিসেবে মনোনীত করলেন। এ প্রসংগে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَٰتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ.

"অতঃপর আদম তাঁর প্রতিপালকের নিকট থেকে কিছু বাণী [*আয়াত নং ২৩*] প্রাপ্ত হলো। আল্লাহ তাঁর প্রতি ক্ষমা পরবশ হলেন। তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" {*২-সূরা বাকারাহ : ৩৭*}

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَٰسِرِينَ.

"তাঁরা [*আদম-হাওয়া*] বললো, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা নিজেদের প্রতি যুলুম করেছি, যদি তুমি আমাদের ক্ষমা না কর এবং দয়া না কর তবে অবশ্য আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব।" {*৭-সূরা আরাফ : ২৩*}

ثُمَّ اجْتَبَٰهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ.

"এরপর তাঁর প্রতিপালক তাঁকে [*আদম (আ.)*] মনোনীত [*নবী এবং খলিফা*] করলেন, তার প্রতি ক্ষমাপরায়ণ হলেন ও তাকে পথ নির্দেশ করলেন।" {*২০-সূরা তাহা : ১২২*}

www.nagorikpathagar.org

ভুল করা যেমন মানব প্রকৃতির একটি দুর্বল বিশেষত্ব তেমন স্বীয় ভুল বুঝে ক্ষমা প্রার্থী হওয়াও তার প্রকৃতির একটি প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্য। এ কারণেই জীব-জন্তু থেকে মানুষ আলাদা এবং সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। তবে মানুষ যখন এই প্রশংসনীয় প্রকৃতি হারিয়ে ফেলে তখন সে জীব-জন্তু থেকেও নিকৃষ্ট পর্যায়ে নেমে যায়। সূরা আল-আরাফের উল্লিখিত দু'আ, মানবজাতির পিতা এবং নবী আদমের (আ.) মাধ্যমে মানবের জন্য আল্লাহ তা'আলা নির্ধারণ করেছেন, যাতে তারা স্বীয় ভুল-ভ্রান্তির জন্য এই সংক্ষিপ্ত অথচ তাৎপর্যপূর্ণ দু'আর মাধ্যমে প্রার্থনা করতে পারে। তাই প্রতিটি মু'মিনের উচিত এই সহজ দু'আ মুখস্থ করে প্রতিদিন পাঠ করা এবং এই দু'আর মাধ্যমে আল্লাহর কাছে নিজের ভুল-ভ্রান্তির জন্য ক্ষমা-প্রার্থনা করা।

মানবজাতি এবং শত্রুর পৃথিবীতে অবতরণ

মানবজাতির পিতা মাতা ও ইবলিসের মধ্যে যা ঘটেছে এই সমস্ত সবই আল্লাহ তা'আলা মানবজাতির জন্য পূর্বেই নির্ধারণ করে রেখেছেন। সেটি ইতোপূর্বে উল্লিখিত মূসা এবং আদম (আ.)-এর হাদীস থেকে সুস্পষ্ট। পৃথিবীতে সাময়িক কাল বসবাসের জন্যই আল্লাহ তা'আলা আদম অর্থাৎ মানবজাতি সৃষ্টি করেছেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْأَرْضِ خَلِيْفَةً.

"স্মরণ কর, যখন তোমার প্রতিপালক ফিরিশতাদের বললেন, 'আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি [*মানবজাতি*] সৃষ্টি করছি।" { *২-সূরা বাকারাহ : ৩০* }

সুতরাং আদম (আ.) ভুলের কারণে পৃথিবীতে আগমন করলেও তাঁর এই ভুলের মাধ্যমে মানবজাতির জন্য আল্লাহ তা'আলা এক শিক্ষণীয় উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন, যাতে মানুষ ভুল করে আল্লাহ তা'আলার ক্ষমা প্রাপ্তি থেকে নিরাশ না হয়। তদুপরি আল্লাহ তা'আলা সীমাহীন দয়ালু ও ক্ষমাকারী, তাঁর বান্দাকে ক্ষমা করতে ভালোবাসেন সেটিও প্রমাণিত হয়েছে। যা হোক এই ঘটনার পর আল্লাহ তা'আলা আদম (আ.) ও তাঁর স্ত্রী এবং ইবলিসের প্রতি আদেশ দিলেন-

فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطٰنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيْهِ ص وَقُلْنَا اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ج وَلَكُمْ فِى الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ إِلٰى حِيْنٍ.

"কিন্তু শয়তান তা [*বেহেশত*] থেকে তাঁদের পদস্খলন ঘটাল এবং তারা যেখানে ছিল সেখান থেকে তাদেরকে বহিস্কৃত করালো। আমি বললাম, 'তোমরা' একে অন্যের

www.nagorikpathagar.org

শত্রুরূপে নেমে যাও, পৃথিবীতে কিছু কালের জন্য তোমাদের বসবাস ও জীবিকা রইলো।" { *২-সূরা বাকারাহ : ৩৬* }

[*উল্লিখিত আয়াতে 'তোমরা' বলতে আদম-হাওয়া এবং তাদের সন্তানদেরকে বোঝানো হয়েছে এই উক্তির পক্ষে* প্রমাণ হচ্ছে আল-কুরআনের অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– "*স্মরণ কর, তোমার প্রতিপালক আদম সন্তানদের পৃষ্ঠদেশ থেকে তাঁর বংশধরকে বের করেন এবং তাদের নিজদের সম্বন্ধে স্বীকারোক্তি গ্রহণ করেন এবং বলেন, 'আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই?' তারা বলে, 'নিশ্চয়ই; আমরা সাক্ষী রইলাম।' এই স্বীকৃতি গ্রহণ এইজন্য যে, তোমরা যেন কেয়ামতের দিন না বল, 'আমরা তো এ বিষয়ে গাফেল ছিলাম*।" { ৭-সূরা আরাফ : ১৭২ } *অর্থাৎ কেয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ দুনিয়াতে আসবে তাদের রূহ আল্লাহ তা'আলা এক সাথে সৃষ্টি করেছেন।*]

قَالَ اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ج وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ إِلَى حِيْنٍ.

قَالَ فِيْهَا تَحْيَوْنَ وَفِيْهَا تَمُوْتُوْنَ وَمِنْهَا تُخْرَجُوْنَ.

"তিনি বললেন, 'তোমরা একে অন্যের শত্রুরূপে নেমে যাও এবং পৃথিবীতে কিছু কালের জন্য তোমাদের বসবাস ও জীবিকা রইলো। তিনি বললেন, 'সেখানেই তোমরা জীবন যাপন করবে, সেখানেই তোমাদের মৃত্যু হবে এবং সেখান থেকেই তোমাদেরকে বের করে আনা হবে [*শেষ বিচারের দিনে*]। "{ ৭-*সূরা আরাফ* } : ২৪-২৫ }

তোমরা একজন [*আদম-হাওয়া এবং তাদের সন্তানদের সকলকেই*] অন্যজনের [*ইবলিস*] শত্রু হিসেবে দুনিয়াতে যাচ্ছ। দুনিয়াতে স্বল্প কালের জন্য তোমরা বসবাস করবে [*এ বিধান শুধুমাত্র আদম সন্তানদের জন্য কারণ শয়তান { ইবলিস } কেয়ামত পর্যন্ত জীবিত থাকবে। তবে পরিশেষে তারও মৃত্যু হবে। ইতোপূর্বে অন্য আয়াতের মাধ্যমে এটি আলোচনা করা হয়েছে*], সেখানেই তোমাদের মৃত্যু হবে আবার সেখান থেকে তোমাদেরকে উঠানো [*কবর থেকে*] হবে। দুনিয়াতে বসবাস করার সময়, আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ হিসেবে তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের জন্য নবী-রাসূল মনোনীত করবেন এবং তাদের মাধ্যমে আসমানী কিতাব প্রেরণ করে শয়তান ও শেষ বিচার দিবস, ভালো-মন্দ কর্ম সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে সতর্ক করবেন, যাতে তোমরা সঠিক পথের সন্ধান পাও। যারা এই হেদায়াত বা কিতাব এবং নবী রাসূলদের অনুসারী হবে তারা আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ ও নেয়ামত বেহেশতে স্থান পাবে। আর যারা শয়তানের কুমন্ত্রণায় ঔদ্ধত্য দেখিয়ে বিপথগামী হবে তারা অভিশপ্ত হয়ে জাহান্নামবাসী হবে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا ج فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِّنِّيْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ

www.nagorikpathagar.org

عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

"আমি বললাম, 'তোমরা সকলেই এই স্থান থেকে নেমে যাও। পরে যখন আমার পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট সৎপথের কোনো নির্দেশ আসবে তখন যারা আমার সৎপথের নির্দেশ অনুসরণ করবে তাদের কোনো ভয় নাই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। যারা কুফরি করে ও আমার নিদর্শন [*আসমানী কিতাবসমূহ*] সমূহকে অস্বীকার করে তারাই অগ্নিবাসী সেখানে তারা স্থায়ী হবে।" *[২-সূরা বাকারাহ : ৩৮-৩৯]*

قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۖ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى ۙ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ.

"তিনি বললেন, 'তোমরা উভয়ে [*আদম, সকল আদম সন্তান এবং ইবলিস*] একই সংগে জান্নাত থেকে নেমে যাও। তোমরা পরস্পর পরস্পরের শত্রু। পরে আমার পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট সৎপথের নির্দেশ আসলে যে তার পথ অনুসরণ করবে সে বিপথগামী হবে না ও দুঃখ কষ্ট পাবে না।" [২০-সূরা তহা : ১২৩]

উপরোক্ত আয়াত থেকে স্পষ্ট যে, ইবলিস হচ্ছে মানবজাতির অর্থাৎ মানবতার শত্রু। কারণ আদম সন্তান এবং ইবলিসকে পরস্পর শত্রু হিসেবেই আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। তদুপরি ইবলিস শুধুমাত্র আদমকেই নয় বরং সকল আদম সন্তানকেই বিপথগামী করতে প্রতিজ্ঞা করেছে। ফলে সে নিঃসন্দেহে মানবজাতির শত্রুতে পরিণত হয়েছে। তার উদ্দেশ্য বাস্তবে পরিণত করার জন্য বেহেশতে অবস্থানকালে, সে মানবজাতির পিতা-মাতার পেছনে লেগেছিল। সাময়িকভাবে হলেও তার উদ্দেশ্যের সত্যতা কিছু বাস্তবে পরিণত হয়েছিল, যার মাধ্যমে সে মানব প্রকৃতির দুর্বলতা সম্পর্কেও জ্ঞাত হয়েছে। এমনকি ইবলিসকে যদি আমরা শুধুমাত্র আদম (আ.)-এর শত্রু হিসেবে গণ্য করি তাহলেও সে মানবজাতির শত্রু। কারণ আদম (আ.) মানবজাতির পিতা, তাই তার শত্রু মানে "মানবতার শত্রু"। উল্লেখ্য যে, একটি পরিবার বা প্রতিষ্ঠানের প্রধানের যে শত্রু হয়, সে প্রকৃতপক্ষে গোটা পরিবার বা প্রতিষ্ঠানের শত্রু হয় এবং প্রাতিষ্ঠানিক অথবা পারিবারিক শত্রু হিসেবে আখ্যায়িত হয়। মক্কার মুশরিকরা যেমন রাসূল (সা.)-এর নবুওয়াতের বিরুদ্ধাচরণ করে রাসূল (সা.)-এর অনুসারী সমস্ত মুসলিমের শত্রু হয়েছিল।

www.nagorikpathagar.org

ইবলিসই মানবজাতির শত্রু

আদম সন্তানের ক্ষণস্থায়ী পার্থিব জীবনকেই মানব জীবন হিসেবে ধরা হয়। মানব সন্তান যতদিন পৃথিবীতে থাকে ততদিনই ইবলিস মানবাত্মার অথবা জীবনের শত্রু হিসেবে থাকে। মৃত্যুর সাথেই মানব সন্তান ইবলিসের আধিপত্যের বাইরে চলে যায়। পার্থিব ধর্মীয় বিশ্বাস এবং ভালো-মন্দ কার্যকলাপের উপর ভিত্তি করেই মানব সন্তানের পরকাল চিরন্তন জীবনের সুখ শান্তি নির্ধারিত হবে। পার্থিব জীবনে প্রতিটি মানব সন্তানের ধর্মীয় বিশ্বাসই নির্ধারণ করে তার কাজ কর্মের পেছনে কি উদ্দেশ্য অন্তর্নিহিত রয়েছে। প্রণোদিত এই উদ্দেশ্য বা নিয়ত আল্লাহ তা'আলার কাছে গ্রহণযোগ্য হবে কিনা, সেটি অবশ্যই বিবেচ্য বিষয়। কারণ মানব সন্তানের সব ধর্মীয় বিশ্বাস এবং সব বিশ্বাসের ভিত্তিতে কৃত কার্যকলাপ আল্লাহ তা'আলার কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না, এ প্রসংগে আল্লাহ তা'আলা সুস্পষ্টভাবে বলেছেন–

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۗ

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝

"ইসলাম আল্লাহর নিকট একমাত্র দ্বীন।(১৯) কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো দ্বীন গ্রহণ করতে চাইলে তা কখনও কবুল করা হবে না এবং সে হবে পরলোকে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।"(৮৫) {৩-সূরা আলে ইমরান}

এজন্যই 'ইবলিস' হচ্ছে **প্রথমত** : তাওহীদে বিশ্বাসী ও আল্লাহ তা'আলার প্রদর্শিত বিধানে আত্মসমর্পণকারীদের [*মুসলিমদের*] শত্রু। অতএব সে নানা কলা-কৌশলে তাওহীদে বিশ্বাসী মুসলিম উম্মাহকে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশিত সরল-সহজ পথ [*ইসলাম*] থেকে দূরে সরিয়ে নেয়ার জন্য বিরামহীনভাবে চেষ্টা করে। **দ্বিতীয়ত** : শুধুমাত্র বিশ্বাসীদের নিয়েই মানবজাতি গঠিত নয়। মানবজাতির মধ্যে রয়েছে, অবিশ্বাসী [*খৃষ্টান ও ইয়াহুদ অথবা আল্লাহ তা'আলার সাথে যারা শরীক স্থির করছে*], মূর্তিপূজক এবং নাস্তিক [*যারা আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্বে বিশ্বাসী নয়*]। এরা সকলেই বস্তুত ইবলিসের উদ্দেশ্য ও অনুপ্রেরণায় আত্মসমর্পণ করে অবিশ্বাসে এবং শিরকে লিপ্ত হয়ে মূর্তিপূজার মাধ্যমে ইবলিসের প্রতিজ্ঞায় সহযোগিতা করছে। তাই বলা যায়, উল্লিখিত দল পার্থিব জীবনে ইবলিসের ঔদ্ধত্যপূর্ণ কাজে সাহায্যকারী, বন্ধু এবং অনুসারী হিসেবে কাজ করছে। অর্থাৎ 'ইবলিস' হচ্ছে পার্থিব জীবনে তাদের মিত্র-বন্ধু অথবা অদৃশ্য উপদেষ্টা। কিন্তু আখেরাতের জীবন সম্পর্কে বিচার করলে প্রকৃতপক্ষে ইবলিস হলো তাদের শত্রু। কারণ ইবলিস তাদেরকে তাওহীদে বিশ্বাস, শেষ বিচার দিবস, আল-কুরআন এবং শেষ নবীর (সা.) উপর বিশ্বাস স্থাপন করা থেকে দূরে রেখেছে, ফলে তারা পরকালে অকৃতকার্যদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

www.nagorikpathagar.org

বন্ধু আবার শত্রু হয় কখন?

শত্রু-মিত্রের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করা যেতে পারে, ইবলিস বন্ধু হয়েও আবার কিভাবে তাদের শত্রু হতে পারে। ইবলিস যেহেতু মানুষের শত্রু সেহেতু সে মানবজাতির শত্রু। আলোচনার এক পর্যায়ে ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, "মানবতার শত্রু সেই" যার নিকট জাতি, ধর্ম, গোত্র, বংশ এবং গায়ের রংয়ের কোনো ব্যবধান নেই। তাই বলা যায় অবিশ্বাসী [*খৃষ্টান ও ইয়াহুদী*], মূর্তিপূজক এবং নাস্তিকরা যেহেতু আদম সন্তান এবং মানবজাতির অংশ সেহেতু ইবলিস হচ্ছে তাদেরও শত্রু।

"বন্ধু আবার শত্রু হয় কখন"। এ ব্যাপারে উল্লেখ্য যে, আমরা ছাত্র জীবনে দেখেছি মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে পা রেখেই অন্যদের সহযোগিতায় রাজনীতিতে জড়িত হয়ে সাময়িকভাবে নেতা সেজে অনেকেই জীবন নষ্ট করেছে। রাজনীতিতে জড়িত হওয়ার কারণে অনেকেই এমনকি সহায়ক বিষয় [Subsidiary Subject] গুলোতেও উত্তীর্ণ হতে পারেনি। এদের রাজনীতিতে যোগদানে যারা অনুপ্রাণিত করেছিল এবং উপদেষ্টা সেজে জড়িত রেখেছিল তারা সেই সময়ে বন্ধু অথবা কমরেড হিসেবে কাজ করলেও, আসলে মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের জীনব নষ্ট করায় প্রকৃতপক্ষে তারা ছিলো শত্রু। মেধাবীরা যখন এই অপ্রিয় সত্যটি বুঝতে পারলো তখন ক্ষতিপূরণের সময় ইতোমধ্যে পার হয়ে গেছে। অনুরূপভাবে ইবলিস পার্থিবে ধন-সম্পদের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টিতে, সমাজ সংস্কৃতির নামে ভ্রান্ত প্রথা অবলম্বনে, পূর্বপুরুষদের বিভ্রান্ত বিশ্বাসে ও জীবন ব্যবস্থার প্রতি সমর্থনে এবং দুনিয়ার প্রতি অতিশয় আকৃষ্ট করায় মানব প্রবৃত্তির অবৈধ চাহিদাকে ব্যবহার করে মানবজাতির একটি বিরাট অংশকে ধোঁকার মধ্যে রেখেছে। আপাত দৃষ্টিতে দুনিয়ার জীবনে অদৃশ্য ইবলিস তাদের কাছে হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু হলেও আখেরাতের জীবনে এই সমস্ত বিপথগামীরা স্বীকার করবে যে, ইবলিস এবং তার দল ছিলো প্রকৃতপক্ষে তাদের শত্রু। কিন্তু তাদের স্বীকারোক্তি এবং বোকামির জন্য আক্ষেপ সেই মহাবিপদের দিবসে কোনো কাজে আসবে না। এ ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন-

وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَاءِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا.

"এবং [*স্মরণ কর সেই দিনের কথা*] যে দিন তিনি বলবেন, 'তোমরা যাদেরকে আমার শরীক মনে করতে তাদেরকে আহ্বান কর।' তারা তখন তাদেরকে আহ্বান করবে কিন্তু তারা তাদের আহ্বানে সাড়া দেবে না এবং তাদের উভয়ের মধ্যস্থলে রেখে দেব এক ধ্বংস গহ্বর।" {*১৮-সূরা কাহফ : ৫২*}

www.nagorikpathagar.org

وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلٰى يَدَيْهِ يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِى اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُوْلِ سَبِيْلاً .

"যালেম ব্যক্তি [*অবিশ্বাসী, মূর্তিপূজক এবং নাস্তিক, কারণ তারা তাওহীদে অবিশ্বাস করে নিজেদের প্রতি যুলুম করে*] সেই দিন [*শেষ বিচারের দিন*] নিজ হস্তদ্বয় দংশন করতে করতে বলবে, হায় আমি যদি রাসূলের সাথে সৎপথ অবলম্বন করতাম।" {*২৫-সূরা ফুরকান : ২৭*}

[*মানুষ নিজের হস্তদ্বয় তখনই দংশন করে যখন সে হয় সার্বিকভাবে অসহায় এবং শক্তিহীন। যখন সে অনুধাবন করে যে, নিজের অন্যায় কৃতকর্মের জন্য সে নিজেই দায়ী এবং অন্য কারোর উপর দোষ চাপিয়ে দেয়ার ইচ্ছা থাকলেও সে পারবে না। পার্থিব জীবনে সব সমাজেই মাঝে মধ্যে খবর পাওয়া যায় যে জনৈক ব্যক্তি তার জীবনের এবং হৃদয়ের অসহনীয় বেদনা থেকে মুক্তির জন্য আত্মহত্যা করেছে {ইসলামী শরীয়তে আত্মহত্যা করা হারাম}। এই দুনিয়ার জীবনে এই ধরনের হারাম কাজ করা সম্ভব এবং অধিকাংশ মানুষ নানা ধরনের হারাম কাজে জড়িত আছে কারণ তাদের ভালো-মন্দ বেছে নেয়ার স্বাধীনতা আছে। কিন্তু মহাবিপদের দিবসে শেষ বিচারের সময় আত্মহত্যা করে আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত শাস্তি থেকে মুক্তির জন্য কোনো রাস্তা কারও জন্যই থাকবে না অর্থাৎ প্রতিটি মানুষ তার নিজের ইচ্ছায় ও শক্তিতে এবং স্বাধীনতায় কাজ করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলবে। এই অবস্থায় মনের দুঃখে অতিবেদনায় আফসোসে নিজের হাত নিজেই দংশন করা ছাড়া সে আর কি করতে পারে, অতঃপর নিজের কৃতকর্মের জন্য নিজে আক্ষেপ করে বলবে।*]

يٰوَيْلَتٰى لَيْتَنِىْ لَمْ اَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيْلاً . لَقَدْ اَضَلَّنِيْ عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ اِذْ جَاۤءَنِىْ ط وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِلْاِنْسَانِ خَذُوْلاً .

"হায়, 'দুর্ভোগ আমার, আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম। 'আমাকে তো সে [*শয়তানে অনুগামী মানুষ এবং শয়তান*] বিভ্রান্ত করেছিল আমার নিকট উপদেশ পৌঁছানোর পর। শয়তান তো মানুষের জন্য মহাপ্রতারক।" {*২৫-সূরা ফুরকান : ২৮-২৯*}

শেষ বিচারের কঠিন দিবসে আল্লাহ্ তা'আলার শাস্তি দেখে তারা ভ্রান্ত বিশ্বাস ও ভ্রান্ত আশার তন্দ্রা থেকে জেগে উঠে তাদের সহজাত প্রকৃতিতে ফিরে যাবে, যে প্রকৃতিতে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সৃষ্টি করেছিলেন। এমতাবস্থায় অসহায় হয়ে তারা আফসোস করে স্বীকার করবে পার্থিব জীবনে ইবলিস এবং তার দল বন্ধু অথবা মিত্র ছিলো না বরং তারা ছিলো প্রকৃতপক্ষে তাদের শত্রু এবং প্রতারক। প্রতারক তারাই, যারা বন্ধু সেজে উপকারের আশ্বাস দিয়ে বিপদের সংকেত পাওয়া মাত্র নীরবে সরে পড়ে। এ পর্যায়ে নাস্তিকদের সম্পর্কে বলা যায় যে,

www.nagorikpathagar.org

নাস্তিকরা আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্বে যেমন বিশ্বাস করে না, তেমন শয়তানের অস্তিত্বেও তারা বিশ্বাস করে না। কিছু দিন আগে আমেরিকান এক শহরে নাস্তিক এবং খৃষ্টানরা ধর্ম বিষয়ে আলোচনার ব্যবস্থা করেছিল। এই আলোচনায় ইসলাম সম্বন্ধে বলার জন্য একজন মুসলিম আলেমকে আমন্ত্রণ করা হয়। আমি এই আলোচনায় উপস্থিত ছিলাম। উপস্থিত নাস্তিকদের সংগে কথা বলে জানতে পারলাম যে, তারা শয়তানের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না। শুধু তাই নয় তারা গৌরবের সংগে বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করেছিল যে তারা নাস্তিক। বাকী যারা আলোচনায় উপস্থিত ছিলো তাদের মধ্যে অনেকেই তাওহীদে বিশ্বাস করেও আল্লাহ তা'আলার সাথে শরীক স্থির করে { *যেমন খৃষ্টানরা ঈসা (আ.)কে আল্লাহ তা'আলার পুত্র হিসেবে শরীক করে* }। তবে শয়তানের অস্তিত্ব যে সত্যি সেটি তারা বিশ্বাস করে। যা হোক, উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায়, 'ইবলিস' শুধুমাত্র মুসলিম উম্মতের শত্রু নয় বরং সে হলো সবার অর্থাৎ "মানবতার শত্রু"। পরবর্তী অধ্যায়ে মানব জীবনের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে উদাহরণ দিয়ে ইনশাআল্লাহ আরো বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হবে।

শয়তান অদৃশ্য শত্রু

অদৃশ্য বস্তু, অদৃশ্য শক্তি এবং চোখের আড়ালে লুকিয়ে থাকা অজানা সব বস্তুকে মানুষ ভয় করে। রাতের অন্ধকারে স্পষ্টভাবে কোনো কিছু দেখা যায় না, তাই সব মানুষই রাতের অন্ধকারকে ভয় করে। রাতের অন্ধকারে পরিচিত রাস্তায় এমনকি নিজের ঘরে প্রবেশ করতেও মানুষ ভয় পায় এবং প্রবেশ করলেও দ্বিধা সংকোচে পা ফেলে। আবার কোনো এলাকায় সন্ত্রাসী, চোর এবং হিংস্র জীবজন্তুর আবির্ভাব ঘটলে, মানুষ শুধুমাত্র রাতের বেলায় নয় এমনকি দিনের বেলায়ও সে এলাকার রাস্তায় চলাফেরা করতে ভয় পায়। রাস্তায় চলার সময় ভয়ে পেছনে এবং আশে পাশে তাকিয়ে দেখে, যাতে লুকিয়ে থাকা অদৃশ্য শত্রু দ্বারা আক্রান্ত না হয়। যুদ্ধে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে গোপনে শত্রু পক্ষকে আক্রমণ করলে জয় লাভের প্রচুর সম্ভাবনা থাকে। এ পদ্ধতিতে যুদ্ধকে বলা হয় গেরিলা যুদ্ধ। আমাদের স্বাধীনতার যুদ্ধে 'গেরিলা' আক্রমণে মুক্তিযুদ্ধ ছিলো অত্যন্ত সাফল্যজনক। পাকিস্তানীদের সাহসী সৈন্যরাও বাংলার নির্ভীক কৃতি সন্তান গেরিলাদের ভয়ে সর্বদাই সন্ত্রস্ত থাকত এবং সর্বশেষে সাহসী সৈন্যরাও গেরিলাদের কাছে পরাজিত হয়েছিল। অদৃশ্য, গোপন, অজানা শত্রু, বস্তু বা শক্তি হলো অত্যন্ত ভয়ের ব্যাপার।

গ্রামে যখন ছিলাম, আমরা সমবয়সী যুবকরা রাতের অন্ধকারে গ্রামের বিভিন্ন পাড়ায় ঘুরে চোরের উপদ্রব থেকে গ্রামবাসীকে সতর্ক করতে পাহারা দিতাম।

www.nagorikpathagar.org

মাঝে মাঝে চিৎকার করে আমরা ঘুমন্ত গ্রামবাসীকে জাগিয়ে চোর সম্পর্কে সতর্ক করতাম। কমপক্ষে ৮-১০ জন যুবক প্রতি দলে থাকতো। তারপরেও ভয়ে গা শিম শিম করতো। ভাবতাম চোর হয়তো রাত্রির অন্ধকারে কোনো গাছের আড়ালে বা ঝোপ জঙ্গলে লুকিয়ে আছে। দল বেঁধে হঠাৎ আক্রমণ করতে পারে। সেটি ছিলো বেশ ভয়ের ব্যাপার। অথচ দিনের বেলায় এই রাস্তায় একা হাঁটতেও কোনো ভয় ছিলো না। তাই বলা যায়, অদৃশ্যকে ভয় করা মানুষের সহজাত প্রকৃতির উল্লেখ্য বৈশিষ্ট্য। এটি সুস্পষ্ট যে, শয়তান হচ্ছে অদৃশ্য এবং "মানবতার শত্রু"। তার আক্রমণের কলা কৌশল বোঝা অত্যন্ত কঠিন এবং মানুষের উপর তার প্রভাবও বেশ প্রবল। কারণ তার বিচরণ হচ্ছে "অদৃশ্য" গেরিলার মতো। তার উপস্থিতি অনুভব করা যায় না, চোখে দেখা যায় না কিন্তু গেরিলার মতো আড়াল থেকে সে সর্বদাই দেখে এবং সর্বদাই মানুষের সাথে আছে। এজন্যই শয়তানের অদৃশ্য থাকার যোগ্যতাকে উল্লেখ করে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন–

يَٰبَنِىٓ ءَادَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ كَمَآ أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَٰتِهِمَآ ۗ إِنَّهُۥ يَرَىٰكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُۥ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ۗ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَٰطِينَ أَوْلِيَآءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ.

"হে বনী আদম [*সমস্ত মানবজাতি*], শয়তান যেন তোমাদেরকে কিছুতেই প্রলুব্ধ না করে যেভাবে তোমাদের পিতা মাতাকে সে জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত করেছিল, তাদেরকে তাদের লজ্জাস্থান দেখাবার জন্য বিবস্ত্র করেছিল। *সে নিজে এবং তার দল তোমাদেরকে এমনভাবে দেখে যে, তোমরা তাদেরকে দেখতে পাও না;* যারা ঈমান আনে না, শয়তানকে আমি তাদের অভিভাবক করেছি।" {*৭-সূরা আরাফ : ২৭*}

এই আয়াতে গুরুত্বপূর্ণ চারটি বিষয় আল্লাহ তা'আলা উল্লেখ করেছেন, *(১) মানবজাতিকে স্মরণ করিয়ে বলেছেন যে, তাদের পিতা-মাতা [আদম-হাওয়া] কে শয়তানই বেহেশত থেকে বের করে দুনিয়াতে এনেছিল। (২) আদম-হাওয়া দু'জনের গোপন অঙ্গ প্রকাশ করতে বাধ্য করেছিল। (৩) শয়তানের দল তোমাদের অদৃশ্য শত্রু কারণ তোমরা তাদেরকে প্রকাশ্যে দেখতে পাও না, কিন্তু তারা তোমাদেরকে দেখতে পায়। (৪) যারা বিশ্বাসী নয় অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদে [তাওহীদে] ঈমান আনা থেকে মুখ ফিরায়, শয়তান হচ্ছে তাদের আউলিয়া [অভিভাবক]।*

মানবজাতির পিতা-মাতার উপমা দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেছেন, তোমরা যদি শয়তানের প্রবৃত্তিকে অনুসরণ কর, তাহলে সে তোমাদেরকেও আল্লাহ

www.nagorikpathagar.org

তা'আলার নির্দেশ ভুলে যেতে বাধ্য করবে এবং অন্যায়-অসৎ কাজে জড়িত হতে অনুপ্রাণিত করবে। আদম ও হাওয়া (আ.) শয়তানের ফিসফিসানিতে অনুপ্রাণিত হয়ে প্রবৃত্তির চাহিদায় আল্লাহ তা'আলার নিষেধাজ্ঞা ভুলে নিষিদ্ধ ফল খেয়ে শুধু মাত্র বেহেশত থেকেই বহিষ্কৃত হননি, গোপন অঙ্গ প্রকাশের মাধ্যমে অপমানিত হয়েছিলেন। তাই প্রকৃতপক্ষে শয়তানই তাদের এই অপমান এবং লজ্জার জন্য দায়ী। কারণ সভ্য সমাজের কোনো মানুষই সরম লজ্জাহীন হয়ে শালীনতা বর্জন না করলে উলংগ অবস্থায় অন্যদের সম্মুখে যেতে পারে না। যদি কোনো ব্যক্তিকে সেটা জোরপূর্বক করানো হয়, সেটি হয় তার জন্য অত্যন্ত লজ্জা, মানহানি এবং অপমানের ব্যাপার। তাই উল্লিখিত আয়াত দিয়ে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে বুঝাতে চেয়েছেন যে, শয়তান শুধুমাত্র তোমাদেরকে বিপথগামী করবে না, সে বিভিন্ন কৌশলে তোমাদেরকে উলঙ্গ হওয়ার মতো অপমানে অপমানিত করবে।

আদম ও হাওয়া (আ.) উলঙ্গ অবস্থায় এমনভাবে লজ্জিত ও অপমানিত হয়েছিলেন যে, তাদের গোপন অঙ্গ প্রকাশের পরপরই বেহেশতের বৃক্ষের পাতা দিয়ে নিজেদেরকে আবৃত করছিলেন। এই ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطٰنُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وٗرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْاٰتِهِمَا فَدَلّٰهُمَا بِغُرُوْرٍ ۚ فَلَمَّا
ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفٰنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ ۖ وَنَادٰىهُمَا
رَبُّهُمَآ اَلَمْ اَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَاَقُلْ لَّكُمَآ اِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ

"অতঃপর তাদের লজ্জাস্থান, যা গোপন রাখা হয়েছিল তা তাদের কাছে প্রকাশ করার জন্য শয়তান তাদেরকে কুমন্ত্রণা দিল। এইভাবে সে তাদেরকে প্রবঞ্চনার দ্বারা অধঃপতিত করলো। তৎপর যখন তারা সেই বৃক্ষ ফলের আস্বাদ গ্রহণ করলো তখন তাদের লজ্জাস্থান তাদের নিকট প্রকাশ হয়ে পড়ল এবং তারা উদ্যান-পত্র দিয়ে নিজদেরকে আবৃত করতে লাগলো।" { *৭-সূরা আরাফ : ২০* }

শয়তান ভয়ংকর শত্রু, যে শত্রুকে চোখে দেখা যায় না অথচ সে এবং তার দল সব সময় সবাইকে দেখছে। অর্থাৎ সে সবার প্রকাশ্য ও গোপন সব রকম কাজকর্ম দেখছে কিন্তু শয়তানের কাজকর্ম দেখার সুযোগ কারও নেই। মানব অন্তরে লুকিয়ে রাখা গোপন বিষয় একমাত্র আল্লাহ তা'আলা ব্যতিরেকে আর কেউ জানতে পারে না। মানব শরীরে প্রবাহিত রক্ত সাধারণত খালি চোখে দেখা যায় না এবং একমাত্র হৃৎস্পন্দন ব্যতিরেকে রক্তের তীব্র গতি অনুধাবনও করতে পারে না। শুধুমাত্র তখনই দেখা যায় যখন শরীরে ক্ষত হয় অথবা পরীক্ষার জন্য সুই দিয়ে রক্ত সংগ্রহ করা হয়। অনুরূপ অদৃশ্য শয়তানের প্রভাবে বড় ধরনের কোনো ক্ষতি

www.nagorikpathagar.org

না হওয়া বা শাস্তি না পাওয়া পর্যন্ত বোঝা যায় না যে, মানুষ অন্যায় কাজে জড়িয়ে পড়েছে। তাই অধিকাংশ সময় শয়তানের কুমন্ত্রণা ও সূক্ষ্ম কৌশল বুঝতে পারা যায় না। কারণ শয়তান অদৃশ্য রক্তের মতোই মানব শরীরের রক্তের সাথে অদৃশ্যভাবে চলাচল করে। এই ব্যাপারে রাসূল (সা.) উম্মতকে সতর্ক করেছেন।

নবী (সা.)-এর স্ত্রী সাফিয়া বিনতে হুয়াই (রা.) বর্ণনা করেছেন, একবার তিনি রাসূল (সা.)-এর সংগে দেখা করতে আসলেন। এ সময় রাসূল (সা.) রমযানের শেষ দশ দিনে মসজিদে ইতেকাফে ছিলেন। সাফিয়া (রা.) রাসূল (সা.)-এর সাথে কিছু রাত পর্যন্ত কথাবার্তা বললেন, তারপর চলে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। তখন রাসূল (সা.)ও তাকে এগিয়ে দেয়ার জন্য উঠলেন। যখন রাসূল (সা.) মসজিদের অন্য দরজার কাছে পৌঁছলেন, সেটি ছিলো অপর বিবি উম্মে সালামার (রা.) বাসস্থানের নিকটে অবস্থিত। তখন তাদের পাশ দিয়ে মদীনাবাসী দু'জন আনসারী পথ অতিক্রম করছিলেন। দু'জনই রাসূল (সা.) কে সালাম দিলেন। পুনরায় তারা দু'জন রওয়ানা হলেন। তখন রাসূল (সা.) তাদের দু'জনকে ডেকে বললেন, একটু অপেক্ষা করো। [আমার সাথের] মহিলাটি আর কেউ নয়, [আমারই স্ত্রী] সাফিয়া বিনতে হুয়াই। [এ কথা শুনে] তারা দু'জনই বলে উঠলেন, সুবহানাল্লাহ। ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাদের দু'জনের মনে এটি খুব লাগল। রাসূল (সা.) বললেন, শয়তান বনী আদমের শিরা-উপশিরায় রক্তের মতো চলাচল করে। তাই আমি আশংকা বোধ করলাম, শয়তান [কোনো ফাঁকে] তোমাদের মনে কোনোরূপ প্ররোচনা ঢুকিয়ে দেয় নাকি। [সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড ৫, ৫৭৭৮]

[এই হাদীসের আলোকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্মর্তব্য যে, রাসূলের (সা.) ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ হলেও ঈমান থাকবে না। তাই সন্দেহের মূলোৎপাটন করা এবং নিজের স্ত্রী সম্পর্কে তাদেরকে নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে রাসূল (সা.) এ কথা বলেছেন। তাছাড়া শয়তান যে মানুষের অন্তরে ঢুকে নানা ধরনের অনর্থক সন্দেহের সৃষ্টি করে সেটিও বুঝানোর জন্য রাসূল (সা.) এ কথা বলেছেন।]

অর্থাৎ মানুষের মনের অজান্তে, চিন্তা ভাবনার বহির্ভূত অবস্থায় নীরবে শয়তান অদৃশ্যে থেকে মানুষকে আক্রমণ করে। তাই মানুষ যদি শয়তানের কার্যকলাপ সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন না করে, নিজের ভালো মন্দ সম্বন্ধে সজাগ না থাকে তাহলে শয়তান প্রবৃত্তির অবৈধ চাহিদায় ধীরে ধীরে প্রভাব বিস্তার করে মানুষকে অন্যায়-অবৈধ কাজে জড়িত হওয়ায় উদ্বুদ্ধ করে থাকে। এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যায়, অনেক অসুখ যার জীবাণু শরীরে বাসা বাঁধলেও বুঝা যায় না। অসুখ না হওয়া পর্যন্ত অথবা অসুখের তীব্রতা না বাড়া পর্যন্ত ডাক্তারের কাছে কেউ যায় না, আবার অনেক সময় গেলেও কাজ হয় না। কারণ অসুখের কথা জেনেও অবহেলায় সময়মতো ডাক্তারে কাছে না গিয়ে শেষ অবস্থায় গেলে কোনো উপকার পাওয়া

www.nagorikpathagar.org

যায় না। তবে রোগ জীবাণুর আক্রমণ থকে দূরে থাকার অনেক ব্যবস্থা রয়েছে, অধিকাংশ মানুষই অবহেলা করে সে সব ব্যবস্থা গ্রহণ করে না এবং সময় থাকতে সতর্কতা অবলম্বন করে না বলেই রোগ জীবাণু শরীরে বাসা বেঁধে ধীরে ধীরে শরীর ক্ষয় করে দেয়।

ধূমপান ও মদ্যপান নীরবে শয়তানের মতোই মানুষের শরীরকে ক্রমশ ধ্বংস করে দেয়। ধূমপানে হৃদরোগ ও ফুসফুসে ক্যান্সার এবং মদ্যপানে লিভার ক্যান্সার বর্তমানে সকলের কাছে পরিচিত ব্যাধি। তা সত্ত্বেও মানুষ কি ধূমপান এবং মদ্যপান বাদ দিয়েছে? অনেক দিন ধরে এই দুই বস্তুতে জড়িত থেকে আসক্ত হলে, অনেক সময় মানুষ ইচ্ছা করলেও এগুলো বাদ দিতে পারে না। মানব সন্তান বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নিজেদের সার্বিক ভালোর ব্যাপারে মনোযোগী নয়। অবৈধ ও অন্যায় চাহিদার প্রতি বেশি মনোযোগী হয় বিধায় নিজের ক্ষতি নিজেরাই ডেকে আনে। মানব প্রকৃতির এই দুর্বলতাকে সম্বল করেই শয়তান অদৃশ্য অভিভাবক হিসেবে মানুষের ক্ষতি সাধনে সদা সর্বদা ব্যস্ত থাকে। এজন্যই মানবকে অবহিত করে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَٰكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ.

"আল্লাহ মানুষের প্রতি কোনো যুলুম করেন না, বস্তুত মানুষ নিজেদের প্রতিই যুলুম করে থাকে।" { *১০-সূরা ইউনুস : ৪৪* }

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ.

"তোমাদের যে বিপদ-আপদ ঘটে তা তো তোমাদের কৃতকর্মের ফল এবং তোমাদের অনেক অপরাধ তিনি ক্ষমা করে দেন।" { *৪২-সূরা শূরা : ৩০* }

এক্ষেত্রে মানুষের ক্ষতি দুনিয়া ও আখেরাত দুই জায়গার জন্যই হয়ে থাকে। কারণ পার্থিব জীবনের ভালো-মন্দ কর্মের উপরই নির্ভর করবে আখেরাতের ভালো-মন্দ ফলাফল। উল্লিখিত ৩০ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তিনি মানুষকে ক্ষমা করেন। অথবা নির্ধারিত সময়ের জন্য শাস্তি স্থগিত রাখেন। কারণ মানুষের সব পাপের শাস্তি আল্লাহ তা'আলা তৎক্ষণাৎ দেন না। এ প্রসংগে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন–

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَٰكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى ۖ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا.

"আর যদি আল্লাহ মানুষকে তার পাপকার্য অনুযায়ী যোগ্য শাস্তি দিতেন, তবে

www.nagorikpathagar.org

জগতে তিনি একটি প্রাণীকেও বাদ দিতেন না, কিন্তু তিনি তাদেরকে এক নির্ধারিত কাল পর্যন্ত সময় দিয়েছেন, তারপর তাদের নির্দিষ্টকাল এসে গেলে আল্লাহ্ তো আছেন তাঁর আপন বান্দাদের সম্যক দ্রষ্টা।" { *৩৫-সূরা ফাতির : ৪৫* }

কাজেই লক্ষণীয় যে, মানুষ হাজার রকম অন্যায় করা সত্ত্বেও কোনো রকম সমস্যার সম্মুখীন না হয়ে অথবা কোনো প্রকার বাধাবিঘ্ন ছাড়াই এই পৃথিবীর জীবন কাটিয়ে দেয় আবার অনেকেই সামান্য অন্যায় কাজে জড়িত হওয়ার পরপরই শাস্তি পায়। এ ধরনের অবস্থা দেখে এবং ভেবে অনেকেই আশ্চর্য হয়। তবে এক্ষেত্রে একটি ব্যাপার সত্য যে, মানুষ যদি নিজের কৃত অন্যায়ের জন্য দুনিয়াতেই শাস্তি পায়, তাহলে সেটি তার জন্য অনেক ভালো, বিশেষ করে মু'মিনদের জন্য। কারণ পার্থিবের শাস্তি আখেরাতের শাস্তির তুলনায় অতি নগণ্য। পার্থিবে রোগ-কষ্ট এবং সামান্য শাস্তির মাধ্যমে দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের পাপ মোচন করেন [*বিশেষ করে মু'মিনদের*]।

এ সম্পর্কে নবী (সা.) বলেছেন, "একজন মুসলমান কোনো যাতনা, রোগ-কষ্ট, উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা, নির্যাতন ও শোকের শিকার হলে, এমনকি তার একটি কাঁটাবিদ্ধ হলেও, এর বদলে আল্লাহ তা'আলা তার সব গুনাহখাতা মাফ করে দেন।" { সহীহ্ আল-বুখারী, খণ্ড ৫, ৫২৩০ } ।

আর যাদেরকে অন্যায় কাজে ছেড়ে দিয়েছেন তারাই হলো, সবচেয়ে হতভাগ্য এবং ক্ষতিগ্রস্ত। অদৃশ্য শত্রু শয়তান, অন্যায়কারীকে প্রতিনিয়ত ইন্ধন দিয়ে অন্যায় কাজে ব্যস্ত রাখে। এজন্যই অনেক সময় অন্যায়কারীরা অন্যায় করে ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকে। সুতরাং এ ব্যাপারে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই এবং দুঃখ করারও কোনো হেতু নেই। কারণ আল্লাহ তা'আলা ন্যায় বিচারক এবং আখেরাতে তাঁর কঠিন শাস্তি থেকে অন্যায়কারীদেরকে উদ্ধার করার জন্য তাদের পক্ষে আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আর কোনো সাহায্যকারী থাকবে না। উল্লিখিত আয়াত থেকে একটি বিষয় পরিষ্কার যে, এই দুনিয়াতে সব মানুষই কম-বেশি অন্যায় করে এবং পাপ কাজে জড়িত হয়ে থাকে।

দুই ফিরিশতা

অদৃশ্য শত্রু শয়তান যেমন প্রতিটি মানুষের সাথে থাকে তেমন মানুষের দুই কাঁধে দুইজন অদৃশ্য ফিরিশতা আছে [*কেরামান ও কাতেবীন*]। মানুষের ভালো-মন্দ কাজকর্ম লিপিবদ্ধ করার জন্য আল্লাহ তা'আলা এই সম্মানিত ফিরিশতাদ্বয়কে নিয়োজিত করেছেন। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحٰفِظِيْنَ ۙ كِرَامًا كَاتِبِيْنَ ۙ يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ.

www.nagorikpathagar.org

"যদিও তোমাদের উপর অবশ্যই হিসাব রক্ষকগণ [*ফিরিশতাগণ*] মোতায়েন রয়েছে। তারা সম্মানিত লেখক [*কেরামান-কাতেবীন*], তোমরা যা করছ তা তারা অবশ্যই জানেন।" { *৮২-সূরা ইনফিতর : ১০-১২* }

এ ব্যাপারে রাসূল (সা.) বলেছেন, ফিরিশতাগণ একদলের পেছনে আরেক দল যাতায়াত করে থাকেন। একদল ফিরিশতা রাতে আসে, আরেক দল দিনে। আর তারা ফজর এবং আসরের নামাযের সময় একত্রিত হয়। অতঃপর যারা তোমাদের মাঝে রাত্রি-যাপন করেছিল তারা আল্লাহর কাছে চলে যায়। তিনি তাদের [ফিরিশতাদের] (মানুষের অবস্থা) জিজ্ঞেস করেন অথচ তাদের চেয়ে তিনি [এ সম্পর্কে] অধিক জানেন। জিজ্ঞেস করেন, তোমরা আমার বান্দাদেরকে কি অবস্থায় ছেড়ে এসেছ? তারা জবাব দেয় তাদের নামাযরত অবস্থায় ছেড়ে এসেছি এবং নামাযরত অবস্থায়ই তাদের কাছে গেছি। [সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড ৪, ৪৪৬ ইংরেজী]।

রাসূল (সা.) এ সম্পর্কে আরও বলেন, আল্লাহ ভালো এবং মন্দ লিখে দিয়েছেন আর তা সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি কোনো সৎ কাজের ইচ্ছা করল অথচ কাজটি করল না, আল্লাহ তাকে পূর্ণ [কাজের] সওয়াব দেবেন। আর যদি সে সৎ কাজের ইচ্ছা করল আর বাস্তবে তা করেও ফেলল, আল্লাহ তার জন্য দশ থেকে সাতশ গুন পর্যন্ত এমনকি এর চেয়েও অধিক সওয়াব লিখে দেন। আর যে ব্যক্তি কোন মন্দ কাজের ইচ্ছা করল, কিন্তু বাস্তবে তা করল না তবে আল্লাহ পুণ্য [সৎকাজের] সওয়াব দেবেন। পক্ষান্তরে সে যদি মন্দ কাজের ইচ্ছা করে এবং [তদনুযায়ী] কাজটি করে ফেলে তবে, আল্লাহ তার জন্য একটিই মাত্র গুনাহ লিখেন। [সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড ৮, ৪৯৮ ইংরেজী অনুবাদ]

উল্লিখিত হাদীসে শিক্ষণীয় বিষয় হলো মানুষ যা কিছু করছে, ভালো-মন্দ সবই প্রতিমুহূর্তে লিপিবদ্ধ হচ্ছে। আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বাণী 'আল-কুরআন' এবং মানবজাতির জন্য প্রেরিত 'রহমত' আল্লাহ তা'আলার হাবীব রাসূলের (সা.) হাদীস ছাড়া এ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার আর কোনো সূত্র মানুষের নেই। এমনকি খৃষ্টান এবং ইয়াহুদীদের আসমানী কিতাবেও এ সম্পর্কে কোনো সঠিক তথ্য নেই। যারা শেষ বিচার দিবসে বিশ্বাসী এবং হিসাব নিকাশের ভয় করে তারা অবশ্যই উপরোক্ত হাদীস পড়ে সতর্ক হবে। অতএব প্রতিটি কথা ও কাজ চিন্তাভাবনা করে বলা এবং করা উচিত। ফিরিশতাগণ অদৃশ্যে থেকে ভালো-মন্দ সব লিখে রাখছেন আর শয়তান অদৃশ্য শত্রু হিসেবে মানুষকে প্রতি মুহূর্তে খারাপ কাজের দিকে আহ্বান করছে। অথচ কোনো অবস্থাতেই সেটি কেউ বুঝতে পারে না এবং কারও বুঝার ক্ষমতা নেই। মানুষের মুখে উচ্চারিত প্রতিটা শব্দ, প্রতিটি কাজ [*ন্যায়-অন্যায়*], সৎ-অসৎ এবং সংঘটিত সব ঘটনাই প্রতিমুহূর্তে লিপিবদ্ধ হচ্ছে।

www.nagorikpathagar.org

শেষ বিচার দিবসে মানুষ যখন নিজের আমলনামা দেখবে তখন আশ্চর্য হয়ে তারা কি বলবে, সেটি উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

وَوُضِعَ الْكِتٰبُ فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا فِيْهِ وَيَقُوْلُوْنَ يٰوَيْلَتَنَا مَالِ هٰذَا الْكِتٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً اِلَّآ اَحْصٰهَا ۚ وَوَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا ۗ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا.

"এবং সকলের সম্মুখে আমলনামার কিতাব দেয়া হবে এবং তুমি পাপীদের দেখবে তাতে যা লেখা আছে তার দরুন তারা ভয় করছে এবং তারা বলবে, হায়! কি দুর্ভাগ্য আমাদের, এই কি ধরনের আমলনামার কিতাব, এটি ছোট-বড় কিছুই বাদ দেয়নি, বরং সকলেরই সব হিসাব রয়েছে এবং তারা যা কিছু করেছিল সব কিছুই সেখানে উপস্থিত দেখতে পাবে, আর তোমার প্রভু কারও প্রতি কখনও অবিচার করবেন না।" *{১৮-সূরা কাহফ : ৪৯}*

অতএব সবারই উচিত অপ্রয়োজনীয় এবং আজে-বাজে কথা কম বলা। কারণ মুখ দিয়ে একবার কথা বের হলেই তাকে আর ফিরিয়ে নেয়া যায় না এবং সংগে সংগেই সেটি লিপিবদ্ধ হয়। কম্পিউটারের কীবোর্ডে আঙ্গুল রাখলেই যেমন টাইপ হয়ে যায়, তাই প্রয়োজন ছাড়া কীবোর্ডে আঙ্গুল না ছোঁয়ানোই ভালো। তবে প্রতিটি মানুষের দুই কাঁধের নিয়োজিত দুই লিপিবদ্ধকারী এবং কম্পিউটারের মধ্যে তফাত হচ্ছে অপ্রয়োজনীয় কিছু টাইপ হলে মুছা যায় কিন্তু কাঁধে উপস্থিত ফিরিশতার সাহায্যে লিপিবদ্ধ করা দলিলকে মুছার কোনো ব্যবস্থা নেই। এজন্যই অপ্রয়োজনীয় কথা বলতে রাসূল (সা.) নিষেধ করে *বলেছেন: যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং আখেরাতের উপর ঈমান রাখে, সে যেন অবশ্যই তার মেযবানের ইজ্জত করে। এক দিন ও এক রাত পর্যন্ত তাকে উত্তম খাদ্য পরিবেশন করতে হবে। আর মেহমানদারি হলো তিন দিন। এর বেশি হবে সদাকা। আর মেযবানের জন্য কষ্ট হতে পারে এতোটা দীর্ঘ সময় কোনো মেহমানের সেখানে অবস্থান বৈধ নয়। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন অবশ্যই ভালো কথা বলে, না হয় চুপ থাকে।* *[সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড ৫, ৫৬৯৫-৯৬]*

প্রতিটি মানুষের শয়তান সঙ্গী রয়েছে

অদৃশ্য শয়তানের বসবাস মানুষের সাথেই। শয়তানের প্রধান উদ্দেশ্য এবং কাজ হচ্ছে মানবকে কুমন্ত্রণা দিয়ে অন্যায় কাজে জড়িত করা। নানাভাবে যন্ত্রণা দেয়া এবং বিপথে রেখে আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত মূল্যবোধের বিপরীতে জীবন যাপনে

www.nagorikpathagar.org

অভ্যস্ত করা। এ কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার প্রয়োজনে প্রতিটি মানুষের সাথে একজন করে অদৃশ্য শত্রু শয়তান আছে। সে মানুষকে নানা ধরনের অসৎ-অন্যায় চাহিদার প্রতি সব সময় আহ্বান করে। এজন্যই আদম সন্তান সকলেই প্রবৃত্তির অবৈধ চাহিদায় খারাপ কর্মের প্রতি কম বেশি আকৃষ্ট হয়ে থাকে। বিশ্বাসীদের মধ্যেও অনেকেই ঈমানের দুর্বলতার জন্য খারাপ কাজে জড়িত হয় এবং নিয়মিতভাবে খারাপ কাজ করতে থাকলে অবশেষে অন্যায় করাটা তাদের কাছে অতি সহজ হয়ে যায়। আবার আল্লাহ তা'আলাকে ভালোবেসে এবং আল্লাহ-সচেতন হয়ে অনেকেই খারাপ কাজ উপেক্ষা করে চলেন। তবে খারাপ কাজের মধ্যে তাওহীদে অবিশ্বাস, ভ্রান্ত বিশ্বাস, অন্ধবিশ্বাস এবং শিরকে লিপ্ত হওয়া প্রকৃতপক্ষে সবচেয়ে গর্হিত অন্যায় ও খারাপ কাজ।

প্রতিটি মানুষের সাথে অদৃশ্য শত্রু শয়তান সম্পর্কে *রাসূল (সা.) বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার সংগী-সাথী শয়তান নয় (সবার সংগে শয়তান আছে)। উপস্থিত লোকজনের জিজ্ঞাসা করলো, 'ও আল্লাহর রাসূল! এমনকি আপনার সংগেও।" তিনি (সা.) বললেন, 'আমার সংগেও কিন্তু আল্লাহ তা'আলা আমাকে সাহায্য করেছেন। সে আমাকে শুধু ভালো কাজ করতে সাহায্য করে।" [সহীহ মুসলিম, ৬৮৫০]*

ইমাম আহমাদের (র.) মুসনাদ থেকে আরও জানা যায়, রাসূল (সা.) বলেছেন, "কিন্তু আল্লাহ তার [*শয়তানের*] বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করেছেন, তাই সে [*শয়তান*] মুসলিম হয়েছে অথবা বশ্যতা স্বীকার করেছে।" সহীহ মুসলিমে আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, 'কিন্তু আমার প্রভু শয়তানের বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করেছেন যতক্ষণ না সে [*শয়তান*] বশ্যতা স্বীকার করেছে।"

আসল কথা হলো, রাসূল (সা.)-এর সাথে যে শয়তান ছিলো, আল্লাহ তা'আলার আদেশে সে মন্দকাজে অনুপ্রাণিত করার শক্তি হারিয়ে ফেলেছিল। এই হাদীসে বর্ণিত ঘটনায় শিক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে– নিশ্চিতভাবে জানা গেল যে, সবার সাথেই অদৃশ্য শত্রু শয়তান আছে। এ কারণেই স্বামী-স্ত্রীর যৌন উপভোগের সময় শয়তানের প্রভাব থেকে আল্লাহ তা'আলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করার জন্য রাসূল (সা.) উম্মতকে আদেশ দিয়েছেন। স্বামী-স্ত্রী দু'জনকেই দু'আ করে আশ্রয় প্রার্থনা করা উচিত। আল্লাহ তা'আলার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা না করলে, খারাপ জিন বা শয়তান [*পুরুষ বা নারী যে কেউ হোক*] স্বামী-স্ত্রীর যৌন মিলনে অংশ গ্রহণ করবে। *নবী (সা.) বলেছেন: 'তোমাদের মধ্যে থেকে কেউ যখন নিজ স্ত্রীর সাথে সঙ্গমে মিলিত হতে যায় তখন সে যেন বলে: 'বিসমিল্লাহ! আল্লাহুম্মা জান্নিবনিশ*

www.nagorikpathagar.org

শায়তনা ও জান্নিবিশ শায়তনা মা রযাকতানা { হে আল্লাহ! আমাকে শয়তান থেকে দূরে রাখ এবং যে সন্তান আমাদেরকে দাও তাদেরকে শয়তান থেকে দূরে রাখ } ।" [সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড ৫, ৪৭৮৪]

আমরা যদি নিজের মন মানসিকতার অবস্থা এবং অন্তরের চাহিদা সম্পর্কে পর্যালোচনা করি, তাহলে অতি সহজেই বুঝা যায় যে, আমাদের সকলের মধ্যেই মন্দকাজ, অসৎ-অন্যায় কাজ ও আল্লাহ্ তা'আলার হুকুমের অবাধ্য হওয়ার প্রবণতা রয়েছে। তবে মু'মিন এবং অন্যদের মধ্যে তফাত হলো, মু'মিনদের হৃদয়ে আল্লাহর একত্ববাদে বা তাওহীদে বিশ্বাস এবং ঈমান আছে, তাই তারা আল্লাহ-সচেতন হলে গর্হিত অন্যায় থেকে বেঁচে চলতে পারে। তবে মুসলিমদের মধ্যেও আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করা, তাকে ভয় করা এবং হৃদয়ের বিশ্বাস ও ঈমানের গভীরতার উপর নির্ভর করবে তাদের প্রবৃত্তিতে মন্দ কাজের প্রভাব কতটুকু তীব্রতর। তাই অনেকেই অতি সহজেই শয়তানের প্রভাবে [*যার ঈমান খুবই দুর্বল বা হৃদয় হলো ঈমান ছাড়া*] মন্দ কাজের প্রতি আকৃষ্ট হয়, আবার অনেকে [*যাদের গভীর ঈমান আছে*] সর্বদাই শয়তানের প্রভাবকে কাটিয়ে চলার চেষ্টা করে সফলতা অর্জন করতে পারে।

উপরোক্ত দীর্ঘ আলোচনা থেকে স্পষ্ট যে, আদম (আ.) ও হাওয়া (আ.) অর্থাৎ সমস্ত মানবজাতি এবং শয়তানকে পরস্পর শত্রু হিসেবে আল্লাহ্ তা'আলা একসাথে দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন। তাই শয়তান হলো "মানবতার শত্রু" এবং অদৃশ্যে তার বসবাস।

www.nagorikpathagar.org

অধ্যায়-২

আদম সন্তান বিভিন্ন দলে বিভক্ত

ভূ-পৃষ্ঠ বিভিন্ন ধরনের সবুজ গাছ-পালা, বিচিত্র রংয়ের ফুল-ফল, নানা আয়তনের পাহাড়-পর্বত এবং নদী ও সাগর-মহাসাগর দিয়ে পরিবেষ্টিত। এগুলো আল্লাহ তা'আলার বিচিত্র সৃষ্টির অন্যতম নিদর্শন, যা ভূ-পৃষ্ঠকে করেছে সৌন্দর্যমণ্ডিত এবং আদম সন্তানের জন্য চিত্তাকর্ষক ও সুষ্ঠুভাবে জীবন ধারণের জন্য স্বস্তির ও প্রশান্তির জায়গা। অনুরূপ আদম সন্তানের মধ্যেও রয়েছে বৈচিত্র্যপূর্ণ ব্যবধান। আদম সন্তান যে বিভিন্ন বর্ণে ও গোত্রে এবং জাতিতে বিভক্ত সেটা আল্লাহ তা'আলার বিচিত্র সৃষ্টির একটা উল্লেখযোগ্য নিদর্শন এবং নিজেদের মধ্যে পরিচিত হওয়ার অন্যতম ব্যবস্থা । এ প্রসংগে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَٰكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَٰكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓا۟ ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ.

"হে মানুষ! নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং আমি তোমাদের নানা বংশে ও জাতিতে বিভক্ত করেছি এই জন্যে যে, তোমরা পরস্পরকে চিনে নিতে পারবে; নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সবচেয়ে নেককার সে-ই আল্লাহর নিকটে সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত [*সম্মানিত*], নিশ্চয় আল্লাহ সব জানেন, সব খবর রাখেন।" {*৪৯-সূরা হুজুরাত : ১৩*}

আদম সন্তান বিভিন্ন বর্ণে এবং গোত্রে বিভক্ত হলেও তারা সকলেই মানুষ অতএব এক জাতির অন্তর্ভুক্ত। মানুষজাতিকে এক মানব [*আদম*] থেকে আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন। শারীরিক গঠনে বিভিন্ন আকার [*ছোট, বড়, মোটা, পাতলা, লম্বা, খাট ইত্যাদি*] এবং গায়ের রং [*বাদামি, সাদা ও কালো ইত্যাদি*] বিভিন্নতা থাকলেও সবার একটি করে মুখ, নাক ও দু'টি করে চোখ, কান, হাত এবং পা রয়েছে। এটি হলো শরীরের বাইরের দৃশ্য, কিন্তু ভেতরের দৃশ্য সবার একরকম। মানুষ জাতি একই উম্মতের অন্তর্ভুক্ত। এ প্রসংগে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

وَإِنَّ هَٰذِهِۦٓ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَٰحِدَةً وَأَنَا۠ رَبُّكُمْ فَٱتَّقُونِ.

"এবং তোমাদের এই যে জাতি এটি তো একই জাতি এবং আমিই তোমাদের প্রতিপালক; অতএব আমাকে ভয় কর।" {*২৩-সূরা মু'মিনূন : ৫২*}

www.nagorikpathagar.org

লক্ষণীয় বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম 'মানুষ' কবিতায় এই সত্যটি সম্পর্কে বলেছেন ঃ

"গাহি সাম্যের গান–

মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান!

নাই দেশ-কাল-পাত্রের ভেদ, অভেদ ধর্ম জাতি,

সব দেশে, সব কালে, ঘরে ঘরে তিনি মানুষের জ্ঞাতি।"

প্রথমে মানুষ ছিলো একজাতি এক ধর্মের অন্তর্ভুক্ত। তাদের মধ্যে কোনো দলাদলি এবং ভাগাভাগি ছিলো না। পরবর্তীতে শয়তানের প্ররোচনায় প্রবৃত্তির চাহিদায় মানুষ বিভিন্ন ধর্মে এবং দলে বিভক্ত হয়েছে, এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

فَتَقَطَّعُوٓا۟ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا ۖ كُلُّ حِزْبٍۭ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ۔

"কিন্তু তারা নিজেদের মধ্যে তাদের দ্বীনকে বহুধা বিভক্ত করেছে। প্রত্যেক দলই তাদের নিকট যা আছে তা নিয়ে আনন্দিত।" {*২৩-সূরা মু'মিনূন : ৫৩*}

রাসূল (সা.) বলেছেন যে, ইয়াহুদী এবং খৃষ্টানরা বিভ্রান্ত হয়ে অনেক দলে বিভক্ত হয়েছে এবং মুসলিম উম্মতও বিদ্বেষবশত দ্বীনের বিধিনিষেধ নিজের চাহিদায় ব্যাখ্যা দিয়ে বিভ্রান্ত হয়ে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হবে। তাদের মধ্যে একটি দলই সত্য দ্বীনে প্রতিষ্ঠিত থাকবে। এই দলের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে narrated by Abu Huraira (RA) that the Messenger of Allah (SA) said, "The Jews and Christians were divided into seventy one or seventy two religious sects, and this nation (Muslim) will divide itself into seventy three religious sects- all in Hell, except one, and that one is: The one on which I and my companions are today, [*i.e. following the Quran and the Messenger's Sunna (legal ways, orders, acts of worship, statements, etc. of the Messenger (SA)*]. [*Tirmidhi, Interpretation of the Meaning of The Noble Quran, Page/101*]

অনুবাদ : আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, নবী করীম (সা.) বলেছেন, ইয়াহুদীরা বিভক্ত হয়েছে একাত্তর দলে (কিংবা বলেছেন, বাহাত্তর দলে), খৃষ্টানরাও অনুরূপ সংখ্যায় বিভক্ত হয়েছে। আর আমার উম্মত বিভক্ত হবে তিহাত্তর দলে। এদের একটি দল ছাড়া সব দলই হবে দোযখী। এই দলে আমি আর আমার সাহাবীরা

www.nagorikpathagar.org

প্রতিষ্ঠিত (আল-কুরআন এবং সহীহ হাদীসের ভিত্তিতে যারা ইবাদত করে থাকে)। *[তিরমিযী, ২৬৪১, এবং ৪২]*

মানবজাতির মধ্যে দলাদলি, ভাগাভাগি মিমাংসার জন্য হেদায়াতের নির্দেশনাসহ আল্লাহ তা'আলা নবী-রাসূল প্রেরণ করলেন। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَّاحِدَةً فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيّٖنَ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ؕ وَمَا اخْتَلَفَ فِيْهِ إِلَّا الَّذِيْنَ أُوْتُوْهُ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۚ فَهَدَى اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهٖ ؕ وَاللّٰهُ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَاءُ إِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ.

"শুরুতে সমস্ত মানুষ ছিলো এক জাতিভুক্ত। [*বিভেদ সৃষ্টির পর*] অতঃপর আল্লাহ নবীগণকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেন। মানুষের মধ্যে যে বিষয়ে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছিল, তার মীমাংসার জন্য তিনি তাদের [*নবীদের*] সাথে সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেন, যাতে মানুষ যে বিষয়ে বিবাদ করছিল সেই বিষয়ে তারা তাদের মধ্যে মীমাংসা করতে পারে। আর যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল, তাদের নিকট নিদর্শন সকল উপস্থিত হওয়ার পর, শুধু নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদের জন্য তারাই মতভেদ করেছিল। অতঃপর আল্লাহ সেই বিষয়ে নিজ দয়ায় মু'মিনদেরকে হেদায়াত করেছেন, যে বিষয়ে তারা মতভেদ করেছিল; এবং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সোজা পথ দেখিয়ে থাকেন।" { *২-সূরা বাকারাহ : ২১৩*}

এই আয়াতের সাথে আরো উল্লেখ্য সূরা আলে-ইমরানের ১০৩ নম্বর আয়াত। আরববাসীরা আল-কুরআন নাযিলের পূর্বে বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত ছিলো। তাদের চিন্তাভাবনায় ছিলো বিভিন্নতা। আল-কুরআন নাযিল করে আল্লাহ তা'আলা তাদের চিন্তাভাবনার বিভিন্নতা দূর করেন। সব গোত্র আল-কুরআনে প্রদর্শিত আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে গোত্রভিত্তিক জীবন যাপন বাদ দিয়ে ইসলামী মূল্যবোধে আত্মসমর্পণ করে এক গোত্রের বা মুসলিম উম্মতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন। এটিই ছিলো তাদের জন্য আল্লাহ তা'আলার বিরাট অনুগ্রহ।

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا ۚ وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖ إِخْوَانًا.

"আর তোমরা [মুসলিমগণ] সকলে মিলে আল্লাহর রশি [আল-কুরআন] শক্ত করে ধর এবং বিচ্ছিন্ন হয়ো না [*নিজের চাহিদা অনুযায়ী আল-কুরআনের ব্যাখ্যা দিয়ে বিভক্ত হয়ো না*] এবং তোমাদের প্রতি আল্লাহর নেয়ামতের কথা স্মরণ কর, যখন

www.nagorikpathagar.org

তোমরা পরস্পরে শত্রু ছিলে, তারপর তিনি তোমাদের মনে মহব্বত দিলেন এবং তার অনুগ্রহে তোমরা সকলেই ভাই ভাই হয়ে গেলে।]" { *৩-সূরা আলে-ইমরান : ১০৩* }

وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ.

"এবং মানুষ প্রথমে এক জাতি ছিল, পরে নানা দল হয়েছে। তোমার প্রতিপালকের পূর্ব ঘোষণা না থাকলে [*শেষ বিচারের দিনে*] তারা যে বিষয়ে মতভেদ ঘটায় তার মীমাংসা তো হয়ে যেত।" { *১০-সূরা ইউনুস : ১৯* }

লক্ষণীয় যে, অদৃশ্য শয়তানের অনুপ্রেরণায় প্রবৃত্তির চাহিদায় ও বিচক্ষণতায় তৈরি ভ্রান্ত জীবনাদর্শের প্রতি মানুষ বেশি আশ্বস্ত এবং আকৃষ্ট হয়। ফলে তাদের স্বীয় ভ্রান্ত ধারণা ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে তৈরি মতাদর্শের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সেগুলোর প্রচারণায় তারা হয় গর্বিত ও আনন্দিত। সেটিও আল্লাহ তা'আলা উল্লেখ করে বলেছেন–

فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا ۖ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ.

"কিন্তু তারা [*মানুষ*] নিজেদের মধ্যে তাদের দ্বীন [*জীবনাদর্শ ও সংবিধান ইত্যাদি*] বহুদলে (ধর্মে) বিভক্ত করেছে। প্রত্যেক দলই তাদের নিকট যা আছে তা নিয়ে আনন্দিত।" *[২৩-সূরা মু'মিনূন : ৫৩]*

তবে আদি বিশ্বাসের ভিত্তিতে বলা যায় যে, আদম সন্তান প্রকৃতপক্ষে তাওহীদে বিশ্বাসী। প্রতিটি মানুষের রূহ বা আত্মা মনুষ্য শরীরের আদল নিয়ে জন্মগ্রহণ করার পূর্বে, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত আর দ্বিতীয় কোনো সৃষ্টিকর্তা বা মা'বুদ নেই, সেটি স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্বীকার করেছে। আদমের (আ.) সময় থেকে কেয়ামত পর্যন্ত যত আদম সন্তান পৃথিবীতে আসবে তাদের রূহ আদম (আ.) এবং তার সন্তানদের পৃষ্ঠদেশ থেকে আল্লাহ তা'আলা এক সাথে বের করেন। অতঃপর সকল রূহ একত্র করে তাদের কাছ থেকে স্বীকারোক্তি গ্রহণ করেন এই মর্মে যে, 'আল্লাহ ছাড়া তাদের আর কোনো মা'বুদ বা উপাস্য নেই'। এ প্রসংগে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ ۛ شَهِدْنَا ۛ أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ. أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ ۖ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ.

"স্মরণ কর, তোমার প্রতিপালক আদম সন্তানের পৃষ্ঠদেশ থেকে তার বংশধরকে

www.nagorikpathagar.org

বের করেন এবং তাদের নিজেদের সম্বন্ধে স্বীকারোক্তি গ্রহণ করেন এবং বলেন, 'আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই?' তারা বলে, 'নিশ্চয়ই; আমরা সাক্ষী থাকলাম।' এই স্বীকৃতি গ্রহণ এইজন্য যে, তোমরা যেন কেয়ামতের দিন না বল, 'আমরা তো এ বিষয়ে গাফেল ছিলাম, কিংবা তোমরা যেন না বল, 'আমাদের পূর্ব-পুরুষগণই তো আমাদের পূর্বে শিরক করে, আর আমরা তো তাদের পরবর্তী বংশধর; তবে কি পথভ্রষ্টদের কৃতকর্মের জন্য তুমি আমাদেরকে ধ্বংস করবে।"
{*৭-সূরা আরাফ : ১৭২-১৭৩*}

এই আয়াতের ভিত্তিতে নিঃসন্দেহে বলা যায়, বিভিন্ন ধর্মাদর্শের সৃষ্টি এবং তাদের ভিত্তিতে আদম সন্তানের বিভক্ত হওয়ার কোনো যুক্তি নেই। তবুও মানবজাতি ধর্মাদর্শের ভিত্তিতেই বিভক্ত হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, আদম সন্তানের শারীরিক গঠন ও গায়ের রংয়ের যে বিভিন্নতা আছে, সেগুলো আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির সৌন্দর্য। তাই এর ভিত্তিতে বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত হওয়া কোনো অন্যায় নয় বরং আল্লাহ তা'আলার নিখুঁত সৃষ্টির সৌন্দর্যের বহির্প্রকাশ। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا ؕ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ.

"হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী থেকে, পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে অধিক মুত্তাকী। আল্লাহ সব কিছু জানেন, সমস্ত খবর রাখেন।"
{*৪৯-সূরা হুজুরাত : ১৩*}

মানবজাতি ধর্মাদর্শের ভিত্তিতে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হলেও, তাদেরকে সাধারণত– (১) আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত নবী ও রাসূল, (২) মুসলিম বা বিশ্বাসী, (৩) অমুসলিম বা অবিশ্বাসী এই তিনটি দলে বিভক্ত করা যায়–

আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত নবী ও রাসূল

এ দলের সকলেই যদিও আদম সন্তান তবুও তারা দায়িত্ব পালনের ভিত্তিতে অন্য মানুষের তুলনায় আলাদা এবং শ্রেষ্ঠ। কারণ আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে মানবজাতির মধ্য থেকে মনোনীত করে মানুষের কাছে তাওহীদের বাণী প্রচারের জন্য নিয়োজিত করেছিলেন। সঙ্গত কারণেই এই দলকে বলা হয় "রিসালত" যা ছিলো মানবজাতির কাছে দেয়া আল্লাহ তা'আলার পূর্ব প্রতিশ্রুতির [*সূরা*

www.nagorikpathagar.org

আল-বাকারাহ, আয়াত নং ৩৮] বহিঁপ্রকাশ। নবী ও রাসূলকে আল্লাহ তা'আলা মনোনীত করেছিলেন মানুষ জাতির জন্য সু-খবরদাতা এবং সতর্ককারী হিসেবে, যাতে আল্লাহ তা'আলার বিরুদ্ধে তাদের কোনো অভিযোগ না থাকে। এ প্রসংগে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

رُسُلًا مُّبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌۢ بَعْدَ الرُّسُلِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا.

"সব রাসূলকেই আল্লাহ সু-খবরদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে প্রেরণ করেছিলেন যেন লোকদের কোনো কৈফিয়ত না থাকে আল্লাহর বিরুদ্ধে রাসূলগণের আগমনের পর, আর আল্লাহ ক্ষমতাবান, জ্ঞানময়।" { *৪-সূরা নিসা : ১৬৫* }

এই গুরুদায়িত্ব পালন করতে গিয়ে নবী-রাসূল সকলকেই নানাবিধ সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনও তাদেরকে সহ্য করতে হয়েছে এবং অনেক নবীকে কাফেররা হত্যা করেছে। তাই মানুষের মধ্যে নবী-রাসূল ছিলেন আল্লাহ তা'আলার নিকটতম বন্ধু, একনিষ্ঠ বান্দা, তাওহীদের বাহক ও সৎপথ প্রদর্শনকারী এবং আল্লাহ তা'আলার নির্দেশিত জীবন বিধানে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণকারী। আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত সব নবী-রাসূলই মানবজাতির কাছে তাওহীদের বা একত্ববাদের দাওয়াত সঠিকভাবে পৌঁছে দিয়েছেন। এ ব্যাপারে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উদাহরণ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

لَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ اِنِّىْۤ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ.

"আমি তো নূহকে প্রেরণ করেছিলাম তার সম্প্রদায়ের নিকট এবং সে বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোনো ইলাহ [*উপাস্য*] নেই। আমি তোমাদের জন্য মহাদিনের শাস্তির আশংকা করছি।"
{ *৭-সূরা আরাফ : ৫৯* }

[*আল্লাহ তা'আলার সাথে শরীক স্থির করা অথবা মূর্তিপূজা শুরু হয় নূহ (আ.)-এর জাতি থেকে। আদমের (আ.) মৃত্যুর পর তার পুত্র শিস (আ.) দায়িত্ব গ্রহণ করেন হাদীস থেকে এটি জানা যায়, নূহের (আ.) পূর্বে ইদ্রিস (আ.) ছিলেন আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত প্রথম নবী। আদমের (আ.) মৃত্যুর পর থেকে নূহের (আ.) জন্ম পর্যন্ত সময়ের ব্যবধান ছিলো এক হাজার বছর {ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেছেন, 'আদম ও নূহের মধ্যে সময়ের ব্যবধান ছিলো দশ শতাব্দী অর্থাৎ এক হাজার বছর (নবীদের কাহিনী, ইবনে কাসীর, পৃষ্ঠা ৩৭)}। মূর্তিপূজা কিভাবে শুরু হয় তার বর্ণনা নবীদের কাহিনী {ইবনে কাসীর (র.), পৃষ্ঠা ৩৮ থেকে দেয়া হল, 'অনেক যুগ ধরে নূহের (আ.) জাতি মূর্তিকে ইলাহ হিসেবে স্থির করে ইবাদত*

www.nagorikpathagar.org

করছিল। তারা বিশ্বাস করতো এই মূর্তিগুলো তাদের জন্য মঙ্গল বয়ে আনবে, খারাপ সত্তা থেকে রক্ষা করবে এবং তাদের সব চাহিদা পূরণ করবে। তারা এই মূর্তিগুলোর নাম দিয়েছিল যেমন, ওদ্দা, সুওয়া, ইয়াগুস, ইয়াউক এবং নাসর। এই নামকরণ তারা করেছিল মূর্তিগুলোর শক্তির উপর তারা যেভাবে বিশ্বাস করতো তার ভিত্তিতে। সূরা নূহ, আয়াত নং ২৩, এ প্রসংগে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : এবং তারা {নূহজাতির সর্দাররা তাওহীদের দাওয়াত পেয়ে নূহজাতিকে} বললো, 'তোমরা আপন মা'বুদ ওদ্দা, সুওয়া, ইয়াগুস, ইয়াউক এবং নাসর ইত্যাদি দেব-দেবীকে কখনও ত্যাগ করো না।

প্রকৃতপক্ষে শুরুতে এইগুলো ছিলো নূহজাতির কিছু ভালো লোকের নাম। তাদের মৃত্যুর পর নূহের জাতি এদের স্মরণে তাদের মূর্তি তৈরি করে। কিছু কাল পরে নূহজাতি প্রকৃত উদ্দেশ্য থেকে বিস্মৃত হয়ে এই মূর্তিগুলোর ইবাদত শুরু করে। পরবর্তী প্রজন্মরা জানত না কি কারণে এই মূর্তিগুলো তৈরি করা হয়েছিল, তারা শুধু মনে করতো তাদের পূর্ব পুরুষরা এই মূর্তিগুলোর কাছে প্রার্থনা করেছে। এইভাবেই মূর্তিপূজা শুরু হয়। ইবনে আব্বাস (রা.) এ ব্যাপারে ব্যাখ্যা করেছেন, 'এই সমস্ত পরহেযগার বান্দাদের মৃত্যুর পর, তাদেরকে স্মরণ করার জন্য শয়তান নূহজাতিকে অনুপ্রাণিত করে তাদের মূর্তিগুলো দাঁড় করাতো যে জায়গায় তারা বসবাস করতো। কিন্তু শুরুতে নূহ জাতি এই মূর্তিগুলোর ইবাদত করতো না, পরবর্তী সময় নূহজাতি সত্যপথ থেকে বিভ্রান্ত হয়ে এগুলোর পূজা শুরু করে। } এই ঘটনা থেকে শিক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে জ্ঞানীগুণী লোকদের মৃত্যুর পর তাদের স্মরণে মূর্তি তৈরি করা অত্যন্ত গুরুতর অন্যায় কারণ পরবর্তী প্রজন্ম এই মূর্তিগুলো নিয়ে কি ধরনের আচরণ করবে তার নিশ্চয়তা কেউ দিতে পারবে না। প্রসংগত আরো উল্লেখ্য যে, নূহ (আ.)-এর জাতির মূর্তিগুলোর প্রচলন পরবর্তীতে আরবদের মধ্যে চালু হয়। *ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন যে, নূহের কওমে যেসব মূর্তি ও প্রচলন ছিলো, পরবর্তী সময়ে তা আরবদের মধ্যেও চালু হয়েছিল। 'ওদ্দ' ছিলো কালব গোত্রের দেব-মূর্তি। দাওমাতুল জান্দাল নামক স্থানে ছিলো এর মন্দির। 'সুওয়া' ছিলো মক্কার নিকটবর্তী হুযাইল গোত্রের দেব-মূর্তি। 'ইয়াগুস' ছিলো প্রথমে মুরাদ গোত্রের এবং পরে (মুরাদের শাখা গোত্র) বনী গাতিফের দেবতা। এর আস্তানা ছিল 'সাবার' নিকটবর্তী 'জাওফ' নামক স্থানে। 'ইয়াউক' ছিলো হামদান গোত্রের দেব-মূর্তি আর নাসর ছিলো 'যুল-কালা' গোত্রের হিমু- ইয়ার' শাখার দেব-মূর্তি। 'নাসর' নূহের কওমের কিছু সৎ লোকের নামও ছিলো। এ লোকগুলো মারা গেলে তারা যেখানে বসে মজলিস করতো, শয়তান সেখানে কিছু মূর্তি তৈরি করে স্থাপন করতে তাদের কওমের লোকের হৃদয়ে অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করে। তাই তারা সেখানে কিছু মূর্তি তৈরি করে স্থাপন করে। কিন্তু তখনও ঐসব মূর্তিও পূজা করা হতো না। পরে ঐ লোকগুলো মারা গেলে এবং মূর্তিগুলো সম্পর্কে সত্যিকার জ্ঞান বিলুপ্ত হলে লোকজন তাদের পূজা করতে শুরু করে। {সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড ৪, ৪৫৫১}*

وَاِلٰى عَادٍ اَخَاهُمْ هُوْدًا ؕ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ.

"আদ জাতির নিকট তাদের ভ্রাতা হুদকে প্রেরণ করেছিলাম। সে বলেছিল, 'হে

www.nagorikpathagar.org

আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ নেই। তোমরা কি সাবধান হবে না?" *[৭-সূরা আরাফ : ৬৫]*

وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ۗ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً ۖ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ ۖ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ.

"সামূদ জাতির নিকট তাদের ভ্রাতা সালেহকে প্রেরণ করেছিলাম। সে বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোনো ইলাহ নেই। তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালক থেকে স্পষ্ট নিদর্শন এসেছে। আল্লাহর এই উষ্ট্রী তোমাদের জন্য একটি নিদর্শন। এটিকে আল্লাহর জমিতে চরে খেতে দাও এবং এটিকে কোনো ক্লেশ দিও না, দিলে মর্মন্তুদ শাস্তি তোমাদের উপর আপতিত হবে।" *[৭-সূরা আরাফ : ৭৩]*

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۗ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ.

"মাদিয়ানবাসীদের নিকট তাদের ভ্রাতা শুআইবকে প্রেরণ করেছিলাম। সে বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোনো ইলাহ নেই; তোমাদের প্রতিপালক থেকে তোমাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণ এসেছে। সুতরাং তোমরা মাপ ও ওজন ঠিকভাবে দেবে; লোকদেরকে তাদের প্রাপ্য বস্তু কম দেবে না এবং দুনিয়ায় শান্তি স্থাপনের পর বিপর্যয় ঘটাবে না; তোমরা মু'মিন হলে তোমাদের জন্য এটি কল্যাণকর।" *[৭-সূরা আরাফ : ৮৫]*

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۖ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.

"বল [*মুহাম্মদ তুমি বল*] হে মানুষ [*সমস্ত মানবজাতি*]! আমি [*মুহাম্মদ*] তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহর রাসূল, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের অধিকারী; তিনি ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ নেই; তিনি জীবিত করেন ও মৃত্যু ঘটান; সুতরাং

www.nagorikpathagar.org

তোমরা ঈমান আন আল্লাহর প্রতি ও তাঁর বার্তাবাহক উম্মী নবীর প্রতি [*মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি*] যে আল্লাহ্ ও তাঁর বাণীতে [*আল-কুরআনে*] ঈমান আনে এবং তোমরা তাঁর অনুসরণ কর যাতে তোমরা পথ পাও [*দুনিয়াতে শান্তি ও আখেরাতের শাস্তি থেকে মুক্তির জন্য সঠিক পথ*]।" { *৭-সূরা আরাফ : ১৫৮* }

উপরোক্ত আয়াতে উল্লিখিত জাতি ছাড়াও মানবজাতির অন্যান্য সম্প্রদায়ের কাছেও তাওহীদের দাওয়াত দিতে আরো অনেক নবী আল্লাহ্ তা'আলা প্রেরণ করেছেন, তবে তাদের অনেকের নাম আল-কুরআনে আল্লাহ্ তা'আলা উল্লেখ করেননি। এ প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন–

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِىْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلاً اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ.

"আল্লাহর ইবাদত করার ও তাগুতকে বর্জন করার নির্দেশ দেবার জন্য আমি তো প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল প্রেরণ করেছি।" { *১৬-সূরা নাহল : ৩৬* }

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَّنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ط وَمَا كَانَ لِرَسُوْلٍ اَنْ يَّاْتِىَ بِاٰيَةٍ اِلاَّ بِاِذْنِ اللّٰهِ ج فَاِذَا جَاءَ اَمْرُ اللّٰهِ قُضِىَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُوْنَ.

"আমি তো তোমার পূর্বে অনেক রাসূল প্রেরণ করেছিলাম; তাদের কারও কারও কথা তোমার নিকট বিবৃত করেছি এবং কারও কারও কথা তোমার নিকট বিবৃত করিনি। আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কোনো নিদর্শন উপস্থিত করা কোনো রাসূলের কাজ নয়। আল্লাহর আদেশ আসলে ন্যায় সংগতভাবে ফায়সালা হয়ে যাবে। তখন মিথ্যাশ্রয়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। { *৪০-সূরা আল মুমিন : ৭৮* }

অর্থাৎ সব নবী-রাসূলদের মধ্যে শুধুমাত্র ২৫ জনের নাম আল-কুরআনে উল্লেখ আছে। তাদের মধ্যে মাত্র ৫ জন: মুহাম্মদ (সা.), নূহ, ইব্রাহীম, মূসা এবং ঈসা (আ.) বিশেষভাবে উল্লেখ্য এবং সম্মানিত।

তাগুতের বিরুদ্ধে সত্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নবী-রাসূলদের আল্লাহ্ তা'আলা বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলার প্রেরিত রাসূলদেরকে মানব সম্প্রদায়ের কাছে রাসূল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নবী-রাসূলদের কাউকে আল্লাহ্ তা'আলা অলৌকিক ক্ষমতা দিয়েছিলেন। মূসা (আ.)-এর লাঠি দিয়ে সাগরের পানিকে দুই ভাগ করেন, ঈসা (আ.) মৃতকে জীবিত করেন এবং শেষ নবী (সা.) আংগুলের ইশারায় চাঁদকে দ্বিখণ্ডিত করেন ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখ্য। এ-রকম অলৌকিক শক্তি, তারা তাওহীদ প্রচারে এবং আল্লাহ্ তা'আলার

www.nagorikpathagar.org

আদেশ ছাড়া কখনোই ব্যবহার করেননি। মানবজাতির অনেকেই শয়তানের প্ররোচনায় নবী হিসেবে মিথ্যা দাবি করেছে কিন্তু তারা পক্ষান্তরে ইতিহাসে পরিণত হয়েছে কারণ তাদের উদ্ধত দাবিকে আল্লাহ্ তা'আলা বানচাল করে দিয়েছেন।

মুসলিম বা বিশ্বাসী

আল্লাহ্ তা'আলার প্রেরিত সব নবী-রাসূল এবং আসমানী কিতাবে বিশ্বাসী এবং শেষ কিতাব আল-কুরআনের অনুসারীদেরকে বলা হয় বিশ্বাসী বা মুসলিম। প্রত্যেক নবী-রাসূলদের সময়ে যারা তাওহীদের দাওয়াত গ্রহণ করে তাদের আনীত কিতাব বা নির্দেশ অনুযায়ী জীবন যাপন করেছে তারাই হলো, বিশ্বাসী বা মুসলিম [*আত্মসমর্পণকারী*]। সব নবী-রাসূলই তাওহীদের দাওয়াত এবং সত্য ধর্মের দিকনির্দেশনাসহ প্রেরিত হয়েছিলেন। কাজেই বলতে বাধা নেই সকল নবী-রাসূল এবং তাদের অনুসারীরা সকলেই মুসলিম। ইব্রাহীম (আ.)-এর পরে যত নবী-রাসূল প্রেরিত হয়েছেন, তাঁরা ইব্রাহীম (আ.)-এর বংশ থেকে মনোনীত হয়েছিলেন। এজন্যই ইব্রাহীম (আ.) নিজে মুসলিম অর্থাৎ তিনি মুসলিম উম্মতের বা বিশ্বাসীদের পিতা [*সূরা আল-হজ, আয়াত নং ৭৮ দ্রষ্টব্য*]। এ প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন—

مَا كَانَ إِبْرٰهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلٰكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا ؕ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرٰهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا ؕ وَاللّٰهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ.

"ইব্রাহীম ইয়াহুদীও ছিলো না, খৃষ্টানও ছিলো না; সে ছিলো একনিষ্ঠ [*হানিফ*], আত্মসমর্পণকারী [*মুসলিম*] এবং সে মুশরিকদের [*মূর্তিপূজক*] অন্তর্ভুক্ত ছিলো না। যারা ইব্রাহীমের অনুসরণ করেছিল তারা এবং এই নবী [*মুহাম্মদ (সা.)*] ও যারা [*মুসলিম*] ঈমান এনেছে মানুষের মধ্যে তারা ইব্রাহীমের ঘনিষ্ঠতম [*বংশধর*]। আল্লাহ্ মু'মিনদের অভিভাবক।" {*৩-সূরা আলে-ইমরান : ৬৭-৬৮*}

ইব্রাহীম (আ.)-এর অনুসারী এবং ঘনিষ্ঠতম যারা, তারা সকলেই মুসলিম। তবে তাঁর বংশধরের সকলেই মুসলিম নয়। ইব্রাহীম (আ.) অনেকগুলো কঠিন পরীক্ষায় কৃতকার্য হওয়ায় আল্লাহ্ তা'আলা ইব্রাহীম (আ.)-কে মানবজাতির নেতা হিসেবে মনোনীত করলেন। এই সুযোগে ইব্রাহীম (আ.) প্রশ্ন করেছিলেন যে, তার সন্তান-সন্ততিও তার মতো নেতা হবে কী, উত্তরে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন—

www.nagorikpathagar.org

وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۖ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۖ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ.

"যখন ইব্রাহীমকে তাঁর প্রতিপালক কয়েকটি বিষয়ে পরীক্ষা করলেন, অতঃপর তিনি তা পূর্ণ করে দিলেন, তখন প্রতিপালক বললেন, আমি তোমাকে মানবজাতির নেতা করব। তিনি [*ইব্রাহীম*] বললেন, আমার বংশধর থেকেও? আল্লাহ্ বললেন, আমার অঙ্গীকার অত্যাচারীদের পর্যন্ত পৌঁছবে না।" { *২-সূরা বাকারাহ : ১২৪*}

মুসলিম উম্মত শেষ রাসূল (সা.)-এর অনুসারী বিধায় তারা পূর্বে প্রেরিত সকল নবী-রাসূলদের অনুসারী। কাজেই তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য তারা করেন না। এই ব্যাপারে মুসলিম উম্মতের প্রতি আদেশ দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন–

قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ.

"বল [*মুহাম্মদ (সা.)*], আমরা আল্লাহকে এবং আমাদের প্রতি যা [*আল-কুরআন*] অবতীর্ণ হয়েছে এবং ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাঁর বংশধরগণের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছিল এবং মূসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীগণকে তাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে যা প্রদান করা হয়েছে তাতে ঈমান এনেছি, আমরা তাদের মধ্যে কোনো তারতম্য করি না; এবং তারাই [*আল্লাহর*] নিকট আত্মসমর্পণকারী [*মুসলিম*]।" { *৩-সূরা আলে-ইমরান : ৮৪* }

ইসলাম হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে আত্মসমর্পণ করার দ্বীন। তাই ইসলামী মূল্যবোধ প্রকৃতপক্ষে ইব্রাহীমের ধর্মাদর্শ কারণ তিনি আল্লাহ্ তা'আলার কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণকারী বান্দা হিসেবে মুসলিম ছিলেন। এই ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন–

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۚ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَٰذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ.

"... তিনি দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোনো কঠোরতা আরোপ করেননি। এটি [*ইসলাম*] তোমাদের পিতা ইব্রাহীমের মিল্লাত [*ধর্মাদর্শ*]। তিনি পূর্বে তোমাদের নামকরণ করেছেন 'মুসলিম' এবং এই কিতাবেও [*আল-কুরআন*]; যাতে রাসূল

www.nagorikpathagar.org

তোমাদের জন্য সাক্ষীস্বরূপ হয় এবং তোমরা সাক্ষীস্বরূপ হও মানবজাতির জন্য।..." { *২২-সূরা আল-হাজ্জ : ৭৮* }

পূর্ববর্তী সব আসমানী কিতাবের সারাংশ [*মূল*] হিসেবে আল্লাহ্ তা'আলা যখন শেষ রাসূল (সা.)-কে আল-কুরআনসহ প্রেরণ করেন, তখন পূর্বের সব কিতাবের বিধিনিষেধ এবং ধর্মাদর্শের মূল্যবোধ বাতিল হয়ে যায়। এজন্যই ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের মধ্যে যারা আল-কুরআন এবং শেষ রাসূল (সা.)-এর উপর বিশ্বাস স্থাপন করে তারাই মুসলিম হয়ে বিশ্বাসী হিসেবে রয়ে গেলো। আর যারা আল-কুরআন এবং শেষ রাসূল (সা.)-কে প্রত্যাখ্যান করলো তারা অবিশ্বাসীতে পরিণত হলো যদিও তারা পূর্ববর্তীতে বিশ্বাসী ছিলো কারণ তারা মরিয়মের তনয় ঈসা (আ.) এবং মূসার (আ.) অনুসারী ছিলো। এজন্যই আল-কুরআন নাযিল হওয়ার পর শুধুমাত্র তাদেরকেই বিশ্বাসী বলা যায়, যারা আল-কুরআন, শেষ রাসূল এবং পূর্ববর্তী সব নবী-রাসূলে বিশ্বাসী। মানবজাতির যারা মুসলিম হওয়ার যোগ্যতা রাখে বা প্রকৃতপক্ষে আত্মসমর্পণকারী, তাদের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন–

وَمَنْ يَّرْغَبُ عَنْ مِّلَّةِ اِبْرٰهٖمَ اِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهٗ ؕ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنٰهُ فِى الدُّنْيَا ۚ وَاِنَّهٗ فِى
الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ۔ اِذْ قَالَ لَهٗ رَبُّهٗۤ اَسْلِمْ ۙ قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۔ وَوَصّٰى
بِهَآ اِبْرٰهٖمُ بَنِيْهِ وَيَعْقُوْبُ ؕ يٰبَنِىَّ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى لَكُمُ الدِّيْنَ فَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا
وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ۔

"যে নিজেকে নির্বোধ [*আক্কেলরহিত, চিন্তাশক্তিহারা*] করেছে সে ব্যতীত ইব্রাহীমের ধর্মাদর্শ [*ইসলাম/মুসলিম*] থেকে আর কে বিমুখ হবে। পৃথিবীতে তাকে [*ইব্রাহীম*] আমি মনোনীত করেছি, পরকালেও সে সৎকর্মপরায়ণদের অন্যতম [*শ্রেষ্ঠ*]। তার প্রতিপালক যখন তাকে বলেছিলেন, 'আত্মসমর্পণ কর, সে বলেছিল, 'জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট আত্মসমর্পণ করলাম।' এবং ইব্রাহীম ও ইয়াকুব এই সম্বন্ধে তাদের পুত্রগণকে নির্দেশ দিয়েছিল, 'হে পুত্রগণ! আল্লাহ তোমাদের জন্য এই দ্বীনকে [*ইসলাম*] মনোনীত করেছেন। সুতরাং আত্মসমর্পণকারী [*মুসলিম*] না হয়ে তোমরা কখনও মৃত্যুবরণ করো না।" { *২-সূরা বাকারাহ : ১৩০-১৩২* }

অতএব বলা যথার্থ যে, ইব্রাহীমের (আ.) ধর্মাদর্শ 'ইসলাম' এবং 'ইসলামী মূল্যবোধে আত্মসমর্পণকারীরাই হচ্ছে মুসলিম বা বিশ্বাসী। এ প্রসংগে পরিষ্কার করে বুঝার জন্য সূরা আল-হজের ৭৮ নম্বর আয়াত দ্রষ্টব্য। অতএব ইসলামই একমাত্র দ্বীন [*জীবনাদর্শ*], যা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট গ্রহণযোগ্য এবং মানবের

www.nagorikpathagar.org

জন্য পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। অতএব অন্য কোনো জীবনাদর্শ, ধর্মাদর্শ, মতবাদ, সমাজতন্ত্র, সাম্যবাদ এবং ধর্মনিরপেক্ষতার মূল্যবোধ আল্লাহ তা'আলার কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ ইসলাম [*আল্লাহ তা'আলার প্রতিষ্ঠিত জীবনাদর্শের মূল্যবোধ*] ব্যতীত অন্য সব জীবনাদর্শ, ধর্মাদর্শ এবং জীবন ব্যবস্থার মূল্যবোধ মানুষ প্রবৃত্তির চাহিদায় একটি বিশেষ গোষ্ঠীর স্বার্থে সৃষ্টি বা তৈরি হয়েছে বা হয়ে থাকে। দ্বীন সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ ج وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ.

"ইসলাম আল্লাহর নিকট একমাত্র দ্বীন। কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো দ্বীন [*জীবন ব্যবস্থা বা জীবনাদর্শ*] গ্রহণ করতে চাইলে তা কখনও কবুল করা হবে না এবং সে হবে পরলোকে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।" *{৩-সূরা আলে-ইমরান : ১৯, ৮৫}*

অতএব আল-কুরআনে বিশ্বাসী মুসলিম উম্মতই আল-ইসলামী মূল্যবোধের আলো অন্তরে বহন করে, যাকে বলা হয় হেদায়াতের আলো, এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

اَللّٰهُ نُورُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ط مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكٰوةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ط اَلْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ط اَلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبٰرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَّلَا غَرْبِيَّةٍ لا يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ط نُورٌ عَلٰى نُورٍ ط يَهْدِي اللّٰهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ ط وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ ط وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.

"আল্লাহ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের জ্যোতি। তাঁর জ্যোতির উদাহরণ যেন একটি প্রদীপঘর, যাতে আছে একটি প্রদীপ, প্রদীপটি একটি কাঁচপাত্রে স্থাপিত, কাঁচপাত্রটি উজ্জ্বল নক্ষত্র সদৃশ। তাতে পূতঃপবিত্র যয়তুন বৃক্ষের তেল প্রজ্বলিত হয়, যা পূর্বমুখী নয় এবং পশ্চিমমুখীও নয়। অগ্নি স্পর্শ না করলেও তার তেলই যেনো আলো ছড়াচ্ছে। জ্যোতির উপর জ্যোতি। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথ দেখান তাঁর জ্যোতির (নূর) দিকে। আল্লাহ মানুষের জন্যে দৃষ্টান্তসমূহ বর্ণনা করেন এবং আল্লাহ সব বিষয়ে জ্ঞাত।" *{২৪-সূরা নূর : ৩৫}*

উপরোক্ত আয়াতে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আল্লাহ তা'আলা উল্লেখ করেছেন, (১) আল্লাহ তা'আলাই নভোমণ্ডল ও পৃথিবীর জ্যোতি/আলো [*আল্লাহ তা'আলার পবিত্র নির্দেশেই সূর্য ও চন্দ্র বিশ্বজগতকে আলোকিত করে, {অনুবাদ, সূরা আন-নূর, জালাল উদ্দিন সুয়ুতি}*] (২) "মাছালু নূরিহি কামিশকাওয়া" তাফসীরকারকদের মধ্যে এই সর্বনাম

www.nagorikpathagar.org

দিয়ে কাকে বুঝানো হয়েছে এ ব্যাপারে দু'রকম ব্যাখ্যা রয়েছে। (ক) আল্লাহর নূরে হেদায়াত, যা মুসলিমদের অন্তরে সৃষ্টিগতভাবে বিদ্যমান আছে [ইবনে আব্বাস (রা.), আত-তাবারী ১৯:১৭৯, ইবনে কাসীর, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ৮৪]। (খ) মুসলিম উম্মতকে বুঝানো হয়েছে, এটিই অধিকাংশ আলেমদের মতামত [*জালাল উদ্দিন সুয়তি, মাযহারী, ইবনে কাসীর, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ৮৫ আন-নূর*]। যা হোক, মুসলিম উম্মতের বক্ষদেশ হচ্ছে একটি তাকের মতো, তার মধ্যে হৃদয় হচ্ছে একটা রূপক প্রদীপ সদৃশ। তার মধ্যে যে যয়তুনের তেলের কথা বলা হয়েছে, সেটি হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত নূরে হেদায়াতের দৃষ্টান্ত। হৃদয়ের মধ্যে গচ্ছিত রাখা এই তেলের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সত্যকে সহজে গ্রহণ করার ক্ষমতা। যয়তুনের তেল যেমন অগ্নির স্পর্শে প্রজ্বলিত হয়ে অপরকে আলোকিত করে তেমন মুসলিম উম্মতের হৃদয়ে রাখা প্রদীপ আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত ওহী ও জ্ঞানের সাথে মিলিত হয়ে আলোকিত হয়, যা সারাবিশ্বকে আলোকময় করে। এই প্রদীপ বা হেদায়াত গ্রহণ করার ক্ষমতা সব আদম সন্তানের হৃদয়ের মধ্যে রয়েছে যাকে বলা হয় সহজাত প্রকৃতি বা আল-ফিতরাত। তাই যারা আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত আসমানী কিতাবের নির্দেশ ও নবীদের উপদেশ গ্রহণ করে তাদের হৃদয়ের অন্ধকার দূরীভূত হয়ে সত্যের আলোকে উদ্ভাসিত হয়। আর যারা সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে বিমুখ হয়, তাদের হৃদয়ে প্রদীপ থাকা সত্ত্বেও হেদায়াতের সংস্পর্শের অভাবে অন্ধকারেই থেকে যায়।

হুজ্জাতুল ইসলাম, ইমাম গাজ্জালী (র.) মানুষের হৃদয়ের এই ক্ষমতাকে বলেছেন, "বিচারাক্ষম শক্তি" বা র‍্যাশনাল ফ্যাকাল্টি। ইমাম গাজ্জালী (র.) উল্লিখিত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, "Know that eyesight'sight is branded with many kinds of imperfection: It sees other things while not seeing itself. It does not see what is far away from it. It does not see what is behind a veil. It sees manifest things, but not nonmanifest ones. It sees some of the existent things, but not all of them. It sees the finite things, but not that which is infinite. And it commits many errors in seeing: It sees the large as small, the far as near, the motoinless as moving, and the moving as motionless. These seven imperfections are never separate from the outward eye. If there is an eye to be found among the eyes, free of all these imperfections, tell me whether or not it is more worthy of the name "Light".

www.nagorikpathagar.org

Know also that the heart of the human being has an eye whose qualities of perfection are precisely this [*lack of the seven imperfections*]. It is this eye that sometimes called the rational faculty, sometimes the spirit, and sometimes the human soul. However, put aside these expressions; because when they become many, they make the person of weak insight imagine many things. What we mean by this eye is that meaning whereby the rational person is distinguished from suckling infants, animals, and madmen. Therefore, let us call it the "rational faculty", in keeping with the technical terms of most people. Therefore, we say: The rational faculty is more worthy to be named light than the outward eye, because its measure is lifted beyond the seven imperfections, which are: First, that the eye cannot see itself, while the rational faculty percives other things and its own attributes. Since it percives itself as knowing and powerful, it percives its knowledge of itself, it percives its knowledge of its knowledge of itself, it percives its knowledge of its knowledge of its knowledge of itself, and so *on ad infinitum*. This is a characteristic that in inconceivable in that which percives through bodily instruments. And behind this lies a mystery that would take too long to explain.{*The Niche of Lights (Miskhat al-anwer), Page # 5, Bingham Young University Press, Utah, USA 1998*}.

অনুবাদ : জেনে রাখ, চোখের দৃষ্টিতে রয়েছে বহু ধরনের অসম্পূর্ণতা চোখ অন্য বস্তু দেকে অথচ নিজকে দেখতে পারে না, দূরের বস্তু দেখতে পারে না। পর্দার আড়ালের বস্তু দেখতে পারে না। প্রকাশ্যেও বস্তু দেখতে পারলেও অপ্রকাশ্য বস্তু দেখে না। বিদ্যমান বস্তু দেখে তবে সকল বস্তু নয়। সীমাবদ্ধ বস্তু দেখলেও, যা অসীম তা দেখে না এবং দেখায় চোখ অনেক ভুল করে। বড় বস্তু ছোট, দূরকে নিকট এবং ছোট বস্তুকে বড় দেখে। স্থির বস্তু গতিশীল আর গতিশীলকে দেখে স্থির। এই সাতটি অসম্পূর্ণতা কখনোই বাহ্যিকদৃষ্টি থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না।

www.nagorikpathagar.org

এছাড়াও এমন এক দৃষ্টিশক্তি পাওয়া যায়, যার মধ্যে এরকম অসম্পূর্ণতা থাকবে না। এটার নাম হবে "আলো" বা লাইট।

জেনে রাখ, মানুষের হৃদয়ের চোখে রয়েছে দৃষ্টি ক্ষমতা, যার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সম্পূর্ণতা [অর্থাৎ সাতটি অসম্পূর্ণতা তার মধ্যে নাই]। এই দৃষ্টিশক্তিকে বলা যায় "বিচক্ষণ ক্ষমতা, নৈতিক শক্তি অথবা মানব আত্মা"। যা হোক এরকম অভিব্যক্তি থেকে বিরত থাকা যাক, কারণ যখন এভাবে সংখ্যা বেড়ে যায় তখন মানব দুর্বল প্রকৃতি বহুবিদ চিন্তা করে। এটা বুঝানো হচ্ছে যে, মানব বিচক্ষণতা ক্ষমতা দুগ্ধপোষ্য শিশু, পশু এবং পাগলের মধ্যে যে তফাৎ রয়েছে যা সহজেই চিহ্নিত করতে পারে। সুতরাং এটাকে বলা যেতে পারে "বিচক্ষণতা শক্তি", যা অনেকের কাছে প্রায়োগিক বিষয় হিসেবে আখ্যায়িত হয়ে থাকে। বিচক্ষণ ক্ষমতাকে "আলো" নাম দেয়া বাহ্যিক চোখদৃষ্টির থেকে বেশি গ্রহণযোগ্য হবে। কারণ বিচক্ষণ শক্তি বাহ্যিক চোখদৃষ্টির সাতটি অপূর্ণতার বাইরেও বহু বিষয় নির্ণয় করতে পারে। প্রথমত: চোখদৃষ্টি নিজেকে দেখতে পারে না, তবে বিচক্ষণ ক্ষমতা অন্য বস্তু এব বৈশিষ্ট্যসমূহ অনুধাবন করতে পারে। যেহেতু এটা নিজের সম্পর্কে জানতে পারে, হৃদয়ঙ্গম করতে পারে তাই হৃদয়ের দৃষ্টি "বিচক্ষণতা" শক্তিশালী। এটা নিজের জ্ঞান সম্পর্কে নিজেই হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। এটা সীমাহীনভাবে কল্পনাও করতে পারে। *[দি নাইকি অফ লাইটস (মিশকাত আল-আনোয়ার), পৃষ্ঠা-৫, বিঙ্গহাম ইয়োংগ ইউনিভারসিটি প্রেস, ইয়োটা, ইউ এস এ ১৯৯৮]*।

মানুষের হৃদয় প্রদীপ সদৃশ এবং বিচারাক্ষম শক্তি সম্পৃক্ত, তাই যারা আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত নূরের সংস্পর্শে [*আল-কুরআনের হেদায়াত*] হেদায়াত প্রাপ্ত হয়ে আলোকময় হয়, তাদের হৃদয়কে উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "জ্যোতির উপর জ্যোতি" অর্থাৎ লাইট আপন লাইট"। এই হৃদয় [*জ্যোতি*] হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার হেদায়াতের নূরে পরিশুদ্ধ ও পবিত্র। হেদায়াতের নূরে আলোকিত হয়ে হৃদয় প্রশান্তি লাভ করে তাতে ঠাণ্ডা বা গরমের ক্ষতির কোনো ভয় নেই। { *সুয়ুতি, পৃষ্ঠা ৭৫৯* }। এইভাবে রূপক উদাহরণ সম্পৃক্ত আয়াত আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেছেন, যাতে মানব সন্তান চিন্তাভাবনা করে সহজেই হেদায়াতের আলো গ্রহণ করতে পারে।

অমুসলিম বা অবিশ্বাসী

যারা শেষ রাসূল (সা.) এবং আসমানী কিতাবে [*আল-কুরআনে*] বিশ্বাসী নয়, অর্থাৎ নবী-রাসূল এবং তাদের অনুগত মুসলিম ছাড়া পৃথিবীর বাকী আর সকলেই অবিশ্বাসী। এদের মধ্যে যারা আল-কুরআনের দাওয়াত পাওয়ার পর তার সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েও আল-কুরআনে বিশ্বাস করা এবং তাতে বর্ণিত জীবনাদর্শের

www.nagorikpathagar.org

মূল্যবোধ থেকে মুখ ফিরিয়ে ঔদ্ধত্য দেখায় তারাই "কাফের" [*জেনে শুনে সত্য প্রত্যাখ্যানকারী*]। এ পর্যায়ে কাফের শব্দের অর্থ পরিষ্কারভাবে বুঝার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। আরবী শব্দ 'কাফের' আভিধানিক অর্থ কোনো কিছুকে ঢেকে রাখা। কৃষক শস্যের বীজ মাটি দিয়ে ঢেকে দেয়, এজন্যই কৃষককে আরবীতে বলা হয় কাফের, কারণ কৃষক মাটিতে ঢেকে রাখা বীজ সম্পর্কে সুনিশ্চিতভাবে জ্ঞাত থাকে।

অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদ সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে অবগত হওয়ার পর, একত্ববাদকে অস্বীকার করার অর্থ হচ্ছে শস্যের বীজের মতোই সত্যকে ঢেকে ফেলা বা গোপন করা। তাই এই ব্যক্তিকে বলা হয় "কাফের"। এজন্যই তাওহীদের দাওয়াত সুস্পষ্টভাবে মানুষের কাছে না পৌঁছানো পর্যন্ত কাউকে "কাফের" বলা উচিত নয়। অথচ অনেকেই বিচার ছাড়াই মুসলিম উম্মত ব্যতিরেকে মানবজাতির সকলকেই ঢালাওভাবে কাফের হিসেবে আখ্যায়িত করে। মুসলিম উম্মতের সিংহভাগই জন্মসূত্রে আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদ সম্পর্কে সুনিশ্চিভাবে জ্ঞান লাভ করে এবং এ ব্যাপারে তারা একনিষ্ঠভাবে বিশ্বাসী। তাই এই বিশ্বাসকে সঠিকভাবে অন্যদের কাছে পৌঁছানোর গুরু দায়িত্ব তাদের উপর রয়েছে। এজন্যই বিশ্বাসীর সংজ্ঞার মধ্যে যারা অন্তর্ভুক্ত হয় না তাদেরকে অমুসলিম বা অবিশ্বাসী হিসেবে সম্বোধন করাই শ্রেয়। এ ব্যাপারে মুসলিম উম্মতের ভেবে দেখা উচিত যে, তারা যদি মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ না করে অবিশ্বাসীদের পরিবারে জন্ম নিত তাহলে তাদের অবস্থাও হয়ত অন্যান্যদের মতোই হত, তবে এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন।

যারা ধর্মান্তরিত হয়ে ইসলামী দ্বীনে আত্মসমর্পণ করে, তাদের পূর্ববর্তী জীবনের অনুভূতি সম্পর্কে জানতে পারলে এ ব্যাপারটি আরও পরিষ্কার হয়। মানবজাতির অধিকাংশই বংশ পরম্পরায় একই ধর্ম পালন করে যায়। পরিবার ও সমাজে প্রতিষ্ঠিত রীতিনীতিই তারা ধর্মীয় আচার-আচরণ হিসেবে পালন করে, কেউ ধর্মের ভিত্তির সততা ও ন্যায্যতা এবং যৌক্তিক কিনা তা নিয়ে সাধারণত মাথা ঘামায় না। সকলের ধারণা ধর্মের ব্যাপারে তাদের যতটুকু জ্ঞান আছে তাতেই যথেষ্ট এবং নিজ ধর্মের উৎপত্তি সম্পর্কেও তারা সঠিকভাবে অবগত আছে। আল-কুরআন, আরবী ভাষায় নাযিল হলেও আজ বিভিন্ন ভাষায় তার অনুবাদ অতি সহজলভ্য হয়েছে। তাই আল-কুরআনে বর্ণিত মূল বিষয় আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের জন্য যে কোনো ভাষায় আল-কুরআনের অনুবাদ পড়লেই যথেষ্ট। মানুষ যখন নিজ ধর্মের কিতাবই সাধারণত পড়ে না তখন অন্য ধর্মের কিতাব আল-কুরআন অর্থসহ পড়ার কোনো প্রয়োজন তাদের কাছে থাকতে পারে না। উল্লেখ্য মুসলিম উম্মতের বৃহত্তর অংশ আল-কুরআনের অর্থ বুঝে না, অর্থসহ পাঠ করে না। এ ব্যাপারে তাদের উৎসাহ একেবারেই নেই।

www.nagorikpathagar.org

খৃষ্টান সম্প্রদায় ইঞ্জিল অর্থাৎ বাইবেলে বিশ্বাসী। বাইবেল আল-কুরআনের মতোই আল্লাহ তা'আলার নাযিলকৃত আসমানী কিতাব, অথচ ঈসা (আ.) সম্পর্কে বাইবেলে [*বর্তমানের বাইবেল*] বর্ণিত তথ্য আর আল-কুরআনে বর্ণিত তথ্যের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাত রয়েছে। কারণ আল-কুর'আন হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার সংরক্ষিত কিতাব আর বাইবেল অসংরক্ষিত। তাই সময়ের সাথে মানুষের অবৈধ চাহিদায় বাইবেলে বর্ণিত তথ্যের আমূল পরিবর্তন হয়েছে, বিশেষভাবে ঈসার (আ.) সম্পর্কে। কাজেই বলতে দ্বিধা নেই যে, ঈসার (আ.) সম্পর্কে সঠিক তথ্য আল-কুরআন ব্যতিরেকে আর কোথাও পাওয়া যাবে না। এজন্যই খৃষ্টান সম্প্রদায় যখন আল-কুরআন থেকে ঈসা (আ.) সম্পর্কে সঠিক তথ্য সম্পর্কে অবগত হয় তখন তাদের দায়িত্ব হলো, আল-কুরআনে বর্ণিত তথ্যের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা। সঠিক তথ্য পাওয়ার পর যারা বাইবেলে বর্ণিত তথ্যে অটল থাকবে তাদেরকে বলা হবে কাফের কারণ তারা কৃষকের মতোই জানা সঠিক তথ্যের উপর ঈমান প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে তাকে গোপন করেছে। আল-কুরআনে এ ধরনের ব্যক্তিদের আল্লাহ তা'আলা কাফের হিসেবে সম্বোধন করেছেন–

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ؕ وَقَالَ الْمَسِيْحُ يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبَّكُمْ ؕ اِنَّهٗ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَاْوٰىهُ النَّارُ ؕ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلٰثَةٍ ۘ وَمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّآ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ؕ وَاِنْ لَّمْ يَنْتَهُوْا عَمَّا يَقُوْلُوْنَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ. اَفَلَا يَتُوْبُوْنَ اِلَى اللّٰهِ وَيَسْتَغْفِرُوْنَهٗ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

"তারা কাফের, যারা বলে যে, মরিয়ম-তনয়-মসীহ-ই আল্লাহ [*ঈসা (আ.) সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানার পরেও*]; অথচ মসীহ বলে, হে বনী-ইসরাঈল, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, যিনি আমার প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক। নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থির করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেন এবং তার বাসস্থান হয় জাহান্নাম। অত্যাচারীদের [*যারা শিরককে জড়িত হয়ে নিজের উপর যুলুম করে*] কোনো সাহায্যকারী নেই। নিশ্চয় তারা কাফের, যারা বলে: আল্লাহ তিনের এক; অথচ এক উপাস্য ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। যদি তারা স্বীয় উক্তি থেকে নিবৃত্ত না হয়, তবে তাদের মধ্যে যারা কুফরে অটল থাকবে [*সত্য তথ্য সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করার পরও*], তাদের উপর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি পতিত হবে।

www.nagorikpathagar.org

তারা আল্লাহর কাছে তাওবা করে না কেন [*তাওহীদে ঈমান আনে না কেন*] এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে না কেন? আল্লাহ যে ক্ষমাশীল, দয়ালু।" {*৫-সূরা মায়েদা : ৭২-৭৪*}

এই আয়াত থেকে সুস্পষ্ট যে, ঈসা (আ.) বনী-ইসরাঈলীদের কাছে নিজের পরিচয় দিয়েছিলেন আল্লাহ তা'আলার বান্দা এবং প্রেরিত রাসূল হিসেবে। আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদের স্বীকৃতি দিয়ে তাঁর মতোই সকলকে এক উপাস্যের ইবাদত করার জন্য আহ্বান করেছিলেন। পরবর্তী আয়াতে অন্য নবীদের সাথে তুলনা করে ঈসার (আ.) পরিচয় আরও সুস্পষ্টভাবে দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ ج قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ ط وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ ط كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ ط انظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ انظُرْ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ.

"মরিয়ম-তনয়-মসীহ, রাসূল ছাড়া আর কিছু নন। তাঁর পূর্বে অনেক রাসূল অতিক্রান্ত হয়েছেন আর তাঁর জননী একজন ওলী [*আল্লাহ তা'আলার প্রিয় বান্দা এবং আউলিয়া*]। তারা উভয়েই খাদ্য ভক্ষণ করতেন [*আদম সন্তান ছাড়া আর কিছুই নয়*]। দেখ, আমি তাদের জন্য কিরূপ যুক্তি-প্রমাণ বর্ণনা করি, আবার দেখ, তারা উল্টা কোন দিকে যাচ্ছে [*সত্য সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েও অস্বীকার করছে*]।" {*৫-সূরা মায়েদা : ৭৫*}

তাই বলা যায়, আল-কুরআনে বর্ণিত ঈসা (আ.) সম্পর্কে সঠিক তথ্য যদি সুস্পষ্টভাবে খৃষ্টানদের কাছে পৌছানো যায় তাহলে আশা করা যায় ইনশাআল্লাহ অনেকেই তাওহীদে বিশ্বাস করবে। প্রতিদিনই অনেক খৃষ্টান নিজ উদ্যোগে ও আল্লাহ তা'আলার সাহায্যে তাওহীদের আলোকে প্রবেশ করছে। খৃষ্টানরা যেরকম ঈসা (আ.)-কে আল্লাহ তা'আলার সাথে শরীক করে, অনুরূপ অন্যেরাও এক আল্লাহ তা'আলা ব্যতিরেকে বিশেষ কোনো মূর্তির পূজা করে। তাদের কাছেও আল-কুরআনের দাওয়াত এবং রাসূল (সা.) সম্পর্কে সঠিক তথ্য পৌছানোর পর তারা যদি তা উপেক্ষা করে, সেটি অদৃশ্য শয়তানের অনুপ্রেরণায় তারা করে থাকে। প্রকৃতপক্ষে তারা শয়তানের অনুপ্রেরণায় বিভ্রান্ত হয়ে সত্য পথ হারিয়ে ফেলে অথচ তারা মনে করে যে, তাদের পথই সঠিক পথ। এ প্রসংগে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ ص لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا ط قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ ط وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ.

"তুমি বলে দাও ঃ আমরা কি আল্লাহ ব্যতীত এমন বস্তুকে [*নিজ হাতে গড়া মূর্তি, অন্য মানুষ যেমন আউলিয়া অথবা নবী-রাসূল ইত্যাদি*] আহ্বান করব, যে আমাদের

www.nagorikpathagar.org

উপকার করতে পারে না এবং ক্ষতিও করতে পারে না? আল্লাহ আমাদেরকে সৎপথ প্রদর্শনের পর আমরা কি সেই ব্যক্তির মতো পূর্বাবস্থায় ফিরে যাব যাকে শয়তান দুনিয়ায় বিপথগামী করে উদ্ভ্রান্তের মতো হয়রান করেছে, যদিও তার সহচরগণ তাকে ঠিক পথে আহ্বান করে বলে- আস, আমাদের কাছে। তুমি বলে দাও, 'নিশ্চয় আল্লাহর পথই সুপথ এবং আমরা জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট আত্মসমর্পণ করতে আদিষ্ট হয়েছি।" { *৬-সূরা আন'আম : ৭১* }

অথচ আল-কুরআন এবং রাসূল (সা.) যে পথে তাদেরকে আহ্বান অথবা প্রদর্শন করছেন, সে পথই হচ্ছে বস্তুত আল-ইসলাম বা শান্তির পথ। { *ইবনে জারির (রা.) এই ব্যাখ্যা দিয়েছেন, ইবনে কাসীর, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩৮১; আত-তাবারী, ১১:৪৫২* }। যারা আল-কুরআনের নূর [*আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদ*] সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জ্ঞাত হওয়ার পরও নিজেদের ভ্রান্ত বিশ্বাসের অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকে, তাদের কর্ম ও বিশ্বাস সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা একটি সুন্দর উপমা দিয়ে বলেছেন-

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍۢ بِقِيْعَةٍ يَّحْسَبُهُ الظَّمْاٰنُ مَاۤءً ۗ حَتّٰٓى اِذَا جَاۤءَهٗ لَمْ يَجِدْهُ شَيْـًٔا وَّوَجَدَ اللّٰهَ عِنْدَهٗ فَوَفّٰىهُ حِسَابَهٗ ۗ وَاللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ. اَوْ كَظُلُمٰتٍ فِيْ بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَّغْشٰىهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ سَحَابٌ ۗ ظُلُمٰتٌۢ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ۗ اِذَآ اَخْرَجَ يَدَهٗ لَمْ يَكَدْ يَرٰىهَا ۗ وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهٗ نُوْرًا فَمَا لَهٗ مِنْ نُّوْرٍ.

"যারা কাফের, তাদের কর্ম মরুভূমির মরীচিকা সদৃশ, যাকে পিপাসার্ত ব্যক্তি পানি মনে করে। এমনকি, সে যখন তার কাছে যায়, তখন কিছুই পায় না এবং পায় সেখানে আল্লাহকে [*আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আর কোনো সাহায্যকারী নেই*], অতঃপর আল্লাহ তার হিসাব চুকিয়ে দেন। আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। অথবা (তাদের কর্ম) প্রমত্ত সমুদ্রের বুকে গভীর অন্ধকারের ন্যায়, যাকে উদ্বেলিত করে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ, যার উপরে ঘন কালো মেঘ আছে। একের উপর এক অন্ধকার। যখন সে তার হাত বের করে, তখন তাকে একবারেই দেখতে পায় না। আল্লাহ যাকে জ্যোতি দেন না, তার কোনো জ্যোতি নেই [তাওহীদে বিশ্বাস ছাড়া কোন কিছুই সাহায্যে আসবে না]।" { *২৪-সূরা নূর : ৩৯-৪০* }

অথচ এরা বুঝতে পারে না যে, ধর্মীয় বিশ্বাসে তাদের অবস্থান কতটুকু পথভ্রান্ত। আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত জ্যোতি আল-কুরআন থেকে হেদায়াত প্রাপ্ত হওয়ার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও যারা নিজ উদ্যোগের অভাবে জ্যোতিহীন অবস্থায় থেকে যায়, তারাই "কাফের"। অবিশ্বাসের গভীর অন্ধকারে তারা হারিয়ে যায়, কারণ নূর থেকে তারা ইচ্ছাকৃতভাবে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছে। { *তাফসীরে মাযহারী, সূরা নূর, পৃষ্ঠা ৯৪৮-৪৯* }

www.nagorikpathagar.org

অধিকাংশ মানব সন্তানই উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া বিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত থাকে। তাদের হৃদয়ের মধ্যে সত্যগ্রহণের যে প্রদীপ আছে, বিচারক্ষম শক্তি আছে তার সদ্ব্যবহার করে না। এজন্যই তাদের হৃদয় হয় সত্যের আলো থেকে বঞ্চিত, ফলে আল্লাহ তা'আলার দৃশ্যমান সব আয়াত দেখেও তারা হৃদয়ের চোখ দিয়ে বুঝতে পারে না, কারণ তাদের হৃদয় ভ্রান্ত বিশ্বাসের অন্ধকারে আবৃত।

উল্লেখ্য আদম সন্তানের আরেকটি সমস্যা হল, আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টিজগতে যে সমস্ত নিদর্শন আছে তা প্রতিদিন বাহ্যিক চোখে দেখেও তারা হৃদয়ের চোখ দিয়ে দেখতে পায় না। কারণ পার্থিব জীবন ও তার উপাদান নিয়ে সর্বদাই ব্যস্ত থাকায় পারিপার্শ্বিকে অবস্থিত আল্লাহ তা'আলার অগণিত নিদর্শন চোখে পরিলক্ষিত হলেও হৃদয়ের দৃষ্টিতে অগোচরে থেকে যায়। তাই আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব এবং একত্ববাদের অকাট্য প্রমাণ যে মানব শরীরসহ সব বস্তুর মধ্যে অন্তর্নিহিত রয়েছে সেটি বুঝতে পারে না, অথচ আল্লাহ তা'আলার বিশেষ কিছু নিদর্শনকেই তারা আল্লাহ তা'আলার সমকক্ষ দাঁড় করায়।

সূর্য হচ্ছে বিশ্বজাহানের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার একটি অন্যতম নিদর্শন, সূর্যের আলো হচ্ছে ভূ-পৃষ্ঠে অবস্থিত সব কিছুর জীবন ধারণের উৎস। সূর্যের আলো দিয়েই আল্লাহ তা'আলা ভূ-পৃষ্ঠকে করেছেন সচল ও জীবন্ত, কিন্তু মানব সন্তানের মধ্যে অনেকেই সূর্যের প্রতি সিজদা দিয়ে পূজা করে। অথচ সূর্যকে আলো বিতরণের ক্ষমতা দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করার পেছনে যে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ সর্বক্ষণ কাজ করছে, সে সম্পর্কে তারা ভেবে দেখে না। তাই আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্বে বিশ্বাস থাকলেও তাঁর সার্বভৌমত্বে, একত্ববাদে অন্যদেরকে তারা শরীক স্থির করে থাকে।

আহলে কিতাব খৃষ্টান সম্প্রদায় এক আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্বে বিশ্বাস করেও একত্ববাদের ব্যাখ্যা করতে তারা বিভ্রান্ত হয়েছে। ট্রিনিটিতে তারা বিশ্বাসী অথচ ট্রিনিটির কোনো গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা তারা দিতে পারে না। We will mention here briefly the conclusions which those synods [যাজকসভাসমূহ] endorsed, advocating the concept of trinity and that of the divinity of Jesus Christ and their susequent disagreements: Nawfal ibn Nimatullah ibn Girgis of Nazareth says: the Christian faith on which all churches agree and which represents the basis of the constitution agreed by the synod is to believe in the One God: a single father, the Almighty, the Creator of the heavens and the earth and what is

www.nagorikpathagar.org

seen and what is unseen, and to believe in a single lord, Jesus, the only son born to the father prior to all times and created of God's light. He [Jesus] is a true God originating from a true God, born but not created, equal to the father in essence and from whom everything derives its existence. It is for the sake of us human beings and for the atonement of our sins he descended from heaven. He took shape from the Holy Spirit, and took form from the Virgin Mary, and was crucified on our behalf [আমাদের সব পাপ মোচন করার জন্য] at the time of Pilate [*Pontius, was a Roman governor of Judea from A.D. 26 to 36*], and suffered [*in the cross to atone the sins*] and was buried and then rose from the dead on the third day according to what is written in the books. He then rose to heaven and sat to the right of the Lord. He will come down again with glory to make the living and the dead submit. His kingdom will be everlasting. The Christian faith also requires believing in the Holy Spirit, the lord who gives life and who comes from the father. Together with the son he submits to Him and glorifies Him. He speaks to prophets.

In Muhadarat fi al-Nasraniyah, Muhammad Abu Zahrah quotes a historian of Christian Faith, who mentions that the nature of God comprises three equal consecutive elements: ***God the Father, God the Son and God the Holy Spirit***. To the Father, all creation belongs through the son; the Son has the atonement; and the Holy Spirit gives purification.

Because of the difficulty of formulating a clear concept which combines the three elements in one and reconciling God's Oneness with the trinity, Christian theologians have always tried to evade rational discussion of this paradoxical question. The theologian Potter writes in a paper entitled "Principles

www.nagorikpathagar.org

and Details": "We have understood it this as far as our reason can cope with it [*এই বিশ্বাসের কোনো সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দেয়া যাবে না*]. We hope to understand it more clearly in future when everthing in the heavens and on earth will be revealed to us [*শেষ বিচার দিবসে সব মিথ্যার আসল রূপ প্রকাশ পাবে, দুর্ভাগ্যবশত তখন বুঝেও কোনো লাভ হবে না*]. As for the present, the measure of our understanding is sufficient." {*Sayyid Qutb, In the Shade of The Quran, 4, Surah 5, Page #201*} ।

এজন্যই খৃষ্টান সম্প্রদায়ও অবিশ্বাসীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। এই ব্যাপারে রাসূল (সা.) বলেছেন, "*তাঁর [আল্লাহর] শপথ! যার হাতে মুহাম্মদের জীবন, খৃষ্টান এবং ইয়াহুদীদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে আমার কথা [নবুওয়াতের কথা] শুনে এবং আমাকে যা-সহ পাঠানো হয়েছে তাতে [ইসলাম বা তাওহীদ] বিশ্বাস না করে মারা যায়, কিন্তু সে হবে দোযখবাসীদের একজন।" [সহীহ মুসলিম, খণ্ড ১, অধ্যায় ২৪০, ইংরেজী অনুবাদ]*

এই হাদীসে রাসূল (সা.) খৃষ্টান ও ইয়াহুদীদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন এই জন্য যে, তারা আসমানী কিতাবের বাহক হিসেবে দাবি করে এবং বিশ্বাস করে যে তারা সৎপথের অনুসারী। কিন্তু তাদের কাছে প্রেরিত আসমানী কিতাব [*তাওরাত ও ইঞ্জিল*] সাক্ষ্য দেয় যে আহমাদ' [*মুহাম্মদ*] শেষ রাসূল হিসেবে যখন পৃথিবীতে প্রেরিত হবেন তখন তাদেরকে অবশ্যই তাঁর (সা.) উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে যদি তারা বিশ্বাসীর মর্যাদায় উত্তীর্ণ হতে চায়। এ প্রসংগে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

يَـٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَـٰبِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِـَٔايَـٰتِ ٱللَّهِ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ۔ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَـٰقَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ لَمَآ ءَاتَيْتُكُم مِّن كِتَـٰبٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِۦ وَلَتَنصُرُنَّهُۥ ۚ قَالَ ءَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِى ۖ قَالُوٓا۟ أَقْرَرْنَا ۚ قَالَ فَٱشْهَدُوا۟ وَأَنَا۠ مَعَكُم مِّنَ ٱلشَّـٰهِدِينَ ۔

"হে আহলে কিতাব [*ইয়াহুদী ও খৃষ্টান*] তোমরা কেন আল্লাহর আয়াত কে [*আল-কুরআনকে*] অস্বীকার কর, যখন তোমরাই সাক্ষ্য বহন কর। স্মরণ কর, যখন আল্লাহ নবীদের অংগীকার নিয়েছিলেন, 'তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমত যা কিছু দিয়েছি তার শপথ, আর তোমাদের কাছে যা [*তাওরাত ও ইঞ্জিল*] আছে তার সমর্থকরূপে যখন একজন রাসূল [*মুহাম্মদ (সা.)*] আসবে তখন নিশ্চয়ই তোমরা তাকে বিশ্বাস করবে এবং তাকে সাহায্য করবে। তিনি [*আল্লাহ তা'আলা*] বললেন,

www.nagorikpathagar.org

তোমরা কি স্বীকার করলে? এবং এই সম্পর্কে আমার অংগীকার কি তোমরা গ্রহণ করলে? তারা [*সব নবী-রাসূল এবং তাদের অনুসারীগণ*] বললো, 'আমরা স্বীকার করলাম।' তিনি বললেন, 'তবে তোমরা সাক্ষী থাক এবং আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষী রইলাম।" { *৩-সূরা আলে-ইমরান : ৭০, ৮১* }

সব নবী-রাসূলই তবে বিশেষভাবে মূসা এবং ঈসা (আ.) উম্মতের কাছে ভবিষ্যতে আগত শেষ রাসূল (সা.) সম্পর্কে উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলার কাছে পূর্বে দেয়া প্রতিশ্রুতি যথাযথভাবে পালন করেছেন। আল-কুরআন আরও সাক্ষ্য দেয় যে, ঈসা (আ.) তাঁর অনুসারীদেরকে [*ইয়াহুদী এবং খৃষ্টান*] শেষ রাসূল (সা.) এর আগমন সম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ ط فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ.

"স্মরণ কর, মরিয়ম-তনয় 'ঈসা বলেছিল, 'হে বনী ইসরাঈল! আমি তোমাদের নিকট আল্লাহর রাসূল এবং আমার পূর্ব হতে তোমাদের নিকট যে তাওরাত রয়েছে আমি তার সমর্থক এবং আমার পরে 'আহমাদ' [*রাসূল (সা.)-এর অপর নাম*] নামে যে রাসূল আসবে আমি তার সুসংবাদদাতা। পরে সে যখন স্পষ্ট নিদর্শনসহ [*আল-কুরআন*] তাদের নিকট আসল তারা বলতে লাগলো, 'এটি তো এক স্পষ্ট যাদু'।" *[৬১-সূরা সফ : ৬]*

খৃষ্টানদের কাছে বর্তমানে যে বাইবেল আছে সেগুলো সময়ের সাথে তাদের চাহিদা অনুযায়ী অনেক পরিবর্তন পরিবর্ধন হয়েছে তা সত্ত্বেও শেষ রাসূলের আগমনের ব্যাপারে ভবিষ্যৎবাণী সম্পৃক্ত Vurs এখনও বিদ্যমান আছে, এটিও আল্লাহ তা'আলার আরেকটি নিদর্শন। উল্লেখ্য John 16:5-8: "But now I [*Essa (A)*] go my way to Him [*Allah (SWT)*] that sent me and none of you asked me, whither goest thou?" But because I have said these things unto you, sorrow had filled your heart. Nevertheless, I tell you the truth; for if I go not away, the comforter [*Muhammad*] will not come unto you; but if I deport, I will send him [*Muhammad*] unto you. And when he is come, he will reprove the world of sin, and approve righteousness and Judgement."

www.nagorikpathagar.org

অনুবাদ : জন ১৬:৫-৮: আমি [ঈসা (আঃ)] এখন তার [আল্লাহ তা'আলার] কাছে যাব, যে আমাকে প্রেরণ করেছেন এবং তোমাদের কেউ জিজ্ঞেস করলে না, "আপনি কেন যাবেন?" একথা বলার জন্য তোমাদের অন্তর ভারাক্রান্ত হয়েছে। তাসত্ত্বেও, আমি সত্য বলছি যে, যদি আমি না চলে যাই, তবে স্বস্তিদানকারী [পবিত্র আত্মা {মুহাম্মদ (সা.)}] তোমাদের কাছে আসবে না। তাই চলে গিয়ে আমি তাকে [মুহাম্মদ (সা.)] তোমাদের কাছে পাঠাব এবং তিনি এসে পৃথিবী থেকে পাপ মোচন করবেন এবং প্রতিষ্ঠা করবেন ন্যায়নিষ্ঠা ও ন্যায়বিচার।"

New Testament [খৃষ্টানদের বাইবেল] এর সূত্র হচ্ছে পাঁচটি, তাদেরকে বলা হয় গসপেল [সুসংবাদ]। এইগুলোর মধ্যে চারটি: John, Mark, Mathew and Luke বর্তমানে খৃষ্টানদের হাতে আছে। আর The Gospel of Barnabas, যেটি এই পাঁচটির মধ্যে সবচেয়ে authentic হিসেবে পরিচিত ছিলো অথচ ধর্মীয় চক্রান্তের কারণে সেটি সাধারণ খৃষ্টানদের ধরা ছোঁয়ার বাইরে রয়ে গেছে। অথচ Gospel of Barnabas-এ শেষ রাসূলের আগমনের ব্যাপারে আরো বিস্তারিতভাবে বর্ণনা আছে।

এজন্যই আল্লাহ তা'আলার কাছে সঠিকভাবে আত্মসমর্পণ করতে খৃষ্টান এবং ইয়াহুদীদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণ ছাড়া বিশ্বাসীর কাতারে উত্তীর্ণ হওয়ার আর কোনো রাস্তা নেই। এই দুই দল ব্যতিরেকে মানবজাতির সকলেই নাস্তিক অথবা মুশরিক, মূর্তিপূজক সকলেই মুশরিক। তাদের কারও কাছে তাওহীদের দাওয়াত সুস্পষ্টভাবে পৌঁছানোর পর সে যদি ইচ্ছাকৃত তাওহীদকে অস্বীকার করে তবে তাকে কাফের হিসেবে আখ্যায়িত করা দোষের নয়। যারাই সত্য সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার পরেও সত্যকে উপেক্ষা করছে তারাই অবিশ্বাসীদের [*সুনিশ্চিতভাবে কাফের*] দলের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আল-কুরআনে উল্লিখিত এই তিন দলকেই আল্লাহ তা'আলা শয়তান সম্বন্ধে সতর্ক করেছেন। বনী আদম বা মানবজাতি হিসেবে সম্বোধন করে সকলকে তবে বিশেষভাবে মুসলিম উম্মতকে আলাদাভাবে সতর্ক করেছেন। এটি অনস্বীকার্য যে, শয়তান ধর্ম জাতি নির্বিশেষে সকলের শত্রু, তাই সে এই তিন দলেরই অদৃশ্য শত্রু, কারণ এই তিন দল মিলেই মানবজাতি গঠিত হয়েছে। তাই নিঃসন্দেহে বলা যায়, শয়তান "ইবলিস" এবং তার দল "মানবতার বা মানুষের শত্রু"।

শয়তান সম্পর্কে মানবজাতির প্রতি সতর্কতা

আল-কুরআন হচ্ছে মানবজাতি এবং জিনজাতির কাছে প্রেরিত আল্লাহ তা'আলার সর্বশেষ পথনির্দেশ, যা আদম সন্তানকে সঠিক হেদায়াত ও জীবন যাপনের সুস্পষ্ট সুষ্ঠু বিধিনিষেধ উপহার দেয়। তাই মানবজাতির সকলকেই ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী

www.nagorikpathagar.org

তাদের নাম ধরে আল-কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে কারণ প্রতিটি মানুষ তার ধর্মীয় বিশ্বাস অনুসারেই অন্যদের কাছে পরিচিতি লাভ করে থাকে। এ ব্যাপারে 'হে বনী আদম [*আদম সন্তান সকলকেই*]', 'হে ইনসান [*মানুষ জাতির সকলকেই*]', 'হে আহলে কিতাবগণ [*খৃষ্টান এবং ইয়াহুদী*]' এবং 'হে মু'মিনগণ [*মুসলিম*]' বিশেষভাবে উল্লেখ্য। সুতরাং অদৃশ্য শয়তান হচ্ছে এই তিন দলেরই শত্রু, তাই উল্লিখিত দলকে পৃথকভাবে সম্বোধন করে শয়তান সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা সতর্ক করেছেন। তবে বিষয়টা সহজ করার প্রয়োজনে এই আলোচনায় সমস্ত মানবজাতিকে পূর্বের মতোই তিনটি শিরোনামে বিভক্ত করা হয়েছে যেমন, বৃহত্তর মানবজাতি [*বনী আদম অর্থাৎ খৃষ্টান, ইয়াহুদী, মুশরিক এবং নাস্তিক*], মু'মিনগণ [*মুসলিম*] এবং নবী-রাসূল।

১. বনী আদম [*আদম সন্তান*]

মানবজাতিকে স্মরণ করিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, তাদের পিতা আদম আল্লাহ তা'আলার নিষেধাজ্ঞা ভুলে গিয়ে অন্যায় করে তাদেরকে বেহেশত থেকে দুনিয়াতে নিয়ে আসেন। এর পেছনে শয়তানের কুমন্ত্রণা এবং অনুপ্রেরণাই প্রধান ভূমিকা ছিলো।

يٰبَنِىٓ اٰدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطٰنُ كَمَآ اَخْرَجَ اَبَوَيْكُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْاٰتِهِمَا.

"হে বনী-আদম! শয়তান যেন তোমাদেরকে কিছুতেই প্রলুব্ধ না করে, যেভাবে তোমাদের পিতা-মাতাকে সে জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত করেছিল, তাদেরকে তাদের লজ্জাস্থান দেখাবার জন্য বিবস্ত্র করেছিল।" { *৭-সূরা আরাফ : ২৭* }

আল্লাহ তা'আলার অসংখ্য সৃষ্টির মধ্যে "ইবলিস" কোন ধরনের সৃষ্টির [*জাতির*] অন্তর্ভুক্ত সেটি উল্লেখ করে মানব সন্তানের প্রতি প্রশ্ন রেখে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ط كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّهٖ ط اَفَتَتَّخِذُوْنَهٗ وَذُرِّيَّتَهٗٓ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِىْ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ ط بِئْسَ لِلظّٰلِمِيْنَ بَدَلًا.

"স্মরণ কর, যখন আমি ফিরিশতাদেরকে বললাম, তোমরা আদমকে সিজদা কর, তখন ইবলিস ব্যতীত তারা সকলেই সিজদা করলো *সে ছিলো এক জিন এবং তার প্রভুর আদেশ অমান্য করলো। তবে কি তোমরা [বনী আদম বা মানবজাতির সকলেই] আমাকে বাদ দিয়ে তাকে ও তার সন্তানগণকে মুরব্বী [উপাস্য] হিসেবে গ্রহণ*

www.nagorikpathagar.org

করবে, যদিও তারা তোমাদের নিশ্চিত শত্রু? অত্যাচারীদের এই বদলা-বদলি অত্যন্ত অন্যায়।" { *১৮-সূরা কাহফ : ৫০* }

শুধুমাত্র ইবলিসকে নয়, তার বংশধর, বন্ধু-বান্ধব এবং অনুসারী কাউকে তোমরা অনুসরণ করতে পার না। পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টিতে যত ধরনের অন্যায়, অসৎ, খারাপ কাজ সংঘটিত হচ্ছে এবং যারা এই সমস্ত সমর্থন করে ও খারাপ কাজে অনুপ্রেরণা দিয়ে থাকে তারা সকলেই ইবলিসের দলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে তার অনুসারী ও সাহায্যকারী হয়।

বনী আদমকে স্মরণ করিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেছেন, শয়তান তোমাদের শত্রু তাই তার সংগে শত্রুদের মতোই ব্যবহার কর। শত্রুদেরকে মানুষ যেভাবে এড়িয়ে চলে তেমন তাকেও এড়িয়ে চল। শত্রুকে মানুষ যেভাবে ঘৃণা করে শয়তানকেও তোমরা অনুরূপ ঘৃণা কর। শত্রুদের কার্য সম্পাদনে মানুষ যেভাবে বাধার সৃষ্টি করে, তেমনি শয়তানের কার্যকলাপে বাধা দাও। শত্রুদের মোকাবেলায় মানুষ যেভাবে প্রস্তুতি নেয়, শয়তানের উদ্দেশ্য বাস্তবে পরিণত করার রাস্তা পণ্ড করতে তোমরা অনুরূপ প্রস্তুতি গ্রহণ কর। পার্থিব জীবন এবং তার প্রতি আকর্ষণ, চাকচিক্য, মানুষের মধ্যে ধন-সম্পদের প্রতিযোগিতা, স্বার্থসিদ্ধি, স্বার্থান্বেষী প্রকৃতি এবং অর্থ সম্পদের লোভ যেন তোমাদেরকে ধোঁকা না দেয়। সব ধোঁকাবাজদের দলনেতা হচ্ছে শয়তান, তাই ধোঁকাবাজি করে শয়তানের দলে যোগ দিও না অথবা শয়তান যেন তোমাদেরকে ধোঁকায় না ফেলে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন–

يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وقفه وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ. اِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوْهُ عَدُوًّا ط اِنَّمَا يَدْعُوْا حِزْبَهٗ لِيَكُوْنُوْا مِنْ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ.

"হে মানবগণ! নিশ্চয় আল্লাহর ওয়াদা সত্য। অতএব ইহকালের [*দুনিয়াতে*] জিন্দেগি যেন তোমাদেরকে প্রতারিত না করে এবং শয়তান যেন তোমাদেরকে আল্লাহর সম্বন্ধে ধোঁকা দিতে না পারে। নিশ্চয়, শয়তান তোমাদের শত্রু, সুতরাং তাকে তোমরা শত্রু বলে গণ্য করো। সে তার অনুগত লোকদেরকে শুধুমাত্র দোযখবাসী হবার জন্য দাওয়াত দিয়ে থাকে।" { *৩৫-সূরা ফাতির : ৫-৬* }

সকল সৃষ্টির মতই শয়তানও আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত, তাই শয়তানের চরিত্র এবং কার্যকলাপ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলাই সবচেয়ে ভালো জানেন। প্রতিমুহূর্তে সকল সৃষ্টির [*মানব সন্তান ও জিন*] কার্যকলাপ তিনি দেখছেন [*জ্ঞানের সাহায্যে*]। আল-কুরআনে শয়তান সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলার এই পবিত্র সতর্ক বাণী সম্পর্কে দুনিয়ার অধিকাংশ মানুষই জ্ঞান রাখে না কারণ অধিকাংশ মানুষই

www.nagorikpathagar.org

আল-কুরআনে অবিশ্বাসী। এমনকি মুসলিম উম্মত আল-কুরআনে বিশ্বাস করে তা পাঠ করলেও তাদের অধিকাংশ আল-কুরআনে বর্ণিত বিষয়াদি সম্পর্কে জ্ঞান রাখে না। এজন্যই তারাও এই পবিত্র নির্দেশ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল নয়। এই কারণেই উম্মতের সিংহভাগ আল্লাহ তা'আলার ন্যায্য হক [*নামায পড়া*] নিয়মিতভাবে আদায় করে না, অনেকে নামায পড়ে না। আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত বিধিনিষেধ অবলম্বনে জীবন যাপন করে না। বস্তুত মুসলিম উম্মতের এই আচরণ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার আদেশের অবাধ্যতা। শয়তান মানবজাতি এবং মুসলিম উম্মতের কাছ থেকে এ ধরনের আচরণই প্রত্যাশা করে অর্থাৎ তার অনুপ্রেরণায় সকলেই আল্লাহ তা'আলার অবাধ্য হয়ে জীবন যাপন করুক। তদুপরি মুসলিম উম্মতের অনেকেই নানা ধরনের অসৎ ও অন্যায় কাজে এবং গর্হিত পাপে জড়িত হয়ে শয়তানের ধোঁকার মধ্যে জীবন যাপন করছে। তারা যে এ ব্যাপারে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ তা নিয়ে তাদের কোনো উদ্বেগ নেই।

মানবজাতির দুই তৃতীয়াংশেরও বেশি মানুষ শয়তানের ধোঁকায় আত্মসমর্পণ করে আল্লাহ তা'আলার আসল পরিচয় সম্বন্ধে ভ্রান্ত বিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত থেকে জীবন যাপন করছে। তাদের মধ্যে আসমানী কিতাবের বাহক খৃষ্টান এবং ইয়াহুদী সম্প্রদায় অন্যতম। খৃষ্টান সম্প্রদায় আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদে বিশ্বাসী, অথচ ঈসা (আ.)-কে আল্লাহ তা'আলার পুত্র হিসেবে সাব্যস্ত করে চরম অন্যায় শিরকের উদ্ভাবন করে নিজেরা এক মহা ধোঁকার মধ্যে আছে। শুধুমাত্র নিজেরাই নয়, মিশনারী হিসেবে তারা সারা দুনিয়াতে মানুষের দারিদ্র্যতা ও নিরক্ষরতার সুযোগ নিয়ে অর্থ-সম্পদ ব্যয়ে সাময়িক সাহায্যের প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে তাদেরকেও শিরকে লিপ্ত হতে বাধ্য করে আল্লাহ তা'আলার আসল পরিচয় সম্পর্কে ধোঁকা দিচ্ছে। মিশনারীদের কার্যকলাপ সম্পর্কে তাদের প্রকাশিত ম্যাগাজিন "Lutheran Woman's Quarterly" Vol. LXV, No. 4, Winter 2007 থেকে স্পষ্ট যে "Jesus Christ" কে নিয়ে মিশনারীদের চিন্তা ভাবনা ও কার্যকলাপ হচ্ছে চরম বিভ্রান্ত। এই ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয় বাইবেল ষ্টাডির নামে বিশ্বের সমস্ত নারীর মুক্তি বা স্বাধীনতা প্রসংগে উদ্যোগ নেয়ার ব্যাপারে। মিশনারীদের মূল উদ্দেশ্য দরিদ্র দেশে ধর্মীয় ও সামাজিকভাবে নির্যাতিত নর-নারীদেরকে টার্গেট করে সাহায্যের নামে তাদের গর্হিত উদ্দেশ্য সম্পাদন করা।

পৃথিবীর সব সমাজেই নারীরা নির্যাতিত। ইসলাম নারী জাতিকে জাহেলী সামাজিক ব্যবস্থা থেকে মুক্ত করে ধর্মীয় মূল্যবোধের আলোকে স্বাধীনভাবে মান-সম্মান নিয়ে জীবন যাপন করার অধিকার দিয়েছে। তবুও ধর্মীয় মূল্যবোধের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে অজ্ঞ পুরুষ শাসিত সমাজে তারা শোষিত হচ্ছে। আফ্রিকা ও এশিয়া মহাদেশে মুসলিম নারীরা পরিবারে ও সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবহেলিত

www.nagorikpathagar.org

ও শোষিত। এই মহাদেশে নারী মুক্তির নামে মিশনারীদের তৎপরতা তুলনামূলকভাবে বেশি সক্রিয়, তার একটি উদাহরণ ম্যাগাজিন থেকে উল্লেখ করা হল, Female Missionary to Muslim Manika in Guinea $100,000 {*grants for mission*}: "Though devils all the world should fill, all eager to devouqr us." Yes, still today the world is full of the evil ones wanting to devour us. None is more evident than the unevangelized people of Manika who worship the Muslim God. Even more daunting is the plight of these Muslim women who are oppressed and unable to speak to any except their husbands or close relatives.

Sending a female missionary for the Manika women would be a first for the LCML {Lutheran Woman's Missionary League}. She would need to learn and understand the Manika people in order to proclaim the forgiveness and refuge of Jesus to them through oral presentations of the Bible and proclaiming the Gospel in a manner appropriate for Muslim women {শোষণ থেকে মুক্তির প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাদেরকে পর্যায়ক্রমে প্রভাবিত করা হবে}. A grant of $100,000 helps support and develop the work of a female missionary to the Muslim Manika women.

অনুবাদ : গিনিয়ায় মনিকার মুসলিম মহিলার জন্য মহিলা মিশনারীর ১০০,০০০.০০ ডলার অনুদান। যদিও সমগ্র পৃথিবীর অশুভ আত্মার ইচ্ছা হচ্ছে আমাদেরকে গোগ্রাসে গেলা--- হাঁ বর্তমানে পৃথিবী ভরে আছে মন্দ আত্মা দিয়ে, যারা আমাদেরকে গিলতে চায়। এক্ষেত্রে সুস্পষ্ট হচ্ছে সুসমাচার [বাইবেল বা গসপেলে] অবিশ্বাসী মনিকা সম্প্রদায়, যারা মুসলিম প্রভুর [আল্লাহ্ তা'আলার] ইবাদত করে [অর্থাৎ মুসলিম সম্প্রদায়]। আরো বেশি ভয়ের বিষয় হচ্ছে মনিকার মুসলিম নারীর দুরবস্থা, যারা নির্যাতিত এবং নিজ স্বামী বা নিকট আত্মীয় ছাড়া অন্য কারো সাথে কথা বলতে পারে না [অভিযোগ করতে পারে না]।

অতএব মনিকায় মহিলা মিশনারী পাঠানো হচ্ছে LCML {Lutheran Woman's Missionary League} এর অন্যতম কাজ। যার প্রথম দায়িত্ব হবে মনিকার লোক সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা এবং তাদেরকে বোঝানো।

www.nagorikpathagar.org

যাতে তারা জীজাসের [ঈসার (আঃ)] কাছে ক্ষমাপ্রাপ্তির জন্য আশ্রয় নিতে পারে এবং এই সুসংবাদ বক্তৃতার মাধ্যমে ঘোষণা দিতে পারে। যা মনিকার মুসলিম নারীর জন্য মানানসই হবে [অর্থাৎ শোষণ থেকে মুক্তির প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাদেরকে পর্যায়ক্রমে প্রভাবিত করা]। একাজে ১০০,০০০.০০ ডলার অনুবাদ দিয়ে মহিলা মিশনারীকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেয়া হলো। { *আর্থিক সাহায্য দিয়ে মিশনারীর উদ্দেশ্যকে সফল করার জন্য তাদেরকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করতে হবে* } *Page No. 25.*

খৃষ্টান ধর্মের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছেন 'যিসাস ক্রাইষ্ট।' তাই প্রায় সকল খৃষ্টানই আল্লাহ তা'আলার পরিবর্তে প্রার্থনা করে যিসাস ক্রাইষ্ট-এর কাছে অথবা যিসাস ক্রাইষ্টের নামে আল্লাহ তা'আলার কাছে। কারণ তাদের বিশ্বাস যিসাস ক্রাইষ্ট আল্লাহ তা'আলার একমাত্র পুত্র এবং Savior ত্রাণকর্তা। কাজেই পরাক্রমশালী আল্লাহ তা'আলার কাছে সরাসরি প্রার্থনা করার পরিবর্তে যিসাস ক্রাইষ্টের কাছে প্রার্থনা করাই শ্রেয়। এ রকম একটি প্রার্থনা এই ম্যাগাজিন থেকে উল্লেখ্য, Through Christ: Abundant Life for Women. Open with Prayer: Lord, we thank You for loving us enough to send Your only Son as our Savior.---In Christ's Name we pray. Amen.' *Page # 26.*

মিশনারীরা প্রকৃতপক্ষে শয়তানের ধোঁকায় ধর্মের নামে ভ্রান্ত আশ্বাস দিয়ে [*শেষ বিচার দিনে যিসাস ছাড়া কোনো মুক্তি নেই*] অন্যদেরকে শয়তানের ধোঁকায় আত্মসমর্পণ করার সুন্দর রাস্তা আবিষ্কার করছে। আল্লাহ তা'আলা পুত্র সন্তান গ্রহণ করেছেন যা শুনলে গায়ের লোম পর্যন্ত শিউরে উঠে। বিশ্বজাহানের প্রতিপালক, উপাস্য আল্লাহ তা'আলার নামে এমন মিথ্যা অপবাদ তারই সৃষ্টির মানুষ কিভাবে উদ্ভাবন করতে পারে? এমনকি, মানুষের মধ্যেও কেউ নিজের ব্যাপারে এই ধরনের মিথ্যা অপবাদ সহ্য করবে না। পরাক্রমশীল, সার্বভৌমত্বের অধিকারী, সমস্ত কিছুর সৃষ্টিকর্তা, নিয়ন্ত্রণকর্তা, বিচার দিবসের অধিপতি এবং মানবজাতির একমাত্র প্রভু এই ধরনের মিথ্যা অপবাদে অপমান হওয়ার পরও অপবাদকারীদেরকে পৃথিবীর জীবনে সব রকম নেয়ামত দিয়ে সাহায্য করছেন। কারণ দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্টির প্রতি অত্যন্ত ধৈর্যশীল, ক্ষমাশীল। এই অপবাদ যে কত বড় গর্হিত অন্যায়, সেটি আল-কুরআনের সূরা মরিয়ম, আয়াত নং ৮৮-৯৪ থেকে স্পষ্টভাবে অনুমেয়। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْـًٔا اِدًّا. تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْاَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا.

www.nagorikpathagar.org

“আর তারা বলে, ‘দয়াময় আল্লাহ পুত্র জন্ম দিয়েছেন।’ তোমরা বাস্তবিকই এক ভয়ংকর বিষয় উপস্থিত করেছ। যার [*এই মিথ্যা অপবাদের*] দরুন হয়তো আসমান ফেটে যেতে পারে, পৃথিবী বিদীর্ণ হতে পারে এবং পাহাড় সকল কেঁপে খণ্ড খণ্ড হয়ে পড়ে যেতে পারে।” { *১৯-সূরা মরিয়ম : ৮৮-৯০* }

[ইয়াহুদীদের একটি ক্ষুদ্রাংশ বলে ‘ইজরা’ [সূরা তাওবা, আয়াত ৩০ দ্রষ্টব্য] আল্লাহ তা‘আলার পুত্র। খৃষ্টানরা বলে ঈসা (আ.) আল্লাহ তা‘আলার পুত্র, আরবীয়রা আল-কুরআন নাযিল হওয়ার পূর্বে মনে করত ফিরিশতাগণ আল্লাহ তা‘আলার কন্যা সন্তান]

আসমান-জমিন এবং পাহাড়-পর্বত, সকলেই তাওহীদে বিশ্বাসী। সিজদার মাধ্যমে তারা আল্লাহ তা‘আলার ইবাদত করে। তারা শয়তানের অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হওয়া থেকে মুক্ত, তাই আল্লাহ তা‘আলার আসল পরিচয় সম্পর্কে তারা ভালোভাবে অবগত আছে। তারা কেউ আল্লাহ তা‘আলার সাথে অন্য কাউকে শরীক করে না। ফলে আল্লাহ তা‘আলার প্রতি আরোপিত এই মিথ্যা অপমান সহ্য করা তাদের জন্য অতিশয় কষ্টের ব্যাপার। আশ্চর্যের ব্যাপার হলেও এটি সত্য যে, একমাত্র সৃষ্টির অন্যতম মানুষই শয়তানের প্ররোচনায় এত বড় অন্যায়ে জড়িত হয়ে শয়তানের প্রতিজ্ঞা বাস্তবায়ন করতে সাহায্য করছে।

أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدًا. وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَٰنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا. إِنْ كُلُّ مَنْ فِي
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَٰنِ عَبْدًا. لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا.

“এই জন্য যে, এরা [*খৃষ্টান ও ইয়াহুদীরা*] দয়াময়ের প্রতি মিথ্যা আরোপ করে এক সন্তান। অথচ সন্তান গ্রহণ করা দয়াময়ের জন্য শোভন নয়। কারণ, আসমান ও জমিনে এমন কেউ নেই যে আল্লাহর সম্মুখে গোলামরূপে উপস্থিত না হয়ে পারবে। [*এই দুনিয়াতে তোমরা যতই উদ্ধত হও না কেন, কেয়ামতের দিনে এবং শেষ বিচারে তোমরা হবে অসহায় ও ক্ষমতাহীন*] তিনি তাদের সকলকে নিজের ক্ষমতায় ঘিরে রেখেছেন এবং সঠিকভাবে গুনে রেখেছেন [*তোমাদের প্রতিটি কাজ প্রতিটি মুহূর্ত এবং অন্তরের চিন্তাভাবনা সবই আল্লাহ তা‘আলার সীমাহীন জ্ঞানের মধ্যে রয়েছে ও নিবন্ধন হচ্ছে*]।” { *১৯-সূরা মরিয়ম : ৯১-৯৪* }

উল্লিখিত আয়াতে বর্ণিত বিষয়ই আল্লাহ তা‘আলার আসল পরিচয় সুস্পষ্টভাবে বহন করে। অথচ মানবজাতির অধিকাংশ মানুষই আল্লাহ তা‘আলার আসল পরিচয় সম্পর্কে অন্ধকারে থেকে শয়তানের ধোঁকায় আত্মসমর্পণ করে জীবন যাপন করছে। এই পরিস্থিতিতে মুসলিম উম্মাহর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব আল-কুরআনে বর্ণিত বিধিনিষেধ প্রথমে নিজেদের জীবন যাপনে প্রতিষ্ঠা করা, অতঃপর অন্যদের কাছে আল্লাহ তা‘আলার পবিত্র-বাণীর নির্দেশাবলী সঠিকভাবে প্রচার করা। পবিত্র

www.nagorikpathagar.org

আল-কুরআনের শাশ্বত বাণীর সাহায্যে অন্যদেরকে ভ্রান্ত বিশ্বাস এবং শয়তানের ধোঁকা থেকে বের হওয়ায় অনুপ্রাণিত করা। মুসলিম উম্মাহর উপর আল্লাহ তা'আলার অর্পিত এই ফরয দায়িত্ব পালনে অবহেলা করছে বিধায় আজ তারা বহুবিধ সমস্যায় জর্জরিত। তদুপরি বিশ্ব রাজনীতিতে শক্তিহীন ও ভূমিকাবিহীন হয়ে হীনতম অবস্থায় অপমানিত এবং লাঞ্ছিত হচ্ছে। মুসলিম উম্মাহর উপর অর্পিত দায়িত্বের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ.

"তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানবজাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে; তোমরা সৎকার্যের নির্দেশ দান কর, অসৎকার্যে নিষেধ কর এবং আল্লাহকে বিশ্বাস কর অবিচলভাবে।" { *৩-সূরা আলে-ইমরান : ১১০* }

মুসলিম উম্মত যদি জীবন-যাপনে ইসলামী মূল্যবোধ পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত করে অন্যদের জন্য উদাহরণ সৃষ্টি করা থেকে বিরত থাকে, তাহলে তারা অপমানিত ও হীনতম অবস্থায় থাকবে। আর ঈমান আনার পর তারা যদি দায়িত্ব যথার্থভাবে পালন করে তবে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে অন্যদের উপর ক্ষমতাশালী করবেন, যেভাবে পূর্ববর্তী মুসলিম উম্মাহকে করেছিলেন। এ রকম প্রতিশ্রুতি দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

قُلْ أَطِيعُوا اللّٰهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ج فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ ط وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا ط وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِينُ. وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ص وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ط يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ط وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُونَ.

"বল, তোমরা 'আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর। অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরেয়ে নাও, তবে তাঁর [*রাসূল (সা.)*] উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য সে দায়ী এবং তোমাদের উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য তোমরা দায়ী; এবং তোমরা তাঁর আনুগত্য করলে সৎপথ পাবে [*সম্মানে আদিষ্ট হবে*], রাসূলের কাজ তো কেবল স্পষ্টভাবে পৌঁছিয়ে দেয়া। তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে [*ইসলামের বিধিনিষেধ পুঙ্খানুভাবে জীবন যাপনে প্রতিষ্ঠা করে*] আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, তিনি তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব [*শাসক বা খলিফা হিসেবে অন্যদের শাসন করার যোগ্যতা এবং ক্ষমতা*] দান করবেনই, যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব দান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্য সুদৃঢ় করবেন

www.nagorikpathagar.org

তাদের দ্বীনকে [*জীবন যাপনের পদ্ধতি*] যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে তাদেরকে অবশ্য নিরাপত্তা দান করবেন। তারা আমার 'ইবাদত' [*সব কিছুতেই আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত বিধান মেনে চলবে*] করবে, আমার কোনো শরীক করবে না [*মানুষের তৈরি জীবনাদর্শে আত্মসমর্পণ করবে না এবং অন্য কারও মুখাপেক্ষী হবে না, সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ তা'আলার উপর নির্ভরশীল হবে*], অতঃপর যারা অকৃতজ্ঞ [*অবিশ্বাসী এবং মুসলিমদের একটি বৃহত্তর অংশ (যারা রাষ্ট্র পরিচালনায় ক্ষমতাসীন) আজ ইসলামী মূল্যবোধ উপেক্ষা করে অকৃতজ্ঞ হয়েছে*] হবে তারা তো সত্যত্যাগী।" {*২৪-সূরা নূর : ৫৪-৫৫*}

আল-কুরআন নাযিল করে আদম সন্তানকে আল্লাহ তা'আলা জিজ্ঞাসা করেছেন এ বলে যে, তিনি [*আল্লাহ*] কি তাদেরকে শয়তানের উপাসনা করতে নিষেধ করেন নি? মানবজাতি শয়তানকে সরাসরি উপাসনা করে মা'বুদ হিসেবে সাব্যস্ত না করলেও অনেকেই নিজের অন্ধ বিশ্বাস, অন্যায় ও অবৈধ কাজকর্মে জড়িত থেকে এবং তাওহীদের বিরোধিতার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে শয়তানের উপাসনা করে। আল্লাহ তা'আলা যে সমস্ত কাজকর্ম ও বিশ্বাসকে হারাম করেছেন, সে সব কাজে লিপ্ত হয়ে নিজেকে শ্রেষ্ঠ হিসেবে দাবি করা এবং অন্যদেরকে অনুপ্রাণিত করা হলো শয়তানের উপাসনা বা ইবাদত করা। আল্লাহ তা'আলার প্রদর্শিত বিধান ব্যতিরেকে নতুন নতুন মতাদর্শ ও ইবাদতের পদ্ধতির সৃষ্টি [*বিদ'আত*] এবং নিজ নাফসের অবৈধ চাহিদা পূরণের জন্য অবৈধ পন্থা অবলম্বন, অনৈতিক এবং নীতি বর্জিত জীবন ব্যবস্থায় জীবন যাপন করা হচ্ছে শয়তানের উপাসনা করা।

ইবলিস কখনই আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্বে অবিশ্বাস করেনি বরং সে আল্লাহ তা'আলার শাস্তিকে ভীষণ ভয় করে [*সূরা আনফাল, আয়াত নম্বর ৪৮ দ্রষ্টব্য*], অথচ আল্লাহ তা'আলার পবিত্র আদেশের অবাধ্য হয়ে অহংবোধে উদ্ধত প্রকৃতি গ্রহণ করার কারণে সে কাফের হয়েছে। তাই আদম সন্তান আল্লাহ তা'আলার বিধিনিষেধের অবাধ্য হোক এবং ঔদ্ধত্যের সাথে দ্বীন থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকুক, আদম সন্তানদের কাছ থেকে শয়তান এ-রকম আচরণই আশা করে। অধিকাংশ আদম সন্তানের ধর্মীয় বিশ্বাস ও কার্যকলাপ দেখে তার ধারণা হয় যে, তার ঔদ্ধত্যপূর্ণ প্রতিজ্ঞার কিছুটা ফলপ্রসূ হচ্ছে।

মানব সন্তানের প্রতি সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন–

أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَٰبَنِىٓ ءَادَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا۟ ٱلشَّيْطَٰنَ ۖ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. وَأَنِ ٱعْبُدُونِى ۚ هَٰذَا صِرَٰطٌ مُّسْتَقِيمٌ. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا ۖ أَفَلَمْ تَكُونُوا۟ تَعْقِلُونَ.

"হে বনী আদম [*আদমের সন্তানগণ অর্থাৎ মানবজাতি*]! তোমাদের নিকটে কি আমি

www.nagorikpathagar.org

অবশ্য প্রতিজ্ঞা করে বলিনি যে, তোমরা শয়তানের পূজা করো না, নিশ্চয় সে তোমাদের স্পষ্ট ও প্রকাশ্য শত্রু? এবং কেবলমাত্র আমারই ইবাদত কর, এটিই সত্য ধর্মের [*ইসলামের*] সোজা পথ। এবং সে [*শয়তান*] তোমাদের মধ্যে অনেককেই বিপথগামী করেছিল, তবুও তোমরা কি তা বোঝনি?" { *৩৬-সূরা ইয়াসিন : ৬০-৬২* }

শয়তানের চক্রান্ত, সূক্ষ্ম পরিকল্পনা, অনুপ্রেরণা এবং কলাকৌশলই উদাসীন আদম সন্তানকে অন্ধ বিশ্বাসের ধোঁকায় ফেলে বিপথগামী করে। উল্লিখিত আয়াত থেকে স্পষ্ট যে, একমাত্র আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য যে কোনো বস্তুর ইবাদত করা হলো শয়তানের ইবাদত করা। একমাত্র ইসলামই তাওহীদের এবং সত্যের দ্বীন বা মানবের জন্য সঠিক জীবনাদর্শ। অতএব একটি ন্যায্য প্রশ্ন, ইসলাম ধর্মে অনুপ্রবেশ করা থেকে দূরে রাখায় এবং আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত বিধানে [*আল-কুরআন এবং হাদীস*] সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করার বিপক্ষে কার প্রভাব এবং অনুপ্রেরণা সর্বদা সক্রিয়ভাবে কাজ করছে? এ প্রশ্নের নির্ভুল উত্তর হবে "শয়তানই, অদৃশ্যে থেকে মানবজাতিকে প্রতিনিয়ত এ কাজে অনুপ্রেরণা এবং বিভিন্ন কৌশলে উৎসাহ দিচ্ছে" আর আদম সন্তান এই অদৃশ্য অনুপ্রেরণায় সাড়া দিয়ে নিজেদের উপর যুলুম করছে।

আল-কুরআন থেকে আরো জানা যায় "ইবলিস/শয়তান" আল্লাহ্ তা'আলার সীমাহীন অনুগ্রহে বেহেশতে বসবাস করার সুযোগ পেয়েও অহংবোধে আল্লাহ তা'আলার হুকুমের আবাধ্য হয়েছিল। তাই সে চায় সকল আদম সন্তানই তার অনুগামী হয়ে আল্লাহ্ তা'আলার হুকুমের অবাধ্য হয়ে অকৃতজ্ঞ বান্দা হিসেবে তার দলের অন্তর্ভুক্ত হোক। শুধুমাত্র বিশ্বাসীদের ক্ষেত্রেই নয় এমনকি অবিশ্বাসীদের মধ্যেও কলহের এবং দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে শয়তান চায় তাদেরকেও অশান্তিতে রাখতে। মক্কার মূর্তিপূজকরা তাদের উপাস্য দেব-দেবীকে ঈসার (আ.) সংগে তুলনা করে বলতো তাদের দেব-দেবী শ্রেষ্ঠ, না ঈসা (আ.) শ্রেষ্ঠ। কারণ খৃষ্টানরা ঈসা (আ.)-কে আল্লাহ্ তা'আলার পুত্র বানিয়ে শিরক করে আর মুশরিকরা কল্পিত দেব-দেবীকে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে শরীক স্থির করে। কাজেই মুশরিকরা মনে করতো তাদের দেব-দেবী আর ঈসার (আ.) মধ্যে কোনো তফাত নেই। এমনকি বিংশ শতাব্দীতেও হিন্দু ধর্মাবলম্বী অনেকেই এই রকম তুলনা করে। স্বনামধন্য লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তার প্রথম আলোতে লিখেছে, "আজকাল *খৃষ্টানি মতের প্রভাব অনেকের ওপরেই পড়েছে। যিশুর সঙ্গে এসেই যায়। যিশু যেমন অন্য মানুষের পাপ নিজে গ্রহণ করেছিলেন, রামকৃষ্ণও { ভক্তরা অনেকেই বিশ্বাস করতেন রামকৃষ্ণ হচ্ছেন স্বয়ং ভগবানের অবতার, যে রকম খৃষ্টানরা মনে করেন যিশু হচ্ছেন আল্লাহ তা'আলার পুত্র} সেইরকম অন্যদের রোগ-ব্যাধি নিজের অঙ্গে ধারণ করেছেন। গিরিশের দৃঢ় ধারণা, রামকৃষ্ণ ইচ্ছে করলেই যে কোনোও দিন সেরে*

www.nagorikpathagar.org

উঠবেন। [প্রথম আলো ১, পৃষ্ঠা নং ৩২৯]। তৎকালীন মক্কার মুশরিকদের ভাবনা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ. وَقَالُوا ءَأَلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ ۚ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ. إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ.

"এবং যখনই মরিয়মের পুত্র ঈসার দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হয়, তখন তোমার জাতি শোরগোল আরম্ভ করে দেয় এবং বলে, 'আমাদের দেবতাগুলো শ্রেষ্ঠ, না ঈসা? এরা কেবল কলহ করার জন্যই তোমাকে এই কথা বলে। বস্তুত, এরা অত্যন্ত কলহপ্রিয় লোক। সে [*ঈসা*] ছিলো আমার এমন এক বান্দা যার প্রতি আমি অনুগ্রহ করেছিলাম এবং বনী-ইসরাইলের জন্য করেছিলাম এক দৃষ্টান্ত।" { *৪৩-সূরা যুখরুফ : ৫৭-৫৯* }

বনী-ইসরাঈলের কাছে ঈসা (আ.)-কে কী উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হয়েছিল, উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সুস্পষ্টভাবে তা ব্যক্ত করেছেন। যাতে এ ব্যাপারে কারও সন্দেহের কোনো অবকাশ না থাকে। ঈসা (আ.) প্রেরিত হয়েছিলেন বনী-ইসরাঈলের জন্য মহা পরীক্ষাস্বরূপ এবং তাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার মনোনীত রাসূল। উপরন্তু ঈসা (আ.) কেয়ামতের নিদর্শন, এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

وَيُعَلِّمُهُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرٰةَ وَالْإِنْجِيلَ. وَرَسُولًا إِلٰى بَنِيٓ إِسْرَائِيلَ.

"এবং তিনি তাকে { *ঈসা (আ.)-কে* } শিক্ষা দেবেন কিতাব, হেকমত, তাওরাত ও ইঞ্জিল এবং তাকে বনী-ইসরাঈলের জন্য রাসূল করবেন।" {৩-সূরা আলে-ইমরান : ৪৮-৪৯}

وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ ۚ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ.

"ঈসা তো কেয়ামতের নিদর্শন, সুতরাং তোমরা কেয়ামতে সন্দেহ পোষণ করো না এবং আমাকে অনুসরণ কর। এটিই সরল পথ।" { *৪৩-সূরা যুখরুফ : ৬১* }

মানুষ সৃষ্টির প্রচলিত পদ্ধতির বহির্ভূত, মানব পুরুষের সাথে শারীরিক সম্পর্ক ব্যতিরেকে, আল্লাহ তা'আলার পবিত্র কালাম "কুন ফা ইয়া কুন" শব্দের মাধ্যমে মরিয়ম (আ.) গর্ভবতী হয়েছিলেন। বনী-ইসরাঈল এই পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েছে। কারণ ঈসার (আ.) অলৌকিক জন্মকে কেন্দ্র করে তার মাতার নামে তারা অপবাদ রটনা করে। এমনকি পরিশেষে ঈসা (আ.)-কে হত্যা করার ষড়যন্ত্র তারা করেছিল। ইয়াহুদীরা ঈসাকে (আ.) ক্রুশে হত্যা করতে পারেনি তবে

www.nagorikpathagar.org

শয়তানের প্ররোচনায় তারা একটি কাজ খুব সূক্ষ্মভাবে করেছে, সেটি হচ্ছে এই হত্যার পরিকল্পনাকে কেন্দ্র করেই খৃষ্টান সম্প্রদায় বিভ্রান্ত হয়েছে। খৃষ্টান সম্প্রদায়, ঈসার (আ.) অনুসারী হিসেবে দাবি করলেও তারাও এই পরীক্ষায় বনী-ইসরাঈলের মতো সম্পূর্ণরূপে অকৃতকার্য কারণ তারা ঈসার (আ.) আসল পরিচয় গোপন রেখে এবং তাকে আল্লাহ তা'আলার পুত্র বানিয়ে তার প্রচার এবং অন্যদেরকে বিভ্রান্ত করে প্রতিনিয়ত চরম অন্যায় করছে। কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার পূর্বে আল্লাহ তা'আলা ঈসাকে (আ.) পুনরায় পৃথিবীতে প্রেরণ করবেন, তবে নতুন রাসূল হিসেবে নয়, বরং রাসূল (সা.)-এর উম্মতের একজন হিসেবে। মুহাম্মদ (সা.) প্রেরিত হয়েছেন মানবজাতির জন্য শেষ রাসূল হিসেবে। কাজেই আর কেউ নবী-রাসূল হিসেবে প্রেরিত হবেন না। ঈসা (আ.) পৃথিবীতে অবতরণ করে 'দাজ্জালকে' হত্যা করবেন। এজন্যই 'দাজ্জালকে [Antichrist] বা 'মসীহ আদ-দাজ্জাল' বলা হয়।

ঈসার (আ.) আগমন সম্পর্কে রাসূল (সা.) বলেছেন- "কসম *সেই সত্তার যার হাতে আমার প্রাণ, অনতিবিলম্বে মরিয়মের পুত্র (ঈসা) তোমাদের মাঝে [আসমান থেকে] অবতরণ করবেন, একজন [ইসলাম ধর্ম অনুসারী] শাসক ও ন্যায়বিচারক হিসেবে। তিনি ক্রুশ [খৃষ্ট ধর্মের প্রতীক] ভাঙ্গার অভিযান চালিয়ে তা নিশ্চিহ্ন করবেন, শূকর নিধন করবেন, জিযিয়া [ইসলামিক রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলিমদের নিরাপত্তার নিশ্চিত করার জন্য যে কর ধার্য করা হয়] তুলে দেবেন [কেননা তখন পৃথিবীর সকলে মুসলিম উম্মতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে]। ধন-সম্পদ [স্রোতের মতো] বয়ে চলবে [প্রাচুর্য ও সম্পদের আধিক্য দেখা দেবে] কেউ তা কবুল করতে চাইবে না। এমনকি [তখন সম্পদের তুলনায় আল্লাহকে] একটি সিজদা দেয়া সমগ্র দুনিয়া ও তার মধ্যকার সব সম্পদ থেকে অধিক উত্তম বলে গণ্য হবে। এরপর আবু হুরায়রা বলেন [এর সমর্থনে], তোমরা ইচ্ছা করলে এ আয়াতটি পড়তে পার "এবং আহলে কিতাবের এমন কেউ আর থাকবে না, যারা ঈসা (আ.) এর উপর তাঁর [ঈসা] মৃত্যুর পূর্বে ঈমান আনেনি এবং কেয়ামতের দিন তিনি তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবেন।" [সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড ৪, ৬৫৭]*

এই হাদীস থেকে সুস্পষ্ট যে, ঈসা (আ.) অবতরণ করেই খৃষ্টান ধর্মের প্রতীক ক্রুশ ভেঙ্গে ফেলবেন কারণ এই ক্রুশের বিভ্রম দিয়েই খৃষ্টান ধর্মযাজকরা মানুষকে বিপথে রেখেছেন। খৃষ্টান সম্প্রদায় বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ তা'আলা, তার পুত্র ঈসাকে ক্রুশে হত্যা করেছেন, তাতে যে রক্ত প্রবাহিত হয়েছিল সেই রক্তেই তার [*ঈসা (আ.)*] অনুসারীদের সমস্ত পাপ মোচন হয়ে গেছে। তাই খৃষ্টানদের বিশ্বাস ঈসা (আ.) হলেন savior [*ত্রাণকর্তা*] অর্থাৎ তার উপর বিশ্বাস [*খৃষ্টানদের বিশ্বাস অনুযায়ী*] স্থাপন করলেই কেয়ামতের বিচারে আল্লাহ তা'আলার শাস্তি থেকে তারা

www.nagorikpathagar.org

পরিত্রাণ পাবে। তাই খৃষ্টান সম্প্রদায় বিশ্বাস করে পার্থিব জীবনে সংঘটিত ব্যক্তি কৃতকর্মের ন্যায্যতা এবং শুদ্ধতা পরকালের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নয় অর্থাৎ খারাপ কর্মের পাপের জন্য তারা দায়ী হবে না। তাদের এই ভ্রান্ত বিশ্বাস ইসলামী আকীদার সম্পূর্ণ বিপরীত।

খৃষ্টান সম্প্রদায়ও ঈসার (আ.) পুনরায় পৃথিবীতে অবতরণে বিশ্বাসী কিন্তু তাদের বিশ্বাস হচ্ছে তিনি [*ঈসা (আ.)*] খৃষ্টান হিসেবেই জেরুজালেমে অবতরণ করবেন। তাই আমেরিকাসহ প্রায় সব খৃষ্টানরাই জেরুজালেমে ইয়াহুদীদের বসতি সমর্থন করে। তাদের ধারণা ঈসা (আ.) খৃষ্টান হিসেবে অবতরণ করবেন, তাই জেরুজালেমকে মুসলিম উম্মতের আধিপত্য থেকে নিরাপদে রাখা দরকার। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার হল, খৃষ্টানরা ভুলে গেছে যে, ইয়াহুদীরাই ঈসার (আ.) মাতার নামে অপবাদ দিয়েছিল এবং ঈসাকে (আ.) হত্যা করার চেষ্টা করেছিল। ঈসার (আ.) ব্যাপারে ধারণা সুস্পষ্ট করার জন্যই অনুগামী অংশটি যোগ করা হলো। প্রথমে জেরুজালেম ছিলো বনী ইসরাঈলীদের [*ইয়াহুদীদের*] অধীন কারণ তারা ছিলো মূসার (আ.) অনুসারী হিসেবে মুসলিম। তারা বনী-ইসরাঈলের ১২টি গোত্রে বিভক্ত ছিলো; মূসার (আ.) অনুসরণে তাওরাতে বিশ্বাসী হয়েও সময়ের পরিবর্তনের সংগে সংগে তাওরাতের বিধান থেকে তারা ক্রমশ দূরে সরে গিয়েছিল। এমতাবস্থায় তাওরাতের বিধানকে পুনরায় প্রতিষ্ঠা করার জন্য আল্লাহ তা'আলা ঈসাকে (আ.) প্রেরণ করেন। এ প্রসংগে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

وَرَسُوْلًا اِلٰى بَنِىْٓ اِسْرَآئِيْلَ ۙ .... وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَلِاُحِلَّ

لَكُمْ بَعْضَ الَّذِىْ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ.

"এবং তাকে [*ঈসা (আ.)-কে*] বনী-ইসরাঈলের জন্য রাসূল করবেন... ।' আমি [*ঈসা (আ.)*] এসেছি আমার সম্মুখে তাওরাতে যা রয়েছে তার সমর্থকরূপে ও তোমাদের জন্য যা নিষিদ্ধ ছিলো তার কতকগুলোকে বৈধ করতে এবং আমি তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে তোমাদের কাছে নিদর্শন নিয়ে এসেছি। সুতরাং আল্লাহকে ভয় কর আর আমাকে অনুসরণ কর।" { *৩-সূরা আলে-ইমরান : ৪৯-৫০* }

ইয়াহুদী আলেম সম্প্রদায় তাওরাতের বিধান পরিবর্তন করে ইচ্ছামতো বিধান সৃষ্টি করেছিল। ঈসা (আ.) আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে তাদেরকে আল্লাহ তা'আলার প্রদর্শিত তাওরাতের বিধানে ফিরে আসার জন্য যখন আহ্বান করলেন তখন ইয়াহুদী আলেম সম্প্রদায়ের ধর্মীয় বিষয়ে আধিপত্যে এবং পার্থিব জীবনের স্বার্থে আঘাত লাগল। ঈসা (আ.) আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত miracle দেখিয়ে মানুষদেরকে বোঝাতে পেরেছিলেন যে, তিনি আল্লাহ তা'আলার মনোনীত বনী ইসরাঈলীদের (ইয়াহুদীদের) জন্য প্রেরিত রাসূল। এ কারণেই ইয়াহুদী আলেমগণ

www.nagorikpathagar.org

[Rabias] ক্রমশ সাধারণ জনগণের উপর নিয়ন্ত্রণ, আধিপত্য হারিয়ে ফেলে। ফলে আলেমগণ রোমান সরকারের সংগে পরিকল্পনা করে ঈসাকে (আ.) ক্রুশে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেয়। কাজেই খৃষ্টানরা বিশ্বাস করে জেরুজালেমে ঈসার (আ.) জন্ম হয়েছে এবং সেখানেই তাকে ক্রুশ বিদ্ধ করা হয়, আবার জেরুজালেমেই তিনি অবতরণ করবেন। প্রকৃতপক্ষে এই ব্যাপারে তারা সম্পূর্ণরূপে বিভ্রান্তিতে রয়েছে।

ইসলামী শরীয়ত মানবজাতির জন্য আল্লাহ তা'আলার মনোনীত দ্বীন তথা পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা, আর রাসূল (সা.) প্রেরিত হয়েছেন মানবজাতির জন্য সর্বশেষ রাসূল হিসেবে। মানবজাতির কাছে আল্লাহ তা'আলা আর কোনো রাসূল প্রেরণ করবেন না। এজন্যই ঈসা (আ.) রাসূল হিসেবে নয় বরং একজন মুসলিম হিসেবে পৃথিবীতে আবার অবতরণ করবেন, তিনি কখনোই খৃষ্টান ছিলেন না। অতএব খৃষ্টান ধর্মও তিনি প্রচার করেননি। মানবজাতির জন্য প্রেরিত শেষ রাসূলের (সা.) পূর্বে মানবজাতির বিভিন্ন সম্প্রদায়ের কাছে আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত সব নবী-রাসূলই মুসলিম বা আত্মসমর্পণকারী ছিলেন, তাদের মধ্যে মরিয়ম তনয় ঈসা (আ.) হচ্ছেন একজন অন্যতম রাসূল এবং মুসলিম।

ঈসা (আ.) অবতরণের পর, পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় কোনো ধর্ম থাকবে না। সকল মানুষই তখন মুসলমান হবে এবং ঈসার (আ.) নেতৃত্বকে সকলেই সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করবে। অর্থাৎ তখন খৃষ্টান, ইয়াহুদী, মুশরিক এবং নাস্তিকরা ঈসার (আ.) আসল পরিচয়ে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং আল-কুরআনে বিশ্বাসী হয়ে আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদের স্বীকৃতি দিয়ে আত্মসমর্পণ করবে। তাই বলা যায়, খৃষ্টানরা ঈসার (আ.) সম্পর্কে যা কিছু উদ্ভাবন করেছে এবং অন্যদের কাছে মিশনারীর মাধ্যমে প্রচার করছে, এ সমস্ত সব কিছুর পেছনে অবৈধ প্রবৃত্তি, শয়তানের প্ররোচনা এবং প্রভাবই প্রধান ভূমিকা কাজ করছে। তাই আল্লাহ তা'আলা মানবজাতিকে স্মরণ করিয়ে বলেছেন–

وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطٰنُ ۚ إِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ۔

"শয়তান যেন তোমাদেরকে কিছুতে নিবৃত্ত না করে [*সরল পথ অর্থাৎ ইসলাম থেকে*], সে তো তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।" { *৪৩-সূরা যুখরুফ : ৬২* }

أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ أَنْ لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطٰنَ ۚ إِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ۔ وَّأَنِ اعْبُدُوْنِيْ ۚ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيْرًا ۚ أَفَلَمْ تَكُوْنُوْا تَعْقِلُوْنَ۔

www.nagorikpathagar.org

"হে বনী আদম! আমি কি তোমাদেরকে বলে রাখিনি যে, শয়তানের ইবাদত করো না, সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু এবং আমার ইবাদত কর, এটিই সরল পথ [*একত্ববাদে বিশ্বাস করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ কর*]। শয়তান তোমাদের অনেক দলকে পথভ্রষ্ট [*খৃষ্টান ও ইয়াহুদীরা হচ্ছে এ দলের মধ্যে অন্যতম*] করেছে। তবুও কী তোমরা বুঝ না?" { *৩৬-সূরা ইয়াসিন : ৬০-৬২* }

অর্থাৎ ইসলাম ব্যতীত মানবজাতি যে বিভিন্ন ধর্মাদর্শকে কেন্দ্র করে বিভক্ত হয়েছে তা সৃষ্টির পেছনে শয়তানের অনুপ্রেরণা, উৎসাহ যেমন মূল শক্তি হিসেবে কাজ করে তেমন যত ধরনের মুনকার [*খারাপ কাজ*] সংঘটিত হচ্ছে সেগুলোও শয়তানের অনুপ্রেরণায় ঘটে। যদিও মানুষ বাস্তবে দেখে যে, আদম সন্তানদের সাহায্যেই এগুলো ঘটছে। অথচ শয়তান অদৃশ্যে থেকে যে প্রতিমুহূর্তে আদম সন্তানকে খারাপ কাছে জড়িত করতে অনুপ্রেরণা দিয়ে যায় এবং যাচ্ছে, সেটি অধিকাংশ আদম সন্তান বুঝতে পারে না, কারণ শয়তানের উদ্দেশ্য এবং অনুপ্রেরণা দেয়ার পদ্ধতি সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণা নেই।

শয়তানের উদ্দেশ্য উল্লেখ করে সতর্কতা

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, লানত প্রাপ্ত [*অভিশপ্ত*] শয়তানের একটিই উদ্দেশ্য, আদম সন্তানকে তাওহীদে বিশ্বাস করা থেকে দূরে রাখা এবং আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত জীবনাদর্শ উপেক্ষা করায় অনুপ্রাণিত করে বিভ্রান্ত করা, যাতে তারা অবিশ্বাসী হয়ে তার দলের অন্তর্ভুক্ত হয়। তাই অদৃশ্যে থেকে নানা পরিকল্পনায় ও কলা-কৌশলে প্রবৃত্তিতে অবৈধ চাহিদার সৃষ্টি করে ইবাদতের জন্য নতুন নতুন পদ্ধতির উদ্ভাবন করে মানব সন্তানকে সে সর্বদাই আহ্বান করে। যাতে তারা তার অনুসারী হয়ে আল্লাহ তা'আলার অবাধ্য হয় এবং অবশেষে তার সাথে জাহান্নামবাসী হয়। তার পরিকল্পনা ও অনুপ্রেরণা দেয়ার পদ্ধতি এতই সূক্ষ্ম, যা মানব প্রবৃত্তির কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও লোভনীয় হয়। তাই শয়তান সম্পর্কে কোনো জ্ঞান না থাকায় তারা অতি সহজেই খারাপ কাজে জড়িয়ে পড়ে। যার জন্য এই অদৃশ্য জটিল শত্রুকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে অন্যান্য দৃশ্যমান মানব শত্রুদের সাথে যে রকম আচরণ করা হয়, শয়তানের সাথেও অনুরূপ আচরণ করার জন্য মানব সন্তানকে নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

إِنَّ الشَّيْطَٰنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ۚ إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُۥ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَٰبِ السَّعِيرِ.

"শয়তান তোমাদের শত্রু; সুতরাং তাকে শত্রু হিসেবে গ্রহণ কর। সে তো তার দলবলকে আহ্বান করে কেবল এই জন্য যে, তারা যেন জাহান্নামী হয়।" { *৩৫-সূরা ফাতির : ৬* }

www.nagorikpathagar.org

মানবজাতিকে শেষ বিচার দিনের কথা স্মরণ করিয়ে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন–

يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِىْ وَالِدٌ عَنْ وَّلَدِهٖ ۫ وَلَا مَوْلُوْدٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَّالِدِهٖ شَيْـًٔا ؕ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ٝ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ۔

"হে মানুষ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর এবং ভয় কর সেই দিনের যখন পিতা সন্তানের কোনো উপকারে আসবে না, সন্তানও কোনো উপকারে আসবে না তার পিতার। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য, সুতরাং পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে কিছুতেই প্রতারিত না করে এবং সেই প্রবঞ্চক [*শয়তান, সে জিন বা মানুষ যে কেউ হতে পারে*] যেন তোমাদেরকে কিছুতেই আল্লাহ সম্পর্কে প্রবঞ্চিত না করে।" {*৩১-সূরা লোকমান : ৩৩*}

শয়তানের মুখ্য উদ্দেশ্য, আদম সন্তানরা তার মতো আল্লাহ তা'আলার আদেশের অবাধ্য হয়ে ইসলামী মূল্যবোধকে (দ্বীন) উপেক্ষা করে তার সংগে জাহান্নামী হোক।

মানব দুর্বলতা সম্পর্কে শয়তানের জ্ঞান উল্লেখ করে সতর্কতা

আদম সন্তানের আসল দুর্বলতা সম্পর্কে শয়তানের সুস্পষ্ট ধারণা রয়েছে। মানবজাতির পিতা-মাতার মাধ্যমে মানব সন্তানের দুর্বলতা কোথায় সেটি সে পূর্বেই জেনে নিয়েছে। তাই পার্থিব জীবন ও ধন-সম্পদের প্রতি মানব সন্তানের অতিশয় আকর্ষণ, আরাম-আয়েশে জীবন যাপন এবং প্রচুর ধন-সম্পদ অর্জনে বিরামহীন প্রতিযোগিতার সংগ্রামকে মানব সন্তানদের বিপথগামী করার জন্য শয়তান অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। আদম সন্তানের একটি বিশেষ দলকে বন্ধু বানিয়ে তাদের দিয়েই বিভিন্ন অবৈধ পন্থার সৃষ্টি করে শয়তান মানব সন্তানকে প্রতিনিয়ত বিপথগামী করছে। তাই গুরুত্বহীন ক্ষণস্থায়ী পার্থিব জীবনের ব্যাপারে বাস্তব উপমা দিয়ে মানবজাতিকে বুঝাতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَآءٍ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَآءِ فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الْاَرْضِ فَاَصْبَحَ هَشِيْمًا تَذْرُوْهُ الرِّيٰحُ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ مُّقْتَدِرًا۔

"তাদের [*মানব সন্তানদের*] নিকট পেশ কর উপমা পার্থিব জীবনের" এটি পানির ন্যায় যা আমি বর্ষণ করি আকাশ থেকে, যা দিয়ে ভূমিজ উদ্ভিদ ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে উদগত হয়, অতঃপর তা বিশুষ্ক হয়ে এমন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয় যে, বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান।" {*১৮-সূরা কাহফ : ৪৫*}

www.nagorikpathagar.org

অর্থাৎ পার্থিব জীবন এবং তার ভোগ বিলাসের সামগ্রী সবই সবুজ ঘাস এবং শস্যের মতো ক্ষণস্থায়ী। শস্য যেরকম সামান্য বৃষ্টির পানিতে ঘন সবুজ হয় আবার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই সৌন্দর্য হারিয়ে খড় হয়ে যায়, তখন মানুষের কাছে তার কোনো সৌন্দর্য ও মূল্য থাকে না। অনুরূপ মানুষের পার্থিব জীবনও আখেরাতের জীবনের তুলনায় অতি তুচ্ছ, কাজেই মূল্যহীন। সবুজ শস্যের দৃশ্য মানুষ সব সময়ই দেখছে। তাই আল্লাহ তা'আলা মানুষের অতি পরিচিত বস্তু এবং দৃশ্য দিয়েই উদাহরণ দিয়ে থাকেন, যাতে মানুষ সহজে বুঝতে পারে, আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। কি ধরনের কাজ মানব সন্তানদের কাছ থেকে আল্লাহ তা'আলা আশা করেন, তা উল্লেখ করে আরো বলেছেন–

اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ج وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ اَمَلًا.

"ধন-দৌলত ও সন্তানাদি ইহলোকের এক শোভা, কিন্তু স্থায়ী সৎকর্ম তোমার প্রতিপালকের নিকট পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য শ্রেষ্ঠ এবং বাঞ্ছিত হিসেবেও উৎকৃষ্ট।" {*১৮-সূরা কাহফ : ৪৬*}

অর্থাৎ ক্ষণস্থায়ী পার্থিব জীবনের ক্ষণস্থায়ী উপকরণ ধন-সম্পদ সঞ্চয় করার কাজে জড়িত থেকে আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত কিতাবের বিধান উপেক্ষা করে ন্যায়নীতি বর্জিত পন্থায় জীবনের মূল্যবান সময় কাটিয়ে দিও না। মানব সন্তানের উপর আল্লাহ তা'আলার যে ন্যায্য হক আছে সঠিক পন্থায় ইবাদতের মাধ্যমে তা আদায় করে অনন্ত জীবন পরকালের জন্য উৎকৃষ্ট উপাদান অর্জন কর। মানবজাতিকে স্মরণ করিয়ে আল্লাহ তা'আলা আরও বলেছেন পার্থিব জীবনের প্রতি বেশি আকৃষ্ট হয়ে শয়তানকে সুযোগ করে দিও না। অর্থাৎ পার্থিব জীবনের প্রতি তোমাদের অতিশয় আকর্ষণকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে শয়তান তোমাদেরকে বিপথগামী করবে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وقفه وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ.

"হে মানুষ! আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য; সুতরাং পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে কিছুতেই প্রতারিত না করে এবং সেই প্রবঞ্চক [*শয়তান*] যেন কিছুতেই আল্লাহ সম্পর্কে তোমাদেরকে প্রবঞ্চিত না করে।" { *৩৫-সূরা ফাতির : ৫* }

খাদ্য সম্পর্কে সতর্কতা

আল্লাহ তা'আলা মানুষ সৃষ্টি করেছেন, অতএব তিনিই সবচেয়ে ভালো জানেন মানব শরীরের পুষ্টি ও সুস্বাস্থ্যের সংরক্ষণে, আধ্যাত্মিক ও মানসিক উন্নতি সাধনে

www.nagorikpathagar.org

এবং সামাজিক কল্যাণে কি ধরনের খাবার উৎকৃষ্ট হবে। তাই নবী-রাসূলের মাধ্যমে আসমানী কিতাব পাঠিয়ে বিভিন্ন সময়ে খাবারের ব্যাপারে পরিষ্কার দলিল দিয়ে মানবজাতিকে অবহিত করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলার নাযিলকৃত আসমানী কিতাবের মধ্যে তাওরাত [Old testament] হচ্ছে প্রথম কিতাব, যার বিধান লিখিতভাবে মানুষের হাতে পৌঁছেছে। তারপরে নাযিল করেন ইঞ্জিল [New Testament] এবং আল কুরআন।

শূকরের মাংস খাওয়া মানুষের জন্য ক্ষতিকর। আল্লাহ তা'আলা তাওরাতে বর্ণিত বিধানের মাধ্যমে সেটি হারাম করেছেন। তাই অধিকাংশ ইয়াহুদী শূকরের মাংস খায় না। কিন্তু পরবর্তীতে খৃষ্টান সম্প্রদায় শূকরের মাংস খাওয়ার রীতি চালু করে যদিও তাদের জন্য শূকরের মাংস হারাম। কারণ তাওরাত [old Testament] এবং ইঞ্জিল [New Testament] প্রকৃতপক্ষে একই কিতাব তবে ইঞ্জিলের মাধ্যমে তাওরাতের অনেক নিষিদ্ধ বিধানকে বৈধ করা হয়েছে [*তবে শূকরের মাংস এই বৈধতার মধ্যে পড়ে না*]। এ ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন–

وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ ج
وَجِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ قف فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ.

"আর এটি [*ইঞ্জিল*] পূর্ববর্তী কিতাবসমূহকে সত্যায়ন করে, যেমন তাওরাত। আর তা এজন্য যাতে তোমাদের জন্য হালাল করে দেই কোনো কোনো বস্তু যা তোমাদের জন্য হারাম ছিলো [*যেমন চর্বি সম্পৃক্ত মাংস*]। আর আমি [*ঈসা (আ.)*] তোমাদের নিকট এসেছি তোমাদের পালনকর্তার নিদর্শনসহ। কাজেই আল্লাহকে ভয় কর এবং আমাকে অনুসরণ কর।" {*৩-সূরা আলে-ইমরান : ৫০*}

সকল আসমানী কিতাবই পরাক্রমশীল আল্লাহ্ তা'আলার প্রেরিত। আল-কুরআনে শূকরের মাংসসহ অন্যান্য মাদক জাতীয় বস্তুকেও হারাম করা হয়েছে। মদ্য পানের বা আসক্তির সংগে মানুষের শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক, পারিবারিক ক্ষতি, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সমস্যা জড়িত থাকে। বিভিন্ন দেশে বিশেষ করে পাশ্চাত্যে এমনকি বাংলাদেশের সমাজেও মদ পানে আসক্তির কারণে অনেক ব্যক্তি ও পরিবার নানা ধরনের সমস্যায় জর্জরিত হয়েছে, এমনকি স্বামী-স্ত্রীর বিবাহ বিচ্ছেদ হয়েছে এবং আজও হচ্ছে। সন্ত্রাস, নারী কেলেংকারি, অসৎ, অসামাজিক কর্মের সংগে মদ্য পানের সম্পৃক্ততা থাকে। প্রসঙ্গত কারণেই বলতে বাধা নেই এই সমস্ত অন্যায় কাজ এবং মদ্যপান মানুষের জীবনে অশান্তি সৃষ্টিতে প্রধান ভূমিকা পালন করে। মানুষের শারীরিক ও আধ্যাত্মিক পুষ্টি সাধনের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবীতে অফুরন্ত ভালো জিনিস সৃষ্টি করেছেন এবং মাত্র কয়েকটি বস্তুকে হারাম করে আর বাকী সব বস্তুকে হালাল করেছেন। যে সমস্ত

www.nagorikpathagar.org

খাবার (বস্তু) হারাম করেছেন তার সবগুলোই মানুষের জন্য ক্ষতিকর, তাই আল্লাহ্ তা'আলা সে সবকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু মানুষ আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশকে উপেক্ষা করে শয়তানের প্রভাবে হারাম এবং ক্ষতিকর খাবারে আসক্ত হয় তাতে ভালোর তুলনায় মন্দের প্রভাবই তাদের জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে। এ প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন–

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُوا۟ مِمَّا فِى ٱلْأَرْضِ حَلَـٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا۟ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَـٰنِ ۚ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُلُوا۟ مِن طَيِّبَـٰتِ مَا رَزَقْنَـٰكُمْ وَٱشْكُرُوا۟ لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ.

"হে মানবজাতি। পৃথিবীতে যা কিছু বৈধ ও পবিত্র খাদ্যবস্তু রয়েছে তা থেকে তোমরা আহার কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না, নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। হে ঈমানদারগণ, তোমরা পবিত্র বস্তু-সামগ্রী আহার কর, যেগুলো আমি তোমাদেরকে রিযিক হিসেবে দান করেছি এবং শুকরিয়া আদায় কর আল্লাহর, যদি তোমরা তারই বন্দেগি কর।" { *২-সূরা বাকারাহ : ১৬৮, ১৭২* }

وَمِنَ ٱلْأَنْعَـٰمِ حَمُولَةً وَفَرْشًا ۚ كُلُوا۟ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا۟ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَـٰنِ ۚ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ.

"গবাদি পশুর মধ্যে কতক ভারবাহী ও কতক ক্ষুদ্রাকার পশু সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্ যা রিযিকরূপে তোমাদেরকে দিয়েছেন তা আহার কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।" { *৬-সূরা আন'আম : ১৪২* }

হালাল-হারামকে কেন্দ্র করে শয়তান মানবের উপর প্রভাব সৃষ্টি করে। *এ সম্পর্কে রাসূল (সা.) বলেছেন, 'আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "আমার বান্দাদেরকে 'হুনাফা" [পবিত্র] করার জন্যই আমি সব রকম ধন-সম্পত্তি হালাল করেছি, কিন্তু শয়তান তাদের নিকট এসে সত্যপ্রকৃতি [True Nature or True Religion] থেকে বিপথগামী করে এবং হারাম করে যা তাদের জন্য হালাল করেছি।" [মুসলিম, ৪:২১৯৭ ইংরেজী অনুবাদ, ইবনে কাসীর, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪৬৫]*

Narrated An-Nu'man bin Bashir (RA): I heard Allah's Messenger (SA) saying, 'Both legal [Halal] and illegal [Haram] things are evident but in between them there are doubtful [unclear] things, and most of the people have no knowledge about them. So whoever saves

www.nagorikpathagar.org

himself from these unclear things, he saves his religion and his honour. And whoever indulges in these unclear things is like a shepherd who grazes [his animals] near the Hima [private pasture] of someone else, and at any moment he is liable to get in it. [o people!] Beware! Every king has a Hima and the Hima of Allah (SWT) on the earth is His illegal [fobidden] things. Beware! There is a piece of flesh in the body if it becomes good [reformed], the whole body becomes good, but if it gets spoiled, the whole gets spoiled and that is the heart." [Sahee Al-Bukhari, 1, 49]

অনুবাদ : নো'মান ইবনে বশীর (রা.) বলেন, আমি রাসূল (সা.)-কে বলতে শুনেছি : হালাল সুস্পষ্ট, হারামও সুস্পষ্ট। আর এ দুয়ের মাঝখানে রয়েছে অস্পষ্ট বিষয়গুলো। অনেকেই সেগুলো জানে না। কাজেই যে ব্যক্তি সন্দেহজনক বিষয় থেকে বিরত থাকে, সে নিজের দ্বীন ও সম্মান রক্ষা করে। আর যে ব্যক্তি সন্দেহজনক বিষয়ে লিপ্ত হয়ে পড়ে, সে এমন রাখালের মতো হয়ে যায় যে, সে তার পশু সংরক্ষিত এলাকার আশে-পাশে চরায়। ফলে তা সেখানে প্রবেশ করার আশংকা সৃষ্টি হয়। শোন, প্রত্যেক বাদশাহরই সংরক্ষিত এলাকা থাকে। আর আল্লাহর জমিনে তাঁর সংরক্ষিত এলাকা হচ্ছে নিষিদ্ধ বিষয়গুলোর। এ কথাও শোন, মানব দেহে একটি মাংসখণ্ড আছে। তা ভালো থাকলে গোটা দেহ ভালো থাকে। আর তা খারাপ হয়ে গেলে গোটা দেহই খারাপ হয়ে যায়। জেনে রাখ, সেটি হচ্ছে কলব বা হৃৎপিণ্ড। *[সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড-১, ৪৯]*

যে সমস্ত অন্যায় কাজে শয়তান আহ্বান করে সেটি উল্লেখ করে সতর্কতা

অন্যায় অথবা খারাপ কাজ হচ্ছে সেই সমস্ত কাজ, যার কারণে মানুষ ব্যক্তি, পরিবার এবং সামাজিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যে সমস্ত কাজ সাময়িকভাবে ব্যক্তি বিশেষের জন্য মঙ্গলজনক হলেও অন্যদের জন্য ক্ষতিকর, সেগুলোও খারাপ কাজের অন্তর্ভুক্ত। এটি অনস্বীকার্য যে, শয়তান মানুষকে খারাপ কাজে জড়িত হওয়ার জন্য অনুপ্রেরণা দেয় এবং নানা কৌশলে আকর্ষণীয় বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট করে তাকে পাপ কাজে লিপ্ত করে। এছাড়াও অদৃশ্য ফিসফিসানির মাধ্যমে সে মানুষের মন মগজে ও চিন্তা-চেতনায় আল্লাহ তা'আলা সম্বন্ধে সাংঘাতিক ধারণার

www.nagorikpathagar.org

সৃষ্টি করে। এজন্যই মানুষ কোনো প্রকার অকাট্য প্রমাণ, দলিল এবং গ্রহণযোগ্য জ্ঞান ছাড়া আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে মনগড়া কথা বলে থাকে। এই প্রসংগে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوْءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ. وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۚ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ شَيْئًا وَّلَا يَهْتَدُوْنَ.

"সে [*শয়তান*] তো কেবল তোমাদেরকে [*মানব সন্তানকে*] মন্দ ও অশ্লীল কার্যের এবং আল্লাহ সম্বন্ধে তোমরা জান না এমন সব বিষয়ে বলার নির্দেশ দেয়। যখন তাদেরকে [*মানবজাতিকে*] বলা হয়, 'আল্লাহ যা [*আল-কুরআন*] অবতীর্ণ করেছেন তা তোমরা অনুসরণ কর; তারা বলে, না বরং আমরা আমাদের পিতৃ পুরুষদেরকে যাতে পেয়েছি তার অনুসরণ করবো। এমনকি, তাদের পিতৃপুরুষগণ যদিও কিছুই বুঝত না এবং তারা সৎপথেও পরিচালিত ছিলো না, তথাপিও?" { *২-সূরা বাকারাহ : ১৬৯-১৭০* }

অধিকাংশ মানুষই বংশ পরম্পরা আল্লাহ তা'আলার ব্যাপারে একই রকম ভ্রান্ত পন্থায় মিথ্যার ভিত্তিতে বিশ্বাস স্থাপন এবং ইবাদত করে জীবন কাটিয়ে দেয়। যদিও তাদের অতি ক্ষুদ্রাংশ আল্লাহ তা'আলার অপার কৃপায় সত্যদ্বীনে (ধর্মে) ফিরে আসছে কিন্তু অধিকাংশ মানুষই বাপ-দাদার অন্ধ বিশ্বাসকে সম্বল করেই ভ্রান্ত বিশ্বাসে সারা জীবন অটল থাকে। তারা চিন্তা করে না এবং বুঝতে পারে না যে, তাদের পূর্ব পুরুষগণ মিথ্যা আশ্বাসে ভ্রান্ত বিশ্বাসে জীবন যাপন করে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে। ভ্রান্ত বিশ্বাসে অটল থাকার ইচ্ছা-আগ্রহে এবং ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণে শয়তানের ইন্ধনই তাদেরকে সত্যদ্বীন থেকে দূরে রেখেছে, এজন্যই তারা হেদায়াত প্রাপ্ত হওয়া থেকে নিজেদেরকে বঞ্চিত করছে।

এই প্রসঙ্গে [ইতোপূর্বে বহুবার উল্লেখ করা হয়েছে] আল্লাহ তা'আলার মনোনীত রাসূল ঈসা (আ.) একজন আত্মসমর্পণকারী বান্দা ছিলেন এবং তাকে প্রেরণ করা হয়েছিল মানবজাতির জন্য পরীক্ষাস্বরূপ। কিন্তু মানুষ নিজের মনগড়া ভ্রান্ত বিশ্বাসকে অবলম্বন করে ঈসা ইবনে মরিয়মকে (আ.) আল্লাহ তা'আলার পুত্র হিসেবে নির্ধারণ করেছে। দুনিয়াতে কোটি কোটি খৃষ্টান এই মহা মিথ্যাকে সত্য হিসেবে ধরে অটল বিশ্বাসে জীবন যাপন করছে। আল্লাহ তা'আলার প্রতি আরোপিত এই মহামিথ্যার পেছনে তাদের কোনো দলিল নেই। তাই পরাক্রমশালী, সার্বভৌমত্বের অধিকারী, সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলার বিরুদ্ধে এটি হচ্ছে একটি চরম মিথ্যা অপবাদ। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

www.nagorikpathagar.org

يَـٰٓأَهْلَ الْكِتَـٰبِ لَا تَغْلُوْا فِىْ دِيْنِكُمْ وَلَا تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ إِلَّا الْحَقَّ ۚ إِنَّمَا الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَكَلِمَتُهٗ ۚ أَلْقٰهَآ إِلٰى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِّنْهُ ز فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ قف وَلَا تَقُوْلُوْا ثَلٰثَةٌ ۚ اِنْتَهُوْا خَيْرًا لَّكُمْ ۚ إِنَّمَا اللّٰهُ إِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ سُبْحٰنَهٗٓ أَنْ يَّكُوْنَ لَهٗ وَلَدٌ ۘ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْأَرْضِ ۚ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا.

"হে আহলে কিতাবগণ! দ্বীনের [*ধর্মের*] ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না এবং আল্লাহ সম্বন্ধে সত্য ভিন্ন বলো না। মরিয়ম পুত্র ঈসা মসীহ আল্লাহর রাসূল ও তাঁর একটি বাণী [*কুন ফা ইয়াকুন অর্থাৎ হয়ে যাও*], তিনি তা নিক্ষেপ করেছিলেন মরিয়মের প্রতি [*ফলে সে (ঈসা) মরিয়মের গর্ভস্থ হয়েছিল*] এবং সে [*ঈসা*] আল্লাহর তরফ থেকে একটি প্রাণ [রূহ] অতএব, ঈমান আন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি এবং বলো না যে, মা'বুদ তিনজন; নিবৃত্ত হও, এটি তোমাদের জন্য কল্যাণকর হবে। আল্লাহই একমাত্র মা'বুদ, তার সন্তান হওয়া হতে তিনি পবিত্র; আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে সব তারই এবং কর্মবিধায়ক [*বিধানে*] আল্লাহই যথেষ্ট।" { *৪-সূরা নিসা : ১৭১* }

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ عُزَيْرُ نِ ابْنُ اللّٰهِ وَقَالَتِ النَّصٰرَى الْمَسِيْحُ ابْنُ اللّٰهِ ۚ ذٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ ۚ يُضَاهِئُوْنَ قَوْلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ ۚ قٰتَلَهُمُ اللّٰهُ ۚ أَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ.

"এবং ইয়াহুদীরা বলে, ওযায়ের আল্লাহর পুত্র এবং খৃষ্টানরা বলে, মসীহ [*ঈসা*] আল্লাহর পুত্র। তা তাদের মনগড়া মুখের কথা, তারা পূর্বের অবিশ্বাসীদের কথার অনুকরণ করছে। আল্লাহ তাদের বিনাশ করুন, তারা কেমন করে সত্য বিমুখ হয়।" { *৯-সূরা তাওবা : ৩০* }

মানব এবং অন্যান্য সৃষ্ট প্রাণীর বংশধারা রক্ষার্থে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। মানুষ মরণশীল, তাই তাদের সঞ্চিত ধন-সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালনে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। অথচ আল্লাহ তা'আলা চিরন্তন, চিরঞ্জীব, শাশ্বত, স্বাধিষ্ঠ বিশ্ববিধাতা। কাজেই চিরদিন বিশ্বজাহানের তত্ত্বাবধায়নে এবং নিয়ন্ত্রণে মানবের মতো কারও সাহায্য তাঁর কোনো প্রয়োজন নেই। এই মহাসত্য এবং পরিষ্কার বিষয়টি আহলে কিতাবরা অনুধাবন করতে পারে না, যদিও ইয়াহুদী এবং খৃষ্টান উভয় দলই আল্লাহ তা'আলার মনোনীত রাসূল এবং তাদের কাছে প্রেরিত আসমানী কিতাবে বিশ্বাসী। তা সত্ত্বেও তারা আল্লাহ তা'আলা সম্বন্ধে মিথ্যা অপবাদ সৃষ্টি করেছে। সুতরাং তাদের কার্যকলাপে আল্লাহ তা'আলা ভীষণ অসন্তুষ্ট। এ সম্পর্কে *রাসূল*

www.nagorikpathagar.org

(সা.) বলেছেন, আল্লাহ বলেন : "মানুষ আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, অথচ তাদের জন্য এটি উচিত নয়। আর মানুষ আমাকে গালি দেয়, অথচ এটি তার জন্য উচিত নয়। তাদের দিয়ে আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার অর্থ হলো, তারা বলে তাদেরকে [মৃত্যুর পর] জীবিত করে আগের মত করতে সক্ষম নই। আর আমাকে গালি দেয়া হলো, তারা বলে যে, আমার পুত্র আছে। অথচ স্ত্রী বা সন্তান রাখার মত বিষয় থেকে আমি পবিত্র।" [সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড ৩, ৯]। আল্লাহ তা'আলার সম্পর্কে যারা এ রকম মিথ্যা সৃষ্টি করে তারাই শ্রেষ্ঠ যালেম, এ কথাও মানুষকে স্মরণ করিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ

"যে ব্যক্তি আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করে অথবা আল্লাহর নিদর্শনকে [*আল-কুরআনকে*] প্রত্যাখ্যান করে, তার অপেক্ষা অধিক যালেম আর কে? অপরাধীগণ সফলকাম হয় না।" *{১০-সূরা ইউনুস : ১৭}*

অনুরূপ আদম সন্তানের মধ্যে হিংসা, বিদ্বেষ, শত্রুতা এবং ঘৃণার মনোভাব সৃষ্টিতে শয়তানের ভূমিকা সর্বত্র সক্রিয়। ফলে আদম সন্তান পারিবারিক কলহে, ধর্ম ও বর্ণের ব্যবধানে এবং জাতীয় পর্যায়ে যুদ্ধে লিপ্ত হতে দ্বিধান্বিত হয় না। তদুপরি হিংসা ও বিদ্বেষবশত মানব সন্তান বিভিন্ন ধর্মে বিভক্ত হয়েছে। এ প্রসংগে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ۝ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا ۖ كُلُّ

حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ

"এবং তোমাদের এই যে জাতি এটি তো একই জাতি এবং আমিই তোমাদের প্রতিপালক; অতএব আমাকে ভয় কর। কিন্তু তারা নিজেদের মধ্যে [*হিংসা ও বিদ্বেষের কারণে, সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত নং ২১৩ দেখুন*] তাদের দ্বীনকে বহুধা বিভক্ত করেছে। প্রত্যেক দলই তাদের নিকট যা আছে তা নিয়ে আনন্দিত।" *{২৩-সূরা মু'মিনূন : ৫২-৫৩}*

বলার অপেক্ষা রাখে না আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত সকল নবী-রাসূলই এক দ্বীনের বিশ্বাসে অধিষ্ঠিত ছিলেন তাই উম্মতকে মূলনীতি ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে একই দ্বীন ও পন্থা অনুযায়ী চলার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু প্রবৃত্তির অবৈধ চাহিদায় শয়তানের অনুপ্রেরণায় উম্মত সেটি মানেনি। এক্ষেত্রে খৃষ্টান ও ইয়াহুদীরা হচ্ছে অন্যতম। কারণ বিশেষ করে খৃষ্টানরা শুধুমাত্র নিজেদের মধ্যে বিভক্ত হয়নি বরং তারা নিজ ভ্রান্ত বিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত ধর্মকে শ্রেষ্ঠ হিসেবে আখ্যায়িত করার প্রয়াসে মিথ্যা

www.nagorikpathagar.org

আশ্বাস দিয়ে দুনিয়ার মানুষের কাছে দম্ভভরে প্রচার করছে। এটি নিঃসন্দেহে চরম যুলুম ও অন্যায় এবং আল্লাহ্ তা'আলা সম্পর্কে চরম অপবাদ। অদৃশ্য শয়তানের অনুপ্রেরণা ব্যতিরেকে এই গর্হিত অন্যায়ের কাজ কেউ করতে পারে না।

শয়তান সম্পর্কে মুসলিমদের প্রতি সতর্কতা

শয়তান সর্বজনীনভাবে "মানবতার শত্রু" হলেও মুসলিমদের জন্য সে ঘোরতর শত্রু। কারণ মানবজাতির মধ্যে একমাত্র মুসলিম উম্মতই আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদে [*তাওহীদে*], আল-কুরআনে, পূর্ববর্তীতে প্রেরিত সকল আসমানী কিতাবে, শেষ রাসূলে (সা.) এবং অন্যান্য সকল নবী-রাসূলদের প্রতি বিশ্বাসী। শয়তান মানব সন্তানের কাছ থেকে যা প্রত্যাশা করে, মুসলিম উম্মত সম্পূর্ণরূপে তার বিপরীতে কাজ করে। তাই মুসলিম উম্মতকে বিভ্রান্ত করার জন্য, তাদের জীবনে অশান্তি সৃষ্টিতে, আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত বিধানে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণে এবং আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত করা থেকে দূরে রাখার জন্য শয়তান প্রতি মুহূর্তে প্রতি পদক্ষেপে শত্রু হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। এজন্যই শয়তানের পদাংক অনুসরণ না করতে মুসলিম উম্মতের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা বিশেষ নির্দেশনা দিয়েছেন। তবে শয়তানের উদ্দেশ্যকে সমর্থন করা, তার অনুপ্রেরণায় গর্বিত হওয়া, তার ঔদ্ধত্যের অনুগামী হয়ে উদ্ধত্ব দেখানো এবং তার অনুপ্রেরণার কাছে আত্মসমর্পণ করে অন্ধবিশ্বাসে জীবন যাপন করা, আর তার পদাংক অনুসরণ করা একরকম ব্যাপার নয়, যদিও শুনতে মনে হয় একরকম। শয়তানের পরিকল্পনায় ও কুমন্ত্রণায় আত্মসমর্পণ করে তার কার্যকলাপে অংশ গ্রহণ করা, তার উদ্দেশ্যের বাস্তবায়নে তার দলকে সবরকম কার্যকলাপে সরাসরিভাবে সাহায্য করা আর পদাংক অনুসরণ করে পেছনে হেঁটে যাওয়া এক কথা নয়। এই দু'টি পরিস্থিতির মধ্যে লক্ষণীয় তফাত রয়েছে। যুদ্ধক্ষেত্রে মুখোমুখি হয়ে সংগ্রামী [*কমবাটান্ট*] যোদ্ধা আর স্বেচ্ছাসেবক একরকম কথা নয়, একটির অংশ গ্রহণ হলো সক্রিয়ভাবে আর অন্যটির হলো অনুসরণ অথবা সাহায্য করা।

আল্লাহ তা'আলার নাযিলকৃত শেষ আসমানী কিতাব আল-কুরআন এবং রাসূলের (সা.) সুন্নাহ [*তাঁর আদেশ-উপদেশ-নিষেধ, আল-কুরআনের ব্যাখ্যা এবং খ্যাতিমান আলেমদের ব্যাখ্যা ইত্যাদি*] সমন্বয়ে হয় ইসলামী শরীয়ত বা জীবনাদর্শ অথবা পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। তাই মুসলিম উম্মতের সর্বপ্রথম দায়িত্ব হচ্ছে কোনো প্রকার দ্বিধা সংকোচ ব্যতিরেকে ইসলামী মূল্যবোধের জীবনাদর্শে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করা অর্থাৎ জীবনের প্রতি পদক্ষেপে ইসলামী মূল্যবোধে আরোপিত সব বিধিনিষেধ পুরোপুরি মেনে চলা। তার বিপরীতে মুসলিম উম্মত যখন ধর্মীয় আচরণে এই পবিত্র বিধানের ৯০% গ্রহণ করে বাকী ১০% কুসংস্কার এবং 'বিদ'আত' বা অন্য

www.nagorikpathagar.org

ধর্মের কিছু প্রথাকে মেনে জীবন যাপন করে তখন উল্লিখিত ১০% হয়ে যায় শয়তানের পদাংক অনুসরণ করার শামিল। এজন্যই ইসলামী মূল্যবোধে প্রদর্শিত আচরণের বহির্ভূত কিছু আচরণকে ধর্মীয় অনুশাসন বা সংস্কৃতি হিসেবে গ্রহণ করায় শয়তান দিয়ে প্রভাবিত হওয়া থেকে বিরত থাকার জন্য আল্লাহ তা'আলা মুসলিম উম্মতের প্রতি আদেশ দিয়ে বলেছেন–

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা পরিপূর্ণভাবে দ্বীন ইসলামে প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না, নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।" {*২-সূরা বাকারাহ : ২০৮*}

ইবনে আব্বাস (রা.), ইকরিমা (র.) এবং মুজাহিদ (র.) উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, *"পুরোপুরি ইসলামে প্রবেশ করা হলো মুসলিমদের জন্য ফরয দায়িত্ব। মুজাহিদ (র.) আরও বলেছেন যে, এই আয়াতের অর্থ হলো ভালো ও পুণ্যবান কাজ কর [অসৎ-অন্যায়, প্রয়োজন নেই এই ধরনের সমস্ত আচার-আচরণ, কাজকর্ম থেকে বিরত থাক]। উল্লিখিত আয়াতের আদেশ বিশেষ করে আহলে কিতাবদের [খৃষ্টান ও ইয়াহুদী] এবং অন্যান্য ধর্ম থেকে ইসলামে প্রত্যাবর্তন করেছিল, তাদের জন্য। কারণ তাদের অনেকেই ইসলাম ধর্মে ফিরে আসার পরও তাদের পূর্ববর্তী আচার-আচরণ পরিত্যাগ করতে পারছিল না। ফলে অনেক সময় তারা ইসলামী মূল্যবোধের বিধিনিষেধ এবং পূর্বের আচার-আচরণের ব্যাপারে বিভ্রান্ত হতো। [ইবনে কাসীর, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৫৮৫]*

তবে এটি অনস্বীকার্য যে, এই আদেশ মুসলিম উম্মতের জন্যও প্রযোজ্য। কারণ বিভিন্ন দেশের ও ভাষার মুসলিম স্বীয় সংস্কৃতিকে লালন করতে গিয়ে বহু ধরনের বিদ'আতকে ধর্মীয় সংস্কৃতির অংশ করেছে। অতএব মুসলিম উম্মাহর উচিত পূর্ণাঙ্গভাবে ইসলামী মূল্যবোধের অন্তর্ভুক্ত হয়ে ধর্মীয় সংস্কৃতির সাথে সাংঘর্ষিক বিষয়কে পরিত্যাগ করা। অর্থাৎ ইসলামী মূল্যবোধের কিছু বিধিনিষেধ গ্রহণ করলে আর কিছু মানতে গড়িমসি করলে এমন যাতে না হয়। কাজেই এর সম্পর্ক বিশ্বাস ও ইবাদতের ব্যাপারেই হোক কিংবা আচার-অনুষ্ঠান, সামাজিকতা অথবা রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেই হোক অথবা রাজনীতির সাথে জড়িত হোক এবং বাণিজ্যের ও শিল্পের সাথে হোক, এ সকল বিষয়ে ইসলামী মূল্যবোধে প্রদত্ত পূর্ণাঙ্গ বিধানের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও।

www.nagorikpathagar.org

বর্তমানে প্রায় প্রতিটি মুসলিম দেশেই তবে বিশেষ করে বাংলাদেশের সমাজে মুসলিমদের অনেকেই ধর্মীয় মূল্যবোধের কিছু বিধিনিষেধের ব্যাপারে অনেক সময় বিভ্রান্ত হয়, তার পেছনে প্রধান কারণ হচ্ছে অন্য ধর্মের প্রচলিত সাংস্কৃতিক রীতিনীতি এবং আচার-আচরণের প্রভাব। ইসলামী মূল্যবোধের বিধিনিষেধ সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে অনেকের কাছে অন্য ধর্মের আচার-আচরণ ইসলামী রীতিনীতি হিসেবে গৃহীত হয়ে থাকে। তবে এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, সব ভাষাভাষী মুসলিমদের মাতৃভাষার নিজস্ব সংস্কৃতি আছে, যা পালন করার সাথে ইসলামী মূল্যবোধের কোনো বিরোধ নেই। তবে মুসলিমদের যে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে সেটি হলো, ইসলামী মূল্যবোধে যে সমস্ত বিষয় হারাম করা হয়েছে, তা নিজ মাতৃভাষার সংস্কৃতিতে উপস্থিত থাকলেও সেগুলো মুসলিম উম্মতের সংস্কৃতি হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না। যেমন নারী-পুরুষের অবাধ সংমিশ্রণ ইসলামী জীবনাদর্শে হারাম করা হয়েছে, তাই এ ধরনের সামাজিকতা এবং অনুষ্ঠান যদি নিজ ভাষার সংস্কৃতিতে থাকে সেটি ইসলামী সংস্কৃতি বা আচার-আচরণ হিসেবে পালন করা যাবে না। কারণ এই আচার-আচরণ মানুষের জীবনে শান্তির পরিবর্তে অশান্তি সৃষ্টি করে, তাই সর্বজ্ঞ আল্লাহ তা'আলা এগুলোকে হারাম করেছেন।

বর্তমানে মুসলিম উম্মতের বৃহত্তর অংশ উল্লিখিত আচরণকে সংস্কৃতি হিসেবে গ্রহণ করায় তাদের জীবনে নানাবিধ সমস্যা দেখা দিয়েছে অথচ তারা সেটি বুঝতে পারে না। ভাবী-দেবর ও দুলাভাই-শ্যালিকার ঘনিষ্ঠ বা অন্তরঙ্গ সম্পর্ক এবং পাড়া-প্রতিবেশী ও বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে ভাবী-দেবর সম্পর্ক সৃষ্টিতে নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করায় পারিবারিক জীবনে অনেক সময় অশান্তির সৃষ্টি হয়। এই ক্ষেত্রে ইসলামী মূল্যবোধের পরিবর্তে অন্যান্য ধর্মের অথবা সাংস্কৃতিক প্রভাবই প্রধান ভূমিকা পালন করে থাকে। অতএব এ সমস্ত সম্পর্কে যে অন্তরঙ্গতা ও ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টি হয় এবং অপ্রয়োজনীয় হাসি-তামাশা করা হয়, সেগুলোকে ধর্মীয় মূল্যবোধ সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে ইসলামী সংস্কৃতির একটি অংশ হিসেবে অনেক সময় গ্রহণ করা হয়।

আধুনিক সংস্কৃতি এবং উন্নত বিশ্বের তথাকথিত সভ্যতার নামে অসভ্য সংস্কৃতি, যেমন নর-নারীর অবাধ মেলামেশা আজ মুসলিম সংস্কৃতির একটি অংশ হয়েছে, তাতে নানা ধরনের সমস্যার সৃষ্টি করছে। আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত মূল্যবোধ অনুযায়ী নর-নারীদের মেলামেশা এবং পোশাকের নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করার জন্য নারীরা আজ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হচ্ছে। পুরুষ শাসিত সমাজে পুরুষদের খেয়াল খুশি এবং প্রশান্তির প্রয়োজনে নারীদের অনেকেই আজ আধুনিক প্রগতিশীল জীবন যাপনের প্রলোভনে যৌন সম্ভোগের উৎস বা

www.nagorikpathagar.org

বিষয়-বস্তুতে পরিণত হয়েছে। এক্ষেত্রে বিশেষ কিছু নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কারণ তারা মনে করে পোশাকে উদারনীতি অবলম্বন করে নিজের সৌন্দর্য প্রকাশের মাধ্যমে পুরুষদের প্রশংসা অর্জন, ব্যবসা বাণিজ্যতে সফলতা এবং তাদের সংগে অবাধে মেলামেশা প্রকৃতপক্ষে আধুনিক সংস্কৃতি এবং নারী স্বাধীনতা বা মুক্তির অগ্রগতির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। সংস্কৃতি হচ্ছে একটি জাতির ঐতিহ্য, যা বিশ্বের কাছে পরিচিতি লাভে সাহায্য করে, তাই প্রতিটি জাতির ভাষার নিজস্ব সংস্কৃতি আছে। এজন্যই কোনো জাতির ঐতিহ্য ও স্বকীয়তাকে ধ্বংস করতে হলে প্রথমেই উক্ত জাতির সংস্কৃতিকে নানাভাবে কলুষিত করতে হয়।

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিলো তাদের উপনিবেশের দেশগুলোর সংস্কৃতিকে প্রথমে ধ্বংস করা তাতে শোষণ ও শাসন করা দু'টিই সহজ হবে। প্রকৃতপক্ষে তারা সেটিই করেছিল, ফলে স্বাধীন মানুষগুলো বৃটিশদের জটিল চক্রে আত্মসমর্পণ করে গোলামে পরিণত হয়েছিল। তাই নিজস্ব জাতীয় সংস্কৃতিকে বিদেশী অশ্লীল সংস্কৃতির প্রভাবে বিপন্ন করার মাধ্যমে কেউ মুক্তি পেতে পারে না বরং বিদেশী সংস্কৃতির প্রভাবে মানুষ নিজস্ব স্বকীয়তা হারিয়ে পরাধিনতার জালে আবদ্ধ হয়। প্রকৃতপক্ষে আধুনিক সংস্কৃতির প্রভাবে নারী জাতিই সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, অথচ নারীরা সেটি বুঝতে পারে না। এই সমস্ত ক্ষেত্রে অদৃশ্য শয়তানের অনুপ্রেরণা ও পরিকল্পনা যে মনের অজান্তে সব রকম অবৈধ, অশ্লীল শালীনতাহীন ও ধংসাত্মক কার্যকলাপে জড়িত হওয়ার জন্য তাদের হৃদয়ের দরজা উন্মুক্ত করছে, সেটিও তারা বুঝতে পারে না। কারণ এগুলো বস্তুত মানব প্রবৃত্তির কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় তাই বলা হয় চিত্তবিনোদনের বিষয়। যা হোক যখন বুঝতে পারে তখন তারা জীবনের ধ্বংসাস্তূপের উপর দাঁড়িয়ে থাকে। সেখান থেকে ফিরে আসতে তাদের জন্য আর কোনো রাস্তা খোলা থাকে না।

শুধুমাত্র তাওহীদে বিশ্বাস করলেই মুসলিম উম্মতের দায়িত্ব শেষ হয় না। ধর্মীয় মূল্যবোধ বহির্ভূত সবরকম পাপ কাজের চিন্তাভাবনা করায় এবং তাতে জড়িত হওয়ায়, শয়তান সব সময় বিশ্বাসীদেরকে আহ্বান করবে। তাদের জীবনে এই সমস্ত কাজের মাধ্যমে নানা ধরনের সমস্যার সৃষ্টি করে তাদেরকে অশান্তিতে রাখাই হচ্ছে শয়তানের দৃঢ়প্রতিজ্ঞা। তাই আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত ও নির্ধারিত পবিত্র বিধানের বহির্ভূত সব কাজ ও আচরণ হচ্ছে শয়তানের কারসাজি এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করার শামিল। আল্লাহ তা'আলা বিশ্বাসীদের উদ্দেশ্যে বলেছেন শয়তান হলো, তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু অর্থাৎ যদিও সে অদৃশ্যে থাকে তবুও নিঃসন্দেহে সে তোমাদের সুস্পষ্ট শত্রু।

www.nagorikpathagar.org

বর্তমান বিশ্বে TV, internet, FaceBook, সংবাদ প্রচারে, শিক্ষামূলক কার্যকলাপ ও অনুষ্ঠান প্রচারে এবং চিত্তবিনোদনের জন্য একটি অন্যতম ব্যবস্থা, সেটি অনস্বীকার্য। তবে এই সমস্ত প্রয়োজনীয় প্রচারণার সাথে অনৈতিক চিত্তবিনোদনমূলক অনুষ্ঠান ও প্রদর্শনী এই দু'টি মাধ্যমে যে "ফেতনা" [*সমস্যার*] সৃষ্টি করেছে, তার ভিত্তিতে বিচার করলে বলা যায় এই দু'টি ব্যবস্থাই হলো মু'মিনদেরকে বিপথগামী করার জন্য শয়তানের সুপরিকল্পনার একটি উদাহরণ যা আমরা প্রকাশ্যে দেখতে পাচ্ছি। বর্তমানে আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাতনামা আলেমদের [শেইখ হামযা ইফসুফ, ইমাম জায়েদ শাকের, ড. কারাযাবী, শেইখ আবদুল্লাহ ইবনে ব্যাইয়া] এই মত, কারণ শয়তানের প্ররোচনায় এই দু'টি ব্যবস্থা ধীরে ধীরে মুসলিম উম্মতের মন মগজে অবৈধ কাজের ইচ্ছা সৃষ্টি করে এবং সে কাজে জড়িত হওয়ায় প্রলুব্ধ করে সেটি মুসলিম উম্মত বুঝতে পারে না।

তবে অনেকে মনে করতে পারে যে, এই ব্যবস্থায় বা যোগাযোগ মাধ্যমে অনেক প্রয়োজনীয় সংবাদ এবং শিক্ষামূলক বিষয় বস্তু প্রচার হচ্ছে এবং পৃথিবীর মানুষগুলো অতি কাছাকাছি হয়েছে, তাই এই ব্যবস্থায় কিছু খারাপ বস্তু থাকলেও ক্ষতির তেমন কিছু নেই। History and Discovery channel এ প্রায় সব সময় শিক্ষামূলক program থাকে কিন্তু অল্প কিছু ব্যক্তি ছাড়া এই সমস্ত চ্যানেলগুলো অন্যেরা তেমন দেখে না, বিশেষ করে যুবক যুবতীরা। কারণ তাদের কাছে এই সমস্ত চ্যানেল হচ্ছে একগুঁয়েমি কারণ চিত্তবিনোদনের কোনো খোরাক নেই। বাংলাদেশের চ্যানেলগুলোতে যথেষ্ট শাশীনতা থাকলেও বিদেশী চ্যানেলগুলোই সবচেয়ে বিপজ্জনক কারণ তারা অশালীন, অশ্লীল এবং অবৈধ চিত্তবিনোদনের বস্তু দিন রাত ২৪ ঘণ্টা প্রচার করে আর ইন্টারনেটের সব কিছুই সবার জন্য উন্মুক্ত। পাশ্চাত্যে নারী-পুরুষের মেলামেশায় কোনো বাধাধরা নিয়ম নেই। এই দেশেও আজকাল টিভিতে প্রদর্শিত অনুষ্ঠান নিয়ে অধিকাংশ মা-বাবারা বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েছে।

Recently there was a servey by the nonpartisan Kaiser Family Foundation found that "Two-thirds of parents said they are very concerned about sex and violence the nation's children are exposed to in the media, and there would be broad support for new federal limits on such material on television." 6/19/07, By Alan Fram, Associated Press Writer, Washington, USA.

মু'মিনদের অবিশ্বাসীতে পরিণত করতে শয়তান অপারগ। এ সম্পর্কে রাসূল (সা.)

www.nagorikpathagar.org

বিদায় হজে বলেছেন, Verily Satan has uterly despaired being worshiped in this country of yours; but he will be obeyed at your committing trivial things you distain. Satan will be contented with such things. {At-Tirmidhi, 2/38; The Sealed Nectar, Safi-ur-Rahman Al-Mubarakpuri, p/468}

অনুবাদ : ইবনে 'আমর (রা.) বলেন, আমি বিদায় হজে রাসূল (সা.)-কে লোকদের উদ্দেশ্যে বলতে শুনেছি : জেনে রাখ, তোমাদের এ শহরে কখনও শয়তানের ইবাদত করা হবে না। *[কেউ সরাসরিভাবে শিরকে লিপ্ত হবে না]*, এ ব্যাপারে সে নিরাশ হয়ে গেছে। তবে যেসব কাজকে তোমরা তুচ্ছ মনে কর সেসব কাজে অচিরেই তার অনুসরণ করা হবে, তাতে সে খুশি হবে। *[তিরমিযী, ২১০৬]*

কোনো মুসলিমই নিজের ইচ্ছায় এবং সচেতন অবস্থায় আল্লাহ তা'আলার সাথে অন্য কাউকেও শরীক করবে না অথবা করে না এবং জীবন দিলেও দেব-দেবীর পূজা করবে না। যতদিন পর্যন্ত সে নিজের অন্তরে বিশ্বাসে এবং ঘোষণায় মুসলিম হিসেবে দাবি করে ততদিন পর্যন্ত শয়তান তাকে দিয়ে কোনোভাবেই আল্লাহ তা'আলার সাথে অন্য কাউকে সরাসরিভাবে শরীক স্থির করাতে পারে না। মানুষ হিসেবে সে নিজের প্রবৃত্তির অবৈধ চাহিদা পূরণে বিভিন্ন পাপ কাজে লিপ্ত হতে পারে তবে এ কারণে সে অবিশ্বাসী অথবা মুশরিক হতে পারে না। আল্লাহ তা'আলার তাওহীদে বিশ্বাস স্থাপন করার ইচ্ছা শক্তি হচ্ছে মুসলিম উম্মতের জীবনে সবচেয়ে বড় সম্পদ। এই সম্পদ কেউ চুরি করতে পারে না অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো মুসলিমই বিক্রয় করবে না। এটিই হচ্ছে মুসলিম উম্মতের প্রতি আল্লাহ তা'আলার বড় অনুগ্রহ, কারণ আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ ছাড়া কেউ হেদায়াত প্রাপ্ত হতে পারে না।

বেহেশতে থাকা অবস্থায় আদম (আ.)-কে সিজদা করতে অস্বীকার করার পর শয়তান অহংবোধে ঔদ্ধত্যের সাথে বলেছিল 'আমি মানবজাতির সকলকেই ভ্রান্ত পথে নিয়ে যাব' এর প্রতি উত্তরে আল্লাহ তা'আলা বলেছিলেন "আমার একনিষ্ঠ বান্দাদেরকে তুমি বিপথগামী করতে পারবে না" [*সূরা আল-হিজর, আয়াত নম্বর ৩৯-৪২ দ্রষ্টব্য*]।

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহে তারা সব সময় তাওহীদ বিশ্বাস করবে অথবা বিশ্বাসী থাকবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা যাকে হেদায়াত দান করেন তাকে কেউ বিপথে নিতে পারে না আর যাকে তিনি বিপথে ছেড়ে দেন তাকে কেউ হেদায়াত দিতে পারে না। এ প্রসংগে আল্লাহ বলেছেন–

إِنْ تَحْرِصْ عَلَىٰ هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ. وَلَوْ

www.nagorikpathagar.org

شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ ۚ وَلَتُسْأَلُنَّ
عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ.

"তুমি তাদের সুপথে আনার ইচ্ছা পোষণ করতে পার, কিন্তু নিশ্চয় আল্লাহ যাদেরকে পথভ্রষ্ট করেন তাদের কখনও সুপথ দেখান না এবং তাদের কোনো সাহায্যকারীও নেই। এবং আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন তোমাদের সকলকে এক জাতি করতে পারতেন, কিন্তু তিনি যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা সুপথ দেখান এবং তোমাদের সব কাজের জন্য তোমাদেরকে অবশ্যই কৈফিয়ত দিতে হবে।" *[১৬-সূরা নাহল : ৩৭ ও ৯৩]*

اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتٰبًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ ق تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُوْدُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ
رَبَّهُمْ ج ثُمَّ تَلِيْنُ جُلُوْدُهُمْ وَقُلُوْبُهُمْ اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ ط ذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْدِيْ بِهٖ مَنْ
يَّشَاءُ ط وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ.

"আল্লাহ উত্তম বাণী তথা কিতাব [*আল-কুরআন*] নাযিল করেছেন, তার এক অংশের সাথে অন্য অংশের মিল আছে এবং তাতে একই কথা নানাভাবে বার বার বলা হয়েছে, যারা নিজেদের প্রভুকে ভয় করে এই কিতাব (পাঠে ও শ্রবণে) তাদের চামড়ার উপর পশম খাড়া হয়ে শিউরে উঠে, তারপর তাদের চামড়া ও তাদের মন আল্লাহ স্মরণের প্রতি অনুগত হয়। এই কিতাব আল্লাহর উপদেশ, এটি দিয়ে তিনি যাকে ইচ্ছা পথ দেখান, কিন্তু যাকে আল্লাহ পথহারা করেন তাকে পথ দেখাবার আর কেউ নেই।" *[৩৯-সূরা যুমার : ২৩]*

পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ভালো-মন্দ বিচার করার জ্ঞান তাদের আছে বিধায় আদম সন্তান অন্যান্য সৃষ্টির তুলনায় আলাদা। এ কারণেই তারা বুদ্ধিবৃত্তিক ধীশক্তিসম্পন্ন জীব। তদুপরি তাদের রূহকে সৃষ্টি করা হয়েছে আল-ফিতরাত যাতে তারা অতি সহজেই আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে। এজন্যই মানবজাতির কাছে আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে পর্যায়ক্রমে বহু নবী-রাসূল হেদায়াতের বাণী নিয়ে প্রেরিত হয়েছেন, যাতে আদম সন্তান সত্য-মিথ্যা যাচাই করে নিজের মঙ্গলের জন্য সত্যটি গ্রহণ করতে পারে। এমতাবস্থায় যারা হেদায়াতের সংস্পর্শে এসেও সত্য থেকে বিমুখ হয় তাদেরকেই আল্লাহ তা'আলা বিপথগামীতে ছেড়ে দেন। আদম সন্তান যেহেতু স্বাধীন চিত্ত নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে সেহেতু তাদেরকে ভালো-মন্দ যাচাই করে গ্রহণ করার জন্য ছেড়ে দেয়া হয়, আল্লাহ তা'আলা কাউকে জোরপূর্বক সত্যমুখী করেন না। শয়তানের ঔদ্ধত্যপূর্ণ প্রতিজ্ঞার প্রতি উত্তরে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

www.nagorikpathagar.org

قَالَ رَبِّ بِمَآ اَغْوَيْتَنِىْ لَاُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِى الْاَرْضِ وَلَاُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ. اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ. قَالَ هٰذَا صِرَاطٌ عَلَىَّ مُسْتَقِيْمٌ. اِنَّ عِبَادِىْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ اِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغٰوِيْنَ. وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ اَجْمَعِيْنَ.

"সে বললো, 'হে আমার প্রতিপালক আপনি যে আমাকে বিপথগামী করলেন সেজন্য আমি পৃথিবীতে মানুষের নিকট পাপ কর্মকে শোভন করে তুলবো এবং আমি তাদের সকলকেই বিপথগামী করবো। তবে তাদের মধ্যে আপনার নির্বাচিত বান্দাগণকে নয়। আল্লাহ বললেন, 'এটিই আমার নিকট পৌঁছাবার সরল পথ [*ঈমান, আসমানী কিতাবে এবং আল কুরআনে বর্ণিত জীবন ব্যবস্থা*]। বিভ্রান্তদের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করবে তারা ছাড়া আমার বান্দাদের উপর তোমার কোনো ক্ষমতা থাকবে না; অবশ্যই তোমার অনুসারীদের সকলেরই নির্ধারিত স্থান হবে জাহান্নাম।" { *১৫-সূরা হিজর : ৩৯-৪৩* }

اِنَّ عِبَادِىْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ ط وَكَفٰى بِرَبِّكَ وَكِيْلًا.

"আমার বান্দাদের উপর তোমার কোনো ক্ষমতা নেই। কর্মবিধায়ক হিসেবে তোমার প্রতিপালকই যথেষ্ট।" { *১৭-সূরা ইসরা বা বনী ইসরাঈল : ৬৫* }

উপরোল্লিখিত সূরা আল-হিজরের আয়াত নম্বর ৪০ থেকে স্পষ্ট যে, শয়তান নিজেই স্বীকার করেছে বিশ্বাসীদেরকে সে অবিশ্বাসীতে পরিণত করতে পারবে না। সূরা আল-ইসরা, আয়াত নম্বর ৬৫ এ আল্লাহ তা'আলা সেটি আরও সুস্পষ্টভাবে শয়তানকে জানিয়ে দিয়েছেন। এ ব্যাপারে বিদায় হজের ভাষণে *রাসূল (সা.) বলেছেন, "সাবধান! দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা থেকে বিরত থাক। কেননা, তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করার কারণে ধ্বংস হয়েছে। নিশ্চয় শয়তান তোমাদের আরব ভূখণ্ডে সর্বকালের জন্য তার উপাসনা [শিরকে লিপ্ত করা থেকে] সম্পর্কে নিরাশ হয়েছে। কিন্তু ছোট ছোট পাপ [শয়তানের পদাংক অনুসরণ করে মুসলিমরা যে সমস্ত পাপ কাজে লিপ্ত হয়] কাজ যা তোমরা তুচ্ছ মনে কর, তাতে তার অনুকরণ প্রকাশিত হবে। আর তাতেই সে খুশি হবে। সুতরাং তোমরা নিজেদের দ্বীনের [তার পদাংক অনুসরণ করা থেকে বিরত থাক] ব্যাপারে তাকে ভয় কর।" [তিরমিযী, ২:৩৮, ১৩৫ ইংরেজী অনুবাদ]*

মুসলিম উম্মত আদম সন্তান, কাজেই ছোট বা সগীরা পাপে জড়িত হওয়া অস্বাভাবিক নয় বরং প্রত্যাশিত। তাই ছোট পাপে জড়িত হওয়ার পর নিজের দোষ স্বীকার করে অনুতপ্ত হৃদয়ে আল্লাহ তা'আলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলে তিনি ক্ষমা করবেন, এ রকম প্রতিশ্রুতি দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

www.nagorikpathagar.org

ٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَٰٓئِرَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَٰحِشَ إِلَّا ٱللَّمَمَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ وَٰسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ ۚ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِى بُطُونِ أُمَّهَٰتِكُمْ ۖ فَلَا تُزَكُّوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۖ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ ٱتَّقَىٰٓ.

"তারাই [*মুসলিমরা*] বিরত থাকে গুরুতর পাপ ও অশ্লীল কার্য থেকে, ছোট-খাট অপরাধ করলেও তোমার প্রতিপালকের ক্ষমা অপরিসীম; আল্লাহ তোমাদের সম্পর্কে সম্যক অবগত যখন তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মৃত্তিকা থেকে এবং যখন তোমরা মাতৃগর্ভে ভ্রূণরূপে অবস্থান কর। অতএব তোমরা আত্মপ্রশংসা করো না [*নিজেকে পরহেযগার এবং পবিত্র মনে করো না, নিজের কর্ম বা ইবাদতের জন্য অন্যদের নিকট থেকে প্রশংসা পাওয়ার ইচ্ছা করো না*], তিনিই সম্যক জানেন মুত্তাকী [*পরহেযগার*] কে।" {*৫৩-সূরা নাজম : ৩২*}

মুসলিম উম্মতের জন্য উপরোল্লিখিত আয়াত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং অর্থবহ। কারণ এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলার ক্ষমা পাওয়ার ভরসা মুসলিম উম্মতকে দিয়েছেন। আদম সন্তানের চরিত্রে যে দুর্বলতা আছে এবং প্রবৃত্তির চাহিদায় দুনিয়ার প্রতি তাদের যে আকর্ষণ রয়েছে, আল্লাহ তা'আলা সেটি সম্যক অবগত আছেন। কারণ মাতৃগর্ভে থাকা অবস্থায় প্রতিটি আদম সন্তানের প্রকৃতি ও ভাগ্য আল্লাহ তা'আলাই নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তদুপরি ভালো-মন্দের মাধ্যমেই মুসলিম উম্মতকে আল্লাহ তা'আলা পরীক্ষা করেন। উপরোক্ত ৩২ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন যারা গুরুতর [*কবীরা গুনাহ*] পাপ এবং অশ্লীল [*ফাওয়াহিশ*] কার্য থেকে বিরত থাকে, তারাই ছোট ছোট গুনাহর জন্য ক্ষমা পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে। তাই মুসলিম উম্মতের জানা উচিত গুরুতর পাপ এবং অশ্লীল [*ফাওয়াহিশ*] কার্য সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনে কি বলেছেন এবং কোন ধরনের কার্যকলাপকে গুরুতর পাপ এবং অশ্লীল কর্মের মধ্যে গণ্য করা হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

قُلْ تَعَالَوْا۟ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا۟ بِهِۦ شَيْـًٔا ۖ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَوْلَٰدَكُم مِّنْ إِمْلَٰقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلْفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا۟ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. وَلَا تَقْرَبُوا۟ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُۥ ۖ وَأَوْفُوا۟ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ ۖ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَإِذَا قُلْتُمْ فَٱعْدِلُوا۟

www.nagorikpathagar.org

وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى ج وَبِعَهْدِ اللّٰهِ اَوْفُوْا ط ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ لا وَاَنَّ هٰذَا
صِرَاطِيْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ ج وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهٖ ط ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ
بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ.

"বল, আস, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য যা নিষিদ্ধ করেছেন তোমাদেরকে তা পড়ে শুনাই; তা এই ঃ তোমরা তাঁর কোনো শরীক করবে না, পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করবে, দারিদ্র্যের জন্য তোমরা তোমাদের সন্তানকে হত্যা করবে না। আমিই তোমাদেরকে ও তাদেরকে রিযিক [*খাদ্য উপকরণ*] দিয়ে থাকি। প্রকাশ্য হোক কিংবা গোপন হোক, অশ্লীল আচরণের নিকটেও যাবে না; আল্লাহ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করবে না। তোমাদেরকে তিনি এই নির্দেশ দিলেন যেন তোমরা অনুধাবন কর।

ইয়াতিম বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সদুদ্দেশ্য ছাড়া তার সম্পত্তির নিকটবর্তী হবে না এবং পরিমাণ ও ওজন ন্যায্যভাবে পুরোপুরি দেবে; আমি কাউকেও তার সাধ্যাতীত ভার অর্পণ করি না; যখন তোমরা কথা বলবে তখন ন্যায্য বলবে স্বজনের সম্পর্কে হলেও এবং আল্লাহকে প্রদত্ত অঙ্গীকার পূর্ণ করবে; এইভাবে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে নির্দেশ দিলেন যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।

এবং এই পথই [*উপরোক্ত আয়াত ১৫১-১৫২ এ বর্ণিত আল্লাহ তা'আলার আদেশ*] আমার সরল পথ, সুতরাং এরই অনুসরণ করবে এবং ভিন্ন পথ অনুসরণ করবে না। করলে তা তোমাদেরকে তার পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করবে। এইভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিলেন যেন তোমরা সাবধান হও।" { *৬-সূরা আন'আম : ১৫১-১৫৩* }

আয়াতগুলোতে প্রদত্ত আদেশসমূহ আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বিধিনিষেধ। অন্যায় অসৎ পথ থেকে দূরে থাকায় মুসলিম উম্মতের জন্য একটি পবিত্র নকশা [*মানচিত্র*] এবং দিকনির্দেশনা এই আয়াতে দিয়েছেন। এই আয়াত থেকে ১১টি বিধিনিষেধ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা যায়, (১) আল্লাহ তা'আলার সাথে কোনো কিছুকেই শরীক স্থির না করা। আলহামদুলিল্লাহ, কোনো মুসলিমই জেনে শুনে সেটি করে বা করবে না, কেননা তারা তাওহীদি সম্প্রদায়। (২) পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করবে, [*মু'মিনদের কাছে আল্লাহ তা'আলা এবং রাসূলের (সা.) পরেই পিতা-মাতার স্থান*] (৩) দারিদ্র্যের ভয়ে সন্তান হত্যা করো না। *ইবনে কাসীরের (র.) এর তাফসীর থেকে এ ব্যাপারে আলোচনা করা হলো ঃ মক্কার মুশরিক কুরাইশ সম্প্রদায় জাহেলিয়াতে শয়তানের প্রভাবে সন্তানদের হত্যা করতো। নিজেদের কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দিত। কেননা তাদের ভ্রান্ত ধারণা ছিলো কন্যা সন্তান জন্ম দেয়া তাদের*

www.nagorikpathagar.org

জন্য কল্যাণকর নয় বরং পরিবারের জন্য অপমান বয়ে আনত তাই সামাজিকভাবে ছিলো হীনতা ও লজ্জার ব্যাপার। অপমান, লজ্জা ও তিরস্কার থেকে বাঁচার জন্য কন্যা সন্তান লাভের খবর গোপন রেখে, তাকে জীবন্ত কবর দিত। শুধু তাই নয়, অনেক সময় ছেলে সন্তানকেও দারিদ্র্যের ভয়ে হত্যা করত। এ ব্যাপারে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেন, 'আমি রাসূল (সা.) কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, সবচেয়ে বড় পাপ (গোনাহ) কোনগুলো? তিনি (সা.) বলেছেন, ১) আল্লাহর সাথে অন্যকে শরীক দাঁড় করানো, যদিও তিনি একাই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, ২) নিজের সন্তানদের হত্যা করা এই কারণে যে তারা তোমাদের জীবন উপকরণে শরীক হবে, ৩) প্রতিবেশীর স্ত্রীর সংগে ব্যভিচার করা [যেনা করা] তারপর রাসূল (সা.) সূরা আল-ফুরকানের আয়াত নম্বর ৬৮ পাঠ করলেন- "এবং তারা [মুসলিমরা] আল্লাহর সাথে কোনো ইলাহকে ডাকে না। আল্লাহ যার হত্যা নিষেধ করেছেন, যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। যে এইগুলো করে সে শাস্তি ভোগ করবে।" [সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড ৩, ৮২১]; (৪) আল্লাহ তা'আলাই সকলের জন্য রিযিক [*জীবন উপকরণ বা খাদ্য*] দান করেন। (৫) প্রকাশ্যে বা গোপনে অশ্লীল কাজে জড়িত হওয়া [*ফাওয়াহিশ অর্থাৎ অবৈধ যৌনাচারে জড়িত হওয়া এবং নর-নারীর দেহ প্রদর্শনে সীমালঙ্ঘন করা, অবাধে মেলামেশা ইত্যাদি*]। (৬) বিনা কারণে, আইনের বহির্ভূত কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করো না। (৭) ইয়াতিমের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না। (৮) বেচা-কেনায় ন্যায্য ওজন দেবে। (৯) মানুষের সাধ্যের বাইরে আল্লাহ তা'আলা কোনো ভার বোঝা তার উপর অর্পণ করেন না। (১০) কথা বলায় [*সাক্ষ্য দেয়ায় বা বিচারে*] কোনো প্রকার পক্ষপাতিত্ব করবে না, এমনকি নিজের আত্মীয়-স্বজন/আপনজন হলেও। (১১) আল্লাহকে প্রদত্ত অঙ্গীকার পূর্ণ করবে।

উপরোক্ত দিকনির্দেশনার মূল বক্তব্য হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত জীবনাদর্শের বিধিনিষেধ যথার্থভাবে মেনে চলবে। এগুলো মানুষের ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনে মৌলিক অধিকার নিশ্চিতকরণে একটি স্বচ্ছ দিকনির্দেশনা। কাজেই মুসলিম উম্মতের প্রতি আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ, তোমরা দুনিয়ার সামগ্রীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত বিধিনিষেধ মেনে চলতে কখনোই আপোস করবে না। আল-কুরআনে বর্ণিত নির্দেশনাবলী, রাসূলের (সা.) সুন্নাহ এবং ইসলামী শরীয়তের ভিত্তিতে জ্ঞানী আলেমদের ইজমা [*বিশেষ কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তের ব্যাপারে বিভিন্ন জ্ঞানী আলেমদের সমর্থন*], ইজতেহাদ [*অনুরূপ বস্তুর উদাহরণ দিয়ে যুক্তির মাধ্যমে নির্ধারণ করা, এ ব্যাপারে ইমাম আবু হানীফা হলেন অন্যতম*] তোমাদের জন্য জীবনাদর্শ। ১৫৩ নম্বর আয়াতের আদেশ হচ্ছে ১৫১-১৫২ নম্বর আয়াতে উল্লিখিত বিধিবিধানের উপসংহার। কাজেই বলার অপেক্ষা রাখে না যে, আল্লাহ তা'আলা

www.nagorikpathagar.org

মুসলিম উম্মতের প্রতি আদেশ দিয়ে সুস্পষ্টভাবে বলেছেন যে, তারা যেন ১৫১-১৫২ আয়াতে নির্ধারিত বিধিবিধান ব্যতিরেকে অন্য কোনো পথ বা মতাদর্শ গ্রহণ না করে। কেননা ১৫১-১৫২ নম্বর আয়াতে নির্দেশিত বিধিনিষেধ পার্থিব এবং আখেরাত জীবনে সাফল্যের উত্তম ও সরল পথ।

লক্ষণীয় ১৫৩ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন, তোমরা যদি উল্লিখিত সরল পথ উপেক্ষা করে অন্যদের পথ অনুসরণ কর, তাহলে তারা তোমাদেরকে বিপথগামী করবে। অতএব উপরোল্লিখিত পবিত্র আয়াতের আলোকে বিচার করলে একটি ন্যায্য প্রশ্নের অবতারণা হয় যে, বর্তমানে মুসলিম উম্মত কী এই বিধিনিষেধে পুরোপুরিভাবে প্রতিষ্ঠিত আছে? এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর মুসলিম উম্মতের সচেতন ব্যক্তিদের জানা আছে। উপরন্তু বর্তমানে কোনো মুসলিম দেশই আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত জীবনাদর্শের মূল ভিত্তির উপর শাসিত হচ্ছে না। অতএব মুসলিম উম্মত পরকালকে উপেক্ষা করে পার্থিব সাফল্যে যাত্রী হয়ে গন্তব্য স্থানে পৌঁছানোর প্রত্যাশায় আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত স্বচ্ছ মানচিত্র উপেক্ষা করে মানব রচিত জীবনাদর্শ গ্রহণ করায় আজ তারা হয়েছে দিশেহারা। প্রভূত সমস্যার সমাধানে গণতন্ত্রের নামে মানুষের তৈরি মতাদর্শ এবং বিধিনিষেধ অনুসরণ করছে বিধায় সঠিক সরল এবং উত্তম জীবনাদর্শের সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা হাতে থাকতেও তারা পথহারা। এটি অনস্বীকার্য যে, আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত জীবনাদর্শকে উপেক্ষা করায় মুসলিম উম্মত আজ ব্যক্তি, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের কোনো সমস্যাই সঠিকভাবে সমাধান করতে পারছে না। সমস্যার সমাধানে মানব রচিত নানা ধরনের আদর্শ, তত্ত্ব এবং তথ্য অনুসরণ করেও সমাধানের পরিবর্তে নতুন ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। অথচ সমস্যার সমাধানে তাদের ব্যর্থতার উৎপত্তি কোথায় সেটি মুসলিম নেতা-নেত্রী, আমলারা বুঝতে পারছে না যদিও উল্লিখিত আয়াত [৬/১৫৩] নাযিল করে আল্লাহ তা'আলা প্রায় ১৪০০ বছর পূর্বেই মুসলিম উম্মতকে এ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ভাষায় সতর্ক করেছেন। মুসলিম উম্মত আল-কুরআনে বর্ণিত জীবনাদর্শের মূলভিত্তিতে বিশ্বাসী হয়েও অধিকাংশ মুসলিম আল-কুরআনের ব্যবহারিক উৎকৃষ্টতার কোনো মূল্যায়ন করে না বরং তারা আল-কুরআনকে করেছে বিশেষ কিছু সামাজিক ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের প্রারম্ভিক বিষয়।

কাজেই মুসলিম উম্মতের উচিত বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে নির্ণয় করা যে, আজ ব্যক্তি বিশেষে, পরিবার, সমাজ এবং দেশ হিসেবে এই আয়াতে উল্লিখিত আদেশগুলোর অমান্য তারা করছে কিনা। এর উত্তর যদি হ্যাঁ সূচক হয়, তাহলে ছোট খাট পাপ থেকে আল্লাহ তা'আলার ক্ষমা প্রাপ্তির জন্য আজই সব ধরনের বড় বড় অন্যায়, অসৎ এবং অবাধ্য পথ পরিত্যাগ করে সকলকেই আল্লাহ

www.nagorikpathagar.org

তা'আলার বিধানে ফিরে আসতে হবে। নিজেদের কৃত পাপের জন্য অনুতপ্ত হয়ে খাস দিলে তাওবার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। তাহলে ইনশাআল্লাহ, তারা দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ তা'আলাকে ক্ষমাকারী পাবে। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো নামায, রোযা, যাকাত এবং হজ পালন করা প্রাপ্তবয়স্ক মুসলিমদের জন্য সহজাত প্রকৃতির অভ্যাস হওয়া উচিত। উল্লিখিত স্তম্ভের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে নিয়মিতভাবে পালন করা হয় বিধায় তারা মুসলমান [*আত্মসমর্পণকারী*]। এগুলোর মধ্যে বিশেষ করে প্রতিদিন নিয়মিতভাবে পাঁচ বেলা নামায আদায় করা হচ্ছে মুসলিম উম্মতের উপর আল্লাহ তা'আলার হক, যা মুসলিম হিসেবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নামায প্রাপ্তবয়স্ক সুস্থ মস্তিষ্কের মুসলিমদের জন্য ফরয দায়িত্ব। যারা নিয়মিত নামায আদায় করে না, বছরে একবার যাকাত দেয় না, রোযা পালান করে না এবং সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও জীবনে একবারও হজ করতে যায় না; অথচ তাদের মধ্যে অনেক আদর্শবান, নীতিবান এবং ন্যায়বান লোক আছে যারা অন্যদের অধিকার এবং অন্যের ন্যায্য পাওয়া না আদায় করতে সর্বদাই তৎপর এবং সতর্কতা অবলম্বন করে থাকে। অর্থাৎ আলোচিত আয়াতে উল্লিখিত বিধি নিষেধ তারা মেনে চলার চেষ্টা করছে কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তারা প্রতিদিন নিয়মিতভাবে আল্লাহ তা'আলার হক আদায় না করে সীমালঙ্ঘন করে যাচ্ছে। বস্তুত মুসলিম উম্মতের প্রধান এবং মৌলিক দায়িত্ব হচ্ছে প্রথমে আল্লাহ তা'আলার হক [*নামায-রোযা অর্থাৎ ইবাদত-বন্দেগি*] যথার্থভাবে আদায় করা এবং তারপর আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির অন্য সকলের হক নিজের সাধ্যানুযায়ী আদায় করা। এই দু'টির যে কোনো একটির প্রতি অবহেলা করলে বিশ্বাসী হিসেবে তার দায়িত্ব পালন অসম্পূর্ণ থাকবে এবং সে মহাপাপের ভাগী হবে, যার শাস্তি আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে পার্থিব জীবনেও দিতে পারেন। ইতিহাসে রয়েছে এর সমর্থনে বহু উদাহরণ।

সামগ্রিকভাবে সুষ্ঠু ও স্থিতিশীল সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য মুসলিমদের প্রতি আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বিশেষ কিছু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দিয়েছেন। ইসলামী মূল্যবোধের পূর্ণাঙ্গ বিধান সম্পৃক্ত দু'টি আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ

وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ ج وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى

الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ لا وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِ ج وَاَقَامَ

www.nagorikpathagar.org

الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ ج وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا ج وَالصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَاْسَاۤءِ
وَالضَّرَّاۤءِ وَحِيْنَ الْبَاْسِ ط اُولٰۤئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا ط وَاُولٰۤئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ.

"পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফিরানোতে কোনো পুণ্য নেই; কিন্তু পুণ্য আছে কেউ আল্লাহ, পরকাল, ফিরিশতাগণ, সমস্ত কিতাব এবং নবীগণে ঈমান আনয়ন করলে এবং আল্লাহর ভালোবাসায় [*ধন-সম্পত্তি*] আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন [*ইয়াতিম*], অভাবগ্রস্ত, পর্যটক, সাহায্য প্রার্থীগণকে এবং দাস মুক্তির জন্য দান করলে, সালাত (নামায) কায়েম করলে ও যাকাত প্রদান করলে এবং প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা পূর্ণ করলে অর্থ-সংকটে দুঃখ-ক্লেশে ও সংগ্রামে সংকটে ধৈর্যধারণ করলে। এরাই তারা যারা সত্যপরায়ণ এবং এরাই মুত্তাকী।" { *২-সূরা বাকারাহ : ১৭৭* }

وَجَاهِدُوْا فِى اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ ط هُوَ اجْتَبٰكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ ط
مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرٰهِيْمَ ط هُوَ سَمّٰكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ لا مِنْ قَبْلُ وَفِىْ هٰذَا لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ
شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا شُهَدَاۤءَ عَلَى النَّاسِ ج فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ
وَاعْتَصِمُوْا بِاللّٰهِ ط هُوَ مَوْلٰكُمْ ج فَنِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ.

"এবং জিহাদ কর আল্লাহর পথে যেভাবে জিহাদ করা উচিত। তিনি তোমাদেরকে মনোনীত করেছেন। তিনি দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোনো কঠোরতা আরোপ করেননি। এটি [*ইসলাম*] তোমাদের পিতা ইব্রাহীমের মিল্লাত [*ধর্ম বা দ্বীন*]। তিনি পূর্বে তোমাদের নামকরণ করেছেন "মুসলিম' এবং এই কিতাবেও [*আল-কুরআনে*]; যাতে রাসূল [*মুহাম্মদ (সা.)*] তোমাদের জন্য সাক্ষীস্বরূপ হয় এবং তোমরা সাক্ষীস্বরূপ হও মানবজাতির জন্য। সুতরাং তোমরা সালাত কায়েম কর [*নামায প্রতিষ্ঠা কর*], যাকাত দাও এবং আল্লাহর রজ্জু শক্ত করে ধর [*আল-কুরআনের বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন কর, আল্লাহর উপর ভরসা কর এবং নিজের সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করে সব ব্যাপারে, তার উপর নির্ভর কর*]; তিনিই তোমাদের অভিভাবক, কত উত্তম অভিভাবক এবং কত উত্তম সাহায্যকারী তিনি।" { *২২-সূরা হজ : ৭৮* }

এই আয়াতে প্রদত্ত বিধিনিষেধ হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে মুসলিম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, যা নিয়মিতভাবে তাদের কাজে কর্মে প্রতিফলিত হবে। তাই যারা নৈতিকতার ধারক হয়ে ন্যায়নীতি অনুসরণে ন্যায়-অন্যায় যাচাই করে জীবন-যাপন করে, মানুষের উপকার করে, আত্মীয়-স্বজনের এবং অন্যদের হক নষ্ট করে না, পিতা-মাতার

www.nagorikpathagar.org

সংগে সদ্ব্যবহার করে তারা নিঃসন্দেহে ভালো মানুষ। আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ অনুসারে সহজাত প্রকৃতির প্রভাবে তারা এই সমস্ত মেনে চলছে। তারা আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের সংগ্রামে অর্ধেক রাস্তায় পৌঁছে গেছে। অতএব বাকী করণীয় ফরয দায়িত্বগুলো পালনে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করলেই তারা ইনশাআল্লাহ সম্পূর্ণ রাস্তা পার হয়ে গন্তব্যস্থানে পৌঁছে যাবে এবং মনে প্রাণে প্রশান্তির স্পর্শ অনুভব করবে। এই সমস্ত আয়াত নাযিল করে আল্লাহ তা'আলার বান্দাদের [*আবদ অথবা মুসলিম*] প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করতে পারে। সুতরাং এটি হচ্ছে তাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার সীমাহীন অনুগ্রহের একটি দৃষ্টান্ত।

রাসূলের (সা.) বিদায় হজের ভাষণ থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ তা'আলার সাথে অন্য কিছুকে শরীক স্থির করিয়ে মুসলিম উম্মতকে পুনরায় অবিশ্বাসে পরিণত করার প্রয়াসে শয়তান নিরাশ হয়েছে অর্থাৎ মুসলিম উম্মতকে তার আনুগত্যে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করানোর আশা সে ছেড়ে দিয়েছে। তা সত্ত্বেও বিশ্বাসীদেরকে সে নানাভাবে যন্ত্রণা দেবে, জীবন-যাপনের বিভিন্ন বিষয়ে উদ্বিগ্ন ও উৎকণ্ঠার মধ্যে রাখতে, নানা ধরনের পাপ কাজে জড়িত করতে, দ্বীনের ব্যাপারে উদাসীন হতে, নামায আদায়ে উদাসিনতা অথবা বিলম্বে আদায় করতে, নারী-পুরুষের অবৈধ যৌনাচার ও অবাধ মেলামেশায় বাধ্য করতে, লোভ-লালসায় ধন সম্পত্তির প্রতি আকৃষ্ট হতে, ধন-সম্পদে সমৃদ্ধ হওয়ায় ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ গ্রহণ করতে এবং ক্ষমতার লিপসায় জড়িত হওয়ায় প্রবৃত্তির চাহিদায় অনুপ্রাণিত করে নানা ধরনের সমস্যা সৃষ্টিতে শয়তান সর্বদাই চেষ্টা করবে। উল্লিখিত সবগুলো উপসর্গে বর্তমান মুসলিম উম্মতের সিংহভাগই প্রভাবিত হয়েছে। যে কারণে সর্বদিক দিয়ে তবে বিশেষভাবে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অবক্ষয় হওয়ায় ব্যক্তি জীবন থেকে রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে তারা নানাবিধ সমস্যায় ও অশান্তিতে বসবাস করছে।

এই হীনতম অবস্থার জন্য মুসলিম উম্মতের দ্বীন সম্বন্ধে অজ্ঞতা এবং পার্থিব জীবনের প্রতি অতিরিক্ত আসক্তিই হচ্ছে প্রধান কারণ। তদুপরি অদৃশ্য শত্রু শয়তানের অনুপ্রেরণা ও প্রভাবতো আছেই। তাই বলতে বাধা নেই যে, শয়তানের পদাংক অনুসরণ করার জন্যই মুসলিম উম্মত তাওহীদি সম্প্রদায় হওয়া সত্ত্বেও অন্যদের কাছে তারা হীনতম অবস্থায় পতিত হয়েছে। তারা আল্লাহ তা'আলার সাহায্য পাওয়া থেকে নিজেদেরকে বঞ্চিত রাখছে। অতএব শয়তানের পদাংক অনুসরণই হচ্ছে তাদের জন্য সবচেয়ে বড় সমস্যা অথচ তারা বুঝতে পারছে না।

আল্লাহ তা'আলার সীমাহীন দয়ার নিদর্শন হিসেবে প্রায় ১৪০০ বছর পূর্বে

www.nagorikpathagar.org

উল্লিখিত আয়াত নাযিল করে তিনি বিশ্বাসীদেরকে শয়তান সম্বন্ধে সতর্ক করেছেন, যাতে তারা শয়তানের পরিকল্পনা, কৌশল এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জন করে শয়তানের পদাংক অনুসরণ করা থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারে। এজন্যই মুসলিম উম্মতের উচিত আল-কুরআন এবং হাদীস থেকে শয়তানের পদাংক সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান অর্জন করে শয়তানের ব্যাপারে সতর্ক হওয়া।

নবী-রাসূলরাও শয়তানের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাননি

নবী-রাসূলরা ছিলেন মানবজাতির জন্য আল্লাহ তা'আলার মনোনীত পথ প্রদর্শক এবং শ্রেষ্ঠ আদম সন্তান। মানব সন্তান থেকে যাকে খুশি আল্লাহ তা'আলা নবী-রাসূল হিসেবে মনোনীত করে অন্যদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। এই ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ . ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ .

"নিশ্চয় আল্লাহ আদম, নূহ, ইব্রাহীমের বংশ এবং ইমরানের বংশকে সমস্ত জগতের উপর পছন্দ করেছেন, তারা পরস্পর পরম্পরায় বংশধর ছিলো এবং আল্লাহ সব শুনেন, সব জানেন।" { *৩-সূরা আলে-ইমরান : ৩৩* }

নূহের (আ.) পরে প্রেরিত সকল নবী-রাসূল ছিলেন ইব্রাহীমের (আ.) বংশ থেকে। ইব্রাহীম (আ.) ছিলেন দুই নবী ইসমাঈল এবং ইসহাক (আ.)-এর পিতা। ইসহাক (আ.) থেকে শুরু করে ঈসা (আ.) পর্যন্ত সকল নবী-রাসূলই মনোনীত হয়েছেন ইসহাক (আ.)-এর বংশধর অর্থাৎ বনী ইসরাঈল থেকে। আর মানবজাতির জন্য মনোনীত শেষ ও বিশ্ব রাসূল (সা.) ছিলেন ইসমাঈল (আ.)-এর বংশের শ্রেষ্ঠ দল আরবের বনী কুরাইশ গোত্র থেকে।

নবী-রাসূলরা পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছিলেন একটি মাত্র উদ্দেশ্যে যে, তারা মানবজাতির কাছে আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদ এবং তার প্রদত্ত সত্য দ্বীন প্রচার করবেন। এ কাজে সফল হতে আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত বিধিনিষেধে নিজেদের জীবন প্রতিষ্ঠা করে তারা উদাহরণ সৃষ্টি করবেন যাতে অন্যরা সেগুলো সহজভাবে অনুসরণ করতে পারে। শয়তানের প্ররোচনায় আদম সন্তান যখন এক আল্লাহ তা'আলার ইবাদত বাদ দিয়ে নিজস্ব মতাদর্শ অনুকরণে শিরকে জড়িয়ে পড়ে তখন তাদের কাছে তাওহীদের দাওয়াত পৌঁছানোর জন্য আল্লাহ তা'আলা নবী-রাসূল প্রেরণ করেন। তাওহীদে বিশ্বাসী হয়ে তারা সর্বদা এক আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করবে– এই উদ্দেশ্যেই তিনি জিন ও মানুষ সৃষ্টি করেছেন।

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ.

"এবং মানুষ ও জিনকে আমি এই জন্যই সৃষ্টি করেছি যে, তারা আমারই ইবাদত করবে।" { *৫১-সূরা যারিয়াত : ৫৬*}

মানবজাতির মধ্যে নূহের (আ.) সম্প্রদায়ই সর্বপ্রথম আল্লাহ তা'আলার সাথে অন্য কাউকে শরীক স্থির করা শুরু করে। তাই নূহ (আ.)-কে দিয়েই তাওহীদের বাণী প্রচার করা প্রথম শুরু হয়। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوْحًا إِلٰى قَوْمِهٖ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلٰهٍ غَيْرُهٗ ط إِنِّىْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ. وَإِلٰى عَادٍ أَخَاهُمْ هُوْدًا ط قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلٰهٍ غَيْرُهٗ ط أَفَلَا تَتَّقُوْنَ. وَإِلٰى ثَمُوْدَ أَخَاهُمْ صٰلِحًا م قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلٰهٍ غَيْرُهٗ ط قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ ط هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اٰيَةً فَذَرُوْهَا تَأْكُلْ فِىْٓ أَرْضِ اللّٰهِ وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ. وَإِلٰى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ط قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلٰهٍ غَيْرُهٗ ط قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ.

"আমি তো নূহকে প্রেরণ করেছিলাম তার সম্প্রদায়ের নিকট এবং সে বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোনো ইলাহ নেই। আমি তোমাদের জন্য মহাদিনের শাস্তির আশংকা করছি। আদ জাতির নিকট তাদের ভ্রাতা হূদকে প্রেরণ করেছিলাম। সে বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ নেই। তোমরা কি সাবধান হবে না? সামূদ জাতির নিকট তাদের ভ্রাতা সালেহকে প্রেরণ করেছিলাম। সে বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোনো ইলাহ নেই। মাদিয়ানবাসীদের নিকট তাদের ভ্রাতা শুআইবকে প্রেরণ করেছিলাম। সে বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়। তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোনো ইলাহ নেই; তোমাদের প্রতিপালক থেকে তোমাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণ এসেছে।" { *৭-সূরা আরাফ : ৫৯, ৬৫, ৭৩ ও ৮৫*}

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِىْ كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُوْلًا أَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ ج فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَى اللّٰهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلٰلَةُ ط فَسِيْرُوْا فِى الْأَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ.

www.nagorikpathagar.org

"আল্লাহর ইবাদত করার ও তাগুতকে বর্জন করার নির্দেশ দেবার জন্য আমি তো প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল প্রেরণ করেছি। অতঃপর তাদের কতককে আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত করেন এবং তাদের কতকের উপর পথভ্রান্তি সাব্যস্ত [*নিজের অবাধ্যতার জন্য*] হয়েছিল; সুতরাং পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং দেখ, যারা সত্যকে মিথ্যা বলেছে [*আল্লাহ তা'আলার সুস্পষ্ট নিদর্শন দেখার পরও তারা সত্য থেকে বিমুখ হয়েছে*] তাদের পরিণাম কি হয়েছে?" {*১৬-সূরা নাহল : ৩৬*}

قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا ۨالَّذِىْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْىٖ وَيُمِيْتُ ۖ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ النَّبِىِّ الْاُمِّىِّ الَّذِىْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَكَلِمٰتِهٖ وَاتَّبِعُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ.

"বল, 'হে মানুষ [*মানবজাতি*]! আমি [*মুহাম্মদ (সা.)*] তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহর রাসূল [*বিশ্ব রাসূল হিসেবে*], যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের অধিকারী; তিনি ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ নেই; তিনি জীবিত করেন ও মৃত্যু ঘটান; সুতরাং তোমরা ঈমান আন আল্লাহর প্রতি ও তাঁর বার্তাবাহক উম্মী নবীর প্রতি যে আল্লাহ ও তাঁর বাণীতে ঈমান আনে এবং তোমরা তাঁর অনুসরণ কর যাতে তোমরা পথ পাও।" {*৭-সূরা আরাফ : ১৫৮*}

আদম ও হাওয়া (আ.)-কে পৃথিবীতে প্রেরণ করার সময় আল্লাহ তা'আলা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, তিনি তাদের কাছে পরবর্তীতে সত্য পথের নির্দেশসহ নবী-রাসূল প্রেরণ করবেন। এ প্রসংগে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا ۚ فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّىْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَاىَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ.

"আমি বললাম, 'তোমরা সকলেই এই স্থান থেকে নেমে যাও। পরে যখন আমার পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট সৎপথের কোনো নির্দেশ আসবে তখন যারা আমার সৎপথের নির্দেশ অনুসরণ করবে তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।" {*২-সূরা বাকারাহ : ৩৮*}

আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী নবী-রাসূলকে আসমানী কিতাব এবং পথনির্দেশসহ পৃথিবীতে প্রেরণ করেন। যাতে তারা আদম সন্তানের কাছে তাওহীদের দাওয়াত ও পরকালীন জীবন সম্পর্কে সুসংবাদ এবং সতর্কের বাণী পৌঁছে দিতে পারেন। নবী-রাসূল প্রেরণ করে আসমানী কিতাবের মাধ্যমেই আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন। প্রেরিত নবী-রাসূলদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা আরও বলেছেন–

www.nagorikpathagar.org

إِنَّآ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ كَمَآ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ نُوحٍ وَٱلنَّبِيِّـۧنَ مِنۢ بَعْدِهِۦ ۚ وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰٓ إِبْرَٰهِيمَ وَإِسْمَـٰعِيلَ وَإِسْحَـٰقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَـٰرُونَ وَسُلَيْمَـٰنَ ۚ وَءَاتَيْنَا دَاوُۥدَ زَبُورًا . وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَـٰهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ۚ وَكَلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ۚ رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةٌۢ بَعْدَ ٱلرُّسُلِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا .

"নিশ্চয়, আমি তোমার [*মুহাম্মদ (সা.)*] প্রতি ওহী নাযিল করেছি যেমন নূহ ও তার পরবর্তী নবীদের প্রতি ওহী প্রেরণ করেছিলাম। আরও ওহী প্রেরণ করেছি ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তার সন্তানগণ, 'ঈসা, আইউব, ইউনুস, হারুন ও সুলায়মানের প্রতি এবং আমি দাউদকে দিয়েছিলাম যবুর। এইরূপে আমি প্রেরণ করেছি অনেক রাসূল যাদের কথা তোমার নিকট বলিনি; আর মূসার সাথে আল্লাহ কথা বলেছেন। সব রাসূলকেই আল্লাহ সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে প্রেরণ করেছিলেন যেন রাসূলগণের আগমনের পর আল্লাহর বিরুদ্ধে লোকের কোনো কৈফিয়ত না থাকে [*কেয়ামতের বিচারে*]। এবং আল্লাহ ক্ষমতাবান, জ্ঞানময়।" { *৪-সূরা নিসা : ১৬৩-১৬৫* }

নবী-রাসূলদের মাধ্যমে তাওহীদ এবং আল্লাহ তা'আলার সত্য দ্বীন প্রচারে এবং মানবজাতিকে হেদায়াতের জন্য আহ্বান করার বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় শত্রু ছিলো ইবলিস [*শয়তান*]। কেননা শয়তান কোনোভাবেই মেনে নিতে পারে না যে, আদম সন্তান আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত সত্য দ্বীনে এবং তাঁর বিধানে বিশ্বাস করে হেদায়াত প্রাপ্ত হোক। ফলে শয়তান নবী-রাসূলদের তাওহীদ প্রচারে সর্বদাই বাধা বিঘ্নের সৃষ্টি করে তাদেরকে বিভিন্নভাবে যন্ত্রণা দিত। মানুষের মধ্য থেকে যারা শয়তানের পরিকল্পনা, কলাকৌশল এবং অনুপ্রেরণায় আত্মসমর্পণ করে তার অনুগত হতো, তারাও শয়তানের দলের সদস্য হিসেবে নবী-রাসূলদের শত্রু হিসেবে সত্য প্রচারে সর্বদাই বাধা বিঘ্নের সৃষ্টি করতো। এমনকি তারা শয়তানের প্ররোচনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নবী-রাসূলদেরকে হত্যা করতেও দ্বিধাবোধ করতো না। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِىٍّ عَدُوًّا شَيَـٰطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِى بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورًا ۚ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ ۖ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ . وَلِتَصْغَىٰٓ إِلَيْهِ أَفْـِٔدَةُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْـَٔاخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا۟ مَا هُم مُّقْتَرِفُونَ .

www.nagorikpathagar.org

"এবং এইরূপে আমি প্রত্যেক নবীর জন্য শয়তানরূপী মানুষকে ও জিনকে [*শয়তান*] শত্রু করেছি, প্রতারণার উদ্দেশ্যে তাদের একে অন্যকে চমকপ্রদ বাক্য দিয়ে অনুপ্রাণিত করে; যদি তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করতেন তবে তারা এটি করতো না [*কারণ আদম সন্তান এ ব্যাপারে স্বাধীনতা নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে*]; সুতরাং তুমি [*রাসূল (সা.)*] তাদেরকে ও তাদের মিথ্যা রচনা বর্জন কর। এবং তারা এই উদ্দেশ্যে (*অনুপ্রাণিত*) করে যে, যারা পরকালে বিশ্বাস করে না তাদের মন যেন তার [*প্রতারণার*] প্রতি অনুরাগী হয় এবং তাতে যেন তারা পরিতুষ্ট হয় আর তারা যে অপকর্ম করে তারা যেন তাই করতে থাকে।" {*৬-সূরা আন'আম : ১১২-১১৩*}

অর্থাৎ শয়তান, তার প্রতিজ্ঞা ও উদ্দেশ্যের সফল এবং নিজের কার্য সম্পাদন করার জন্যই মানুষদের মধ্যে থেকে অবাধ্য, ঔদ্ধত্যপরায়ণ ও অহংকারী একদলকে বেছে নেয়। মানুষের এই দলটি শয়তানের অনুপ্রেরণায় সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করে এমনভাবে অনুপ্রাণিত হয় যে, তারা শয়তানের উদ্দেশ্য সফল করার জন্য সর্বদাই অপকর্মে নিয়োজিত থাকে। সব নবী-রাসূলদের আনীত সত্যের দাওয়াতকে বানচাল করার জন্য একই পদ্ধতিতে সব যুগেই এই চরিত্রের একদল লোক থাকতো, যারা তাদের সুসজ্জিত দল, কলাকৌশল, হৃদয় স্পর্শ করে এমন বক্তৃতা এবং মনোমোহন কৃতকর্মের মাধ্যমে মানুষকে হেদায়াতের পথ থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করতো। আজও করে যাচ্ছে যদিও আল্লাহ্ তা'আলার প্রেরিত কোনো নবী-রাসূল বর্তমানে মানুষের মাঝে নেই।

[*বর্তমানে পৃথিবীতে কোনো নবী-রাসূল মানবজাতির মধ্যে উপস্থিত না থাকলেও, শেষ রাসূল (সা.)-এর আনীত পবিত্র আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত জীবনাদর্শের মূলভিত্তি এবং তাওহীদের সুস্পষ্ট বর্ণনা সব মানুষের কাছে বিদ্যমান আছে। এজন্যই মানুষের অনেকেই আল্লাহ তা'আলার রহমতে আল-কুরআনের সংস্পর্শে এসে ইসলামী মূল্যবোধে আত্মসমর্পণ করে আল্লাহ তা'আলার একান্ত আবদে পরিণত হচ্ছে। ফলে ইসলাম বিরোধী শক্তি শয়তানের আউলিয়ারা অত্যন্ত ভীত শঙ্কিত, তাই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ইসলামী মূল্যবোধের দাওয়াত এবং জীবনাদর্শ প্রতিষ্ঠাকে প্রতিহত করার জন্য একটি সুশৃংখল সংঘবদ্ধ দল নিয়োজিত আছে। এই দল নিজেদের ভাষায়, বক্তৃতায় অত্যন্ত পারদর্শী ও মানুষকে সম্মোহিত [Hypnotize] করার যথেষ্ট ক্ষমতা রাখে। যার পরিপ্রেক্ষিতে অনেকের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছার পর হেদায়াত প্রাপ্ত হওয়ার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তারা এই দলের প্রভাবে অজ্ঞতা ও ভ্রান্ত বিশ্বাসে থেকে যায়।*]

নবী-রাসূল যখনই আল্লাহ তা'আলার আয়াত (নিদর্শন) মানুষের কাছে পাঠ করতেন তখনই তাদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্য অদৃশ্য শয়তান কুমন্ত্রণার সাহায্যে নবী-রাসূলদের মনে সন্দেহ সৃষ্টির চেষ্টা করতো। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা শয়তানের এই মিথ্যা প্রচেষ্টা ও কৌশলকে নিষ্ফল করে দিতেন যাতে

www.nagorikpathagar.org

নবী-রাসূলদের মাধ্যমে, তাঁর পবিত্র বাণীর প্রদর্শিত সত্য দ্বীন প্রতিষ্ঠা পায়। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّآ إِذَا تَمَنَّىٰٓ أَلْقَى ٱلشَّيْطَٰنُ فِىٓ أُمْنِيَّتِهِۦ فَيَنسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِى ٱلشَّيْطَٰنُ ثُمَّ يُحْكِمُ ٱللَّهُ ءَايَٰتِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. لِّيَجْعَلَ مَا يُلْقِى ٱلشَّيْطَٰنُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ ۗ وَإِنَّ ٱلظَّٰلِمِينَ لَفِى شِقَاقٍۭ بَعِيدٍ.

"আমি তোমার পূর্বে যে সমস্ত রাসূল কিংবা নবী প্রেরণ করেছি, যখনই সে আমার আয়াত পাঠ করতে বা বলতে যেত তখনই শয়তান তার পাঠ/আবৃত্তিতে মিথ্যা নিক্ষেপ করত, কিন্তু শয়তান যা নিক্ষেপ করে আল্লাহ তা দূরীভূত করেন। অতঃপর আল্লাহ তাঁর আয়াতসমূহকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। এটি এই জন্য যে, শয়তান যা (*প্রক্ষিপ্ত*) নিক্ষেপ করে তিনি তাকে পরীক্ষাস্বরূপ করেন তাদের জন্য যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে, যারা পাষাণ হৃদয়। যালেমেরা দুস্তর মতভেদে রয়েছে।" {*২২-সূরা হাজ্জ : ৫২-৫৩*}

অনুরূপভাবেই আল্লাহ তা'আলার আয়াত এবং তাঁর প্রদত্ত শ্রেষ্ঠ জীবনাদর্শ সম্পর্কে সাধারণ মানুষের চিন্তাচেতনায় ও হৃদয়ে শয়তান সব সময়ই মিথ্যা নিক্ষেপ করে। যাদের অন্তরে কুফরি, মোনাফেকি এবং অবিশ্বাসের প্রভাব বেশি, তারা মিথ্যার জালে আটটে অবিশ্বাসের অন্ধকারে প্রবেশ করে কঠিন হৃদয়ের অধিকারী হয়। অর্থাৎ তারা বিশ্বাসের আলোতে প্রবেশ করতে পারে না এবং সর্বদাই দ্বিধা সংকোচের মধ্যে জীবন কাটিয়ে দেয়। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বনী-ইসরাঈলীদের উদাহরণ দিয়ে বলেছেন–

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِىَ كَٱلْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً ۚ وَإِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَٰرُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآءُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ ۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَٰفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ.

"পরে পুনরায় তোমাদের [*বনী-ইসরাঈলদের*] মন কঠিন হয়ে গেল [*তারা সত্য গ্রহণে বা ইসলাম ধর্মকে প্রত্যাখ্যান করে অন্ধ হয়ে গেল*], যেন তা পাথর (*পাষাণ*) বা তা হতেও কঠিনতর। কতক পাথর এইরূপও আছে যা হতে ঝরণাসমূহ প্রবাহিত হয়। আর কতক পাথর আছে যা বিদীর্ণ হয়; অতঃপর তা হতে পানি নির্গত হয়; এবং

www.nagorikpathagar.org

কতক আছে যা আল্লাহর ভয়ে ধসে পড়তে থাকে, বস্তুত তোমরা যা কর তা আল্লাহর অজানা নেই।" { *২-সূরা বাকারাহ : ৭৪* }

মূসার (আ.) মাধ্যমে বনী ইসরাঈল আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত অনেক বাস্তব নিদর্শন স্বচক্ষে দেখেও বারবার নবী-রাসূলদের সংগে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। আল্লাহ তা'আলার আয়াত সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়েও নবীকে হত্যা করেছে এবং এক রাসূলকে হত্যা করার চেষ্টা তারা করে। যেমন ইয়াহইয়া এবং যাকারিয়া (আ.)-কে হত্যা করেছে এবং ঈসা (আ.)-কে ক্রুশে হত্যা করার চেষ্টা করে। ক্রুশে দেয়ার আগে ঈসা (আ.)-কে আল্লাহ তা'আলা নিজের কাছে তুলে নিয়েছিলেন। অন্য ব্যক্তিকে ক্রুশে হত্যা করে ইয়াহুদীরা খৃষ্টান ধর্মাবলম্বীদেরকে বিভ্রান্তিতে রেখেছে। এমনকি আল্লাহ তা'আলার 'রহমত', শেষ এবং বিশ্ব রাসূল (সা.)-কেও হত্যা করার জন্য মক্কার কুরাইশ এবং মদীনার মোনাফেকরা [*ইয়াহুদীদের মধ্যে থেকে অনেকেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে মোনাফেকি আচরণ বেছে নেয়*] অনেক বার চেষ্টা করেছিল। তাই তাদের অন্তর হলো পাথরের চেয়েও কঠিন এবং তারা এমনই নির্বোধ যে আল্লাহ তা'আলার শাস্তির কোনো ভয় তাদের অন্তরে নেই এবং এতই অকৃতজ্ঞ যে আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ বারবার আস্বাদন করেও তার মূল্যায়নকে অস্বীকার করেছে।

ঈসা (আ.) এবং তাঁর মাতা মরিয়ম (আ.) ছিলেন আল্লাহ তা'আলার কাছ থেকে মানবজাতির জন্য একটি সুস্পষ্ট নিদর্শন। মানব সন্তান সৃষ্টির প্রচলিত পদ্ধতির বহির্ভূত মানব পিতা ছাড়া আল্লাহ তা'আলার পবিত্র শব্দ 'কুন ফা ইয়াকুনের' সাহায্যে অলৌকিকভাবে ঈসার (আ.) জন্ম মানবজাতির জন্য এক বিরাট পরীক্ষা। ঈসা (আ.) জন্মের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

قَالَتْ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ وَلَدٌ وَّلَمْ يَمْسَسْنِىْ بَشَرٌ ؕ قَالَ كَذٰلِكِ اللّٰهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ؕ اِذَا قَضٰٓى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ.

"তিনি [*মরিয়ম*] বললেন, 'পরওয়ারদেগার! কেমন করে আমার সন্তান হবে; আমাকে তো কোনো পুরুষ স্পর্শ করেনি। বললেন এইভাবেই। আল্লাহ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। যখন কোন কাজ করার ইচ্ছা করেন তখন বলেন যে, 'হয়ে যাও' অমনি তা হয়ে যায়' [*কুন ফা ইয়াকুন*]।" { *৩-সূরা আলে-ইমরান : ৪৭* }

وَالَّتِىْٓ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهَا مِنْ رُّوْحِنَا وَجَعَلْنٰهَا وَابْنَهَآ اٰيَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ.

"এবং স্মরণ কর সেই নারীকে [*মরিয়ম (আ.)*] যে নিজ সতীত্বকে রক্ষা করেছিল, অতঃপর তাঁর মধ্যে আমি [*জিব্রাইল (আ.)-এর মাধ্যমে*] রূহ ফুঁকে দিয়েছিলাম এবং আমি তাঁকে ও তাঁর পুত্রকে করেছিলাম বিশ্ববাসীর জন্য এক নিদর্শন।" { *২১-সূরা আম্বিয়া : ৯১* }

www.nagorikpathagar.org

وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ.

"এবং আমি মরিয়ম-তনয় ও তাঁর জননীকে করেছিলাম এক নিদর্শন, তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছিলাম এক নিরাপদ ও প্রস্রবণবিশিষ্ট উচ্চ ভূমিতে।" { *২৩-সূরা মু'মিনূন : ৫০* }

আমেরিকান খৃষ্টানদের সাথে মাঝে মধ্যে ইসলাম সম্বন্ধে কথা বলা হয়ে থাকে, তারা সকলেই ইসলামী মূল্যবোধের বিধিনিষেধ ও ন্যায্যতার প্রশংসা করে। অথচ ইসলাম যে তাওহীদের দ্বীন, আল্লাহ তা'আলার কাছে একমাত্র গ্রহণযোগ্য দ্বীন বা জীবনাদর্শ, সেটি স্বীকার করতে তারা দ্বিধা সংকোচ করে অথবা দ্বন্দ্বের মধ্যে থাকে। শয়তান যে এই ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আল্লাহ তা'আলার "রহমত" ও অনুগ্রহ ছাড়া কেউ হেদায়াত প্রাপ্ত হতে পারে না [*সূরা আন-নাহল, আয়াত নম্বর ৩৭, ৯৩ এবং সূরা আয-যুমার, আয়াত নম্বর ২৩ দ্রষ্টব্য*]। তবে হেদায়াত প্রাপ্তির জন্য মানুষকে চেষ্টা করতে হয় এবং আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন কারা সত্যিকারে হেদায়াত প্রাপ্ত হওয়ার জন্য চেষ্টা করে। আল্লাহ তা'আলা মানবজাতিকে ভালো মন্দ বাছাই করার বিবেক বুদ্ধি ও চিন্তা শক্তির এবং ইচ্ছা-অনিচ্ছার স্বাধীনতা দিয়েছেন, এটিই বস্তুত মানবজাতির জন্য বিরাট পরীক্ষা। যা হোক, এখন ইনশাআল্লাহ আলোচনা করা হবে, আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত আসমানী কিতাব ও সত্য দ্বীন প্রচারে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে শয়তান কিভাবে রাসূলদেরকে যন্ত্রণা দিয়েছে সে সম্পর্কে। বিষয়টি বোঝার প্রয়োজনে আল-কুরআনের আলোকে প্রত্যেক রাসূলের ব্যাপারে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করা হলো।

ইব্রাহীম (আ.) খলীলুল্লাহ [*আল্লাহ তা'আলার বন্ধু*]

আদম (আ.) মানবজাতির পিতা। মানবজাতি এক পিতা আদমের সন্তান হলেও তারা আজ ধর্মের ভিত্তিতে বিভিন্ন জাতি বা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়েছে। আদম (আ.) থেকে শেষ রাসূল (সা.) পর্যন্ত সব নবী-রাসূলই একজাতি বা এক উম্মতের অন্তর্ভুক্ত। ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নূহ (আ.)-এর সময় থেকেই মানবজাতি বিপথগামী হয়ে বিভিন্ন মতাদর্শের জন্ম দিয়ে মূর্তিপূজা শুরু করে। নূহের (আ.) পর আরও নবী [*যেমন, হুদ, সালেহ (আ.)*] প্রেরিত হলেও ইব্রাহীম (আ.) ছিলেন মানবজাতির জন্য আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত রাসূলদের অন্যতম। পরবর্তীতে সব নবী-রাসূলই ইব্রাহীম (আ.)-এর বংশধর থেকে মনোনীত হয়েছেন এবং তারা সকলেই মুসলিম তাই ইব্রাহীম (আ.)-কে বলা হয় মুসলিম জাতির পিতা। ইব্রাহীম (আ.) ছিলেন আল্লাহ তা'আলার মনোনীত রাসূল, বন্ধু [*খলীলুল্লাহ*],

www.nagorikpathagar.org

মুসলিমজাতির পিতা, একনিষ্ঠ বান্দা [*হানিফ*] এবং আল্লাহ তা'আলার ঘনিষ্ঠ বান্দাদের অন্যতম। এই সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

إِنَّ إِبْرٰهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِّلّٰهِ حَنِيفًا ط وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. شَاكِرًا لِّأَنْعُمِهِ ط اِجْتَبٰهُ وَهَدٰهُ إِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. وَاٰتَيْنٰهُ فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً ط وَإِنَّهُ فِى الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِينَ. ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرٰهِيمَ حَنِيفًا ط وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.

"নিশ্চয়, ইব্রাহীম ছিলো এক উম্মত এবং আল্লাহর প্রতি একান্ত অনুগত সরল সোজা পথের অনুসারী এবং সে মুশরিক ছিলো না। সে ছিল আল্লাহর সকল নেয়ামতের জন্য কৃতজ্ঞ। আল্লাহ তাকে পছন্দ করে সরল-সোজা পথের দিকে পরিচালিত করেছিলেন। এবং আমি তাকে দুনিয়াতেও মঙ্গল দান করেছি এবং আখেরাতেও সে অবশ্যই নেক্কারগণের অন্তর্ভুক্ত হবে। এখন আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করলাম, 'তুমি একনিষ্ঠ সাধক ইব্রাহীমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ কর এবং সে মুশরিক ছিলো না।" { *১৬-সূরা নাহল : ১২০-১২৩*}

উপরোল্লিখিত আয়াতে [*১২০ নম্বর*] আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, ইব্রাহীম ছিল একাই এক "উম্মত" [*উম্মত শব্দের অর্থ হল, সম্প্রদায়, দল বা জাতি*]। ইব্রাহীম (আ.) তাওহীদ প্রচারে অনেক বাধা বিঘ্নের সম্মুখীন হয়েছিলেন। তাঁর অনুসারীর পরিমাণ ছিলো অতি সামান্য এবং তার নবুওয়াতের প্রথম দিকে তিনি একাই আল্লাহ তা'আলার উপর বিশ্বাসী ছিলেন। তাই আল্লাহ তা'আলা ইব্রাহীম (আ.)-কে এক জাতি হিসেবে ঘোষণা দিয়ে ইব্রাহীম (আ.)-কে আল্লাহ তা'আলা নিজের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। শেষ রাসূল (সা.)-কে অর্থাৎ সমস্ত মুসলিম উম্মতকে ১২৩ নম্বর আয়াতে আদেশ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন তোমরা ইব্রাহীমের দ্বীন অনুসরণ কর অর্থাৎ তোমাদের দ্বীন আর ইব্রাহীমের দ্বীন একই দ্বীন। অর্থাৎ তোমরা সকলেই ইব্রাহীমের মতো আত্মসমর্পণকারী [*মুসলিম*]। কারণ ইব্রাহীম ছিলেন মুসলিম, তিনি মুশরিক ছিলেন না।

খৃষ্টান এবং ইয়াহুদীরা দাবি করে ইব্রাহীম (আ.) তাদের দলভুক্ত। খৃষ্টানদের দাবি ইব্রাহীম (আ.) ছিলেন খৃষ্টান, আর ইয়াহুদীদের দাবি তিনি হচ্ছেন ইয়াহুদী জাতির পিতা। তাদের এই মিথ্যা দাবিকে প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা দিয়েছেন যে, ইব্রাহীম খৃষ্টান এবং ইয়াহুদী কারও দলের অন্তর্ভুক্ত নন, সে ছিলো মুসলিম এবং আল্লাহ তা'আলার একনিষ্ঠ বান্দা। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

مَا كَانَ إِبْرٰهِيمُ يَهُودِيًّا وَّلَا نَصْرَانِيًّا وَّلٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا ط وَمَا كَانَ مِنَ

www.nagorikpathagar.org

الْمُشْرِكِيْنَ. إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرٰهِيْمَ لَلَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ وَهٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
وَاللّٰهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِيْنَ. ۸

"ইব্রাহীম ইয়াহুদীও ছিলো না, খৃষ্টানও ছিল না; সে ছিলো একনিষ্ঠ [*হানিফ*]· আত্মসমর্পণকারী [*মুসলিম*] এবং সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলো না। [*ইব্রাহীম (আ.) একমাত্র মুসলিমদের দল ছাড়া পৃথিবীর আর কোনো মানুষের দলের অন্তর্ভুক্ত নন।*] যারা ইব্রাহীমের অনুসরণ করেছিল তারা এবং এই নবী [*রাসূল (সা.)*] ও যারা ঈমান এনেছে [*মুসলিম জাতি*] মানুষের মধ্যে তারা ইব্রাহীমের ঘনিষ্ঠতম। আল্লাহ মু'মিনদের অভিভাবক।" { *৩-সূরা আলে-ইমরান : ৬৭* }

ইব্রাহীম (আ.) জীবনের বৃহত্তর অংশ নিঃসন্তান ছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে তিনি ইসমাঈলের (আ.) মতো আত্মসংযমী সুপুত্রের বাবা হয়েছিলেন। ইসমাঈল (আ.) ছিলেন বাবার মতোই আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য ও আত্মসমর্পণকারী এবং মনোনীত নবী। এই পরম ধন, বৃদ্ধ বয়সের একমাত্র অবলম্বন, হৃদয়ের টুকরো এবং একমাত্র সন্তানকে কুরবানি করার জন্য বন্ধু ইব্রাহীম (আ.)-কে আল্লাহ তা'আলা আদেশ করেন। এই কঠিন আদেশ ছিলো ইব্রাহীমের (আ.) জন্য এক মহাপরীক্ষা। ইব্রাহীম (আ.) ব্যতীত, অন্যান্য নবী-রাসূল এবং আদম সন্তানের কাউকেই এই রকম কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়নি। সব নবী-রাসূলই ইসলাম এবং আল্লাহ তা'আলার তাওহীদ [*আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদ*] প্রচারে সীমাহীন যন্ত্রণা ও কষ্ট সহ্য করেছেন কিন্তু নিজের একমাত্র সন্তানকে নিজের হাতে কুরবানি করার আদেশ অন্য কাউকে আল্লাহ তা'আলা দেননি। ইব্রাহীমের (আ.) জন্য আল্লাহ তা'আলার এই মহাপরীক্ষা, বাবার প্রতি সুপুত্র ইসমাঈলের (আ.) আনুগত্য (বাধ্যতা) এবং আল্লাহ তা'আলার আদেশে দ্বিধা সংকোচ ছাড়া বাবা-পুত্র উভয়ে আত্মসমর্পণের কাহিনী, মানবজাতির জন্য স্মরণীয় নিদর্শন হিসেবে আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলা লিপিবদ্ধ করেছেন–

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يٰبُنَيَّ إِنِّيْ أَرٰى فِي الْمَنَامِ أَنِّيْ أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا
تَرٰى ۚ قَالَ يٰأَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِيْ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ.

"অতঃপর সে [*ইসমাঈল (আ.)*] যখন তার পিতার সংগে কাজ করার বয়সে উপনীত হলো তখন ইব্রাহীম বললো, 'বৎস! আমি স্বপ্নে দেখি যে, তোমাকে আমি যবেহ করছি, এখন তোমার অভিমত কি? সে বললো, 'হে আমার পিতা! আপনি যা আদিষ্ট হয়েছেন তাই করুন। আল্লাহ ইচ্ছা করলে আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন।" { *৩৭-সূরা সফ্‌ফাত : ১০২* }

www.nagorikpathagar.org

[এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, নবী-রাসূলদের স্বপ্ন সাধারণ মানুষের স্বপ্নের মতো ছিলো না। তাদের স্বপ্নে পাওয়া আদেশও ছিলো ওহীর সমতুল্য। কারণ শয়তান নবী-রাসূলদেরকে স্বপ্ন দেখাতে পারত না। নবী-রাসূলদের মাধ্যমেই আল্লাহ তা'আলা মানবজাতির জন্য ইবাদত বন্দেগির বিভিন্ন পথ প্রদর্শন করেছেন। তাই সাধারণ মানুষ যদি এই রকমভাবে নিজের সন্তানকে যবেহ করার স্বপ্ন দেখে, সেটি নিঃসন্দেহে শয়তানের দেখানো স্বপ্ন হবে। ইব্রাহীমের (আ.) এই কঠিন পরীক্ষার মাধ্যমে মুসলিম জাতির জন্য হজের সময় কুরবানির একটি সুন্দর সুযোগ করে দিয়েছেন। পরবর্তী আয়াতে উল্লিখিত ঘটনা থেকে সেটি বুঝা যাবে। শেষ নবীর (সা.) মৃত্যুর পর ইবাদতের আর কোনো নতুন পদ্ধতির সৃষ্টি হবে না তাই সাধারণ মানুষের স্বপ্নে দেখা এ ধরনের আদেশ হবে বিভ্রান্ত আদেশ যা একমাত্র শয়তান ছাড়া আর কেউ করবে না।]

فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ. وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ لا قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا ج إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ.

"যখন তারা উভয়ে আনুগত্য [*তারা দু'জনেই আল্লাহ তা'আলার হুকুম বাস্তবে পরিণত করতে তৈরি হলেন*] প্রকাশ করলো এবং ইব্রাহীম তার পুত্রকে উপুড় করে শায়িত করলো। তখন আমি তাকে আহ্বান করে বললাম, 'হে ইব্রাহীম! 'তুমিতো স্বপ্নাদেশ সত্যই পালন করলে।' এইভাবেই আমি সৎকর্মপরায়ণদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি। নিশ্চয়ই এটি ছিলো এক স্পষ্ট পরীক্ষা। আমি তাকে মুক্ত করলাম এক মহান কুরবানির বিনিময়ে। আমি এটা পরবর্তীদের মধ্যেও চালু রেখেছি।" {*৩৭-সূরা সফ্ফাত : ১০৩-১০৮*}

আল্লাহ তা'আলার আদেশের প্রতি পিতা-পুত্রের [*ইব্রাহীম এবং ইসমাঈল (আ.)*] একনিষ্ঠ আনুগত্যকে আজ মুসলিম উম্মত পবিত্র হজের একটি অনুষ্ঠান হিসেবে প্রতি বৎসর পালন করে। এই অনুষ্ঠান ইনশাআল্লাহ কেয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে। খৃষ্টান এবং ইয়াহুদীরা ইব্রাহীম (আ.)-এর জাতির অন্তর্ভুক্ত হিসেবে দাবি করলেও উভয় দলই আবাধ্যতার কারণে এই পবিত্র দ্বীনি কর্তব্য পালন থেকে নিজেরা বঞ্চিত হয়েছে। যা হোক, উপরোক্ত আলোচনার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ঘটনার গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত করা। এখন আসা যাক আসল আলোচনায়, ইসমাঈল (আ.)-কে কুরবানি করার প্রস্তুতির সময় শয়তান কুমন্ত্রণা দিয়ে ইব্রাহীম (আ.)-কে দ্বিধা সংকোচে ফেলে দেয়, কিন্তু আল্লাহ তা'আলার মনোনীত রাসূল, বন্ধু ও বিশ্বাসী জাতির নেতা পিতা হিসেবে শয়তানের কৌশল ও কুমন্ত্রণাকে পাথর মেরে ধ্বংস করে দেন। এজন্যই বহু শতাব্দী যাবৎ সারা দুনিয়া থেকে প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ বিশ্বাসীরা ইব্রাহীমের (আ.) ধর্ম অনুসারী হিসেবে জামারাতে

www.nagorikpathagar.org

শয়তানকে পাথর মেরে সেই স্মরণীয় ঘটনাকে পুনরাবৃত্তি করেন। ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা.) বলেছেন, যখন ইব্রাহীম হজের আনুষ্ঠানিকতা *[ছেলেকে কুরবানি করা]* পালন করতে চায় তখন শয়তান "আকাবাহ্" [*জামারাহ আল-আকাবাহ, মিনার অন্তর্ভুক্ত*] কাছে বাধা দেয়। ইব্রাহীম তখন সাতটি পাথর ছুঁড়লে শয়তান মাটিতে নিমজ্জিত হয়। তারপর দ্বিতীয় জামারাহর নিকট আবারও শয়তান এসে বাধা দেয়, ইব্রাহীম সাতটি পাথর ছুঁড়লে শয়তান আবারও মাটিতে নিমজ্জিত হয়। তৃতীয় জামারাতে শয়তান এসে আবারও বাধা দেয় এবং ইব্রাহীম সাতটি পাথর ছুঁড়লে শয়তান মাটিতে নিমজ্জিত হয়।" [ইবনে কাসীর, খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা ২৭৪]

এই মহান অনুষ্ঠানের স্মরণে হাজীগণ প্রতি বছর হজের সময় তিনটা জামারাহ [*বড়, মধ্যম এবং ছোট*] তে সাতটি করে পাথর ছুঁড়ে শয়তানকে শাস্তি দিয়ে থাকে। এই স্মরণীয় আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে হাজীরা প্রতিজ্ঞা করে যে, তারাও ইব্রাহীমের (আ.) মতো জীবন যাপনে সব কর্মে বিশ্বাসের দৃঢ়তায় আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য করবে। শয়তানের কুমন্ত্রণা ও ষড়যন্ত্র প্রতিরোধ করার জন্য জীবন যাপনে সব জায়গায় শয়তানকে পাথর মারবে অর্থাৎ জীবন যাপনে শয়তানের অনুপ্রেরণা ও কুমন্ত্রণার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবে। এই ঘটনা থেকে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলার আদেশ পালনে ইব্রাহীমের (আ.) মানসিক দৃঢ়তা বুঝতে পেরেও শয়তান সহজে আশা ছাড়েনি তাই সে তিন বার ইব্রাহীম (আ.)-কে বাধা দিয়েছিল। এটিই হলো মানবতার শত্রু শয়তানের চরিত্র, কোনো ব্যাপারেই সে সহজে নিরাশ হয় না। মানুষকে বিপথগামী করতে অথবা বিপথে রাখতে সে তার চেষ্টায় ক্লান্ত হয় না, তাই সে পুনঃপুনঃ চেষ্টা করে যায় এবং যার মধ্যে আল্লাহ তা'আলার আদেশ পালনের উদ্দীপনা ও একাগ্রতা বেশি দেখতে পায় তাকেই সে নানাভাবে সর্বদাই যন্ত্রণা দেয়।

ইবনে আব্বাস (রা.) এই কাহিনী আরও বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে বলেছেন, যখন ইব্রাহীম (আ.)-এর উপর দ্বীনের এই আনুষ্ঠানিকতা পালনের হুকুম হয় তখন শয়তান তার নিকট মাসআতে আসে এবং ইব্রাহীমের সংগে পাল্লা দেয়। কিন্তু ইব্রাহীম (আ.) জামারাহ আল-আকাবাতে আগে পৌঁছে যান [*জিব্রাইল (আ.) ইব্রাহীমকে (আ.) সেখানে শয়তানের আগে পৌঁছাতে সাহায্য করেন*]। শয়তানও সেখানে এসে হাজির হয়, ইব্রাহীম সাতটি পাথর ছুঁড়লে শয়তান চলে যায়। আবার জামারাহ আল-ওসতাতেও শয়তান এসে হাজির হয় এবং ইব্রাহীম (আ.) সাতটি পাথর ছুঁড়ে শয়তানকে বিতাড়িত করেন। তারপর ইব্রাহীম (আ.) নিজের সন্তানকে উপুড় করে শোয়ালেন [*আল্লাহ তা'আলার আদেশ পালনের জন্য*]। ইসমাঈল (আ.) সাদা জামা পরিহিত ছিলেন এবং তিনি বললেন, ও আমার পিতা, আমার আর কোনো কাপড় নেই যা দিয়ে আমাকে জড়াবেন [*দাফন করার জন্য*]; তাই আমার ...

www.nagorikpathagar.org

শরীর হতে এই জামা খুলে নিন যাতে এই কাপড় দিয়ে আমাকে জড়াতে পারেন। ইব্রাহীম জামা খোলা শুরু করলেন, তখন তিনি শুনতে পান এক আহ্বান। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

وَنَادَيْنَهُ أَن يَّابْرَهِيمُ لا قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْيَا ج إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِينَ.

"তখন আমি তাকে [*ইব্রাহীম (আ.)-কে*] আহ্বান করে বললাম, হে ইব্রাহীম! তুমি তো স্বপ্নাদেশ সত্যই পালন করলে। এইভাবেই আমি সৎকর্মপরায়ণদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি।" {*৩৭-সূরা সফ্ফাত : ১০৪-১০৫*}

ইব্রাহীম পেছনে ঘুরে তাকিয়ে দেখলেন একটি 'অতি সুন্দর শিংওয়ালা সাদা রাম ছাগল।' [*মুসনাদে আহমাদ ১:২৯৭; ইবনে কাসীর, খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা ২৭৪*]

এই স্মরণীয় ঘটনা থেকে মুসলিম উম্মতের শিক্ষণীয় বিষয় ঃ

(১) একনিষ্ঠ, মু'মিন, আত্মসমর্পণকারী এবং গভীর বিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত অনুরাগী বান্দাকে আল্লাহ তা'আলা পুরস্কৃত করেন। তাদের ইবাদত এবং প্রার্থনাকে কবুল করেন। ইব্রাহীম এবং ইসমাঈলের (আ.) আনুগত্য, আত্মত্যাগ ও আত্মসমর্পণের ফসলই আজ মুসলিম উম্মার জন্য ইবাদতের একটি স্তম্ভ হিসেবে গৃহীত হয়েছে। ইব্রাহীম এবং ইসমাঈলের (আ.) জন্য এই দুনিয়াতে এটিই হলো আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে পুরস্কার ও অনুগ্রহ। স্বতঃস্ফূর্তভাবে আল্লাহ তা'আলার আদেশ পালনে নিজেদেরকে সমর্পণ করার জন্যই আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এই বাড়তি পুরস্কার দিয়েছেন। ইনশাআল্লাহ, তাদের জন্য আখেরাতের পুরস্কার হবে আরো অনেক বড়, তবে আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন। সূরা আস-সফ্ফাতে এই ঘটনা বর্ণনার পর আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন–

وَفَدَيْنَهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى الْاٰخِرِيْنَ. سَلٰمٌ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ. كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ.

"আমি তাকে [*ইসমাঈল (আ.)*] মুক্ত করলাম এক মহান কুরবানির বিনিময়ে। আমি এটা পরবর্তীদের স্মরণে রেখেছি। ইব্রাহীমের উপর শান্তি বর্ষিত হউক। এইভাবে আমি সৎকর্মপরায়ণদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি।" {*৩৭-সূরা সফ্ফাত : ১০৭-১১০*}

১০৭ নম্বর আয়াতে উল্লিখিত কুরবানির আদেশ তাদের জন্য এই দুনিয়াতে আল্লাহ তা'আলার পুরস্কার। ইব্রাহীম এবং ইসমাঈল (আ.) এই দুনিয়াতে কোনো পুরস্কার প্রাপ্তির প্রত্যাশায় আত্মত্যাগে উদ্দীপিত হননি এবং তাদের এ রকম কোনো আশা বা উদ্দেশ্য ছিলো না বরং একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ তা'আলার আদেশ পালনে আত্মসমর্পণই ছিলো তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য।

www.nagorikpathagar.org

২) ইসমাঈলও (আ.) আল্লাহ্ তা'আলার মনোনীত নবী এবং আল্লাহ তা'আলার আদেশ পালনে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণকারী এবং শ্রেষ্ঠ বাবার উপযুক্ত সন্তান। ইব্রাহীম (আ.) যখন একমাত্র সন্তানকে বললেন, 'ও আমার পুত্র! আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, আমি তোমাকে যবেহ করছি।" এ কথা শুনে ইসমাঈল (আ.) কোনো প্রশ্ন না করে উত্তর দিলেন "আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে তাই করুন।" ইনশাআল্লাহ, আপনি আমাকে ধৈর্যশীলদের মধ্যে পাবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَٰبُنَيَّ إِنِّيٓ أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّيٓ أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ ۚ قَالَ يَٰٓأَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۖ سَتَجِدُنِيٓ إِن شَآءَ اللَّهُ مِنَ الصَّٰبِرِينَ۔

"অতঃপর সে যখন তার পিতার সংগে কাজ করার বয়সে উপনীত হলো তখন ইব্রাহীম বললো, 'বৎস! আমি স্বপ্নে দেখি যে, তোমাকে আমি যবেহ করছি, এখন তোমার অভিমত কি? সে বললো, 'হে আমার পিতা। আপনি যা আদিষ্ট হয়েছেন তাই করুন। আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে [*ইনশাআল্লাহ*] আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন।" {*৩৭-সূরা সফ্ফাত : ১০২*}

ইসমাঈল (আ.) বাবার মুখ থেকে এ রকম কথা শুনে বুঝেছিলেন এ স্বপ্ন বাবার প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্র নির্দেশ, তাই এই আদেশ পালনে নিজের জীবন দিতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন। এই অবিস্মরণীয় ঘটনা থেকে মুসলিম পিতা পুত্রের জন্য গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, পুত্রদের উচিত পিতার সব সৎ আদেশ-উপদেশ সাধ্যানুযায়ী পালন করা। মা-বাবার সাথে ব্যবহার সম্পর্কে মুসলিম সন্তানদেরকে নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন–

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ۖ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۚ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔

"আমি মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি তার পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে; তবে তারা যদি তোমার উপর বল প্রয়োগ করে, আমার সাথে এমন কিছু শরীক করতে যার সম্পর্কে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তুমি তাদের আনুগত্য করো না। আমারই নিকট তোমাদের প্রত্যাবর্তন। তারপর আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দেব তোমরা কি করছিলে।" {*২৯- সূরা আনকাবুত : ৯*}

ইব্রাহীম (আ.) আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ পাওয়ার পরেও নিজের ছেলেকে জিজ্ঞাসা করে তার মতামত না নিয়ে কুরবানি করতে চাননি। তাই বাবা হিসেবে আমাদের উচিত সন্তানদের ব্যাপারে কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে

www.nagorikpathagar.org

অবশ্যই তাদের মতামত জেনে নেয়া। তাতে পিতা-মাতা ও সন্তানদের মধ্যে শ্রদ্ধা আরো বেড়ে যাবে। তদুপরি বিভিন্ন কাজেকর্মে তাদের সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে আত্মবিশ্বাসও বেড়ে যায়। সন্তানরাও মা-বাবার উপর আস্থাশীল হয় এবং সহজে তাদের আদেশের অবাধ্য হয় না। তবে মা-বাবা যদি তাদের সন্তানদেরকে দুনিয়া এবং আখেরাতের [*ধর্মের শিক্ষা*] শিক্ষা যথাযথভাবে প্রদান করেন এবং নিজেরাও সেই শিক্ষাকে জীবনে বাস্তবায়ন করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন তাহলে তাদের সন্তানরাও ইনশাআল্লাহ ইসমাঈল (আ.)-এর মতো আল্লাহ তা'আলার এবং বাবা-মার আদেশে বাধ্য থাকবে।

৩) আল্লাহ তা'আলার আদেশের অবাধ্য হওয়ায় মানুষের আবেগকে শয়তান অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে। ইব্রাহীম (আ.) যখন একমাত্র সন্তান, প্রাণের ধনকে আল্লাহ তা'আলার আদেশ পালনের উদ্দেশ্যে যবেহ করতে তৈরি হলেন তখন সন্তানের প্রতি ইব্রাহীমের (আ.) ভালোবাসার আবেগকে শয়তান ব্যবহার করতে চেয়েছে। তাই তিনবার বাধা দিয়ে ইব্রাহীমের (আ.) অন্তরে দ্বিধা সংকোচ সৃষ্টি করতে চেয়েছে। কিন্তু ইব্রাহীমের (আ.) মতো একনিষ্ঠ বান্দা, আল্লাহ তা'আলার কাছে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণকারী বান্দার কাছে শয়তান হেরে গেছে। শয়তানকে বেহেশত থেকে বহিষ্কার করার সময় শয়তানের ঔদ্ধত্যপূর্ণ প্রতিজ্ঞার উত্তরে আল্লাহ তা'আলা এ রকম কথা বলেছিলেন–

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَٰنٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ.

"বিভ্রান্তদের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করবে তারা ব্যতীত আমার বান্দাদের উপর তোমার কোনো ক্ষমতা থাকবে না।" { *১৫-সূরা হিজর : ৪২* }

শয়তানের প্রতিজ্ঞার বিরুদ্ধে ইব্রাহীমের (আ.) বিশ্বাসের দৃঢ়তা এবং আল্লাহ তা'আলার আদেশ পালনে একাগ্রতা ও আত্মসমর্পণই শয়তানের কুমন্ত্রণাকে পরাজিত করতে সাহায্য করেছে, তাতে বিশ্বাসীদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির সত্যতা প্রমাণ হয়েছে। ইব্রাহীম (আ.), আল্লাহ তা'আলার একনিষ্ঠ আবদ তাই তার উপরে শয়তানের কোনো প্রভাব বা আধিপত্য ছিলো না তবুও শয়তান চেষ্টা করেছে। ইব্রাহীম (আ.) আল্লাহ তা'আলার মনোনীত রাসূল হলেও তিনি ছিলেন আদম সন্তান, তাই ইব্রাহীমকে (আ.) আদম সন্তান এবং আল্লাহ তা'আলার রাসূল হিসেবেই শয়তান নানাভাবে যন্ত্রণা দিয়েছে। আদম সন্তান এবং মুসলিম উম্মত হিসেবে যদি আমরা আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর রাসূলে বিশ্বাসী হই এবং আল্লাহ তা'আলার প্রদর্শিত বিধানে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করি, তাহলে ইব্রাহীমের (আ.) মতোই আমরাও শয়তানের কুমন্ত্রণা ও ষড়যন্ত্র থেকে নিজেরা রক্ষা পেতে পারব, ইনশাআল্লাহ। আবেগ অত্যন্ত মূল্যবান অনুভূতি,

www.nagorikpathagar.org

প্রতিটি মানুষের জীবনে তার প্রয়োজন আছে কিন্তু ক্ষেত্র বিশেষে আবেগ অনেক সময় সমস্যার মূল কারণ হতে পারে। তাই বলা হয় "আবেগ যখন হৃদয়ে ঢুকে বিবেক তখন জানালা দিয়ে পালিয়ে যায়।"

৪) স্বপ্নে প্রাপ্ত আল্লাহ তা'আলার আদেশ অনুযায়ী ইব্রাহীম (আ.) যখন নিজের সন্তানকে কাত করে শুয়ে যবেহ করতে তৈরি হলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা ইব্রাহীম (আ.)-কে আদেশ দিয়ে থামালেন। আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্য ছিলো ইব্রাহীম (আ.)-কে পরীক্ষা করা ইসমাঈল (আ.)-কে যবেহ করার জন্য নয় এবং মানবজাতির জন্য ইবাদত বন্দেগির একটি উৎস সৃষ্টি করা। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْبَلَٰؤُا الْمُبِينُ ۝ وَفَدَيْنَٰهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ

"নিশ্চয়ই এটা ছিলো এক স্পষ্ট পরীক্ষা। আমি তাকে মুক্ত করলাম এক মহান কুরবানির বিনিময়ে।" {৩৭-*সূরা সফ্‌ফাত : ১০৬*}

এ প্রসংগে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা উল্লেখ্য, ঈসা (আ.) ছিলেন মানবজাতির জন্য পরীক্ষাস্বরূপ কিন্তু সে পরীক্ষার কথা ভুলে আজ খৃষ্টান ধর্মাবলম্বীরা ঈসা (আ.)-কে নিয়ে যে মহামিথ্যার সৃষ্টি করেছে, সে সম্বন্ধে চিন্তা করলে সব বিশ্বাসীদের অন্তর কেঁপে উঠে। কারণ এ মহামিথ্যার মাধ্যমে তারা দুনিয়ার কত মানুষকে বিপথগামী করছে তার হিসাব করা সম্ভব নয়। প্রকৃতপক্ষে এই মহা মিথ্যা যে কতবড় পাপ, সেটি আল-কুরআন থেকে জানা যায়। এ প্রসংগে আয়াত ইতোপূর্বে অনেকবার উল্লেখ করা হয়েছে তবুও আবার এখানে উল্লেখ করা হলো, কারণ শয়তানের প্ররোচনায় মানব সন্তান যে নিজের উপর যুলুম করতে পারে তার প্রমাণ হচ্ছে এই আয়াত। তাই এ ব্যাপারে সকলেরই চিন্তা করার প্রয়োজন আছে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا ۝ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا ۝ تَكَادُ السَّمَٰوَٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا ۝ أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدًا ۝ وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَٰنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا

"তারা [*খৃষ্টানেরা*] বলে, 'দয়াময় সন্তান গ্রহণ করেছেন।' তোমরা তো এক বীভৎস কথার অবতারণা করেছ; এটিতে যেন আকাশমণ্ডলী বিদীর্ণ হয়ে যাবে, পৃথিবী খণ্ড-বিখণ্ড হবে ও পর্বতমণ্ডলী চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে আপতিত হবে। যেহেতু তারা দয়াময়ের প্রতি সন্তান আরোপ করে। অথচ সন্তান গ্রহণ করা দয়াময়ের জন্য শোভন নয়।" {১৯ -*সূরা মরিয়ম : ৮৮-৯২*}

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহ তা'আলা সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী, আকাশ জমিনের সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা, প্রতিপালক, নিয়ন্ত্রণকর্তা,তাই তার ইচ্ছা এবং উদ্দেশ্য পূরণ করতে নিজের সৃষ্টির কারোর ইচ্ছার উপর তিনি নির্ভরশীল নন। তিনি ইচ্ছা করলে সকলকেই ক্ষমা করতে পারেন অথবা যাকে ইচ্ছা তিনি শাস্তি দিতে পারেন। আল্লাহ তা'আলা এ প্রসংগে বলেছেন-

لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ؕ وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِىْۤ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ ؕ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ.

"আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর। তোমাদের মনে যা আছে তা প্রকাশ করো অথবা গোপন রাখ, আল্লাহ তাঁর হিসাব তোমাদের নিকট থেকে গ্রহণ করবেন। অতঃপর যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করবেন এবং যাকে খুশি শাস্তি দেবেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।" { *২-সূরা বাকারাহ : ২৮৪* }

অতএব মানবজাতি থেকে তারই সৃষ্টি একজনকে পুত্র হিসেবে গ্রহণ করে এবং সেই পুত্রকে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যার মাধ্যমে অন্যদেরকে ক্ষমা করার প্রয়োজন তার নেই। এই ধরনের অদ্ভুত চিন্তাভাবনা আল্লাহ তা'আলা অনুরাগী বান্দার মাথায় কোনোভাবেই সৃষ্টি হতে পারে না, যদি সে শয়তানের স্পর্শে মাতাল না হয়। ঈসাকে (আ.) ক্রুশে হত্যা করা তো কল্পনার বহির্ভূত বিষয়, এমনকি ঈসা (আ.)-কে ক্রুশ পর্যন্ত অবিশ্বাসীরা নিতে পারেনি। আল্লাহ তা'আলা কাফেরদের [*ইয়াহুদী*] ষড়যন্ত্র বানচাল করে দিয়ে তার একান্ত অনুরাগী রাসূলকে [*ঈসা (আ.)-কে*] নিজের কাছে তুলে নিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত সহজ ভাষায় স্পষ্ট করে মানবজাতিকে অবহিত করেছেন-

وَقَوْلِهِمْ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيْحَ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ۚ وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ وَلٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ ؕ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِيْهِ لَفِىْ شَكٍّ مِّنْهُ ؕ مَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ اِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ ۚ وَمَا قَتَلُوْهُ يَقِيْنًا.

"আর, 'আমরা [*ইয়াহুদীরা*] আল্লাহর রাসূল (সা.) মরিয়ম-তনয় ঈসা মসীহকে হত্যা করেছি, তাদের এই উক্তির জন্য। অথচ তারা তাকে হত্যা করেনি, ক্রুশবিদ্ধও করেনি; কিন্তু তাদের এইরূপ বিভ্রম হয়েছিল। যারা তার সম্বন্ধে মতভেদ করেছিল, তারা নিশ্চয় এই সম্বন্ধে সংশয়যুক্ত ছিলো; এই সম্পর্কে অনুমানের অনুসরণ ব্যতীত তাদের কোনো জ্ঞান ছিলো না। এটি নিশ্চিত যে, তারা তাকে হত্যা করেনি।" { ৪-সূরা নিসা : ১৫৭ }

www.nagorikpathagar.org

কাফেরদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা ঈসা (আ.)-কে তুলে নিয়েছিলেন। যাকে ক্রুশে দেয়া হয়েছিল সে ছিলো ঈসা (আ.)-কে ক্রুশে নিয়ে যাওয়ার পূর্বে ঈসা (আ.)-কে সনাক্ত করার কাজে নিয়োজিত ব্যক্তি, যে ছিলো রোমান সৈন্যদের মধ্যে থেকে একজন। আল্লাহ্ তা'আলা তার চেহারায় ঈসা (আ.)-এর চেহারার অবয়ব দিয়েছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা এইভাবেই কাফেরদেরকে বিভ্রান্তিতে ফেলেছিলেন আজও তারা শয়তানের প্রভাবে সেই বিভ্রান্তিতে আছেন। ঈসা (আ.) এর এই ঘটনা হলো, মানবজাতির জন্য পরীক্ষাস্বরূপ। তেমনি ইব্রাহীম ও ইসমাঈল (আ.)-এর কাহিনী হলো মুসলিম উম্মাহর জন্য দ্বীনের অংশ এবং ইবাদত বন্দেগির জন্য একটি উল্লেখযোগ্য পন্থা।

মূসা (আ.) কালীমুল্লাহ

মূসাকে (আ.) আল্লাহ্ তা'আলা বনী-ইসরাঈলের কাছে রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছিলেন। বনী ইসরাঈলের কাহিনী বিস্তারিতভাবে আল্লাহ্ তা'আলা আল-কুরআনে বর্ণনা করেছেন যাতে মুসলিম উম্মাহ এই কাহিনী থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে কারণ রাসূলদের মধ্যে মুহাম্মদের (সা.) পূর্বে একমাত্র মূসাই (আ.) আল্লাহ্ তা'আলার আদেশে মানব জীবনাদর্শের কিছু ধর্মীয় মূল্যবোধ এবং বিধিনিষেধ প্রতিষ্ঠিত করেন। আল-কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় আল্লাহ্ তা'আলা এই সমস্ত বিধানের উদাহরণ দিয়ে বনী ইসরাঈলের অবাধ্যতার কথা বর্ণনা করেছেন। শেষ রাসূল (সা.), আল-কুরআন এবং হাদীসের মাধ্যমে মানব জীবনের জন্য পরিপূর্ণ জীবনাদর্শ দিয়েছেন, তাই ইসলামী মূল্যবোধ হচ্ছে পরিপূর্ণ বিধান সম্পৃক্ত দ্বীন বা জীবনাদর্শ। এজন্যই ধর্মীয় মূল্যবোধে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করা বা না করার ক্ষেত্রে বনী ইসরাঈল এবং মুসলিম উম্মতের যথেষ্ট মিল রয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা মূসা ও হারুনকে (আ.) রাসূল হিসেবে পাঠিয়ে উদ্ধত ফেরাউনের অত্যাচার-নির্যাতন থেকে বনী ইসরাঈলকে উদ্ধার করে তাদেরকে মানবজাতির উপর পছন্দ করেন। এ ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন-

يٰبَنِيٓ إِسْرَآءِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِيٓ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِينَ.

"হে বনী-ইসরাঈল। তোমাদের যে নেয়ামত দান করেছি আর পৃথিবীর সকলের উপর তোমাদের যে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম তার স্মরণ কর।" { *২-সূরা বাকারাহ : ৪৭* }

যালেম ফেরাউনের নির্যাতন থেকে উদ্ধার করার সময় থেকে পরবর্তীতে আল্লাহ্ তা'আলা মূসার (আ.) মাধ্যমে বনী-ইসরাঈলকে বহু অলৌকিক নিদর্শন দেখান। তদুপরি তাদের মধ্যে থেকে বহু নবী-রাসূল মনোনীত করেন। বনী-ইসরাঈল আল্লাহ্ তা'আলার এই অনুগ্রহকে উপেক্ষা করে শেষ রাসূল (সা.)-এর আগমন

www.nagorikpathagar.org

সম্পর্কে পূর্ব থেকে জ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও তাকে নানাভাবে যন্ত্রণা দিয়েছে। অবাধ্যতায় অহংকারী আচরণে প্রতিষ্ঠিত হয়ে হিংসাবশত তারা অনেক নবীকে হত্যা করেছে। উল্লেখ্য ঈসা (আ.)-কে তারা হত্যার চেষ্টা করে মিথ্যা দাবি করে যে তারা ঈসা (আ.) হত্যা করেছে। এই ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهٖ بِالرُّسُلِ ز وَاٰتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ
الْبَيِّنٰتِ وَاَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ ط اَفَكُلَّمَا جَآءَكُمْ رَسُوْلٌۢ بِمَا لَا تَهْوٰٓى اَنْفُسُكُمُ
اسْتَكْبَرْتُمْ ج فَفَرِيْقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ. وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ
قَالُوْا نُؤْمِنُ بِمَآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُوْنَ بِمَا وَرَآءَهٗ ق وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ ط
قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُوْنَ اَنْۢبِيَآءَ اللّٰهِ مِنْ قَبْلُ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ.

"আর আমি মূসা-কে কিতাব দিয়েছি এবং সে গত হওয়ার পরে, পরপর রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি। আর মরিয়মের পুত্র ঈসা-কে প্রকাশ্য প্রমাণ দিয়েছি এবং তাকে জিব্রাইল দিয়ে সাহায্য করেছি। যখনই কোনো রাসূল তোমাদের নিকট তোমাদের বাসনার [*ইচ্ছার*] বিপরীত কিছু এনেছে, তোমরা [*বনী ইসরাঈল*] অহংকার করেছ, কতককে তোমরা অবিশ্বাস করেছ এবং কতককে প্রাণেই মেরেছ। আর যখন তাদের বলা হয়, 'আল্লাহ যা [*আল-কুরআন*] নাযিল করেছেন তাতে বিশ্বাস কর, তারা বলে, 'আমাদের উপর যা নাযিল হয়েছে, আমরা তা বিশ্বাস করি এবং তারা তার [*তাওরাত*] পরবর্তী [*আল-কুরআন*] কে অবিশ্বাস করে, যদিও তা পরম সত্য এবং তাদের নিকট যা [*তাওরাত*] আছে তা তাকে [*আল-কুরআন*] সত্য বলে। [*হে রাসূল*] বল, 'যদি তোমরা সত্যই ঈমানদার হতে, তবে কেন পূর্বে আল্লাহর নবীদের হত্যা করতে?" { *২-সূরা বাকারাহ : ৮৭ ও ৯১* }

لَقَدْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ وَاَرْسَلْنَآ اِلَيْهِمْ رُسُلًا ط كُلَّمَا جَآءَهُمْ رَسُوْلٌۢ بِمَا لَا
تَهْوٰٓى اَنْفُسُهُمْ لا فَرِيْقًا كَذَّبُوْا وَفَرِيْقًا يَّقْتُلُوْنَ.

"আমি বনী-ইসরাঈলের ওয়াদা নিয়েছিলাম এবং তাদের নিকট বহু রাসূলও প্রেরণ করেছিলাম, কিন্তু যখনই কোনো রাসূল তাদের নিকট এই সকল আদেশ নিয়ে এসেছে যা তারা পছন্দ করেনি, তারা একদলকে মিথ্যাবাদী বলেছে এবং অন্য দলকে খুন পর্যন্ত করেছে।" { *৫-সূরা মায়েদা : ৭০* }

আল্লাহ তা'আলার এবং রাসূলের আদেশের অবাধ্য হয়ে অহংকারী ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণে প্রতিষ্ঠিত থাকা সত্ত্বেও বনী-ইসরাঈল বারবার আল্লাহ তা'আলার ক্ষমা ও

www.nagorikpathagar.org

অনুগ্রহ প্রাপ্ত হয়েছিল। কিন্তু সর্বশেষ আসমানী কিতাব আল-কুরআন এবং রাসূল (সা.)-কে প্রত্যাখ্যান করে তারা আল্লাহ তা'আলার লানতগ্রস্ত হয়েছে। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

وَقَالُوْا قُلُوْبُنَا غُلْفٌ ۭ بَلْ لَّعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيْلًا مَّا يُؤْمِنُوْنَ. وَلَمَّا جَاۗءَهُمْ كِتٰبٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ ۙ وَكَانُوْا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ښ فَلَمَّا جَاۗءَهُمْ مَّا عَرَفُوْا كَفَرُوْا بِهٖ ۡ فَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ.

"তারা বলেছিল, 'আমাদের হৃদয় আচ্ছাদিত' [*রাসূলের (সা.) কোনো কথাই তাদের হৃদয়ে প্রবেশ করবে না*], বরং সত্য প্রত্যাখ্যানের জন্য আল্লাহ তাদেরকে লানত করেছেন। সুতরাং তাদের অল্প সংখ্যকই বিশ্বাস করে। আর যখন তাদের কাছে আল্লাহর নিকট থেকে কিতাব [*আল-কুরআন*] পৌঁছালো, এইরূপ কিতাব যা তাদের নিকটস্থ পূর্ববর্তী কিতাবের সত্যতার সাক্ষ্য দেয়; এবং পূর্বে তারা কাফেরদের [*মক্কার কুরাইশদের কাছে*] নিকট [*এর বিষয়*] বর্ণনা করতো। পরে যখন সেই পরিচিত বস্তু তাদের নিকট উপস্থিত হলো, তারা তা [*আল-কুরআন*] অমান্য করলো। অতএব, এই কাফেরদের [*বনী ইসরাঈলীদের*] উপর আল্লাহর লানত।" {*২-সূরা বাকারাহ : ৮৮-৮৯*}

অর্থাৎ মূসার (আ.) আনীত আসমানী কিতাব তাওরাত পূর্বেই তাদেরকে অবহিত করেছিল যে, আল্লাহ তা'আলার কিতাব [*আল-কুরআন*]সহ শেষ রাসূল (সা.) আসবে। আল-কুরআন তাওরাতের সত্যতার প্রমাণ বহন করে তা সত্ত্বেও তারা রাসূল (সা.) এবং আল-কুরআনকে গ্রহণ করলো না। এ ব্যাপারে শয়তানের অহংকার ও উদ্ধতই ইয়াহুদীর ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ গ্রহণ করায় অনুপ্রেরণা দিয়েছে। তাই শয়তানের মতোই বনী-ইসরাঈল লানত প্রাপ্ত হয়েছে। "যারা ক্রোধ নিপতিত [*লানত প্রাপ্ত বনী-ইসরাঈল*], পথভ্রষ্টও [খৃষ্টান] নয়।" {*১-সূরা ফাতিহা : ৭*}। শয়তানের প্ররোচনায় প্ররোচিত হয়ে ইয়াহুদীরা যে বেঈমানি করেছে তার উদাহরণস্বরূপ এই অংশটি উল্লেখ করা হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলার হিকমাহ [*প্রজ্ঞা*] বুঝার ক্ষমতা কোনো মানুষের নেই। মিসরের স্বৈরাচারী বাদশাহ ফেরাউনের উদ্ধত প্রকৃতিকে ধূলিসাৎ করার জন্যই আল্লাহ তা'আলা মূসাকে (আ.) ফেরাউনের রাজ প্রাসাদে লালিত পালিত হওয়ার ব্যবস্থা করেন। ফেরাউন এবং তার রাজপ্রাসাদের কেউ ধারণা করতে পারেনি যে এই অনাথ ছেলেটি একদিন ফেরাউনের ঔদ্ধত্যপূর্ণ প্রকৃতি এবং অহংকারী হৃদয়ের বাসনাকে ধুলায় মিশিয়ে দেবেন। এই ব্যাপারে সূরা আল-কাসাসে আল্লাহ তা'আলা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা দিয়ে বলেছেন–

www.nagorikpathagar.org

فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا ط إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ. وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ ط لَا تَقْتُلُوهُ ق عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ.

"অতঃপর ফেরাউনের লোকজন তাঁকে [*শিশু মূসা*] তুলে নিল। এর পরিণাম তো এই ছিলো যে, সে [*মূসা (আ.)*] তাদের শত্রু ও দুঃখের কারণ হবে। নিশ্চয়ই ফেরাউন, হামান ও তাদের বাহিনী ছিলো অপরাধী। ফেরাউনের স্ত্রী বললো, 'এই শিশুটি আমার ও তোমার নয়ন প্রীতিকর। একে হত্যা করো না, সে আমাদের উপকারে আসতে পারে, আমরা তাকে সন্তান হিসেবেও গ্রহণ করতে পারি। প্রকৃতপক্ষে তারা [*ফেরাউন এবং তার লোকজন*] এর [*মূসা (আ.)-কে ভরণ-পোষণ করা*] পরিণাম বুঝতে পারেনি।" *[২৮-সূরা কাসাস : ৮-৯]*

এইভাবে মূসা (আ.) ফেরাউনের রাজপ্রাসাদে প্রতিষ্ঠিত হলেন এবং রাজপ্রাসাদের ঐশ্বর্যে আভিজাত্যের বিলাসিতায় লালিত পালিত হয়ে একজন বলিষ্ঠ সুপুরুষে পরিণত হলেন। আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহে মূসা (আ.) হিকমাহ ও ভালো-মন্দ যাচাই করার জ্ঞান প্রাপ্ত হলেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন–

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ط وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ.

"যখন মূসা পূর্ণ যৌবনে উপনীত ও পরিণত বয়স্ক হলো তখন আমি তাকে হিকমাহ ও জ্ঞান দান করলাম, এইভাবে আমি সৎকর্মপরায়ণদেরকে পুরস্কার প্রদান করে থাকি।" *[২৮-সূরা কাসাস : ১৪]*

মূসা (আ.) যৌবনে পদার্পণ করেই আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহে ভালো-মন্দ যাচাইয়ের জ্ঞান লাভ করেন, তাই সব রকম অন্যায়ের প্রতিবাদ তিনি নির্ভয়ে করতেন। একদা ফেরাউনের রাজ প্রাসাদে এক অন্যায়ের প্রতিবাদ এবং বনী-ইসরাঈলের এক ব্যক্তিকে [*ফেরআউনের অনুগত এক ব্যক্তির হাত থেকে*] রক্ষা করতে গিয়ে ফেরাউনের এক লোককে হত্যা করেছিলেন। মূসা (আ.) তখনও জানতেন না যে, তিনি আল্লাহ্ তা'আলার মনোনীত রাসূল, তবে তিনি যে বনী-ইসরাঈলের সন্তান সেটি জানতেন। তবুও হত্যার মতো গর্হিত কাজ একমাত্র শয়তানের প্রভাবেই হতে পারে সেটি তিনি বুঝতে পেরেছিলেন এবং এই হত্যার পেছনে অদৃশ্য শয়তানের যে নিশ্চিত অনুপ্রেরণা আছে, সেকথা তিনি উল্লেখ করেছিলেন। শয়তানের ব্যাপারে মূসার (আ.) উক্তিকে আল্লাহ্ তা'আলা মানবজাতির শিক্ষার জন্য আল-কুরআনে উল্লেখ করে বলেছেন–

وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ ز هَٰذَا مِن

www.nagorikpathagar.org

شِيْعَتِهٖ وَهٰذَا مِنْ عَدُوِّهٖ ج فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِىْ مِنْ شِيْعَتِهٖ عَلَى الَّذِىْ مِنْ عَدُوِّهٖ لا فَوَكَزَهٗ مُوْسٰى فَقَضٰى عَلَيْهِ ز قَالَ هٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ ط اِنَّهٗ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِيْنٌ.

"সে [*মূসা (আ.)*] নগরীতে প্রবেশ করলো যখন এর অধিবাসীরা ছিলো অসতর্ক। সেথায় সে দুইটি লোককে সংঘর্ষে লিপ্ত দেখল, একজন তার নিজ দলের [*বনী-ইসরাঈল*] এবং অপর জন তার শত্রুদলের [*ফেরাউনের*]। মূসার দলের লোকটি তার শত্রুর বিরুদ্ধে তাঁর [*মূসা*] সাহায্য প্রার্থনা করলো, তখন মূসা তাকে ঘুষি মারল; এই ভাবে সে তাকে হত্যা করে ফেলল। মূসা বললো, 'এটি শয়তানের কাণ্ড। সে তো প্রকাশ্য শত্রু ও বিভ্রান্তকারী।" *[২৮-সূরা কাসাস : ১৫]*

শয়তান যে মানুষের প্রকাশ্য শত্রু সেটি তিনি জানতেন এবং তাই সংগে সংগেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, এই অন্যায় কাজে শয়তানই তাকে প্ররোচিত করেছে। তাতে বুঝা যায় মূসা (আ.) ফেরাউনের রাজপ্রাসাদে থাকলেও ইব্রাহীম (আ.)-এর ধর্ম, দ্বীন ইসলামে বিশ্বাসী ছিলেন এবং তাওহীদ সম্বন্ধে জ্ঞান রাখতেন, কারণ তখন বনী-ইসরাঈল ইব্রাহীম (আ.)-এর অনুসারী হিসেবে মুসলিম ছিলো। উল্লিখিত ১৪ নম্বর আয়াত সেটিই প্রমাণ করে। আল্লাহ তা'আলা তাকে হিকমাহ ও জ্ঞান দিয়ে নবুওয়াতের দায়িত্ব পালনের জন্য তৈরি করছিলেন।

قَالَ رَبِّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ فَاغْفِرْ لِىْ فَغَفَرَ لَهٗ ط اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ. قَالَ رَبِّ بِمَآ اَنْعَمْتَ عَلَىَّ فَلَنْ اَكُوْنَ ظَهِيْرًا لِّلْمُجْرِمِيْنَ.

"সে [*মূসা*] বললো, 'হে আমার প্রতিপালক। আমি তো আমার নিজের প্রতি যুলুম করেছি; সুতরাং আমাকে ক্ষমা কর। অতঃপর তিনি তাকে ক্ষমা করলেন। তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। সে আরও বললো, 'হে আমার প্রতিপালক। তুমি যেহেতু আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছ, আমি কখনও অপরাধীদের সাহায্যকারী হবো না।" *[২৮-সূরা কাসাস : ১৬-১৭]*

মূসা (আ.) ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়ে প্রতিজ্ঞা করলেন, তিনি কখনও অন্যায় কাজ আর করবেন না এবং অন্যায়কারীদের সাহায্যও করবেন না। পরবর্তীতে মূসা (আ.) আবারও একই ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন হলেন, তবে নিজের প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ হওয়ায় তিনি অন্যায়কারীকে আর সাহায্য করলেন না। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

فَاَصْبَحَ فِى الْمَدِيْنَةِ خَآئِفًا يَّتَرَقَّبُ فَاِذَا الَّذِى اسْتَنْصَرَهٗ بِالْاَمْسِ يَسْتَصْرِخُهٗ ط قَالَ لَهٗ مُوْسٰٓى اِنَّكَ لَغَوِىٌّ مُّبِيْنٌ. فَلَمَّآ اَنْ اَرَادَ اَنْ يَّبْطِشَ بِالَّذِىْ هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا لا قَالَ

www.nagorikpathagar.org

يٰمُوسٰى اَتُرِيْدُ اَنْ تَقْتُلَنِىْ كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْاَمْسِ اِنْ تُرِيْدُ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ جَبَّارًا فِى الْاَرْضِ وَمَا تُرِيْدُ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْمُصْلِحِيْنَ.

"অতঃপর ভীত সতর্ক অবস্থায় সেই নগরীতে তার প্রভাত হলো। হঠাৎ সে শুনতে পেল পূর্বদিন যে ব্যক্তি তার সাহায্য চেয়েছিল, সে তার সাহায্যের জন্য চিৎকার করছে। মূসা তাকে বললো, 'তুমি তো স্পষ্টই একজন বিভ্রান্ত ব্যক্তি। অতঃপর মূসা যখন উভয়ের [*ইসরাঈল অর্থাৎ মূসা এবং তার দলভুক্ত ব্যক্তি*] শত্রুকে [*ফেরাউনের লোক*] ধরতে উদ্যত হলো, তখন সে ব্যক্তি বলে উঠল, 'হে মূসা! গতকাল তুমি যেমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছ সেভাবে আমাকেও কি হত্যা করতে চাচ্ছ? তুমি তো পৃথিবীতে স্বেচ্ছাচারী হতে চাচ্ছ, শান্তি স্থাপনকারী হতে চাও না।" *(২৮-সূরা কাসাস : ১৮-১৯)*

শয়তান চেষ্টা করেও মূসাকে (আ.) বারবার অন্যায় কাজে জড়িত করতে পারেনি। তারপর ফেরাউনের লোককে হত্যার করার জন্য মূসা (আ.) মিসর থেকে বিতাড়িত হয়ে মাদিয়ান জাতির কাছে গেলেন। সেখানে কয়েক বছর কাটিয়ে নিজের স্ত্রীসহ মিসরে ফেরার সময় তিনি নবুওয়াত [*তুর পর্বতের পাদদেশে*] লাভ করলেন। নবী-রাসূলগণ আদম সন্তান ছিলেন কিন্তু তাদের সংগে অন্যদের বিরাট তফাত হচ্ছে, অন্যেরা বারবার অন্যায় করেও বুঝতে পারে না যে তারা অন্যায় করছে। সন্ত্রাসমূলক কাজে জড়িত থাকা সত্ত্বেও মানুষ বুঝতে পারে না যে, অদৃশ্য শয়তানের প্রভাবেই সে গর্হিত অন্যায়ে জড়িত আছে। মূসা (আ.) ফেরাউনের রাজপ্রাসাদে অন্যায়ের প্রতিবাদ করার সময় যদিও তিনি নিজেকে সাধারণ মানুষ হিসেবে জানতেন [*তখনও জানতেন না যে তিনি আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত রাসূল*] তবুও অন্যায়, অসৎ ও যুলুমকারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার মতো মনোভাব ও শক্তি তার মধ্যে ছিলো। সেজন্য বলা যায়, প্রকৃতপক্ষে সব নবী-রাসূলদের সহজাত প্রকৃতি ছিলো এই রকম, যার জন্য তারা শ্রেষ্ঠ আদম সন্তান।

খিদির (খিজির) (আ.) এর সাক্ষাৎ লাভে মূসার (আ.) যাত্রা

নবুওয়াত লাভের অনেক পরে মূসা (আ.) আল্লাহ তা'আলার আদেশে এক ভৃত্যকে সংগে নিয়ে খিদিরের (আ.) অনুসন্ধানে বের হলেন। তাদের এই যাত্রা পথেও শয়তান ঝামেলা সৃষ্টির চেষ্টা করে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার আদেশ পালন করার জন্য কোনো কাজে ব্রত হলেই শয়তান সে কাজে বাধা সৃষ্টিতে চেষ্টা করবে। তবে সবার ক্ষেত্রে সে সফল হতে পারে না, যেমন মূসার (আ.)

www.nagorikpathagar.org

যাত্রা পথে বাধা সৃষ্টি করেও সে সফল হতে পারেনি। আল্লাহ তা'আলা এই কাহিনী সম্পর্কে বলেছেন–

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا. فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَٰذَا نَصَبًا. قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ ۚ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا.

"স্মরণ কর, যখন মূসা তাঁর সংগীকে [*ভৃত্য, ইয়ুশা ইবনে নুন*] বলেছিল, 'দুই সমুদ্রের সংগমস্থলে না পৌঁছিয়ে আমি থামব না অথবা আমি যুগ যুগ ধরে চলতে থাকব। তাঁরা উভয়ে যখন দুই সমুদ্রের সংগমস্থলে পৌঁছাল তারা নিজেদের মাছের কথা ভুলে গেল; তা সুড়ঙ্গের মতো পথ করে সমুদ্রে নেমে গেল। যখন তারা আরো অগ্রসর হলো, মূসা তাঁর সংগীকে বললো, 'আমাদের প্রাতঃরাশ আন, আমরা তো আমাদের এই সফরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। সে [*ভৃত্য*] বললো, 'আপনি কি লক্ষ্য করেছেন, আমরা যখন শিলাখণ্ডে বিশ্রাম করছিলাম তখন আমি মাছের কথা ভুলে গিয়েছিলাম? শয়তানই তার কথা বলতে আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল; মাছটি আশ্চর্যজনকভাবে নিজের পথ করে নেমে গেল সমুদ্রে।" {*১৮-সূরা কাহফ : ৬০-৬৩*}

আলোচনা সংক্ষিপ্ত করার জন্য সেই সমস্ত আয়াত উল্লেখ করা হয়েছে, যেখানে শয়তানের কার্যকলাপ সম্পর্কে উল্লেখ আছে। আয়াত নম্বর ৬০ থেকে বুঝা যায় মূসা (আ.) কত দৃঢ়চিত্তের ব্যক্তি ছিলেন, জ্ঞান অর্জনে ও সত্য সন্ধানে এবং আল্লাহ তা'আলার আদেশ পালনে তিনি ছিলেন ক্লান্তিহীন সৈনিক। বছরের পর বছর হেঁটে যেতে হলেও তিনি গন্তব্য স্থানে না পৌঁছে থামবেন না, সেটিই ছিলো তাঁর ব্রত। মানুষের শত্রু শয়তান সেটি পছন্দ করেনি, তাই তাদেরকে মাছের কথা ভুলিয়ে, ভুল পথে যাওয়ার ব্যবস্থা করলো যাতে মূসা (আ.) ক্লান্ত হয়ে আল্লাহ তা'আলার অবাধ্য হন এবং খিদিরের (আ.) সাথে সাক্ষাতের পরিকল্পনা বাতিল করেন। শয়তান চেষ্টা করেও তার শয়তানি ইচ্ছায় কৃতকার্য হয়নি। আল্লাহ তা'আলার আদেশ ও তাঁর পরিকল্পনা এবং ইচ্ছা শক্তির কাছে শয়তানের কোনো শক্তি নেই। মাছের কথা তারা ভুলে গেলেও মাছ যে জায়গায় সাগরে নেমে সাঁতার কেটে চলে গেল সেটি তারা ভুলেননি। প্রকৃতপক্ষে এই জায়গা ছিলো দুই সাগরের মিলনস্থান এবং তারা সেটিই অনুসন্ধান করছিলেন। অর্থাৎ মাছ যে জায়গায়

www.nagorikpathagar.org

সাগরে নেমে সাঁতার দিয়েছিল সে জায়গায় মূসা (আ.) আর খিদির (আ.) সাক্ষাৎ করবেন। আল্লাহ তা'আলা শয়তানের কৌশলকে নষ্ট করে দিয়েছিলেন। মূসা (আ.)-এর সংগী [*ভৃত্য*] স্বতঃস্ফূর্তভাবে বললেন মাছের কথা ভুলে যাওয়ার পেছনে শয়তানের কারসাজি ছিলো। সব ভালো কাজে শয়তান যে তার অবাধ্য অনধিকার হস্তক্ষেপের মাধ্যমে সমস্যার সৃষ্টি করতে চায়, সেটা এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন।

মানুষ হিসেবে আমরা ভুল করবো, ভুলে যাবো বা অন্যায় করবো সেটি অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার, কিন্তু অন্যায় করা যে সঠিক না এবং মানব সহজাত প্রকৃতির বিপরীত, সেটি বুঝার জন্য দরকার হয় আল্লাহ তা'আলার কৃপা ও সাহায্য। সব কর্মে সফল হতে আল্লাহ তা'আলার সাহায্য প্রাপ্তির আশা তখনই করা যায় যখন আল্লাহ তা'আলার সীমাহীন শক্তির কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে তার উপরই পুরোপুরিভাবে নির্ভরশীল হওয়া যায়। শয়তানের কুমন্ত্রণা ও অনুপ্রেরণা থেকে দূরে থাকার জন্য একমাত্র আল্লাহ তা'আলার কাছে সাহায্য প্রার্থী হওয়া হচ্ছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই আল্লাহ তা'আলার নাম উচ্চারণ করে [*বিসমিল্লাহ বলে*] কাজ শুরু করার গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

আইউব (আ.)

আল্লাহ তা'আলার কাছে আত্মসমর্পণকারী কৃতজ্ঞ আবদের প্রতি মানবতার শত্রু শয়তানের কতটুকু আক্রোশ আছে সেটি আইউবের (আ.) কাহিনী থেকে সুস্পষ্টভাবে অনুমেয়। ইবনে কাসীরের (র.) বই নবীদের কাহিনী থেকে আইউব (আ.) সম্পর্কে বর্ণনা দেয়া হলো। এই কাহিনীতে রয়েছে আল্লাহ তা'আলার একনিষ্ঠ বান্দাদের জন্য উত্তম শিক্ষা। আল-কুরআন থেকে জানা যায়, আইউব (আ.) ছিলেন ইব্রাহীমের (আ.) বংশধর। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

وَوَهَبْنَا لَهُۥٓ إِسْحَٰقَ وَيَعْقُوبَ ۚ كُلًّا هَدَيْنَا ۚ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ ۖ وَمِن ذُرِّيَّتِهِۦ دَاوُۥدَ
وَسُلَيْمَٰنَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَٰرُونَ ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ‎

"আমি তাঁকে [ইব্রাহীম (আ.)] দান করেছি ইসহাক এবং ইয়াকুব। প্রত্যেককেই আমি পথ-প্রদর্শন করেছি এবং পূর্বে আমি নূহকে পথ-প্রদর্শন করেছি। তাঁর সন্তানদের মধ্যে দাউদ, সুলায়মান, আইউব, ইউসুফ, মূসা ও হারুনকে। এমনিভাবে আমি সৎকর্মীদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি।" {৬-সূরা আন'আম : ৮৪}

সব নবীদের মতোই আইউব (আ.) ছিলেন অত্যন্ত ধৈর্যশীল এবং অনুতাপী কৃতজ্ঞ বান্দা। আল্লাহ তা'আলার স্মরণে নিজেকে নিয়োজিত রেখে তিনি সর্বদা ইবাদতে

www.nagorikpathagar.org

মশগুল থাকতেন। একদা একদল ফিরিশতা আল্লাহ তা'আলার বান্দাদের সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বললেন কিছু বান্দা আছে যারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন করে আর কিছু আছে যারা অকৃতজ্ঞ, তারা আল্লাহ তা'আলার অসন্তোষের পাত্র হয়। আলোচনা প্রসংগে ফিরিশতাদের একজন বললেন, 'বর্তমানে আদম সন্তানের মধ্যে উত্তম বান্দা হচ্ছে আইউব', উন্নত চরিত্রের ব্যক্তি, যে অত্যন্ত ধৈর্যশীল এবং সর্বদাই তার উদার প্রতিপালককে স্মরণ করে থাকে তাই সে হলো, উত্তম আবদের জন্য প্রতীকস্বরূপ। এজন্যই তার প্রতিপালক তাঁকে দীর্ঘায়ু এবং প্রচুর ধন-সম্পদ দান করেছেন, তবুও সে স্বার্থপর এবং উদ্ধত নয়। তাঁর পরিবার, চাকর, অনুরূপভাবে দরিদ্ররা সকলেই তার সম্পদ থেকে ভোগ করে থাকে। তদুপরি খাদ্য ও কাপড় দিয়ে সে গরীবদের সাহায্য করে থাকে এবং ক্রীতদাসদের ক্রয় করে মুক্তি দেয়। তাঁর কাছ থেকে যারা সাহায্য প্রাপ্ত হয়ে থাকে তাদের ব্যাপারে তার ধারণা, যে দান গ্রহণ করে তার প্রতি তারা অনুগ্রহশীল হয়েছে।'

ফিরিশতাদের প্রশংসনীয় আলোচনা শ্রবণ করে ইবলিস অত্যন্ত বিরক্ত হয়। অতঃপর আইউবকে বিপথগামী করার জন্য সে আইউবের (আ.) কাছে গিয়ে নানা প্রলোভন দেখিয়ে অনুপ্রাণিত করতে থাকে। তাঁর প্রচুর ধন-সম্পদ এবং পার্থিব জীবনের উৎকর্ষতার কথা স্মরণ করিয়ে তাকে নামায থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে, কিন্তু আইউব দৃঢ় বিশ্বাসী বান্দা তাই কোনো কিছুই তাকে প্রলুব্ধ করে না। তাতে ইবলিস আরও বেশি বিরক্ত হয় এবং আইউবকে (আ.) বেশি ঘৃণা করতে থাকে। অতঃপর ইবলিস আইউবের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার কাছে অভিযোগ করে বলে আইউব আত্মসমর্পণী বান্দা হয়েছে এজন্যই, যেন আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতি আরও বেশি অনুগ্রহশীল হন এবং তার ধন-সম্পদ যেন আল্লাহ তা'আলা তুলে না নেন। তার ইবাদত-বন্দেগির পেছনে একনিষ্ঠ অন্তঃকরণ নেই তাই এটি শুধুমাত্র বাহ্যিক প্রদর্শন ছাড়া আর কিছু নয়। যদি তুমি তাঁর সম্পদ তুলে নাও তাহলে তুমি দেখবে সে আর তোমাকে স্মরণ করবে না এবং তাঁর ইবাদত বন্ধ হয়ে যাবে।

আল্লাহ তা'আলা ইবলিসকে জানিয়ে দিলেন 'আইউব হচ্ছে উত্তম এবং একনিষ্ঠ আবদ।' অনুগ্রহ প্রাপ্ত হয়েছে এজন্য সে ইবাদত করে না, তাঁর ইবাদত হচ্ছে একনিষ্ঠ অন্তঃকরণ থেকে [*আল্লাহ তা'আলা অন্তর্যামী, অন্তরের সব খবর তিনি রাখেন*], সে পার্থিব উপকরণের সাথে তাঁর ইবাদতের কোনো সম্পর্ক নেই। আইউবের বিশ্বাসের গভীরতা এবং ইবাদতে তার আন্তরিকতা ইবলিসের কাছে প্রমাণ করার জন্য ইবলিস এবং তাঁর দলকে আল্লাহ তা'আলা অনুমতি দিলেন তোমাদের যা

www.nagorikpathagar.org

ইচ্ছা আইউবের ব্যাপারে করতে পার। [*এক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে জানা যায় যে, শয়তান মানুষের অন্তরের খবর জানে না এবং আল্লাহ তা'আলার আদেশের বাইরে কিছু করতে পারে না অর্থাৎ আদম সন্তানকে পরীক্ষা করার জন্যই ইবলিসকে অনুমতি দিয়ে থাকেন*]।

অনুমতি পেয়ে ইবলিস অত্যন্ত খুশি মনে তার দল-বলসহ আইউবের পশুসম্পদ, চাকর এবং ক্ষেতখামার সব ধ্বংস করে দেয়, যাতে তার কিছুই অবশিষ্ট না থাকে। অতঃপর ইবলিস প্রশান্ত চিত্তে বৃদ্ধের ছদ্মবেশে আইউবের কাছে উপস্থিত হয়ে বলে, 'তোমার সব সম্পদ নষ্ট হয়েছে। লোকজন বলাবলি করছে যে, তুমি দান-খয়রাত করে বেশি অপচয় করেছ এবং আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করে অনেক সময় নষ্ট করছ। অন্যেরা বলছে যে, তোমার শত্রুদের সন্তুষ্ট করার জন্যই আল্লাহ তা'আলা তোমার প্রতি এ রকম ব্যবহার করেছেন। আল্লাহ তা'আলার যদি কোনো ক্ষমতা থাকতো তাহলে এত বড় ক্ষতি থেকে তিনি অবশ্যই তোমাকে রক্ষা করতেন।' একনিষ্ঠ বিশ্বাসী হিসেবে আইউব (আ.) উত্তরে বললেন, 'আল্লাহ তা'আলার সম্পদ আল্লাহ তা'আলা তুলে নিয়েছেন। এটি ছিলো আমার প্রতি তার সাময়িক অনুগ্রহ। যাকে খুশি তিনি অপরিমিত দান করেন আবার যার জন্য খুশি অনুগ্রহ বন্ধ করেন।' এ কথা বলে আইউব (আ.) আবার সিজদায় অবনত হলেন।

এজন্য ইবলিস আরও বেশি বিরক্ত হয়ে আবারও আল্লাহ তা'আলার কাছে আরজি করল, 'আমি আইউবের সব সম্পদ নষ্ট করেছি, তবুও সে তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ। সে তাঁর অসন্তোষ তোমার কাছ থেকে গোপন করছে কারণ এখনও তাঁর অনেক সন্তান-সন্ততি আছে। পিতা-মাতার জন্য সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষা হচ্ছে তাদের সন্তান-সন্ততি, অতঃপর তুমি দেখবে সে কিভাবে তোমাকে ভুলে যায়।

আবারও ইবলিসকে আল্লাহ তা'আলা অনুমতি দিলেন এবং বললেন, 'তুমি যা কিছু কর তাতে তাঁর প্রতিপালকের প্রতি তার দৃঢ় বিশ্বাসের কোনো পরিবর্তন হবে না।' ইবলিস আবারও তার দল নিয়ে খারাপ কাজে রত হলো। আইউবের বাড়িতে কম্পন সৃষ্টি করে সন্তান-সন্ততিসহ সব ঘর ধ্বংস করে দিল। অতঃপর আবারও সে ছদ্মবেশে আইউবের (আ.) কাছে উপস্থিত হয়ে সহানুভূতি দেখিয়ে বললো, 'তোমার সন্তানদের এভাবে মৃত্যু অত্যন্ত দুঃখজনক ব্যাপার। বস্তুত তোমার প্রতিপালক তোমার ইবাদতের জন্য কোনো পুরস্কার দিচ্ছেন না।' এ কথা বলে ইবলিস অতি উৎসাহ নিয়ে ভাবছে যে, আইউব এখনই তার প্রতিপালকের প্রতি অকৃতজ্ঞ হবে। আইউব (আ.) পূর্বের মতোই উত্তর দিয়ে ইবলিসকে হতাশ করলেন এবং দৃঢ় চিত্তে বললেন, 'যা কিছু ঘটুক আমি অবশ্যই আমার প্রতিপালকের প্রতি সর্বদাই কৃতজ্ঞ থাকব। আইউব (আ.) আবারও সিজদায় অবনত হলেন।'

www.nagorikpathagar.org

এবার ইবলিস অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হলো। ইবলিস আবারও আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রার্থনা করে বললো, 'ও আমার প্রতিপালক! আইউবের সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি ধ্বংস হয়েছে তবে এখনও তাঁর স্বাস্থ্য অটুট আছে, যতক্ষণ তার স্বাস্থ্য ভালো থাকবে ততক্ষণ সে তোমার ইবাদত করবে এই আশায় যে, পুনরায় সম্পদ ফিরে পাবে এবং আরও সন্তান উৎপাদন করতে পারবে। তাঁর শরীরের উপর আমাকে ক্ষমতা প্রদান কর যাতে তাকে আমি দুর্বল করতে পারি। অতঃপর সে অবশ্যই তোমার ইবাদতে অবহেলা করে তোমার অবাধ্য বান্দা হবে। আইউব (আ.) যে প্রতিপালকের উত্তম আবদ সে ব্যাপারে ইবলিসকে শিক্ষা দেয়ার জন্য ইবলিসকে আল্লাহ তা'আলা তৃতীয়বার অনুমতি দিয়ে বললেন, 'আমি তাঁর শরীরের উপর তোমাকে ক্ষমতা দিলাম কিন্তু তাঁর আত্মা, ধীশক্তি অথবা হৃদয়ের উপর তোমার কোনো আধিপত্য থাকবে না, কেননা এই জায়গায় থাকে আমার এবং আমার প্রদত্ত ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞান।' ইবলিস আবারও নতুন উদ্দীপনা ও উৎসাহ এবং সৈন্য নিয়ে প্রতিশোধ নেয়ার জন্য আইউবের শরীরে নানা ধরনের অসুখ সৃষ্টি করল যতক্ষণ পর্যন্ত তার শরীরে শুধুমাত্র চামড়া, হাড় ছাড়া কিছুই অবশিষ্ট থাকল না। বিভিন্ন অসুখে তিনি অত্যন্ত বেদনার্ত হলেন, তবুও আইউব দৃঢ় বিশ্বাসে অবিচল থাকলেন, ধৈর্যসহ কোনো অভিযোগ না করে সব কষ্ট সহ্য করলেন। আল্লাহ তা'আলার একনিষ্ঠ আবদ হিসেবে হতাশ না হয়ে প্রতিপালকের কাছ থেকে ক্ষমা ও দয়া পাওয়ার অপেক্ষায় থাকলেন। এমনকি নিকটাত্মীয় স্বজনরা তাকে ত্যাগ করল। শুধুমাত্র তাঁর দয়ার্দ্র স্নেহময়ী স্ত্রী তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করলেন না। দুঃখকষ্টের দিনগুলোতে তাঁকে সর্বদিক দিয়ে আদর-যত্ন করে, সঙ্গ দিয়ে তাঁর স্ত্রী বহু বছর কাটিয়ে দিলেন।

Ibn 'Asaker narrated: "Ayub was a man having much wealth of all kinds; beasts, slaves, sheep, vast lands of Haran and many children. All those favors were taken from him and he was physically afflicted as well. Never a single organ was sound except his heart and tongue, with both of which he glorified Allah, the Almighty all the time day and night. His disease lasted for a long time until his visitors felt disgusted with him. His friends kept away from him, and people abstained from visiting him. No one felt sympathy for him except his wife. She took good care of him, knowing his former charity and piety for her." (stores of the Prophet, page-174)

www.nagorikpathagar.org

ইবলিস নিদারুণ হতাশায় সহকর্মীদের কাছ থেকে উপদেশ প্রার্থনা করল কিন্তু তারা পরামর্শ দিতে পারল না। উপরন্তু তারা জিজ্ঞাসা করল, ‘তোমার সুচতুর পরিকল্পনা আইয়ুবের জন্য কেন কার্যকর হলো না অথচ তুমি মানবজাতির পিতা আদমকে বিপথগামী করতে কৃতকার্য হয়েছিলে, কিভাবে এটা সম্ভব? ইবলিস আবারও পুরুষের ছদ্মবেশে আইউবের স্ত্রীর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, ‘তোমার স্বামী কোথায়?’ ভগ্নস্বাস্থ্য শীর্ণদেহ নিয়ে বিছানায় শায়িত আইউবকে দেখিয়ে স্ত্রী বললেন, ‘এইতো এখানে, জীবন-মৃত্যুর মাঝামাঝি আছে’। এমতাবস্থায় ইবলিস, আইউবের স্ত্রীকে তাঁর সুদিনের, সম্পদ ও সন্তানদের কথা স্মরণ করতে বললে, বহুবছরের সঞ্চিত বেদনার কথা মনে করে স্ত্রী কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে আইউবকে বললেন, ‘আর কত দিন তোমার প্রতিপালকের শাস্তি সহ্য করবে? আমরা কি চিরদিন সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি ছাড়া কাটিয়ে দেব?’ তুমি কেন এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তির জন্য তোমার প্রতিপালকের কাছে প্রার্থনা করছ না?’ আইউব (আ.) দীর্ঘ নিঃশ্বাস নিয়ে নরম গলায় বললেন, ‘অবশ্যই ইবলিস ফিসফিসানি দিয়ে তোমাকে অসন্তুষ্ট করেছে। আমাকে বল, কতকাল আমি ভালো স্বাস্থ্য এবং সম্পদ উপভোগ করেছি?’ স্ত্রী উত্তরে বললো, ‘আশি বছর।’ তখন আইউব (আ.) জিজ্ঞাসা করলেন, ‘কতকাল আমি এ রকম কষ্ট ভোগ করছি? উত্তরে স্ত্রী বললো, ‘সাত বছর।’ আইউব (আ.) স্ত্রীকে বললেন, ‘এক্ষেত্রে আমার কষ্ট দূর করার জন্য প্রতিপালকের কাছে প্রার্থনা করতে আমি লজ্জিত, কারণ সুখ ভোগের সময়ের তুলনায় আমার কষ্টের সময় অতি সামান্য। আমার মনে হয় তোমার বিশ্বাসে দুর্বলতা দেখা দিয়েছে এবং আল্লাহ তা'আলার সিদ্ধান্তে তুমি অসন্তোষ হয়েছ। আমি যদি কখনও স্বাস্থ্যবান হই, আমি প্রতিজ্ঞা করছি আমি তোমাকে একশত বার বেত্রাঘাত করব! আজ থেকে আমি আর তোমার হাত থেকে কোনো কিছুই গ্রহণ করব না। আমাকে একা থাকতে দাও, প্রতিপালক যা খুশি আমাকে নিয়ে তাই করুক।

ক্রন্দনরত নয়নে ভারাক্রান্ত অন্তরে আইউবকে ত্যাগ করা ছাড়া স্ত্রীর আর করার কিছুই ছিলো না। এমতাবস্থায় আইউব (আ.) প্রতিপালকের কাছে অভিযোগের সুরে নয় বরং দয়ার জন্য প্রার্থনা করলেন–

وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ . فَاسْتَجَبْنَا لَهُ

فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ .

“এবং স্মরণ কর আইউবের কথা, যখন সে তাঁর প্রতিপালককে আহ্বান করে বলেছিল, আমি দুঃখকষ্টে পতিত হয়েছি এবং তুমি দয়াবানদের চাইতেও সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াবান। অতঃপর আমি তার আহ্বানে সাড়া দিলাম এবং তাঁর দুঃখকষ্ট দূর করে

www.nagorikpathagar.org

দিলাম এবং তার পরিবারবর্গ ফিরিয়ে দিলাম, আর তাদের সাথে তাদের সমপরিমাণ আরও দিলাম আমার পক্ষ থেকে কৃপাবশত আর এটি ইবাদতকারীদের জন্যে উপদেশস্বরূপ [*আইউবের (আ.) ঘটনা মু'মিনদের জন্য একটি শিক্ষা*]।" {*২১-সূরা আম্বিয়া : ৮৩-৮৪*}

আইউব (আ.) সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আরও বলেছেন–

وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ. ارْكُضْ بِرِجْلِكَ ۖ هَٰذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ. وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ.

"স্মরণ কর, আমার বান্দা আইউবের কথা, যখন সে তাঁর প্রতিপালককে আহ্বান করে বললো : শয়তান আমাকে যন্ত্রণা ও কষ্টে ফেলেছে। তুমি তোমার পা দিয়ে ভূমিতে আঘাত কর। ঝর্নায় নির্গত হলো গোসলের জন্য সুশীতল পানি আর পানীয়। আমি তাঁকে দিলাম তাঁর পরিজনবর্গ ও তাদের মতো আরও অনেক আমার পক্ষ থেকে অনুগ্রহস্বরূপ এবং বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য উপদেশস্বরূপ।" {*৩৮-সূরা সা'দ : ৪১-৪৩*}

আল্লাহ তা'আলার আদেশ পালন করার সাথে সাথেই আইউব (আ.) পূর্বের স্বাস্থ্যে ফিরে গেলেন। ইতোমধ্যে তাঁর বিশ্বাসী অনুগত স্ত্রী স্বামী থেকে দূরে থাকা আর সহ্য করতে পারছিলেন না, তাই স্বামীর কাছে ফিরে গিয়ে ক্ষমা প্রার্থী হলেন। বাড়ী ফিরে অবস্থার পরিবর্তন এবং স্বাস্থ্যবান স্বামীকে দেখে বিস্মিত হলেন! স্বামীকে আলিঙ্গন করে আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন।

তবে আইউব (আ.) নিজের প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ [*পুনরায় স্বাস্থ্যবান হলে স্ত্রীকে একশতবার বেত্রাঘাত করার কথা*] করে চিন্তিত হয়ে পড়লেন, প্রিয়তমা স্ত্রীকে বেত্রাঘাত করতে তার মন কিছুতেই সায় দিচ্ছিল না। অথচ সে ভালোভাবে অবগত আছেন যে, সে যদি প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী কাজ না করেন তাহলে আল্লাহ তা'আলার কাছে অপরাধী হবেন। সুতরাং দয়াময় আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দার অন্তরের খবর জানেন তাই একনিষ্ঠ আত্মসমর্পণী বান্দার ওয়াদা পালনের সুষ্ঠু ব্যবস্থা দিয়ে আয়াত নাযিল করলেন–

وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ ۗ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا ۚ نِعْمَ الْعَبْدُ ۖ إِنَّهُ أَوَّابٌ.

"তুমি তোমার হাতে এক মুঠো তৃণশলা নাও, তা দিয়ে আঘাত কর এবং শপথ ভঙ্গ করো না। আমি তাকে পেলাম সবরকারী। চমৎকার বান্দা সে। নিশ্চয় সে

www.nagorikpathagar.org

ছিলো প্রত্যাবর্তনশীল।” { *৩৮-সূরা সা'দ : ৪৪* } । { *নবীদের কাহিনী, ইবনে কাসীর, পৃষ্ঠা ১৭০ থেকে উপরোক্ত বর্ণনা গ্রহণ করা হয়েছে* } ।

এই অবিস্মরণীয় কাহিনী বিশ্বাসীদের কাছে কোনো রূপক গল্প নয় বরং জীবন যাপনে নানা সমস্যায় আল্লাহ তা'আলার উপর নির্ভরশীল হয়ে দৃঢ় বিশ্বাসে শয়তানের কুমন্ত্রণার বিরুদ্ধে সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ হওয়ার জন্য একটি উত্তম উদাহরণ। তদুপরি আইউবের (আ.) কাহিনী থেকে একটি বিষয় সুস্পষ্ট যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় বান্দাকে বিভিন্ন সমস্যার ভেতর দিয়ে পরীক্ষা করেন। আর মানুষের শত্রু শয়তান, আল্লাহ তা'আলা ভক্ত আত্মসমর্পণী বান্দাদের কোনোভাবেই সহ্য করতে পারে না, তাই তার জীবন যাপনে নানাবিধ সমস্যা সৃষ্টি করতে চায়। আরেকটি বিষয় পরিষ্কার যে, আল্লাহ তা'আলার আদেশ ছাড়া আল্লাহ তা'আলার প্রিয় বান্দাদের বিরুদ্ধে শয়তান কিছুই করতে পারে না। শয়তানের ঔদ্ধত্যপূর্ণ প্রতিজ্ঞার প্রতি উত্তরে আল্লাহ তা'আলা বলেছিলেন–

قَالَ رَبِّ فَانْظِرْنِىْٓ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ. قَالَ فَاِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ ۷ اِلٰى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمِ. قَالَ رَبِّ بِمَآ اَغْوَيْتَنِىْ لَاُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِى الْاَرْضِ وَلَاُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ. اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ. قَالَ هٰذَا صِرَاطٌ عَلَىَّ مُسْتَقِيْمٌ. اِنَّ عِبَادِىْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ اِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغٰوِيْنَ.

“সে [*শয়তান*] বললো, হে আমার প্রতিপালক, তুমি আমাকে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবকাশ দাও। আল্লাহ বললেন, তোমাকে অবকাশ দেয়া হলো, সেই অবধারিত সময় উপস্থিত হওয়ার দিন পর্যন্ত। সে বললো, হে আমার প্রতিপালক! তুমি যেমন আমাকে পথ ভ্রষ্ট করেছ, আমিও তাদের সবাইকে পৃথিবীতে নানা সৌন্দর্যে আকৃষ্ট করব এবং সবাইকে পথভ্রষ্ট করে দেব। তবে তোমার মনোনীত বান্দাদের ব্যতীত। আল্লাহ বললেন, এটাই আমার কাছে পৌছার সোজা পথ [*আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত বিধানে আত্মসমর্পণ করে জীবন যাপন করা*]। যারা আমার বান্দা, তাদের উপর তোমার কোনো ক্ষমতা নেই, কিন্তু পথভ্রান্তদের মধ্য থেকে যারা তোমার পথে চলে [*স্বাধীনচেতা মানুষ নিজেই শয়তানের পথ বেছে নেয়*] তাদের কথা ভিন্ন।” { *১৫-সূরা হিজর : ৩৬-৪২* }

অর্থাৎ কৃতজ্ঞ আত্মসমর্পণকারী বান্দাদের জন্য আল্লাহ তা'আলা সবসময়ই সহজ রাস্তা বাতলিয়ে দেন।

www.nagorikpathagar.org

সুলায়মান (আ.)

মানবজাতির কাছে প্রেরিত আল্লাহ তা'আলার মনোনীত নবী-রাসূলদের মধ্যে একমাত্র সুলায়মানকে (আ.) আল্লাহ তা'আলা বিশাল রাজত্বের এবং বাদশাহির অকল্পনীয় ক্ষমতা দিয়েছিলেন। রাজত্ব ও বাদশাহির ক্ষমতা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা সুলায়মানকে (আ.) পরীক্ষা করেন। এই দুনিয়াতে মানুষের জন্য ধনী-গরীব দু'টি অবস্থাই আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে পরীক্ষাস্বরূপ, বিশেষভাবে বিশ্বাসীদের ক্ষেত্রে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তার বাদশাহি জীবনে কোনো এক সময় যুদ্ধে ব্যবহারিত উৎকৃষ্ট অশ্বের সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাদেরকে নিয়ে ব্যস্ত থাকায় তিনি আসরের নামায কাযা করেন। এ কারণে তিনি ভীষণ অনুতপ্ত হন এবং আস্তাবলের সমস্ত অশ্ব তিনি হত্যা করেন। পার্থিব জীবনের সামগ্রী, ঐশ্বর্য এবং চাকচিক্যের প্রতি সুলায়মান (আ.) বেশী আকৃষ্ট হওয়ায় আল্লাহ তা'আলা এক জিনকে [*জাসাদান, শয়তানকে*] সুলায়মানের (আ.) সিংহাসনে বসিয়ে দিলেন এবং সুলায়মানকে (আ.) সাময়িকভাবে সিংহাসন চ্যুত করে পরীক্ষা করলেন। দুনিয়ার সামগ্রীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে আসরের নামায পরিত্যাগ করার জন্য এটিই ছিলো তাঁর জন্য শাস্তি এবং পরীক্ষা। এ প্রসংগে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَوَهَبْنَا لِدَاوٗدَ سُلَيْمٰنَ ؕ نِعْمَ الْعَبْدُ ؕ اِنَّهٗۤ اَوَّابٌ. اِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصّٰفِنٰتُ
الْجِيَادُ. فَقَالَ اِنِّيْۤ اَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّيْ ۚ حَتّٰى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ.
رُدُّوْهَا عَلَيَّ ؕ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوْقِ وَالْاَعْنَاقِ. وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمٰنَ وَاَلْقَيْنَا عَلٰى
كُرْسِيِّهٖ جَسَدًا ثُمَّ اَنَابَ. قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَهَبْ لِيْ مُلْكًا لَّا يَنْۢبَغِيْ لِاَحَدٍ مِّنْۢ
بَعْدِيْ ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ.

"আমি দাউদকে দান করলাম সুলায়মান। সে ছিলো উত্তম বান্দা এবং সে ছিলো অতিশয় আল্লাহ অভিমুখী। যখন অপরাহ্নে তার সম্মুখে ধাবমান উৎকৃষ্ট অশ্বরাজিকে উপস্থিত করা হলো, তখন সে বললো, 'আমি তো আমার প্রতিপালকের স্মরণ হতে বিমুখ হয়ে ঐশ্বর্য প্রীতিতে মগ্ন হয়ে পড়েছি, এদিকে সূর্য অস্তমিত হয়ে গেছে [*আসরের নামায কাযা হয়েছে*]; এইগুলোকে পুনরায় আমার সম্মুখে নিয়ে আস।' অতঃপর সে তাদের পদ ও গলদেশ ছেদন করতে লাগলো। আমি সুলায়মানকে পরীক্ষা করলাম এবং তার আসনের উপর রাখলাম একটি ধড় [*জাসাদান*]; তারপর সুলায়মান আমার অভিমুখী হলো। সে বললো, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে

www.nagorikpathagar.org

ক্ষমা কর এবং আমাকে দান কর এমন এক রাজ্য যার অধিকারী আমি ছাড়া যেন কেউ না হয়। তুমি তো পরম দাতা।" { *৩৮-সূরা সা'দ : ৩০-৩৫* }

সুলায়মান (আ.) নিজের ভুল বুঝে আল্লাহ তা'আলার কাছে ক্ষমা প্রার্থী হয়ে দাবি করলেন তাকে এমন এক রাজত্ব দেয়া হোক যার সমতুল্য আর অন্য কাউকেও যেন আল্লাহ তা'আলা দান না করেন। আল্লাহ তা'আলা, তাঁর প্রার্থনা কবুল করলেন। নবী-রাসূলদের প্রার্থনা সব সময়ই কবুল হত। কারণ তারা নিজের স্বার্থে ধন-সম্পদ জমা করে ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়ে বিলাসিতায় জীবন যাপনের জন্য প্রার্থনা করেননি। মানবজাতির কাছে আল্লাহ তা'আলার তাওহীদ প্রচার এবং তাঁর প্রদত্ত দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য যে ক্ষমতা/শক্তি দরকার তার জন্যই তাঁরা প্রার্থনা করেছেন। এ ব্যাপারে হাদীস এবং আল-কুরআন থেকে জানা যায় সুলায়মান (আ.) কি কারণে এই ধরনের রাজত্বের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন।

আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল (সা.) বলেছেন, 'এফরিত [শক্তিশালী শয়তান] জিনদের মধ্যে একজন গত রাত্রিতে আমার নামাযে বিঘ্ন সৃষ্টির চেষ্টা করে, কিন্তু তাকে [শয়তানকে] প্রতিহত করার জন্য আল্লাহ আমাকে ক্ষমতা দেন। তারপর আমি তাকে ধরে ফেলি এবং ভেবেছিলাম মসজিদের কোনো এক খুঁটির সাথে তাকে বেঁধে রাখি। কিন্তু তখন আমি স্মরণ করলাম আমার ভাই সুলায়মানের প্রার্থনা "সে বললো, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা কর এবং আমাকে দান কর এমন এক রাজ্য যার অধিকারী আমি ছাড়া আর কেউ না হয়। তুমি তো পরম দাতা।" [সূরা আস-সা'দ, আয়াত নং-৩৫] সুতরাং আল্লাহ তাকে [শয়তানকে] অপমান ও বিকৃত অবস্থায় ফিরেয়ে দিলেন। [সহীহ মুসলিম, ১০৯২; ইবনে কাসীর, খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা ৩৩৩]*

*[*এফরিত (Afret) জিনদের মধ্যে একজন শক্তিশালী সদস্য। সে সুলায়মান (আ.)-এর রাজ্যে, সুলায়মান (আ.)-এর সৈন্যদের অন্তর্ভুক্ত ছিলো। যেমন সূরা আন-নামল, আয়াত নং-৩৯ এ আল্লাহ তা'আলা বলেন–*

قَالَ عِفْرِيْتٌ مِّنَ الْجِنِّ اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ تَقُوْمَ مِنْ مَّقَامِكَ ۚ وَاِنِّيْ عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ اَمِيْنٌ

"এক শক্তিশালী জিন [*এফরিত*] বললো, 'আপনি [*সুলায়মান (আ.)*] আপনার স্থান থেকে উঠার পূর্বে আমি তা [*বিলকিসের সিংহাসন*] এনে দেব এবং এই ব্যাপারে আমি অবশ্যই ক্ষমতাবান, বিশ্বস্ত।"। { *২৭-সূরা নামল : ৩৯* }

আল্লাহ তা'আলা জিন জাতি, পশুপাখি, জীবজন্তু এবং বায়ুকে সুলায়মান (আ.)-এর অধীনস্থ করেছিলেন যাতে এদের সাহায্যে সুলায়মান (আ.) তাওহীদের দাওয়াত

www.nagorikpathagar.org

দিতে পারেন। সাবার রাণী বিলকিসের ঘটনা [*সূরা আন-নামল, আয়াত নং ১৫-৪৪*] থেকে এ ব্যাপারে আরো জানা যায়। এই আয়াত এবং রাসূল (সা.)-এর হাদীস থেকে বুঝা যায় 'এফরিত' ছিলো একজন শক্তিশালী জিন এবং সুলায়মানের (আ.) সৈন্যবাহিনীর সদস্য।

বস্তুত আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত সব নবী-রাসূলই অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহ তা'আলার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন। এ প্রসংগে আত-তাবারী থেকে উল্লেখ্য : Ibn Jarir from Yazid bin Qusayt mentioned that: The Prophets used to have Masjids outside of their cities, and if a Prophet wanted to consult with his Lord about something, he would go out to his place of worship and pray as Allah decreed. Then he would ask Him about whatever was concerning him. Once while a Prophet was in his place of worship, the enemy of Allah- meaning Iblis- came and sat between him and the *Qiblah* (direction of prayer). The Prophet said, 'I seek refuge with Allah from the accursed *Shaytan*.' [*The enemy of Allah said, 'Do you know who you are seeking refuge from? Here he is!' The Prophet said, 'I seek refuge with Allah from the accursed Shaytan*'], and he repeated that three times. Then the enemy of Allah said, 'Tell me about anything in which you will be saved from me.' The Prophet said twice, 'No, you tell me about something in which you can overpower the son of Adam?' Each of them was insisting that the other answer first, the Prophet said, Allah says, "Certainly, you shall have no authority over My sevants, except those of the astray who follow you". {*15-Hijr : 42*}

The enemy of Allah said, 'I heard this before you were even born.' The Prophet said, 'And Allah says, "And if and evil whisper comes to you from Shaytan then seek refuge with Allah. Verily, He is All-Hearing, All-Knowing." {*7-Araf : 200*}

www.nagorikpathagar.org

By Allah, I never sense that you are near but I seek refuge with Allah from you.' The enemy of Allah said, 'You have spoken the truth. In this way you will be saved from me.' The Prophet said, 'Tell me in what ways you overpower the son of Adam.' He said, 'I seize him at times of anger and times of desire.' {*Ibn Kathir, Vol. 5, Page 396; At-Tabari 17:105*}।

অভিশপ্ত শয়তান থেকে মুক্ত থাকার পদ্ধতি সম্পর্কে ইনশাআল্লাহ পরবর্তীতে আরও আলোচনা করা হবে।

রাসূল (সা.) হাবীবুল্লাহ

আল্লাহ তা'আলার হাবীব [*সবচেয়ে নিকটতম বন্ধু*], বিশ্বজগতের [*মানব ও জিনসহ পৃথিবীতে যা কিছু আছে*] প্রতি প্রেরিত 'রহমত', বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মানুষ, নবী-রাসূলদের নেতা, শেষ বিচার দিনে আল্লাহ তা'আলার কাছে শাফায়াতকারী এবং মানব জাতির জন্য মনোনীত শেষ রাসূল (সা.)-কেও শয়তান ঝামেলা দিতে চেয়েছে। এ ব্যাপারে *আবু দারদা (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, 'রাসূল (সা.) নামাযে দাঁড়ালেন এবং তাকে বলতে শুনা গেল, 'আমি তোমার [শয়তান] থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি।' তারপর তিনি বললেন, 'আল্লাহর অভিশাপ দিয়ে তোমাকে অভিশাপ করছি।' তিনবার এইভাবে বললেন, তারপর তিনি নিজের হাত সামনে এগিয়ে দিলেন, তাতে মনে হলো তিনি কিছু ধরতে যাচ্ছেন। যখন তিনি নামায শেষ করলেন, তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো ও আল্লাহর রাসূল (সা.) 'নামায পড়ার সময় আমরা আপনাকে যা বলতে শুনলাম তা আমরা পূর্বে কখনও নামাযে বলতে শুনিনি এবং আমরা দেখলাম আপনি আপনার হাত সামনে বাড়িয়ে দিলেন।' রাসূল (সা.) বললেন, 'আল্লাহর শত্রু [ইবলিস] আগুনের শিখা নিয়ে আমার নিকট এসে আমার মুখে দিচ্ছিল। তাই আমি তিনবার বলেছি, 'আল্লাহর অভিশাপ দিয়ে তোমাকে অভিশাপ করছি।' তারপর আমি তিনবার বলেছি, 'তোমার নিকট থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি।' কিন্তু এই সব করার পরেও সে আমাকে ছাড়ছিল না। তখন আমি তাকে ধরার চেষ্টার করলাম। আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি যদি আমার ভাই সুলায়মানের প্রার্থনার কথা আমার স্মরণ না হত তাহলে আমি তাকে [শয়তানকে] ধরে মদীনার বাচ্চাদের জন্য খেলার বস্তু বানিয়ে দিতাম।" [সহীহ মুসলিম, ১০৯৪ বাংলা অনুবাদ, সোলেমানিয়া বুক হাউজ, বাংলা বাজার ঢাকা]*

www.nagorikpathagar.org

অধ্যায়-৩

শয়তানের প্রকারভেদ

আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির বৈচিত্র্যে প্রকারভেদ হচ্ছে অন্যতম। উল্লেখ্য মানুষের মধ্যে বিভিন্ন জাতি, বর্ণ, শারীরিক গঠন এবং বিভিন্ন ভাষা আছে। জীব জন্তু, পাখি, গাছ-পালা, ফল-মূল, পানিতে বসবাস করা প্রাণী এবং আকাশে নক্ষত্ররাজি ইত্যাদি সব কিছুতেই প্রকারভেদ রয়েছে। এই সমস্ত বিচিত্র সৃষ্টির মাধ্যমে পৃথিবীকে আল্লাহ তা'আলা করেছেন নয়নাভিরাম, আকর্ষণীয় ও বৈচিত্র্যময়। ফলে পার্থিব জীবন হয় মানব সন্তানের কাছে আনন্দময়, লোভনীয় এবং নর-নারীর প্রেম ভালোবাসায় রোমাঞ্চকর। তবে একটি বিষয় নিশ্চিত যে, এই সব সৃষ্টির গুরুত্ব সর্বক্ষেত্রে একরকম নয়। মানুষের মধ্যেও সামাজিক উন্নয়নে এবং মানব কল্যাণে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে ও প্রগতিতে এবং শান্তি শৃংখলা প্রতিষ্ঠায় সকলের ভূমিকা একরকম নয়। তাই সামাজিক জীবনে মানব কল্যাণের ক্ষেত্রে কারোর অবদান এবং প্রভাব অন্যদের তুলনায় বেশী সুস্পষ্ট এবং স্মরণীয় হয়ে থাকে। এদের অবদান অন্যদের জন্য শিক্ষামূলক ইতিহাস সৃষ্টি করে, যে ইতিহাস যুগ যুগ ধরে অন্যদেরকে ভালো কাজে অনুপ্রাণিত করে, জোগায় নতুন সৃষ্টির উদ্দীপনা এবং প্রগতির জন্য সামনে এগিয়ে যাওয়ার সাহসশক্তি। আবার অনেক ব্যক্তির নিষ্ঠুরতা এবং স্বৈরাচারী আচরণ মানব জীবনের ও সমাজ কল্যাণের প্রগতিতে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে, তাতে মানব অন্তরে ক্ষতের সৃষ্টি হয়। ইতিহাস তাদের কার্যকলাপ ও নিষ্ঠুরতার সাক্ষ্য বহন করে, যা নতুন প্রজন্মকে অন্যায় অবৈধ কাজে জড়িত না হওয়ার জন্য সতর্কতা হিসেবে কাজ করে।

আলোচনার বিষয় বস্তু "শয়তান : মানবতার চির শত্রু"। এই শত্রু এবং তার দলের প্রভাব মানব সন্তানের মতোই সর্বক্ষেত্রেই একরকম নয়। তাদের মধ্যেও প্রকারভেদ রয়েছে। কারণ মানব সন্তানের উপর তাদের শয়তানি কার্যকলাপের প্রভাবে এবং শত্রুতামূলক আচরণে লক্ষণীয় তারতম্য রয়েছে। তবে সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন করা যায় যে, শত্রুর পরিচয় "শত্রুই" তার মধ্যে আবার প্রকারভেদ থাকবে কেন? মানব সন্তানের মধ্যে যেরকম শ্রেণীবিভাগ আছে তেমন আছে নক্ষত্ররাজি, জীবজন্তু, গাছ-পালা এবং ফল-মূল ইত্যাদিতে। অনুরূপ অদৃশ্য জিন জাতি বা শয়তানের মধ্যেও আছে শ্রেণীবিভাগ। সৃষ্টির বৈচিত্র্য এবং তার সৌন্দর্য হচ্ছে মানবজাতির জন্য আল্লাহ তা'আলার নিদর্শন। এটি অনস্বীকার্য যে, আদম সন্তানের চরিত্র ও প্রকৃতি হচ্ছে অত্যন্ত জটিল এবং পরিবেশ ও পরিস্থিতির উপর

www.nagorikpathagar.org

নির্ভরশীল। তাই তার চরিত্রের রূপ এবং প্রকৃতি বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্নরূপে আত্মপ্রকাশ করে থাকে। আদম সন্তানকে বিপথগামী করার জন্য শয়তানকেও পরিস্থিতি অনুযায়ী বিভিন্ন রূপ ধারণ করতে হয় তাই তার এবং তার দলের চরিত্রের আত্মপ্রকাশও ঘটে পরিবেশ ও পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে। তবে শয়তানের প্রধান উদ্দেশ্য আদম সন্তানকে আল্লাহ তা'আলার প্রতিষ্ঠিত সত্যদ্বীন থেকে দূরে রাখা। মানবজাতিকে তাওহীদ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদ সম্পর্কে বিভ্রান্ত করা। এ কাজে শয়তান ও তার দলের ভূমিকা সর্বক্ষেত্রে একরকম নয়। শত্রুতামূলক কার্যকলাপের ধরন এবং মানব সন্তানের উপর তার প্রভাব সম্পর্কে বিভিন্ন রকমের উদাহরণ দিয়ে আলোচনার মাধ্যমে সেটি স্পষ্ট করার চেষ্টা ইনশাআল্লাহ করা হবে। শয়তানের দলকে সাধারণত তিন দলে ভাগ করা যায় :

(১) প্রধান শয়তান জিন

(২) মানুষ শয়তান

(৩) নাফস শয়তান

(১) প্রধান শয়তান জিন

উপরোক্ত আলোচনা থেকে সুস্পষ্ট যে, 'ইবলিস' হচ্ছে প্রধান শয়তান, অতএব শয়তানের দলনেতা। অধিকাংশ আলেমদের মতে আদম (আ.) যেমন মানবজাতির পিতা তেমন ইবলিস হচ্ছে জিনজাতির পিতা। আদম সন্তানের মধ্যে যেমন আল্লাহ তা'আলার আবদ, আত্মসমর্পণকারী [*মুসলিম*] আছে, আবার অবাধ্য বান্দাও আছে। অনুরূপ জিনদের মধ্যেও ভালো-মন্দ দু'টি দল আছে [*সূরা জিন দ্রষ্টব্য*]। শয়তানদের মধ্যে ইবলিসই সর্বপ্রথম আল্লাহ তা'আলার আদেশের অবাধ্য হয়ে ঔদ্ধত্য দেখিয়ে অভিশপ্ত হয় এবং শয়তান হিসেবে উপাধি লাভ করেছে। যার জন্য সে হচ্ছে সব শয়তানের উৎস অর্থাৎ শয়তান সম্প্রদায়ের পিতা। কাজেই ইবলিস সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে জ্ঞান অর্জন করা সবার জন্যই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। এজন্য শুরুতেই ইবলিস সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলো। মানব জাতির কাছে প্রেরিত সৎপথের দিকনির্দেশনা ও ভালো-মন্দ যাচাইয়ের বৈশিষ্ট্যসূচক সম্মিলিত আল্লাহ তা'আলার শেষ আসমানী কিতাব হচ্ছে আল-কুরআন। এই পবিত্র কিতাবকে কেয়ামত পর্যন্ত সব ধরনের কলুষ, দূষণ ও দুর্নীতি থেকে মুক্ত রাখবেন সে প্রতিশ্রুতি মানবজাতিকে আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনে দিয়েছেন। এ প্রসংগে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحٰفِظُوْنَ.

"আমিই কুরআন নাযিল করেছি এবং আমিই তার সংরক্ষক।" {*১৫-হিজর : ৯*}

www.nagorikpathagar.org

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ۖ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ.

"কোনো মিথ্যা এটিতে [*আল-কুরআনে*] অনুপ্রবেশ করবে না- অগ্র থেকেও নয় পশ্চাত থেকেও নয়। এটি প্রজ্ঞাময়, প্রশংসার্হ আল্লাহর নিকট থেকে অবতীর্ণ।" {*৪১-সূরা ফুসসিলাত : ৪২*}

অতএব আল-কুরআন হচ্ছে মানবজাতির জন্য সংরক্ষিত সত্য পথনির্দেশনা আর শয়তান হচ্ছে মানবজাতিকে সত্য সম্পর্কে বিভ্রান্ত করতে প্রধান অদৃশ্য শত্রু। কাজেই এই অদৃশ্য শত্রু শয়তানের কার্যকলাপ, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, ঔদ্ধত্যপূর্ণ প্রতিজ্ঞা সম্পর্কে সুস্পষ্ট বর্ণনা আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনে দিয়েছেন। যাতে মানবজাতি পার্থিব জীবনে সৎপথ অনুসরণে [*ইসলামের বিধিনিষেধ*], শয়তানের অভিসন্ধি, কুমন্ত্রণা ও কৌশল সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন করতে পারে। আল-কুরআন থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ অমান্য করে 'ইবলিস' আদম (আ.)-কে সিজদা করতে অস্বীকার করে ঔদ্ধত্যের সাথে দাবি করে সে হচ্ছে আদমের তুলনায় শ্রেষ্ঠ। আল্লাহ্ তা'আলার অসীম অনুগ্রহে 'ইবলিস' বেহেশতে ফিরিশতাদের সাথে বসবাস করার সুযোগ পেয়েছিল কিন্তু সে সৃষ্টির উপাদানে ফিরিশতাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলো না। সে হচ্ছে অদৃশ্য সৃষ্টি জিন জাতির একজন। ইবলিসের অবাধ্যতা সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন-

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَٰٓئِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوٓا إِلَّآ إِبْلِيسَ ۖ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَٰفِرِينَ.

"যখন ফিরিশতাদের বললাম, 'আদমকে সিজদা কর' তখন ইবলিস ব্যতীত সকলেই সিজদা করলো; সে অমান্য করলো ও অহংকার করলো। সুতরাং সে কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হলো।" { *২-সূরা বাকারাহ : ৩৪* }

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَٰٓئِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوٓا إِلَّآ إِبْلِيسَ ۖ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ.

"এবং স্মরণ কর আমি যখন ফিরিশতাগণকে বলেছিলাম, 'আদমের প্রতি সিজদা কর' তখন সকলেই সিজদা করলো ইবলিস ব্যতীত, <u>*সে জিনদের একজন সে তার প্রতিপালকের আদেশ অমান্য করলো।"*</u> {*১৮-সূরা কাহফ : ৫০*}

এই আয়াত থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্মর্তব্য যে, 'ইবলিস' [*জিন*] আল্লাহ তা'আলার আদেশ অমান্য করে ঔদ্ধত্য দেখিয়ে প্রথমে কাফের হয়েছে এবং 'শয়তান' [*অবাধ্য*] হিসেবে উপাধি পেয়েছে। এজন্যই ইবলিস হচ্ছে প্রধান শয়তান এবং শয়তান

www.nagorikpathagar.org

দলের নেতা। অতঃপর শয়তানের প্ররোচনায় [*পরবর্তীতে এ ব্যাপারে ইনশাআল্লাহ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হবে*] মানবজাতির পিতা আদম (আ.) বেহেশতে বসবাস করার সময় আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত নিষেজ্ঞা [*নিষিদ্ধ গাছের ফল খাওয়া*] ভুলে গিয়ে সাময়িকভাবে অবাধ্য হয়েছিলেন।

ইবলিস জিনজাতির অন্তর্ভুক্ত

আল-কুরআনের বিভিন্ন সূরায়, 'ইবলিস' এবং তার দলকে শয়তান হিসেবে আল্লাহ তা'আলা আখ্যায়িত করেছেন, তার কিছু আয়াত ইতোমধ্যে বিভিন্ন প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে আলোচনা সংক্ষেপ করার প্রয়োজনে এবং সহজভাবে বুঝানোর জন্য এ পর্যায়ে দু'টি আয়াত পুনরায় উল্লেখ করা হলো। শয়তান সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطٰنُ قَالَ يٰٓاٰدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلٰى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلٰى.

"অতঃপর শয়তান [*ইবলিস*] তাকে কুমন্ত্রণা দিল; সে বললো, হে আদম! আমি কি তোমাকে বলে দেব অনন্ত জীবনপ্রদ বৃক্ষের কথা ও অক্ষয় রাজ্যের কথা?" {*২০-সূরা তহা : ১২০*}

اِسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطٰنُ فَأَنْسٰهُمْ ذِكْرَ اللّٰهِ ط أُولٰٓئِكَ حِزْبُ الشَّيْطٰنِ ط أَلَآ إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطٰنِ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ.

"শয়তান [*ইবলিস এবং তার দল*] তাদের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করেছে; ফলে তাদেরকে ভুলিয়ে দিয়েছে আল্লাহর স্মরণ। তারা শয়তানেরই দল। সাবধান! শয়তানের দল অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত।" {*৫৮-সূরা মুজাদালা : ১৯*}

"শয়তান" আরবী শব্দ, যার অর্থ অবাধ্য, উদ্ধত ও বিদ্রোহকারী, আত্মহংকারী এবং ঈর্ষাপরায়ণ। ইবলিস আল্লাহ তা'আলার আদেশের অবাধ্য হয়ে ঔদ্ধত্য দেখিয়ে আদমের প্রতি ঈর্ষার কারণে অহংকারী হয়, যার জন্য সে "শয়তান" নামে আখ্যায়িত হয়েছে। জিন শয়তান নিয়ে যেহেতু আলোচনা করা হচ্ছে সেহেতু জিনজাতি সম্পর্কে প্রথমেই সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো। মানুষজাতির মতোই জিনজাতি আল্লাহ তা'আলার আরেকটি সৃষ্টি [*মাখলুকাত*] বা জাতি। জিন [*অর্থ অদৃশ্য*] জাতি মানুষের আশে পাশে বসবাস করলেও তাদেরকে দেখা যায় না, তাদের বিচরণ অদৃশ্যে। তবে আদম সন্তানকে তারা দেখতে পায়। মানুষের মতোই তাদের চিন্তাভাবনা, ভালোমন্দ বেছে নেয়া, বাধ্য-অবাধ্য হওয়ার স্বাধীনতা রয়েছে। তাই তারা মানুষের মতোই স্বাধীনচেতা সৃষ্টি তবে মানুষের সাথে তাদের উল্লেখ্য তফাত রয়েছে। (১) অদৃশ্যে থাকার ক্ষমতা, (২) তারা ধোঁয়াবিহীন

www.nagorikpathagar.org

আগুনের তৈরি, (৩) প্রয়োজনের পরিস্থিতি বুঝে শারীরিকভাবে বিভিন্ন আকার ধারণ করার ক্ষমতা, (৪) জিনজাতি মানুষজাতির তুলনায় বেশী শক্তিশালী।

আল-কুরআন থেকে এ সম্পর্কে আরও জানা যায়–

إِنَّهُ يَرٰىكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ۗ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيٰطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ.

"সে [*শয়তান, ইবলিস*] নিজে এবং তার দল তোমাদেরকে এমনভাবে দেখে যে, তোমরা তাদেরকে দেখতে পাও না [*অদৃশ্য*]; যারা ঈমান আনে না শয়তানকে আমি তাদের অভিভাবক করেছি।" {*৭-সূরা আরাফ : ২৭*}

জিনজাতি সৃষ্টি হয়েছে আগুন [*ধোঁয়াবিহীন আগুন*] থেকে। মানবজাতিকে সৃষ্টি করার পূর্বে আল্লাহ তা'আলা জিনজাতি সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তা'আলা এ প্রসংগে বলেছেন–

وَالْجَانَّ خَلَقْنٰهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَّارِ السَّمُوْمِ.

"এবং তার [*মানবজাতি*] পূর্বে ধোঁয়াবিহীন আগুন দিয়ে জিনকে সৃষ্টি করেছি।" {*১৫-সূরা হিজর : ২৭*}

وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ.

"এবং জিনকে ধোঁয়াবিহীন আগুন দিয়ে সৃষ্টি করেছি।" {*৫৫-সূরা আর-রহমান : ১৫*}

ধোঁয়াবিহীন আগুন থেকে সৃষ্টিতে রয়েছে অর্থবহ দৃষ্টান্ত। আগুনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বিশৃঙ্খলতা ও বিদ্রোহী করার প্রবণতা। তাই জ্বলন্ত আগুনকে নিয়ন্ত্রণ করতে দরকার হয় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মী। আগুনের স্বাভাবিক গুণ হচ্ছে সবকিছু পুড়ে নিঃশেষ করা। অনুরূপভাবে ইবলিস এবং তার দলের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে আদম সন্তানকে সহজাত প্রবৃত্তির বিপরীতে কাজ করায় অনুপ্রাণিত করা যাতে তারা আল্লাহ তা'আলার অবাধ্য হয়ে পুড়ে নিঃশেষ হয়। অন্যদিকে ফিরিশতাদের সৃষ্টির উপাদান হচ্ছে নূর/আলো। নূর-আলোকে নিয়ন্ত্রণ করা সহজ কারণ আলো বিশৃঙ্খল নয়। আলোর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সরল পথে চলা। আলোর সাহায্যেই মানুষ গভীর অন্ধকারে চলার পথ সুস্পষ্টভাবে দেখতে পায়। ফিরিশতারা সর্বদাই আল্লাহ তা'আলার বাধ্য থাকে এবং আদম সন্তানদের সাহায্য করে এবং আদম সন্তানের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে নিয়োজিত আছে। ফিরিশতাদেরকে আর-রূহও বলা হয়, যেমন জিব্রাইল (আ.) এক নাম হচ্ছে রূহুল কুদুস। রূহের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সর্বদা আল্লাহ তা'আলা আদেশের বাধ্য থাকা তাই ফিরিশতারা সর্বক্ষণ বাধ্য থাকেন। মানব সন্তানের মধ্যেও রূহ আছে তাই মানব সন্তান যখন আল্লাহ তা'আলার বিধানে আত্মসমর্পণ করে বাধ্য হয় তখন তারা

www.nagorikpathagar.org

হয়ে যায় ফিরিশতাদের বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তি। যা হোক আদম সন্তানের নাফস [*রূহ যখন পার্থিব জীবনের বিভিন্ন চাহিদার প্রতি আসক্ত হয় এবং স্বাধীনচেতা হয় তখন তাকে নাফস বলা হয়, পরবর্তীতে এ সম্পর্কে ইনশাআল্লাহ আরও আলোচনা করা হবে*] এবং তার চাহিদাকে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করে আদম সন্তানকে শয়তান পুড়ে নিঃশেষ করতে চায়। *আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, "ফিরিশতাদের তৈরি করা হয়েছে নূর থেকে, জিনদের ধোঁয়ামুক্ত আগুন থেকে এবং আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে যা থেকে সেটি আল্লাহ তোমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন [আল-কুরআনে]।" [সহীহ মুসলিম, ৪:২২৯৪, ইংরেজী অনুবাদ]*

মানব সৃষ্টির ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ.

"আমি তো মানুষ সৃষ্টি করেছি ছাঁচে ঢালা শুষ্ক ঠনঠনে মৃত্তিকা থেকে।" {*১৫-সূরা হিজর : ২৬*}

সূরা আল-হিজর, আয়াত নম্বর ২৭ থেকে স্পষ্ট যে, মানব সৃষ্টির পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা জিনজাতিকে সৃষ্টি করেছেন। রাসূল (সা.) জিনদের শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে আরও বলেছেন : *"তিন ধরনের জিন আছে, একদল বাতাসে উড়ে বেড়ায়, একদল হলো সাপ এবং আর অন্যদল হলো এক জায়গায় থাকে এবং ভ্রমণ করে।" [আত-তাবারী এবং আল-হাকিম, জিন এবং শয়তানের জগৎ, ড. উমর সুলায়মান আল-আশকার, প্রফেসর কলেজ অফ শরীয়া, জর্ডান বিশ্ববিদ্যালয়, পৃষ্ঠা ৪৮]*

প্রয়োজনে জিন বিভিন্ন বস্তুর আকার এবং মানুষের আকৃতিও ধারণ করতে পারে। বিভিন্ন হাদীসের সূত্রে সেটি জানা যায়। আয়াতুল কুরসীর ব্যাপারে হাদীস থেকে স্পষ্ট যে, শয়তান মানব সন্তানের আকৃতি ধারণ করতে পারে। *আবু হুরায়রা (রা.) বলেছেন, 'রাসূল (সা.) আমাকে রমযানের যাকাত (সদাকায়ে ফিতর) সংরক্ষণ ও পাহারা দেবার দায়িত্ব দিলেন। এ দায়িত্ব পালনকালে এক ব্যক্তি আমার কাছে আসল এবং খাদ্য বস্তু তুলে নিতে লাগল। আমি তাকে ধরে ফেললাম। তাকে বললাম ঃ আমি তোমাকে অবশ্যই রাসূল (সা.) খেদমতে পেশ করব। সে বললো ঃ 'আমি একজন অভাবী, সন্তানদের বোঝাও আমার ঘাড়ে আছে এবং প্রয়োজনও আমার খুব বেশী।' আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। সকাল হয়ে গেল। রাসূল (সা.) বললেন ঃ 'হে আবু হুরায়রা। গত রাতে তোমার কয়েদি কি করল?' আমি বললাম ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল! সে তার অভাব ও সন্তানদের কথা বললো, তাই আমি দয়াপরবশ হয়ে তাকে ছেড়ে দিয়েছি।' তিনি বললেন ঃ 'সে অবশ্যই তোমাকে মিথ্যা বলেছে। তবে আবার সে আসবে।' রাসূল (সা.) এর কথায় আমি জানতে পারলাম, সে আবার আসবে। কাজেই আমি তার জন্য আড়ি পেতে থাকলাম। সে*

www.nagorikpathagar.org

এসে খাদ্য বস্তু নিতে লাগল। আমি বললাম ঃ "তোমাকে আমি অবশ্যি রাসূল (সা.) কাছে হাজির করব।' সে বললো 'আমাকে ছেড়ে দাও, কারণ আমি অভাবী আর সন্তানদের বোঝাও আমার ওপর আছে। এরপর আমি চুরি করতে আসব না।' তার কথায় দয়াপরবশ হয়ে আমি তাকে ছেড়ে দিলাম।' পরদিন সকালে রাসূল (সা.) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'হে আবু হুরায়রা, গত রাতে তোমার বন্দী কি করল।' আমি বললাম ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল! সে অভাব ও সন্তান পালনের ব্যয় ভারের অভিযোগ করল।' কাজেই আমি দয়াপরবশ হয়ে তাকে ছেড়ে দিলাম।' তিনি বললেন ঃ অবশ্যই সে তোমাকে মিথ্যা বলেছে। তবে সে আবার আসবে।' এরপর আমি তৃতীয়বার তার জন্য আড়ি পেতে থাকলাম। সে এসে খাদ্যবস্তু সরাতে লাগল। আমি তাকে ধরে ফেললাম। আমি বললাম, 'আমি তোমাকে অবশ্যি রাসূল (সা.) কাছে পেশ করব। কারণ এই নিয়ে তিন বার তুমি বলেছ যে, তুমি আর ফিরবে না। কিন্তু প্রত্যেক বারেই তুমি ফিরে এসেছ।' সে বললো 'আমাকে ছেড়ে দাও। আমি তোমাকে এমন কিছু কালেমা শিখিয়ে দেব যার ফলে আল্লাহ তোমাকে লাভবান করবেন।' আমি বললাম ঃ 'সেগুলো কি?' সে বললো 'যখন বিছানায় ঘুমাতে যাবে, আয়াতুল কুরসী পড়বে। এর ফলে আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমার ওপর সব সময় একজন হেফাযতকারী নিযুক্ত থাকবে এবং শয়তান তোমার ধারে কাছে ঘেঁষতে পারবে না। এভাবে সকাল হয়ে যাবে।" এ কথা শুনে আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। পরদিন সকালে রাসূল (সা.) এসে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'গত রাতের তোমার কয়েদি কি করল?' আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রাসূল! সে ওয়াদা করল যে, সে এমন কিছু কালেমা আমাকে শিখিয়ে দেবে যার ফলে আল্লাহ আমাকে লাভবান করবেন। ফলে আমি তাকে ছেড়ে দিলাম।' তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'সেগুলো কি?' আমি বললাম ঃ 'সে আমাকে বললো, তুমি বিছানায় ঘুমাতে যাবার সময় আয়াতুল কুরসী পড়বে- প্রথম থেকে শুরু করে শেষ আয়াত পর্যন্ত, যেমন আল্লাহু লা-ইলা-হা ইল্লাহুয়াল হাইউল কইউম-এর শেষ পর্যন্ত। আর সে আমাকে এও বলেছে এর ফলে আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন হেফাযতকারী সবসময় তোমার ওপর নিযুক্ত থাকবে এবং শয়তান তোমার কাছেও ঘেঁষতে পারবে না এবং এভাবে সকাল হয়ে যাবে।' এ কথা শুনে নবী রাসূল (সা.) বললেন ঃ 'এ কথাটি অবশ্যই তোমাকে সত্য বলেছে। তবে সে নিজে হচ্ছে মিথ্যুক। কিন্তু হে আবু হুরায়রা, তুমি কি জান গত তিনি দিন থেকে তুমি কার সাথে কলা বলছ? আমি বললাম ঃ না, 'আমি জানি না।' তিনি বললেন, 'সে হচ্ছে শয়তান।' { সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড ৬:৫৩০ }

এই হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, 'শয়তান' পরিস্থিতি অনুযায়ী মানব আকৃতি ধারণ করে মানুষকে ধোঁকা দিতে পারে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই মানুষ সেটি বুঝতে পারে

www.nagorikpathagar.org

না। রাসূলের (সা.) ঘনিষ্ঠ সাহাবী আবু হুরায়রা (রা.), হাদীস ও আল-কুরআন সম্পর্কে জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও সেটা বুঝতে পারেননি। পরবর্তী অনুসারীদের [*মুসলমান জাতি*] এবং আবু হুরায়রা (রা.)-কে শয়তানের কৌশল ও আদম সন্তানকে ধোঁকা দেয়ার পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান দেয়ার জন্যই রাসূল (সা.) এই হাদীসে আসল সত্য প্রকাশ করে দিয়েছেন। তাই এই হাদীসের মাধ্যমেই আজ আমরা জানতে পেরেছি যে, শয়তান মানুষের আকৃতি ধারণ করে মানুষকে ধোঁকা দিতে পারে এবং রাতে ঘুমানোর সময় তার কুমন্ত্রণা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কি ধরনের ব্যবস্থা নিতে হবে সে সম্পর্কেও জ্ঞান অর্জন করা যায়। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শয়তান মানব সন্তানের তুলনায় [*নবী-রাসূল এবং আল্লাহ তা'আলার আউলিয়া ব্যতিরেকে*] আল্লাহ তা'আলার সম্বন্ধে বেশী জ্ঞান রাখে এবং আল্লাহ তা'আলার পবিত্র-বাণী আল-কুরআনকে সে ভীষণ ভয় করে, কারণ আল-কুরআন তার ধরাছোঁয়ার বাইরে। সে কাফের, আল্লাহ তা'আলার লানত প্রাপ্ত এবং অপবিত্র তাই আল-কুরআন স্পর্শ করার ক্ষমতা তার নেই।

মানব সন্তানের তুলনায় জিন বেশী শক্তিশালী কাজেই অস্বাভাবিক যোগ্যতার অধিকারী। ইতোপূর্বে উল্লিখিত হাদীস থেকে জানা যায় যে, জিনজাতি উড়ে বেড়াতে পারে এবং অল্প সময়ে অনেক দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে। এই ব্যাপারে আল-কুরআন থেকে আরো স্পষ্ট জ্ঞান লাভ করা যায়, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন−

قَالَ يٰٓاَيُّهَا الْمَلَؤُا اَيُّكُمْ يَاْتِيْنِىْ بِعَرْشِهَا قَبْلَ اَنْ يَّاْتُوْنِىْ مُسْلِمِيْنَ. قَالَ عِفْرِيْتٌ مِّنَ الْجِنِّ اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ تَقُوْمَ مِنْ مَّقَامِكَ ۚ وَاِنِّىْ عَلَيْهِ لَقَوِىٌّ اَمِيْنٌ.

"সুলায়মান আরো বললো, 'হে আমার পরিষদবর্গ। তারা [*সাবার রাণী এবং সম্প্রদায়*] আত্মসমর্পণ করে আমার নিকট আসার পূর্বে তোমাদের মধ্যে কে তার সিংহাসন আমার নিকট পৌঁছাবে? এক শক্তিশালী [*এফরিত*] জিন বললো, 'আপনি আপনার স্থান থেকে উঠার পূর্বে আমি তা এনে দেব এবং এই ব্যাপারে আমি অবশ্যই ক্ষমতাবান, বিশ্বস্ত।" { ২৭-*সূরা নামল : ৩৮-৩৯* }

এই আয়াত থেকে বুঝা যায়, 'এফরিত' [*খুব শক্তিশালী*] নামক এক জিন ঘোষণা দিল সুলায়মান (আ.) সিংহাসন থেকে উঠার পূর্বেই বিলকিস [*সাবা রাজ্যের রাণী, বর্তমানে ইয়েমেন*] এর সিংহাসন সাবা থেকে সে তুলে নিয়ে আসবে। *ইয়েমেন থেকে সুলায়মান (আ.) এর রাজ্যের [জেরুজালেম] মধ্যে দূরত্বের কথা বিবেচনা করলে বোঝা যায় 'এফরিত' জিন অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী না হলে এই কঠিন কাজ কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই সম্পন্ন করার ইচ্ছা প্রকাশ করতো না। বিলকিস রাণীর*

www.nagorikpathagar.org

সোনার সিংহাসন মণি-মুক্তার অলংকার দিয়ে সজ্জিত ছিলো। তাই ওজনের দিক দিয়েও সে সিংহাসন ছিলো অত্যন্ত ভারি। শুধু তাই নয়, বিলকিস রাণীর মূল্যবান সিংহাসন অত্যন্ত নিরাপদ জায়গায় সংরক্ষিত ছিলো। বিলকিস রাণী সুলায়মান (আ.)-এর আহ্বানে সাড়া দিয়ে পরিষদবর্গসহ জেরুজালেম যাওয়ার সময় তার মণি-মুক্তা, হিরা-পান্না এবং স্বর্ণে নির্মিত সিংহাসন অত্যন্ত নিরাপদ জায়গায় রেখে যান। [ইবনে কাসীর, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ৩২৩]

সব নবী-রাসূলদের মধ্যে একমাত্র সুলায়মান (আ.) ছিলেন রাজা, রাজত্বের মালিক। সুলায়মানের (আ.) প্রার্থনা কবুল করে আল্লাহ তা'আলা সুলায়মানকে (আ.) অনেকগুলো অসাধারণ ক্ষমতা দিয়েছিলেন। জিনজাতি সুলায়মানের (আ.) হুকুমের বাধ্য ছিলো। বনের পশুপাখি, জীবজন্তু এমনকি পিপীলিকার কথা সুলায়মান (আ.) বুঝতে পারতেন। যে কারণে সুলায়মানের (আ.) সৈন্যবাহিনী ছিলো মানুষ, জিন, পাখি ও জীবজন্তু নিয়ে গঠিত। আল্লাহ তা'আলা এ সম্পর্কে বলেছেন—

وَوَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوٗدَ وَقَالَ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَاُوْتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ط اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِيْنُ. وَحُشِرَ لِسُلَيْمٰنَ جُنُوْدُهٗ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ. حَتّٰٓى اِذَآ اَتَوْا عَلٰى وَادِ النَّمْلِ لا قَالَتْ نَمْلَةٌ يّٰٓاَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوْا مَسٰكِنَكُمْ ج لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمٰنُ وَجُنُوْدُهٗ لا وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ. فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِيْٓ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلٰى وَالِدَيَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰىهُ وَاَدْخِلْنِيْ بِرَحْمَتِكَ فِيْ عِبَادِكَ الصّٰلِحِيْنَ. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَآ اَرَى الْهُدْهُدَ س اَمْ كَانَ مِنَ الْغَآئِبِيْنَ.

"সুলায়মান হয়েছিল দাউদের উত্তরাধিকারী এবং সে বলেছিল, হে মানুষ। আমাকে বিহংগকুলের ভাষা শিক্ষা দেয়া হয়েছে এবং আমাকে সকল কিছু হতে দেয়া হয়েছে; এটি অবশ্যই সুস্পষ্ট অনুগ্রহ। সুলায়মানের সম্মুখে সমবেত করা হলো তার বাহিনীকে-জিন, মানুষ ও বিহংগকুলকে এবং তাদেরকে বিন্যস্ত করা হলো সাজানো বিভিন্ন দলে। যখন তারা পিপীলিকা অধ্যুষিত উপত্যকায় পৌঁছাল তখন এক পিপীলিকা বললো, 'হে পিপীলিকা বাহিনী। তোমরা তোমাদের গৃহে প্রবেশ কর, যেন সুলায়মান এবং তার বাহিনী তাদের অজ্ঞাতসারে তোমাদেরকে পদতলে

www.nagorikpathagar.org

পিষে না ফেলে। সুলায়মান তার উক্তিতে মৃদু হাস্য করলো এবং বললা, হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে সামর্থ্য দাও যাতে আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি; আমার প্রতি ও আমার পিতামাতার প্রতি তুমি যে অনুগ্রহ করেছ তার জন্য এবং যাতে আমি সৎকাজ করতে পারি, যা তুমি পছন্দ কর এবং তোমার অনুগ্রহে আমাকে তোমার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের শ্রেণীভুক্ত কর। সুলায়মান বিহংগদলের সন্ধান নিল এবং বললো, 'ব্যাপার কি হুদহুদ [একটি পাখির নাম]-কে দেখছি না যে! সে অনুপস্থিত নাকি?" {২৭-সূরা নামল : ১৬-২০}

জিনজাতি ও বিহংগকুল এবং পিপীলিকাই নয়, এমনকি বায়ুও সুলায়মানের (আ.) হুকুমের অধীন ছিলো। তিনি যেভাবে খুশি বায়ুকে পরিচালিত করতেন। এই ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ. وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ.

"তখন আমি তার [*সুলায়মান*] অধীন করে দিলাম বায়ুকে, যা তাঁর আদেশে যেখানে ইচ্ছা করতো সেথায় মৃদু মন্দ গতিতে প্রবাহিত হত এবং শয়তানদেরকে [*জিনদের*] যারা সকলেই ছিলো প্রাসাদ-নির্মাণকারী ও ডুবুরি।" {*৩৮-সূরা সা'দ : ৩৬-৩৭*}

পৃথিবীতে বহু রাজা-বাদশাহ গত হয়েছেন আজও আছেন কিন্তু সুলায়মানের (আ.) মতো ক্ষমতার অধিকারী কেউ ছিলো না এখনও নেই। যা হোক, সূরা জিন থেকে জিনদের অসাধারণ শক্তির ব্যাপারে আরও জানা যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا. وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ

لِلسَّمْعِ ۖ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا.

"এবং আমরা [*জিনেরা*] চেয়ে ছিলাম আকাশের তথ্য সংগ্রহ করতে কিন্তু আমরা দেখতে পেলাম কঠোর প্রহরী ও উল্কাপিণ্ড দিয়ে আকাশ পরিপূর্ণ; 'আর পূর্বে আমরা আকাশের বিভিন্ন ঘাঁটিতে সংবাদ শুনার জন্য বসে থাকতাম কিন্তু এখন কেউ সংবাদ শুনতে চাইলে সে তার উপর নিক্ষেপের জন্য প্রস্তুত জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ডের সম্মুখীন হয়।" *{৭২-সূরা জিন : ৮-৯}*

উল্লিখিত আয়াত থেকে স্পষ্ট যে, জিনজাতি আল-কুরআন নাযিল হওয়ার সময় নিকটবর্তী আকাশে ওঁত পেতে বসে থাকত, যাতে এই পবিত্র কালাম থেকে তারা আকাশের গোপন তথ্য সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারে। কিন্তু উল্কার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা জিনজাতিকে প্রতিহত করতেন, যাতে তারা আল-কুরআনের এবং আকাশের গোপন তথ্য সম্পর্কে জানতে না পারে। এই ধরনের অস্বাভাবিক

www.nagorikpathagar.org

কাজ কোনো মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। হাদীস থেকে জিনদের আকাশে উড়ে বেড়ানোর ব্যাপারে আরো জানা যায়। *ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেছেন : রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর একদল সাহাবাকে সাথে নিয়ে উকায নামক বাজারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। এর আগেই জিনদের জন্য আসমানের খবরাদি শোনার ব্যাপারে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তাদের বিরুদ্ধে আগুনের শিখা ছুড়ে মারা হয়েছে। তাই জিন-শয়তানরা ফিরে আসলে অন্য জিনরা তাদেরকে বললো ঃ কি ব্যাপার? তারা বললো ঃ আসমানের খবরাদি সংগ্রহ করতে আমাদের জন্য বাধার সৃষ্টি করা হয়েছে এবং আমাদেরকে আগুনের অঙ্গার ছুড়ে মারা হয়েছে। তখন শয়তান বললো ঃ আসমানের খবরাদি সংগ্রহ তোমাদের বিরুদ্ধে যে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করা হয়েছে, তা নিশ্চয়ই কোনো নতুন ঘটনা সংঘটিত হওয়ার কারণে ঘটেছে। তাই তোমরা পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম সব জায়গা ঘুরে দেখো, ব্যাপারটি কি ঘটেছে। সুতরাং আসমানের খবরদারি সংগ্রহের পথে যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছে, তার কারণ খুঁজে দেখতে সবাই পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিমে অনুসন্ধান সফরে বেরিয়ে পড়লো। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেন ঃ যারা তিহামার উদ্দেশ্যে বের হয়েছিল, তারা 'নাখলা' নামক স্থানে রাসূলুল্লাহর (সা.) কাছে উপস্থিত হলো। রাসূলুল্লাহ (সা.) এখান থেকে 'উকাযের বাজারের উদ্দেশ্যে গমন করছিলেন। এ সময় তিনি সাহাবীদেরকে সংগে নিয়ে ফজরের নামায পড়ছিলেন। জিনদের ঐ দলটি কুরআন শরীফ শুনতে পেয়ে আরও মনোযোগসহকারে তা শুনলো এবং বলে উঠল আসমানের খবরদারি ও তোমাদের মাঝে এটিই বাধার সৃষ্টি করেছে। তাই সেখান থেকে তারা তাদের কওমের কাছে ফিরে গিয়ে বললো ঃ হে আমাদের কওম! আমরা এক বিস্ময়কর কুরআন শুনেছি, যা আমাদেরকে হেদায়াতের পথ দেখায়। আমরা এ বাণীর প্রতি ঈমান এনেছি। আমরা আর কখনো আমাদের রবের সাথে কাউকে শরীক করবো না। এরপর আল্লাহ তা'আলা নবীর কাছে আয়াত নাযিল করলেন ঃ কুল উহিয়া ইলাইয়া আন্নাহুস তামা'আ নাফারুম মিনাল জিন' "(হে নবী!) আপনি বলুন, আমার নিকট ওহী প্রেরিত হয়েছে যে, জিনদের একদল মনোযোগ দিয়ে (কুরআন) শুনেছে।" এভাবে ওহীর মাধ্যমে নবী (সা.)-কে জিনদের কথোপকথন সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছিল।' [সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড ৪, ৪৫৫২]*

মানবজাতির মতই জিনজাতি আল্লাহ তা'আলার হুকুমের বাধ্য ও অবাধ্য হওয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন। তাই তাদের মধ্যে মানুষের মতই বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী মুসলিম বা অমুসলিম জিন রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা মানুষ ও জিনজাতিদেরকে সৃষ্টি করেছেন শুধুমাত্র তাঁরই ইবাদত বন্দেগি করার জন্য। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ.

www.nagorikpathagar.org

"আমি সৃষ্টি করেছি জিন এবং মানুষকে এই জন্য যে, তারা আমারই ইবাদত করবে।" *{৫১-সূরা যারিয়াত : ৫৬}*

এজন্যই আল্লাহ তা'আলা শেষ রাসূল মুহাম্মদ (সা.) কে মানব ও জিনজাতির কাছে রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছিলেন। আল-কুরআনও এই দুই জাতির জন্যই নাযিল করা হয়েছে। সূরা জিন, ১-১৪ আয়াতে জিনদের কথাবার্তা, আল-কুরআনের আবৃত্তি শুনা ও আল-কুরআনে বিশ্বাস স্থাপন এবং রাসূল (সা.)-কে শেষ রাসূল হিসেবে গ্রহণ করে মুসলিম হওয়ার কাহিনী বর্ণনা করে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

"বল, 'আমার প্রতি ওহী প্রেরিত হয়েছে যে, জিনদের একটি দল মনোযোগসহকারে শ্রবণ করেছে এবং বলেছে, আমরা তো এক বিস্ময়কর কুরআন শ্রবণ করেছি, যা সঠিক পথ নির্দেশ করে; ফলে আমরা এটিতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আমরা কখনও আমাদের প্রতিপালকের কোনো শরীক স্থির করবো না।" *{৭২-সূরা জিন : ১-২}*

এই আয়াতে রাসূল (সা.)-কে আল্লাহ তা'আলা অবহিত করেছেন যে, জিনরা আল-কুরআনের আবৃত্তি শুনে আশ্চর্য হয়েছে। আল-কুরআনের উদ্দেশ্য কি সেটি ভালোভাবে বুঝে তারা আল-কুরআনের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে। তদুপরি অঙ্গীকার করেছে যে, তারা আল্লাহ তা'আলার সাথে অন্য কাউকেও আর শরীক করবে না অর্থাৎ মানব সন্তানদের মতই এই জিনের দল ইতোপূর্বে মুশরিক ছিল।

"এবং নিশ্চয়ই সমুচ্চ আমাদের প্রতিপালকের মর্যাদা; তিনি গ্রহণ করেননি কোনো পত্নী এবং না কোনো সন্তান। 'এবং আমাদের মধ্যকার নির্বোধরা আল্লাহর সম্বন্ধে অতি অবাস্তব উক্তি করতো। 'অথচ আমরা মনে করতাম মানুষ এবং জিন আল্লাহ সম্বন্ধে কখনো মিথ্যা আরোপ করবে না।" *{৭২-সূরা জিন : ৩-৫}*

এই আয়াত থেকে আরও স্পষ্ট যে, আল্লাহ তা'আলা যে জিনদের একমাত্র প্রভু সেটি তারা স্বীকার করে বিশ্ববাসীকে জিনরা জানিয়েছে যে, পরাক্রমশীল আল্লাহ তা'আলার কোনো স্ত্রী এবং সন্তান থাকতে পারে না। "ইবলিস" যে জিনজাতির মধ্যে বিদ্রোহী ও উদ্ধত একজন সেটি তারা স্বীকার করে বলেছে যে, 'ইবলিসের' উচিত হয়নি আল্লাহ তা'আলার অবাধ্য হওয়া। মুসলিম জিন ভাবতেই পারে না যে, মানুষ ও জিনজাতি কিভাবে আল্লাহ তা'আলার অবাধ্য হতে পারে? কারণ তারা নিশ্চয় অবগত আছে যে, তাদেরকে [*মানুষ ও জিনজাতি*] আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন শুধুমাত্র তার ইবাদত করার জন্য। যা হোক, "শয়তান" ইবলিসের দল অবাধ্যতায় ঔদ্ধত্যের কারণে আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হয়েছে

www.nagorikpathagar.org

এবং আজও হচ্ছে। মানুষের মধ্যে অনেকেই জিনজাতির কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে আল্লাহ্ তা'আলার সংগে শরীক করতো। সেটিও আল্লাহ্ তা'আলা এই সূরায় উল্লেখ করেছেন। আজও বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশে অনেক ধীশক্তি বিশিষ্ট ব্যক্তি যারা ছদ্মবেশে কামেল সেজে, খারাপ জিনদের সাহায্যে সাময়িকভাবে অসাধারণ ক্ষমতা দেখিয়ে অজ্ঞ মানুষদেরকে শাগরিদ [*শিষ্য*] বানিয়ে তাদের কাছ থেকে নানা ধরনের সুবিধা ভোগ করে। আল-কুরআন নাযিল হওয়ার পূর্বে আরব সমাজ এই ধরনের শিরকি কাজে লিপ্ত ছিলো। যার উদাহরণ দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন–

"আর যে কতিপয় মানুষ কতক জিনের স্মরণ [*জিনদের নিকট আশ্রয় চাইত*] করত, ফলে তারা জিনদের আত্মম্ভরিতা [*আত্মগৌরব*] বাড়িয়ে দিত। আর জিনেরা বলেছিল, 'তোমাদের [*জিনদের*] মতো মানুষও মনে করে যে, মৃত্যুর পর আল্লাহ্ কাউকেও পুনরুত্থিত করবেন না।" *[৭২-সূরা জিন : ৬-৭]*

ইবনে কাসীর (র.) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন : আরবরা এই ধরনের কাজ করতো [জিনদের কাছে আশ্রয় চাইতো] বিধায়, জিনজাতি মনে করতো তারা মানবজাতি এবং আরবদের তুলনায় শ্রেষ্ঠ, তাই আরবরা জিনদের কাছে আপদ-বিপদ থেকে মুক্ত থাকার জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করে। উল্লেখ্য যে, আরবের এক দল [যাযাবর] কোনো এক উপত্যকাতে বসতি স্থাপন করেই সে এলাকায় বসবাসকারী জিনদের নেতার কাছে অন্যান্য জিনদের হাত থেকে নিরাপদ থাকার জন্য আশ্রয় চাইতো। তাতে অন্যান্য জিনরা মানুষদেরকে নানা ধরনের ভয় ভীতির মাধ্যমে অস্থির রাখতো এবং নানা ধরনের পাপ কাজে [শিরক] তাদের লিপ্ত রাখতো। এই অবস্থায় আপদ-বিপদ থেকে মুক্ত থাকার জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা না করার ফলে তারা প্রকৃতপক্ষে আপদ-বিপদ থেকে মুক্তি লাভ করতে পারেনি বরং তাদের 'রিকাফ' অর্থাৎ পাপের পরিমাণ বেড়ে যেত।"
[ইবনে কাসীর, সূরা জিনের তাফসীর, খণ্ড ১০, পৃষ্ঠা ১৯৭]

বাংলাদেশি সমাজেও এই ধরনের ছদ্মবেশী পীরদের কাহিনী মাঝে মধ্যে শুনা যায়। শয়তান জিনই এদেরকে বশ করে তাদের মাধ্যমে অন্যদেরকে পাপে লিপ্ত করে। উপরন্তু এই অজ্ঞ ব্যক্তিরা আল্লাহ তা'আলার পরিবর্তে এই সমস্ত মিথ্যা পীরদের নিকট আপদ-বিপদ থেকে মুক্ত থাকার জন্য আশ্রয় খোঁজে নিজেরা অজ্ঞতায় শিরকে লিপ্ত হন সেটি তারা বুঝতে পারে না। মৃত কামেল [*জীবিত থাকা অবস্থায় আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহে কিছু অসাধারণ ক্ষমতা পেয়েছিলেন*] ব্যক্তির মাজারে গিয়ে আশ্রয় চাওয়া, দু'আ চাওয়া এবং ফুল দেয়া, মোমবাতি জ্বালানো, এই সমস্ত সবই এই ধরনের কাজের মধ্যে গণ্য হয়। কামেল ব্যক্তি জীবিত অবস্থায় অনেকের উপকার করেছেন সেটি আল্লাহর আদেশে করেছেন বা আল্লাহ বিশেষ কোনো কাজে

www.nagorikpathagar.org

তাদেরকে ক্ষমতা দিয়েছিলেন। মৃত্যুর পরই তাদের কামেলী ক্ষমতা শেষ হয়ে গেছে। তবে তারা আল্লাহ্ তা'আলার প্রদত্ত বিধানুযায়ী জীবন যাপন করে যে সমস্ত আদর্শ রেখে গেছেন, আদেশ-উপদেশ দিয়েছেন, সে অনুসারে ভালো কাজ করে মন্দ থেকে দূরে থাকায় কোনো অন্যায় নেই বরং এই সমস্ত কাজ করলে উভয় পক্ষই লাভবান হবে।

কবরস্থানে বা কবরের উপর নামায পড়া নিষেধ। *রাসূল (সা.) বলেছেন, কবরকে উপাসনালয় বা মসজিদ বানিয়ে ফেলো না। আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেছেন, "উম্মে সালামা রাসূল (সা.)-এর নিকট আবিসিনিয়ার ম্যারি গির্জার কথা বর্ণনা করলেন। তিনি সেখানে যে সকল প্রতিমূর্তি দেখেছিলেন তা উল্লেখ করেন। রাসূল (সা.) বলেন, 'তাদের সম্প্রদায়ে যখন কোনো সৎলোক বা নেক বান্দা মারা যেত, তারা তার কবরকে মসজিদে পরিণত করত এবং সেখানে তার প্রতিমূর্তি স্থাপন করা হত। তারা আল্লাহর নিকট সৃষ্টির অধম।" [সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড ১, ১২৫৩]*

আয়েশা (রা.) এবং ইবনে আব্বাস (রা.) আরো বর্ণনা করেছেন, 'রাসূল (সা.)-এর মৃত্যু পীড়া শুরু হলে তিনি বারবার নিজের একটি চাদর তাঁর মুখমণ্ডলে টেনে নিতেন। যখন খুব বেশী গরম অনুভব করতেন, তখন সেটি মুখ হতে সরিয়ে দিতেন। এই অবস্থায় তিনি বললেন, 'ইয়াহুদ ও খৃষ্টানদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত [লানত]। কেননা তারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদে পরিণত করেছে। এ বলে তিনি (তাঁর উম্মতকে) তাদের কর্ম সম্পর্কে সতর্ক করেছিলেন।' [সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড ১, ১২৪২]

"এবং আমাদের কতক সৎকর্মপরায়ণ এবং কতক এর ব্যতিক্রম [*শয়তানের দল*], আমরা ছিলাম বিভিন্ন পথের অনুসারী [*আল-কুরআনে বিশ্বাস করে মুসলিম হওয়ার পূর্বে*] 'এখন আমরা বুঝেছি যে, আমরা পৃথিবীতে আল্লাহকে পরাভূত করতে পারব না এবং পলায়ন করেও তাকে ব্যর্থ করতে পারব না।" *{৭২-সূরা জিন : ১১-১২}*

[উপরোল্লিখিত আয়াত থেকে স্পষ্ট যে, জিনজাতি স্বীকার করেছে তাদের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার বাধ্য ও অবাধ্য দুই দলই আছে। আল্লাহ তা'আলার বাধ্য দল, আত্মসমর্পণকারী [*মুসলিম*] আর অবাধ্য দল শয়তান *[ইবলিস*] এবং তার অনুগত দল। মুসলিম জিন আরও বলেছে, আল্লাহ তা'আলার অবাধ্য হলে তার শাস্তি থেকে মুক্তির কোনো ব্যবস্থা নেই। আমরা দুনিয়াতে পালিয়ে যেখানেই বিচরণ করি অথবা আকাশে উড়ে বেড়াই, কোনোভাবেই আল্লাহ তা'আলার শাস্তি থেকে মুক্তির কোনো রাস্তা আমাদের জন্য খোলা নেই। জিনদের মতো আদম সন্তানদের বুঝা উচিত যে, প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার কাছে আত্মসমর্পণ করা ব্যতিরেকে তাদেরও কোনো উপায় নেই।]

www.nagorikpathagar.org

"আমরা যখন পথ-নির্দেশক বাণী [*আল-কুরআন*] শুনলাম তাতে বিশ্বাস স্থাপন করলাম। যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাস করে তার কোনো ক্ষতি কিংবা কোনো অবিচারের আশংকা থাকবে না। 'আমাদের কতক আত্মসমর্পণকারী এবং কতক সীমালঙ্ঘনকারী; যারা আত্মসমর্পণ করে তারা সুচিন্তিতভাবে সত্যপথ বেছে নেয়।" *[৭২-সূরা জিন : ১৩-১৪]*

উপরোক্ত আয়াতে মুসলিম জিন আল-কুরআনের বাণী যে সৎপথের দিশারি এবং আল্লাহ তা'আলার শাস্তি থেকে মুক্তির জন্য সুস্পষ্ট নির্দেশনা, অবিশ্বাস ও অন্ধ বিশ্বাস থেকে মুক্তির জন্য আশার আলো তাতে তারা বিশ্বাস করে নিশ্চিত হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার বান্দাদের কোনো ভয় নেই। অর্থাৎ তাদের নেক কাজ ও ভালো কাজের পুরস্কার কোনোভাবেই হ্রাস করা হবে না। আল-কুরআনের আবৃত্তি শুনার পর জিনদের অনেকেই বিশ্বাসী হয়েছে আবার অনেকই অবিশ্বাস করে কাফের হয়ে শয়তানের দলে যোগ দিয়েছে। উল্লিখিত আলোচনা থেকে সুনিশ্চিতভাবে জানা গেল যে, মানবজাতির মতোই জিন জাতিতে মুসলিম ও কাফের অর্থাৎ শয়তানের দল আছে। আল্লাহ তা'আলার অবাধ্য দলই হলো কাফের এবং শয়তানের দল। এই দলই ইবলিসের দল অর্থাৎ "জিন শয়তান"।

মানুষ শয়তান

মানুষ শয়তান সম্পর্কে আলোচনার প্রারম্ভে গুরুত্বপূর্ণ ও ন্যায্য প্রশ্ন করা যায়, "মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত" (*সৃষ্টির সেরা*), সে আবার কিভাবে শয়তান হতে পারে? সবার মনে এ ধরনের প্রশ্ন সৃষ্টি হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর বের করাই হচ্ছে এই আলোচনার মূল উদ্দেশ্য। আল্লাহ তা'আলা মানবজাতি সৃষ্টি করেছেন একটি মহৎ উদ্দেশ্যে। এই মহৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার প্রয়াসে মানব সন্তানকে বংশ পরম্পরায় প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব দিয়ে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। এই মহান দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে নবী-রাসূল ও আসমানী কিতাব প্রেরণ করে দিয়েছেন জ্ঞান ও দিকনির্দেশনা। মানব সন্তানকে সৃষ্টি করেছেন ভালো-মন্দ যাচাই করে বেছে নেয়ার স্বাধীনচিত্ত দিয়ে। তদুপরি তাদের প্রবৃত্তিতে [*নাফসে*] দিয়েছেন বৈধ, অবৈধ চাহিদা, ধন-সম্পত্তির প্রতি লোভ-লালসা, নর-নারীর সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হওয়ার যোগ্যতা। এর পাশাপাশি সৃষ্টি করেছেন অবাধ্য, উদ্ধত ও অহংকারী এক অদৃশ্য সৃষ্টি 'শয়তান'। মানব সন্তানকে অবিশ্বাসে পরিণত করায় এবং মানব সহজাত প্রকৃতির [*আল-ফিতরাত*] বিপরীতে মানুষকে অবাধ্য ও অন্যায় কাজে জড়িত করতে সে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। কাজেই উদ্দেশ্য হাসিল করার চেষ্টায় শয়তান প্রতিমুহূর্তে মানব প্রবৃত্তির চাহিদায় অনুপ্রেরণা দিয়ে যায়।

www.nagorikpathagar.org

ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আরবী শব্দ 'শয়তানের' সাধারণ অর্থ হচ্ছে অবাধ্য, বিদ্রোহকারী, উদ্ধত, অহংকারী, ঈর্ষাপরায়ণ ও হিংসাকারী। 'ইবলিসের' চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এই সব নিকৃষ্ট গুণ দিয়ে অলংকৃত। এ কারণেই সে 'শয়তান' উপাধিতে ভূষিত হয়ে আল্লাহ তা'আলার 'লানত' প্রাপ্ত হয়েছে। "মানব সন্তানের" চরিত্র পর্যালোচনা করলে দেখা যায় অধিকাংশ মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে রয়েছে আল্লাহ তা'আলার হুকুমের অবাধ্য হওয়ার, বিদ্রোহ করার, অহংকার দেখানোর, গর্বিত হওয়ার, হিংসা করার, ঈর্ষাপরায়ণতার এবং উদ্ধত প্রকৃতি। তদুপরি আল্লাহ তা'আলার সাথে শরীক স্থির করা মানব সন্তানের সংখ্যা প্রকৃতপক্ষে তাওহীদি জনতার তুলনায় বহুগুনে বেশি। কাজেই বলা যায়, মানবজাতির মধ্যে যাদের এই সব নিন্দিত গুণের একটি বৈশিষ্ট্য উপস্থিত আছে তাদের মধ্যে শয়তানিক চরিত্রের কিছু প্রভাব রয়েছে। আর যাদের মধ্যে সবগুলো নিন্দনীয় গুণ আছে তারা অদৃশ্য শয়তানের অনুপ্রেরণা ও অবৈধ চাহিদার কাছে আত্মসমর্পণ করে শয়তানের ঔদ্ধত্যপূর্ণ প্রতিজ্ঞায় সাহায্যকারী হয়েছে।

জিনজাতির মধ্যে আল্লাহ তা'আলার বিধানে আত্মসমর্পণকারী [*মুসলিম*] এবং অবাধ্য ও অহংকারী [*শয়তান*] উভয় দলই রয়েছে। অনুরূপ মানুষজাতির মধ্যেও দুই দল আছে। এই দলের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে ও ধর্মীয় বিশ্বাসের মধ্যে দিন রাত্রির মতো ব্যবধান রয়েছে। তাই তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিত্তিতে বাহ্যিক কার্যকলাপ, ধর্মীয় সংস্কৃতির বর্হিপ্রকাশ এবং ইবাদত বন্দেগির পদ্ধতিই নির্ধারণ করে তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কি ধরনের এবং তারা কোন দলের অন্তর্ভুক্ত হবে। জিন এবং 'ইনসান' [মানব], উভয় দলই ভালো-মন্দ বেছে গ্রহণ করার স্বাধীনতা নিয়ে সৃজিত হয়েছে। তাই উভয় দলেরই আল্লাহ তা'আলার আদেশের বাধ্য বা অবাধ্য হওয়ার যোগ্যতা আছে। আল-কুরআনে প্রদত্ত আল্লাহ তা'আলার বিধিনিষেধ ও হেদায়াতসহ বিশ্বনবী শেষ রাসূল, মুহাম্মদ (সা.) এই উভয় দলের [*মানবজাতি ও জিনজাতি*] কাছেই রাসূল হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন, কারণ উভয় দলই আল-কুরআন নাযিল হওয়ার পূর্বে আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত কিতাবের বিধান পরিবর্তন করে অবাধ্য হয়ে শিরকে লিপ্ত ছিলো বা হয়েছিল [*অনেক প্রখ্যাত আলেমের মতে মানবজাতির মতোই জিনজাতিতে মুশরিক, ইয়াহুদী এবং খৃষ্টান আছে*]। জিন সম্পর্কে সূরা জিনের আয়াত থেকে এবং মানবজাতির মধ্যে ইয়াহুদী এবং খৃষ্টানদের [*মুসলিম উম্মত ছাড়া মানবজাতির মধ্যে একমাত্র এই দু'দলই আসমানী কিতাবে এবং রাসূলে বিশ্বাসী*] ধর্মীয় বিশ্বাস এবং কার্যকলাপ থেকে সেটি সুস্পষ্ট।

www.nagorikpathagar.org

মানবজাতি দুই দলে বিভক্ত

প্রসঙ্গত উল্লেখ্যযে, 'ইতোপূর্বে মানবজাতির ব্যাপারে বাংলাদেশের জাতীয় কবি বিদ্রোহী কবি, সাম্যের কবি কাজী নজরুল ইসলামের' "মানুষ কবিতা" থেকে প্রথম কয়েকটি লাইন উল্লেখ করা হয়েছে। এই কবিতায় তিনি সাম্যের গান গেয়েছেন। বিদ্রোহী কবির এই সাম্যের গান প্রকৃতপক্ষে মানুষের মৌলিক অধিকারের গান। মানুষ হিসেবে তার মৌলিক অধিকার ভোগে এবং দাবিতে মানুষ কোনো বিশেষ ধর্মে এবং দলে বিভক্ত নয়। আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানুষ হিসেবে, সে যেকোনো ধর্মের এবং জাতির মানুষ হোক, তবুও তার মৌলিক অধিকার প্রাপ্তিতে সে সবার সমান। ধর্মের অজুহাতে এবং জাতির ভেদাভেদে মানুষের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করার বা রাখার অধিকার কোনো ধর্মের এবং জাতির নেই। এ ধরনের ক্ষমতা এবং সুযোগ আল্লাহ্ তা'আলা তার সৃষ্টির কাউকে দেননি। কেননা মানব জাতি এক জাতি, তারা এক মানব *[আদম (আ.) থেকে সৃষ্টি হয়েছে। কারণ হাওয়া (আ.)-কেও আল্লাহ তা'আলা আদম (আ.)-এর আত্মা বা রূহ থেকে সৃষ্টি করেছেন, সূরা আন-নিসা, আয়াত নম্বর ১ দ্রষ্টব্য]* থেকে সৃষ্টি হয়েছে তাই সৃষ্টির উপাদানে ও উদ্দেশ্যে তারা বৈষম্যহীন।

মনুষ্যজাতি এক মহৎ উদ্দেশ্যে [*এক আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করার জন্য, সূরা যারিয়াত, আয়াত নম্বর ৫৬ দ্রষ্টব্য*] সৃষ্টি হলেও অধিকাংশ মানুষই আল্লাহ্ তা'আলার প্রদত্ত সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনায় সঠিকভাবে আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত করে না। তারা অজ্ঞতায় অথবা অবহেলায় আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির কাউকে অথবা হাতে গড়া মূর্তিকে অথবা প্রবৃত্তির চাহিদাকে আল্লাহ্ তা'আলার সমকক্ষ দাঁড় করিয়ে তাদের ইবাদত করে শিরকে লিপ্ত আছে। তদুপরি তাদের শক্তিশালী একটা দল প্রতিনিয়ত আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত শেষ আসমানী কিতাব আল-কুরআনের বিরোধিতা করে আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্র-বাণীকে অপমান করছে। আল্লাহ তা'আলা সন্তান গ্রহণ করেছেন এই কথা বলে আল্লাহ্ তা'আলার নামে বদনাম রচনা করছে। তা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'আলার সীমাহীন নেয়ামত [*আলো-বাতাস, বৃষ্টি, ধন-সম্পত্তি, জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং ভালো স্বাস্থ্য ইত্যাদি*] দিয়ে ধর্ম জাতি নির্বিশেষে সকল মানুষকে সাহায্য করছেন। বিপদ-আপদ থেকে উদ্ধার করছেন, অসুখ-বিসুখে রোগ মুক্ত করছেন এবং এমনকি তাদের প্রার্থনাও আল্লাহ তা'আলা কবুল করছেন। তাহলে মানুষ জাতি কোন অধিকারে কিসের প্ররোচনায় এবং কোন অজুহাতে একজন অন্যজনকে শোষণ করবে ও মৌলিক অধিকার থেকে দূরে রাখবে। অথচ মানুষ ধর্ম, বর্ণ, জাতি এবং ভাষার অজুহাতে একজন অন্যজনকে শোষণ করে। এমনকি দাঙ্গায় জড়িত হয়ে পরস্পরকে হত্যা করতে পিছপা হয় না। এই সব অন্যায়ের প্রতিবাদেই সাম্যের কবি তার বিদ্রোহী ও বলিষ্ঠ কণ্ঠে

www.nagorikpathagar.org

মানুষ কবিতায় মৌলিক অধিকারে সব মানুষ যে সমান, সে সাম্যের গান তিনি গেয়েছেন। কবি বলেছেন :

---'পূজারী, দুয়ার খোল,
ক্ষুধার ঠাকুর দাঁড়ায়ে দুয়ারে পূজার সময় হলো!'
স্বপন দেখিয়া আকুল পূজারী খুলিল ভজনালয়,
দেবতার বরে আজ রাজা-টাজা হ'য়ে যাবে নিশ্চয়!
জীর্ণ-বস্ত্র শীর্ণ-গাত্র, ক্ষুধায় কণ্ঠ ক্ষীণ
ডাকিল পান্থ, 'দ্বার খোল বাবা, খাইনি ক'সাত দিন ।'
সহসা বন্ধ হ'ল মন্দির, ভুখারি ফিরিয়া চলে,
তিমির রাত্রি, পথ জুড়ে তার ক্ষুধার মানিক জ্বলে!
ভুখারি ফুকারি কয়,
ঐ মন্দির পূজারীর, হায় দেবতা, তোমার নয়!
মসজিদে কাল শিরনি আছিল, অঢেল গোস্ত-রুটি
বাঁচিয়া গিয়াছে, মোল্লা সাহেব হেসে তাই কুটিকুটি!
এমন সময় এলো মুসাফির গায়ে আজাজির চিন,
বলে, 'বাবা, আমি ভুখা-ফাকা আছি আজ নিয়ে সাত দিন!'
তেরিয়া হয়ে হাকিল মোল্লা- "ভ্যালা হ'ল দেখি লেঠা,
ভুখা আছ মর গো-ভাগারে গিয়ে! নামায পড়িস বেটা?"
ভুখারি কহিল, "না বাবা!" মোল্লা হাকিল,-"তা হলে শালা,
সোজা পথ দেখ!" গোস্ত-রুটি নিয়া মসজিদে দিল তালা!
ভুখারি ফিরিয়া চলে,
চলিতে চলিতে বলে-
"আশিটা বছর কেটে গেল, আমি ডাকিনি তোমায় কভু,
আমার ক্ষুধার অন্ন তা'বলে বন্ধ করোনি প্রভু!
তব মসজিদ-মন্দিরে প্রভু নাই মানুষের দাবি,
মোল্লা-পুরুত লাগায়েছে তার সকল দুয়ারে চাবি!"

মানুষ ও জিনজাতিকে আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন এক মহান উদ্দেশ্যে। নিজেদের মধ্যে পরস্পরাক্রমে মৌলিক অধিকারে সীমালঙ্ঘনের জন্য নয়,

www.nagorikpathagar.org

নিজেদের মধ্যে বর্ণ, ধর্ম ও জাতিভেদে হিংসা বিদ্বেষ এবং মারামারির জন্য নয়। মানুষ ও জিনজাতির সৃষ্টির উদ্দেশ্য প্রসংগে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ.

"আমি সৃষ্টি করেছি জিন এবং মানুষকে এই জন্য যে তারা আমারই ইবাদত করবে।" {*৫১-সূরা যারিয়াত : ৫৬*}

জিনজাতি সম্পর্কে উল্লিখিত আয়াত এবং এই আয়াতের ভিত্তিতে বলা যায়, জিন জাতির মতোই [*সূরা জিন, আয়াত নং ১১ এবং ১৪*] মানুষজাতির একদল যারা মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে বাস্তবে পরিণত করার জন্য আল্লাহ তা'আলার বিধিনিষেধ মেনে আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত বিধানে আত্মসমর্পণ করেছে। আর অন্যদল সে উদ্দেশ্যকে প্রতিহত করার কাজে আত্মনিয়োগ করে আল্লাহ তা'আলার বিধানে বিশ্বাস স্থাপন ও আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকার করছে। কাজেই বলতে বাধা নেই যে, জিনজাতির মতোই মানুষজাতির মধ্যে আল্লাহ তা'আলার বিধানের পক্ষে এবং বিপক্ষে দল রয়েছে। অতএব মনুষ্যজাতিকে সাধারণভাবে দুই দলে বিভক্ত করা যায় :

(১) আল্লাহ তা'আলার দল [*আল্লাহ তা'আলার আওলিয়া অর্থাৎ তাওহীদে বিশ্বাস করে*]

(২) শয়তানের দল [*শয়তানের আউলিয়া অর্থাৎ তাওহীদকে অস্বীকার করে*]

মানবজাতির জন্য প্রেরিত শেষ আসমানী কিতাব, আল্লাহ তা'আলার পবিত্র কালাম আল-কুরআনে এবং রাসূল (সা.)-এর সহীহ হাদীসে এই দুই দলের কার্যকলাপ, ব্যবহার, বিশ্বাস এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা রয়েছে। এগুলো থেকে উদাহরণ দিয়ে এই দুই দল সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

(১) আল্লাহ তা'আলার দল বা আউলিয়া

আরবী শব্দ আউলিয়ার অর্থ অভিভাবক, সাহায্যকারী, সমর্থক, নিকটতম বন্ধু এবং মিত্রপক্ষ ইত্যাদি। আল্লাহ তা'আলাই বিশ্বজগতের অন্তর্ভুক্ত সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা, প্রতিপালক। সব ধরনের ভালো কাজে তিনি বিশ্বাসী মু'মিনদের অভিভাবক, সাহায্যকারী, সমর্থক এবং বন্ধু। আর মু'মিনগণ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত বিধিনিষেধ আত্মসমর্পণকারী ও সত্য দ্বীন [*আল-ইসলামের বিধিনিষেধ*] প্রতিষ্ঠায় সাহায্যকারী। মুসলিম উম্মত স্বীয় মঙ্গলের জন্যই ভালো কাজ সম্পাদন করে আল্লাহ তা'আলার সাহায্যকারী হয়ে যায় যদিও কোনো ব্যাপারেই কারও সাহায্য আল্লাহ তা'আলার দরকার নেই। সাধারণত আউলিয়া, বন্ধু বা মিত্র তাদেরকেই বলা হয়, যারা এক উদ্দেশ্যে এক সংগে কাজ করে এবং এক উদ্দেশ্যের সাফল্যে একদল অন্য দলকে সহযোগিতা করে। আউলিয়া, বন্ধু এবং মিত্ররা বিভিন্ন ভাষায়, জাতি এবং বর্ণে বিভক্ত হতে পারে কিন্তু তাদের সকলের পরিচালক একজন এবং

www.nagorikpathagar.org

তাই তারা সকলে মিলে এক পরিচালকের আদেশ উপদেশ বিধিনিষেধ সবই যথাযতভাবে মেনে চলে। অর্থাৎ তারা সকলেই এক পরিচালকের দলভুক্ত এবং পরিচালক তাদের দলের সাহায্যকারী, সমর্থক বা মিত্র। তিনি জাতি ও বর্ণভেদে সমস্ত বিশ্বাসীদের সাহায্যকারী, বন্ধু ও মিত্র। কারণ মানুষজাতির একমাত্র মুসলিম উম্মতই জাতি ও বর্ণ বৈষম্যে আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত সব নবী-রাসূল এবং সকল আসমানী কিতাবে বিশ্বাসী। তাই নবী-রাসূলদের নিকট প্রেরিত আসমানী কিতাবে প্রদত্ত আল্লাহ তা'আলার দ্বীন এবং তার বিধিনিষেধ অনুযায়ী তারা জীবন যাপন করার চেষ্টা করে। পবিত্র কালামের বা শরীয়তের বিধিনিষেধ জীবনে প্রতিষ্ঠিত ও প্রচার করায় মুসলিম উম্মত সংগ্রাম করে। এ কারণেই মুসলিম উম্মত আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত দ্বীনের সাহায্যকারী বা আউলিয়া। আল-কুরআনে দল মিত্র বা বন্ধুদের বিশ্বাস, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, গুণাগুণের পরিচয় এবং জীবন যাপনের পদ্ধতির সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُّؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ يُوَآدُّوْنَ مَنْ حَآدَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَوْ كَانُوْٓا اٰبَآءَهُمْ اَوْ اَبْنَآءَهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ عَشِيْرَتَهُمْ ۭ اُولٰۗئِكَ كَتَبَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْاِيْمَانَ وَاَيَّدَهُمْ بِرُوْحٍ مِّنْهُ ۭ وَيُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۭ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ۭ اُولٰۗئِكَ حِزْبُ اللّٰهِ ۭ اَلَآ اِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۔

"তুমি এমন কোনো লোক দেখবে না, যে লোক আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান আনার পর সেই লোকের সংগে বন্ধুত্ব করে যে আল্লাহ ও রাসূলের অবাধ্যতা করে, যদিও তারা তাদের পিতা কিংবা পুত্র কিংবা ভাই কিংবা আত্মীয়স্বজন হয়। এদের অন্তরেই আল্লাহ ঈমান লিখে রেখেছেন এবং নিজের তরফ থেকে রূহের শক্তি দান করেছেন এবং তিনি তাদেরকে এমন বেহেশতে প্রবেশ করাবেন যার নীচে দিয়ে নহর সকল প্রবাহিত হচ্ছে, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। এরাই আল্লাহর দল। মনে রাখ যে, আল্লাহর দলই সফল হবে।" *{৫৮-সূরা মুজাদালা : ২২}*

اَلَآ اِنَّ اَوْلِيَآءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۔ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ۔ لَهُمُ الْبُشْرٰى فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ ۭ لَا تَبْدِيْلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ ۭ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۔

www.nagorikpathagar.org

"মনে রাখ আল্লাহর বন্ধুগণের কোনো ভয় নেই এবং তারা কোনো প্রকার দুঃখ পাবে না। যারা ঈমানদার হয়েছে এবং পরহেযগারি করেছে। তাদের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে খোশ খবর রয়েছে আল্লাহর কথার কোনো নড়চড় হবে না, এটিই পরম সফলতা।" { *১০-সূরা ইউনুস : ৬২-৬৪* }

اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ط وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا
اَوْلِيٰٓـُٔهُمُ الطَّاغُوْتُ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ ط اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ج
هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ۔

"আল্লাহ ঈমানদারদের মুরব্বী [*আউলিয়া*], তিনি তাদেরকে অন্ধকার হতে আলোতে নিয়ে যান, আর কাফেরদের মুরব্বী হল, শয়তান। তারা তাদেরকে আলোক হতে অন্ধকারে নিয়ে যায়। তারাই দোযখের অধিবাসী, তারা সেখানে চিরকাল থাকবে।" { *২-সূরা বাকারাহ : ২৫৭* }

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصٰرٰٓى اَوْلِيَآءَ م بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ط
وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاِنَّهٗ مِنْهُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ۔ فَتَرَى الَّذِيْنَ
فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ يُّسَارِعُوْنَ فِيْهِمْ يَقُوْلُوْنَ نَخْشٰٓى اَنْ تُصِيْبَنَا دَآئِرَةٌ ط فَعَسَى اللّٰهُ
اَنْ يَّاْتِىَ بِالْفَتْحِ اَوْ اَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهٖ فَيُصْبِحُوْا عَلٰى مَآ اَسَرُّوْا فِىْٓ اَنْفُسِهِمْ نٰدِمِيْنَ۔
وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَهٰٓؤُلَآءِ الَّذِيْنَ اَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لا اِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ ط
حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَاَصْبَحُوْا خٰسِرِيْنَ۔ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَنْ يَّرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ
فَسَوْفَ يَاْتِى اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُّحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهٗٓ اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ
ز يُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا يَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لَآئِمٍ ط ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ
يَّشَآءُ ط وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ۔ اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ
يَّتَوَلَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَالَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ رٰكِعُوْنَ۔ وَمَنْ
اٰمَنُوْا فَاِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغٰلِبُوْنَ۔

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না; তারা পরস্পর বন্ধু এবং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তাদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ

www.nagorikpathagar.org

করে, সে তাদেরই একজন হয়ে যায়, নিশ্চয়, আল্লাহ অত্যাচারীদের হেদায়াত করেন না। কিন্তু যাদের অন্তরে ভণ্ডামির রোগ আছে [*মোনাফেক*], তুমি দেখবে তারা দ্রুত গিয়ে তাদের সাথে মিলিত হয় এবং বলে, 'আমাদের ভয় হয় পাছে কালের আবর্তনের ফলে আমাদের উপর বিপদ আসে, 'কিন্তু শীঘ্রই আল্লাহ নিজের নিকট হতে বিজয় দান করবেন বা অপর কোনো আদেশ নাযিল করবেন, যাতে তারা নিজেদের মনে যে বিষয় গোপন রেখেছে তার জন্য অনুতাপ করবে। এবং ঈমানদারগণ বলবে, এরাই কি তারা যারা আল্লাহর নামে কঠোর কসম করে বলেছিল যে, তারা তোমাদের মু'মিনদের সংগে আছে? বৃথা যাবে তাদের কাজকর্ম, এইরূপে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। হে মু'মিনগণ! তোমাদের মধ্যে যদি কেউ ধর্ম থেকে ফিরে যায়, তবে আল্লাহ এমন মানুষ সৃষ্টি করবেন যারা আল্লাহকে ভালোবাসবে এবং আল্লাহও তাদেরকে ভালোবাসবেন, তারা মু'মিনদের প্রতি মধুর ব্যবহার করবে এবং কাফেরদের প্রতি কঠোর হবে, তারা আল্লাহর রাস্তায় লড়াই [*জিহাদ*] করবে এবং ভয় করবে না কোনো নিন্দুকের গালি-গালাজের; এটি আল্লাহর অনুগ্রহ, তিনি যাকে ইচ্ছা এটি দান করেন, আর আল্লাহ উদার, জ্ঞানময়। নিশ্চয়, তোমাদের [*মু'মিন-মুসলমানদের*] বন্ধু [*আউলিয়া*] হচ্ছেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং ঈমানদারগণ যারা নামায পড়ে, যাকাত আদায় করে এবং আল্লাহর কাছে বশ্যতা স্বীকার করে। এবং যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে এবং মু'মিনগণকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে [*সে আল্লাহর পক্ষে আছে*] এবং আল্লাহর দলই জয়ী হবে।"
{*৫-সূরা মায়েদা : ৫১-৫৬*}

উল্লিখিত আয়াত থেকে স্পষ্ট যে, মানুষজাতির মধ্যে কারা আল্লাহ তা'আলার মিত্র, বন্ধু অথবা আউলিয়া হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছে। তাদের চরিত্রের গুণসমূহ বা বৈশিষ্ট্যগুলো কি ধরনের; সেগুলো থেকে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলো আলাদা করে স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা হলো, যাতে বিষয়টি বুঝতে সহজ হয় ঃ (১) তারা আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদ অর্থাৎ তাওহীদে বিশ্বাসী। আল্লাহ তা'আলার সাথে অন্য কাউকে শরীক করে না। (২) শেষ বিচার দিবসে বিশ্বাসী। (৩) যারা ভালো কাজ করে, মন্দ কাজ থেকে দূরে থাকে। (৪) তারা একনিষ্ঠভাবে বিশ্বাস করে আল্লাহ তা'আলাই তাদের একমাত্র রক্ষাকারী, আল্লাহ তা'আলার ওপরই তারা পুরোপুরি নির্ভরশীল। (৫) আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত আল-কুরআন এবং তাঁর রাসূল (সা.) মানবজাতিকে অবিশ্বাসের অন্ধকার জীবন থেকে মুক্ত করে বিশ্বাসের আলোতে নিয়ে আসেন সেটিতে তারা সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাসী। (৬) যারা বিশ্বাস করে আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা/বাণী এবং আল-কুরআন সত্য। (৭) যারা বিশ্বাস করে আল্লাহ তা'আলার ওয়াদার অর্থাৎ প্রতিশ্রুতির কোনো পরিবর্তন নেই। (৮) যারা সরাসরি আল-কুরআন ও রাসূলের বিরোধিতা করে এবং ইসলাম প্রচারে বাধা সৃষ্টি করে,

www.nagorikpathagar.org

তাদের সংগে বন্ধুত্ব করে না এবং তাদেরকে রক্ষাকারী বা সাহায্যকারী অর্থাৎ অভিভাবক হিসেবেও গ্রহণ করে না।

উল্লিখিত সূরা আল-মায়েদার ৫১-৫৬ নম্বর আয়াত বুঝার জন্য সংক্ষিপ্তভাবে ব্যাখ্যা দেয়া হলো। আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতে সেই সমস্ত খৃষ্টান ও ইয়াহুদীদের কথা বলেছেন যারা আল-কুরআনের বাণী এবং রাসূল (সা.)-এর তাওহীদ প্রচারে সরাসরি প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছিল এবং আজও অনেকেই ইসলামী শরীয়তের বিরোধিতা করছে। হিজরত করে রাসূল (সা.) যখন মদীনায় গেলেন তখন অল্প কিছু ইয়াহুদী ছাড়া মদীনার বাকী সব ইয়াহুদীই রাসূল (সা.)-এর বিরোধিতা করেছিল। মদীনার নিকটবর্তী অনেকগুলো এলাকায় খৃষ্টান, ইয়াহুদীগণ বসবাস করতো। এই সমস্ত ইয়াহুদী-খৃষ্টান গোত্রের সাথে রাসূলের (সা.) সরকারীভাবে সন্ধি-চুক্তি ছিলো যে তারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে রাসূল (সা.)-এর ইসলাম প্রচারে বা ইসলামী রাষ্ট্রের বিরোধিতা করবে না। সকল পক্ষই [মুসলিম, ইয়াহুদী এবং খৃষ্টান] তৃতীয় কোনো গোত্র-পক্ষ থেকে আক্রান্ত হলে, তৃতীয় পক্ষের বিরুদ্ধে পরস্পর সাহায্য-সহযোগিতা করবে। তবুও এদের মধ্যে অনেকেই যারা পরোক্ষভাবে এবং গোপনে রাসূল (সা.)-এর বিরোধিতা করেছিল। তাদের মধ্যে ইয়াহুদীদের পরিমাণই ছিলো বেশি। মদীনায় ইয়াহুদীদের মধ্যে আরেক দল ছিলো যারা নামে মুসলমান হলেও [আইনগতভাবে মুসলমান] প্রকৃতপক্ষে তারা ছিলো মুসলিম উম্মতের শত্রু, যাদের দ্বিমুখী প্রকৃতিকে আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলা মোনাফেকি প্রকৃতি হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

মক্কার জীবনে রাসূল (সা.) শুধুমাত্র মুশরিক কুরাইশদের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছিলেন। কিন্তু মদীনায় হিজরতের পর ইয়াহুদ ও খৃষ্টান ছাড়াও মুসলিম উম্মতের একটি সংখ্যা উদ্দেশ্যমূলকভাবে মুসলিম নাম গ্রহণ করে আরেক দলের সৃষ্টি করে। যাদেরকে মোনাফেক হিসাবে আল-কুরআনে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এই দল মুসলিম নামে পরিচিত হলেও গোপনে ইয়াহুদী এবং খৃষ্টানদের সংগে বন্ধুত্ব করে রাসূল (সা.) বিরোধিতায় সক্রিয় ছিলো। আবদুল্লাহ ইবনে উবায় বিন সালুল ছিলো এই মোনাফেক দলের নেতা। সে ছিলো মদীনায় একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি। রাসূল (সা.)-এর হিজরতের পূর্বে মদীনাবাসীগণ আবদুল্লাহ ইবনে উবায়কে তাদের রাজা হিসেবে মনোনীত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। রাসূল (সা.)-এর মদীনায় হিজরত তার রাজা হওয়ার পথ চিরতরে বন্ধ করে দেয়। তাই আবদুল্লাহ ইবনে উবায় ব্যক্তি স্বার্থে রাসূল (সা.)-এর প্রতি অত্যন্ত ঈর্ষাপরায়ণ হয়েছিল। এ কারণেই সে রাসূল (সা.)-কে নানা কৌশলে নিত্যনৈমিত্তিকভাবে কষ্ট দিচ্ছিল। এমনকি মক্কায় যেয়ে কুরাইশদের সংগে গোপনে ষড়যন্ত্র করেছিল রাসূল (সা.)-কে হত্যা করার জন্য। অথচ সে প্রকাশ্যে অন্য মুসলিমদের নিকট মুসলমান

www.nagorikpathagar.org

হিসেবেই পরিচিত ছিলো। কিন্তু আসলে সে ছিলো মোনাফেকদের সরদার। নিজের পদমর্যাদা, প্রতিপত্তি, সম্মান ও উপাধির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে সে আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত রাসূল (সা.) এবং আল-কুরআনকে করেছিল অপমান অর্থাৎ সে আল্লাহ তা'আলার এবং তাঁর রাসূলের বিরোধিতায় সর্বদাই লিপ্ত ছিলো। অতএব বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এই চরিত্রের মানুষ সর্বজাতি, সমাজ এবং ধর্মে এই ধরনের মানুষের উপস্থিতি সর্বত্র লক্ষ্য করা যায়। বাংলাদেশের সমাজে নামে মুসলিম হিসেবে পরিচিত হলেও তাদের কাজেকর্মে অনেকেই কি আবদুল্লাহ ইবনে উবায় মতো নয়? আশা করা যায় সবারই এই ব্যাপারে অভিজ্ঞতা রয়েছে।

প্রকাশ্যে মুসলিম নাম নিয়ে মুখোশ পরে এই দলই [মোনাফেক] গোপনে ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের সংগে বৈঠক করে মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে [বিশেষভাবে রাসূল (সা.)-এর বিরুদ্ধে] নানা ধরনের ষড়যন্ত্র করতো। তাতে নামধারী মুসলিমরা [মোনাফেক] ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের নিকট বন্ধু হিসেবে গণ্য হতো। যারা সত্যিকারে মুসলমান তারা এই দলের পরিচয় সম্বন্ধে জ্ঞাত ছিলো না। তাই আল্লাহ তা'আলা উপরোল্লিখিত আয়াতের মাধ্যমে রাসূল (সা.)-কে জ্ঞাত করলেন যে তোমার সমাজে নামধারী অনেক মুসলিম রয়েছে যারা গোপনে খৃষ্টান ও ইয়াহুদীদের বন্ধু সেজে ইসলামের ক্ষতি করতে চায়।

মোনাফেকের দল মুসলিম পরিচয় নিয়ে গোপনে ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের সংগে বন্ধুত্ব বজায় রাখতো এই কারণে যে, তারা যেন কোনো অবস্থাতেই তাদের অন্তরে লুকায়িত মনোবাসনা চরিতার্থ করতে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন না হয়। অর্থাৎ যাদেরই [*মুসলিম অথবা অমুসলিম*] জয় হোক সবক্ষেত্রেই তারা লাভবান হবে। এ প্রসংগে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

اَلَّذِيْنَ يَتَرَبَّصُوْنَ بِكُمْ ج فَاِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللّٰهِ قَالُوْا اَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ ز وَاِنْ كَانَ لِلْكٰفِرِيْنَ نَصِيْبٌ لا قَالُوْٓا اَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ط فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ط وَلَنْ يَّجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰفِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلًا. اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ج وَاِذَا قَامُوْٓا اِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى لا يُرَآءُوْنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيْلًا.

"যারা [মোনাফেকরা] তোমাদের অমঙ্গলের প্রতীক্ষায় থাকে আল্লাহর অনুগ্রহে তোমাদের জয় হলে তারা বলে, 'আমরা কি তোমাদের সংগে ছিলাম না? এবং ভাগ্য যদি কাফেরদের অনুকূলে হয়, তারা বলে 'আমরা কি তোমাদের পক্ষে প্রবল

www.nagorikpathagar.org

ছিলাম না, এবং আমরা কি তোমাদেরকে মু'মিনদের হাত থেকে রক্ষা করিনি?' আল্লাহ কেয়ামতের দিন তোমাদের মধ্যে বিচার-মীমাংসা করবেন এবং আল্লাহ কখনই মু'মিনদের বিরুদ্ধে কাফেরদের জন্য কোনো পথ রাখবেন না। মোনাফেকগণ আল্লাহকে প্রতারিত করতে চায়; বস্তুত তিনিই তাদেরকে প্রতারিত করে থাকেন এবং যখন তারা সালাতে দাঁড়ায় তখন শৈথিল্যের সাথে দাঁড়ায়, কেবল লোক দেখানোর জন্য এবং আল্লাহকে তারা অল্পই স্মরণ করে।" *{৪-সূরা নিসা : ১৪১-১৪২}*

মুসলিম উম্মতের বিরুদ্ধে তাদের চিন্তাচেতনা, কাজকর্ম ও ষড়যন্ত্র সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ভালোভাবেই জ্ঞাত আছেন, এজন্যই উপরোল্লিখিত আয়াতে মোনাফেকদেরকে পরকাল সম্বন্ধে সতর্ক করেছেন যাতে তারা নিজেদের স্বার্থে [*অর্থাৎ শেষ বিচারে নিজেকে রক্ষা করার জন্য*] মুখোশ পরে খৃষ্টান ও ইয়াহুদীদের সংগে গোপনে বন্ধুত্ব না রাখে। এই সতর্ক বাণী শুনা অথবা আয়াত সম্পর্কে জানার পরেও যদি তারা খৃষ্টান ও ইয়াহুদীদের সংগে বন্ধুত্ব বজায় রাখে তাহলে তারা প্রকাশ্যে নামধারী মুসলিম হলেও আসলে তারা তাদেরই [*খৃষ্টান বা ইয়াহুদীদের*] একজন। মোনাফেকরা গোপনে ষড়যন্ত্র করলেও মুসলিম উম্মতের কোনো ক্ষতি তারা করতে পারবে না এবং জয়ের সংগ্রামে খৃষ্টান-ইয়াহুদীদেরকে সাহায্য করে কোনোভাবেই জয়যুক্ত করতে পারবে না। কারণ তাদের দল যত বড়ই হোক, তবুও আল্লাহ তা'আলার শক্তির নিকট তারা শক্তিহীন। শুধুমাত্র মোনাফেকরা নয় বরং বিশ্বজাহানের কোনো শক্তিই আল্লাহ তা'আলার বিরুদ্ধে কোনো কিছু করার ক্ষমতা রাখে না কারণ সর্বক্ষমতার মালিক আল্লাহ তা'আলা। তাই আল্লাহ তা'আলার পরিবর্তে মোনাফেক এবং ইসলাম বিরোধী সম্প্রদায়কে নিজেদের স্বার্থে সাহায্যকারী এবং বন্ধু হিসেবে যারা গ্রহণ করে, তাদের শক্তিকে আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলা মাকড়সার জালের সংগে তুলনা করেছেন। এ প্রসংগে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

مَثَلُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوْتِ ج اِتَّخَذَتْ بَيْتًا ط وَاِنَّ اَوْهَنَ الْبُيُوْتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوْتِ م لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ.

"যারা আল্লাহর পরিবর্তে অপরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে তাদের দৃষ্টান্ত মাকড়সা, যে নিজের জন্য ঘর বানায় এবং ঘরের মধ্যে মাকড়সার ঘরই তো দুর্বলতম, যদি তারা জানত।" *{২৯-সূরা আনকাবুত : ৪১}*

পূর্বের মতোই আজও মুখোশপরা নামধারী মুসলিমের সংখ্যা আদৌ কম নয়। এই দলের মোনাফেকি আচরণে আজ মুসলিম জাতি নানাভাবে লাঞ্ছিত ও অপমানিত

www.nagorikpathagar.org

হচ্ছে। এই দল ব্যক্তি স্বার্থ উদ্ধারে, পদমর্যাদা ও প্রতিপত্তি অর্জনে এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে শাসক হিসেবে ক্ষমতায় আসীন থাকায় বরাবর বিধর্মীদের সাহায্য প্রার্থী হচ্ছে। বিধর্মীদের প্ররোচনায় শান্তি প্রিয় মুসলিমদের ন্যায্য দাবি আদায় না করে, তাদেরকে হত্যা করা, জেল হাজতে নির্বাসনসহ নানা ধরনের নির্যাতন করতেও দ্বিধাবোধ করছে না। মুসলিম শাসকদের অনেকেই দেশ উন্নয়নে বিধর্মীদের দাতা হিসেবে আখ্যায়িত করে তাদের মন রক্ষার্থে নিজ ধর্মের বিধিনিষেধ উপেক্ষা ও অবজ্ঞা করতে দ্বিধাসংকোচ করে না। তাই বলা যায়, শয়তান যেরকম তার উদ্দেশ্যের, অভিসন্ধির এবং কার্যকলাপের ধারার কোনো পরিবর্তন করেনি তেমন আজ প্রায় ১৪০০ শত বছর পরেও খৃষ্টান, ইয়াহুদী ও মোনাফেকদের ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপের কোনো পরিবর্তন হয়নি।

গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সব ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের কথা বলেননি। কারণ তখন মদীনায় ইয়াহুদীদের অনেক গোত্র ছিলো যারা রাসূল (সা.)-এর সংগে সন্ধি করে মিত্র হয়েছিলেন। আজ খৃষ্টান সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশেও আমরা বসবাস করছি, প্রতিদিনই দেখছি অধিকাংশ খৃষ্টান মুসলিম উম্মতের প্রতি কোনো বিদ্বেষ প্রকাশ করে না। তারা মুসলিম উম্মতের শত্রু নয়। এদের মধ্যে সরকারের ক্ষমতাধারী কিছু মুখপাত্র, ধনী প্রভাবশালী কিছু ব্যক্তি এবং খৃষ্টান ধর্ম যাজকদের মধ্যে ইসলাম বিদ্বেষী কিছু ব্যক্তিত্ব এবং ইয়াহুদী সম্প্রদায়ের ইয়াহুদীবাদী যাদেরকে বলা হয় Zionist, তারা আন্তর্জাতিকভাবে সব ধর্মের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের অশান্তিমূলক তৎপরতায় জড়িত আছে, তাদের কোনো ধর্ম নেই তাই তারা প্রকৃতপক্ষে সব ধর্মের শত্রু। তাই উল্লিখিত আয়াত থেকে যদি আমরা মনে করি সব খৃষ্টান এবং ইয়াহুদী হলো মুসলিম উম্মতের শত্রু, তাহলে সেটি হবে বিরাট ভুল এবং বোকামির কাজ।

মুসলিম উম্মতের বিশেষ একদল উল্লিখিত আয়াতের ভুল ব্যাখ্যা করে অথবা আল-কুরআনের অন্য আয়াতের আলোকে ব্যাখ্যা না করে শান্তি প্রিয় নিরীহ সাধারণ খৃষ্টান, ইয়াহুদী এবং মুসলিমকে মিথ্যা অজুহাতে হত্যার ন্যায় অন্যায় কাজে নিয়োজিত থাকায় বিশ্বে যে অশান্তির সৃষ্টি হয়েছে, তাতে বলা যায় এই জায়োনিষ্ট দলের এবং শয়তানের প্ররোচনায় প্রভাবিত কিছু বিভ্রান্ত মুসলিমই সম্পূর্ণরূপে দায়ী। আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন হত্যার তুলনায় "ফেতনা" অর্থাৎ ব্যাপকভাবে অশান্তি সৃষ্টি হলো অধিকতর খারাপ কাজ। শয়তানের প্রভাবে সন্ত্রাসমূলক কাজে জড়িত হয়ে বিনা কারণে অন্যদেরকে হত্যা করার ফলাফল হচ্ছে সমাজে ফেতনার সৃষ্টি। যে ফেতনার প্রভাবে ধর্মমত ও জাতি নির্বিশেষে সাধারণ নিরীহ মানুষের জীবন যাপন হয় দুর্বিষহ এবং

www.nagorikpathagar.org

অশান্তিময়। বর্তমানে ধর্মের নামে বিভ্রান্ত একটি দল বিভিন্ন মানববিরোধী কাজে জড়িত হয়ে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে, প্রতিদিনই বিভিন্ন দেশে বিশেষভাবে মুসলিম দেশে তাদের কার্যকলাপে মানব জীবন হয়েছে আতঙ্কগ্রস্ত। এই পরিস্থিতিকেই বলা হয় ফেতনা। অথচ মানবসমাজ থেকে সন্ত্রাস অথবা ফেতনা দূর করার জন্য আল্লাহ তা'আলা মুসলিম উম্মতকে সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আদেশ দিয়েছেন যাতে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংগ্রামকেই বলা হয় জিহাদ। তবে মুসলিম উম্মতের জানা উচিত যুদ্ধের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য একটি সীমা নির্ধারণ করে বলেছেন–

وَقَاتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا ط اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ. وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ وَاَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ حَيْثُ اَخْرَجُوْكُمْ وَالْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ج وَلَا تُقٰتِلُوْهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتّٰى يُقٰتِلُوْكُمْ فِيْهِ ج فَاِنْ قٰتَلُوْكُمْ فَاقْتُلُوْهُمْ ط كَذٰلِكَ جَزَآءُ الْكٰفِرِيْنَ. فَاِنِ انْتَهَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ. وَقٰتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ ط فَاِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ اِلَّا عَلَى الظّٰلِمِيْنَ.

"যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তোমরাও আল্লাহর পথে [*ব্যক্তি স্বার্থে নয়, শোষণ, অত্যাচার, অন্যায়, দূরীভূত করে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য*] তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর; কিন্তু সীমালঙ্ঘন করো না। আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে ভালোবাসেন না। যেখানে তাদেরকে পাবে হত্যা করবে এবং যে স্থান থেকে তারা তোমাদেরকে বহিষ্কৃত করেছে তোমরাও সেই স্থান হতে তাদেরকে বহিষ্কৃত করবে। 'ফেতনা'*১ হত্যার চেয়েও গুরুতর। মসজিদুল হারামের নিকট তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে না যে পর্যন্ত তারা সেখানে তোমাদের সাথে যুদ্ধ না করে। যদি তারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তবে তোমরা তাদেরকে হত্যা করবে, এটিই কাফেরদের পরিণাম। যদি তারা বিরত হয় তবে আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে যতক্ষণ ফিতনা দূরীভূত না হয়। এবং আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত না হয়। যদি তারা বিরত হয় তবে যালেমদেরকে ছাড়া আর কাউকেও*২ আক্রমণ করা চলবে না।" { *২-বাকারাহ : ১৯০-১৯৩* }

*[*১ ফেতনার" অর্থ- কঠিন পরীক্ষা, প্রলোভন, দাঙ্গা, বিশৃঙ্খলা, গৃহযুদ্ধ, শিরক, ধর্মীয় নির্যাতন ইত্যাদি। এই সমস্ত কারণেই সমাজে অশান্তির সৃষ্টি হয়।]*

www.nagorikpathagar.org

*[*² অর্থাৎ নিরীহ মানুষ, নারী, শিশু, পঙ্গু, রুগ্ন, সাধু-সন্ন্যাসী, বৃদ্ধ প্রভৃতি, যারা যুদ্ধ করতে অক্ষম, সাহায্যও করতে পারে না এবং যুদ্ধে জড়িত হতে চায় না। তদুপরি গাছ-পালা, ফসল, ফুল-ফল ইত্যাদিও নষ্ট করা যাবে না কারণ এগুলো জীবন ধারণের উপকরণ]*

উল্লেখিত আয়াত থেকে স্পষ্ট যে, যারা [সমাজে অশান্তি সৃষ্টিকারী যেমন : মুসলিম, খৃষ্টান, ইয়াহুদী ও মুশরিক সকলেই] সীমালঙ্ঘন করে, তোমাদেরকে হত্যা করেছে বা অন্যদেরকে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সাহায্য করেছে, তাদের সংগে যুদ্ধ কর এবং তাদেরকে হত্যা কর। অসহায়, নিরীহ মানুষ, শান্তিকামী যারা [খৃষ্টান, ইয়াহুদী এবং মুশরিক] তোমাদের সংগে যুদ্ধ করেনি। এই ধরনের কোনো প্রকার কার্যকলাপে [সন্ত্রাসী, অশান্তির জন্য সাহায্য করা] জড়িত নয় তাদেরকে হত্যা করো না। যদি সেটি কর, তাহলে সেটি হবে সীমালঙ্ঘন। আর যারা সর্বদা নানা ধরনের সন্ত্রাসী কার্যকলাপ বা 'ফেতনা' [অশান্তি] সৃষ্টি করে তাদেরকে হত্যা করার অধিকার তোমাদের আছে কারণ তাদের সাহায্যে সৃষ্ট 'ফেতনা', হত্যা অপেক্ষা গুরুতর অন্যায়। উল্লেখ্য, বেশি দিনের কথা নয়, বাংলাদেশে সন্ত্রাসীদের কার্যকলাপে সৃষ্টি ফেতনা বা অশান্তি সারা বাংলাদেশের সাধারণ নিরীহ শান্তি প্রিয় মানুষের জীবনকে করেছিল সংকটময়, ভয়াবহ, আতঙ্কময় এবং নিরাপত্তাহীন। মুসলমান হয়েও ধর্মের নামে বোমাবাজির কারণে মানুষের জীবন হয়েছিল আতংকময় এবং অশান্তিপূর্ণ, গতিমান পরিবেশ হয়েছিল গতিহীন অনিশ্চিত। তদুপরি উল্লিখিত আয়াত নাযিল হওয়ার পেছনে যে কারণ ছিলো, সেটিও পর্যালোচনা করার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। অতএব সর্বক্ষেত্রে সব ধরনের পরিস্থিতির জন্যই এই আয়াতের আদেশ অর্থাৎ হত্যার আদেশ গ্রহণযোগ্য নয়।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন নামধারী মুসলিম হয়ে যদি তোমরা মোনাফেকি আচরণে সক্রিয়ভাবে জড়িত থাক তাহলে তোমরা ধর্মবিচ্যুৎ। এইভাবেই যদি চলতে থাকে তাহলে আল্লাহ তা'আলা অন্যদের দিয়ে তোমাদের জায়গায় পুনর্বাসিত করবেন। তারা আল্লাহ তা'আলাকে ভালোবাসবে এবং আল্লাহ তা'আলাও তাদেরকে ভালোবাসবেন। তারা হবে বিশ্বাসীদের প্রতি দয়ার্দ্র ও অবিশ্বাসীদের [যারা প্রকাশ্যে ইসলামের বিরোধিতা করে এবং মুসলমানদের জীবনহানি করে] প্রতি কঠোর অর্থাৎ তারা মোনাফেক হবে না। এবং তারা আল্লাহ তা'আলার দ্বীন প্রতিষ্ঠায় অন্যদের দোষারোপকে উপেক্ষা করবে। কারণ আল্লাহ তা'আলা, তাঁর রাসূল (সা.) এবং মু'মিনগণ হলেন তাদের রক্ষাকারী, সাহায্যকারী ও বন্ধু। এই সমস্ত লোক তারাই, যারা নামায আদায় করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ তা'আলাকে সর্বক্ষেত্রে ভয় করে এবং তাঁর কাছে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণকারী ও আল্লাহ তা'আলার হুকুম পালনে সর্বদা বাধ্য থাকে। যারা আল্লাহ তা'আলা, তাঁর রাসূল এবং মু'মিনদেরকে সাহায্যকারী ও বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে তারাই হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে শক্তিশালী। সফলতা তাদের জন্য কারণ আল্লাহ তা'আলার দলই জয়ী হয় বা হবে।

এই দলের চরিত্র সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন–

www.nagorikpathagar.org

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ ج وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِ ج وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ ج وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا ج وَالصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِيْنَ الْبَاْسِ ط اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا ط وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ.

"পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফিরানোতে কোনো পুণ্য [আল-বিররা] নেই; কিন্তু পুণ্য [পরহেযগারি বা আল-বিররা] আছে কেউ আল্লাহ, পরকাল, ফিরিশতাগণ, সমস্ত কিতাব এবং নবীগণে ঈমান আনয়ন করলে এবং আল্লাহ প্রেমে [নিঃস্বার্থভাবে] আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্ত, পর্যটক, সাহায্যপ্রার্থীগণকে এবং দাস মুক্তির জন্য অর্থদান করলে, সালাত [নামায] কায়েম করলে ও যাকাত প্রদান করলে এবং প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা পূর্ণ করলে, অর্থ সংকটে দুঃখ ক্লেশেও সংগ্রাম সংকটে ধৈর্যধারণ করলে। এরাই তারা, যারা সত্যপরায়ণ এবং এরাই মুত্তাকী।" *[২-সূরা বাকারাহ : ১৭৭]*

وَجَاهِدُوْا فِى اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ ط هُوَ اجْتَبٰكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ ط مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرٰهِيْمَ ط هُوَ سَمّٰكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ قَبْلُ وَفِىْ هٰذَا لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ ج فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاعْتَصِمُوْا بِاللّٰهِ ط هُوَ مَوْلٰكُمْ ج فَنِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ.

"এবং জিহাদ কর আল্লাহর পথে যেভাবে জিহাদ করা উচিত। তিনি তোমাদেরকে মনোনীত করেছেন। তিনি দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোনো কঠোরতা আরোপ করেননি। এটি তোমাদের পিতা ইব্রাহীমের মিল্লাত [ধর্মাদর্শ বা জীবন ব্যবস্থা]। তিনি পূর্বে তোমাদের নামকরণ করেছেন মুসলিম এবং এই কিতাবেও [*আল-কুরআনে*]; যাতে রাসূল [মুহাম্মদ (সা.)] তোমাদের জন্য সাক্ষীস্বরূপ হয় এবং তোমরা সাক্ষীস্বরূপ হও মানবজাতির জন্য। সুতরাং তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহকে অবলম্বন কর [*আল-কুরআন এবং সুন্নাহর উপর নির্ভর কর*]; তিনিই তোমাদের অভিভাবক, কত উত্তম অভিভাবক এবং কত উত্তম সাহায্যকারী তিনি।" *[২২-সূরা হজ : ৭৮]*

(৯) যারা আল্লাহ-সচেতন [*তাকওয়া*] হয়ে খারাপ বা মন্দ কাজ থেকে দূরে থাকে।

www.nagorikpathagar.org

(১০) যারা আল্লাহ তা'আলা এবং রাসূলকে (সা.) নিজেদের চাহিদা, ইচ্ছা, স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, ধন-সম্পদ এবং নিজের জীবন থেকেও বেশী ভালোবাসেন। শুধু মুখের কথায় নয়, বরং কাজেকর্মে এবং বাস্তব জীবনে সেটি অনুকরণ ও অনুসরণ করেন। এ প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন–

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ. وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغٰلِبُونَ.

"তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মু'মিনগণ যারা বিনত হয়ে সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয়। কেউ আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং মু'মিনদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে আল্লাহর দলই বিজয়ী হবে।" { ৫-সূরা মায়েদা : ৫৫-৫৬ }

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالُ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتّٰى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ط وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِينَ.

"বল, 'তোমাদের নিকট যদি আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং আল্লাহর পথে জিহাদ [জীবনের সর্বক্ষেত্রেই আল্লাহর বিধান মেনে চলা এবং প্রয়োজনে জীবন উৎসর্গ করা] করা অপেক্ষা প্রিয় হয় তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভ্রাতা, তোমাদের পত্নী, তোমাদের স্বগোষ্ঠী, তোমাদের অর্জিত সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য যার মন্দ হওয়ার আশংকা কর এবং তোমাদের বাসস্থান যা তোমরা ভালোবাস, তবে অপেক্ষা কর আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত। আল্লাহ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না।" { ৯-সূরা তাওবা : ২৪ }

আল্লাহ্ তা'আলাকে এবং রাসূলকে (সা.) নিজেদের তুলনায় বেশি ভালোবাসা হলো ঈমানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার এবং রাসূলের (সা.) প্রদর্শিত বিধান পালনকে স্বীয় স্বার্থ থেকে বেশি প্রাধান্য দিতে হয়। *এই ব্যাপারে রাসূল (সা.) বলেছেন, "যার মধ্যে তিনটি গুণ আছে সে ঈমানের স্বাদ পায়, ১) তার নিকট অপর সকলের চেয়ে আল্লাহ ও রাসূল প্রিয়তম হয়, ২) কাউকে ভালোবাসলে আল্লাহর জন্যই ভালোবাসে, এবং ৩) আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে যেমন অপ্রিয় ভাবে, কুফরিতে ফিরে যাওয়াকেও তেমনি অপ্রিয় জ্ঞান করে।" [সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড ১, ২০]*

বিশ্বাসীদের কাছে নিজেদের তুলনায় রাসূল (সা.) বেশি প্রিয়জন অর্থাৎ নিজেদের জীবনের তুলনায় তাদের কাছে রাসূল (সা.) বেশি প্রিয়। আল্লাহ্ তা'আলা এ প্রসংগে বলেছেন–

www.nagorikpathagar.org

اَلنَّبِيُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَاَزْوَاجُهٗٓ اُمَّهٰتُهُمْ.

"নবী [রাসূল (সা.)] মু'মিনদের নিকট তাদের নিজেদের অপেক্ষা ঘনিষ্ঠতম এবং তাঁর পত্নীগণ তাদের মাতা।" { ৩৩-সূরা আহযাব : ৬ }

এ ব্যাপারে আবদুল্লাহ ইবনে হিশাম (রা.) বলেন, একদা আমরা নবী (সা.)-এর সংগে ছিলাম। এ সময় তিনি ওমর ইবনুল খাত্তাবের হাত ধরাবস্থায় ছিলেন। তখন ওমর তাকে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমার কাছে আমার প্রাণ ব্যতীত সবচেয়ে বেশী প্রিয়। নবী (সা.) বললেন, "না। সে সত্তার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ। (তুমি সে পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারবে না) যে পর্যন্ত আমি তোমার নিকট তোমার প্রাণের চেয়েও অধিক প্রিয় না হই। এরপর ওমর (রা.) বললেন, আল্লাহর কসম! এখনই আপনি আমার নিকট আমার প্রাণের চেয়েও অধিক প্রিয়। এ সময় রাসূল (সা.) বললেন, হে ওমর! এখন (তুমি সে বুলন্দ মর্যাদার অধিকারী হলে)।" [সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড ৬, ৬১৭০]

যারা আল্লাহ তা'আলা এবং রাসূলকে (সা.) ভালোবাসে অর্থাৎ জীবনের সর্বক্ষেত্রে তাদের প্রদত্ত আদেশ ও নিষেধকে অগ্রাধিকার দেয়, তাঁরাই মুত্তাকী। মুত্তাকীদের আল্লাহ তা'আলা ভালোবাসেন এবং মুত্তাকীরাও পরস্পরকে ভালোবাসবেন কারণ আল্লাহ তা'আলা তাদের মধ্যে ভালোবাসা সৃষ্টি করবেন, এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا.

"যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে দয়াময় তাদের জন্য সৃষ্টি করবেন ভালোবাসা।" { ১৯-সূরা মরিয়ম : ৯৬ }

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলাই মু'মিনদের অন্তরে আল্লাহর জন্য ভালোবাসা সৃষ্টি করেন। আল্লাহ তা'আলাও তাদেরকে ভালোবাসবেন। আল্লাহ তা'আলা যখন তার কোনো বান্দাকে ভালোবাসেন, তখন সেটি আসমান ও জমিনে ঘোষণা দেয়া হয়। সৃষ্টির সব কিছুই তাকে ভালোবাসতে থাকে। এ ব্যাপারে *রাসূল (সা.) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা যখন কোনো বান্দাকে ভালোবাসেন, তখন জিব্রাইলকে (আ.) ডেকে বলেন, আল্লাহ তা'আলা অমুক বান্দাকে ভালোবাসেন, এ জন্যে তুমিও তাকে ভালোবাস। তখন জিব্রাইলও (আ.) তাকে ভালোবাসেন। অতঃপর জিব্রাইল (আ.) আসমানবাসীদের মধ্যে ঘোষণা করে দেন যে, আল্লাহ তা'আলা অমুক বান্দাকে ভালোবাসেন। এজন্য তোমরাও তাকে ভালোবাস। তখন আসমানবাসীরাও তাকে ভালোবাসতে থাকে। তারপর পৃথিবীবাসীর অন্তরেও তাকে স্মরণীয় করে রাখা হয়।" [সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড ৫, ৫৬০৫]*

www.nagorikpathagar.org

ঈমানদার ব্যক্তির জীবনে এর চেয়ে বেশি আর কি চাওয়া-পাওয়া থাকতে পারে। এই ব্যক্তিরাই আল্লাহ তা'আলার বন্ধু ও আউলিয়া। তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। তারাই আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ ও তার নেয়ামতের মহাপুরস্কার জান্নাতে চিরস্থায়ী হবে। এই ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

أَلَآ إِنَّ أَوْلِيَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَكَانُوا۟ يَتَّقُونَ. لَهُمُ ٱلْبُشْرَىٰ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِى ٱلْـَٔاخِرَةِ ۚ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَـٰتِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ.

"জেনে রাখ। আল্লাহর বন্ধুদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। যারা বিশ্বাস করে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে। তাদের জন্য আছে সুসংবাদ পার্থিব জীবনে ও পরকালের জীবনে; আল্লাহর বাণীর কোনো পরিবর্তন নেই; তাই মহাসাফল্য।" { ১০-সূরা ইউনুস : ৬২-৬৪ }

পবিত্র-বাণী আল-কুরআনে মুত্তাকীদেরকে আল্লাহ তা'আলা যে সুসংবাদ দিয়েছেন 'উপরোল্লিখিত আয়াত থেকে সে ব্যাপারে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায়। পার্থিব জীবনে তারা সুসংবাদ পেয়ে যান অর্থাৎ একজন মুত্তাকী পার্থিবে যত ধরনের ঝামেলা এবং কষ্টের মধ্যে থাকুক তবুও তার নিজের অন্তরে ঈমানের সুমিষ্ট স্বাদের প্রশান্তির ছায়ায় থাকে। আল্লাহ তা'আলাই তার অন্তরে স্বস্তি ও প্রশান্তির জোয়ার প্রবাহিত করেন। এটি হলো পার্থিব জীবনে তার উল্লেখযোগ্য প্রাপ্তি। তদুপরি মুত্তাকী বৈশিষ্ট্যের স্বীকৃতিতে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির সুসংবাদ সে মৃত্যুর সময়ই পেয়ে যায়। তাতে পার্থিব জীবন ত্যাগ করে তার প্রতিপালকের কাছে ফিরে যেতে সে আনন্দিত হয়। *এ ব্যাপারে নবী (সা.) বলেছেন, "মৃতকে খাটিয়ায় রেখে যখন লোকেরা কাঁধে উঠিয়ে নেয়, যদি সে পুণ্যবান হয় তাহলে বলে, আমাকে তাড়াতাড়ি সামনে নিয়ে চল। আর যদি সে পুণ্যবান না হয়, তখন সে আপন পরিজনকে বলে, হায়! 'তোমরা এটি [খাটিয়া] কোথায় নিয়ে যাচ্ছ? মানুষ ছাড়া প্রত্যেক বস্তুই তার সে চিৎকার শুনতে পায়, কিন্তু মানুষ যদি তা শুনতো তাহলে বেহুঁশ হয়ে পড়ত।" [সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড ১, ১২৩৮]*

অর্থাৎ মুত্তাকী বান্দা, তার প্রতিপালক অল্লাহ তা'আলার কাছে ফিরে যাওয়ার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকে। আল্লাহ তা'আলা মুত্তাকী বান্দার মৃত্যুর সময় এবং মৃত্যুর পরেই তাঁর অন্তরে এই ধরনের আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি করে দেন। তাই মুত্তাকীরা আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত সুসংবাদ প্রাপ্ত হয়ে তার কাছে ফিরে যাওয়ার জন্য আনন্দিত হয়। এ প্রসংগে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

www.nagorikpathagar.org

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَٰئِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ. نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۖ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

"যারা বলে, 'আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্, অতঃপর অবিচল থাকে, তাদের নিকট অবতীর্ণ হয় ফিরিশতা এবং বলে, 'তোমরা ভীত হয়ো না [তাদের মৃত্যুর সময়] চিন্তিত হয়ো না এবং তোমাদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল তার জন্য আনন্দিত হও। 'আমরাই [ফিরিশতাগণ] তোমাদের বন্ধু দুনিয়ার জীবনে ও আখেরাতে; সেথায় তোমাদের জন্য রয়েছে যা কিছু তোমাদের মন চায় এবং সেথায় তোমাদের জন্য রয়েছে যা তোমরা আদেশ কর। এটি হবে ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু আল্লাহর পক্ষ হতে আপ্যায়ন। কথায় কে উত্তম ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা যে আল্লাহর প্রতি মানুষকে আহ্বান করে সৎকর্ম করে এবং বলে, 'আমি তো আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত।" {৪১-সূরা ফুসসিলাত : ৩০-৩৩}

উল্লিখিত আয়াতে মুত্তাকীদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন যে, পরকালে তাঁরা হবে আল্লাহ্ তা'আলার সম্মানিত অতিথি। তাই একজন সম্মানিত অতিথি হিসেবে তারা যা আদেশ করবে বা যে জিনিসের জন্য আকাঙ্ক্ষা করবে সেটিই তারা পাবে। কাজেই বলা যায়, মুত্তাকীগণ মৃত্যুর মাধ্যমে দুনিয়া ত্যাগ করার সময় আখেরাতে যে পুরস্কার পাবে তার সুসংবাদ পেয়ে আপ্যায়িত হয়ে থাকে।

(১১) আলোচিত ১-১০ নম্বর পয়েন্টে, উল্লিখিত সবগুলো গুণাবলির অধিকারী যারা, তারাই আল্লাহ্ তা'আলার আউলিয়া। আল্লাহ্ তা'আলার আউলিয়া বলতে সব বিশ্বাসীদের কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু বিশ্বাসীদের মধ্যে বিশ্বাসের দৃঢ়তা বা ঈমানের গভীরতা এবং বাস্তব কার্যকলাপে সেটি প্রমাণিত করা, স্বার্থ ত্যাগ, সর্বদাই তাকওয়া [*আল্লাহ তা'আলাকে ভয় অথবা আল্লাহ-সচেতন হয়ে জীবন-যাপন করা*] অবলম্বনে জীবন যাপন এবং দ্বীন ইসলাম প্রচারে সক্রিয় অংশগ্রহণ ইত্যাদি, এগুলোর তারতম্যের উপরই নির্ভর করবে আউলিয়া হওয়ার মানদণ্ড [*Grading And Level*]।

মানবজাতির মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার আউলিয়া হিসেবে প্রথম শ্রেণীতে নবী-রাসূলগণ কারণ তাঁরা ছিলেন আল্লাহ্ তা'আলার মনোনীত ব্যক্তি। আল্লাহ্

www.nagorikpathagar.org

তা'আলা নবী-রাসূলদের দিয়েই পৃথিবীতে মানবজাতির কাছে তাওহীদের বাণী প্রচার করেছেন। এই মহাদায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা ছিলো তাদের জন্য অত্যন্ত কষ্টকর এবং বিপজ্জনক কাজ। তা সত্ত্বেও তাদের উপর অর্পিত মহাদায়িত্ব আল্লাহ তা'আলার সাহায্যে তারা যথার্থ পালন করেছেন। এই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তাওহীদ বিরোধী ব্যক্তি বা সমাজের পক্ষ থেকে তারা নানা ধরনের লোভনীয় সামগ্রীর [*সমাজে পদমর্যাদা, ধন-সম্পত্তি এবং সুন্দরী নারী ইত্যাদি*] উপহারকে আল্লাহ তা'আলার প্রেমে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করেছেন, তাই তারা হচ্ছেন প্রথম শ্রেণীর আউলিয়া। আউলিয়াদের প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন–

وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ۚ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا.

"কেউ আল্লাহ্ এবং রাসূলের আনুগত্য করলে সে নবী, সিদ্দীকিন [*সত্যনিষ্ঠ*], শহীদ ও সৎকর্মপরায়ণ [*সালেহীন*]-যাদের প্রতি আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেছেন, তাদের সংগী হবে এবং তারা কত উত্তম সংগী।" {৪-সূরা নিসা : ৬৯}

এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তার অনুগত বান্দাদেরকে চার শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। ক) নবী-রাসূল খ) সিদ্দীকিন [*যারা আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলকে বিনা প্রশ্নে, কোনো প্রকার দ্বিধা ছাড়া বিশ্বাস করে, তাদের মধ্যে অন্যতম ইসলামের প্রথম খলিফা আবু বকর আস-সিদ্দীক*] গ) শাহাদাত বরণকারী অর্থাৎ শহীদ [*তাওহীদের শ্রেষ্ঠত্ব সবার উপর প্রতিষ্ঠার জন্য যে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনে নিজের জীবন দান করে*] ঘ) সালেহীন [*মুত্তাকী, মু'মিন এবং বিশ্বাসীদের বাকী দল*]

ক) নবী-রাসূলের পাঁচজন যেমন নূহ, ইব্রাহীম, মূসা, ঈসা এবং মুহাম্মদ (সা.) হলেন অন্যমত, দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত ও প্রথম শ্রেণীর রাসূল। এই ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ.

"তিনি তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন সে দ্বীন যার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি নূহকে আর যা আমি ওহী করেছি তোমাকে [*মুহাম্মদ (সা.)*] এবং যার নির্দেশ দিয়েছিলাম ইব্রাহীম, মূসা ও ঈসাকে এই বলে যে, তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং তাতে মতভেদ করো না।" {*৪২-সূরা শূরা : ১৩*}

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ابْنِ

www.nagorikpathagar.org

مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا. لِّيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا.

"স্মরণ কর, যখন আমি নবীদের নিকট থেকে অংগীকার গ্রহণ করেছিলাম এবং তোমার [*মুহাম্মদ (সা.)*] নিকট থেকেও এবং নূহ, ইব্রাহীম, মূসা, মরিয়ম আর ঈসার নিকট থেকে তাদের নিকট থেকে গ্রহণ করেছিলেন দৃঢ় অংগীকার। সত্যবাদীদেরকে [*বিশ্বাসীগণ*] তাদের সত্যবাদিতা [*নবী-রাসূলগণ যে আল্লাহ তা'আলার শাশ্বতবাণী সঠিকভাবে প্রচার করেছেন সে ব্যাপারে*] সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করার জন্য। তিনি কাফেরদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন মর্মন্তুদ শাস্তি।" {*৩৩-সূরা আহযাব : ৭-৮*}

অর্থাৎ এই পাঁচজনের কাছ থেকে আল্লাহ তা'আলা দৃঢ় অংগীকার নিয়েছিলেন যাতে তারা আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত সত্যবাণী মানুষের কাছে সঠিকভাবে প্রচার করেন। তারা অংগীকারাবদ্ধ হয়েই পৃথিবীতে আসেন, তাই তাদের উপর অর্পিত দায়িত্বও তারা যথাযতভাবে পালন করেছেন। হাদীস থেকে এই প্রসঙ্গে আরো সুস্পষ্ট যে, এই সত্যবাদী তারাই, যারা আল্লাহ তা'আলার কাছে নবী-রাসূলদের সত্যবাদিতার পক্ষে সাক্ষ্য দেবেন। *রাসূল (সা.) বলেছেন, [হাশরের দিন] নূহ এবং তার উম্মতেরা [আল্লাহর দরবারে] হাজির হবেন। আল্লাহ (নূহ কে) জিজ্ঞাসা করবেন, তুমি কি (যথাযথভাবে) আমার পয়গাম পৌঁছিয়েছ? তিনি জবাব দেবেন, হ্যাঁ হে পরওয়ারদিগার! তখন আল্লাহ তাঁর উম্মতদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন, নূহ কি তোমাদেরকে (আমার) পয়গাম পৌঁছিয়েছেন? তারা বলবে, না, আমাদের কাছে কোনো নবীই আসেনি। অতঃপর আল্লাহ নূহ কে জিজ্ঞাসা করবেন, তোমার পক্ষে কে সাক্ষ্য দেবে? নূহ বলবেন, মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর উম্মত। [রাসূল (সা.) বলেন] তখন আমরা সাক্ষ্য দেব, নিশ্চয়ই তিনি [আল্লাহর] পয়গাম পৌঁছিয়েছেন। আর এটিই আল্লাহর (এই) বাণীর তাৎপর্য যে, এবং এভাবেই আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী উম্মত করেছি, যাতে তোমরা গোটা মানবজাতির উপর সাক্ষ্যদাতা হতে পার।" [সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড ৪, ৪১২৯]*

এই হাদীস থেকে স্পষ্ট যে, মুসলিম উম্মতই সত্যবাদীর দল, যারা নবী-রাসূলদের সত্যবাদিতার পক্ষে সাক্ষ্য দেবেন কারণ তারা আল-কুরআনের মাধ্যমে তাওহীদ প্রচারে নবী-রাসূলের দৃঢ় মনোবল ও সত্যনিষ্ঠা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে তাদের উপর একনিষ্ঠভাবে বিশ্বাস স্থাপন করেন। এজন্যই তারা হচ্ছেন মানবজাতির উপর সাক্ষী। এটাই হলো মুসলিম উম্মতের প্রতি আল্লাহ তা'আলার সীমাহীন অনুগ্রহ এবং রাসূলের (সা.) উম্মত হওয়ার জন্য পুরস্কার এবং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে বিশেষ সম্মান। উপরোল্লিখিত পাঁচজন রাসূলের পরে অবস্থান হচ্ছে

www.nagorikpathagar.org

অন্যান্য নবী, যাদের অনেকের কথা আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনে উল্লেখ করেছেন, আবার অনেকের কথা উল্লেখ করেননি। এই প্রসংগে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ ۚ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ ۚ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ۚ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا.

"তোমার নিকট 'ওহী' প্রেরণ করেছি যেমন নূহ ও তাঁর পরবর্তী নবীগণের নিকট প্রেরণ করেছিলাম, ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাঁর বংশধরগণ, ঈসা, আইউব, ইউনুস, হারুন এবং সুলায়মানের নিকট 'ওহী' প্রেরণ করেছিলাম এবং দাউদকে যাবুর দিয়েছিলাম। অনেক রাসূল প্রেরণ করেছি যাদের কথা পূর্বে তোমাকে বলেছি এবং অনেক রাসূল যাদের কথা তোমাকে বলিনি। এবং মূসার সাথে আল্লাহ সাক্ষাৎ বাক্যালাপ করেছিলেন।" *{৪-সূরা নিসা : ১৬৩-১৬৪}*

নবী-রাসূলের নেতা হলেন শেষ রাসূল মুহাম্মদ (সা.), মুত্তাকীদের ইমাম এবং আদম সন্তানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আদম সন্তান, আল্লাহ তা'আলার হাবীব। রাসূলকে (সা.) বিশ্বজাহানের সৃষ্টির [*মানব, জিনজাতি এবং অন্যান্য*] কাছে রাসূল, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী এবং রহমত হিসেবে আল্লাহ তা'আলা প্রেরণ করেছেন। এই ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۖ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.

"বল, হে মানুষ! আমি তোমাদের সকলের নিকট আল্লাহর রাসূল। যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের অধিকারী; তিনি ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ নেই; তিনিই জীবিত করেন ও মৃত্যু ঘটান; সুতরাং তোমরা ঈমান আন আল্লাহর প্রতি ও তাঁর বার্তাবাহক উম্মী [*নিরক্ষর*] নবীর প্রতি যে বিশ্বাস রাখে আল্লাহর এবং তাঁর সমস্ত কালামের উপর। তাঁর অনুসরণ কর যাতে তোমরা পথ পাও।" { ৭-সূরা আরাফ : ১৫৮ }

www.nagorikpathagar.org

إِنَّا أَرْسَلْنَٰكَ شَٰهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا.

"আমি তোমাকে [*মুহাম্মদ (সা.)*] প্রেরণ করেছি সাক্ষীরূপে, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে।" { *৪৮-সূরা ফাতহ : ৮* }

وَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَٰلَمِينَ.

"আমি তো তোমাকে বিশ্ব-জগতের প্রতি কেবল মাত্র 'রহমত'রূপেই প্রেরণ করেছি।" { *২১-সূরা আম্বিয়া : ১০৭* }

রাসূল (সা.) মি'রাজের রাত্রে জেরুজালেমে মসজিদুল আকসায় সব নবী-রাসূলের নামাযে ইমামতি করেন। কাজেই তিনি (সা.) সকলের ইমাম বা নেতা।

খ) নবী-রাসূলদের পরের সারিতে রয়েছেন, তাদের সাহাবাগণ [*সংগী-সাথী*]। এদের মধ্যে তারাই অগ্রণী যারা কোনো প্রকার প্রশ্ন ও দ্বিধা সংকোচ ছাড়া আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত নবী-রাসূলে বিশ্বাস স্থাপন করেছেন (*সত্যনিষ্ঠ বা সিদ্দীকিন*)।

গ) অতঃপর সাহাবী এবং উম্মতের যারা তাদের জীবন দিয়ে রাসূল (সা.)-এর তাওহীদ প্রচারে সাহায্য করেছেন এবং আল্লাহ্ তা'আলার দ্বীন প্রতিষ্ঠায় শহীদ হয়েছেন। নবী-রাসূল ছাড়া আর যারা আল্লাহ্ তা'আলার পথে যুদ্ধ করে এবং আল্লাহ্ তা'আলার দ্বীন কায়েম করতে শহীদ হয়েছেন এবং হবেন তাদের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন–

لَا يَسْتَوِى الْقَٰعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِى الضَّرَرِ وَالْمُجَٰهِدُونَ فِى سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ۚ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَٰهِدِينَ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَٰعِدِينَ دَرَجَةً ۚ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ ۚ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَٰهِدِينَ عَلَى الْقَٰعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا. دَرَجَٰتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا.

"মু'মিনদের মধ্যে যারা অক্ষম নয় অথচ ঘরে বসে থাকে ও যারা আল্লাহর পথে নিজেদের ধন-প্রাণ দিয়ে জিহাদ করে তারা সমান নয়। যারা নিজেদের ধন-প্রাণ দিয়ে জিহাদ করে আল্লাহ তাদেরকে যারা ঘরে বসে থাকে তাদের উপর মর্যাদা দিয়েছেন; আল্লাহ সকলকেই কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। যারা ঘরে বসে থাকে তাদের উপর যারা জিহাদ করে তাদেরকে আল্লাহ মহাপুরস্কারের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। এটি তাঁর নিকট থেকে মর্যাদা, ক্ষমা ও দয়া; আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" { *৪-সূরা নিসা : ৯৫-৯৬* }

অর্থাৎ তাওহীদে বিশ্বাস করে মুসলিম [*তাওহীদের উপর অন্তরে বিশ্বাস এবং মুখে*

www.nagorikpathagar.org

প্রকাশ] উম্মতের অন্তর্ভুক্ত হলেই আল্লাহ তা'আলার কাছে সকলের মর্যাদায় এক রকম নয়। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলার নেয়ামত বেহেশতও নানা শ্রেণীতে বিভক্ত।

আল্লাহ তা'আলার দৃষ্টিতে মর্যাদাশীল হওয়ার জন্য তাঁর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করতে নিজেদের জান-মাল দিয়ে সংগ্রাম করতে হয়। যারা গভীর ঈমানে আল্লাহ এবং রাসূলের (সা.) আনুগত্য [*আল-কুরআন এবং সুন্নাহর বিধান পুরোপুরি অনুসরণ করবে*] করবে, তাদেরকেই আল্লাহ তা'আলা একদলের সংগী করবেন এবং এই দলই হলো উত্তম, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ

وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ۚ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا.

"কেউ আল্লাহ এবং রাসূলের আনুগত্য করলে সে নবী, সত্যনিষ্ঠ [*সিদ্দীকিন, যেমন আবু বকর (রা.)*], শহীদ ও সৎকর্মপরায়ণ যাদের প্রতি আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেছেন, তাদের সংগী হবে এবং তাঁরা কত উত্তম সংগী!" {*৪-সূরা নিসা : ৬৯*}

আল্লাহ তা'আলার পথে জিহাদ বা সংগ্রামের ব্যাপারে আল-কুরআন এবং হাদীসে বর্ণিত নির্দেশনা এবং প্রখ্যাত আলেমদের সময়োপযোগী দেয়া ব্যাখ্যার অনুকরণেই আল্লাহ তা'আলার পথে জিহাদ করার জন্য একমাত্র গ্রহণযোগ্য পথ। বর্তমানে বিশ্বে বিশেষ কিছু দল নিজের খেয়াল খুশি অনুসারে ব্যক্তি ইচ্ছাকে বাস্তবে রূপ দেয়ার প্রয়োজনে যে সমস্ত যুদ্ধ করছে তার অধিকাংশই ইসলামী মূল্যবোধের বহির্ভূত পন্থায় সন্ত্রাসমূলক কাজকর্ম। নিরীহ, নির্দোষ, নিরস্ত্র শান্তি প্রিয় মানুষ হত্যা করা এবং গ্রহণযোগ্য কোনো কারণ ছাড়া বিশ্বাসীদেরকে দুশমন বানিয়ে বোমা মেরে হত্যা করা আল্লাহ তা'আলার পথে জিহাদ হতে পারে না। এই অবস্থায় কেউ জীবন দিলে তাকে শহীদ না বলে বরং বলা যায় সে আত্মহত্যা করেছে। বর্তমানে অধিকাংশ প্রখ্যাত আলেম বা স্কলাররা এই ধরনের মতামত দিয়েছেন। তবে পরম দয়ালু আল্লাহ তা'আলাই এ ব্যাপারে সবচেয়ে ভালো জানেন।

ইসলাম আত্মসমর্পণের দ্বীন, যার মাধ্যমে সার্বিকভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করা যায়। কাজেই শান্তিপূর্ণভাবে ইসলামের দাওয়াত মানবজাতির কাছে পৌঁছে দেয়াই আল্লাহ তা'আলার আদেশ, তবে এই শান্তিপূর্ণ কাজে অহেতুক বাধা প্রাপ্ত হলে ও জীবন হানির সম্ভাবনা থাকলে মুসলিম উম্মাহর সমপরিমাণে পাল্টা জবাব দেয়ার অধিকার রয়েছে। এ কাজে মুসলিম উম্মাহর কেউ যদি ভুল করে, ইচ্ছার বহির্ভূত কোনো বিশ্বাসীকে হত্যা করে, তবে তার প্রতিকার কি সে ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

www.nagorikpathagar.org

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا ۚ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا.

"কোনো মু'মিনকে হত্যা করা কোনো মু'মিনের কাজ নয়, তবে ভুলবশত করলে তা স্বতন্ত্র; এবং কেউ কোনো মু'মিনকে ভুলবশত হত্যা করলে এক মু'মিন দাস মুক্ত করা এবং তার পরিজনবর্গকে রক্তপণ অর্পণ করা বিধেয়, যদি না তারা ক্ষমা করে। যদি সে তোমাদের শত্রুপক্ষের লোক হয় এবং মু'মিন হয় তবে এক মু'মিন দাস মুক্ত করা বিধেয়। আর যদি সে এমন এক সম্প্রদায়ভুক্ত হয় যার সাথে তোমরা অঙ্গীকারবদ্ধ তবে তার পরিজনবর্গকে রক্তপণ অর্পণ এবং মু'মিন দাসমুক্ত করা বিধেয় এবং যে সংগতিহীন সে একাদিক্রমে দুইমাস সিয়াম [*রোযা*] পালন করবে। তাওবার জন্য এটি আল্লাহর ব্যবস্থা এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।" {*৪-সূরা নিসা : ৯২*}

বর্তমানে দাসত্ব প্রথার বিলুপ্তি হয়েছে কাজেই এই আয়াতের বিধান প্রয়োগ করতে গেলে আলেমদের ব্যাখ্যা বা ফাতওয়া দরকার। তবে ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, ইসলামী শরীয়তের উপর প্রতিষ্ঠিত বিচার বিভাগ এবং আহলে সুন্নাহর চার ইমাম (র.) এই আদেশের বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। আর যদি কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ঠাণ্ডা মাথায় প্ল্যান করে বোমা মেরে বা অন্য যেভাবেই হোক, কোনো বিশ্বাসীকে হত্যা করে তবে তার পরিণতি কি সে ব্যাপারেও আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا.

"কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো মু'মিনকে হত্যা করলে, তার শাস্তি জাহান্নাম; সেথায় সে স্থায়ী হবে এবং আল্লাহ তার প্রতি রুষ্ট হবেন। তাকে লানত করবেন এবং তার জন্য মহাশাস্তি প্রস্তুত রাখবেন।" {*৪-সূরা নিসা : ৯৩*}

ঘ) শহীদদের পরেই অন্যান্য বিশ্বাসীরা, তাদের ব্যাপারে আল-কুরআনে অসংখ্য আয়াত রয়েছে। বিশ্বাসীদের মধ্যে ঈমানের গভীরতা এবং জীবন যাপনে বিভিন্ন

www.nagorikpathagar.org

কার্যকলাপে ঈমানের বাস্তবতার ভিত্তিতে বিভিন্ন দলে বিভক্ত: ১) **মুসলিম** [*তাওহীদে বিশ্বাস করে আত্মসমর্পণকারী*]; ২) **মু'মিন** [*তাওহীদে আত্মসমর্পণ করে আল্লাহ-সচেতনায় জীবন-যাপন করে*]; ৩) **মুত্তাকী** [*তাওহীদে আত্মসমর্পণ, সবকাজে আল্লাহ-সচেতনতা অবলম্বন এবং ইহসানের সাথে সব কাজ করতে আপ্রাণ চেষ্টা করে*]। মুসলিমদের মধ্যে উল্লিখিত তিন শ্রেণীর প্রসংগে সূরা আল-মায়েদার ৯৩ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন। এই আয়াতের ভাবার্থ পরিষ্কারভাবে বোঝার জন্য ইংরেজী এবং বাংলা অনুবাদ দেয়া হলো–

"On those who believe and do righteous good deeds [*মুসলিম*], there is no sin on them for what they ate {*before accepting Islam*}, if they fear Allah {*by keeping away from all forbidden things*} and believe and do righteous good deeds [*মু'মিন*], and again fear Allah and believe, and once again fear Allah and do righteous good deeds with Ihsan {*perfection*}[*মুত্তাকী*]. And Allah loves the good doers."

"যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে [*আইনগতভাবে মুসলিম*] তারা পূর্বে যা ভক্ষণ করেছে [*ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পূর্বে*] সেজন্য তাদের কোনো পাপ নেই { *ধর্মান্তর হয়ে যারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে তাদের জন্য এটি সুসংবাদ*}, যদি তারা সাবধান হয় এবং ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, সাবধান হয় ও বিশ্বাস করে [*মু'মিন*], পুনরায় সাবধান হয় { *অর্থাৎ ইহসানের সাথে সব কাজ করার চেষ্টা করে*} এবং সৎকর্ম করে [*মুত্তাকী*] এবং আল্লাহ্ সৎকর্মপরায়ণদেরকে ভালোবাসেন।" *{৫-সূরা মায়েদা : ৯৩}*

১) **মুসলিম**: আইনত বা legally মুসলিম তারাই যারা মানুষের তৈরি সব ধর্ম {*অন্ধবিশ্বাস, মূর্তিপূজা এবং সব ধরনের বিভ্রান্ত চিন্তাভাবনা যেমন আল্লাহ্ তা'আলা পুত্র সন্তান গ্রহণ করেছেন ইত্যাদি*} পরিত্যাগ করে একনিষ্ঠভাবে তাওহীদে বিশ্বাস স্থাপন করে অর্থাৎ কোনো প্রকার চাপে বা ভয়ে নয়, সদিচ্ছায় কালেমা শাহাদাতে বিশ্বাস করে ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তি বাকী চারটি স্তম্ভ ও বিশ্বাসের সবগুলো article এ বিশ্বাসী হয়। সব মুসলিমই এ দলের অন্তর্ভুক্ত। এ দল সম্পর্কে সূরা হুজুরাতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন–

قَالَتِ الْاَعْرَابُ اٰمَنَّا ط قُلْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا وَلٰكِنْ قُوْلُوْٓا اَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْاِيْمَانُ فِىْ
قُلُوْبِكُمْ ط وَاِنْ تُطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ لَا يَلِتْكُمْ مِّنْ اَعْمَالِكُمْ شَيْئًا ط اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

"আরব মরুবাসীগণ বলে, 'আমরা ঈমান আনলাম'; বল, "তোমরা ঈমান আননি

www.nagorikpathagar.org

বরং তোমরা বল, 'আমরা আত্মসমর্পণ [*আসলামনা*] করেছি,' [*মুসলিম হয়েছি*] কারণ ঈমান এখনও তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করেনি। যদি তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর, তোমাদের কর্মফল সামান্য পরিমাণেও লাঘব করা হবে না। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (৪৯-হুজুরাত : ১৪)

অন্তরে একনিষ্ঠভাবে বিশ্বাস স্থাপন করে যারা প্রকাশ্যে সাক্ষ্য দিয়ে বলে যে, আমরা কালেমার অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার একত্ববাদ এবং শেষ রাসূল (সা.)-এর উপর বিশ্বাস স্থাপন করে আত্মসমর্পণ করেছি তারা সকলেই মুসলিম কারণ মুসলিম শব্দের অর্থ- আত্মসমর্পণকারী'। আত্মসমর্পণকারীদের মধ্যেও বিভিন্ন দল রয়েছে, যেমন সাধারণভাবে আত্মসমর্পণ করা [*এ দলের কথাই আল্লাহ তা'আলা সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত নং ১৪তে উল্লেখ করেছেন*] এবং সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করা [*যাদের অন্তর পরিপূর্ণ ঈমানে প্রতিষ্ঠিত*]। আত্মসমর্পণ করলেই যে ইসলামী মূল্যবোধে প্রদত্ত সব বিধিনিষেধ অনুযায়ী কাজ করবে সেটির কোনো নিশ্চয়তা নেই। সাধারণভাবে আত্মসমর্পণ করার পরেও মানুষ ইচ্ছা করলে প্রবৃত্তির চাহিদায় ইসলামী মূল্যবোধের বহির্ভূত কাজ করতে পারে। বর্তমানে মুসলিম উম্মতের বৃহত্তর অংশ নিত্যনৈমিত্তিক কার্যকলাপে এবং ব্যবহারে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করেছে যে, তারা প্রবৃত্তির চাহিদায় পার্থিব জীবনকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে নানাবিধ অপরাধজনিত কাজে জড়িত আছে। সূরা আল-হুজুরাতের ১৪ নম্বর আয়াত ছাড়াও আরো কিছু আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা সাধারণ মুসলিমদের সংজ্ঞা দিয়ে বলেছেন–

"---এবং বল, 'আমি আদিষ্ট হয়েছি যেন আত্মসমর্পণকারীদের [*আসলামা*] মধ্যে আমিই প্রথম হই; আমাকে আরও আদেশ করা হয়েছে, 'তুমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।" *[৬-সূরা আন'আম : ১৪]*

لَا شَرِيكَ لَهُ ۖ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ۝

"তাঁর [*আল্লাহ তা'আলার*] কোনো শরীক নেই এবং আমি এটিই আদিষ্ট হয়েছি এবং আত্মসমর্পণকারীদের [*মুসলিমিন*] মধ্যে আমিই প্রথম।" *{৬-সূরা আন'আম : ১৬৩}*

وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ ۝

"আদিষ্ট হয়েছি, আমি যেন আত্মসমর্পণকারীদের অগ্রণী হই।" *{৩৯-সূরা যুমার : ১২}* অতএব উল্লিখিত আয়াত থেকে সুস্পষ্ট মুসলিম অথবা আত্মসমর্পণ করা হচ্ছে মু'মিন হওয়ার জন্য প্রথম পদক্ষেপ।

২) মু'মিন : মুখে সাক্ষ্য দিয়ে তাওহীদের উপর দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস স্থাপন করার পর যারা ইসলামী মূল্যবোধের বিধিনিষেধ সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে পার্থিব জীবনে প্রতিষ্ঠিত থাকে তারাই মু'মিন অর্থাৎ সত্যিকারে আত্মসমর্পণী বান্দা বা

www.nagorikpathagar.org

মুসলিম। আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর রাসূলের প্রদত্ত বিধিনিষেধে জীবন যাপন করতে তাদের কোনো দ্বিধা-সংকোচ নেই, কোনো প্রকার সন্দেহ পোষণ করে না এবং আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য জাগতিক যে কোনো স্বার্থ ত্যাগে তারা অগ্রণী হয়ে থাকে। পবিত্র-বাণী আল-কুরআনে প্রদত্ত আল্লাহ তা'আলার এবং রাসূলের (সা.) সুন্নাহর আদেশ শুনামাত্রই তা পালন করার জন্য তারা তৈরি থাকে। মু'মিনদের চরিত্র সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَٰئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ ۚ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.

"রাসূল, তাঁর প্রতি তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ হতে যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে সে [*রাসূল (সা.)*] ঈমান আনয়ন করেছে, এবং মু'মিনগণও। তাদের সকলে আল্লাহকে তাঁর ফিরিশতাগণে, তার কিতাবসমূহে এবং তাঁর রাসূলগণে ঈমান আনয়ন করেছে। তারা বলে, 'আমরা তার রাসূলগণের মধ্যে কোনো তারতম্য করি না,' আর তারা বলে, 'আমরা শুনেছি এবং পালন করেছি! হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তোমার ক্ষমা চাই আর প্রত্যাবর্তন তোমারই নিকট।" {*২-সূরা বাকারাহ : ২৮৫*}

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ.

"তারাই মু'মিন যারা আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি ঈমান আনার পর সন্দেহ পোষণ করে না এবং জীবন ও সম্পদ দিয়ে আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে, তারাই সত্যনিষ্ঠ *[সদিকুন]*।" {*৪৯-সূরা হুজুরাত : ১৫*}

ধন-সম্পদ, সময় ও জীবন দিয়ে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য পার্থিব জীবনে সব রকম পথে তারা সংগ্রাম করে। অতএব মু'মিন বান্দা আল্লাহ তা'আলার এবং রাসূলের প্রদত্ত বিধিনিষেধে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণকারী এবং গভীর ঈমানে প্রতিষ্ঠিত। মু'মিনদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আরও বলেছেন–

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۚ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ

www.nagorikpathagar.org

يُنفِقُونَ . أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ۚ لَّهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ .

"মু'মিন তো তারাই যাদের হৃদয় কম্পিত হয় যখন আল্লাহকে স্মরণ করা হয় এবং যখন তাঁর আয়াত তাদের নিকট পাঠ করা হয়; তখন তা [আয়াত] তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে এবং তারা তাদের প্রতিপালকের উপর নির্ভর করে। যারা সালাত [*নামায*] কায়েম করে এবং আমি যা দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে। তারাই প্রকৃত মু'মিন। তাদের প্রতিপালকের নিকট তাদের জন্য রয়েছে মর্যাদা, ক্ষমা এবং সম্মানজনক জীবিকা।" {*৮-সূরা আনফাল : ২-৪*}

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ . تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ .

"হে মু'মিনগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন এক বাণিজ্যের সন্ধান দেব যা তোমাদেরকে রক্ষা করবে মর্মন্তুদ শাস্তি থেকে? তা এই যে, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলে বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং তোমাদের ধন-সম্পত্তি ও জীবন দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করবে? এটিই তোমাদের জন্য শ্রেয় যদি তোমরা জানতে!" {*৬১-সূরা সফ : ১০-১১*}

উপরিউক্ত আয়াতের আলোকে বিশ্বাস এবং কার্যকলাপ সম্পর্কে প্রতিটি মুসলিমের যাচাই করে দেখা উচিত যে, তার ঈমান কোন পর্যায়ে অবস্থান করছে।

৩) মুত্তাকী : মুত্তাকীর স্থান বা মর্যাদা হচ্ছে মু'মিন এবং মুসলিমদের উপরে। একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন মুসলিম উম্মতের কারা মুত্তাকীর পদমর্যাদায় উত্তীর্ণ হয়ে থাকে। তবে মুত্তাকীদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিশেষ কিছু আয়াত আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেছেন, যাতে মুসলিম উম্মাহর মুত্তাকীর পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত হওয়ায় সংগ্রাম করতে পারে। ইতোপূর্বে উল্লিখিত এবং আলোচিত সূরা আল-মায়েদার ৯৩ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তিনটি দলের কথা উল্লেখ করেছেন। তৃতীয় দলে তারাই যারা আল্লাহ তা'আলাকে সর্বক্ষেত্রে ভয় করে, অর্থাৎ আল্লাহ-সচেতন হয়ে জীবন-যাপন এবং ইহসানসহ সব ধরনের ভালো কাজ করার চেষ্টা করে। ইহসান শব্দের অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক তবে আলোচিত বিষয়ে সম্পর্কিত অর্থ হচ্ছে 'আল্লাহ-*সচেতনতায় সব কাজই অত্যন্ত সতর্কতাসহ উৎকৃষ্টভাবে সম্পাদন করার চেষ্টা করা এবং স্মরণ রখতে হয় আল্লাহ তা'আলা তার সবকর্ম দেখছেন'।* জিব্রাইলের (আ.) প্রখ্যাত হাদীস থেকে জানা যায়: জিব্রাইল (আ.) যখন রাসূল (সা.)-কে জিজ্ঞেস করলেন, "what is

www.nagorikpathagar.org

Ihsan (perfection)?" Allah's Messenger (SA) replied` To worship Allah (SWT) as if you see Him, and if you can not achieve this state of that devotion then you must consider that He is watching you." {*Sahee Al-Bukhari, খণ্ড ১, ৪৮, ইংরেজী অনুবাদ}*.

অনুবাদ : ইহসান কি? রাসূল (সা.) বললেন, [ইহসান এই যে] এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে যেন তাঁকে দেখছ; যদি সেটি করতে না পার, তবে তিনি তোমাকে দেখছেন [বলে অনুভব করবে]। *{সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড-১, ৪৮}*

আল্লাহ্ তা'আলাকে চোখে দেখা কারোর পক্ষেই সম্ভব নয়। তাই আল্লাহ-সচেতন হয়ে স্মরণ করতে হয় তিনি আমাদের অন্তরের চিন্তাচেতনা সব জানেন, প্রকাশ্যে ও গোপনে কৃতকর্ম প্রতিমুহূর্তে দেখছেন এবং তাঁর মনোনীত ফিরিশতাগণ সবকর্ম নিবন্ধন করছেন। এমনভাবে প্রতিটি কর্মে মু'মিনের অন্তরে যদি আল্লাহ্ তা'আলার উপস্থিতি [*আল্লাহ তা'আলা তাঁর সীমাহীন জ্ঞান দিয়ে সব কিছু দেখেন এবং জানেন*] সম্পর্কে সচেতনতা থাকে, তখন আশা করা যায় যে, সব কিছুতেই অসৎ পথ পরিত্যাগ করে কাজ সম্পাদনে ন্যায়ের পথ অনুসন্ধান সে করবে। তদুপরি ন্যায় কাজটিও সে যথাসম্ভব উৎকৃষ্ট পন্থায় পরিপূর্ণতার সাথে সম্পাদন করার চেষ্টা করবে। এজন্যই বলা যায়, যাদের অন্তর সর্বদা আল্লাহ-সচেতনতায় জাগ্রত থাকে এবং প্রতিটি কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার প্রত্যয়ে পরিপূর্ণতা অর্জনে চেষ্টা করে তারাই মুত্তাকী। যারা দৃঢ় ঈমানে ইহসানসহ কাজকর্ম করে এবং মুত্তাকীর মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার চেষ্টা করে তাদের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন–

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ
وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ ج وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى
الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِ ج وَاَقَامَ
الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ ج وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا ج وَالصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَاْسَآءِ
وَالضَّرَّآءِ وَحِيْنَ الْبَاْسِ ط اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا ط وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ.

"পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফিরানোতে কোনো পুণ্য নেই; কিন্তু পুণ্য আছে কেউ আল্লাহ্, পরকাল, ফিরিশতাগণ, সমস্ত কিতাব এবং নবীগণে ঈমান আনয়ন করলে এবং আল্লাহ-প্রেমে আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্ত, পর্যটক,

www.nagorikpathagar.org

সাহায্যপ্রার্থীগণকে দান করলে, সালাত কায়েম করলে ও যাকাত প্রদান করলে এবং প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা পূর্ণ করলে, অর্থ-সংকটে দুঃখ-ক্লেশে ও সংগ্রাম-সংকটে ধৈর্যধারণ করলে। এরাই তারা যারা সত্যপরায়ণ এবং মুত্তাকী।" [২-সূরা বাকারাহ : ১৭৭]

الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا إِنَّنَا اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. الصّٰبِرِيْنَ
وَالصّٰدِقِيْنَ وَالْقٰنِتِيْنَ وَالْمُنْفِقِيْنَ وَالْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالْأَسْحَارِ. وَسَارِعُوْا إِلٰى مَغْفِرَةٍ
مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ ۙ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِي
السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ط وَاللّٰهُ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِيْنَ. وَالَّذِيْنَ إِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوْا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا
لِذُنُوْبِهِمْ ص وَمَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا اللّٰهُ قف وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ
يَعْلَمُوْنَ. أُولٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَّغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَجَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ
خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ط وَنِعْمَ أَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ. الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى
جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ج رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ج
سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

"যারা বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ঈমান এনেছি; সুতরাং তুমি আমাদের পাপ ক্ষমা কর এবং আমাদেরকে আগুনের আযাব থেকে রক্ষা কর; তারা ধৈর্যশীল, সত্যবাদী, অনুগত, ব্যয়কারী এবং ঊষাকালে ক্ষমাপ্রার্থী। তোমরা ধাবমান হও স্বীয় প্রতিপালকের ক্ষমার দিকে এবং সেই জান্নাতের দিকে যার বিস্তৃতি আসমান ও জমিনের মতো, যা প্রস্তুত করা হয়েছে মুত্তাকীদের জন্য। যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় ব্যয় করে এবং যারা ক্রোধ সংবরণকারী এবং মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল; আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণদেরকে ভালোবাসেন; এবং যারা কোনো অশ্লীল কার্য করে ফেললে অথবা নিজেদের প্রতি যুলুম করলে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ ব্যতীত কে পাপ ক্ষমা করবে? এবং তারা যা করে ফেলে, জেনে শুনে তারই পুনরাবৃত্তি করে না। তারাই যাদের পুরস্কার তাদের প্রতিপালকের ক্ষমা এবং জান্নাত, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; সেখানে স্থায়ী হবে। এবং সৎকর্মশীলদের পুরস্কার কত উত্তম। যারা

www.nagorikpathagar.org

দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা করে এবং বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি এটি নিরর্থক সৃষ্টি করনি, তুমি পবিত্র, তুমি আমাদেরকে অগ্নি শাস্তি থেকে রক্ষা কর।" { *৩-সূরা আলে-ইমরান : ১৬-১৭, ১৩৩-১৩৬ ও ১৯১* }

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ط وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ۔

"তার অপেক্ষা দ্বীনে কে উত্তম যে সৎকর্মপরায়ণ হয়ে আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করে এবং একনিষ্ঠভাবে ইব্রাহীমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ করে? এবং আল্লাহ ইব্রাহীমকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন।" { *৪-সূরা নিসা : ১২৫* }

উল্লেখিত আয়াতে বর্ণিত দিকনির্দেশনা অনুযায়ী যারা জীবন যাপন করে, তারাই মুত্তাকী। তবে এটি অনস্বীকার্য যে, সাধারণভাবে ইসলামী দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে সকল বিশ্বাসীগণ যারা আল-কুরআন ও শেষ রাসূলসহ অন্যান্য আসমানী কিতাব ও সকল নবী-রাসূল এবং শেষ বিচার দিবসে বিশ্বাসী। এরা কোনো সময়ই অমুসলিম অথবা কাফেরদেরকে মুসলিম উম্মতের ক্ষতি করার জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য করে না। উল্লেখ্য যে, মুসলিম উম্মতের সকল দলই যারা আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের (সা.) উপর বিশ্বাসী এবং আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল (সা.)-এর বর্ণিত গুণাবলিতে প্রতিষ্ঠিত তারা সকলেই আল্লাহ তা'আলার আউলিয়া অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার দলের অন্তর্ভুক্ত।

(২) শয়তানের দল এবং মানুষ শয়তান

মানব সন্তানের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার ও প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে সবরকম সীমালঙ্ঘনে এবং মানুষের মধ্যে ফেতনা [*বিবাদ*] সৃষ্টিতে হিংসা, বিদ্বেষ ও বৈষম্যমূলক আচরণের যে আবির্ভাব ঘটেছে তার জন্য শয়তানের উদ্দেশ্য, ঔদ্ধত্যপূর্ণ প্রতিজ্ঞা, অনুপ্রেরণা, পরিকল্পনা ও কলা-কৌশলই মূলত দায়ী। তবে মানব সন্তানের সাহায্যে ও হস্তক্ষেপেই হত্যা, নিপীড়ন, শোষণ, অত্যাচার, অবিচার, যুদ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদি সংঘটিত হয়ে থাকে। শয়তান অদৃশ্যে থেকে প্রতিমুহূর্তে মানব প্রবৃত্তির চাহিদায় এই অনৈতিক ও অশান্তির কাজে জড়িত হওয়ায় অনুপ্রেরণা দিয়ে যাচ্ছে সেটি তারা বুঝতে পারে না। বস্তুত তারা এগুলোতে জড়িত হয়ে শয়তানের উদ্দেশ্যকে সফল করতে সাহায্য করছে।

♠ মানব সম্প্রদায়ের সদস্য হওয়া সত্ত্বেও অন্য মানবকে যারা অন্যায়ভাবে নানা

www.nagorikpathagar.org

সমস্যার মধ্যে রেখেছে এবং প্রতিনিয়ত নিজেদের স্বার্থে শোষণ করছে তারাই শয়তানের সাহায্যকারী এবং তার দলের অন্তর্ভুক্ত।

♠ জাতি ধর্ম নির্বিশেষে মানব সন্তানের মৌলিক আধিকার ভোগে ও প্রাপ্তিতে বাধাবিঘ্ন সৃষ্টি করছে এবং মানুষের উপর আল্লাহ তা'আলার যে অধিকার আছে তা আদায় করতে যারা সর্বদাই সীমালঙ্ঘন করছে তারাও প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে শয়তানের দলভুক্ত।

আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত করার জন্যই মানুষ ও জিন জাতিকে আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন [*সূরা আয-যারিয়াত, আয়াত নম্বর ৫৬ দ্রষ্টব্য*]। আল-কুরআন থেকে জানা যায়, শয়তানের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত থেকে মানব সন্তানকে দূরে রাখা এবং জীবন যাপনে আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত মূল্যবোধের বিপরীতে মানুষের সৃষ্ট জীবনাদর্শ গ্রহণে অনুপ্রাণিত করা। শয়তানের ঔদ্ধত্যপূর্ণ প্রতিজ্ঞাকে প্রতিহত করতে শয়তানের দল ও বন্ধুদের চরিত্র এবং তাদের কার্যকলাপের ধরন চিহ্নিত করে মানবজাতিকে অবহিত ও সতর্ক করার জন্যই আল্লাহ তা'আলা বিশেষ কিছু আয়াত নাযিল করেছেন। শয়তানের কার্যকলাপ এবং তার দলের চরিত্র ভালোভাবে বুঝার জন্য আল-কুরআনের থেকে কিছু আয়াত উল্লেখ করা হলো। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন–

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ط مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ لا
وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ط إِنَّهُمْ سَاءَ مَا
كَانُوا يَعْمَلُونَ. اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ.
لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ط أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ط هُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ. يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ
أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ ط أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ. اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ
اللَّهِ ط أُولَٰئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ ط أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ.

"তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করনি যারা [*মোনাফেক*] আল্লাহ্ যে সম্প্রদায়ের প্রতি রুষ্ট [*ইয়াহুদী*], তাদের সাথে বন্ধুত্ব করে? তারা তোমাদের দলভুক্ত নয়, তাদের দলভুক্তও নয় এবং তারা জেনে শুনে মিথ্যা শপথ করে। আল্লাহ্ তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন কঠিন শাস্তি। তারা যা করে তা কত মন্দ। তারা তাদের শপথগুলোকে ঢাল [*খারাপ কাজ করার জন্য*] হিসেবে ব্যবহার করে, এইভাবে তারা

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহর পথ হতে মানুষকে নিবৃত্ত করে; তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি। আল্লাহর শাস্তির মোকাবেলায় তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তাদের কোনো কাজে আসবে না; তারাই জাহান্নামের অধিবাসী, সেথায় তারা স্থায়ী হবে। যে দিন আল্লাহ পুনরুত্থিত করবেন তাদের সকলকে, তখন তারা আল্লাহর নিকট সেইরূপ শপথ করবে যেইরূপ শপথ তোমাদের নিকট করে এবং তারা মনে করে যে, এটিতে তারা উপকৃত হবে। তারাই তো মিথ্যাবাদী। শয়তান তাদের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করেছে, ফলে তাদেরকে ভুলিয়ে দিয়েছে আল্লাহর স্মরণ। তারা শয়তানেরই দল! শয়তানের দল অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত।" { *৫৮-সূরা মুজাদালা : ১৪-১৯* }

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ فَقَاتِلُوْٓا اَوْلِيَاۤءَ الشَّيْطٰنِ ۚ اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطٰنِ كَانَ ضَعِيْفًا. وَدُّوْا لَوْ تَكْفُرُوْنَ كَمَا كَفَرُوْا فَتَكُوْنُوْنَ سَوَاۤءً فَلَا تَتَّخِذُوْا مِنْهُمْ اَوْلِيَاۤءَ حَتّٰى يُهَاجِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوْهُمْ وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ ۖ وَلَا تَتَّخِذُوْا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا. وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهٗ لَهَمَّتْ طَّاۤئِفَةٌ مِّنْهُمْ اَنْ يُّضِلُّوْكَ ۗ وَمَا يُضِلُّوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّوْنَكَ مِنْ شَيْءٍ ۗ وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ۗ وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا. اِنْ يَّدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖٓ اِلَّآ اِنٰثًا ۚ وَاِنْ يَّدْعُوْنَ اِلَّا شَيْطٰنًا مَّرِيْدًا. لَّعَنَهُ اللّٰهُ ۘ وَقَالَ لَاَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا. وَّلَاُضِلَّنَّهُمْ وَلَاُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ اٰذَانَ الْاَنْعَامِ وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ ۗ وَمَنْ يَّتَّخِذِ الشَّيْطٰنَ وَلِيًّا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِيْنًا. يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيْهِمْ ۗ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطٰنُ اِلَّا غُرُوْرًا. اُولٰۤئِكَ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۚ وَلَا يَجِدُوْنَ عَنْهَا مَحِيْصًا.

"যারা মু'মিন তারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে এবং যারা কাফের তারা তাগুতের [*শয়তান এবং তার দল*] পথে সংগ্রাম করে; সুতরাং তোমরা শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কর; শয়তানের কৌশল অবশ্যই দুর্বল। তারা [*মোনাফেক এবং কাফের*] এটিই কামনা করে যে, তারা যেরূপ সত্য প্রত্যাখ্যান করেছে তোমরাও সেইরূপ সত্য প্রত্যাখ্যান কর যাতে তোমরা তাদের সমান হয়ে যাও। সুতরাং

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহর পথে হিজরত না করা পর্যন্ত তাদের মধ্যে হতে কাউকেও বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে না; যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে তাদেরকে যেখানে পাবে গ্রেফতার করবে এবং হত্যা করবে [*আয়াতে উল্লিখিত এই অংশের ব্যাখ্যা বুঝার জন্য প্রসিদ্ধ আলেমদের তাফসীরের সাহায্য নেয়ার প্রয়োজন আছে*] এবং তাদের মধ্যে থেকে কাউকেও বন্ধু ও সহায়করূপে গ্রহণ করবে না; আল্লাহ তাঁর শরীক করার অপরাধ ক্ষমা করেন না, এটি ব্যতীত সব কিছু যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং কেউ আল্লাহর শরীক করলে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়। তার পরিবর্তে তারা [*শরীক স্থির করা ব্যক্তিরা, মুশরিক*] দেবীরই পূজা করে এবং বিদ্রোহী শয়তানেরই পূজা করে। আল্লাহ তাকে [*শয়তান, ইবলিস*] লানত করেন এবং সে বলে, আমি অবশ্যই তোমার বান্দাদের এক নির্দিষ্ট অংশকে আমার অনুসারী করে নেব। এবং তাদেরকে পথভ্রষ্ট করবোই; তাদের হৃদয়ে মিথ্যা বাসনার সৃষ্টি করবোই, আমি তাদেরকে নিশ্চয় নির্দেশ দেব এবং তারা পশুর কর্ণচ্ছেদ করবেই এবং তাদেরকে নিশ্চয় নির্দেশ দেব এবং তারা আল্লাহর সৃষ্টি বিকৃত করবেই। আল্লাহর পরিবর্তে কেউ শয়তানকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করলে সে প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সে তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয় এবং তাদের হৃদয়ে মিথ্যা বাসনার সৃষ্টি করে এবং শয়তান তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয় তা ছলনামাত্র। এদেরই আশ্রয়স্থল জাহান্নাম, তা থেকে তারা নিষ্কৃতির উপায় পাবে না।" {*৪-সূরা নিসা : ৭৬, ৮৯, ১১৩, ১১৭-১২১*}

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَـٰرَىٰٓ أَوْلِيَآءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ
وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّـٰلِمِينَ ۔ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ
ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا۟ دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَـٰبَ
مِن قَبْلِكُمْ وَٱلْكُفَّارَ أَوْلِيَآءَ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ۔

"হে মু'মিনগণ! ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদেরকে আউলিয়া [*বন্ধু, সাহায্যকারী বা উপদেশদাতা*] রূপে গ্রহণ করো না, তারা পরস্পর বন্ধু। তোমাদের মধ্যে কেউ তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে সে তাদেরই একজন হবে। আল্লাহ যালেম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না। হে মু'মিনগণ! তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের মধ্যে যারা তোমাদের দ্বীনকে হাসি-তামাশা ও ক্রীড়ার বস্তুরূপে গ্রহণ করে তাদেরকে ও কাফেরদেরকে তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। এবং তোমরা যদি মু'মিন হও তবে আল্লাহকে ভয় কর।" {*৫-সূরা মায়েদা : ৫১ ও ৫৭*}

উপরোক্ত ৫১ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা যা বলেছেন সেটি ৫৭নং আয়াতে

www.nagorikpathagar.org

আরো নির্দিষ্ট করে ব্যাখ্যা করেছেন, কি কারণে তাদেরকে [*খৃষ্টান এবং ইয়াহুদী*] বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না। তাছাড়াও আলেমগণ বর্তমান পরিস্থিতিতে এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, *"মুসলিম উম্মতকে স্বীয় স্বার্থের তাগিদে যারা জোরপূর্বক প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতায় থাকার উদ্দেশ্যে অন্য মুসলিমদের উপর অবৈধভাবে আধিপত্য বিস্তারের জন্য যদি খৃষ্টান-ইয়াহুদীদের সাহায্যকারী হিসেবে গ্রহণ করে বা তাদের সংগে বন্ধুত্ব করে "সেটিই এই আয়াতে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।"* এতদ্ব্যতীত মানবজাতির মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় মানবিক কারণে এবং ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সবাই একে অপরকে সাহায্য করতে পারে। তবে তাদের সংগে বন্ধুত্বের কারণে যদি নিজেদের দ্বীন এবং ইসলামী জীবনাদর্শ প্রতিষ্ঠিত করতে সমস্যা সৃষ্টি হয়, তাহলে মানব অধিকার প্রতিষ্ঠার নামে বন্ধুত্ব করাও নিষিদ্ধ। অর্থাৎ কোনো অবস্থাতেই আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত বিধিনিষেধের বিরোধিতা করা যাবে না। আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থা [*ইসলামী মূল্যবোধ অর্থাৎ শরীয়ত*] সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত না করা পর্যন্ত মানব অধিকারও পুরোপুরিভাবে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হবে না। সেটিতো আজ বিভিন্ন সমাজে, মানবাধিকারে সীমালঙ্ঘন থেকে সুস্পষ্ট। কারণ সকলেই গণতন্ত্রের নামে নিজের তৈরি মতাদর্শের ভিত্তিতে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় নানামুখী সংগ্রামে জড়িত থাকলেও সন্তোষজনক কোনো সমাধান দিতে পারছে না।

لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْۢ بَنِيْٓ اِسْرَاۤءِيْلَ عَلٰى لِسَانِ دَاوٗدَ وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ؕ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ. كَانُوْا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُّنْكَرٍ فَعَلُوْهُ ؕ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ. تَرٰى كَثِيْرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ اَنْفُسُهُمْ اَنْ سَخِطَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَفِى الْعَذَابِ هُمْ خٰلِدُوْنَ. وَلَوْ كَانُوْا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالنَّبِيِّ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوْهُمْ اَوْلِيَاۤءَ وَلٰكِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ.

"বনী-ইসরাঈলের মধ্যে যারা কুফরি করেছিল তারা দাউদ ও মরিয়ম তনয় কর্তৃক অভিশপ্ত হয়েছিল- এই হেতু যে, তারা ছিলো অবাধ্য ও সীমালঙ্ঘনকারী [*আল্লাহর রাসূলদের অবাধ্যতা*]। তারা যেসব গর্হিত কার্য [*মুনকার*] করতো তা থেকে তারা একে অন্যকে বারণ করতো না। তারা যা করতো তা কতই না নিকৃষ্ট! তাদের অনেককে [*ইয়াহুদীর মধ্যে থেকে যারা মুসলিম হয়েও*] তুমি কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবে। কত নিকৃষ্ট তাদের কৃতকর্ম যে কারণে আল্লাহ তাদের উপর ক্রোধান্বিত হয়েছেন। তাদের শাস্তি ভোগ স্থায়ী হবে। তারা আল্লাহ, নবীতে ও তাঁর [*রাসূল (সা.)*] প্রতি যা [*আল-কুরআন*] অবতীর্ণ হয়েছে তাতে বিশ্বাসী হলে

www.nagorikpathagar.org

তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করতো না, কিন্তু তাদের অনেকে সত্যত্যাগী।" { *৫-সূরা মায়েদা : ৭৮-৮১* }

ইয়াহুদীদের যারা আইনসম্মত [*মুখে মুসলিম কিন্তু অন্তরে তার বিপরীত*] মুসলিম হয়েছিল [*মদীনাতে*], তারা মুসলিম উম্মাহর ক্ষতি করার জন্যই গোপনে অবিশ্বাসীদের সাথে বন্ধুত্ব করতো। এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের কার্যকলাপের কথাই উল্লেখ করেছেন। তাদের মোনাফেকি আচরণের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে অভিশপ্ত করেছেন। লক্ষণীয়, আজও মুসলিম উম্মতের অনেকেই নামধারী মুসলিম হয়ে পূর্বের মতই এই ধরনের কাজে জড়িত আছে। অতএব উল্লিখিত আয়াতে বর্ণিত বিষয়বস্তু সর্বকালের জন্য প্রযোজ্য। আল্লাহ্ তা'আলা এদেরকে সতর্ক করে বলেছেন তোমরা যদি আল্লাহ তা'আলা এবং আল-কুরআনে সত্যিকারে বিশ্বাসী হও অর্থাৎ প্রকৃতভাবে মুসলিম হও তাহলে পার্থিব জীবনের সাময়িক স্বার্থের প্রয়োজনে তোমরা তাদের সংগে বন্ধুত্ব করতে পার না ।

وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ
نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ ق لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلِيٌّ وَّلَا شَفِيعٌ ج وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ
لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا ط أُولٰٓئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا ج لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَّعَذَابٌ
أَلِيمٌۢ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ۔

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ج يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِّنَ الْإِنْسِ ج وَقَالَ أَوْلِيٰٓؤُهُمْ
مِّنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَّبَلَغْنَآ أَجَلَنَا الَّذِيٓ أَجَّلْتَ لَنَا ط قَالَ
النَّارُ مَثْوٰىكُمْ خٰلِدِينَ فِيهَآ إِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ط إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ۔ وَكَذٰلِكَ نُوَلِّي
بَعْضَ الظّٰلِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۔ يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ
مِّنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِي وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ط قَالُوا شَهِدْنَا عَلٰى
أَنْفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلٰٓى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كٰفِرِينَ ۔

"যারা তাদের দ্বীনকে ক্রীড়া কৌতুকরূপে গ্রহণ করে এবং পার্থিব জীবন যাদেরকে প্রতারিত করে তুমি তাদের সংগ বর্জন কর এবং এটি দিয়ে [*আল-কুরআন*] তাদেরকে উপদেশ দাও, যাতে কেউ নিজ কৃতকর্মের জন্য ধ্বংস না হয়, যখন *[শেষ বিচার দিবসে]* আল্লাহ্ ব্যতীত তার কোনো অভিভাবক ও সুপারিশকারী থাকবে না। এবং

www.nagorikpathagar.org

বিনিময়ে সব কিছু দিলেও তা গৃহীত হবে না; এরাই কৃতকর্মের জন্য ধ্বংস হবে, কুফরি হেতু এদের জন্য রয়েছে গরম পানীয় ও মর্মন্তুদ শাস্তি।

যেদিন তিনি তাদের সকলকে একত্র করবেন এবং বলবেন, 'হে জিন সম্প্রদায়! তোমরা বহু লোককে [*মানবজাতির*] তোমাদের অনুগামী করেছিলে, 'এবং তাদের [*জিন শয়তানদের বন্ধুরা*] মানব বন্ধুগণ বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের মধ্যে কতক অপরের দিয়ে লাভবান হয়েছি [*পার্থিব জীবনের সুখ শান্তির জন্য সব রকম অন্যায় কাজের মাধ্যমে*] এবং তুমি আমাদের জন্য যে সময় নির্ধারিত করেছিলে এখন আমরা তাতে [*শেষ বিচার দিনে*] উপনীত হয়েছি; সেদিন আল্লাহ্ বলবেন, জাহান্নামই তোমাদের বাসস্থান, তোমরা সেথায় স্থায়ী হবে, যদি না আল্লাহ্ অন্য রকম ইচ্ছা করেন। তোমার প্রতিপালক অবশ্যই প্রজ্ঞাময়, সর্বশেষ অবহিত। এইরূপে তাদের কৃতকর্মের [*কুফরির, অবাধ্যতা*] জন্য যালেমদের একদলকে অন্যদলের বন্ধু করে থাকি। আমি তাদেরকে বলব, 'হে জিন ও মানব সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্য থেকে কি রাসূলগণ তোমাদের নিকট আসেনি যারা আমার নিদর্শন তোমাদের নিকট বিবৃত করতো এবং তোমাদেরকে এই দিনের সম্মুখীন হওয়া সম্বন্ধে সতর্ক করতো? তারা বলবে, আমরা আমাদের অপরাধ স্বীকার করলাম। বস্তুত পার্থিব জীবন তাদেরকে প্রতারিত করেছিল, আর তারা যে কাফির ছিলো তারা তা স্বীকার করবে।" { *৬-সূরা আন'আম : ৭০, ১২৮-১৩০* }

يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ لَا يَفۡتِنَنَّكُمُ ٱلشَّيۡطَٰنُ كَمَآ أَخۡرَجَ أَبَوَيۡكُم مِّنَ ٱلۡجَنَّةِ يَنزِعُ عَنۡهُمَا لِبَاسَهُمَا
لِيُرِيَهُمَا سَوۡءَٰتِهِمَآۚ إِنَّهُۥ يَرَىٰكُمۡ هُوَ وَقَبِيلُهُۥ مِنۡ حَيۡثُ لَا تَرَوۡنَهُمۡۗ إِنَّا جَعَلۡنَا ٱلشَّيَٰطِينَ
أَوۡلِيَآءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ. وَإِذَا فَعَلُواْ فَٰحِشَةً قَالُواْ وَجَدۡنَا عَلَيۡهَآ ءَابَآءَنَا وَٱللَّهُ
أَمَرَنَا بِهَاۗ قُلۡ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأۡمُرُ بِٱلۡفَحۡشَآءِۖ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعۡلَمُونَ. فَرِيقًا
هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيۡهِمُ ٱلضَّلَٰلَةُۚ إِنَّهُمُ ٱتَّخَذُواْ ٱلشَّيَٰطِينَ أَوۡلِيَآءَ مِن دُونِ ٱللَّهِ
وَيَحۡسَبُونَ أَنَّهُم مُّهۡتَدُونَ.

"হে বনী আদম! শয়তান যেন তোমাদেরকে কিছুতেই প্রলুব্ধ না করে যেভাবে তোমাদের পিতামাতাকে [*আদম-হাওয়া*] সে জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত করেছিল, তাদেরকে তাদের লজ্জাস্থান দেখানোর জন্য বিবস্ত্র করেছিল। সে নিজে এবং তার দল তোমাদেরকে এমনভাবে দেখে যে, তোমরা তাদেরকে দেখতে পাও না; যারা ঈমান আনে না শয়তানকে আমি তাদের অভিভাবক করেছি। যখন তারা কোনো অশ্লীল আচরণ করে তখন বলে, 'আমরা আমাদের পূর্ব পুরুষকে এটা করতে

www.nagorikpathagar.org

দেখেছি এবং আল্লাহও আমাদেরকে এর নির্দেশ দিয়েছেন। বল, আল্লাহ্ অশ্লীল আচরণের নির্দেশ দেন না। তোমরা কি আল্লাহ্ সম্বন্ধে এমন কিছু বলছ যে বিষয়ে তোমাদের কোনো জ্ঞান নেই? একদলকে তিনি সৎপথে পরিচালিত করেছেন এবং অপর দলের পথ-ভ্রান্তি সংগতভাবে নির্ধারিত হয়েছে। তারা আল্লাহ্‌কে ছেড়ে শয়তানকে তাদের অভিভাবক করেছিল ও নিজেদেরকে তারা সৎপথগামী মনে করতো।" { *৭-সূরা আরাফ : ২৭, ২৮ ও ৩০* }

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْٓا اٰبَآءَكُمْ وَاِخْوَانَكُمْ اَوْلِيَآءَ اِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْاِيْمَانِ ۭ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاُولٰۗىِٕكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ۔

قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلَا يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَلَا يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ ۔

"হে মু'মিনগণ! তোমাদের পিতা ও ভ্রাতা যদি ঈমান অপেক্ষা কুফরিকে শ্রেয় জ্ঞান করে, তবে তাদেরকে অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করো না। তোমাদের মধ্যে যারা তাদেরকে অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করে তারাই যালেম।

যাদের [*ইয়াহুদী এবং খৃষ্টান*] প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে তাদের মধ্যে যারা আল্লাহে ঈমান আনেনা ও পরকালেও নয় এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল যা নিষিদ্ধ করেছেন তা নিষিদ্ধ করেনা এবং সত্য দ্বীন [*ইসলাম*] অনুসরণ করেনা, তাদের সাথে যুদ্ধ করবে, যে পর্যন্ত না তারা নত হয়ে স্বহস্তে জিযিয়া দেয়।" { *৯-সূরা তাওবা : ২৩ ও ২৯* }

পূর্ববর্তীতে নাযিলকৃত কিতাবসমূহে { *তাওরাত ও ইঞ্জিল* } ইয়াহুদী এবং খৃষ্টান সম্প্রদায় বিশ্বাসী হলেও, উপরোল্লিখিত ২৯ নম্বর আয়াতে বর্ণিত চারটি কারণে তারা অবিশ্বাসী হিসেবে গণ্য হয়। যুদ্ধের ব্যাপারে এই আয়াতে যে আদেশ দিয়েছেন সেটি সব ইয়াহুদী এবং খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে নয়। যারা মুসলিম উম্মতকে নানাভাবে শোষণ ও যুলুম করে এবং তাদেরকে নিজের ভূমি থেকে বহিষ্কার করে একমাত্র তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আদেশ আল্লাহ্ তা'আলা দিয়েছেন। ইসলামী করের ভিত্তিতে পরিচালিত রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলিমদের নিরাপত্তা ও দেশরক্ষায় যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা থেকে অব্যাহতির জন্য যে কর দিতে হয় তাকে জিযিয়া বলা হয়। অমুসলিমরা ইসলামী শাসনে নিজেদের ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সাংস্কৃতিক আচার আচরণসহ অন্য সবরকম সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে পারে এবং ইসলামী দ্বীনের ব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠিত সরকার তাদের ধর্ম পালনে সবরকম

www.nagorikpathagar.org

নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেবে। অথচ রাষ্ট্রের নিরাপত্তায় তাদের শারীরিকভাবে যুদ্ধে অংশ গ্রহণে কোনো দায়দায়িত্ব থাকবে না।

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرُ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ط ذَٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ ج يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ ط قَاتَلَهُمُ اللَّهُ ج أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ. اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ ج وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَّاحِدًا ج لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ط سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ.

"ইয়াহুদীরা বলে, 'উযায়ের আল্লাহর পুত্র এবং খৃষ্টান বলে, 'মসীহ আল্লাহর পুত্র। এটি তাদের মুখের কথা। পূর্বে যারা কুফরি করেছিল তারা তাদের মতো কথা বলে। আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করুন। তারা কেমন করে সত্য বিমুখ হয় [*যদিও তারা আল্লাহ তা'আলার নাযিলকৃত আসমানী কিতাবে বিশ্বাসী হিসেবে দাবি করে*]। তারা আল্লাহ ব্যতীত তাদের পণ্ডিতগণকে ও সংসার বিরাগীদেরকে তাদের 'আরবাব' রূপে গ্রহণ করেছে এবং মরিয়ম তনয় মসীহকেও। কিন্তু তারা এক ইলাহের 'ইবাদত করার জন্যই আদিষ্ট হয়েছিল। তিনি ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ নেই। তারা যাকে শরীক করে তা থেকে তিনি কত পবিত্র।" { *৯-সূরা তাওবা : ৩০-৩১* }

[*উল্লেখ্য রব-এর বহুবচন 'আরবাব*] অর্থাৎ ধর্মের বিধিনিষেধ নির্ধারণ করার মালিক। 'রব (প্রভু)' শব্দটি ব্যবহার করা হয় একমাত্র আল্লাহ তা'আলার ক্ষেত্রে, যেমন "রব্বানা" শব্দের অর্থ 'হে আমাদের প্রতিপালক'। আরবাব 'রব'-এর বহুবচন হওয়ায় একমাত্র মানুষের তৈরি একাধিক প্রভুদের ক্ষেত্রে এই শব্দ ব্যবহার করা হয়। 'আল্লাহ' শব্দের কোনো লিংগ এবং বচনও নেই তাই আরবাব শব্দ আল্লাহ তা'আলার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় না। হালাল-হারামের বিধান একমাত্র আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর পক্ষ থেকে নবী-রাসূলগণ দিতে পারেন। কিন্তু খৃষ্টান ও ইয়াহুদী আলেমগণ (রাবাইরা) তাদের খেয়াল খুশি মতো ইয়াহুদী এবং খৃষ্টানদের জন্য হালাম-হারাম নির্ধারণ করতেন এবং সাধারণ মানুষ সেটি বিনা দ্বিধায় মেনে নিতো। তাই পরোক্ষভাবে তাদের আলেমদেরকে তারা আল্লাহ তা'আলার সংগে শরীক করতো এবং এখনও সেটি তারা করছে।

يُرِيدُونَ أَنْ يُّطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُّتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ط وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ.

www.nagorikpathagar.org

"তারা [*খৃষ্টান, ইয়াহুদী এবং অবিশ্বাসীগণ*] তাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহর জ্যোতি [*আল-কুরআন-আস-সুন্নাহ অর্থাৎ ইসলাম*] নির্বাপিত করতে চায়। কাফেরগণ অপ্রীতিকর মনে করলেও আল্লাহ তাঁর জ্যোতির [আল-কুরআনের ভিত্তিতে *ইসলামী মূল্যবোধের শ্রেষ্ঠত্ব*] পূর্ণ উদ্ভাসন ব্যতীত অন্য কিছু চান না। হে মু'মিনগণ! পণ্ডিত [*ইয়াহুদীদের আলেম*] এবং সংসার বিরাগীদের [*খৃষ্টানদের পাদ্রী*] মধ্যে অনেকে লোকের ধন অন্যায়ভাবে ভোগ করে থাকে এবং লোককে আল্লাহর পথ হতে নিবৃত্ত করে। আর যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য পুঞ্জীভূত করে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না তাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দাও।" { *৯-সূরা তাওবা : ৩২ ও ৩৪* }

[আজও খৃষ্টানদের অনেক পাদ্রী Church-এর ধন-সম্পদ আত্মসাৎ করছে। বিভিন্ন খৃষ্টান দেশে অনেকবার এই রকম ঘটনার অবতারণা হয়েছে। অনেক পাদ্রী এই কারণে জেল খেটেছে এবং আজও খাটছে। আর মানুষকে আল্লাহর তা'আলার পথ থেকে নিবৃত্ত করায় তাদের বিরামহীন তৎপরতা সম্পর্কে সকলেরই জানা আছে। খৃষ্টান মিশনারী আজ সারা দুনিয়ার Network করে আর্থিক সাহায্য ও চিকিৎসার সুবাদে মানুষদেরকে শিরক { *ঈসা (আ.)কে আল্লাহ তা'আলা পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেছেন এই কথা বিশ্বাস করা* } করতে বাধ্য করছে]। যদিও সাধারণ জনগণের সেটি বোধগম্য নয়।

يَٰٓأَبَتِ لَا تَعْبُدِ ٱلشَّيْطَٰنَ ۖ إِنَّ ٱلشَّيْطَٰنَ كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ عَصِيًّا . يَٰٓأَبَتِ إِنِّىٓ أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَٰنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَٰنِ وَلِيًّا . قَالَ أَرَاغِبٌ أَنتَ عَنْ ءَالِهَتِى يَٰٓإِبْرَٰهِيمُ ۖ لَئِن لَّمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ ۖ وَٱهْجُرْنِى مَلِيًّا .

"হে আমার পিতা! শয়তানের ইবাদত করো না। শয়তান তো দয়াময়ের অবাধ্য। হে আমার পিতা! আমি আশংকা করি, তোমাকে দয়াময়ের [*আল্লাহর*] শাস্তি স্পর্শ করবে এবং তুমি হয়ে পড়বে শয়তানের বন্ধু।' পিতা বললো, 'হে ইব্রাহীম! তুমি কি আমার দেব-দেবী থেকে বিমুখ? যদি তুমি নিবৃত্ত না হও তবে আমি প্রস্তরাঘাতে তোমার প্রাণনাশ করবোই; তুমি চিরদিনের জন্য আমার নিকট থেকে দূর হয়ে যাও।" { *১৯-সূরা মরিয়ম : ৪৪-৪৬* }

"হে মু'মিনগণ! আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে [*অবিশ্বাসী, মূর্তিপূজক*] বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, তোমরাই তাদের সাথে বন্ধুত্ব করছ, অথচ তারা তোমাদের নিকট যে সত্য [*আল-কুরআন/ইসলাম*] এসেছে, তা প্রত্যাখ্যান করেছে, রাসূলকে এবং তোমাদেরকে বহিষ্কার করেছে [*যেমন মক্কার মুশরিক কুরাইশ মক্কা থেকে মুসলমানদেরকে বহিষ্কার করেছিল। বর্তমানে ইহুদীরা জেরুজালেমে একই ধরনের ব্যবহার করছে*] এই কারণে যে, তোমরা তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহকে বিশ্বাস কর। যদি তোমরা আমার

www.nagorikpathagar.org

সন্তুষ্টি লাভের জন্য আমার পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে বহির্গত হয়ে থাক তবে কেন তোমরা তাদের সাথে গোপনে বন্ধুত্ব করছ? তোমরা যা গোপন কর এবং তোমরা যা প্রকাশ কর তা আমি সম্যক অবহিত। তোমাদের মধ্যে যে কেউ এটি করে সে তো বিচ্যুত হয় সরল পথ থেকে।" {*৬০-সূরা মুমতাহিনা : ১*}

এই আয়াত নাযিল হওয়ার কারণ ছিলো: মক্কা বিজয় অভিযানের প্রস্তুতি শুরু হলে হাতেব ইবন আলী বালতা'আ (রা.) এই অভিযানের সংবাদ গোপনে এক চিঠির মাধ্যমে মক্কাবাসীকে (*নিজের আত্মীয়স্বজনকে*) জানিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। তিনি ধারণা করেছিলেন মক্কা বিজয়ের পর প্রতিশোধ নেয়ার জন্য হয়ত মক্কাবাসীদের অনেক ব্যক্তিকে হত্যা করবে। তাই নিজের আত্মীয় স্বজনকে আগেই পত্র পাঠিয়ে সতর্ক করেছিলেন। ইবন বালতা'আর (রা.) আদি বাসস্থান ছিলো ইয়ামেনে কিন্তু তার নিজস্ব পরিবার ছিলো মক্কায়। মক্কায় তার কোনো আত্মীয়স্বজন না থাকায় নিজের পরিবারের নিরাপত্তা নিয়ে তিনি সংকিত ছিলেন তাই এই ধরনের কাজ করেছিলেন। সর্বজ্ঞ আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে রাসূল (সা.)-কে বিষয়টি জানিয়ে দিলে রাসূল (সা.) লোক পাঠিয়ে সে চিঠি উদ্ধার করেন। হাতেব (রা.) নিজের অন্যায় স্বীকার করে ক্ষমাপ্রার্থী হয়েছিলেন। তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয় কারণ তিনি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাছাড়া তার এ কাজের পেছনে খারাপ কোনো উদ্দেশ্য ছিলো না।

কিন্তু বলার অপেক্ষা রাখে না যে, উম্মতের অজ্ঞ ব্যক্তিরা না বুঝে এই ধরনের অন্যায় কাজে সর্বদাই জড়িত থাকে। তারা সাধারণত অর্থ সম্পদের লোভে ও ক্ষমতায় অবৈধভাবে বহাল থাকার প্রত্যয়ে অথবা অবিশ্বাসীদের প্রশংসা অর্জনের প্রত্যাশায় মুসলিম উম্মতের ক্ষতি করতে দ্বিধা করে না। এই অনৈতিক কাজে জড়িত হয়ে শান্তিপূর্ণ ইসলাম ধর্মের ভাবমূর্তি নষ্ট করে ইসলামের প্রগতিতে বাধার সৃষ্টি করে। সাহাবারা ব্যক্তি স্বার্থ, ধন-সম্পদ এবং খ্যাতি লাভের জন্য এইরকম কোনো কাজই করেনি। হাতেব ইবনে বালতা'আর (রা.) অন্যায় ছিলো অতি সামান্য, তবুও তিনি বিলম্ব না করে অনুতপ্ত হৃদয়ে ক্ষমা প্রার্থী হয়েছিলেন। হাতেব ইবনে বালতা'আর (রা.) পত্র মক্কাবাসীর হস্তগত হলেও মক্কা বিজয়ে মুসলিম উম্মতের সংঘবদ্ধ সংগ্রামের বিপরীতে দাঁড়ানোর কোনো ক্ষমতা মক্কাবাসীর ছিলো না। তবুও এই আয়াত দিয়ে আল্লাহ তা'আলা মুসলিম উম্মাহকে সতর্ক করেছেন যাতে তারা কোনো সময়ই এই ধরনের কাজ আর না করে। সাহাবাদের এই সামান্য অন্যায়ের সাথে বর্তমানে মুসলিম উম্মতের ক্ষতি করতে বিশেষ একটি দল যে সমস্ত অন্যায়ে করছে তার কোনো তুলনা হয় না। সাহাবাগণ জীবনের সবকিছুই উৎসর্গ করেছিলেন ইসলামের প্রগতি এবং আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য।

www.nagorikpathagar.org

আল-কুরআনে এই প্রসংগে আরও আয়াত রয়েছে, তবে আশা করা যায় উল্লেখিত আয়াত আলোচ্য বিষয় বুঝার জন্য যথেষ্ট। আয়াতের শিক্ষণীয় বিষয় সম্পর্কে আলোচনার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। স্পষ্টভাবে বোঝানোর জন্যই শিক্ষণীয় বিষয়গুলোকে বিভিন্ন শিরোনামে বিভক্ত করা হয়েছে। শয়তানের দল এবং তার আউলিয়া তারাই, যারা:

(১) আল্লাহ তা'আলার তাওহীদে [*একত্ববাদে*] বিশ্বাসী নয়। (২) আল্লাহ তা'আলার সত্য দ্বীন [*আল-ইসলাম অর্থাৎ আল-কুরআনের পবিত্র বাণী*] প্রচারে বাধাবিঘ্ন ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। (৩) আল্লাহ তা'আলার নির্দেশের বিরোধিতা করে। অহংবোধে ঔদ্ধত্যের সাথে আল্লাহ তা'আলার এবং তাঁর রাসূল (সা.)-এর আহ্বানকে উপেক্ষা করে। (৪) বাপ-দাদার প্রচলিত বিভ্রান্তিমূলক বিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং সত্য ধর্ম সম্বন্ধে সুস্পষ্টভাবে অবগত হওয়া সত্ত্বেও অহংবোধে তাদের পূর্বের বিশ্বাসে তারা অবিচল থাকে। (৫) আল্লাহ তা'আলার শরীক স্থির করে আল্লাহ তা'আলার পরিবর্তে অন্য বস্তুর ইবাদত করে। (৬) দ্বীনের ব্যাপারে ভ্রান্ত মতবাদ তৈরি করে মানুষদেরকে বিপথগামী করে অথবা বিপথগামী হতে সাহায্য করে অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার পরিবর্তে নিজেদের তৈরি ভ্রান্ত বিশ্বাস অনুযায়ী ইবাদত করে। (৭) এক আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্যদের ইবাদত করা হলো শয়তানের বন্দেগি করা এবং শয়তানের অবাধ্য প্রকৃতিতে, আত্মগরিমায়, ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণে এবং অহংকারে সাহায্য করা। (৮) ইব্রাহীম (আ.) বাবাকে স্মরণ করিয়ে বলেছিলেন আপনি শয়তানের আউলিয়া হয়ে আল্লাহ তা'আলার অবাধ্য হবেন না। কারণ তার বাবা ছিলো মূর্তিপূজক এবং মূর্তি তৈরি করে বিক্রয় করতো। [*মূর্তিপূজকদের ব্যাপারে, 'সামারা বিন জুনদুব (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল (সা.) বলেছেন, "যদি কেউ (মুসলিম) কোনো মুশরিক (মূর্তিপূজক) এর সাথে বসবাস করে, তার জীবন ব্যবস্থা অনুসরণ করে এবং তার (মুশরিকদের) ধর্মকে/ধর্মের ব্যবস্থায় সমর্থন দেয় তাহলে সে (নামে মুসলিম) তাদের (মুশরিকদের) একজন।" [আবু দাউদ*] এক্ষেত্রে সমর্থন দেয়ার অর্থ হচ্ছে ধর্মীয় সংস্কৃতিকে নিজের সংস্কৃতি হিসেবে গ্রহণ করা। এবং ইসলাম ধর্ম বিরোধী সংস্কৃতিকে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পালন করা এবং সামাজিক জীবনে আনুষ্ঠানিকতায় ইত্যাদিতে পরিণত করা। (৯) শয়তানের মতবাদকে [*আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত জীবনাদর্শের বিপরীতে যে সমস্ত ব্যবস্থা আছে*] প্রতিষ্ঠিত করার জন্য শয়তানের পক্ষ সমর্থনে যুদ্ধ করে। (১০) আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতার উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল না হয়ে আল্লাহ তা'আলার অন্য সৃষ্টির [*যেমন মানুষ এবং অন্যান্য যাবতীয় সৃষ্টি*] শক্তিকে বেশি প্রাধান্য দেয়। (১১) মুশরিক, শিরক উদ্ভাবনকারী সম্প্রদায়ের [*খৃষ্টান এবং ইয়াহুদী*] সাথে নিজেদের ব্যক্তি স্বার্থে বন্ধুত্ব করে এবং তাদেরকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করে। (১২) অবিশ্বাসীদের সংগে বন্ধুত্ব

www.nagorikpathagar.org

করে অবৈধ চাহিদা পূরণের জন্য শাসনের নামে ব্যক্তি মুসলিম এবং মুসলিম উম্মতকে শোষণ করে। স্বেচ্ছাচারী হয়ে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য অবিশ্বাসীদের সাহায্য গ্রহণ করে। (১৩) আল্লাহ্ তা'আলার প্রদত্ত বিধানের বিষয়বস্তু নিয়ে হাসি-তামাশা এবং অবজ্ঞা করে। (১৪) পার্থিব ক্ষণস্থায়ী জীবনকে প্রাধান্য দিয়ে আখেরাতের চিরস্থায়ী জীবনকে নানা ধরনের অবৈধ কাজে জড়িত হয়ে বিসর্জন দেয়। অর্থাৎ পার্থিব জীবনে ভোগবিলাসের স্বার্থে আল্লাহ্ তা'আলার প্রদত্ত বিধিনিষেধের বিপরীতে জীবন যাপন করে। (১৫) অবৈধ চাহিদাকে [*নাফস প্রবৃত্তির চাহিদা*] উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করে স্বীয় চাহিদা পূরণের জন্য অনুপ্রাণিত হয়ে নানাবিধ অন্যায় কাজে জড়িত হয়, ফলে তারা মনুষ্য ব্যক্তিত্ব হারিয়ে জীবজন্তুর চেয়েও খারাপ হয়ে যায়। এ প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন–

أَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ ط أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا.

"তুমি কি দেখ না তাকে, যে তার কামনা-বাসনাকে [*প্রবৃত্তির চাহিদা*] ইলাহরূপে [*উপাস্য বা ইবাদত বন্দেগির জন্য বস্তু*] গ্রহণ করে? তবু কি তুমি [*মুহাম্মদ (সা.) এবং সব মুসলিম*] তার কর্মবিধায়ক হবে?" { *২৫-সূরা ফুরকান : ৪৩* }

অর্থাৎ এই ব্যক্তিকে হেদায়াতের পথে আহ্বান করলেও তারা হেদায়াত পাবে না অথবা হেদায়াত পাওয়ার যোগ্যতা তাদের নেই। কারণ কামনা-বাসনা [*প্রবৃত্তির চাহিদা*] পূরণের জন্য তারা এতোটাই উদ্দীপিত এবং বিপথগামী যে, সৎপথের আহ্বান শুনার সময় এবং বোঝার ক্ষমতা তাদের নেই। এরা অবুঝ পশুর চেয়েও অধম, ৪৪নং আয়াত থেকে সেটি সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায়।

أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ ط إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا.

"তুমি কি মনে কর যে, তাদের অধিকাংশ শুনে ও বুঝে? তারা তো পশুরই মতো; বরং তারা আরও অধম!" { *২৫-সূরা ফুরকান : ৪৪* }

(১৬) শয়তানের ঔদ্বত্যপূর্ণ প্রতিজ্ঞায় সাহায্যকারী। অর্থাৎ আদম (আ.)-কে সিজদা করতে অস্বীকার করে শয়তান অহংবোধে ঔদ্ধত্যের সাথে আল্লাহ তা'আলার অনুরাগী আবদকে বিপথগামী করার যে প্রতিজ্ঞা করেছে সে প্রতিজ্ঞা বাস্তবে পরিণত করতে সাহায্যকারী, শয়তানের ঔদ্ধত্যপূর্ণ প্রতিজ্ঞার ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন–

قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ. قَالَ أَنظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ. قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ

www.nagorikpathagar.org

لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِّنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ
وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ ۖ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ.

"তিনি বললেন, 'এই স্থান থেকে নেমে যাও, এখানে থেকে অহংকার করবে, এটি হতে পারে না। সুতরাং বের হয়ে যাও, তুমি অধমদের অন্তর্ভুক্ত।' সে বললো, 'পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দাও।' তিনি বললেন, 'যাদেরকে অবকাশ দেয়া হয়েছে তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হলে। সে বললো, তুমি আমাকে শাস্তি দান করলে, এই জন্য আমিও তোমার সরল পথে মানুষের জন্য নিশ্চয় ওঁত পেতে থাকব; অতঃপর আমি তাদের নিকট আসবই তাদের সম্মুখ, পশ্চাৎ, দক্ষিণ ও বাম দিক হতে এবং তুমি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবে না।" { *৭-সূরা আরাফ : ১৩-১৭*}

সূরা আরাফের ১৬ এবং ১৭ আয়াত, আলোচিত বিষয়ের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই ইবনে কাসীরের তাফসীর থেকে এর ব্যাখ্যা দেয়া হলো। ইবনে কাসীর (র.) বলেছেন, "তোমার সরল পথ" বলতে বুঝায় সত্যের পথ, যে পথের সাহায্যে নিরাপত্তা অর্জন করা [আল্লাহ তা'আলার শাস্তি থেকে]। ইমাম আহমাদ (র.) মুসনাদে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা.) বলেছেন, 'Shaytan sat in wait for the Son of Adam in all his paths. He sat in the path of Islam, saying, 'Would you embrace Islam and abandon your religion and the religion of your forefathers'? However, the Son of Adam disobeyed Shaytan and embraced Islam. So Shaytan sat in the path of Hijrah [migration in the cause of Allah], saying, 'Would you migrate and leave your land and sky?' But the parable of the Muhajir is that of a horse in his stamina, so he disobeyed Shaytan and migrated. So Shaytan sat in the path of Jihad, against one's self and with his wealth, saying, 'If you fight, you will be killed, your wife will be married and your wealth divided.' So he disobeyed him and performed Jihad. Therefore, whoever among them [Children of Adam] does this and dies, it will be a promise from Allah that He (SWT) admits him into Paradise. If he is killed,

www.nagorikpathagar.org

it will be a promise from Allah that He admits him into Paradise. If he drowns, it will be a promise from Allah that he admits him into Paradise. If the animal breaks his neck, it will be a promise from Allah that He admits him into Paradise." [Ibn Kathir, Vol. 4, Page 32; Ahmad 3:483]

অনুবাদ : রাসূল (সা.) বলেছেন, আদম সন্তানের সকল পথেই শয়তান ওঁত পেতে বসে থাকে। সে ইসলামের পথে বসে থেকে বলে, তুমি কি নিজস্ব ধর্ম এবং পূর্বপুরুষের ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবে? তা সত্ত্বেও আদম সন্তান শয়তানের অবাধ্য হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। অতঃপর শয়তান হিজরতের *[আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য স্বীকার করে তাঁর সন্তুষ্টির জন্য প্রয়োজনে দেশ এবং খারাপ কাজ ত্যাগ করা]* পথে বসে থেকে বলে, তুমি কি নিজের দেশ ও আকাশ ত্যাগ করে হিজরত করবে? কিন্তু মুহাজিরের তুলনা হচ্ছে অশ্বের মতো যখন সে অক্লান্ত কর্মাশক্ত থাকে, সুতরাং শয়তানের অবাধ্য হয়ে সে হিজরত করে। তারপর শয়তান বসে থাকে জিহাদের পথে যখন সে স্বীয় ধন-সম্পদ ও নাফস প্রবৃত্তির *[আত্মার প্রবৃত্তির]* বিরুদ্ধে জিহাদ করতে চায় এবং বলে 'তুমি যদি যুদ্ধ কর তবে মারা যাবে, তোমার স্ত্রী আবার বিবাহ করবে এবং তোমার সম্পদ ভাগাভাগি হবে। সুতরাং শয়তানের অবাধ্য হয়ে সে জিহাদ বা সংগ্রাম করে। যা হোক আদম সন্তানের যারাই এ রকম আচরণ করে মৃত্যুবরণ করবে, তাদের জন্যে আল্লাহর তা'আলার প্রতিশ্রুতি হচ্ছে তাকে জান্নাতে দাখিল করা হবে। যদি সে মারা যায় [শহীদ হয়], তার জন্য আল্লাহ তা'আলার প্রতিশ্রুতি হচ্ছে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। যদি সে ডুবে মারা যায়, আল্লাহ তা'আলার প্রতিশ্রুতি হচ্ছে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। যদি জন্তু *[যুদ্ধে ব্যবহারিত]* তার গ্রীবা ভেঙ্গে দেয়, তার জন্য আল্লাহ তা'আলার প্রতিশ্রুতি হচ্ছে তাকে জান্নাতে দাখিল করবেন।' *[ইবনে কাসীর, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা-৩২; আহমাদ খণ্ড-৪, নম্বর ৪৮৩]*

১৭ নম্বর আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, "আমি [শয়তান] তাদের নিকট আসবই তাদের সম্মুখ থেকে" বুঝায়, পরকাল সম্পর্কে আদম সন্তানের অন্তরে সন্দেহের সৃষ্টি করবে। "তাদের পশ্চাৎ থেকে" বুঝায়, পার্থিব জীবনের প্রতি তাদেরকে আকৃষ্ট করবে। এবং "দক্ষিণ এবং বাম দিক থেকে" বুঝায়, ধর্ম সম্পর্কে বিভ্রান্ত হতে এবং পাপ কাজে জড়িত হওয়ায় তাদেরকে অনুপ্রাণিত করবো। ইবনে কাসীর (র.) বলেছেন, এর অর্থ হচ্ছে ভালো ও মঙ্গলজনক পথ অনুসরণ করা থেকে আদম সন্তানদের দূরে রেখে, তাদেরকে পাপ-পঙ্কিল পথে জড়িত রাখবো। ইবনে আব্বাস (রা.) আরও বলেছেন, আদম

www.nagorikpathagar.org

সন্তানের উপর থেকে আসব, এ কথা শয়তান বলেনি কারণ, উপর থেকে আল্লাহ তা'আলার রহমত বর্ষিত হয়ে থাকে [উপর থেকে আসমানী কিতাবসহ অন্যান্য রহমত নাযিল হয়ে থাকে] [আত-তাবারী, ১২:৩৩৮ এবং ইবনে কাসীর, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৩২]

উল্লিখিত আয়াতে শয়তানের ঔদ্ধত্যপূর্ণ প্রতিজ্ঞা বাস্তবে পরিণত করতে শয়তানের সাহায্যকারীকে যারা সমর্থন করবে তারাও শয়তানের দলে এবং তাদের পরিণতি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَّدْحُورًا ۖ لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ.

"তিনি বললেন, 'এই স্থান থেকে বিকৃত ও বিতাড়িত অবস্থায় বের হয়ে যাও; মানুষের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণই করবে নিশ্চয় আমি তাদের দিয়ে জাহান্নাম পূর্ণ করবোই।" *[৭-সূরা আরাফ : ১৮]*

(১৮) অতএব, শয়তান হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার শত্রু তাই যারা শয়তানের আউলিয়া বা বন্ধু তারাও আল্লাহ তা'আলার শত্রু। উপরোক্ত বর্ণিত বিষয়গুলো ঘনিষ্ঠভাবে পর্যালোচনা করলে বুঝা যায় আদম সন্তানের কারা ধর্মীয় বিশ্বাস এবং ব্যবহারিক কার্যকলাপে উপরোল্লিখিত পবিত্র আয়াতে বর্ণিত আল্লাহ তা'আলার অপছন্দনীয় বৈশিষ্ট্যগুলোতে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। যাদের চরিত্রে ও ব্যবহারে এই সমস্ত নিন্দনীয় গুণাবলির অস্তিত্ব রয়েছে এবং কার্যকলাপে সর্বদাই লালন করে তারাই শয়তানের আউলিয়া এবং বন্ধু হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছে এবং করতে পারে। এরাই "মানুষ শয়তান" কারণ তারা শয়তানের পরিকল্পনা ও অনুপ্রেরণায় আত্মসমর্পণ করে শয়তানকে দলনেতা হিসেবে গ্রহণ করেছে। অতএব নিঃসন্দেহে বলা যায়, তারা শয়তানের দলভুক্ত এবং শয়তানের ঔদ্ধত্যপূর্ণ প্রতিজ্ঞা এবং উদ্দেশ্যকে বাস্তবে পরিণত করতে শয়তানের সাহায্যকারী হিসেবে কাজ করছে।

তবে নির্দিষ্টভাবে কোনো দল, ব্যক্তি, সমাজ বা দেশ-জাতিকে শয়তানের আউলিয়া হিসেবে আখ্যায়িত করার উদ্দেশ্যে এই বই লেখা হয়নি। আসল উদ্দেশ্য হলো, শয়তানের পরিকল্পনা, প্রতিজ্ঞা, কার্যকলাপ, অনুপ্রেরণা ও প্ররোচিত করার পদ্ধতি এবং তার অবাধ্য প্রকৃতি, উদ্ধত চরিত্র সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করা। শয়তান সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করতে পারলে, মানব সন্তানের কার্যকলাপ দেখে বুঝা যাবে কারা শয়তানের দলে অথবা কার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য শয়তানী গুণাবলিতে অলংকৃত। তার অর্থ এটি নয় যে, তাদেরকে শয়তানের দলের লোক হিসেবে চিহ্নিত করে নির্দিষ্টভাবে ঘোষণা দেয়া হবে যে, তোমরা শয়তানের দলে। এদের ছাড়াও ঈমানের মুখোশ পরে বিশ্বাসী সেজে যারা বিভিন্ন অন্যায়, অসৎ কাজকর্ম করে প্রতিদিন ইসলামের নামে বদনাম সৃষ্টি করছে এবং শান্তি প্রিয় মানুষের জীবন যাত্রায় বিঘ্ন সৃষ্টি করছে তারাও শয়তানের কার্যকলাপে

www.nagorikpathagar.org

সাহায্যকারী। শয়তানের প্রধান উদ্দেশ্য হলো নানা ধরনের সমস্যা সৃষ্টির মাধ্যমে মানুষের শান্তিপূর্ণ ও স্বস্তির জীবনে অশান্তি সৃষ্টি করে মানবজাতিকে অশান্তিতে রাখা। শয়তান যেমন বিশ্বাসীদের ঘোরতর শত্রু তেমন বিশ্বাসীরাও শয়তান ও তার দলের শত্রু, তাই বিশ্বাসীদের উচিত **প্রথমত** : এই সমস্ত অন্যায় ও অসৎ কাজকর্ম থেকে দূরে থাকা এবং **দ্বিতীয়ত** : যারা শয়তানী কাজর্কমে জড়িত আছে অথবা শয়তানী কার্যকলাপের সহায়ক তাদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধভাবে ইসলামী বিধিনিষেধ ও ন্যায়নীতি মেনে সংগ্রাম করা। অর্থাৎ ইসলামের দাওয়াত ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সাথে অন্যদের কাছে পৌঁছে দেয়া যাতে তারাও শয়তানের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত হতে পারে।

আরেকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা থাকা অনস্বীকার্য। শয়তানের দল এবং আউলিয়াদের মধ্যে সকলেই একরকম ভয়ংকর নয়। তাদের মধ্যেও শ্রেণী বিভেদ বা বিভিন্ন স্তর আছে। শয়তান বা জিন শয়তানের মধ্যে "ইবলিস" যেমন দলনেতা, তেমন মানুষ শয়তানের মধ্যেও দলনেতা এবং প্রধান মানুষ শয়তান আছে। ইবলিস যেমন আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ অমান্য করে প্রকাশ্যে ঔদ্ধত্য দেখিয়ে শয়তান হিসেবে উপাধি পেয়েছে তেমন আল্লাহ্ তা'আলা এবং তাঁর রাসূলের (সা.) অর্থাৎ ইসলামী মূল্যবোধের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে ষড়যন্ত্রকারী অনেকই বিনা দ্বিধায়, Internet, TV, Radio, Cinema, Newspapers এবং বই লিখে, আরো কিছু যোগাযোগ ব্যবস্থায় বা গণমাধ্যমে ইসলাম ও মুসলিম উম্মতের বিরোধিতা করে এবং নিয়মিতভাবে করছে, তারাই মানুষ শয়তানের দলনেতা। কারণ তারা চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা ও সুনিপুণ উপস্থাপনার মাধ্যমে মানুষকে খুব সহজেই আকৃষ্ট করতে ক্ষমতা রাখে। তাদের বক্তৃতায় অনুপ্রাণিত হয়ে মানব সমাজের একটি বিশেষ দল প্রকৃত কোনো জ্ঞান ছাড়াই ইসলামী মূল্যবোধের বিরুদ্ধে আপত্তিকর উক্তি করতেও দ্বিধা করে না।

বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিশেষ করে আমেরিকায় এবং ইউরোপে এদের প্রত্যক্ষ বিচরণ দেখা যায়। লক্ষণীয় আমেরিকান কিছু টিভি চ্যানেলে প্যাট রবার্টসন, রেডিওতে জেরি ফালওয়েল, মাইক গ্রাহাম এবং ফ্রাঙ্কলিন গ্রাহাম প্রত্যক্ষভাবে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার প্রদত্ত দ্বীন ও আল-কুরআনের বিরুদ্ধে আপত্তিকর প্রচারণা অতীতে চালিয়েছে, আজও তাদের অনেকেই এ ব্যাপারে সক্রিয়ভাবে করে যাচ্ছে। নিকট অতীতে কয়েকজন কার্টুনিষ্ট [*আমেরিকা ও ডেনমার্কে*] আল্লাহ্ তা'আলার হাবীব মানবজাতির জন্য প্রেরিত রহমত, নবী করিম (সা.)-কে ইনসাল্ট করে কার্টুন ছাপিয়েছিল। যার জন্য সারাবিশ্বের ধর্মপ্রাণ মুসলিমরা বলিষ্ঠ কণ্ঠে প্রতিবাদ করেছে। আশ্চর্যের বিষয় মুসলিম সমাজের দুই একজন মাঝে মধ্যে এই ধরনের কাজে জড়িত হয়ে পড়ে,

www.nagorikpathagar.org

তবে ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের প্রভাবে তারা তেমন সুবিধা করতে পারে না। তবুও কিছু ব্যক্তি বা সংগঠনের কার্যকলাপ অনেক সময় আল্লাহ্ তা'আলার বিধানকে অপমান করে এবং সাধারণ মুসলিমদের মনে ইসলামী মূল্যবোধ সম্পর্কে নানা ধরনের প্রশ্ন সৃষ্টি করে। এদের সকলেই অত্যন্ত ভয়ংকর কারণ তাদের গৌরব, উদ্ধত প্রকৃতির প্রভাব এবং সুনিপুণ উপস্থাপনা বহু অজ্ঞ মুসলিমকে বিপথগামী করতে পারে। যেভাবে প্রধান শয়তানের [*ইবলিস*] পরিকল্পনা, সুনিপুণ কারুকার্য, কলাকৌশল ও দক্ষ সংবেশন বহু আদম সন্তানকে বিপথগামী করেছে এবং প্রতিদিনই করছে। এ প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন–

اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يٰبَنِىْٓ اٰدَمَ اَنْ لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطٰنَ ج اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ لا وَّاَنِ اعْبُدُوْنِىْ ط هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ. وَلَقَدْ اَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيْرًا ط اَفَلَمْ تَكُوْنُوْا تَعْقِلُوْنَ.

“হে বনী-আদম! আমি কি তোমাদেরকে বলে রাখিনি যে, শয়তানের ইবাদত করো না, সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু? এবং আমার ইবাদত কর। এটিই সরল পথ। শয়তান তোমাদের অনেক দলকে পথভ্রষ্ট করেছে। তবুও কি তোমরা বুঝবে না?” { *৩৬-সূরা ইয়াসিন : ৬০-৬২* }

শয়তানের কার্যকলাপ

সূরা বাকারার ২০৮ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, “*শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না।*” অর্থাৎ যদি তোমরা শয়তানের পদাংক অনুসরণ কর তবে তোমরা তাদের [শয়তানের দলের] একজন। আল্লাহ্ তা'আলার সীমাহীন অনুগ্রহে শয়তান [*ইবলিস*] ফিরিশতাদের সঙ্গে বেহেশতে বসবাস করার সুযোগ পেয়েছিল তা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'আলার হুকুমের অবাধ্য হয়ে সে অকৃতজ্ঞ বান্দাদের অন্যতম হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা মানবজাতিকে কর্তৃত্ব দিয়ে ভূপৃষ্ঠের সমস্ত জিনিস এবং সূর্য-চন্দ্রকে তাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন। আদম সন্তানকে প্রতিমুহূর্তে জীবনোপকরণ এবং অন্যান্য নেয়ামত দিয়ে সমৃদ্ধ এবং সাহায্য করছেন। তা সত্ত্বেও মানুষ ইবাদতে আল্লাহ্ তা'আলার সমকক্ষ দাঁড় করায় এবং অধিকাংশ মানুষই আল্লাহ্ তা'আলার প্রদত্ত দ্বীন ইসলামে বিশ্বাস স্থাপন করে না। দ্বীন ইসলামে বিশ্বাস স্থাপন করেও মুসলিম উম্মতের বৃহত্তর অংশ পূর্ণাঙ্গভাবে ইসলামী জীবনাদর্শ অবলম্বন করা থেকে মুখ ফিরিয়ে অকৃতজ্ঞ হয়েছে। শয়তানের পদাংক ও কার্যকলাপ অনুসরণ করেই মানুষ তার সহজাত প্রকৃতি বর্জন করে অকৃতজ্ঞ হয় এবং আল্লাহ্ তা'আলার বিধিনিষেধের অবাধ্য হয়। আদম সন্তান আল-ফিতরাত বা সহজাত প্রকৃতি নিয়ে সৃষ্টি হলেও পার্থিব জীবনে প্রবৃত্তির চাহিদায় সে অতিশয় অকৃতজ্ঞ, এ ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন–

www.nagorikpathagar.org

وَلَقَدْ مَكَّنّٰكُمْ فِي الْاَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَ ط قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ.

"আমি তো তোমাদেরকে দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত করেছি এবং তাতে তোমাদের জীবিকার ব্যবস্থাও করেছি; তোমরা খুব অল্পই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর।" { *৭-সূরা আরাফ : ১০* }

وَلَئِنْ اَذَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنٰهَا مِنْهُ اِنَّهٗ لَيَئُوْسٌ كَفُوْرٌ.

"যদি আমি মানুষকে আমার নিকট থেকে অনুগ্রহ আস্বাদ করাই ও পরে তারই নিকট থেকে তা প্রত্যাহার করি তখন সে অবশ্যই হতাশ ও অকৃতজ্ঞ হবে [*হতাশাগ্রস্ত হয়ে আল্লাহ তা'আলার কার্যকলাপকে নিন্দা ও সমালোচনা করে*]।" {১১-সূরা হূদ : ৯}

وَاِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُّنِيْبِيْنَ اِلَيْهِ ثُمَّ اِذَآ اَذَاقَهُمْ مِّنْهُ رَحْمَةً اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُوْنَ.

"মানুষকে যখন দুঃখ দৈন্য স্পর্শ করে তখন তারা বিশুদ্ধ চিত্তে তাদের প্রতিপালককে ডাকে [*আপদ বিপদে সাহায্যের প্রার্থনায় তার মধ্যে সহজাত প্রকৃতির প্রভাব কাজ করে*]; অতঃপর তিনি যখন তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহ আস্বাদন করান তখন তাদের একদল তাদের প্রতিপালকের শরীক করে থাকে।" { ৩০-সূরা রূম : ৩৩ }

অর্থাৎ তার ব্যবহারে, কথাবার্তায় ধন-সম্পদের ও ক্ষমতার গৌরব প্রকাশ পায় এবং ঔদ্ধত্যের সাথে অন্যদেরকে হেয় করতেও দ্বিধা-সংকোচ করে না। এ ব্যাপারে উল্লেখ্য সূরা আল-কাহফের, আয়াত নম্বর ৩৪-৩৭, আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন–

وَكَانَ لَهٗ ثَمَرٌ ج فَقَالَ لِصَاحِبِهٖ وَهُوَ يُحَاوِرُهٗٓ اَنَا اَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَّاَعَزُّ نَفَرًا. وَدَخَلَ جَنَّتَهٗ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ ج قَالَ مَآ اَظُنُّ اَنْ تَبِيْدَ هٰذِهٖٓ اَبَدًا لا وَّمَآ اَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً لا وَّلَئِنْ رُّدِدْتُّ اِلٰى رَبِّيْ لَاَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا. قَالَ لَهٗ صَاحِبُهٗ وَهُوَ يُحَاوِرُهٗٓ اَكَفَرْتَ بِالَّذِيْ خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوّٰىكَ رَجُلًا.

"এবং তার প্রচুর ধন-সম্পদ ছিলো। অতঃপর কথা প্রসংগে সে তার বন্ধুকে বললো, 'ধন-সম্পদে আমি তোমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং জনবলে তোমার অপেক্ষা শক্তিশালী।' এইভাবে নিজের প্রতি যুলুম করে (*ঔদ্ধত্যের সাথে অকৃতজ্ঞ হলো)* সে তার উদ্যানে প্রবেশ করলো। সে বললো, 'আমি মনে করি না যে, তা কখনও ধ্বংস হয়ে যাবে; আমি মনে করি না যে, কেয়ামত হবে (নিজের বিচার ক্ষমতাকে

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহ তা'আলার সমকক্ষ দাঁড় করিয়ে শরীক করল অথবা তার ধারণা ছিলো যে তার প্রচুর সম্পদ কখনই শেষ হবে না), আর আমি যদি আমার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবৃত্ত হই-ই তবে আমি তো নিশ্চয়ই এটা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্থান পাব [*তার ধারণা যে পার্থিব জীবনে সম্পদশালী হয়েছে তাই পরকালেও সে অনুগ্রহপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে*]। তদুত্তরে তার বন্ধু তাকে বললো, 'তুমি কি তাকে অস্বীকার করছ যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন মৃত্তিকা ও পরে শুক্র থেকে এবং তারপর পূর্ণাঙ্গ করেছেন মনুষ্য আকৃতিতে? [*তুমি নিজের তুচ্ছ অস্তিত্বের কথা ভুলে আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহের প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়েছ)*।]" *{১৮-সূরা কাহফ : ৩৪-৩৭}*

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন-

لِيَكْفُرُوْا بِمَآ اٰتَيْنٰهُمْ ط فَتَمَتَّعُوْا فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ.

"তাদের আমি যা দিয়েছি তা অস্বীকার করার জন্য সুতরাং ভোগ করে নাও, শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে।" { *৩০-সূরা রূম : ৩৪*}

ثُمَّ سَوّٰىهُ وَنَفَخَ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِهٖ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ط قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ.

"পরে তিনি তাকে [*মানুষকে শারীরিক আকৃতি দিয়ে*] করেছেন সুঠাম এবং তাতে রূহ ফুঁকে দিয়েছেন তার নিকট থেকে [*যাতে সে প্রাণবন্ত হয়ে পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব করতে পারে*] এবং তোমাদেরকে দিয়েছেন কর্ণ, চক্ষু ও অন্তঃকরণ (*যাতে সে এই সমস্ত ব্যবহার করে আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনে বিশ্বাস স্থাপন করে তার প্রদত্ত নেয়ামতের জন্য কৃতজ্ঞ হয়*], তোমরা অতি সামান্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।" { *৩২-সূরা সাজদা : ৯*}

আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত নেয়ামত প্রতি মুহূর্তে উপভোগ করছে, তবুও মানুষ অকৃতজ্ঞ হয়। তাদের চরিত্রের অকৃতজ্ঞ অংশটা হলো শয়তানের চরিত্রের সমতুল্য। আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহের কথা ভুলে শয়তান অহংবোধে আল্লাহ তা'আলার আদেশের অবাধ্য হয়ে যেমন আদমকে (আ.) সিজদা করেনি, তেমন মানুষের মধ্যেও যারা আত্মগরিমায় আল্লাহ তা'আলার দ্বীন [*ইসলাম*] থেকে মুখ ফিরায় এবং আল্লাহ তা'আলার হুকুমের অবাধ্য হয়ে সিজদা করে না [*নামায আদায় করে না*], তাদের কার্যকলাপ শয়তানের সদৃশ্য, তারা শয়তানের মতোই অকৃতজ্ঞ। মানুষের অহংকারী এবং উদ্ধত প্রকৃতি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

وَلَئِنْ اَذَقْنٰهُ نَعْمَآءَ بَعْدَ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُ لَيَقُوْلَنَّ ذَهَبَ السَّيِّاٰتُ عَنِّيْ ط اِنَّهٗ لَفَرِحٌ فَخُوْرٌ.

"আর যদি দুঃখ দৈন্য স্পর্শ করার পর আমি তাকে সুখ-সম্পদ আস্বাদন করাই তখন সে বলেই থাকে, 'আমার বিপদ আপদ কেটে গেছে, আর সে হলো উৎফুল্ল ও অহংকারী।" { *১১-সূরা হূদ : ১০*}

www.nagorikpathagar.org

বিপদ থেকে মুক্ত হওয়ার পর মানুষ বিনয়ী অন্তরে কৃতজ্ঞ বান্দা না হয়ে, বরং অতি সহজেই আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহের কথা ভুলে গর্বিত হয়, যে রকম শয়তানও নিজের সৃষ্টির উপাদান নিয়ে গর্বিত হয়েছিল। মনুষ্য চরিত্রের আসল রূপ আল্লাহ তা'আলা সূরা ইউনুসে তুলে ধরেছেন–

هُوَ الَّذِىْ يُسَيِّرُكُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ط حَتّٰى اِذَا كُنْتُمْ فِى الْفُلْكِ ج وَجَرَيْنَ بِهِمْ
بِرِيْحٍ طَيِّبَةٍ وَّفَرِحُوْا بِهَا جَآءَتْهَا رِيْحٌ عَاصِفٌ وَّجَآءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَّظَنُّوْٓا
اَنَّهُمْ اُحِيْطَ بِهِمْ لا دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ج لَئِنْ اَنْجَيْتَنَا مِنْ هٰذِهٖ لَنَكُوْنَنَّ
مِنَ الشّٰكِرِيْنَ. فَلَمَّآ اَنْجٰهُمْ اِذَا هُمْ يَبْغُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ط يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ
اِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ لا مَّتَاعَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ز ثُمَّ اِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا
كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ.

"তিনিই তোমাদেরকে জলে-স্থলে ভ্রমণ করান এবং তোমরা যখন নৌকারোহী হও এবং এইগুলো আরোহী নিয়ে অনুকূল বাতাসে বয়ে যায় এবং তারা তাতে আনন্দিত হয়, অতঃপর এইগুলো প্রচণ্ড ঝড়ের মুখোমুখি হয় এবং সর্বদিক থেকে তরংগাহত হয় এবং তারা তা দিয়ে পরিবেষ্টিত হয়ে পড়েছে মনে করে, তখন তারা আনুগত্যে বিশুদ্ধ-চিত্তে আল্লাহকে ডেকে বলে তুমি আমাদেরকে এটি থেকে ত্রাণ করলে আমরা অবশ্য কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হব। অতঃপর, তিনি যখনই তাদেরকে বিপদ মুক্ত করেন তখনই তারা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে যুলুম করতে থাকে। হে মানুষ! তোমাদের যুলুম বস্তুত তোমাদের নিজেদের প্রতিই হয়ে থাকে। পার্থিব জীবনের সুখ ভোগ করে নাও, পরে আমারই নিকট তোমাদের প্রত্যাবর্তন। তখন আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দেব তোমরা যা করতে।"
{*১০-সূরা ইউনুস : ২২-২৩*}

আদম সন্তানের অনেকেই শয়তানের মতো অহংকারী প্রকৃতি গ্রহণ করে উদ্ধত হয়, অকৃতজ্ঞ হয় সেটি অবশ্যই আল্লাহ তা'আলার বান্দা হিসেবে তাদের বড় অন্যায়। অথচ একটি মুহূর্তের জন্যও সে আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ ও নেয়ামত ছাড়া জীবন যাপন করতে পারবে না। প্রকৃতপক্ষে এই অন্যায় তারা নিজেদের বিরুদ্ধেই করে থাকে অথচ তারা সেটি বুঝতে পারে না। ইবলিস (*শয়তান*) এবং মানব সন্তানের মধ্যে তফাত হচ্ছে ইবলিস জেনে শুনে ঈর্ষান্বিত প্রকৃতি গ্রহণ করে আল্লাহ্ তা'আলার লানতগ্রস্ত হয়ে নিজের ক্ষতি করেছে আর মানব সন্তান না বুঝে ইবলিসকে অনুসরণ করে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এজন্যই আল্লাহ তা'আলার পবিত্র-বাণী

www.nagorikpathagar.org

আল-কুরআনের মাধ্যমে শয়তান সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা মনুষ্যজাতিকে সতর্ক করেছেন এবং নানা প্রকার উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়েছেন যাতে তারা জ্ঞান অর্জন করে নিজের কল্যাণে উপদেশ গ্রহণ করতে পারে। তথাপি যারা আল্লাহ তা'আলার আদেশ উপদেশ উপেক্ষা করে শয়তানের অবাধ্য, অহংকারী, ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ সম্পৃক্ত পদাংক অনুসরণ করে পৃথিবীর ক্ষণস্থায়ী জীবনে অন্যায় অসৎকর্মে জড়িত থাকবে, সতর্কবাণীর সাহায্যে তাদেরকে সতর্ক করে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন 'তোমরা পৃথিবীর জীবনে আনন্দ উপভোগ করে নাও, তার প্রতিফল কি সেটি মৃত্যুর পরই আখেরাতের জীবনে দেখতে পারবে।' *[১০-সূরা ইউনুস : ৩৪]*

মানুষকে বিভিন্ন দলে বিভক্তকরণ

এটি অনস্বীকার্য যে, একটি সম্প্রদায়ের বা জাতির বিভিন্ন দলে বিভাজ্য হওয়া দুর্বলতার বহিঃপ্রকাশ। গুরুত্বপূর্ণ স্লোগান হলো "United we Stand, Divided we Fall।" একাধিক দলে মানুষ তখনই বিভক্ত হয় যখন তাদের মধ্যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মতানৈক্য দেখা দেয় এবং মতবিরোধ সৃষ্টি হয়। আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির সব কিছুই দলবদ্ধ বা সংঘবদ্ধ হয়ে বসবাস করে। জীবজন্তু, পশুপাখি, পানিতে বসবাসকারী সকলেই দলবদ্ধ, এমনকি আকাশমণ্ডলীতে নক্ষত্ররাজিরাও। এর প্রকৃত কারণ হচ্ছে তাদের ধর্ম একটি তাই কোনো প্রকার মতবিরোধ ছাড়া তারা সৃষ্টিকর্তা প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করে। উল্লেখ্য যে, সৃষ্টিজগতে একমাত্র মনুষ্যজাতিই এর সম্পূর্ণ বিপরীত, তারা আজ ধর্মের ভিত্তিতে নানা সম্প্রদায়ে ও জাতিতে বিভক্ত। মুসলিম জাতিও ইসলামী মূল্যবোধে নানা বিদ'আতের [*ধর্ম বহির্ভূত আচরণ ও ইবাদত বন্দেগির পদ্ধতি*] এবং ভাষার ভিত্তিতে বিভক্ত। তবে ভাষার ভিত্তিতে বিভক্ত হওয়া কোনো অন্যায় নয়, আল্লাহ তা'আলাই এ রকমভাবে বিভক্ত করেছেন [সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত নম্বর ১৩ দৃষ্টব্য]।

মুসলিম জাতি বিশ্ব রাজনীতিতে শক্তিহীন এবং নিষ্ক্রীয়, তার প্রধান কারণ ইসলামী শরীয়তকে উপেক্ষা করে মুসলিম উম্মাহর বিভাজন। বিভাজনে সৃষ্ট দুর্বলতা সম্পর্কে প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একটি অর্থবহ বাক্য শিখেছিলাম, "একটি পেন্সিল সহজে ভাঙ্গা যায় কিন্তু এক বাণ্ডিল পেন্সিল অত সহজে ভাঙ্গা যায় না।" পার্থিব জীবন সংগ্রামে সব ব্যাপারে শক্তিশালী হওয়ার জন্য নিজেদের মধ্যে একতা যে কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেটা বুঝানোর জন্যই এই বিখ্যাত বাক্যটির নানা ধরনের উদাহরণ দিয়ে শিক্ষকরা ব্যাখ্যা করতেন। কিন্তু মজার ব্যাপার, বয়স বাড়ার সাথে সাথে মনুষ্য প্রবৃত্তির অবৈধ চাহিদা পূরণে স্বার্থান্ধ হয়ে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই মূল্যবান বাক্যটির তাৎপর্য ভুলে যায়। ফলে অনেকেই ঐক্যতার

www.nagorikpathagar.org

বিপরীতে কাজ করতে পছন্দ করে। আজ আদম সন্তানের প্রতিটি জাতিই নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন মতাদর্শের প্রভাবে বিভক্ত হয়ে দুর্বল হয়েছে। ইতিহাস থেকে জানা যায় নিজেদের মধ্যে হিংসা বিদ্বেষ ও শত্রুতার কারণে অন্য বিদেশী শক্তির কাছে পরাজিত হয়ে অনেকেই স্বাধীনতা হারা হয়েছিল। আবার নিজেদের মধ্যে বর্ণ, জাতিভেদ, ভাষা ও ধর্মাদর্শ নির্বিশেষে একত্রে সংগ্রাম করে বিদেশী শক্তিকে পরাভূত করে দেশ স্বাধীন করেছে। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ জাতির আধিপত্য থেকে ভারতবর্ষের এবং স্বৈরাচারী পাকিস্তানী সামরিক সরকারের কাছ থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

মুসলিম উম্মাহ, একজাতি। ভাষা, বর্ণ, ভৌগোলিক অবস্থান এবং বিভিন্ন সংস্কৃতির মানুষ তাওহীদে বিশ্বাস স্থাপন করে এক উম্মাহতে পরিণত হয়েছে। এই উম্মাহ হল, তাওহীদের বা একত্ববাদের উম্মাহ। মুসলিম উম্মাহ আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত ইসলামী মূল্যবোধে আত্মসমর্পণ করার উম্মাহ। উম্মতের মধ্যে বর্ণের, ভাষার এবং ভৌগোলিক অবস্থানে বিভিন্নতা থাকবে কিন্তু ইসলামী মূল্যবোধে তারা একমত, একই সূত্রে বাঁধা এবং একটি ঐক্যবদ্ধ শক্তি। এই শক্তির উৎস ইসলাম {*আল-কুরআন ও সুন্নাহতে বর্ণিত মূল্যবোধে*} এবং তাদের সাহায্যকারী বা আউলিয়া হচ্ছেন মহাশক্তিশালী, সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময় আল্লাহ তা'আলা। এজন্যই মুসলিম উম্মাহ হবে বিশ্বাসের ও ঈমানের বলে একটি সংঘবদ্ধ বলিষ্ঠ ও শক্তিশালী দল, তাওহীদ প্রচারে অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি এবং ন্যায়নীতি ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় অগ্রদূত ও দৃষ্টান্ত সৃষ্টিকারী। মুসলিম উম্মাহ ঐক্যবদ্ধ হয়ে "শক্তিশালী" হোক, সেটি সবচেয়ে বেশি অপছন্দ এবং ঘৃণা যে করে, সে হচ্ছে 'মানবতার শত্রু' শয়তান {*ইবলিস*}। কারণ এই ঐক্যবদ্ধ শক্তি হবে দুনিয়াতে শান্তি প্রতিষ্ঠার শক্তি এবং মানবজাতিকে নির্যাতন, শোষণ, সন্ত্রাস এবং ঔদ্ধত্যপরায়ণ স্বৈরাচারী শক্তির হাত থেকে উদ্ধার করার শক্তি। এই শক্তির প্রভাবে মানবজাতি দেখতে পাবে আল্লাহ তা'আলার বিধান 'আল-কুরআন এবং সুন্নাহ অবলম্বনে অর্থাৎ ইসলামী শরীয়তের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত শাসন ব্যবস্থার বাস্তব রূপ। যে ব্যবস্থায় মানুষ দেখতে পাবে তাওহীদে প্রতিষ্ঠিত থাকার সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা এবং অবিশ্বাস, অন্ধবিশ্বাস ও কলুষিত জীবন ব্যবস্থা থেকে মুক্তির প্রথম আলো। এটিই হচ্ছে আল-কুরআন নাযিল করার অন্যতম উদ্দেশ্য, এটি উল্লেখ্য করে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

الٓرٰ كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِ رَبِّهِمْ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ.

"আলিফ-লাম-রা, এই কিতাব {*আল-কুরআন*}, এটি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি

www.nagorikpathagar.org

যাতে তুমি মানবজাতিকে তাদের প্রতিপালকের নির্দেশক্রমে বের করে আনতে পার অন্ধকার { *যুলুম অর্থাৎ শিরক, অবিশ্বাস, অন্ধবিশ্বাস ইত্যাদি* } থেকে আলোকে { *ইসলামী মূল্যবোধের বা ন্যায়নীতির বিধানে* }, তার পথে, যিনি পরাক্রমশালী প্রশংসার্হ।" { *১৪-সূরা ইব্রাহীম : ১* }

আদম সন্তানের পার্থিব জীবন হচ্ছে দিন-রাত্রির সংযোগ স্থলের মতো আলো-আঁধারের মিশ্রিত আবরণে। এই আবরণ অথবা প্রতিচ্ছায়া থেকে বের হয়ে দীপ্তিময় আলোকিত জীবনে অনুপ্রবেশ করতে দরকার হয় সুস্পষ্ট পথনির্দেশনা এবং আধ্যাত্মিকভাবে অনুপ্রাণিত হওয়ায় পবিত্র কালামের সম্পৃক্ততা। আল-কুরআন নাযিল করে মানবজাতির জন্য আল্লাহ তা'আলা উপরোল্লিখিত পথকে সুস্পষ্ট এবং সুগম করেছেন।

আদম সন্তানদের মধ্যে শান্তি ও স্বস্তি প্রতিষ্ঠা হোক এবং আদম সন্তান আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত বিধানে আত্মসমর্পণ করে ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রশান্তিতে জীবন যাপন করুক সেটি 'শয়তান' কোনো অবস্থাতেই সহ্য করতে ও মেনে নিতে পারে না, এ কারণেই সে মানবতার শত্রু। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, 'বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীর' প্রধান উদ্দেশ্য ছিলো অন্যদেরকে উপনিবেশে পরিণত করে শোষণ করা। এ কাজ তারা করেছিল অত্যন্ত সুনিপুণভাবে দক্ষতার সাথে Divide and Rule, Theory অবলম্বনে। এই Theory অবলম্বন করে শত শত বছর বিশ্বব্যাপী স্বৈরাচারী শাসন তারা কায়েম করেছিল। বিশেষ করে উন্নতশীল, প্রগতিশীল এবং তৎকালীন দুনিয়ার বুকে ধনে-সম্পদে সমৃদ্ধ ভারতবর্ষকে প্রায় ২০০ শত বছর তারা শোষণ করেছিল। ভারতবাসীকে নির্যাতন, অপমান করেছে এবং তাদেরকে গোলামে পরিণত করতে যত ধরনের নীতিবর্জিত পন্থা ছিলো, তার সবই তারা প্রয়োগ করেছিল।

এর পূর্বে তারা আমেরিকায় সৃষ্টি করেছিল 'দাসত্ব প্রথা'। যে প্রথায় শোষিত ও নির্যাতিত হয়েছে লক্ষ লক্ষ আফ্রিকান মুসলিম এবং খৃষ্টানরা। অনুরূপ মক্কার কুরাইশ কাফেরগণ যেমন সৃষ্টি করেছিল মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ এবং শোষণ করার নীতিবিহীন ব্যবস্থা তেমনি করেছিল বিশ্বাসে এক মুসলিম জাতি হওয়া সত্ত্বেও পাকিস্তানী স্বৈরাচারী শাসক গোষ্ঠী বাংগালিকে শোষণ করার নানা ধরনের পদ্ধতি। মানব প্রবৃত্তিতে অনুপ্রেরণা দিয়ে এই সমস্ত অন্যায় কাজে অনুপ্রাণিত করে সর্বতোভাবে সাহায্য করতে এবং মানুষের মধ্যে অশান্তি সৃষ্টি করতে একজনই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছে, যে অদৃশ্যে থেকে সাধারণভাবে সকল মানুষের মধ্যে [*তবে বিশেষভাবে মুসলিম উম্মাহর*] মতানৈক্য সৃষ্টি করে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হওয়ায় সর্বদাই অনুপ্রেরণা দিয়ে যাচ্ছে। সে হল, সব মানবতার শত্রু।

www.nagorikpathagar.org

তাই মুসলিম উম্মাহর প্রতি নির্দেশনা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "তার রজ্জুকে [*আল-কুরআনকে*] সুদৃঢ় হস্তে ধারণ করার এবং আল-কুরআনে বর্ণিত বিধিনিষেধকে কেন্দ্র করে নিজেদের মধ্যে বিভক্ত না হওয়ার জন্য।" অথচ মুসলিম উম্মাহ আল্লাহ তা'আলার পবিত্র আদেশ অমান্য করে নিজেদের অজ্ঞতা, ধন-সম্পদের গৌরব ও শিক্ষার অপব্যবহারে ধর্মীয় মূল্যবোধে নানা ধরনের বিদ'আত সংযোগ করে, আল-কুরআনকেও নিজেদের চাহিদানুযায়ী মনগড়া ব্যাখ্যা করে বিভিন্ন দলের জন্ম দিয়েছে [*তবে একটি বিষয়ে স্মর্তব্য যে "আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জাম'আ" অর্থাৎ চার মাযহাবের কথা এখানে বলা হয়নি, তারা প্রকৃতপক্ষে একদল*]। ধর্মীয় মূলভিত্তির ক্ষেত্রে বিভাজ্য না হওয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলা মুসলিম উম্মতকে সতর্ক করে বলেছেন-

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا ۚ وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.

"এবং তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জু [*আল-কুরআন*] সুদৃঢ়ভাবে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহকে স্মরণ কর, তোমরা ছিলে পরস্পরায় শত্রু এবং তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতির সঞ্চার করেন। ফলে তার অনুগ্রহে তোমরা পরস্পর ভাই হয়ে গেলে। তোমরা অগ্নিকুণ্ডের প্রান্তে ছিলে, আল্লাহ তা থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করেছেন। আল্লাহ তোমাদের জন্য তার নিদর্শন স্পষ্টভাবে বিবৃত করেন যাতে তোমরা সৎপথ পেতে পার।" {*৩-সূরা আলে-ইমরান : ১০৩*}

ইয়াহুদী এবং খৃষ্টান সম্প্রদায়ের বিভিন্ন দলে বিভক্তির উদাহরণ দিয়ে উম্মতকে সতর্ক করে রাসূল (সা.) বলেছেন, "The Jews and Christians were divided into seventy one or seventy two religious sects, and this nation [*Muslim*] will divide itself into seventy three religious sects- all in Hell, except one, and that one is: The one on which I and my companions are today, [i.e. following the Quran and the Prophet's Sunnah]. {Tirmidhi, Interpretation of the Meaning of The Noble Quran, Dr. Muhammad Muhsin Khan, p/101]

www.nagorikpathagar.org

অনুবাদ : আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, নবী করীম (সা.) বলেছেন, ইয়াহুদীরা বিভক্ত হয়েছে একাত্তর দলে (কিংবা বলেছেন, বাহাত্তর দলে), খৃষ্টানরাও অনুরূপ সংখ্যায় বিভক্ত হয়েছে। আর আমার উম্মত বিভক্ত হবে তিহাত্তর দলে। এদের একটি দল ছাড়া সব দলই হবে দোযখী। এই দলে আমি আর আমার সাহাবীরা প্রতিষ্ঠিত [আল-কুরআন এবং সহীহ হাদীসের ভিত্তিতে যারা ইবাদত করে থাকে]। *[তিরমিযী, ২৬৪১ এবং ৪২]*

আল-কুরআন নাযিল হওয়ার পূর্বে আরবরা বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত হয়ে গোত্রের স্বার্থে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে সর্বদাই মারামারি করতো এবং ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত থাকতো। আরবের গোত্র ভিত্তিক সমাজের বৈশিষ্ট্য ছিল বংশ মর্যাদা ও ক্ষমতার অহংকার এবং জনশক্তিতে বাহাদুরি দেখানোর প্রতিযোগিতা। এজন্যই তারা ছিলো পরস্পরায় গোত্র ভিত্তিক শত্রু। আল-কুরআনের মাধ্যমে আল-ইসলাম, সেই গোত্র ভিত্তিক সমাজের মানুষগুলোকে যারা ছিলো পরস্পরায় শত্রু, তাদেরকে এক গোত্রে [*মুসলিম*] পরিণত করে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করেছিল। গোত্র, বংশ মর্যাদা এবং ক্ষমতা, জনশক্তির বাহাদুরির কথা ভুলে পরস্পরের কল্যাণে তারা নিয়োজিত হয়েছিল। যার ফলে একে অপরের কল্যাণে জীবন দিতেও তারা দ্বিধা করেনি। বর্তমানে মুসলিম জাতির প্রধান সমস্যা ইসলামী মূল্যবোধের পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান সম্পর্কে অজ্ঞতা। যে কারণে তারা আজ বর্ণ, ধন-সম্পদের বৈষম্যে এবং ভাষা ও জাতি ভিত্তিতে বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন দলের সৃষ্টি করেছে। ভৌগোলিক কারণে দূরত্বের ও মাতৃভাষার ব্যবধানে বিভিন্ন দেশে বিভক্ত হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়, তবে রাজনৈতিক চিন্তাধারা ও ভাবাদর্শগতভাবে বিভক্ত হওয়ায় মুসলিম উম্মত আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত জীবনাদর্শ বিস্মৃত হয়ে নিজেদের ঐতিহ্য ভুলে ঐকার্থ্য হারিয়ে আজ বিশ্ব রাজনীতিতে নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করায়, তারা শক্তিহীন হয়েছে। বিশ্ব রাজনীতিতে বর্তমানে মুসলিম উম্মাহর পরিচয় হচ্ছে ক্ষমতার লড়াইয়ে দ্বন্দ্ব, রাজতন্ত্র ও স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থার, ধন-সম্পদের বড়াই এবং দুর্নীতি ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থায় শীর্ষস্থানে প্রতিষ্ঠিত দেশসমূহ। তদুপরি ধর্মীয় মূল্যবোধের ক্ষেত্রেও সহীহ সুন্নাহ ভিত্তিক বিধিনিষেধ উপেক্ষা করে ইবাদতে প্রবৃত্তির চাহিদা ভিত্তিক নতুন পদ্ধতির সংযোগ করেছে, যাকে বিদ'আত বলা হয়ে থাকে। এই সমস্ত সবই হচ্ছে ইসলামী পবিত্র বিধানের বিপরীতে এবং বিশ্বাসের ব্যানার ধারণ করে বস্তুত আল্লাহ তা'আলার নির্দেশের অবাধ্য হয়ে সীমালঙ্ঘন করার ফলে।

সূরা আল-হুজুরাত, ১৩ নম্বর আয়াত থেকে স্পষ্ট যে, মানুষ জাতিকে বিভিন্ন বর্ণ, সম্প্রদায় এবং গোত্রে আল্লাহ তা'আলা বিভক্ত করেছেন একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যে, তারা যেন এগুলোর মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে পরিচিতি লাভ করতে

www.nagorikpathagar.org

পারে। আদম সন্তানের মধ্যে এই পার্থক্য পরস্পরকে শোষণ করা এবং নিজেদের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টির জন্য নয় বরং আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির সৌন্দর্য ও তার শক্তির অন্যতম নিদর্শন হিসেবে। তবে মানব সন্তানের মধ্যে তারাই আল্লাহ তা'আলার কাছে মর্যাদাসম্পন্ন যারা আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপন করে সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ-সচেতন হয়ে সংঘবদ্ধ থাকে এবং আল্লাহ তা'আলাকে নিজের জীবনের তুলনায় বেশি ভালোবাসে, যে রকম ভালোবেসে ছিলেন সাহাবারা।

"হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী থেকে, পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে অধিক মুত্তাকী। আল্লাহ সব কিছু জানেন, সমস্ত খবর রাখেন।" *[৪৯-সূরা হুজুরাত : ১৩]*

মানবজাতির সকলের গায়ের রং, মুখের ভাষা এবং শারীরিক আকৃতিতে যদি সাদৃশ্য হতো, তাহলে মানুষজাতির এই বিভিন্নতায় মানব বাগান সৃষ্টিতে যে বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্য রয়েছে, তা থেকে মানুষ বঞ্চিত থাকত। ফলে তারা বৈচিত্র্যপূর্ণ চিত্তহারী জীবন ব্যতিরেকে একগুঁয়েমি জীবন যাপন করতো। ফর্সার প্রতি কালোর আকর্ষণে, কালো এবং বাদামির প্রতি ফর্সার আকর্ষণে বা প্রসক্তিতে যে বৈচিত্র্য আছে সেটি মনুষ্যজাতি বুঝতে পারতো না। তাই শারীরিক গঠন, বর্ণ ও ভাষার বিভিন্নতায় মানুষ সৃষ্টি হলো আল্লাহ তা'আলার নৈপুণ্য সৃষ্টির একটি অন্যতম নিদর্শন ও মানবজাতির প্রতি আল্লাহ তা'আলার অশেষ অনুগ্রহ। মানবজাতির সকলেই এক মা-বাবা [*আদম-হাওয়া*] থেকে সৃষ্টি হয়েছে, তাই শারীরিক গঠন ও বর্ণ বৈষম্যে গর্ব করার কোনো সুযোগ নেই কারণ এই সমস্ত বিভিন্নতা কারও ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল নয়। কবির সেই মূল্যবান লাইন "বাহিরে সবার কালো আর ধলো ভেতরে সবার সমান রাঙ্গা" এ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ অর্থ বহন করে। জাতি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মনুষ্যজাতির মধ্যে সেই শ্রেষ্ঠ, অর্থাৎ যে একত্ববাদে বিশ্বাসী হয়ে আল্লাহ তা'আলাকে ভালোবাসে, একনিষ্ঠ হৃদয়ে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত এবং সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ-সচেতন হয়ে জীবন-যাপন করে [*মুত্তাকী*]।

অতএব আজ মুসলিম উম্মতে বিভিন্ন গোত্র, দেশ, বর্ণ ও ভাষার যে বৈচিত্র্য আছে সেটি অবশ্যই আল্লাহ তা'আলার সুনিপুণ সৃষ্টির সৌন্দর্যের কারণে। মুসলিম উম্মাহর জন্য এই পার্থক্যে কোনো প্রকার গর্বের উৎস নয়। অথচ দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, বর্তমানে দেশের অবস্থান, বর্ণ, ধন-সম্পদে ও ভাষার বৈষম্যেই এখন মুসলিম উম্মাহর আসল পরিচয় এবং গর্বের মূল বিষয় হয়েছে। এগুলোর ব্যবধানেই এখন নিজেদের মধ্যে বিভক্ত হওয়া, ঈর্ষাপরায়ণতা, মারামারি, শোষণ এবং শত্রুতার প্রধান বিচার্য বিষয় হয়েছে। মুসলিম উম্মাহ আজ ইসলামী

www.nagorikpathagar.org

মূল্যবোধের আদর্শ ও অনুশাসন ভুলে ভাষা ও ভৌগোলিক সীমা এবং সম্পদে স্বয়ং সম্পূর্ণতা নিয়ে গর্বিত হয়। তাই মুসলিম উম্মাহর একটি অংশ অজ্ঞতায় অহংবোধে অন্য মুসলিমকে উপেক্ষা, শোষণ এবং এমনকি প্রকাশ্যে ঘৃণাস্পদ বাক্যে সম্বোধন করতেও দ্বিধা করে না। এগুলোও আরেকটি কারণ, ফলে বিশ্বের রাজনৈতিক পটভূমিতে আজ মুসলিম জাতি শক্তিহীন এবং নানাভাবে লাঞ্ছিত। *যারা বিশ্বাসীদের মধ্যে এই রকম ভেদাভেদ ও বিভক্ত করায় সাহায্যকারী এবং বিভিন্ন বিভ্রান্ত মতবাদ আরোপ করে মুসলিম উম্মাহর ভাংগন সৃষ্টি করেছে তারা নিঃসন্দেহে শয়তানের পদাংক অনুসারী।* কারণ শয়তান কোনো অবস্থাতেই পছন্দ করবে না মুসলিম উম্মাহ ঐক্যবদ্ধ হয়ে শক্তিশালী হোক। অথচ মানবিক অধিকার সংরক্ষণে ইসলামী পবিত্র সনদ বিদায় হজের ভাষণে উম্মাহর এই ধরনের বিভক্ত হওয়াকে রাসূল (সা.) চিরদিনের জন্য বিলুপ্তি ঘোষণা করেছেন। সূরা আল-হুজুরাতের ১৩ নম্বর আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়ে রাসূল (সা.) বলেছেন, "*সুতরাং কোনো অনারবের উপর কোনো আরবের, কোনো আরবের উপর অনারবের, এমনিভাবে শ্বেতাঙ্গদের উপর কোনো কৃষাঙ্গের, কোনো কৃষাঙ্গের উপর কোনো শ্বেতাঙ্গদের, তাকওয়া (আল্লাহ তা'আলাকে সর্বত্র ভয় করা এবং আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ প্রাপ্ত হওয়া থেকে বঞ্চিত থাকার ভয়) ছাড়া কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। সমস্ত মানুষ আদম এর সন্তান। আর আদম হল, মাটি থেকে সৃষ্টি। পদমর্যাদার দাবি, হত্যা ও সম্পদের সমস্ত প্রতিশোধ বিলুপ্তি করা হলো।" {দি সীল্ড ন্যাক্টার, পৃষ্ঠা নম্বর ৪৬০; বিদায় হজের ভাষণ}*

মুসলিম উম্মতই নয় বরং আদম সন্তানদের মধ্যে বিভিন্ন মতাদর্শ, রাজনৈতিক ভাবাদর্শ এবং ধর্মের সৃষ্টি হয়েছে। বস্তুত মনুষ্যজাতি এক জাতি হলেও তারা বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী হয়ে নানা অজুহাতে নিজেদের মধ্যে মারামারি, ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত হয়েছে। সকলেই নিজ মতাদর্শ, ধর্মাদর্শ এবং জীবনাদর্শ নিয়ে গর্ব করে। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَّاحِدَةً قف فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيّٖنَ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ ص وَاَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ط وَمَا اخْتَلَفَ فِيْهِ اِلَّا الَّذِيْنَ اُوْتُوْهُ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ج فَهَدَى اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِهٖ ط وَاللّٰهُ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ.

"সমস্ত মানুষ ছিলো একই উম্মতভুক্ত। অতঃপর আল্লাহ নবীগণকে সুসংবাদদাতা

www.nagorikpathagar.org

ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেন। মানুষের মধ্যে যে বিষয়ে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছিল, তার মীমাংসার জন্য তিনি তাদের সাথে সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেন এবং যাদেরকে তা দেয়া হয়েছিল স্পষ্ট নিদর্শন তাদের নিকট আসার পরে, তারা শুধু পরস্পর বিদ্বেষবশত সেই বিষয়ে বিরোধিতা করতো। যারা বিশ্বাস করে তারা যে বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করতো, আল্লাহ্ তাদেরকে সে বিষয়ে নিজ অনুগ্রহে সত্য পথে পরিচালিত করেন। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন।" {*২-সূরা বাকারাহ : ২১৩*}

وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّآ أُمَّةً وَّاحِدَةً فَاخْتَلَفُوْا ط وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيْمَا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ.

"মানুষ ছিলো একই জাতি, পরে তারা মতভেদ সৃষ্টি করে, তোমার প্রতিপালকের পূর্ব ঘোষণা না থাকলে তারা যে বিষয়ে মতভেদ ঘটায় তার মীমাংসা তো হয়েই যেত।" {*১০-সূরা ইউনুস : ১৯*}

مِنَ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعًا ط كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ.

"যারা নিজেদের দ্বীনে মতভেদ সৃষ্টি করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে। প্রত্যেক দলই নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে উৎফুল্ল।" {*৩০-রূম : ৩২*}

فَتَقَطَّعُوْٓا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا ط كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ.

"কিন্তু তারা নিজেদের মধ্যে তাদের দ্বীনকে বহুধা বিভক্ত করেছে। প্রত্যেক দলই তাদের নিকট যা আছে [*তাদের বিশ্বাস, আচরণ ইত্যাদি*] তা নিয়ে আনন্দিত।" {*২৩-সূরা মু'মিনূন : ৫৩*}

গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ্য মনুষ্যজাতির প্রত্যেক সম্প্রদায় স্বীয় ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিত্তিতে তাদের সন্তানদের শিক্ষা দিয়ে থাকে, তাতে সন্তান সহজাত প্রকৃতি [*আল-ফিতরাত বা True nature*] নিয়ে জন্ম নিলেও, মা-বাবার বিশ্বাসের প্রভাবে সত্য প্রকৃতির [*True Nature*] বিপরীত ধর্মীয় বিশ্বাসে বিশ্বাসী হয়ে যায়। সহজাত প্রকৃতির [*আল-ফিতরাত*] প্রভাবে মানব সন্তান আল্লাহ্ তা'আলার একত্ববাদ ব্যতিরেকে অন্যকিছুতে বিশ্বাস করতে পারে না। এ প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন–

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا ط فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ط لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ط ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ ق وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ.

www.nagorikpathagar.org

"তুমি [*রাসূল (সা.) এবং মুসলিম উম্মাহ*] একনিষ্ঠ হয়ে নিজেকে দ্বীনে প্রতিষ্ঠিত কর। আল্লাহর প্রকৃতির [*ফিতরাতুল্লাহ/*] অনুসরণ কর [*আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদে বিশ্বাস কর*], যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন আল্লাহর সৃষ্টির কোনো পরিবর্তন নেই। এটিই সরল দ্বীন [*আল-ইসলাম*]; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।" { *৩০-সূরা রূম : ৩০* }

জন্মের পূর্বে প্রতিটি আদম সন্তান [*তার রূহ*] আল্লাহ তা'আলার প্রশ্নের উত্তরে স্বীকারোক্তি করেছে যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যতিরেকে তাদের আর কোনো উপাস্য নেই। আদম সন্তানের কাছ থেকে এই স্বীকারোক্তি গ্রহণের কারণ হচ্ছে শেষ বিচার দিবসে তারা যেন বলতে না পারে যে, আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদ সম্বন্ধে তাদের কোনো ধারণা ছিলো না। আল্লাহ তা'আলা এ প্রসংগে বলেছেন–

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِىٓ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ ۖ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا۟ بَلَىٰ ۛ شَهِدْنَآ ۛ أَن تَقُولُوا۟ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَٰفِلِينَ ۝ أَوْ تَقُولُوٓا۟ إِنَّمَآ أَشْرَكَ ءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنۢ بَعْدِهِمْ ۖ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ ۝

"স্মরণ কর, তোমার প্রতিপালক আদম সন্তানের পৃষ্ঠদেশ থেকে তাঁর বংশধরকে বের করেন এবং তাদের নিজদের সম্বন্ধে স্বীকারোক্তি গ্রহণ করেন এবং বলেন, 'আমি কি তোমাদের প্রতিপালক [*রব্বিকুম, অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা, বিধানকর্তা, নিয়ন্ত্রণকর্তা, একমাত্র উপাস্য ইত্যাদি*] নই?' তারা বলে, 'নিশ্চয়ই; আমরা সাক্ষী রইলাম।' এই স্বীকৃতি গ্রহণ এইজন্য যে, তোমরা যেন কেয়ামতের দিন না বল, 'আমরা তো এ বিষয়ে গাফেল ছিলাম,' কিংবা তোমরা যেন না বল,' আমাদের পূর্ব-পুরুষগণই তো আমাদের পূর্বে শিরক করে, আর আমরা তো তাদের পরবর্তী বংশধর; তবে কি পথভ্রষ্টদের কৃতকর্মের জন্য তুমি আমাদেরকে ধ্বংস করবে?" { *৭-সূরা আরাফ : ১৭২-১৭৩* }

উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদ বা তাওহীদ সম্পর্কে আদম সন্তানের স্বতঃস্ফূর্ত স্বীকৃতি হচ্ছে তার সহজাত প্রকৃতি। অথচ জন্মের পরে পরিবেশ এবং মা-বাবার ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রভাবে আদম সন্তান এই সহজাত প্রকৃতির সম্পর্কে ভুলে যায়। এ ব্যাপারে রাসূল (সা.) বলেছেন, "Every child is born on the state of Fitrah {*i.e. belief in the Oneness of Allah (SWT)*} and his/her parents convert him/her to Judaism or Christianity or Magianism, as an animal delivers a perfect baby animal. Do you find it multilated?" [*Sahee Al-Bukhari, Vol. 2, 467*]

www.nagorikpathagar.org

অনুবাদ : প্রত্যেকটি নবজাত শিশু ইসলামী [সহজাত স্বভাব, আল-ফিতরাত] স্বভাব নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু পরে পিতা-মাতা তাকে ইয়াহুদী করে গড়ে তোলে অথবা নাসারা [খৃষ্টান] করে গড়ে তোলে অথবা অগ্নিপূজক করে গড়ে তোলে। ঠিক যেমন চতুষ্পদ পশু জন্ম দেয়। তোমরা তার নাক বা অন্যান্য অংশ কাটা দেখতে পাও কি? *[সহজাত প্রকৃতির কারণে মানুষ জন্মের সময় চতুষ্পদ জন্তুর মতোই পরিপূর্ণ থাকে]। [সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড-১, ১২৯৪]*

প্রতিটি মানব শিশু জন্মের সময় ধর্মীয় বিশ্বাসের দিক দিয়ে সত্য অথবা সহজাত প্রকৃতিতে [*আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদে বিশ্বাসী*] থাকে কিন্তু তার পরিবার ও সমাজ তাকে এবং তার বিশ্বাসকে কলুষিত করে। খৃষ্টানের সন্তান খৃষ্টান হয়, ইয়াহুদীর সন্তান ইয়াহুদী, মুশরিকদের সন্তান মুশরিক এবং অগ্নিপূজকের সন্তান অগ্নিপূজক হয়। এ সম্পর্কে হাদীস থেকে আরো সুস্পষ্ট যে, আল্লাহ তা'আলার নাযিলকৃত আসমানী কিতাবে বিশ্বাসী এবং কিতাব বহনকারী তিন দলের [*ইয়াহুদ, খৃষ্টান এবং মুসলিম*] সকলেই ধর্ম সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে বহুধা দলে বিভক্ত হবে। রাসূল (সা.) এ ব্যাপারে বলেছেন, *"ইয়াহুদী এবং খৃষ্টান একাত্তর (৭১) অথবা বাহাত্তর (৭২) ধর্মীয় দলে বিভক্ত হয়েছে এবং এই জাতি [মুসলিম জাতি] তিয়াত্তর (৭৩) দলে বিভক্ত হবে, সকলেই দোযখবাসী হবে শুধুমাত্র একটা দল ব্যতীত যেমন আমি [রাসূল (সা.)] এবং আমার সাহাবীগণ যে দ্বীনে প্রতিষ্ঠিত। [যারা আল-কুর'আন এবং সুন্নাহ সঠিকভাবে অনুসরণ করবে]।" [আত-তিরমিযী, আল-কুরআনের ইংরেজী অনুবাদ, ড: মুহাম্মদ মুহসিন খান, পৃষ্ঠা ১০১]*

ইয়াহুদী ও খৃষ্টান সম্প্রদায়ের বিভিন্ন দলে বিভক্ত হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয় কারণ যদিও তারা আসমানী কিতাবে বিশ্বাসী তবুও এই দু'টি ধর্মই প্রবৃত্তির চাহিদা অনুযায়ী সত্য দ্বীন ইসলাম পরিত্যাগের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু মুসলিম উম্মাহর মধ্যে বিভক্ত হওয়া অস্বাভাবিক এবং অত্যন্ত বিপজ্জনক ব্যাপার, কারণ পবিত্রবাণী আল-কুরআন ও সুন্নাহ বিশ্বাসী এবং অনুসরণকারী উম্মাহ কোনো অবস্থাতেই বিভিন্ন দলে বিভক্ত হতে পারে না। তবে আল-কুরআন এবং হাদীসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কিছু কিছু বিষয়ে [*ইসলামী মূল্যবোধের মূলভিত্তিতে নয়*] সামান্য তারতম্য হতে পারে, যেমন চার মাযহাবের চার ইমামের ব্যাখ্যার ভিত্তিতে চার মাযহাবের সৃষ্টি হয়েছে। চার মাযহাবের মুসলিম যখন একত্রে এক মসজিদে ইবাদত করে তখন বোঝার কোন উপায় নেই যে তারা বিভিন্ন মাযহাবে বিভক্ত।

গত ৩৫ বছর আমেরিকান জীবনে দুনিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে আগত মুসলিম একত্রে মসজিদে নামায পড়ছি, ধর্মীয় সেমিনারে সবাই অংশ নিচ্ছে এবং বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করছে, তাতে সব মাযহাবের মুসলিম উপস্থিত থাকে। আজ

www.nagorikpathagar.org

পর্যন্ত আমরা বুঝতে পারিনি এই সমস্ত মুসলিম কে কোন মাযহাবের অন্তর্ভুক্ত। ইসলামী শরীয়তের কিছু কিছু ক্ষেত্রে আল-কুরআন ও হাদীসের ভিত্তিতে চার ইমামের analogical deduction-এর কারণে সামান্য তারতম্য দেখা যায়, তাতে প্রকৃতপক্ষে মুসলিম উম্মাহর জন্য ধর্মের বিধিনিষেধ পালন করা অত্যন্ত সহজ হয়েছে। তাই এই সামান্য তারতম্যকে সাধারণত মুসলিম উম্মাহর জন্য আশীর্বাদ হিসেবে ধরা হয়। এজন্যই চার মাযহাবকে মুসলিমদের মধ্যে বিভক্ত হিসেবে ধরা হয় না বরং এই চার মাযহাবকে বলা হয় **"আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জাম'আ"** অর্থাৎ রাসূলের (সা.) সুন্নাহর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত দল সমষ্টি। চার মাযহাব নিয়ে মুসলিম উম্মাহ মাঝে-মধ্যে বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে। নিঃসন্দেহে বলা যায়, এটা ইসলামী শরীয়ত সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে ঘটে থাকে। মুসলিম উম্মাহর প্রতি আল্লাহ তা'আলা ও রাসূল (সা.)-এর নির্দেশ হচ্ছে আল-কুরআন এবং সুন্নাহকে অনুসরণ করার। মাযহাবের সৃষ্টি হয়েছে হিজরী সালের প্রায় ৫-৬ শতাব্দীর পরে, কাজেই কেউ যদি আল-কুরআন ও সহীহ হাদীসের ভিত্তিতে ইবাদত করে, সেটিই তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

উল্লেখ্য আহলুস সুন্নাহ ওয়াল-জাম'আ ছাড়া বাকী মুসলিম ইসলামী মূল্যবোধের মূল বিধান সম্পর্কে নিজেদের দেয়া বিভ্রান্ত ব্যাখ্যার ভিত্তিতে বিভক্ত হয়েছে, তাদের কথাই এখানে বলা হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ, রাসূলের (সা.) নবুওয়াতের ব্যাপারে সন্দেহপ্রবণ হয়ে বিভক্ত হওয়া [*শি'আ মুসলিমদের মধ্যে এক দল*] এবং রাসূল (সা.) আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত শেষ নবী সেটিকে অস্বীকার করে নিজেকে রাসূল হিসেবে দাবি করে আরেক দলের সৃষ্টি হয়েছে [*গোলাম আহমাদ আল-কাদিয়ানী*]। সূরা আলে-ইমরান, আয়াত নম্বর ১০৩ তে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "এবং তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জু [*আল-কুরআন*] দৃঢ়ভাবে ধর এবং পরস্পরে বিচ্ছিন্ন বা বিভক্ত হয়ো না।"

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আলেমরা [*শেখ হামযা ইউসুফ, আমেরিকান মুসলিম সম্প্রদায়ের উল্লেখ্য ব্যক্তিত্ব*] বলেছেন, এখানে মুসলিম উম্মাহর প্রতি আল্লাহ তা'আলার সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে যে, তোমরা আল-কুরআনের আয়াত নিজেদের খেয়াল খুশি মতো ব্যাখ্যা করে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ো না। শি'আদের একদল এবং গোলাম আহমাদ আল-কাদিয়ানী প্রকৃতপক্ষে সে কাজই করেছে তাই তারা প্রকৃতপক্ষে ইসলামী মূল্যবোধের মূলভিত্তি থেকে দূরে সরে গেছে যদিও মনে করে তারা মুসলিম। যা হোক মুসলমান জাতির মধ্যে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করার কাজে যাদের প্রভাব বেশি এবং যাদের অজ্ঞতা ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ প্রকৃতি এবং অহংকারী আত্মা বিভক্ত হওয়ার পেছনে মূল শক্তি বা অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করে, তারা অবশ্যই

www.nagorikpathagar.org

শয়তানের পদাংক অনুসরণকারী কারণ শয়তানই একমাত্র সত্তা যে তাওহীদে বিশ্বাসী জাতি মুসলিম উম্মাহর বিভক্ত হওয়াকে বেশি পছন্দ করে। যাতে বিভিন্ন দলে বিভাজ্যের মাধ্যমে মুসলিম জাতি এই দুনিয়াতে আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত পবিত্র বিধান প্রতিষ্ঠায় দুর্বল হয় এবং আখেরাতেও ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে শয়তানের মতোই শাস্তি ভোগ করে।

বিদ'আত [*ইবাদতে নতুন কিছু যোগ করা*]

বিদ'আতের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে ইবাদতের জন্য নতুন রীতির উদ্ভাবন করা। আল্লাহ তা'আলার পবিত্র-বাণী আল-কুরআনে বর্ণিত বিধিনিষেধ, রাসূলের (সা.) হাদীসের [জীবনাদর্শের], সাহাবী এবং প্রখ্যাত ইমাম, আলেমদের ইজতেহাদের সমন্বয়ে সৃষ্টি হয়েছে ইসলামী শরীয়ত। তাতে জীবনাদর্শের মূল ভিত্তির সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনার এবং ইবাদতের সঠিক পদ্ধতির বিস্তারিত বর্ণনায় পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। ইসলামী শরীয়তের মূল ভিত্তি হচ্ছে আল-কুরআন। আল-কুরআনে বর্ণিত বিধিনিষেধকে কেন্দ্র করেই রাসূল (সা.)-এর জীবনাদর্শের অন্যতম ইবাদতের পদ্ধতির সুস্পষ্ট বর্ণনা [যাকে বলা হয় সুন্নাহ] দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলার আদেশের বাইরে রাসূল (সা.) কিছুই করেননি কাজেই হাদীসের বিষয়ও ওহীর অন্তর্ভুক্ত, যদিও আল-কুরআনের অংশ নয় তবে আল-কুরআনের সঠিক ব্যাখ্যার ভিত্তি হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে। রাসূল (সা.)-এর সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى. اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى.

"এবং প্রবৃত্তির চাহিদায় কথা বলে না। কুরআন ওহী, যা প্রত্যাদেশ হয়।" *[৫৩-সূরা নাজম : ৩-৪]*

قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَآ اَدْرِىْ مَا يُفْعَلُ بِىْ وَلَا بِكُمْ ۚ اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰٓى اِلَىَّ وَمَآ اَنَا اِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ.

"বল, আমি তো কোনো নতুন রাসূল নই। আমি জানি না, আমার ও তোমাদের সাথে কি ব্যবহার করা হবে। আমি কেবল তারই অনুসরণ করি, যা আমার প্রতি ওহী করা হয়। আমি স্পষ্ট সতর্ককারী ছাড়া আর কিছুই নই।" *[৪৬-সূরা আহকাফ : ৯]*

কাজেই বলা যায় আল-কুরআন এবং হাদীস সমন্বয়ে হয় পরিপূর্ণ ইসলাম, যার সাক্ষ্য দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا.

www.nagorikpathagar.org

“আজ আমি তোমাদের জন্যে দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্যে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম।” *[৫-সূরা মায়েদা : ৩]*

বিদায় হজের ভাষণে রাসূল (সা.) দ্বীনের ভিত্তি সম্পর্কে উল্লেখ করে বলেছেন, “ও জনগণ! আমার পরে আর কোনো নবী আসবে না সুতরাং নতুন কোনো দ্বীনের জন্ম নেবে না। অতএব এ কারণেই ও জনগণ! ভালো করে জেনে রাখ আমি যা বলছি, আমার পেছনে দু'টি জিনিস রেখে যাচ্ছি, আল-কুরআন এবং আমার সুন্নাহ, যদি তোমরা এগুলো অনুসরণ কর, কখনোই বিপথগামী হবে না।” *[সহীহ মুসলিম ২৮১৯]*

এই হাদীস থেকে সুস্পষ্ট যে, ইবাদতে নতুন কিছু সংযুক্ত এবং ইসলামী শরীয়তকে উপেক্ষা করে জীবন-যাপন করলে অবশ্যই তোমরা বিপথগামী হবে, যার নজির মুসলিম উম্মতের সার্বিক অবস্থায় দিনের আলোর মতো পরিষ্কার। গণতন্ত্রের শাসনকে সময়োপযোগী করার ক্ষেত্রে বিজ্ঞ বুদ্ধিজীবী বা আলেমদের পরামর্শে আল-কুরআন এবং সুন্নাহর ভিত্তিতে বিভিন্ন ধরনের আইনের পরিশোধন পরিবর্তনের সুযোগ রয়েছে। তবে ইবাদতের ক্ষেত্রে সেরকম সুযোগ নেই। কারণ ইবাদতের পদ্ধতি সময়ের পরিবর্তনের উপর নির্ভরশীল নয়। কাজেই ধর্মীয় মূলবোধের স্তম্ভ ইবাদতের ক্ষেত্রে মানব প্রকৃতির সাথে সামাঞ্জস্য করেই বিধি ব্যবস্থা দিয়েছে, যেমন নামায, রোযা, হজ ও যাকাতের ব্যাপারে অবস্থার ভিত্তিতে শিথিল করা হয়েছে। এজন্যই মানব প্রবৃত্তির অবৈধ চাহিদায় নতুন কোনো রীতি, ব্যবহার সংযোজন করা অথবা সুন্নাহ দিয়ে প্রতিষ্ঠিত কোনো রীতিকে বাদ দেয়ার সুযোগ মুসলিম উম্মাহর নেই। উল্লেখ্য মানব প্রবৃত্তির চাহিদা স্থিতিশীল নয়। কাজেই সময় সুযোগে বিভিন্ন ধারায় প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে থাকে। মানবের অস্থিরতা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا.

“মানুষ তো সৃজিত হয়েছে অতিশয় অস্থির চিত্তরূপে।” *[৭০-সূরা মা'আরিজ : ১৯]*

অদৃশ্য শত্রু শয়তান মানব চিত্তের অস্থিরতাকে ব্যবহার করে প্রবৃত্তির অবৈধ চাহিদায় অনুপ্রেরণা দিয়ে সত্যবিমুখতায় বিভিন্ন ধর্মের জন্ম দিয়েছে। এজন্যই রাসূল (সা.) বিদ'আত সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বনের জন্য উম্মতের প্রতি কঠোর আদেশ দিয়ে বলেছেন, *“যে ব্যক্তি আমাদের এই দ্বীনের মধ্যে এমন নতুন কিছু সৃষ্টি করে, যা তার অন্তর্ভুক্ত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত।”* আরো বলেছেন, *“সবচেয়ে ভালো কথা হচ্ছে আল্লাহর কিতাব [আল-কুরআন]। আর সবচেয়ে ভালো নিয়ম হচ্ছে মুহাম্মদ (সা.)-এর নিয়ম। আর (দ্বীনের ব্যাপারে) নতুন বিষয়গুলো [নতুন*

www.nagorikpathagar.org

বিষয় সৃষ্টি করা] সবচেয়ে খারাপ। আর সব বিদ'আতই ভ্রান্ত।" [রিয়াদুস সালেহীন, খণ্ড ১, ১৬৯ এবং ১৭০]

গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, যারা বিদ'আতের সমর্থক তারা আসলে ভালো-মন্দ [কল্যাণ-অকল্যাণ] দু'টির মধ্যে যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে সেটা অনুধাবন করতে পারে না। তাদের সমর্থিত ইবাদতের পন্থায় শরীয়ত সম্মত ও বিরোধী বিষয় থাকে। উম্মতের কল্যাণ ও অকল্যাণ যুগ সম্পর্কে হুযায়ফা ইবনে ইয়ামান (রা.) বলেছেন, একদা আমি বললাম, "হে আল্লাহর রাসূল! নিশ্চয়ই আমরা ইতোপূর্বে অজ্ঞানতা ও অকল্যাণের [জাহেলী যুগে] মধ্যে ছিলাম। তারপর আল্লাহ্ আমাদের নিকট এই কল্যাণময় ইসলাম আনয়ন করলেন। এই কল্যাণের পর আবার কি কোনো অকল্যাণ আসবে? তিনি (সা.) বললেন হ্যাঁ। আমি বললাম, ঐ অকল্যাণের পর কি আবার কল্যাণ আসবে? তিনি (সা.) বললেন হ্যাঁ। তবে তাতে কিছু অবিচলতা থাকবে। আমি বললাম, সে অবিচলতার-স্বরূপ কি হবে? তিনি (সা.) বললেন, সে অবিচলতার স্বরূপ হবে এই যে, একদল লোক আমার প্রদর্শিত পথ ছাড়া অন্য পথে লোকদেরকে চালিত করবে। তাদের কোনো কোনো কাজ শরীয়তসম্মত হবে আবার কোনো কোনো কাজ শরীয়ত বিরুদ্ধ হবে [বিদ'আত বা আরো শরীয়ত বিরোধী কর্ম]।" *[সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড ৩, ৩৩৩৮]*

বিদ'আত সৃষ্টি হয়েছে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নকল অথবা অতি দুর্বল হাদীসের ভিত্তিতে। বিদ'আত সৃষ্টিকারী এবং যারা এর প্রগতির পক্ষে সংগ্রাম করে তাদের জানা উচিত যে রাসূল (সা.)-এর হাদীসের নাম দিয়ে ইবাদতের পদ্ধতি চালু করার পরিণাম সম্পর্কে রাসূল (সা.) কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, "আমি যা বলিনি তা আমার উপর যে ব্যক্তি আরোপ করবে সে যেন আগুনের আসন ঠিক করে নেয়।" *[সহীহ আল-বুখারী খণ্ড ১, ১০৭]*

ইবাদতে বিদ'আতের সংযোজন যারা করবে অতঃপর বিদ'আতের বিষয়কে ইবাদতের অংশ হিসেবে গ্রহণ করে ইবাদত করবে, পরকালে তাদের অবস্থা সম্পর্কে হাদীসে রয়েছে স্পষ্ট বর্ণনা। *ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, 'রাসূল করীম (সা.) আমাদের মধ্যে ভাষণ দানের উদ্দেশ্যে দাঁড়ালেন। অতঃপর বললেন ঃ "নিশ্চয়ই [কেয়ামতের দিবসে] তোমাদেরকে নগ্নপদ, নগ্নদেহে এবং খুনাবিহীন অবস্থায় হাজির করা হবে। (যথা আল্লাহ তা'আলা বলেন)ঃ 'প্রথমে যে অবস্থায় সৃষ্টি করেছিলাম, একই অবস্থায় আমি তাকে ফিরিয়ে নেব (পুনরায় সৃষ্টি করবো)।' কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম ইব্রাহীম (আ.)-কে পোশাক পরানো হবে। আর বাঁ হাতে আমলনামা প্রাপ্ত আমার উম্মতের কতিপয় ব্যক্তিকে হাজির করে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। আমি আরজ করবোঃ হে রব! এরা আমার উম্মতভুক্ত। (আল্লাহ তা'আলা) বলবেন: তুমি জান না তোমার পরে এরা যে কি*

www.nagorikpathagar.org

সব [মনগড়া, মতবাদ, বিদ'আত ইত্যাদি] নতুন কথা আবিষ্কার করেছে। তখন আমি সে একই আবেদন করবো যা পুণ্য ব্যক্তি [ঈসা (আ.)] পেশ করবেন যে, (আল্লাহ তা'আলার বাণী) 'জীবিতকাল পর্যন্ত আমি তাদের সাক্ষী ছিলাম। অতঃপর যখন আপনি আমাকে লোকান্তরিত করলেন, তখন থেকে আপনিই তাদের সম্পর্কে অবগত রয়েছেন। আপনি সর্ববিষয়ে পূর্ণ পরিজ্ঞাত।' [নবী করীম (সা.) বলেন,] অতঃপর বলা হবে: নিশ্চয়ই সর্বদা এরা মুরতাদ হয়ে [দ্বীন ইসলাম ত্যাগ করে] পূর্বাবস্থায় (কুফরিতে) ফিরে যেত।" {সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড ৬, ৬০৭৬}

উল্লেখ্য মুসলিম উম্মত শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিক ইবাদতেই নয় বরং জীবন-যাপনে, দেশ শাসনে ধর্মীয় মূল্যবোধকে উপেক্ষা, অবজ্ঞা করে মানব রচিত মতাদর্শের পূজারী হয়েছে। এমনকি ইসলামী শরীয়তকে মধ্যযুগীয় বর্বর বিধিবিধান হিসেবে আখ্যায়িত করতে পিছুপা হয় না। আল-কুরআন এবং হাদীসের ভিত্তিতে বলা যায়, এ ধরনের মন্তব্যের কারণে এরাই মুরতাদে পরিণত হয়ে যায়। উল্লেখ্য যে, হাউযে কাউসার [জান্নাতের একটি প্রস্রবণের নাম], যাতে অসংখ্য কল্যাণ অন্তর্নিহিত রয়েছে। রাসূলের (সা.) প্রতি আল্লাহ তা'আলার সীমাহীন অনুগ্রহের মধ্যে হাউযে কাওসার অন্যতম, যা উম্মতের জন্য হাশরের বিচারে হবে অতিশয় কল্যাণময়। হাউযে কাওসার সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, (১) নিশ্চয় আমি তোমাকে কাওসার দিয়েছি।' {১০৮-কাওসার}। হাউযে কাওসারে রাসূল (সা.) সবার পূর্বে উপস্থিত হবেন, যেখানে উম্মতের ভাগ্যবানরা রাসূলের (সা.) সাথে সাক্ষাৎ করবেন। হাউযে কাওসার থেকে যে পানি পান করার সুযোগ পাবে সে আর কখনো পিপাসার্ত হবে না। তবে যারা পার্থিব জীবনে ইবাদতের জন্য নতুন নতুন পন্থার উদ্ভাবন করে তাতে প্রতিষ্ঠিত ছিলো এবং অন্যদেরকে প্রভাবিত করেছে তারা এই মহাসুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকবে।

এ প্রসংগে রাসূল (সা.) বলেছেন, "আমি হাউযে কাওসারে তোমাদের অগ্রগামী প্রতিনিধি। তোমাদের মধ্যকার কিছু ব্যক্তিকে উপস্থাপন করা হবে (আমার সম্মুখে) তারপর তাদেরকে আমার নিকট থেকে টেনে-হেঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হবে, আমি বলব হে আমার রব! এরা তো আমার উম্মত। আমাকে বলা হবে, তুমি জান না তোমার অবর্তমানে তারা কত নতুন পথে কাজ করেছে [দ্বীন বহির্ভূত পদ্ধতিতে ইবাদত করেছে], কি সব নতুন মত ও পথ আবিষ্কার করেছে।" রাসূল (সা.) আরো বলেছেন, "যে ব্যক্তি আমার নিকট উপস্থিত হবে সে [কাওসার থেকে] পানি পান করবে। সে কখনো পিপাসার্ত হবে না। আমার নিকট বিভিন্ন দল হাজির হবে। তাদের আমি চিনতে পারব, তারাও আমায় চিনতে পারবে। অতঃপর, তাদের মধ্যে এবং আমার মধ্যে আড়াল করে দেয়া হবে।" {সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড ৬, ৬১১৯, ৬১২৫, ৬১২৬}

www.nagorikpathagar.org

উপরোক্ত কঠোর হুঁশিয়ারি থাকা সত্ত্বেও মুসলিম উম্মাহ বিদ'আতের মতো গর্হিত পাপ থেকে মুক্ত থাকতে পারেনি। প্রতিটি মুসলিম দেশেই রয়েছে ইবাদতের রীতিতে বহু প্রকারের বিদ'আত। কিছু বিদ'আত এতোই বিভ্রান্ত যে, যার সাহায্যে বান্দারা অসচেতন অবস্থায় লঘু শিরকে জড়িত হতে পারে। এশিয়া এবং আফ্রিকা মহাদেশসমূহ বিদ'আতের ব্যাপারে বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

ইবাদত হচ্ছে দ্বীনের হৃদয়, হৃৎপিণ্ডের সুস্থতা ছাড়া যেমন মানুষ বাঁচতে পারে না তেমন ইবাদতের শুদ্ধাচার ছাড়াও দ্বীন টিকতে পারে না। সঠিক পদ্ধতিতে ইবাদত করেই বান্দারা আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্যে পৌছাতে পারে। আর বিদ'আতের পদ্ধতিতে ইবাদত করলে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য থেকে মানুষ দূরে সরে যেতে পারে। উল্লিখিত হাদীস থেকে এই বিষয়টি সুস্পষ্ট। কাজেই ইবাদতের সঠিক পদ্ধতি আল-কুরআনের ভিত্তিতে রাসূল (সা.)-এর সুন্নাহর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সাহাবীরা রাসূল (সা.)-এর জীবনাদর্শের সাথে সম্পৃক্ত প্রতিটি বিষয় রাসূল (সা.)-এর অনুকরণে নিজেদের জীবন যাপনে প্রতিষ্ঠিত করে আমাদের জন্য উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন। তদুপরি বর্ণিত হাদীসে উম্মতের কাছে পৌছানো হয়েছে। এগুলো সংগ্রহ করে বর্ণনা কারীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং সনদের সত্যতা যাচাই করে বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থ হিসেবে সংরক্ষণ করা হয়েছে। যাতে পরবর্তীতে কেউ যেন নকল হাদীসের ভিত্তিতে ইবাদতের জন্য নতুন কোনো রীতি যোগ না করতে পারে। তবুও বিদ'আতের মতো গর্হিত কাজে মুসলিম উম্মত বিভিন্ন পর্যায়ে জড়িত আছে।

দ্বীনের মূল্যবোধ সম্পর্কে যারা অজ্ঞ, তারাই শয়তানের অনুপ্রেরণা এবং নিজ প্রবৃত্তির চাহিদায় এ রকম রীতি প্রবর্তন করেছে। মুসলিম উম্মতের সিংহভাগই ইবাদতের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সত্যতা যাচাই না করে গড্ডলিকা প্রবাহে প্রাপ্ত পদ্ধতিকে গ্রহণ করে ইবাদত করে। প্রতিটি মুসলিম দেশেই রয়েছে আঞ্চলিক সংস্কৃতির কিছু রীতিনীতি, যার সমর্থনে প্রমাণকৃত হাদীসের কোনো সম্পর্ক নেই, তবুও সেগুলোকে ইবাদতের অংশ হিসেবে গ্রহণ করে থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আঞ্চলিক সংস্কৃতির রীতির সাথে রয়েছে অন্য ধর্মের সংস্কৃতির সম্পৃক্ততা এবং ধর্মীয় কুসংস্কার। এগুলো মানুষের প্রবৃত্তির অবৈধ চাহিদায় সত্যবিমুখতায় সৃষ্টি হয়েছে। ইসলামী মূল্যবোধকে পরিপূর্ণরূপে মানবজাতির জন্য আল্লাহ তা'আলা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কাজেই ইবাদতের রীতিনীতির মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অসম্পূর্ণতা নেই। তাই বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ইবাদতের নামে নতুন কিছু যোগ করার মাধ্যমে ইসলামী মূল্যবোধের পরিপূর্ণতাকে অস্বীকার করা হয়ে থাকে।

অনেক সময় অজ্ঞতার কারণে ইবাদতের বিশেষ স্তম্ভের সঠিক পদ্ধতি সম্পর্কে সহীহ হাদীস থাকা সত্ত্বেও দুর্বল অথবা নকল হাদীসের ভিত্তিতে ইবাদত করে

www.nagorikpathagar.org

বিদ'আতকেই বেশি প্রাধ্যান্য দিয়ে থাকে। ভারত উপমহাদেশে শব-ই-বরাত পালনের রীতি, মাজারে ফুল দেয়া, মোমবাতি জ্বালানো, ঘটা করে জন্ম দিবস পালন, মৃত আউলিয়ার মাজারে গিয়ে সাহায্য চেয়ে প্রার্থনা করা, যিকির আযকারের বিভিন্ন পদ্ধতি, বিশেষভাবে অনুষ্ঠান করে মিলাদ পড়ানো, নামায শেষে সমবেতভাবে দু'আ করা, রাসূল (সা.)-এর প্রশংসা করতে গিয়ে দ্বীনের সীমালঙ্ঘন করা ইত্যাদি অন্যতম। উল্লেখ্য জামা'আতে নামায আদায় করার সময় কাতার সোজা করার তাৎপর্য ও গুরুত্ব সম্পর্কে একাধিক সহীহ্ হাদীস রয়েছে, তবুও আধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইমাম এবং মুকতাদিরা এ ব্যাপারে উদাসীন থাকে। তাতে সহীহ্ হাদীস দিয়ে প্রতিষ্ঠিত সুন্নাহকে অবহেলা করা হয়। কাতার সোজা রাখার গুরুত্ব সম্পর্কে রাসূল (সা.) বলেছেন, "নামাযে তোমাদের কাতারসমূহ সোজা রাখবে। অন্যথা আল্লাহ পাক তোমাদের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করে দেবেন।" *[সহীহ মুসলিম, ৮৬৩]*

উম্মতের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির হওয়ার পেছনে এটি একটি কারণ হতে পারে, আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভালো জানেন। অথচ তাদের ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে যে, জামাতে ফরয নামায আদায় করার পর ইমাম যদি মুকতাদিদের নিয়ে সমবেতভাবে দু'আ না করে তবে নামায অসমাপ্ত থেকে যাবে। এভাবে মোনাজাত করাকে ফরয নামাযের অংশ করা হয়েছে। রাসূল (সা.)-এর কোনো হাদীস এবং সাহাবীদের ইবাদতে এ ধরনের কোনো প্রথা চালু ছিলো না। তবে কেউ যদি একাকী মোনাজাত করতে চায়, সেটি তার জন্য অনুমতি রয়েছে। মোনাজাত বা দু'আ করাও ইবাদতের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। অথচ ফরয নামাযের পর যে সমস্ত যিকির সহীহ হাদীস দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাকে উপেক্ষা করে ইমামের নেতৃত্বে সমবেতভাবে হাত তুলে মোনাজাতকেই বেশি প্রাধান্য দেয়া হয়, যদিও এর সমর্থনে কোনো দলীল নেই।

গোটা নামাযই হচ্ছে দু'আর অন্তর্ভুক্ত। সূরা আল-ফাতিহা, রুকু ও সাজদায় তাসবীহ্ এবং তাশাহহুদ ও দরূদ পাঠ সবই দু'আর অন্তর্ভুক্ত। এছাড়াও নামাযে সালাম ফিরানোর পর যে সমস্ত যিকির ও দু'আ রাসূলের (সা.) সহীহ্ হাদীস দিয়ে সাব্যস্ত হয়েছে, সেগুলো সমবেতভাবে নয় ব্যক্তিগতভাবে আমল করার নির্দেশ রয়েছে। সাওবান (রা.) বলেছেন, রাসূল (সা.) নামায শেষ করে তিনবার আস্তাগফিরুল্লাহ [আল্লাহ আমাকে ক্ষমা কর] করতেন। তিনি (সা.) আরো বলেছেন, 'আল্লাহুমা আনতাস-সালামু ওয়া মিনকাস- সালামু, তাবারাকতা ইয়াযাল-জালালি ওয়াল ইকরাম।' হে আল্লাহ তুমি শান্তির আঁধার, তোমার নিকট থেকেই শান্তি ও নিরাপত্তা পাওয়া যায়; তুমি বরকত ও কল্যাণময়, হে গৌরব ও সম্মানের মালিক।' *[সহীহ মুসলিম, রিয়াদুস-সালেহীন, খণ্ড ৪, ১৮৭৬]*

www.nagorikpathagar.org

আবু হুরায়রা (রা.) আরো বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা.) বলেছেন: তোমরা প্রত্যেক নামাযের পর তেত্রিশবার করে তাসবীহ [সুবহানাল্লাহ] তাহমীদ [আলহামদু লিল্লাহ] এবং তাকবীর [আল্লাহু আকবার] পাঠ করবে। সর্বশেষে বলবে, 'সুবহানাল্লাহি ওয়ালহামদু লিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবার' যাতে সবগুলোই তেত্রিশবার করে হয়ে যায়'। *[সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড ১, ৭৯৫]*

জুনদুব (রা.) বলেন, নবী (সা.)-এর নিয়ম ছিলো যে, তিনি (সা.) নামায শেষে আমাদের দিকে মুখ ফিরাতেন (ঘুরে বসতেন)।' {সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড ১, ৭৯৭}। অর্থাৎ তিনি (সা.) সাহাবাদের নিয়ে সমবেতভাবে হাত তুলে দু'আ করেননি, রাসূলের (সা.) পরে সাহাবারাও কেউ এই কাজ করেননি। অতএব নামাযে সালাম ফিরানোর পর সকলকে নিয়ে হাত তুলে ইমামের দু'আ করার রীতি পরবর্তীতে ইবাদতের অংশ হিসেবে সংযোগ করা হয়েছে অর্থাৎ এটি নিঃসন্দেহে বিদ'আত। কাজেই প্রতিটি মুসলিমের নৈতিক এবং অপরিহার্য দায়িত্ব রয়েছে সত্য হিসেবে প্রমাণিত সূত্রের মাধ্যমে ইবাদতের বিভিন্ন শাখার জ্ঞান অর্জন করে ইবাদতের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সঠিক মূল্যায়ন করা। কারণ সঠিক পদ্ধতিতে একনিষ্ঠ অন্তরে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য করা ইবাদতের পুণ্য ব্যতিরেকে আর কোনো কিছুই পরকালে আল্লাহ তা'আলার নিকট গুরুত্ব পাবে না। ইবাদতের সঠিক পদ্ধতির উপর হাদীসে বর্ণিত ব্যাখ্যা, সাহাবীদের কৃত ইবাদতের সুস্পষ্ট বর্ণনা এবং চার মাযহাবের ইমাম ও স্বনামধন্য আলেমদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল সহজ ব্যাখ্যায় সৃষ্টি হয়েছে সঠিকভাবে ইবাদত করার দলীল। এদের ভিত্তিতে সংকলন করা হয়েছে ফিকাহ আস-সুন্নাহর কয়েকটি খণ্ড, যার অনুবাদ বিভিন্ন ভাষায় পাওয়া যায়। বর্তমানে ইন্টারনেটে রয়েছে এগুলোর সহজলভ্যতা। কাজেই বলা যায় এ রকম সুযোগ থাকা সত্ত্বেও যারা অজ্ঞতার অন্ধকারে থেকে ইবাদত করবে এবং বিদ'আতের মতো গর্হিত প্রথার প্রচলন রাখবে তারাই বস্তুত অজ্ঞতার শত্রুকে লালন করে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, নামায আদায়ে তাড়াহুড়া করলে যে নামাযের গ্রহণযোগ্যতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়, সে ব্যাপারে অনেকেই খেয়াল করে না যদিও এ সম্পর্কে রাসূলের (সা.) কঠোর নির্দেশনা রয়েছে। অথচ এরাই আবার জামা'আতে ফরয নামাযের শেষে ইমামের সাথে হাত তুলে দু'আ করতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে। ইবনে রাফি (রা.) বলেন, "একদা বেদুইনের মতো দেখতে এক ব্যক্তি এসে উপস্থিত হলো। সে হালকাভাবে নামায পড়ল এবং রাসূল (সা.)-কে সালাম দেয়ার পর, রাসূল (সা.) বললেন, তুমি ফিরে গিয়ে আবার নামায আদায় কর, কারণ তুমি তো নামায আদায় করনি। এইভাবে দুই কিংবা তিনবার ঘটলো। অতঃপর তাকে সঠিকভাবে নামায আদায় করার শিক্ষা দিতে বললেন ঃ শোন,

www.nagorikpathagar.org

নামাযের জন্য যখন দাঁড়াবে এর আগে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশমত অযু করে নেবে। এরপর আযান দেবে, ইকামতও দেবে। পরে কুরআন শরীফের কিছু যদি মুখস্থ থাকে তাহলে তা পড়বে। তা না থাকলে, আলহামদু লিল্লাহ, আল্লাহু আকবার ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করবে [এটি তাদের জন্যই যারা সূরা আল-ফাতিহাসহ আর কোনো সূরা মুখস্থ করতে পারেনি]। অতঃপর রুকু করবে এবং খুব ধীর স্থিরভাবে রুকু করবে, পরে সোজা হয়ে দাঁড়াবে, অতঃপর সিজদা করবে এবং তাতে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করবে। পরে ধীর স্থিরভাবে উঠে বসবে। অতঃপর উঠে দাঁড়াবে। এইভাবে যদি করতে পার তবে তোমার নামায পূর্ণ হবে। এতে যদি কিছু ত্রুটি হয়ে থাকে তবে তোমার নামাযও ততটুকু ত্রুটিযুক্ত হবে।" {তিরমিযী, ৩০২}

আহলে কিতাবরা প্রবৃত্তির চাহিদায় ধর্মীয় মূলবোধের মূল ভিত্তিকে বিভিন্নভাবে পরিবর্তন করায় ইবাদতের পন্থায় শিরকের প্রবর্তন হয়েছে। মুসলিম উম্মাহও ইবাদতের পন্থায় এবং ধর্মীয় সংস্কৃতি বা আচরণে বহু নতুন রীতি সংযোগ করেছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশি মুসলিম সমাজ বিশেষভাবে উল্লেখ্য। ইবাদতের বিভিন্ন শাখায় কিছু নতুন পদ্ধতির চালু হয়েছে যার সমর্থনে গ্রহণযোগ্য সত্যায়িত কোনো হাদীস নেই। ইবাদতের পদ্ধতিতে এমন কিছু ব্যবস্থা প্রবর্তন হয়েছে যার প্রচলনে শিরকের মতো গর্হিত পাপ সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। মাজারে গিয়ে কোনো উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য মানত করা এবং মৃত ব্যক্তির কাছে দু'আ প্রার্থনা করে সাহায্য চাওয়া বিশেষভাবে এক্ষেত্রে উল্লেখ্য। আরও রয়েছে বিশেষ কিছু ধর্মীয় আচরণের তাৎপর্যকে প্রয়োজনের তুলনায় বেশি গুরুত্ব দিয়ে বান্দাকে ধর্মীয় মূল্যবোধের আবশ্যক স্তম্ভ যেমন নিয়মিত নামায আদায় করার ব্যাপারে বিভ্রান্ত করে থাকে। কারণ বিশেষ কোনো দিবসে-রাত্রে ইবাদত করলে সারা বছরে অর্জিত পাপ থেকে মুক্ত হওয়া যায়– এ ধরনের ধারণা পোষণ করায় মুসলিমদের অনেকেই ফরয ইবাদতের তুলনায় নব্যতর রীতির প্রতি বেশি আকৃষ্ট হয়ে থাকে। অথচ ফরয ইবাদত নামায ত্যাগ করার পাপ আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করবেন কিনা সেটি একমাত্র তিনিই জানেন।

একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, আল-কুরআনকে কলুষ মুক্ত রাখার প্রতিশ্রুতি আল্লাহ তা'আলা দিয়েছেন, তবে ইবাদতের পদ্ধতির বিভিন্ন শাখার স্বচ্ছতা সংরক্ষণের কোনো প্রতিশ্রুতি আল্লাহ তা'আলা দেননি। কাজেই ইবাদতের ক্ষেত্রে শয়তানের প্ররোচনায় নতুন রীতি সংযোগ করা বা চালু করার সুযোগ বান্দাদের রয়েছে। প্রখ্যাত বিশেষ কিছু আবেদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলাফল হিসেবে হাদীসের সত্যতা সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থ সংকলন করা হয়েছে। যাকে বলা হয় সিহাহ সিত্তা। এদের মধ্যে সহীহ আল-বুখারী ও মুসলিমে সংকলিত ও

www.nagorikpathagar.org

গৃহীত হাদীসসমূহের সত্যতা সম্পর্কে আহল আস-সুন্নাহ ওয়াল জাম'আর আলেমদের মধ্যে রয়েছে ঐক্যমত্য। আরও রয়েছে মুওয়াত্তা, মুসনাদে আহমাদ হাদীস গ্রন্থ। অতএব রাসূল (সা.)-এর ইবাদতের পদ্ধতির বর্ণনা, দৈনিক কার্যকলাপের স্বরূপ, আদেশ, উপদেশ, পারিবারিক ইস্যু, ব্যবসা-বাণিজ্য, বিচারের বিধিনিষেধ, বিধর্মীদের সাথে সম্পর্ক এবং শাসন সংক্রান্ত আইন সম্পৃক্ত বিপুল পরিমাণ হাদীস সংরক্ষিত রয়েছে। তদুপরি রাসূল (সা.)-এর সাহাবাদের এবং তাদের ছাত্রদের পালিত ইবাদতের সঠিক পদ্ধতি আমাদের সামনে রয়েছে। এই সমস্ত পদ্ধতির বহির্ভূত যে কোনো আচরণ-রীতি বিদ'আত হিসেবে নির্দিষ্ট হয়ে থাকে। মুসলিম উম্মাহকে স্মরণ রাখতে হবে মানুষের শত্রু শয়তান মুসলিমদের বিপথগামী করতে কোনো সুযোগই হাত ছাড়া করবে না। কারণ সে মানুষের শত্রু হলেও মুসলিম উম্মতের ঘোরতর শত্রু।

জীবন-যাপনে ইসলামী মূল্যবোধ উপেক্ষা

অন্যান্য ধর্মের মতো ইসলাম শুধুমাত্র বিশেষ কিছু আচার এবং আচরণ সম্পৃক্ত ধর্মীয় ব্যবস্থা নয়। বরং ইসলাম মানবজাতির জন্য আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত সর্বশেষ দ্বীন [*পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থার মানচিত্র*]। ইসলামী জীবনাদর্শ ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক জীবনের ও রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা এবং বিদেশীর সাথে কূটনৈতিক সম্পর্কের বিধিনিষেধ, অর্থনৈতিক ও সামরিক নিয়মাবলীর সুস্পষ্ট বিধিনিষেধ, ন্যায়নীতি এবং সঠিক পথ নির্দেশনার মূল ভিত্তি। তাই ইসলামী দ্বীনে আত্মসমর্পণ করে [*ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে*] অথবা মুসলিম পরিবারে জন্ম নিয়ে বিশেষ কিছু আচার অনুষ্ঠান পালন করলেই মুসলিমের দায়িত্ব শেষ হয় না। ইসলামী দ্বীনি ব্যবস্থাকে অর্থাৎ মূল্যবোধের বিধিনিষেধকে শেষ আসমানী কিতাব আল-কুরআনের মাধ্যমে পরিপূর্ণ করে [*দ্বীন বা পরিপূর্ণ ব্যবস্থা*] ইসলাম নাম দিয়ে আল্লাহ তা'আলা মানবজাতির জন্য প্রতিষ্ঠিত করেছেন। অতএব আল-কুরআন ইসলামী মূল্যবোধের মূল ভিত্তি। আল-কুরআনের মাধ্যমেই আল্লাহ তা'আলা মানবজাতিকে অন্ধকার অবিশ্বাস থেকে মুক্ত করে বিশ্বাসের আলোতে নিয়ে আসেন। এ প্রসংগে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

الٓرٰ ۚ كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۙ بِاِذْنِ رَبِّهِمْ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ۙ

"আলিফ-লাম-রা, এই কিতাব [*আল-কুরআন*], এটি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি মানবজাতিকে তাদের প্রতিপালকের নির্দেশক্রমে বের করে আনতে

www.nagorikpathagar.org

পার অন্ধকার [*অবিশ্বাস*] থেকে আলোকে [*বিশ্বাসে*], তাঁর পথে [*আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত ইসলামী পবিত্র বিধানে*], যিনি পরাক্রমশালী প্রশংসার্হ।" {*১৪-সূরা ইব্রাহীম : ১*}

উপরোক্ত আয়াতে স্পষ্ট যে, ইসলামী মূল্যবোধের প্রদর্শিত জীবনাদর্শ মানবজাতির জন্য আল্লাহ তা'আলার অশেষ অনুগ্রহ, কারণ এই মূল্যবোধ মানুষকে অবিশ্বাসের অন্ধকার জীবনে [*হেদায়াত পাওয়ার রাস্তা যখন বন্ধ হয়, মানুষ তখন অন্ধকারে আলোবিহীন পথ চলতে যেভাবে দিশেহারা হয়*] আলোর পথ দেখায় এবং আল্লাহ তা'আলার কাছে আত্মসমর্পণ করার পথ সুস্পষ্ট ও সহজ করে। ইসলামী দ্বীন যে পরিপূর্ণ জীবনাদর্শ সে ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ‎.

"আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন [*পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা*] হিসেবে মনোনীত করলাম।" {*৫-সূরা মায়েদা : ৩*}

এই পবিত্র আয়াত বিদায় হজে আরাফাতের ময়দানে নাযিল হয়েছিল। *কারিক ইবনে শিহাব বলেছেন, ইয়াহুদীরা ওমরকে বললো ঃ তোমরা এমন একটি আয়াত পাঠ করে থাক তা যদি আমাদের সম্পর্কে নাযিল হত, তাহলে ঐদিনটিকে আমরা উৎসবের দিন হিসেবে গ্রহণ করতাম। ওমর বললেন ঃ আমি জানি ঐ আয়াতটি [সূরা আল-মায়েদার ৩ নম্বর আয়াত] কখন কিভাবে নাযিল হয়েছিল এবং কোথায় নাযিল হয়েছিল। আয়াতটি আরাফাতের দিন নাযিল হয়েছিল তখন রাসূল (সা.) কোথায় অবস্থান করছিলেন। আল্লাহর শপথ, আমরা তখন আরাফাতে অবস্থান করছিলাম। সুফিয়ান সাওরী বলেছেন, 'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করলাম' আয়াতটি যেদিন নাযিল হয়েছিল সে দিনটি জুমু'আর দিন ছিলো কিনা আমার মনে নেই। [সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড ৪, ৪২৪৫]। তবে অন্যান্য হাদীস থেকে জানা যায়, সে দিন ছিলো শুক্রবার।*

ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন এই আয়াত ছিলো ধর্মীয় বিধিনিষেধ সম্পৃক্ত নাযিলকৃত আল-কুরআনের শেষ আয়াত। অর্থাৎ এর পরে বিধিনিষেধ সম্পৃক্ত আর কোনো আয়াত নাযিল হয়নি। তবে শুধু উৎসাহ প্রদান ও ভীতি প্রদর্শনমূলক কয়েকটি আয়াত এর পর নাযিল হয়। {*তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন, পৃষ্ঠা ৩০৯*}। তাই বিশ্বাসের পরিপূর্ণতা অর্জনের জন্য মুসলিম উম্মাহর এই পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থায় বিশ্বাসী হয়ে তার বিধানকে নিজের জীবনে সম্পূর্ণরূপে প্রয়োগ করতে হবে। অতএব ন্যায়নীতি সম্পৃক্ত একটি আদর্শ সমাজের নিরাপত্তায় এবং স্বস্তির শাসন প্রতিষ্ঠিত করতে মুসলিম উম্মাহর ইসলামী মূল্যবোধের পরিপূর্ণ জীবন

www.nagorikpathagar.org

ব্যবস্থা অনুসরণ করা অপরিহার্য কর্তব্য অর্থাৎ ফরয দায়িত্ব। প্রসঙ্গত মুসলিম উম্মাহকে সম্পূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ করার আদেশ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱدْخُلُوا فِى ٱلسِّلْمِ كَآفَّةً ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَـٰنِ ۚ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۝

"হে মু'মিনগণ! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না [*শয়তানের কাছে আত্মসমর্পণ করে তার পরিকল্পনায় সাহায্যকারী হয়ে মানুষ শয়তান হিসেবে কাজ করো না*]। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।" {*২-সূরা বাকারাহ : ২০৮*}

অর্থাৎ ইসলামী মূল্যবোধে প্রদর্শিত জীবনাদর্শ ব্যক্তি জীবন থেকে রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় সর্বত্র পরিপূর্ণভাবে প্রয়োগ কর। এতদ্ব্যতিরেকে তোমাদের জীবনাদর্শের, কার্যকলাপের এবং আচার-আচরণের রীতিনীতি হবে ত্রুটিপূর্ণ এবং শয়তানের পদাংক অনুকরণে তার প্রতিজ্ঞায় সাহায্য করার উৎস। মুসলিম ব্যক্তি বিশেষে এবং সর্বাত্মকভাবে মুসলিম উম্মাহ আল-কুরআন এবং হাদীসের আদর্শে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাসী, তাই ইসলামী মূল্যবোধের পূর্ণাঙ্গ জীবনাদর্শেও তারা বিশ্বাসী। অতএব পূর্ণাঙ্গ বিশ্বাসের ভিত্তিতেই তারা মুসলিম [*আত্মসমর্পণকারী*] হয়েছে। অথচ এটি অনস্বীকার্য যে, বর্তমানে মুসলিম উম্মাহ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে [*ব্যক্তি ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায়*] ইসলামী জীবনাদর্শের পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্যুত হয়ে দ্বীনের বহির্ভূত রীতিনীতিতে তারা আত্মসমর্পণ করে শয়তানকে উপদেষ্টা হিসেবে গ্রহণ করেছে।

মানুষ সাধারণত শয়তানের অনুপ্রেরণায় প্রবৃত্তির অবৈধ ইচ্ছা ও চাহিদায় নানা ধরনের অন্যায়, অসৎ ও দ্বীন বহির্ভূত কাজে লিপ্ত হয়। ফলে অনেকেই দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞতায় আল্লাহ-সচেতন না হয়ে নিজের অন্যায় চাহিদার পূরণের জন্য আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত নির্ধারিত বিধিনিষেধ ভুলে গিয়ে অথবা উপেক্ষা করে শয়তানের অনুপ্রেরণায় অন্যায় কাজে জড়িত হয়ে থাকে। প্রবৃত্তির ইচ্ছা ও চাহিদা তার কাছে হয়ে যায় আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত জীবনাদর্শ থেকে গুরুত্বপূর্ণ। এজন্যই মুসলিম হিসেবে দাবি করা সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলার আরোপিত উৎকৃষ্ট জীবনাদর্শ পরিত্যাগ করে সে প্রবৃত্তির চাহিদায় অনুপ্রাণিত হয়ে ন্যায়-অন্যায় বাছবিচার না করে জীবন যাপন করে।

বান্দা হিসেবে আল্লাহ তা'আলার কাছে আত্মসমর্পণের পরিবর্তে অনেকেই নাফসের চাহিদার কাছে আত্মসমর্পণ করে বিধায় নাফসের অবৈধ চাহিদার ইবাদত করে থাকে। লক্ষণীয় যে, শুধুমাত্র মুসলিম উম্মতের সিংহভাগ নয়, বরং জাতি ধর্ম নির্বিশেষে অধিকাংশ মানুষই প্রবৃত্তির চাহিদা অনুযায়ী সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলা

www.nagorikpathagar.org

সম্পর্কে ভ্রান্ত বিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত হয়ে জীবন পরিচালনা করে। এ প্রসংগে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

أَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ ۚ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴿٤٣﴾ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ ۚ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ ۖ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا.

"তুমি কি দেখ না তাকে, যে তার কামনা-বাসনাকে [*নাফসের অবৈধ চাহিদা*] ইলাহরূপে [*উপাস্য হিসেবে*] গ্রহণ করে? তবু কি তুমি তার কর্মবিধায়ক হবে? তুমি কি মনে কর যে, তাদের অধিকাংশ শুনে ও বুঝে? তারা তো পশুরই মতোই; বরং তারা আরও অধম।" { ২৫-সূরা ফুরকান : ৪৩-৪৪ }

এই আয়াত নাযিল হয়েছিল মুশরিক, ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের জীবন যাপন ও কার্যকলাপের পরিপ্রেক্ষিতে। তবে মুসলিম উম্মাহর যারা আজ দ্বীনের উৎকৃষ্ট মূল্যবোধ বিস্মৃত হয়ে ইচ্ছা ও চাহিদা পূরণের জন্য সর্বদাই ব্যস্ত থেকে ইসলামী জীবনাদর্শের সীমালংঘন করছে তারাও এই আয়াতে বর্ণিত ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে বললে অন্যায় হবে না। কারণ তারাও অজ্ঞতাবশত অবিশ্বাসীদের মতোই শয়তানের পদাংক অনুসরণ করছে।

যারা আল্লাহ্ তা'আলা এবং রাসূলের (সা.) প্রদর্শিত জীবনাদর্শকে অবজ্ঞা করে এবং গোঁড়ামি বলে উপেক্ষা করে এবং ধর্মীয় মূল্যবোধের উৎকৃষ্ট আচরণকে পরিত্যাগ করে মানুষের তৈরি জীবনাদর্শকে বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে আধুনিক উন্নত সমাধান হিসেবে গ্রহণ করে গর্বিত হয়ে এই ত্রুটিপূর্ণ জীবনাদর্শকে প্রতিষ্ঠা করতে সংগ্রাম করে তারাই হলো শয়তানের পদাংক অনুসারী। তারাই "মানুষ শয়তান" হিসেবে অদৃশ্য শত্রু শয়তানের সাহায্যকারী। তদুপরি মুসলিম হিসেবে দাবি করে ও যারা দ্বীনের বিধানকে উপেক্ষা করে উচ্ছৃংখল ও অশ্লীলতা গ্রহণ করে শালীনতা বর্জিত অবস্থায় লাগামহীনভাবে চলাফেরা করে এবং অনৈতিক জীবন যাপনের পদ্ধতিকে অবলম্বন করে গর্বিত হয় এবং সত্য ও ন্যায়নীতিকে গোঁড়ামি বলে উপহাস করে তারাও শয়তানের পদাংক অনুসরণকারী এবং শয়তানের কার্যকলাপে সাহায্যকারী। কারণ শয়তানও প্রবৃত্তির অবৈধ চাহিদা ও ইচ্ছাকে আল্লাহ্ তা'আলার হুকুম পালন থেকে বেশী প্রাধান্য দিয়ে অহংবোধে ঔদ্ধত্যের সাথে অবাধ্য হয়ে লানতগ্রস্ত হয়েছে। অতএব সে আল্লাহ তা'আলার হুকুম ও বিধানের বিরুদ্ধে প্রবৃত্তির চাহিদা ও ইচ্ছারই ইবাদত করে যাচ্ছে এবং মানব সন্তানকে আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্র দ্বীন সম্পর্কে বিভ্রান্ত করে বিপথে রাখায় সে সর্বাত্মকভাবে নিয়োজিত আছে।

মনুষ্য জাতির মধ্যে যারাই উদাসীন এবং অজ্ঞ [*নিজের অস্তিত্বের কারণ সম্পর্কে এবং আল্লাহ তা'আলার বিধিবিধান গ্রহণে উদাসীন*], তারাই আল্লাহ্ তা'আলার নাযিলকৃত

www.nagorikpathagar.org

আসমানী কিতাব ও নবী-রাসূলদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হওয়া থেকে দূরে থাকে। তারা পরকালের অনন্ত জীবনকে উপেক্ষা করে ক্ষণস্থায়ী পার্থিব জীবনের মোহে এবং তার ভোগবিলাসে সর্বদাই ব্যস্ত থেকে পরিতুষ্ট হয়। মৃত্যুর মাধ্যমে পার্থিব ক্ষণস্থায়ী জীবন শেষে আল্লাহ তা'আলার সম্মুখে শেষ বিচার দিবসে বিচারের জন্য যে উপস্থিত হতে হবে, সেটি তারা সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হয়ে পার্থিব জীবন কাটিয়ে দেয়। এজন্যই পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দিয়ে তার সুখ-শান্তির জন্য ধন-সম্পত্তি, প্রতিপত্তি, আধিপত্য ও ক্ষমতার লড়াইয়ে তারা আত্মনিয়োগ করে ব্যস্ত থাকে। গাফিল লোকদের অবস্থা এই দুনিয়াতে এবং শেষ বিচার দিবসে কেমন হবে, সে ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ ج وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ط وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا ط حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ.

"তাদের মধ্যে কতক তোমার দিকে কান পেতে রাখে, কিন্তু আমি তাদের অন্তরের উপর আবরণ দিয়েছি যেন তারা তা উপলব্ধি করতে না পারে; তাদের বধির করেছি এবং সমস্ত নিদর্শন প্রত্যক্ষ করলেও তারা তাতে ঈমান আনবে না; এমনকি তারা যখন তোমার নিকট উপস্থিত হয়ে বিতর্কে লিপ্ত হয় তখন কাফেরগণ বলে, 'এটি তো সেকালের উপকথা ব্যতীত আর কিছুই নয়।" {৬-*সূরা আন'আম : ২৫*}

[*আলোচনা : তৎকালীন আরবের কাফেররা আরবী ভাষার আল-কুরআনের তাৎপর্য এবং উৎকৃষ্ট ভাষার মাধুর্য, অতুলনীয় গুণান্বিত, স্বচ্ছসলিল ভাষায় তাওহীদ ও পরকাল সম্পর্কে বর্ণনা এবং সুশৃংখলভাবে সংকলন দেখে এবং বুঝেও তারা বিশ্বাস করেনি বরং তাদের অনেকেই জনশক্তি দিয়ে অর্থসম্পদ ব্যয়ে আল-কুরআনের বিরোধিতা করেছিল। আল-কুরআনের আয়াত নিয়ে ব্যঙ্গ করার জন্য আপত্তিমূলক ভাষা ব্যবহার করতো এবং কটূক্তির সাহায্যে রাসূল (সা.)-কে অপমান করেছিল। তাদের কেউই মুসলিম হিসেবে মারা যায়নি। আবু লাহাব ও তার স্ত্রী ছিলো তাদের অন্যতম। সূরা লাহাবে আল্লাহ তা'আলা এদেরকে পরকালে কঠিন শাস্তির সুসংবাদ দিয়েছেন। এই সূরা নাযিল হওয়ার পরও তারা অনেক দিন জীবিত ছিলো তবু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেনি অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তর তালাবদ্ধ করে দিয়েছিলেন যাতে তাওহীদের আলো প্রবেশ করতে না পারে। আজও অবিশ্বাসীদের মধ্যে অনেকেই আল-কুরআন সম্পর্কে জ্ঞান রাখে, তা সত্ত্বে তারা বলে বেড়ায় আল-কুরআন মুহাম্মদের (সা.) রচিত। উপরন্তু, এই ভ্রান্ত ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তারা মুসলিম আলেমদের সাথে সংলাপে অংশ গ্রহণ করলে এই ব্যাপারে তর্ক বিতর্ক করে। নিকট অতীতে এ-রকম একব্যক্তি, আনিস সরুজ ফিলিস্তিনের খৃষ্টান, আরবী ভাষার পণ্ডিত হওয়ার পরেও শেইখ আহমাদ দিদাতের সাথে অনেকবার আল-কুরআনের সত্যতা সম্পর্কে তর্ক করেছে। এই তর্কের অনেক ভিডিও ক্যাসেট এখনও পাওয়া যায়।*]

www.nagorikpathagar.org

وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْئَوْنَ عَنْهُ ج وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّآ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذْ وُقِفُوا۟ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُوا۟ يَـٰلَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِـَٔايَـٰتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ. بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُوا۟ يُخْفُونَ مِن قَبْلُ ط وَلَوْ رُدُّوا۟ لَعَادُوا۟ لِمَا نُهُوا۟ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَـٰذِبُونَ. وَقَالُوٓا۟ إِنْ هِىَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ. وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذْ وُقِفُوا۟ عَلَىٰ رَبِّهِمْ ط قَالَ أَلَيْسَ هَـٰذَا بِٱلْحَقِّ ط قَالُوا۟ بَلَىٰ وَرَبِّنَا ط قَالَ فَذُوقُوا۟ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ. قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ ط حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَتْهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا۟ يَـٰحَسْرَتَنَا عَلَىٰ مَا فَرَّطْنَا فِيهَا لا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ ط أَلَا سَآءَ مَا يَزِرُونَ. وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ ط وَلَلدَّارُ ٱلْـَٔاخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ ط أَفَلَا تَعْقِلُونَ.

"তারা অন্যকে তা [*আল-কুরআন*] শ্রবণে বিরত রাখে এবং নিজেরাও তা হতে দূরে থাকে, আর তারা নিজেরাই শুধু নিজেদেরকে ধ্বংস করে, অথচ তারা উপলব্ধি করে না। তুমি যদি দেখতে পেতে যখন তাদেরকে [*কাফেরদেরকে*] অগ্নি পার্শ্বে দাঁড় করানো হবে এবং তারা বলবে, 'হায়' যদি আমাদের প্রত্যাবর্তন ঘটত তবে আমরা আমাদের প্রতিপালকের নির্দেশকে [*আল- কুরআন*] অস্বীকার করতাম না এবং আমরা মু'মিনদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। না, পূর্বে তারা যা গোপন করতো তা এখন তাদের নিকট প্রকাশ পেয়েছে [*আখেরাত জীবনে শাস্তি সম্পর্কে*] এবং তারা প্রত্যাবর্তিত হলেও [*দুনিয়াতে পুনরায় পাঠানো হলে*] যা করতে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল পুনরায় তারা তাই করতো এবং নিশ্চয় তারা মিথ্যাবাদী। তারা বলে, 'আমাদের পার্থিব জীবনই একমাত্র জীবন এবং আমরা পুনরুত্থিতও [*বিচারের জন্য*] হব না। তুমি যদি দেখতে পেতে তাদেরকে যখন তাদের প্রতিপালকের সম্মুখে দাঁড় করান হবে এবং তিনি বলবেন, 'এটি কি [*কেয়ামতের বিচার/হিসাব*] প্রকৃত সত্য নয়? তারা বলবে, 'আমাদের প্রতিপালকের শপথ, নিশ্চয়ই সত্য। তিনি বলবেন, 'তবে তোমরা যে কুফরি করতে সেজন্য তোমরা এখন শাস্তি ভোগ কর। যারা আল্লাহর সম্মুখীন হওয়াকে [*বিচারের জন্য দাঁড়ানো*] মিথ্যা বলেছে তারা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, এমনকি অকস্মাৎ তাদের নিকট যখন কেয়ামত [*প্রত্যেক ব্যক্তির মৃত্যুর সময়*] উপস্থিত হবে তখন তারা বলবে, হায়! এটিকে [*মৃত্যুকে, পরকালকে, বিচারকে*] আমরা যে অবহেলা করেছি সেজন্য আক্ষেপ। তারা তাদের পৃষ্ঠে নিজেদের পাপ বহন করবে,

www.nagorikpathagar.org

দেখ তারা যা বহন করবে তা অতি নিকৃষ্ট। পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক ব্যতীত আর কিছু নয় এবং যারা তাকওয়া অবলম্বন করে তাদের জন্য পরকালের আবাসই শ্রেয়; তোমরা কি অনুধাবন কর না?" { ৬-সূরা আন'আম : ২৬-৩২ }

اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِىْ غَفْلَةٍ مُّعْرِضُوْنَ. مَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّنْ رَّبِّهِمْ مُّحْدَثٍ اِلَّا اسْتَمَعُوْهُ وَهُمْ يَلْعَبُوْنَ. لَاهِيَةً قُلُوْبُهُمْ ط وَاَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا هَلْ هٰذَا اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ج اَفَتَاْتُوْنَ السِّحْرَ وَاَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ.

"মানুষের হিসাব নিকাশের সময় আসন্ন কিন্তু তারা উদাসিনতায় মুখ ফিরিয়ে রয়েছে। যখনই তাদের নিকট তাদের প্রতিপালকের কোনো নতুন উপদেশ [*আল-কুরআনের সূরা এবং আদেশ-নির্দেশ*] আসে তারা তা শ্রবণ করে কৌতুকাচ্ছলে [*বিধানে, আদেশ-নির্দেশের কোনো গুরুত্ব দেয় না*] তাদের অন্তর থাকে অমনোযোগী [*খারাপ, ইসলামী মূল্যবোধের বহির্ভূত কাজ নিয়ে অন্তর ব্যস্ত থাকে*]। সীমালঙ্ঘনকারীরা গোপনে পরামর্শ করে; [*বলে*] এতো [*মুহাম্মদ (সা.)*] তোমাদের মতোই একজন মানুষ, তবু তোমরা দেখে শুনে যাদুর কবলে পড়বে?" { ২১-*সূরা আম্বিয়া : ১-৩* }

যারা আল্লাহ্ তা'আলার সাক্ষাতের ভয়ে সংকিত, তারা আখেরাতের জন্য নিজেদেরকে প্রস্তুত করে। আর যারা আখেরাতের ব্যাপারে গাফেল, তারা আল্লাহ্ তা'আলার সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারেও উদাসীন। তাদের ব্যাপারে রাসূল (সা.) *বলেছেন, "যে ব্যক্তি [পরহেযগার ব্যক্তি] আল্লাহর সাক্ষাৎ ভালোবাসে [মৃত্যুকে পছন্দ করে] আল্লাহও তার সাক্ষাৎ ভালোবাসেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাৎ অপছন্দ [গাফেল ব্যক্তি] করে আল্লাহও তার সাক্ষাৎ অপছন্দ করে। আয়েশা (রা.) অথবা নবীর (সা.) অন্য এক স্ত্রী বললেন, আমরা মৃত্যুকে অপছন্দ করি। রাসূল (সা.) বললেন, কথাটি এমন নয়। বস্তুত মু'মিনের যখন মৃত্যু উপস্থিত হয় তাকে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও তার মর্যাদার সুসংবাদ প্রদান করা হয়। তখন তার সামনে যা [মৃত্যু] থাকে তার চেয়ে পছন্দনীয় জিনিস আর কিছু থাকে না, তখন সে আল্লাহর সাক্ষাৎ পছন্দ করে এবং আল্লাহও তার সাক্ষাৎ পছন্দ করেন। কিন্তু কোনো কাফেরের মৃত্যু যখন উপস্থিত হয় তখন তাকে আল্লাহর শাস্তি ও আযাবের সুসংবাদ দেয়া হয়। তখন তার সামনে যা [মৃত্যু] থাকে তার চেয়ে অপছন্দনীয় জিনিস আর কিছুই থাকে না। সে তখন আল্লাহর সাক্ষাতকে অপছন্দ করে আর আল্লাহও তার সাক্ষাতকে অপছন্দ করেন।" [সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড ৬, ৬০৫৭]*। অধিকাংশ মানুষই পরকাল সম্পর্কে উদাসিনতায় জীবন কাটিয়ে এক সময় হঠাৎ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। মৃত্যুর পরেই নিজেদের গাফেল জীবন সম্বন্ধে সে জানতে পারে এবং ইনশাআল্লাহ পারবে। তখন স্বীকার করে এবং করবে যে,

www.nagorikpathagar.org

তাদের গাফেল জীবন ছিলো বড় অন্যায়ের জীবন কিন্তু সেটি সংস্কার করার কোনো রাস্তা আর তখন খোলা থাকবে না। উদাসিনতায় তারাই জীবন কাটিয়ে দেয়, যারা শয়তানের পদাংক অনুসরণ করে এবং শয়তানের কার্যকলাপে সাহায্যকারী হিসেবে কাজ করে। তারা ইসলামী মূল্যবোধের জ্ঞান অর্জন করে আল্লাহ-সচেতন হয়ে পরিশোধন না করলে পরিশেষে নিজেরাই "মানুষ শয়তান" হয়ে যায়। পক্ষান্তরে আল্লাহ তা'আলার দ্বীন ইসলামী মূল্যবোধের বিধিনিষেধ উপেক্ষা করে আখেরাত সম্পর্কে উদাসিনতায় জীবন কাটিয়ে তারা শয়তানের দল বড় করে।

মানুষ ভুলে যায় তার নিজের অস্তিত্বের গুরুত্ব এবং সৃষ্টির উপাদান সম্পর্কে। নিজের উৎপত্তি, যে সামান্য তরল পদার্থের মিলিত একটি বিন্দু থেকে সে সম্পর্কে আর চিন্তা ভাবনা করে না। অধিকাংশ আদম সন্তানেরই সৃষ্টির তুচ্ছ উপাদান সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান নেই অথবা জ্ঞান থাকলেও তার গুরুত্ব দেয় না। মানুষ হিসেবে সে যে একটি অতি তুচ্ছ সৃষ্টি, সেটি ভুলে গিয়ে অথবা বুঝতে না পেরে প্রতিপালকের প্রদত্ত পবিত্র জীবনাদর্শকে ঔদ্ধত্যের সাথে উপেক্ষা করে সে ভ্রান্ত চিন্তাভাবনা এবং ভাবাদর্শ অবলম্বনে জীবন যাপন করে গর্বিত হয়। মানুষের এ ধরনের উদাসিনতা, উদ্ধত প্রকৃতি এবং গর্ব বড় অন্যায়, সেটি স্মরণ করিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى. أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى. ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى. فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى. أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى.

"মানুষ কি মনে করে যে, তাকে এমনিতেই ছেড়ে দেয়া হবে? [*হিসাব ছাড়াই তাকে মুক্তি দেয়া হবে*]। সে কি স্খলিত শুক্রবিন্দু [*নুতফা (Nutfah) অর্থাৎ নারী-পুরুষের বীর্যে মিলিত শুক্রবিন্দু*] ছিলো না? অতঃপর সে আলাকায় [*ঘনীভূত রক্ত পিণ্ড অথবা clot*] পরিণত হয়। তারপর আল্লাহ তাকে আকৃতি দান করেন ও সুঠাম করেন। অতঃপর তিনি তা হতে সৃষ্টি করেন যুগল নর ও নারী। তবুও কি সেই স্রষ্টা [*আল্লাহ তা'আলা*] মৃতকে পুনর্জীবিত করতে [*বিচারের জন্য*] সক্ষম নয়?" { *৭৫-সূরা কেয়ামা : ৩৬-৪০* }

শয়তানও তার নিজের সৃষ্টির উপাদান নিয়ে গর্ব করে অস্তিত্ব সম্বন্ধে ভুলে গিয়ে উদাসিনতায় অহংবোধে অবাধ্য হয়েছিল। শয়তানের মতোই মানুষও তার সৃষ্টির উপাদান ও অস্তিত্ব সম্বন্ধে ভুলে গিয়ে অবাধ্যতায় শয়তানের দলের একজন হয়। যারা উল্লিখিত আয়াতে বর্ণিত ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত, তারা নিঃসন্দেহে মানুষ হিসেবে শয়তানের সাহায্যকারী এবং বন্ধু। তাই তাদেরকে বলা যায়, "মানুষ শয়তান।"

www.nagorikpathagar.org

অপবাদ দেয়া, কুৎসা সৃষ্টি এবং রটনা করা

মানুষের একটি দল যারা নীতি জ্ঞানহীন এবং বিকৃত মানসিকতার অধিকারী তারা সৎচরিত্র, নির্দোষ ও ন্যায়পরায়ণ এবং নীতিবান ব্যক্তিদের নামে কুৎসা, বদনাম, মিথ্যা কলঙ্ক এবং অপবাদ সৃষ্টি করে রটনা করে। অতঃপর এই অপবাদ রটানোতে সমাজের অজ্ঞ ব্যক্তিত্বহীন লোকরাই অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে। ব্যক্তি স্বার্থে, অন্তরের অবৈধ চাহিদা পূরণের উদ্দেশ্যে সমাজের নারী-পুরুষ কেউ তাদের এই অনৈতিক কাজের হাত থেকে রেহাই পায় না। ফলে একজন ন্যায়বান সৎচরিত্র ব্যক্তি এবং তার সুশৃংখল ও নীতিসম্মত পরিবার কুৎসা সৃষ্টি ও রটনাকারীর অমানবিক আক্রমণে অপ্রত্যাশিতভাবে মানসিক যন্ত্রণায় ভোগে। বিভিন্ন সমাজে এই ধরনের নীতি বর্জিত কাজের ফলে অনেক ব্যক্তি এবং তার পরিবার সমাজের চোখে হেয় হয়ে অপমানিত হয় এবং তারা মানসিক যন্ত্রণা নিয়ে জীবন যাপন করে। বাংলাদেশে এই ধরনের অনৈতিক কাজ একেবারে যে নেই সেটা বলা যাবে না। নারীদের মিথ্যা প্রেমের নামে প্রলোভনে প্রেমাসক্ত করে অনৈতিক কাজে জড়িয়ে একটি স্বচ্ছ সুন্দর চরিত্রকে কলংকিত করা হয়। তাই একজন সুন্দর চরিত্রের নীতিজ্ঞ ব্যক্তির নামে অপবাদ বা কুৎসা সম্পর্কে মাঝে মধ্যে পত্র পত্রিকায় সংবাদ দেখা যায়।

এক শ্রেণীর ন্যায়নীতি বর্জিত ব্যক্তিরা স্বীয় স্বার্থে সামান্য অর্থ লোভে সতী নারীদের চরিত্রে কলংকের বোঝা চাপিয়ে দিতে পিছু পা হয় না। আল্লাহ তা'আলা এই সমস্ত অনৈতিক কার্যকলাপকে শয়তানের পদাংক অনুসরণের সংগে তুলনা করেছেন। মানুষ তার মনুষ্যত্ব হারিয়ে অবৈধ চাহিদা পূরণের জন্য শয়তানের দলে যোগ দিয়ে তার পদাংক অনুসরণ না করলে এই ধরনের গর্হিত কাজ কেউ করতে পারে না। সূরা আন-নূরের ১১-২০ আয়াতে এ-রকম একটি অস্বাভাবিক অপ্রত্যাশিত দুঃখজনক ঘটনার বর্ণনা আল্লাহ তা'আলা দিয়েছেন। রটিত ঘটনা যে সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা, সে সত্য উদঘাটন করার মাধ্যমে সকল মানব সন্তানকে এবং বিশেষভাবে মুসলিম উম্মাহকে আল্লাহ তা'আলা সতর্ক করেছেন। এই ঘটনা ঘটেছিল রাসূলের (সা.) মদীনার জীবনে, তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রী আয়েশার (রা.) নামে। মদীনার মুসলিম উম্মতের মধ্যে মোনাফেকদের একটি সংঘবদ্ধ দল ছিলো. যারা এই অপবাদ সৃষ্টি ও রটনায় প্রধান ভূমিকা পালন করে। এই মিথ্যা ঘটনা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ ۚ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم ۖ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ لِكُلِّ
امْرِئٍ مِّنْهُم مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ ۚ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ.

www.nagorikpathagar.org

"যারা এই 'অপবাদ" [*slander*, *ইফক*] রটনা করেছে তারা তো তোমাদেরই [*মুসলিমদের মধ্যে এক দল*] একটি দল, এটিকে তোমরা তোমাদের জন্য অনিষ্টকর মনে করো না; বরং এটা তো তোমাদের জন্য কল্যাণকর [*এই ঘটনা থেকে তোমরা শিক্ষা লাভ করতে পারবে*]; তাদের [*অপবাদ রটনাকারী*] প্রত্যেকের জন্য আছে তাদের কৃতকর্মের ফল এবং তাদের মধ্যে যে এই ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে, তার জন্য আছে কঠিন শাস্তি।" *[২৪-সূরা নূর : ১১]*

উল্লিখিত অপ্রত্যাশিত দুঃখজনক ঘটনা সম্পর্কে অপবাদের পুরো কাহিনীটি বিশ্বাসীদের মাতা রাসূল (সা.)-এর স্ত্রী "আয়েশার (রা.)" বর্ণনায় সহীহ আল-বুখারী থেকে এখানে উল্লেখ করা হলো। মুসলিম উম্মাহর জন্য এই ঘটনায় মূল্যবান শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে যদি তারা এর গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারে। আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেছেন, "রাসূল করীম (সা.)-এর নিয়ম ছিলো, যখন তিনি সফরে বের হতেন, তখন 'কোরয়ার [*লটারির*] সাহায্যে ফায়সালা করতেন, তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে কে তাঁর সঙ্গী হবেন। (*বনী মুস্তালিক*) যুদ্ধের সময় এ 'কোরয়ার' ব্যবহারে আমার নাম ওঠে। ফলে আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সংগে গমন করি, এটা ছিলো পর্দার আয়াত নাযিলের পরবর্তীকালের ঘটনা। নিয়ম ছিলো এ রকম যে, রওয়ানা হবার সময় আমি আমার নিজের হাওদায়ে (*পালকির মতো*) বসে যেতাম (*এবং তা উটের পিঠে বসিয়ে দেয়া হতো*)। যুদ্ধ শেষে ফেরার পথে যখন আমরা মদীনার নিকট পৌঁছি এবং কিছু সময় সেখানে অবস্থান করার পরে রাতেই সে জায়গা থেকে রওয়ানা করার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.) নির্দেশ দিলেন। যখন বাহিনীকে বাড়ি ফেরার জন্য যাত্রা করতে নির্দেশ দেয়া হলো, আমি ঘুম থেকে উঠে প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণার্থে সৈন্যদের (ছাউনি) ছেড়ে বাইরে গেলাম। আমি প্রাতঃক্রিয়া সম্পন্ন করে আমার 'হাওদায়ে' ফিরে এলাম। কিন্তু এ কি আমার জাজ' আজফার নির্মিত গলার হার ছিঁড়ে কোথাও পড়ে গেছে। আমি তা খুঁজতে গেলাম এবং আমি পেছনে রয়ে গেলাম। নিয়ম ছিলো এ রকম যে, রওয়ানা হওয়ার সময় আমার নিজের হাওদায়ে বসে যেতাম এবং লোকেরা তা উঠিয়ে উটের পিঠে বসিয়ে দিত। তারা এসে আমার 'হাওদায়' উঠিয়ে উটে বসিয়ে দিল, যাতে আমি বসা থাকতাম, তারা মনে করল যে, আমি তাতে বসা আছি। *এ সময় খাদ্যের অভাবহেতু আমরা মেয়েরা ছিলাম বড়ই হালকা এবং কম ওজনবিশিষ্ট।* তখন এমনিতেই আমি ছিলাম অল্পবয়স্কা এক বালিকা এবং হালকা সুতরাং লোকেরা 'হাওদায়' উঠাবার সময় আমি আছি কিনা তা অনুভবই করতে পারেনি। তারা অজ্ঞাত স্থানে উট হাঁকিয়ে রওয়ানা করে গেল।

পরে আমি হার নিয়ে যখন ফিরে এলাম, সেখানে কাউকে পেলাম না। আমি চিন্তা করলাম, যখন কিছু দূর গিয়ে আমাকে পাবে না, তখন তারা আমাকে তালাশ

www.nagorikpathagar.org

করতে ফিরে আসবে। আমি নিজ জায়গায় বসে পড়লাম, আমাকে নিদ্রায় পেয়ে বসল এবং আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। সাফওয়ান ইবনে মুয়াত্তাল আস-সুলায়মানী আয-যাকওয়ানী সৈন্যবাহিনীর পেছনে রয়ে গিয়েছিল। সে রাতের শেষ ভাগে রওয়ানা করে সকাল বেলায় আমার অবস্থানে এসে পৌছল এবং একজন ঘুমন্ত ব্যক্তিকে দেখতে পেল। সে আমার নিকটে আসল এবং দেখে আমাকে চিনতে পারল, কেননা পর্দার আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বে সে আমাকে দেখতে পেয়েছিল। তার 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না-ইলাইহি রজিউন', উচ্চারণ শুনে আমি ঘুম থেকে জেগে উঠলাম, যা সে আমাকে চিনতে পেরে (বিস্ময়ের) সাথে বলেছিল। আমি আমার চাদর দিয়ে মুখমণ্ডল ঢেকে ফেললাম, সে 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না-ইলাইহি রজিউন' ব্যতীত একটি শব্দও উচ্চারণ করল না এমনকি তার উষ্ট্রী এনে আমার কাছে হাঁটু গেড়ে বসিয়ে দিল ও সামনের দু'পা নুইয়ে দিল এবং আমি তাতে আরোহণ করলাম। তখন সাফওয়ান রওয়ানা করল এবং উটের লাগাম ধরে হেঁটে চলল যতক্ষণ না আমরা সৈন্যদের নিকট গিয়ে পৌছালাম, যে সময় তারা মধ্যাহ্নের প্রচণ্ড গরমের কারণে বিশ্রাম নিচ্ছিল (*এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে মিথ্যা দোষারোপের এক পাহাড় রচনা করা হলো*)।

আর যারা এ ধরনের ধ্বংসাত্মক কাজে জড়িত হতে প্রস্তুত ছিলো (*মোনাফেকরা*) তারা লিপ্ত হলো। যারা এ ব্যাপারে অগ্রণী ছিলো, তার মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে উবায় বিন সালুলই ছিলো সকলের অপেক্ষা অগ্রসর। সে ছিলো ইফকের (*মিথ্যা দোষারোপের*) নেতা। এরপরে আমরা মদীনায় পৌছলাম এবং আমি দীর্ঘ এক মাসের জন্য অসুস্থ হয়ে পড়ে থাকলাম, এ সময় ইফকে অংশগ্রহণকারীরা মিথ্যা দোষারোপের খবর জনগণের কাছে রটিয়ে বেড়াচ্ছিল। কিন্তু আমি এ সবের কিছুই জানতে পারিনি। একটি জিনিস অবশ্য আমার মনে লেগেছিল, তা হচ্ছে এই যে, আমার অসুস্থ অবস্থায় সাধারণত রাসূলে করীম (সা.) যে রকম মমতা দেখাতেন, এবারে তিনি আমার প্রতি মমতা দেখাচ্ছেন না। রাসূল (সা.) আমার কাছে আসতেন, সালাম করতেন অতঃপর জিজ্ঞাসা করতেন, 'সে এখন কেমন আছে?" এরপরে চলে যেতেন। এতে আমার মনে সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছিল, হয়ত কোনো কিছু ঘটেছে, কিন্তু আমি রোগ থেকে সুস্থ হওয়া পর্যন্ত এ সমস্ত মিথ্যা দুর্নাম রটনার কিছুই জানতে পারিনি।

একদা উম্মে মিসতাহর সাথে প্রকৃতিক ডাকে সাড়া দেয়ার জন্য 'আল- মানাসি' নামক স্থানে গেলাম, যেখানে আমরা প্রাকৃতিক ক্রিয়া সম্পন্ন করতাম। তখনকার সময় পর্যন্ত আমাদের সব ঘরে টয়লেট নির্মিত হয়নি এবং এক রাতের বেলা থেকে পুনরায় রাত পর্যন্ত আমরা বাইরে বের হতাম না। এবং অভ্যাস ছিলো অনেকটি প্রাচীন আরবের ন্যায় (মরুভূমি বা তাঁবুর ভেতরে) পাত্রের মধ্যে মল

www.nagorikpathagar.org

ত্যাগ করা, কেননা আমরা এটিকে অর্থাৎ ঘরের মধ্যে পাত্রে মলত্যাগ করাকে ঝামেলার এবং ক্ষতির ব্যাপার বলে মনে করতাম। সুতরাং আমি উম্মে মিসতাহর সাথে বাইরে গেলাম। সে ছিলো আবি রুহম বিন আবদে মানাফের কন্যা আর তার মা ছিলো সাখর বিন আমিরের কন্যা এবং এ ব্যক্তি ছিলো আবু বকরের খালু আর তার পুত্র ছিলো মিসতাহ ইবনে উসাসাহ। যখন আমরা আমাদের কাজ সমাধা করলাম, উম্মে মিসতাহ এবং আমি আমাদের ঘরের কাছে ফিরে এলাম।

পথিমধ্যে উম্মে মিসতাহ আঘাত পেলো এবং সহসা তার মুখ থেকে বের হলো মিসতাহ ধ্বংস হোক! আমি তাকে বললাম, তুমি কি ধরনের খারাপ কথা উচ্চারণ করলে! তুমি এমন একটি লোককে গালি দিচ্ছ যে, বদরের যুদ্ধে অংশ নিয়েছে! সে বললো, 'হা হতোস্মি তুমি কোথায়? তুমি শোননি সে কি বলেছে?' আমি বললাম ঃ 'সে কি বলেছে? তখন সে ইফকের (*মিথ্যা দুর্নাম রটনার*) ঘটনা যা এর রটনাকারীরা বলে বেড়াচ্ছে খুলে বললো, যা আমার অসুখ আরো বাড়িয়ে দিল। যখন আমি ঘরে ফিরে এলাম, রাসূলুল্লাহ (সা.) আমার কাছে আসলেন এবং সালাম করার পরে জিজ্ঞেস করলেন: 'সে কেমন আছে?' আমি বললাম, 'আপনি কি আমাকে আমার পিতামাতার কাছে যেতে অনুমতি দেবেন?' তখন আমি তাদের কাছ থেকে এ খবর সম্পর্কে নিশ্চিত হতে চাচ্ছিলাম। রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে অনুমতি দিলেন এবং আমি পিতামাতার কাছে চলে গেলাম এবং মাকে জিজ্ঞেস করলাম : 'আম্মা! মদীনার লোকরা এসব কি বলাবলি করছে?' আমার আম্মা বললেন, 'কন্যা, এটিকে সহজভাবে গ্রহণ করো। আল্লাহর কসম! এমন কোনো সুন্দরী মহিলা নেই, যাকে তার স্বামী ভালোবাসেন এবং যার অন্য স্ত্রীরা তার খুঁত বের করার চেষ্টা করেন না, এমন ঘটনা খুবই কম।'

আমি বললাম : 'সুবহানাল্লাহ! সত্যই কি লোকরা এ ব্যাপারে বলাবলি করছে? সে রাত আমি ভোর পর্যন্ত কান্নাকাটি করে কাটিয়ে দিলাম। না কখনও আমি কান্না থামাতে পেরেছি, না ঘুমাতে পেরেছি। এমনকি ভোরের সূর্য উদয় হয়েছে এবং তখনও আমি কাঁদছি। যখন ওহী বিলম্বিত হলো, রাসূল (সা.) আলী ইবনে আবু তালিব এবং উসামা ইবনে যায়েদকে তাঁর স্ত্রীকে তালাক দেয়ার ব্যাপারে আলোচনা করার জন্য ডাকলেন। উসামা ইবনে যায়েদ রাসূল (সা.) কে তাঁর স্ত্রীর নির্দোষ হওয়া সম্পর্কে যা জানে তাই বললো এবং তার প্রতি তাঁর যে ভালোবাসা রয়েছে, তাও উল্লেখ করল। সে বললো, 'হে আল্লাহর রাসূল! সে আপনার স্ত্রী এবং তার মধ্যে ভালো ছাড়া মন্দ কখনও কিছু দেখতে পাইনি।' কিন্তু আলী ইবনে আবু তালিব বললেন : "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ আপনার প্রতি কোন বিধিনিষেধ আরোপ করেননি এবং আমাদের সমাজে সে ছাড়া অসংখ্য মেয়ে লোক রয়েছে। আর প্রকৃত অবস্থা জানতে চাইলে (তার) দাসীকে ডেকে জিজ্ঞেস করুন, সে আপনাকে সত্য কথা বলবে।'

www.nagorikpathagar.org

আয়েশা (রা.) আরো বলেছেন : অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা.) বারীরাকে ডাকলেন, এবং বললেন: 'হে বারীরা তুমি কি কখনও এমন কিছু দেখেছ, যা তোমার মধ্যে সন্দেহের সৃষ্টি করতে পারে?" বারীরা বললো : আল্লাহর কসম! যিনি আপনাকে সত্য দ্বীনসহ (*নবী হিসেবে*) প্রেরণ করেছেন, আমি তার মধ্যে খারাপ কিছু দেখিনি, যে সম্পর্কে আপত্তি করা যেতে পারে। তবে দোষ শুধু এতটুকুই দেখেছি যে, সে একটি অল্পবয়স্কা বালিকা মাত্র, সে কখনও পরিবারে আটা অরক্ষিত রেখে ঘুমিয়ে পড়ত আর ছাগল এসে তা খেয়ে ফেলত। অতঃপর নবী (সা.) উঠলেন এবং লোকদের সামনে (ভাষণ দিলেন) এবং কোনো একজনকে বললেন যে, কে আবদুল্লাহ ইবনে উবায় ইবনে সালুলের বিরুদ্ধে (*এই মিথ্যা দুর্নাম রটানোর জন্য*) প্রতিশোধ নিতে পারে?

রাসূল (সা.) মিম্বরে বসা থাকাকালীন বললেন ঃ 'হে মুসলমানেরা! তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে আমার স্ত্রীর ওপর মিথ্যা অভিযোগ তুলে আমাকে যথেষ্ট কষ্ট দিয়েছে; তার আক্রমণ থেকে আমাকে বাঁচাতে সাহায্য করতে পারে? আল্লাহর শপথ! আমি আমার স্ত্রীদের মধ্যে ভালো ছাড়া কিছুই দেখতে পাইনি এবং লোকেরা এমন একটি লোককে দোষী করেছে [*সাফওয়ান ইবনে মুয়াত্তাল (রা.)*], যার সম্পর্কে আমি ভালো ছাড়া কিছুই জানি না এবং সে কখনও আমার অনুপস্থিতিতে আমার ঘরে আসেনি।'

এ কথা শুনে সা'দ ইবনে মুয়ায আল আনসারী দাঁড়িয়ে বললেন ঃ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর কসম! অভিযোগকারী যদি আওস গোত্রের লোক হয় তার থেকে আপনাকে নিষ্কৃতি দেব, তার মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করব। আর সে যদি আমাদের ভাই খাযরাজ কবীলার লোক হয়, তবে আপনি যা বলবেন তাই করব।' এ কথা শুনে সা'দ ইবনে উবাদা দাঁড়িয়ে গেলেন, যিনি ছিলেন খাযরাজ গোত্রের প্রধান, তিনি এ ঘটনার পূর্বে একজন সৎ ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু এ সময় তিনি স্বীয় গোত্রের স্বার্থে উত্তেজিত হয়ে পড়েন। তিনি সা'দ (*ইবনে মুয়ায*) কে 'বললেন, 'অবিনশ্বর আল্লাহর কসম! তুমি মিথ্যা কথা বলেছ, তুমি তাকে হত্যা করবে না এবং তুমি কখনও তাকে হত্যা করতে পারবে না।' এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে উসাইদ ইবসে হুদাইর, সা'দের চাচাতো ভাই দাঁড়ালো এবং সা'দ ইবনে উবাদাকে বললো ঃ 'তুমি একজন মিথ্যাবাদী! চিরন্তন আল্লাহর কসম! আমরা নিশ্চয়ই তাকে হত্যা করব। তুমি মোনাফেক এবং মোনাফেকের পক্ষ সমর্থন করছ।'

সুতরাং আওস ও খাযরাজ গোত্রের লোকরা উত্তেজিত হয়ে উঠল এমনকি তারা লড়াইতে পরস্পর লিপ্ত হওয়ার উপক্রম করল। অথচ আল্লাহর নবী তখনও মিম্বরের ওপর দণ্ডায়মান ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাদেরকে শান্ত করার চেষ্টা চালাতে থাকলেন এবং তারা শান্ত হলো ও চুপ করল। তিনি [*আয়েশা (রা.)*] বলেন

www.nagorikpathagar.org

যে, সেদিন আমি দিনভর কাঁদতেই থাকলাম, না আমার চোখের কান্না থামল, না আমি নিদ্রা যেতে পারলাম। প্রত্যুষে আমার পিতামাতা আমার কাছে ছিলেন এবং আমি দু'রাত ও দু'দিন একনাগাড়ে কোনো ঘুম-নিদ্রা ছাড়া কাঁদতেই ছিলাম। তারা ভাবলেন যে, অতিরিক্ত কান্নার ফলে আমার কলজে ফেটে যাবে। যখন তারা আমার সাথে ছিলেন এবং আমি কাঁদছিলাম, জনৈকা আনসারী মহিলা আমার সাথে সাক্ষাতের অনুমতি চাইল। আমি তাকে আসার অনুমতি দিলাম, এবং সে বসেই আমার সাথে কান্না জুড়ে দিল। যখন আমি এ অবস্থায় ছিলাম রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদের কাছে আসলেন এবং সালাম করে আসন গ্রহণ করলেন। এ সমস্ত অপবাদ যখন রটাচ্ছিল তখন থেকে তিনি কখনও আমার নিকট বসেননি। এ দীর্ঘ এক মাস তিনি অপেক্ষা করেছেন অথচ আমার ব্যাপারে কোনো ওহী নাযিল হয়নি। রসূল (সা.) আমার নিকট বসার পরে তাশাহহুদ পাঠ করলেন (কালেমায়ে শাহাদাত) তারপর বললেন ঃ 'আয়েশা! তোমার সম্পর্কে এরূপ এরূপ কথা আমার নিকট পৌঁছেছে, তুমি যদি নিষ্পাপ হয়ে থাক, তাহলে আশা করি আল্লাহ তোমার নির্দোষিতা প্রকাশ ও প্রমাণ করে দেবেন। আর তুমি যদি বাস্তবিকই কোনো গোনাহে লিপ্ত হয়ে থাক, তাহলে আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাও, তাওবা করো। কেননা বান্দা যখন নিজের গোনাহ স্বীকার করে তাওবা করে, তখন আল্লাহ মাফ করে দেন।"

যখন রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর ভাষণ শেষ করলেন, তখন আমার চোখের পানি এমনভাবে শুকিয়ে গেল যে একফোঁটা পানিও সেখানে নেই। তখন আমি আমার আব্বাকে বললাম, আপনি আমার পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কথার জবাব দিন, যা কিছু তিনি বলেছেন। তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! আমি বুঝি না, রাসূল (সা.) কে কি জবাব দেব। তখন আমি আমার মাকে বললাম, আপনি রাসূল (সা.)-এর কথার জবাব দিন। তিনিও বললেন ঃ আমি বুঝি না রাসূল (সা.)-কে কি জবাব দেব। তখনও আমি বয়সে বালিকা মাত্র এবং আমার কুরআনের জ্ঞানও ছিলো অল্প, তবুও আমি বললাম ঃ "আল্লাহর কসম! আমি জানি আপনারা যখন এ কাহিনী (*ইফক বা মিথ্যা দুর্নাম*) শুনেছেন, অমনি তা মনের মধ্যে গেঁথে গেছে এবং বিশ্বাস করে বসেছেন। সুতরাং এখন আমি যদি বলি আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ এবং আল্লাহ জানেন যে, আমি নির্দোষ, তবে আপনারা তা বিশ্বাস করবেন না। আর আমি যদি শুধু শুধুই এমন একটি কথা স্বীকার করেনি, যা আমি আদৌ করিনি- এবং আল্লাহ জানেন যে আমি দোষের কোনো কাজ করিনি এবং আপনারা আমাকে বিশ্বাস করবেন। এ অবস্থায় হযরত ইউসুফ (আ.)-এর পিতার [*ইয়াকুব (আ.)*] উদাহরণ ছাড়া আর কোনো উপায় দেখি না। তিনি বলেছিলেন: 'আমার জন্য একমাত্র সবর এখতিয়ার করাই উপযুক্ত, যা তোমরা আমাকে বলছ

www.nagorikpathagar.org

এ ক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহর সাহায্যই কামনা করা উচিত।' এ কথা বলে আমি অপরদিকে পাশ ফিরে আমার বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম এবং সে সময় আমি জানতাম যে, আমি নির্দোষ এবং আল্লাহ আমার নির্দোষতা প্রকাশ করে দেবেন।

কিন্তু আল্লাহর কসম! তখন এ ধারণা আমার মনে কখনও আসেনি যে, আল্লাহ আমার সপক্ষে 'ওহী নাযিল করবেন এবং তা কেয়ামত পর্যন্ত তিলাওয়াত হতে থাকবে। কেননা আমি নিজেকে কখনও এতো সৌভাগ্যবতী মনে করিনি যে, আল্লাহ আমার সম্পর্কে কিছু বললেন এবং তা তিলাওয়াত হতে থাকবে। বরং আমি মনে করেছিলাম যে, হয়ত রাসূল (সা.) কোন স্বপ্ন দেখবেন, যার মাধ্যমে আল্লাহ আমার নির্দোষিতা প্রমাণ করবেন। আল্লাহর কসম! নবী (সা.) তার স্থান ত্যাগ করেননি এবং আর কেউ তখনও ঘর ছেড়ে বের হননি; এমন সময় রসূল (সা.)-এর কাছে "ওহী" নাযিল হলো। এবং রাসূল (সা.) ওহী নাযিল কালীন কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হলেন, যা সর্বদা ওহি নাযিলের সময় হতো। এমনকি যদিও এ সময়টা ছিলো কঠিন শীতকাল, তবুও তার দেহ থেকে মুক্তার মতো ঘামের ফোঁটা টপ টপ করে পড়ছিল। এবং এটা ছিলো আল্লাহর বাণীর কঠিন বোঝা, যা তাঁর ওপরে নাযিল হচ্ছিল তার ফল।

যখন রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে ওহীকালীন অবস্থা শেষ হলো তাঁকে উৎফুল্লচিত্ত দেখা গেল। হাসিসহকারে সর্বপ্রথম যে বাক্যটি তিনি বললেন, তা ছিলো এই: 'হে আয়েশা! আল্লাহ তোমার নির্দোষতা ঘোষণা দিয়েছেন।" আমার মা আমাকে বললেন: ওঠ এবং দাঁড়িয়ে তাঁর শুকরিয়া আদায় করো। আমি বললাম: 'না, আমি দাঁড়িয়ে তাঁর শুকরিয়া আদায় করব না, আল্লাহ ব্যতীত আর কারো প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশও করব না। সুতরাং আল্লাহ নাযিল করলেন–

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ ۚ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم ۖ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ لِكُلِّ
امْرِئٍ مِّنْهُم مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ ۚ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ.
لَّوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَٰذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ.
لَّوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ۚ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ
الْكَاذِبُونَ. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا
أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُم
بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا ۚ وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ. وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا

www.nagorikpathagar.org

أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهٰذَا ق سُبْحٰنَكَ هٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيْمٌ. يَعِظُكُمُ اللّٰهُ اَنْ تَعُوْدُوْا لِمِثْلِهٖٓ اَبَدًا
اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ. وَيُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ. اِنَّ الَّذِيْنَ
يُحِبُّوْنَ اَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ فِى الدُّنْيَا
وَالْاٰخِرَةِ ط وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ. وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ وَاَنَّ
اللّٰهَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ.

"যে সকল লোক এ মিথ্যা অপবাদ রচনা করে নিয়েছে, তারা তোমাদের মধ্যেই কতিপয় লোক। এ ঘটনাকে নিজেদের জন্য খারাপ মনে করো না, বরং এটি তোমাদের জন্য কল্যাণময় হবে! যে লোক এ ব্যাপারে যতটা অংশগ্রহণ করেছে, সে ততটা গোনাহ কামাই করেছে। আর যে লোক এ দায়িত্বের বড় অংশ নিজের মাথায় টেনে নিয়েছে, তার জন্যতো অতি বড় আযাব রয়েছে। তোমরা যে সময় এ কথা শুনতে পেয়েছিলে, সে সময়ই মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন স্ত্রীলোকেরা নিজেদের সম্পর্কে ভালো ধারণা করল না কেন? আর কেনই বা বলে দিল না যে, এ হচ্ছে সুস্পষ্টরূপে মিথ্যা অপবাদ? সেই লোকেরা (*নিজেদের অভিযোগ প্রমাণে*) চারজন সাক্ষী আনল না কেন? এখন যখন তারা সাক্ষী পেশ করল না তখন আল্লাহর নিকট তারাই মিথ্যাবাদী। তোমাদের প্রতি দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহর অনুগ্রহ যদি না হতো, তাহলে যেসব কথাবার্তায় তোমরা জড়িত হয়ে পড়েছিলে, তার প্রতিশোধ হিসেবে বড় আযাব এসে তোমাদেরকে গ্রাস করত। (*একটু ভেবে দেখ, তখন তোমরা কতো বড় ভুলই না করেছিলে*) যখন তোমাদের এক মুখ থেকে অন্য মুখে এ মিথ্যাকে বহন করে নিয়ে যাচ্ছিলে, আর তোমরা নিজেদের মুখে সেই সব কথাই বলে বেড়াচ্ছিলে, যে সম্পর্কে তোমাদের কিছুই জানা ছিলো না। তোমরা ওটিকে একটি সাধারণ কথা মনে করছিলে, অথচ আল্লাহর নিকট এটি ছিলো অনেক বড় কথা। এটি শোনা মাত্রই তোমরা কেন বলে দিলে না, 'এ ধরনের কথা মুখে উচ্চারণ করা আমাদের শোভা পায় না। আল্লাহ্ মহান ও পাক-পবিত্র। এটি তো এক বিরাট মিথ্যা দোষারোপ।' আল্লাহ্ তোমাদেরকে নসিহত করেন, ভবিষ্যতে যেমন তোমরা এরূপ কাজ আর কখনো না করো- যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক। আল্লাহ্ তোমাদেরকে পরিষ্কার ভাষায় হেদায়াত দিচ্ছেন আর তিনি বড় বিজ্ঞ এবং সুকৌশলী। যেসব লোক চায় যে, ঈমানদার লোকদের মধ্যে নির্লজ্জতা বিস্তার লাভ করুক তারা দুনিয়া ও আখেরাতে কঠিন শাস্তি পাওয়ার যোগ্য। আল্লাহ-ই জানেন, তোমরা জানো না। আল্লাহর অনুগ্রহ যদি তোমাদের প্রতি না থাকত, তাহলে (*এই যে বিষয়টি তোমাদের মধ্যে ছড়ানো হয়েছিল, তা*

www.nagorikpathagar.org

খুবই নিকৃষ্ট দেখাতো। প্রকৃত কথা এই যে, আল্লাহ বড়ই দয়াবান ও করুণাময়।" *{২৪-সূরা নূর : ১১-২০}*

আল্লাহ তা'আলা যখন আমার নির্দোষিতা প্রমাণের জন্য এ (আয়াতসমূহ) নাযিল করলেন। আবু বকর সিদ্দীক, যিনি মিসতাহ ইবনে উসামাকে ভরণ পোষণ সরবরাহ করতেন। উল্লিখিত ব্যক্তির সাথে তার আত্মীয়তার খাতিরে এবং তার দারিদ্র্যের কারণে, বললেন ঃ আল্লাহর কসম! মিসতাহ আয়েশা সম্পর্কে যা বলেছে, তার কারণে তাকে ভবিষ্যতে কিছুই দেব না। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা নাযিল করলেন–

وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ۗ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

"তোমাদের মধ্যে যারা অনুগ্রহশীল ও সামর্থ্যবান, তারা যেন কসম খেয়ে না বলে যে, তারা আপন আত্মীয়, গরীব ও আল্লাহর পথের মুহাজির লোকদেরকে সাহায্য করবে না। তারা যেন তাদের দোষ উপেক্ষা করে ক্ষমা করে। তোমরা কি চাও না যে, আল্লাহ তোমাদের মাফ করে দেন? আর আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও করুণাময়।" *{২৪-সূরা নূর : ২২}*

আবু বকর (রা.) তৎক্ষণাৎ বললেন, "আল্লাহর শপথ! আমরা অবশ্যই চাই যে, আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দেন।" এ অনুযায়ী তিনি আবার মিসতাহর সাহায্য চালু করে দিলেন, যা পূর্বে তিনি দিচ্ছিলেন এবং বললেন, "আল্লাহর কসম! আমি কখনও তার এ সাহায্য বন্ধ করব না।" রাসূল (সা.) যয়নব বিনতে জাহাশকেও আমার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ "হে জয়নব! তুমি কি জেনেছ এবং দেখেছ?" সে উত্তরে দিল, "হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার চোখ-কানকে রক্ষা করি (মিথ্যা বলা থেকে) আমি তাঁর সম্পর্কে ভালো ছাড়া মন্দ কিছু জানি না। (আয়েশা) বলেন: রাসূল (সা.)-এর স্ত্রীগণের মধ্যে জয়নব আমার সমকক্ষ ছিলো। আল্লাহ তা'আলা তাকে পরহেযগারির কারণে রক্ষা করেন। কিন্তু তার বোন হামনা, তার পক্ষ থেকে লড়াইয়ে লিপ্ত হয় এবং সেও বরবাদ হয়ে যায়, যেরূপ অন্যান্য দুর্নাম রটনাকারীরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল।" [সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড ৪, ৪৩৮৯]

আয়েশার (রা.) বর্ণিত হাদীস থেকে স্পষ্ট যে, সূরা আন-নূরের এই আয়াত অপবাদের সত্য উদঘাটনে এবং মুসলিম উম্মাহকে শিক্ষা দেয়ার জন্যই আল্লাহ তা'আলা অনুগ্রহস্বরূপ নাযিল করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, তোমাদের কাছে এটি ছোট ঘটনা হলেও আল্লাহ তা'আলার কাছে অত্যন্ত বড় ঘটনা এবং

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন এই ধরনের ঘটনা [*যে কোন সতী নারী এবং সৎচরিত্র নারীর অথবা কারোর বিরুদ্ধে*] যেন পুনরাবৃত্তি না হয় [*হারাম*]। তোমরা যদি মু'মিন হও তাহলে এই গর্হিত কাজ থেকে দূরে থাকবে। অর্থাৎ এই ধরনের ঘটনা-রটনা যদি তোমাদের স্বীয় অবৈধ ইচ্ছাকে চরিতার্থ করার জন্য ঘটাও তাহলে তোমরা মুসলিম উম্মাহর অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে না। অপবাদ রটনা করা সাধারণত প্রথমে এক ব্যক্তি শুরু করে তারপর সমাজের কিছু নীতিবিহীন, চরিত্রহীন ব্যক্তি সেই অপবাদকে প্রচার করে বেড়ায়। যেভাবে মদিনায় এই অপবাদের প্রচারণা হয়েছিল। যারা ইচ্ছাকৃতভাবে এই ধরনের কাজ করবে তাদের জন্য রয়েছে অত্যন্ত কঠিন শাস্তি। ইতোপূর্বে উল্লিখিত সূরা নূরের ২১ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের প্রতি আদেশ দিয়ে বলেছেন "তোমরা শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না।" অর্থাৎ যারা এই ধরনের গর্হিত কাজ করবে এবং অন্যদেরকে জড়িত করবে তারা প্রকৃতপক্ষে শয়তানের পদাংক অনুসরণকারী। কারণ মানুষের মধ্যে সমস্যা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে শয়তান এই ধরনের গর্হিত ও অশ্লীল কাজে সকলকে আহ্বান করে থাকে। এটিও উপরোক্ত আয়াত থেকে বুঝা যায়।

মানুষের মধ্যে অনেকেই প্রবৃত্তির অবৈধ চাহিদা পূরণের জন্য শয়তানের আহ্বানে সাড়া দিয়ে এই ধরনের অনৈতিক কাজে জড়িত হয়। তাই শয়তানের দলের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিরা ছাড়া এই কাজ আর কেউ করতে পারে না। অমুসলিম সমাজেও সহজাত প্রবৃত্তির প্রভাবে এই ধরনের গর্হিত কাজ থেকে অধিকাংশ সময় তারা বিরত থাকে এবং মানব সমাজের যে সুদৃঢ় অবকাঠামো রয়েছে তার ভিত্তি রক্ষা করা এবং মানুষ সমাজবদ্ধ জীব হিসেবে সমাজের নির্ধারিত নিয়মাবলী পালনের প্রয়োজনে এই ধরনের গর্হিত কাজ করে না। তবে যাদের প্রবৃত্তিতে অন্যায় অসৎ কাজের প্রতি আসক্তি আছে, অশ্লীলতা পছন্দ করার প্রবণতা থাকে এবং সামাজিক ন্যায়নীতির প্রতি কোনো প্রকার শ্রদ্ধাবোধ নেই তারা এই ধরনের ঘটনাকে অনেক সময় হাসি তামাশার ব্যাপার মনে করে। পাশ্চাত্যের দেশে নারী-পুরুষের সংমিশ্রণ, বিবাহ বন্ধন ছাড়া একত্রে স্বামী-স্ত্রীর মতো বসবাস করা এবং বিয়ে ছাড়া সন্তান জন্ম দেয়া, এগুলো সমাজে সব সময়ই ঘটছে এবং বর্তমানে সমাজের রীতিতে পরিণত হয়েছে।

ইসলামী মূল্যবোধের মতোই সব ধর্মীয় বিধানে এগুলো গর্হিত কাজ, তাই খৃষ্টান ধর্মভিত্তিক সমাজেও এই অনৈতিক জীবন যাপন গ্রহণযোগ্য নয়। তবু সমাজের একটি বিরাট অংশ এতে জড়িত থাকায় কারও এ ব্যাপারে মাথা ব্যথা নেই। পাশ্চাত্যের সমাজ খৃষ্টান ধর্মভিত্তিক, তবুও ধর্মীয় বিধিনিষেধের এবং আধিপত্যের প্রভাব মানুষের ব্যবহারিক জীবনের ওপর নেই। পাশ্চাত্যের নারী পুরুষের বৃহত্তর অংশ শয়তানিক চরিত্র গ্রহণ করে শয়তানের বন্ধু সেজে বিনা দ্বিধায় এই সমস্ত

www.nagorikpathagar.org

কাজ করছে। অর্থাৎ শয়তানের ঔদ্ধত্যপূর্ণ প্রতিজ্ঞায় সাহায্য করছে। মানব সমাজকে বিপথে রেখে ধ্বংস করায় শয়তানের যে উদ্দেশ্য, সে উদ্দেশ্যকে সফল করার জন্য এরা শয়তানের দলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে সাহায্যকারী হিসেবে কাজ করছে। অতএব বলার অপেক্ষা রাখে না যে, পাশ্চাত্যে এই ধরনের ঘটনাকে সাধারণত অপবাদ হিসেবে ধরা হয় না। তাই সমাজ এ ধরনের ঘটনায় বিস্মিত হয় না এবং তা রটনা করা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না।

সমাজে অপবাদ ও কুৎসা রটানোর জন্য কিছু ব্যক্তি সর্বদা তৈরি থাকে, সুযোগ পেলেই তারা এ কাজে জড়িত হতে দ্বিধা করে না। আর অজ্ঞ আরেক দল সে অপবাদ প্রচার করে বেড়ায়। কথায় বলে, "খারাপ কথা বাতাসের আগে চলে"। অন্যদের নামে বিশেষ করে একজন নারীর নামে কুৎসা রটানোতে একটি বিশেষ শ্রেণীর ব্যক্তিরা বেশ আনন্দ পায়। ফলে নারী-পুরুষ উভয়ের ব্যক্তি এবং পারিবারিক জীবনে অশান্তির সৃষ্টি হয়। তাই দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ তা'আলা মানুষের ব্যক্তি জীবনের গোপনীয়তা এবং চারিত্রিক কাঠামো রক্ষার্থে, এই ধরনের জঘন্য দাবির [*ব্যভিচারের অপবাদ*] সত্যতা প্রমাণের জন্য চারজন প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী উপস্থিত করতে বলেছেন। যদি অপবাদ রটনাকারী তার দাবীর পক্ষে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে না পারে তাহলে মিথ্যা রটনার জন্য তার শাস্তি, জনসম্মুখে ৮০টি বেত্রাঘাত। এ প্রসংগে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوْا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً

وَّلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ.

"যারা সতী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে এবং চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদেরকে আশিটি কষাঘাত করবে এবং কখনও তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না; এরাই তো সত্যত্যাগী।" {*২৪-সূরা নূর : ৪*}

মুসলিম নারী-পুরুষও আদম সন্তান। নাফস চাহিদার প্রভাবে ভুলবশত অনৈতিক কাজে জড়িত হতে পারে। এই ভুলটি আবেগবশত হয়তো একবার করেছে তাতে সমাজের উপর তেমন প্রভাব ফেলবে না তাই অন্য মুসলিম কারোর যদি এই অনৈতিক কাজের সত্যতা সম্পর্কে জ্ঞান থাকে তবুও সেটি রটনা থেকে তাকে বিরত থাকতে হবে। কারণ **প্রথমত** : অন্যায়কারী যদি নিজের ভুল সম্পর্কে সচেতন হয়ে আন্তরিকভাবে আল্লাহ তা'আলার কাছে ভুলের জন্য ক্ষমাপ্রার্থী হয় [*তাওবা করলে*], আল্লাহ তা'আলা তার তাওবা কবুল করে তাকে ক্ষমা করবেন বলে আশা করা যায় [*হাদীস থেকে সেটি বুঝা যায়*]। অবশ্য আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভালো জানেন। **দ্বিতীয়ত** : এই গর্হিত কাজের প্রত্যক্ষদর্শী চারজন সাক্ষী ছাড়া যে

www.nagorikpathagar.org

ব্যক্তিকে গোপনে উপদেশ দিয়ে আল্লাহ তা'অ
ানুরোধ করা, তাতে দু'টি ভালো কাজ করা হ
যোগ পেল এবং (২) সমাজের কাছেও তার সম্ম
ট গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, প্রতিটি মানুষ তার ব্যা
'আলার সাথে অঙ্গীকারাবদ্ধ, কারণ শেষ বিচা
দিতে হবে। আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি মানুষের
র্ক সবই জানেন এবং প্রতিমুহূর্তে সেগুলো নিবন্ধ
ন্তরে আল্লাহ-সচেতনতা উপস্থিত থাকলে তারা
কাজে লিপ্ত হতে পারবে না। শয়তানের প্ররোচনা
হূর্তে নিজের পাপের জন্য অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ
এ ধরনের চরিত্রই বস্তুত ঈমানের বহিঃপ্রকাশ।
য় এবং সতীত্ব রক্ষাকারিণী নারীর নামে এই
তানের সাহায্য এবং প্রভাব ছাড়া কেউ করতে পা
ষ্যত্ব হারিয়ে মানুষের মধ্যে বসবাস করে "মানু
চই করে। হে পরওয়ারদেগার রাব্বুল আলামীন!
দের শিকার হওয়া থেকে রক্ষা করুন। আমিন ॥

ং পরচর্চা করা

রা, তাচ্ছিল্য করা মানব প্রকৃতির অনৈতিক ও
ভয়ের মধ্যে রয়েছে এমন এক দল, যারা অবৈ
নের আপত্তিকর কটূক্তি এবং তাচ্ছিল্যপূর্ণ বাবে
ান করে। এমনকি জনসম্মুখে এই ধরনের অন
। না। বংশ, শিক্ষা এবং ধন-সম্পত্তির গরিমায়,
ক্তদের মধ্যে অনেকেই অজ্ঞতাবশত এই ধরনের
র গায়ের রং, শারীরিক গঠন ও সৌন্দর্যের গরি
বজ্ঞা ও তাচ্ছিল্য করায় মানুষ অনুপ্রাণিত হয়।
সুগঠিত দেহ মানুষের জন্য আল্লাহ তা'আ
র জন্য পরীক্ষাস্বরূপ। কাজেই সুদর্শন বা সুশ্রী
। এবং কৃতিত্ব নেই। কারণ ইচ্ছা করলেই কেউ

www.nagorikpathagar.org

পারে না। তাই সুশ্রী ও সুদর্শন নারী-পুরুষের উচিত নিজের সৌন্দর্যের জন্য গর্বিত না হয়ে বরং নমনীয় হয়ে আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহের জন্য শুকরিয়া আদায় করা। অথচ অনেকেই নমনীয়তার পরিবর্তে অজ্ঞতায় ঔদ্ধত্যবশত অন্যদেরকে নানাভাবে উপহাস ও অবজ্ঞা করে গর্বিত হয়। তাতে উপদ্রুত ব্যক্তি মানসিকভাবে নির্যাতিত হয়। শয়তানের মতই এরা সাম্প্রদায়িক মনোভাব পোষণ করে। অতএব বলতে বাধা নেই শয়তানের অনুপ্রেরণা ব্যতিরেকে কেউ এ রকম কাজ করতে পারে না।

পরচর্চা করা, গোপনে কারও পেছনে লেগে থেকে ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনের তথ্য সংগ্রহে নিয়োজিত থাকা এবং কাউকে এই কাজে সাহায্য করা আল্লাহ তা'আলার বিধানের সীমালঙ্ঘন, তাই গর্হিত পাপ [*আল-কাবায়ের বা কবীরা গুনাহ*]। কারণ এই নিন্দনীয় অভ্যাস মানব সমাজে নানা সমস্যার সৃষ্টি করে তাতে অনেকের প্রশান্তির জীবনে অশান্তি দেখা দেয় এবং নানা বিষয়ে পারিবারিক সংহতি ও সুসম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। তাই এই রকম গর্হিত পাপ থেকে দূরে থাকার জন্য মুসলিম উম্মাহর প্রতি নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُونُوا۟ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءٌ مِّن
نِّسَآءٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۖ وَلَا تَلْمِزُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا۟ بِٱلْأَلْقَٰبِ ۖ
بِئْسَ ٱلِٱسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيمَٰنِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ.

"হে মু'মিনগণ! কোনো পুরুষ যেন অপর কোনো পুরুষকে উপহাস না করে; কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম [*আল্লাহ তা'আলার ইবাদত ও তাকওয়ার কারণে*] হতে পারে এবং কোনো নারী অপর কোনো নারীকেও যেন উপহাস না করে; কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারিণী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না এবং তোমরা একে অপরকে মন্দ নামে ডেক না; ঈমানের পর মন্দ নামে ডাকা গর্হিত কাজ। যারা এই ধরনের আচরণ হতে নিবৃত্ত হয় না তারাই যালেম।" {*৪৯-সূরা হুজুরাত : ১১*}

বন্ধু-বান্ধবদের ক্ষেত্রে রসিকতা বা মজা করার জন্যই একে অপরকে টিপ্পনী কাটে, ইয়ার্কি মারে এবং বিভিন্ন বিষয়ে উপহাস করে থাকে। এগুলো ঠাট্টা তামাশার মধ্যেই থেকে যায়, কেউ কাউকে নিন্দা করার জন্য করে না, অতএব ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণের অন্তর্ভুক্ত নয়। তাই যতক্ষণ পর্যন্ত এগুলো একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থাকে, কারও জন্য অপমান ও বেদনার উৎস না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত হাসি তামাশার

www.nagorikpathagar.org

মধ্যে দোষ থাকার কথা নয়, তবে নর-নারীর সংমিশ্রণে প্রয়োজনাতিরিক্ত হাসি তামাশা নিন্দার ব্যাপার তাই ইসলামের দৃষ্টিতে গুরুতর পাপ।

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱجْتَنِبُوا۟ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا۟ وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

"হে মু'মিনগণ! তোমরা বহুবিধ অনুমান হতে দূরে থাক; কারণ অনুমান কোনো ক্ষেত্রে পাপ এবং তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না এবং একে অপরের পশ্চাতে নিন্দা [*পরচর্চা, গীবত*] করো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভ্রাতার গোশত ভক্ষণ করতে চাইবে? বস্তুত তোমরা তো এটিকে ঘৃণাই কর। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহ্ তাওবা গ্রহণকারী, পরম দয়ালু।" {*৪৯-সূরা হুজুরাত : ১২*}

চোগলখুরী (*পরচর্চা*), অন্যের দোষ ধরা, দোষ খুঁজে বেড়ানো এবং অনুমানে সন্দেহ করা ইসলামী বিধানে গুরুতর অন্যায়। এ ব্যাপারে *ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেছেন, রাসূল (সা.) দু'টি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি বললেন, "এ দু'জনের (কবরবাসীর) কবর আযাব হচ্ছে। তবে বড় কোনো বিষয়ের দরুন তাদেরকে আযাব দেয়া হচ্ছে না। এই কবরের লোকটি আপন প্রস্রাব থেকে বেঁচে চলত না [পাক থাকত না]। আর ঐ কবরওয়ালা চোগলখুরী (পরচর্চা) করে ফিরতো [একজনের কথা অন্যজনের নিকট লাগাত এবং বলে বেড়াত]। অতঃপর তিনি (গাছের) একটা কাঁচা ডাল চেয়ে নিলেন এবং সেটিকে দু'টুকরা করলেন। তারপর এক টুকরা এ কবরটির উপর এবং অন্য টুকরা আরেকটি কবরের ওপর গেঁড়ে দিলেন। শেষে বললেন, যতক্ষণ এ ডাল দু'টি না শুকাবে, ততক্ষণ হয়ত আল্লাহ তা'আলা তাদের কবর আযাবের কষ্ট কমিয়ে দেবেন।" [সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড ৫, ৫৬১৭]*

নবী (সা.) আরো বলেছেন, "তোমরা ধারণা এবং অনুমান থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখ। কেননা, তা সবচেয়ে বড় মিথ্যা কথা। কারোর দোষ খুঁজে বেড়িও না, গোয়েন্দাগিরি করো না, একে অন্যের প্রতি হিংসা করো না, বিদ্বেষ ও শত্রুতা ভাব রেখ না, বিচ্ছেদ ভাব দেখিও না বরং তোমরা সবাই এক আল্লাহর বান্দা হয়ে ভাই-ভাই (বোন-বোন) বনে যাও।" [সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড ৫, ৫৬৩১]

মানবজাতির হেদায়াতের জন্য সর্বশেষে প্রেরিত দ্বীন ইসলামী মূল্যবোধের বিধিনিষেধে বিশ্বাসী হয়ে এবং আল্লাহ তা'আলার বান্দা হিসেবে দাবি করে কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে এই ধরনের গর্হিত কাজ করতে পারে না। তবে কেউ যদি

www.nagorikpathagar.org

ইচ্ছাকৃতভাবে এই রকম কাজ করে এবং নিয়মিতভাবে জড়িত থাকে তাহলে সে নিজের প্রতি অবশ্যই যুলুমকারী এবং পক্ষান্তরে শয়তানের পদাংক অনুসরণকারী। যারা জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও এই ধরনের কাজ করে কিন্তু তাওবা করে না, তারা অবশ্যই যালেম। আল্লাহ তা'আলার শক্তি ও অনুগ্রহ সম্বন্ধে শয়তানের জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও সে নিজের প্রতি যুলুম করেছে। ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল করে সে আল্লাহ তা'আলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেনি বরং আত্মগরিমায় ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ গ্রহণ করেছিল। তাই সে হলো সবচেয়ে বড় যালেম এবং সব যালেমের নেতা। কিন্তু মানবজাতির পিতা-মাতা [*আদম-হাওয়া*] স্বীয় ভুল বুঝে তৎক্ষণাৎ ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন। তাদের একনিষ্ঠ অনুতাপের কারণেই আল্লাহ তা'আলার অশেষ অনুগ্রহে তারা ক্ষমা প্রাপ্ত হয়েছিলেন। আদম সন্তানের সত্য প্রকৃতির [*আল-ফিতরাত*] অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ক্ষমা প্রার্থনা করার যোগ্যতা। কেননা মানুষ ভুল করে ক্ষমা চায়, তাওবা করে, আল্লাহ তা'আলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে। একমাত্র শয়তানের পদাংক অনুসরণকারীই শয়তানের প্রভাবে "মানুষ শয়তান" হিসেবে তাওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করা থেকে দূরে থাকে এবং তাই শয়তানের মতই সে হয় যালেমের অন্তর্ভুক্ত।

সেক্যুলারিজম এবং ধর্মনিরপেক্ষতা

সেক্যুলারিজম আজ আর কোনো তাত্ত্বিক ব্যাপার নয়। বর্তমানে অধিকাংশ দেশের শাসন ব্যবস্থা ও জনগণের জীবন যাপন সেক্যুলারিজমের ভিত্তিতে চলছে। কাজেই সেক্যুলারিজমের উৎপত্তি কোথা থেকে কি কারণে ঘটেছে এবং তার সংজ্ঞা কি সে ব্যাপারে আলোচনার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এই ধারণার উৎপত্তি হয়েছিল ১৫০০ শতাব্দীর শেষে অথবা ১৬০০ শতাব্দীর শুরুতে খ্রিস্ট ধর্ম আদর্শবাদের বিরুদ্ধে। World Book Encyclopedia সেক্যুলারিজমের উৎপত্তি সম্পর্কে উল্লেখ করেছে, 'Secularism: The theories of the medieval philosophers were challenged in the 1500's and early 1600's. Niccolo Machiavelli, a famous Florentine politician [*এ সমস্ত মধ্যযুগীয় রাজনীতি বিশারদগণ ইতালির ফ্লোরেনস শহরে বসবাস করতেন*], pushed aside Christian idealism in favor of realistic power politics. Machievalli's ideas were generalized by Thomas Hobbes, an English philosopher. Hobbes claimed that a person's entire life was a "ceaseless search of power". This approach became known as secularism because it separated politics from religion. [Vol. 15, page 643].

www.nagorikpathagar.org

অতএব সেক্যুলারিজমের উৎপত্তি হয়েছে খৃষ্টীয় ধর্মতত্ত্বের গোঁড়া বিশেষজ্ঞদের [Fanatic Theologian] গোঁড়ামি এবং উগ্রতার বিরুদ্ধে। কারণ এই মধ্যযুগীয় ধর্মতত্ত্ব বিশেষজ্ঞরা ধর্মের নামে নিজেদের মনগড়া বিধান দিয়ে চার্চ কেন্দ্রীক শাসন ব্যবস্থা প্রণয়ন করতেন তাতে শাসনের নামে শোষণই ছিলো তাদের মূল উদ্দেশ্য। খৃষ্টান ধর্মের ভিত্তি আসমানী কিতাব ইঞ্জিল হলেও এই কিতাবে সমাজনীতি ও দেশ শাসনের নীতির উপর কোনো নির্দিষ্ট বিধিবিধান নেই। ইঞ্জিল হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে তাওরাতের সম্প্রসারণ। ইঞ্জিল নাযিল করে আল্লাহ তা'আলা তাওরাতের কিছু বিধিনিষেধকে পরিবর্তন করেছেন অর্থাৎ নিষেধাজ্ঞাকে অনুমতিযোগ্য করেছেন {Prohibition to permissible}। ঈসার (আ.) উক্তি থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এ প্রসংগে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ ج

وَجِئْتُكُم بِاٰيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ قف فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُونِ.

"আর আমার {*ঈসার*} সম্মুখে যে তাওরাত আছে, আমি তার সত্যতার সাক্ষী এবং কোনো কোনো বস্তু তোমাদের জন্য হারাম ছিলো সেগুলো তোমাদের জন্য হালাল করবো।" {*৩-সূরা আলে ইমরান : ৫০*}

এজন্যে ইঞ্জিলকে বলা হয় নিউ টেস্টামেন্ট আর তাওরাতকে বলা হয় ওল্ড টেস্টামেন্ট। তাওরাতের মাধ্যমে মূসার (আ.) কাছে আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈলের জন্য সমাজনীতি ও শাসননীতির কিছু বিধান দিয়েছিলেন, সেগুলো একটি সুষ্ঠু শাসন ব্যবস্থার কাঠামো তৈরির জন্য ছিলো অসম্পূর্ণ। ফলে খৃষ্টান ধর্মতত্ত্ববিদরা ইঞ্জিল ও তাওরাত অনুসরণে সুষ্ঠু সমাজ ব্যবস্থার জন্য সন্তোষজনক কোনো সমাধান দিতে পারতো না, তাই সাধারণ খৃষ্টানদের উপর নিজেদের খবরদারি বা আধিপত্য বজায় রাখার জন্যই মনগড়া ব্যবস্থা দিয়ে শোষণ করতো। ধর্মতত্ত্ববিদগণ নিজের ইচ্ছামতো হালাল-হারাম নির্ধারণ করতো, আর খৃস্টানরা সেগুলো মেনে নিত। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

اِتَّخَذُوْٓا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ ج وَمَآ

اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوْٓا اِلٰهًا وَّاحِدًا ج لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ط سُبْحٰنَهٗ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ.

"তারা আল্লাহ ব্যতীত তাদের পণ্ডিত ও সংসার-বিরাগীদেরকে তাদের প্রতিপালকরূপে গ্রহণ করেছে এবং মরিয়মের পুত্রকেও। অথচ তারা আদিষ্ট ছিলো একমাত্র ইলাহর ইবাদতের জন্য। তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তারা তাঁর শরীক সাব্যস্ত করে, যা থেকে তিনি পবিত্র।" {*৯-সূরা তাওবা : ৩১*}

www.nagorikpathagar.org

এই আয়াতের বিষয় সুস্পষ্ট করার জন্য রাসূল (সা.) থেকে আদি ইবনে হাতেম (রা.) বর্ণনা করেছেন, আমি রাসূলের (সা.) সান্নিধ্যে উপস্থিত ছিলাম। আমার গলায় তখন একটি স্বর্ণের ক্রুশ ঝুলছিল। তিনি (সা.) বললেন, "হে আদি! এই মূর্তিটি ফেলে দাও। রাসূল (সা.) এই আয়াত পাঠ করলেন। আদি (রা.) বললেন, তারা তাদের উপাসনা করে না। রাসূল (সা.) বললেন, এ কথা নয় যে তারা এদের উপাসনা করত। বস্তুত এরা যদি তাদের জন্য কিছু বৈধ করে দিত তখন তারা তা হালাল বলে গ্রহণ করত; এরা যখন কোনো কিছু নিষিদ্ধ বলে স্থির করত, তখন তারাও তা নিষিদ্ধ বলে গ্রহণ করত।" *[তিরমিযী ৩০৯৫]*

গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, ঈসা (আ.)-কে আল্লাহ্ তা'আলার পুত্র হিসেবে সাব্যস্ত করাও এরূপে ঘটেছে। ধর্মগুরুদের স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধাচরণে সৃষ্টি হয়েছে সেক্যুলারিজম অথচ ক্ষমতালোভী ব্যক্তির বা গোষ্ঠীর ক্ষমতাসীন থাকার বা হওয়ার সংগ্রামে যে স্বেচ্ছাচারিতা তা থেকে জনগণ মুক্তি পায়নি। মানুষ যখন ধর্মহীনতার নীতি গ্রহণ করে পার্থিব জীবনের সফলতায় আত্মনিয়োগ করে তখন জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ক্ষমতার দ্বন্দ্বই হয়ে যায় তার মূল উদ্দেশ্য। বর্তমানে প্রতিটি দেশেই চলছে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে জনগণের সাথে ক্ষমতাসীনদের স্বেচ্ছানুবর্তী সংগ্রাম।

Dictionary-তে Secularism-এর অর্থ দেয়া হয়েছে: Skepticism in regard to religion {*ধর্ম সম্পর্কে সন্দিগ্ধচিত্ত বা সংশয়বাদ*}; the ignoring or exclusion of religious duties, instruction, or considerations {*ধর্মীয় অনুশাসন, বিধান, দায়িত্ব, চিন্তাচেতনা বা বিবেচনাকে উপেক্ষা করা*}। অর্থাৎ নৈতিকতা, শিক্ষা ও দেশের শাসন ব্যবস্থার কাঠামো বা সংবিধান ধর্মকেন্দ্রিক হওয়া উচিত নয়, তাই এই মতাদর্শকে বলা যায় ইহজাগতিকতা বা ইহবাদ। যে মতাদর্শের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বিরামহীনভাবে ক্ষমতার জন্য অন্বেষণ ও সংগ্রাম করা যেখানে ধর্মীয় মূল্যবোধের ও অনুশাসনের প্রদত্ত নৈতিকতার কোনো অস্তিত্ব নেই বা থাকবে না। তাই খৃষ্টীয় ধর্মতত্ত্ব বিশেষজ্ঞরা সব সময়ই সেক্যুলারিজমের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে, এমনকি একবিংশতম শতাব্দীতেও তারা একই অবস্থানে আছে। এ সম্পর্কে উল্লেখ্য Rev. Jerry Falwell {মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্মানিত পাদ্রী ছিলেন} ১৯৮৬ সালে এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, 'Secular humanists challenge every principle on which America was founded, including "abortion on demand, recognition of homosexuals, free use of pornography, legalizing of prostitution and gambling, and free use of drugs". [Newsweek,

www.nagorikpathagar.org

page 315, February 25, 2008]। সেক্যুলারিজমকে বাংলা ভাষায় ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দ দিয়ে বুঝানো হয়, অথচ এই শব্দটি সেক্যুলারিজমের জন্য গ্রহণযোগ্য নয় বরং ইহজাগতিকতা বা ইহবাদ শব্দ বেশি মানানসই অথবা ধর্মহীন ব্যবস্থা। কাজেই সেক্যুলারিজমের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত যে কোনো প্রতিষ্ঠানের গঠনতন্ত্রে, শাসনতন্ত্রে, নিয়ন্ত্রণে এবং কর্তৃত্বের নীতি নির্ধারণে ধর্মের বিধিনিষেধের কোনো আধিপত্য থাকবে না। অর্থাৎ এই ইজম শুধুমাত্র ইহবাদনীতি ভিত্তিক হওয়ায় সৃষ্টিকর্তার প্রদত্ত বিধিনিষেধের কোনো স্থান মানব জীবনাদর্শে থাকবে না। পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের প্রমোটাররা সেক্যুলারিজমকেই ধর্মনিরপেক্ষতা নাম দিয়ে ধর্মীয় মূল্যবোধ সম্পর্কে অজ্ঞদের বিভ্রান্তি প্রত্যাশায় মানব অধিকার এবং স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণে উদ্বুদ্ধ করে। কারণ ধর্মহীনতার ব্যবস্থা নাম দিলে ধর্মীয় চেতনায় প্রতিষ্ঠিত সমর্থকদের অনুভূতিতে আঘাত লাগবে তাতে সেক্যুলার প্রমোটারদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে। উল্লেখ্য, সৃষ্টিজগতের সকলেরই একটি সুনির্দিষ্ট ধর্ম রয়েছে, মানুষ তাদের মধ্যে অন্যতম। এমনকি জীবজন্তু, পশুপাখি, উদ্ভিদ, নক্ষত্ররাজিরও নির্দিষ্ট ধর্ম আছে। কাজেই ধর্ম ব্যতিরেকে কেউ চলতে পারে না, ধর্মনিরপেক্ষও কেউ হতে পারে না। ধর্মনিরপেক্ষতার পৃষ্ঠপোষক যারা তাদেরও ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনে ধর্ম এবং বিশেষ ধর্মীয় মূল্যবোধের প্রতি অনুরাগ আছে। অতএব সেক্যুলারিজমকে যদি ধর্মহীনতার ব্যবস্থা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয় তবে সেক্যুলারিজমের সমর্থকদের অসন্তুষ্টির কারণ হবে।

মুসলিম উম্মাহ কখনোই ধর্মনিরপেক্ষ হতে পারে না। ধর্মীয় মূল্যবোধের সাথে প্রতিদিনের আনুষ্ঠানিকতা, সাংস্কৃতিক অঙ্গন, কর্ম জীবনে পালিত বিধিনিষেধ এবং রাজনৈতিক মূল্যবোধের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। কারণ মুসলিমদের জীবনের সবকিছুই ইবাদতের বা ধর্মীয় মূল্যবোধের অংশ। পার্থিব জীবনে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনই হচ্ছে মুসলিমদের মূল উদ্দেশ্য। কাজেই বলা যায় ইসলামী মূল্যবোধ দিয়েছে পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা, তাতে পরিপূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করার মর্যাদাই হচ্ছে মুসলিম উপাধি। অতএব মুসলিম উম্মাহ সেক্যুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতার পৃষ্ঠপোষক হতে পারে না, যদি না তারা পার্থিব জীবনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে বিভ্রান্ত হয়। তবে এটি অনস্বীকার্য যে, ইসলামী গণতন্ত্রে অবশ্যই মানুষের ধর্মীয় স্বাধীনতা থাকবে। সেক্যুলারিজমকে সকলেই ধর্মনিরপেক্ষতা হিসেবে গ্রহণ করে তাই এ লেখায় দু'টি শব্দই ইনশাআল্লাহ পর্যায়ক্রমিকভাবে ব্যবহার করা হবে।

মানব সমাজে প্রতিষ্ঠিত সব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দেশ পরিচালনার জন্য ব্যবহৃত শাসনতন্ত্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ একটি দেশের শাসনতন্ত্রের অবকাঠামো নির্ধারণ করে দেয় সে দেশের জনগণের জীবন যাপনের পদ্ধতি ও সংস্কৃতি কি

www.nagorikpathagar.org

ধরনের হবে। তাই দেশের প্রতিটি নাগরিকের জীবন যাপনে ও আচার আচরণে দেশের প্রতিষ্ঠিত শাসনতন্ত্রের বিধিনিষেধ এবং ন্যায়নীতির প্রতিফলন ঘটা অপ্রত্যাশিত কিছু নয়। দেশের ব্যবহৃত শাসনতন্ত্র যদি ধর্মীয় মূল্যবোধ ভিত্তিক না হয় তাহলে জনগণের ধর্মীয় বিশ্বাস একটি হুমকির মধ্যে থাকে। কারণ শাসনতন্ত্রের বিধিবিধান ছাড়াও প্রতিটা মানুষই তার জীবন যাপনে যে কোনো একটি ধর্মীয় মূল্যবোধের প্রতি আসক্ত থাকে। প্রকৃতপক্ষে ধর্মীয় মূল্যবোধের বিধিনিষেধ, ন্যায়নীতি এবং আচার-আচরণই নির্ধারণ করে তার জীবন যাপনের পদ্ধতি কেমন হবে। ফলে ধর্মীয় মূল্যবোধ হলো তার জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত। কোনো মানুষই তার ধর্মের ব্যাপারে নিরপেক্ষতা অবলম্বন করতে পারে না। কারণ প্রতিটি ধর্মেই রয়েছে তার নিজস্ব কতগুলো বাঁধাধরা নিয়মাবলী, সেগুলোকে বলা হয় ধর্মীয় মূল্যবোধ বা ধর্মের ভিত্তি। তাই ধর্ম অনুসারীরা ইচ্ছা করলেই এই ভিত্তিতে কোনো প্রকার পরিবর্তন আনতে পারে না এবং নিরপেক্ষও হতে পারে না।

এক্ষেত্রে দেশের শাসনতন্ত্র যখন সেক্যুলারিজমের ভিত্তিতে হয় তখন প্রতিটি মানুষের ধর্ম ভিত্তিক জীবনের সাথে এই শাসন ব্যবস্থার বিধিনিষেধ এবং রীতিনীতির মধ্যে দ্বন্দ্ব অনিবার্য। তাই সেক্যুলারিজমের নীতি অবলম্বন করা হলো ধর্মীয় মূল্যবোধ প্রদত্ত ভিত্তিকে উপেক্ষা করা অথবা নিজ ধর্ম ভিত্তির পরিশোধন করে সেক্যুলারিজমের সাথে আপোস করা। মুসলিম উম্মতের ধর্ম ইসলাম, ইসলামী মূল্যবোধের অথবা জীবনাদর্শের মূল ভিত্তি হচ্ছে আল-কুরআন এবং সুন্নাহর প্রদত্ত বিধিবিধান। এই জীবনাদর্শকে বলা হয় জীবন যাপনের জন্য পরিপূর্ণ ব্যবস্থা যেখানে দেশ পরিচালনার শাসনতন্ত্রের ও জনগণের ধর্মীয় আচার আচরণের মূল ভিত্তির পরিষ্কার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। যে মূল ভিত্তির পরিবর্তন ও পরিশোধন করা ইসলামী মূল্যবোধের অনুশাসনে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। যারা এই মূল ভিত্তির বিধিনিষেধের উপর পুরোপুরি বিশ্বাসী হয়, তারাই মুসলমান হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে এবং তাদেরকেই বিশ্বাসী হিসেবে ধরা হয়। তাই মুসলমানদের মধ্যে কেউ যদি দেশের প্রচলিত সেক্যুলার শাসনতন্ত্রের কাঠামো ঠিক রাখার প্রয়োজনে ধর্মীয় বিধিনিষেধে আপোস করে অথবা অবহেলা করে তাহলে সে তার নিজের বিশ্বাস এবং ঈমানের উপর পরোক্ষভাবে অনাস্থা এনে ধর্মীয় মূল্যবোধের প্রতি অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার প্রতি আনুগত্য হারায়।

আল-কুরআন, ইঞ্জিল এবং তাওরাত, এইগুলো আসমানী কিতাব, তবু তাদের মধ্যে যথেষ্ট তফাত রয়েছে। আল-কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ইসলামী জীবনাদর্শ হচ্ছে পরিপূর্ণ জীবনাদর্শের দিকনির্দেশনা। পূর্বের কিতাবসমূহ ধর্মীয় মূল্যবোধের বিধিনিষেধ নির্ধারণ করার ক্ষমতা রাখলেও শাসনতন্ত্রের মূল ভিত্তির

www.nagorikpathagar.org

জন্য পরিপূর্ণ দিকনির্দেশনা প্রয়োগ করার যোগ্যতা নেই, কারণ আল্লাহ তা'আলা এই দুই আসমানী কিতাবকে মানবজাতির জন্য পরিপূর্ণ ব্যবস্থা করে প্রতিষ্ঠা করেননি। সেরকম কোনো আদেশও দেননি এবং কলুষমুক্ত রাখার কোনো প্রতিশ্রুতিও দেননি। পক্ষান্তরে সব কিতাবের সারাংশ হিসেবে আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআন নাযিল করেছেন। আল-কুরআনের মাধ্যমে ইসলামী মূল্যবোধকে পরিপূর্ণ জীবনাদর্শ বা দ্বীন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে আল-কুরআনকে সব ধরনের কলুষ বা দুর্নীতি থেকে মুক্ত রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا.

"আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম।" {৫-সূরা মায়েদা : ৩}

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ.

"নিশ্চয়ই আমি কুরআন নাযিল করেছি এবং তাকে হেফাযত করে রাখব।" {১৫-সূরা হিজর : ৯}

لَا يَاْتِيْهِ الْبَاطِلُ مِنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهٖ ط تَنْزِيْلٌ مِّنْ حَكِيْمٍ حَمِيْدٍ.

"এতে [*আল-কুরআনে*] মিথ্যার প্রভাব নেই, সামনের দিকে থেকেও নেই এবং পেছন দিক থেকেও নেই [সর্বদিক থেকে সব ধরনের দুর্নীতি বা কলুষ থেকে মুক্ত থাকবে]। এটি প্রজ্ঞাময়, প্রশংসিত আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ।" {৪১-সূরা ফুসসিলাত : ৪২}

মুসলিম উম্মাহর প্রতি আল্লাহ তা'আলার আদেশ রয়েছে যে, তারা যেন ইসলামী মূল্যবোধে প্রদত্ত জীবনাদর্শ অনুযায়ী দেশের শাসনতন্ত্রের কাঠামো প্রতিষ্ঠিত করে। মুসলিম উম্মাহ আল-কুরআনে বিশ্বাসী, সুতরাং এই আদেশ পালন তাদের জন্য ফরয দায়িত্ব। এর পরিবর্তে অন্য যে কোনো মতাদর্শ বা বিধিবিধানকে শাসনতন্ত্রের মূল ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হবে আল্লাহ তা'আলার আদেশের অবজ্ঞা ও অবহেলা করা। পবিত্র কিতাব আল-কুরআনে মুসলিম উম্মাহর জন্য শাসনতন্ত্রের মূল ভিত্তির সীমা নির্ধারণ করে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ج فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ط ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِىْۤ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا.

www.nagorikpathagar.org

"হে মু'মিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস কর [বিচার দিবসকে ভয় কর] তবে তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর [আল-কুরআনে বর্ণিত বিধানের], আনুগত্য কর রাসূলের [সুন্নাহ অর্থাৎ রাসূল (সা.)-এর আদেশ-উপদেশ] এবং তাদের, যারা তোমাদের মধ্যে ক্ষমতার অধিকারী [জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি যারা আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত বিধানের সীমালঙ্ঘন করে না]; কোনো বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটলে তা উপস্থাপিত কর আল্লাহ ও রাসূলের নিকট [আল-কুরআনের এবং সুন্নাহর সমাধানে ফিরে যাও]। এটিই উত্তম এবং পরিণামে প্রকৃষ্টতর [অন্য *কোনো ব্যবস্থায় সমস্যার ভালো সমাধান তোমরা পাবে না*]। কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা মু'মিন হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচার ভার তোমার উপর অর্পণ না করে [আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত বিধানে {আল-কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী} বিচার কর]; অতঃপর তোমার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাদের মনে কোনো দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তঃকরণে তা মেনে নেয়।" {৪-সূরা নিসা : ৫৯ ও ৬৫}

সুতরাং বলার অপেক্ষা রাখে না মুসলিম উম্মাহর যারা ধর্মনিরপেক্ষতার প্রমোটার হয়ে শাসনতন্ত্রকে সেক্যুলার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে তারা অবশ্যই আল্লাহ তা'আলার আদেশের অবাধ্য হয়েছে। কারণ সেক্যুলারিজমের উদ্দেশ্য ধর্মীয় স্বাধীনতার শাসন উপহার দেয়া নয় বরং শাসনের নামে মানুষকে ক্রমশ ধর্মহীনতার দিকে নিয়ে যাওয়া। এজন্যই সেক্যুলারিজম মুসলিম উম্মাহর গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় স্থান পেতে পারে না।

সেক্যুলার শব্দটি আজ পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের একটি জনপ্রিয় রাজনৈতিক শ্লোগান। যার সাহায্যে মানুষকে একটি শোষণবিহীন গণতন্ত্র উপহার দেয়ার প্রতিজ্ঞা রাজনীতিকরা দিয়ে থাকে। যদিও বাস্তবে তার প্রতিফলন ঘটে না। কারণ অধিকাংশ দেশের শাসনতন্ত্রের বিধিবিধানে ধর্মীয় মূল্যবোধের এবং আল্লাহ-সচেতনতার কোনো স্থান নেই। তবে যাদের শাসনতন্ত্রে ধর্মীয় মূল্যবোধের কথা উল্লেখ্য আছে তারাও এগুলোর কোনো গুরুত্ব দেয় না। কাজেই স্পষ্ট করে বলা যায়, প্রকৃতপক্ষে এই সমস্ত গণতান্ত্রিক সরকারের নির্দিষ্ট কোনো ধর্ম নেই। এজন্যই সেক্যুলারিজম হচ্ছে সরকারী কার্যকলাপের ধর্ম। সরকারের আমলাদের ব্যক্তি জীবনে নিজস্ব ধর্ম থাকলেও কর্ম জীবনে ধর্মের বিধিনিষেধের কোনো প্রভাব তার উপর থাকে না। ব্যক্তি জীবনে ধর্মীয় মূল্যবোধের কিছু বাঁধাধরা নিয়ম মেনে চললেও কর্ম জীবনে সে হলো সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন অর্থাৎ নীতি নির্ধারণে এবং নিজস্ব কাজকর্মে প্রবৃত্তির চাহিদায় সে পুরোপুরি স্বাধীন।

মানুষের তৈরি বিধিবিধানে প্রায় সবদেশের শাসন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে, যাকে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। গণতন্ত্রের নামে এই সমস্ত

www.nagorikpathagar.org

বিধিবিধান দেশের জনগণের কল্যাণে প্রণীত হলেও একটি ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর স্বার্থে সর্বদা নিয়ন্ত্রিত হয়। তাই সময় সুযোগে সব বিধিনিষেধ পরিবর্তন ও পরিশোধনের ব্যাপারে তাদের পুরোপুরি স্বাধীনতা রয়েছে। গণতন্ত্রের দোহাই দিয়ে শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন পরিশোধন সাধারণত একটা ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর স্বার্থে হয়ে থাকে। ফলে জনগণ সত্যিকার অর্থে বিভিন্ন মাত্রায় নির্যাতিত ও শোষিত হয়। ক্ষমতালোভী একটি ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর স্বার্থে অনুপ্রাণিত হয়ে দেশের ও জনগণের কল্যাণ বা স্বার্থের পরিপন্থী বিধিবিধান প্রণয়নের যে স্বাধীনতা সেটিই তাদের ধর্ম। কারণ বিশেষ কোনো ধর্মের সাহচর্য ব্যতিরেকে কোনো মানুষ বা গোষ্ঠী জীবন যাপন করতে পারে না। আরো স্পষ্ট করে বলা যায়, সেক্যুলারের নাম দিয়ে যারা ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলে ধর্মহীনতাই হচ্ছে তাদের ধর্ম। কারণ ইহকালের সাফল্য জীবনের উদ্দেশ্য হওয়ায় তারা কর্মের অস্বচ্ছতার এবং ব্যবহারিত অনৈতিক পন্থার জন্য পরকালের জবাবদিহিকে গুরুত্ব দেয় না। বাস্তবতায় কোনো মানুষেরই যেমন ধর্ম ব্যতিরেকে জীবন-যাপন করতে পারে না, তেমন দেশের শাসন ব্যবস্থা সত্যিকার অর্থে ধর্মনিরপেক্ষ হতে পারে না।

সব ধর্মের কিছু অংশ জোড়া দিয়ে যে জগাখিচুড়ি তৈরি হয়, সেটি মানুষ সমাজে "মানবধর্ম" নামে পরিচিত। মানুষ এই মানবধর্মকে কেন্দ্র করে ক্ষমতালোভী বিভিন্ন গোষ্ঠীর ক্ষমতাসীন হওয়ার স্বার্থে গণতন্ত্রের নামে বহুমুখী রাস্তা সৃষ্টি করে। যার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ধর্মীয় মূল্যবোধের কোনো গুরুত্ব না দিয়ে পার্থিব কল্যাণে মানবের সীমিত বিচক্ষণতায় সেক্যুলার বা ইহবাদ ভিত্তিক শাসন ব্যবস্থা কায়েম করা। অথচ মানুষ যে আল-ফিতরাত বা সহজাত প্রকৃতি নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে তার প্রভাবে সৃষ্ট নীতিই মানবধর্মের মূলমন্ত্র হওয়ার কথা, যেমন এক আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করার এবং মানুষের মৌলিক অধিকার { *শিক্ষা, খাদ্য, চিকিৎসা ও জীবন যাপনের নিরাপত্তা ইত্যাদির* } ভোগের নিশ্চয়তা প্রদান করা। বর্তমানে মানবাধিকার নামে ইহজাগতিকবাদের যে অবদান বা শ্লোগান তাতে আল্লাহ তা'আলার ইবাদতের কোনো অস্তিত্ব নেই, তাই এটাকে মানুষের সহজাত প্রকৃতিতে মানব মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার উপায় বলা যায় না বরং মানব মৌলিক অধিকারে সীমালঙ্ঘন করা।

সব ধর্মাবলম্বীরাই এক আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্বে বিশ্বাসী কিন্তু একমাত্র মুসলিম ব্যতিরেকে আর সকলেই ইবাদতে আল্লাহ তা'আলার সাথে অন্য কাউকে শরীক করে। খৃষ্টান, ইয়াহুদী, হিন্দু, বৌদ্ধ ইত্যাদি ধর্মাবলম্বীরা সকলেই এক আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্বে বিশ্বাসী তবু তারা ইবাদতে আল্লাহ তা'আলার সাথে অন্য কাউকে শরীক করে। এক আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করা মানুষের মৌলিক অধিকার। কারণ এজন্যই আল্লাহ তা'আলা মানুষ সৃষ্টি করেছেন [*সূরা ৫১, আয়াত*

www.nagorikpathagar.org

৫৬]। একত্ববাদের ধর্ম ইসলাম ছাড়া মানুষের তৈরি কোনো ব্যবস্থা অথবা সেক্যুলারিজম কোনো অবস্থাতেই মানুষের মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা দিতে পারবে না, একাজে তারা আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্য পাবে না। ইসলাম ব্যতিরেকে আর মানবের কোনো ধর্মই আল্লাহ তা'আলার কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "যে লোক ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম তালাশ করে, কস্মিনকালেও তা গ্রহণ করা হবে না এবং আখেরাতে সে হবে ক্ষতিগ্রস্ত।" {৩-সূরা আলে-ইমরান : ৮৫}। ধর্মনিরপেক্ষতার নামে সেক্যুলারিজম ব্যবস্থা গ্রহণ করে মানুষ পার্থিব জীবনেই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। লক্ষণীয় যে সেক্যুলার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মানবের মৌলিক অধিকার কেউ সুনিশ্চিত করে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি।

মানব সভ্যতার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত বিধিবিধানের অনুশাসনে নবী-রাসূলরা মানব সভ্যতার পত্তন শুরু করেন। প্রথমে মানব সম্প্রদায় এক জাতিসত্তার বা ধর্মের অন্তর্ভুক্ত ছিলো। তবে পারস্পরিক হিংসাবশত তারা বিভিন্ন ধর্মে বিভক্ত হয়ে যায়। এ প্রসংগে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَّاحِدَةً فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيّٖنَ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ وَاَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيْهِ اِلَّا الَّذِيْنَ اُوْتُوْهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِهٖ وَاللّٰهُ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ.

"সকল মানুষ একই জাতিসত্তার অন্তর্ভুক্ত ছিলো। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা পয়গম্বর পাঠালেন সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী হিসেবে। আর তাদের সাথে অবতীর্ণ করলেন সত্য কিতাব, যাতে মানুষের মাঝে বিতর্কমূলক বিষয়ে মীমাংসা করতে পারেন। বস্তুত কিতাবের ব্যাপারে অন্য কেউ মতভেদ করেনি; কিন্তু পরিষ্কার নির্দেশ এসে যাবার পর নিজেদের পারস্পরিক জেদবশত তারাই করেছে, যারা কিতাব প্রাপ্ত হয়েছিল।" {*২-সূরা বাকারাহ : ২১৩*}

পরবর্তীতে মানুষ সত্যপথ থেকে বিচ্যুত হয়ে রাজতান্ত্রিক পদ্ধতির এবং মূর্তিপূজার প্রচলন শুরু করে। তাতে আল্লাহ তা'আলার প্রভুত্বকে অস্বীকার করে অথবা ধর্মীয় মূল্যবোধকে নিজ প্রবৃত্তির চাহিদায় পরিবর্তন করে সাধারণ মানুষকে শোষণ করার অভিনব রাস্তা তারা সৃষ্টি করে। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলার মনোনীত সব নবী-রাসূলই রাজতন্ত্রের শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন। ইব্রাহীম (আ.)

www.nagorikpathagar.org

মূর্তিপূজক নমরুদের, মূসা (আ.) ফেরাউনের, ঈসা (আ.) রোমানের এবং নবী করিম (সা.) এবং প্রথম কয়েক যুগের মুসলিমরা সংগ্রাম করেছেন রোমান এবং পারসিয়ান রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে। মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই মুসলমানরা এই দুই পরাশক্তিকে পরাজিত করে আল্লাহ্ তা'আলা প্রদত্ত বিধান ভিত্তিক ন্যায়নীতির শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। খোলাফায়ে রাশেদীনের পর মুসলিম উম্মাহ ক্রমশ ইসলামী মূল্যবোধের শাসন ব্যবস্থার মূল ভিত্তি থেকে সরে পরিবারতন্ত্র সৃষ্টি করে। এইভাবে সৃষ্টি হয় উমাইয়া, আব্বাসী এবং অটোমান রাজবংশের শাসন এবং পরবর্তীতে এই রাজতন্ত্র ভারতবর্ষ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। অন্যদিকে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, স্পেন, রাশিয়া এবং চীনেও রাজতন্ত্রের স্বৈরাচারী শাসন প্রতিষ্ঠা পায়। অতঃপর রাজতন্ত্রের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে সৃষ্টি করা হয় গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আবার সৃষ্টি হয় এক শক্তিশালী পুঁজিবাদী গোষ্ঠী যেমন বর্তমানে ইংল্যান্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স এবং ভারতে যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত আছে তার ভিত্তি প্রকৃতপক্ষে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা। গণতন্ত্রের নামে জনগণের মতামতে এবং ভোটে সরকার পরিচালনার জন্য প্রতিনিধি নিযুক্ত হলেও পুঁজিবাদী ব্যবস্থার কারণে মালিক এবং শ্রমিকের মধ্যে অস্বাভাবিক বৈষম্যের সৃষ্টি হওয়ায় সর্বদাই দ্বন্দ্ব হয়।

কারণ পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হচ্ছে ইহবাদতত্ত্বের ভিত্তি, যাতে ব্যক্তি বা গোষ্ঠী স্বার্থই প্রাধান্য পেয়ে থাকে। এ কারণেই সমাজে দু'টি শ্রেণীর সৃষ্টি হয়, একদল শোষক এবং অন্যদল শোষিত। তাই ক্রমশ এই দুই দলের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি হয়ে তাতে অর্থনীতির কাঠামোতে নেমে আসে ধস। বর্তমানে আমেরিকাসহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশের অর্থনীতিতে সৃষ্টি হয়েছে আস্থাহীনতা, ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীরা ইতোমধ্যে সর্বস্বহারা হয়েছে। গণতন্ত্রের নামে শোষণ ও পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে রাশিয়া এবং চীনে সৃষ্টি হয় সমাজতন্ত্র এবং সাম্যবাদ। এই সমস্ত সব ব্যবস্থায় ভালো-মন্দ দু'টিই আছে। একমাত্র ইসলামী ব্যবস্থা ছাড়া আর ব্যবস্থাই মানুষের বিদ্যা বুদ্ধিতে সৃষ্টি হয়। তাই তারা নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের পুরোপুরি নিশ্চয়তা, স্বস্তি ও শান্তি দিতে পারেনি।

উপরোক্ত সব ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে বর্তমানে সৃষ্টি হয়েছে আধুনিক গণতন্ত্র যার মূল ভিত্তি হলো সেক্যুলারিজম। তবে সকল ধর্মের অনুসারীদের সমর্থন ও সন্তুষ্টির জন্য নাম দেয়া হয়েছে ধর্মনিরপেক্ষতা। অর্থাৎ এই গণতান্ত্রিক পদ্ধতির জন্য নির্দিষ্ট কোনো স্থায়ী ব্যবস্থা নেই এবং ইহজাগতিক হওয়ায় প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার কাছে জবাবদিহিতার কোনো প্রয়োজন নেই।

www.nagorikpathagar.org

পাশ্চাত্যের সভ্যতা হলো ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্মদাতা। ধর্মনিরপেক্ষতার মূল উদ্দেশ্য মানুষদেরকে ধর্মহীন করা। খৃষ্ট ধর্মের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেই প্রথম ধর্মনিরপেক্ষতা জন্ম নিয়েছিল। এটি প্রমাণিত যে ধর্মনিরপেক্ষতার নামে সৃষ্ট কোনো ব্যবস্থাই মানুষকে পুরোপুরি শান্তি এবং নিরাপত্তা দিতে পারেনি। পাশ্চাত্য সভ্যতার অধিকাংশ দেশের জীবন যাপন খৃষ্টান ধর্মভিত্তিক হলেও গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার কারণে খৃষ্টান ধর্মের কোনো আধিপত্য তাদের শাসন ব্যবস্থায় নেই। তাই মানুষের প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণের যে স্বাধীনতা সেটি আজ সমাজের সর্বক্ষেত্রে প্রাধান্য বিস্তার করেছে। তাতে মানুষের জীবন আজ বিপন্ন, নিরাপত্তাহীন এবং নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত। মদ্যপান, নারী পুরুষের অবাধে সংমিশ্রণ, বিবাহ পূর্ব যৌনতার স্বাধীনতা, সমলিংগের বিবাহ এবং সামাজিক স্বীকৃতি, এসবই ধর্মনিরপেক্ষতার নামে সেক্যুলারিজমের সৃষ্টি মানব অধিকার এবং মানব স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতা হচ্ছে মানব প্রবৃত্তির অবৈধ চাহিদা পূরণের অনৈতিক কাজে জড়িত থাকার স্বাধীনতা, অথচ মানুষের সহজাত প্রকৃতির বিপরীত এবং প্রকৃত মানব অধিকারের সীমালঙ্ঘন। একমাত্র মদ্যপান ছাড়া উল্লিখিত বাকী সব অনৈতিক কার্যকলাপ খৃষ্টান ধর্মীয় মূল্যবোধের বহির্ভূত। ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ছদ্মবেশি সেক্যুলারিজম হচ্ছে সব সভ্যতা, ভাবাদর্শ, নিজস্ব স্বরূপতা এবং জাতীয় স্বরূপতা ধ্বংস করে সব ধরনের ভাবাদর্শ সংমিশ্রণে সৃষ্টি হয় এমন এক আদর্শ যা জাতি ধর্ম নির্বিশেষে কোনো মানুষকেই পুরোপুরি স্বাধীনতা দিতে পারে না।

গণতন্ত্রের আক্ষরিক অর্থ "জনগণের নির্বাচিত সরকার", আর পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা হচ্ছে "A Government by the people i.e. excercised through elected representative. The common people, especially the primary source of political power. Rule by the majority. The Principles of social equality and respect for the individual within the community."

অর্থাৎ জনগণের নির্বাচিত সরকার, জনগণের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় সব রকম ন্যায়নীতি অনুসরণের মাধ্যমে জনগণের স্বার্থে কাজ করবে। এই শাসন ব্যবস্থায় জনগণের নিরাপত্তা, ধর্মীয় স্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকারে কোনো প্রকার সীমালঙ্ঘন পরিলক্ষিত হলে তৎক্ষণাৎ প্রতিটি নাগরিকের প্রতিবাদ করার স্বাধীনতা থাকবে। জনপ্রতিনিধি নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট এবং মতামতের প্রাধান্যই হলো গণতন্ত্রের মূল উদ্দেশ্য। তাই গণতন্ত্রের এই সংজ্ঞার সাথে ইসলামিক মূল্যবোধে প্রতিষ্ঠিত শাসন ব্যবস্থার কোনো বিরোধ নেই। তবে বর্তমানে যে গণতন্ত্র চালু আছে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই দেশের শাসনতন্ত্রের মূলনীতি নির্ধারণ করে তাই শাসনতন্ত্রের মূলনীতির ভিত্তিতে জনগণকেই সার্বভৌমত্বের মালিক বলা হয়।

www.nagorikpathagar.org

প্রকৃত সার্বভৌমত্বের মালিক আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত জীবনাদর্শের কোনো স্থান এই গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নেই। কাজেই নতুন আইন প্রণয়নে এবং প্রয়োগে আল্লাহ্-সচেতনার কোনো মূল্য নির্বাচিত প্রতিনিধিরা দেন না। এটিকেই বলা যেতে পারে সেক্যুলারিজম বা ধর্মহীনতা। অতএব গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মূল ভিত্তি ও নীতিগুলোর সময় সুযোগে কোনো এক ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর স্বার্থে পরিবর্তন বা পরিশোধন হতে পারে। তাই বলা যায় বর্তমানে গণতন্ত্রের মূলনীতি নির্ধারণের যে ক্ষমতা সেটির সাথে ইসলামী মূল্যবোধের আলোকে রচিত শাসন ব্যবস্থার মূলনীতির সাথে পুরোপুরি বিরোধ রয়েছে।

ইসলামী শাসন ব্যবস্থার মূল ভিত্তি নির্ধারণ করার ক্ষমতা আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত পবিত্র বিধানে সীমাবদ্ধ, তবে জনগণের প্রতিনিধিরা মূল ভিত্তির বহির্ভূত না হয়ে জনগণের স্বার্থে সময়োপযোগী সমস্যার সমাধানে আইন পরিবর্তন বা পরিশোধন করতে পারে। তবে নীতি নির্ধারণে ও আইনের স্বচ্ছতায় আল্লাহ্-সচেতনতা মূল শক্তি হিসেবে কাজ করবে, তাতে ব্যক্তি ও গোষ্ঠী স্বেচ্ছাচারিতার কোনো সুযোগ থাকবে না। এই আদেশ আল্লাহ তা'আলাই দিয়েছেন, সূরা নিসা আয়াত নম্বর ৫৯ দ্রষ্টব্য।

এই আয়াতের ভিত্তিতে বলা যায় গণতন্ত্রের সাথে ইসলামী শরীয়তের কোনো বিরোধ নেই। কারণ সংসদ সদস্য জনগণের ভোটেই নির্বাচিত হয়ে থাকে। কাজেই জনগণ নির্বাচিত সদস্যের কার্যকলাপে অসন্তুষ্ট থাকলে পরবর্তী নির্বাচনে অন্য কাউকে নির্বাচন করতে পারে। তবে ইসলামী শরীয়তে সার্বভৌমত্বের মালিক আল্লাহ তা'আলা। মুসলিম দেশে প্রতিষ্ঠিত শাসনতন্ত্রের মূলনীতি নির্ধারণে আল-কুরআনে বর্ণিত দিকনির্দেশনা এবং রাসূলের (সা.) প্রদত্ত নীতিই মূল ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে। তাই সময় সুযোগে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর স্বার্থে এই মূলনীতি পরিবর্তন ও পরিশোধনের কোনো অধিকার সরকারের নেই। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে শাসন ব্যবস্থার মূলনীতি আল-কুরআন এবং সুন্নাহর বিধিনিষেধ ছাড়া অন্য কোনো নীতি অবলম্বন করার অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার আদেশের সীমালঙ্ঘন করা। কারণ মুসলিমরাই তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের মাধ্যমে প্রতিনিধি নির্বাচন করবে। যারা আল-কুরআনে বিশ্বাসী তাদের জীবন যাপনের জন্য আল-কুরআন ও সুন্নাহ্ প্রদত্ত মূল্যবোধ ব্যতিরেকে অন্য কোনো বিধান গ্রহণ করা হারাম। তাই ধর্মনিরপেক্ষতার নামে সেক্যুলারিজম ব্যবস্থা অবলম্বন করা হলো নিজেদের ঈমান ও বিশ্বাসের সীমালঙ্ঘন এবং ধর্মীয় মূল্যবোধের সাথে প্রতারণা করা। এই কথাই আল্লাহ তা'আলা উপরোল্লিখিত আয়াতে বলেছেন।

www.nagorikpathagar.org

ইসলামী মূল্যবোধের আলোকে প্রতিষ্ঠিত শাসনতন্ত্রের মূলনীতি হল জনস্বার্থে ধর্মমত নির্বিশেষে ন্যায় বিচার এবং মানব মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার নিশ্চয়তা দেয়া। এ প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন–

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.

"আল্লাহ্ ন্যায়পরায়ণতার [*আল-আদল, ন্যায়বিচার*], সদাচরণ [*আল-ইহসান*] এবং আত্মীয়-স্বজনকে দান করার আদেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা [*আল-ফাহশা*], অসঙ্গত কাজ [*আল-মুনকার*] এবং অবাধ্যতা [*আল-বাগয়ি*] করতে বারণ করেন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন, যাতে তোমরা স্মরণ রাখ।" {১৬-*সূরা নাহল : ৯০*}

ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার অনুশাসন, প্রতিজ্ঞা, সুযোগ এবং সদিচ্ছা প্রকৃতপক্ষে সব সমস্যার সমাধানে মূলশক্তি হিসেবে কাজ করে। মুসলিম সরকার যদি উপরোক্ত আয়াতে বর্ণিত নীতি অনুসরণে আল্লাহ তা'আলার সার্বভৌমত্বকে মানার জন্য আল্লাহ-সচেতনতা অবলম্বন করে শাসন কার্য পরিচালনা করে তবে সমাজের বহু সমস্যার সমাধান অতি সহজেই করতে পারবে। জনগণের কল্যাণে নিয়োজিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আমলাদের কার্যকলাপে ন্যায়নীতি মেনে চলায় ও স্বজনপ্রীতি এবং গোষ্ঠী স্বার্থসিদ্ধির প্রবৃত্তি থেকে দূরে থাকায় আল্লাহ-সচেতনতা ও শেষ বিচার দিবসে জবাবদিহির ভয়ই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বর্তমানে মুসলিম দেশের সরকারে জড়িত অধিকাংশ আমলাদের হৃদয়ে আল্লাহ-সচেতনতা ও জবাবদিহির ভয় না থাকাতে গণতন্ত্রের শাসনে জনগণের যে সুবিধাভোগ করার অধিকার আছে তা সর্বক্ষেত্রেই লঙ্ঘন করা হচ্ছে। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন–

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا.

"আমানত [*জনগণের অধিকার অর্থাৎ ন্যায্য প্রাপ্য*] তার হকদারকে প্রত্যর্পণ করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন। তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচার কার্য

www.nagorikpathagar.org

পরিচালনা করবে তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার করবে। আল্লাহ তোমাদেরকে যে উপদেশ দেন তা কত উৎকৃষ্ট! [*আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত বিধানের উপরে আর কোনো ভালো বিধান নেই*] আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। হে মু'মিনগণ! তোমরা ন্যায়বিচারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকবে, আল্লাহর সাক্ষীস্বরূপ [*আল্লাহ-সচেতন হয়ে ন্যায়বিচার এবং ন্যায়সাক্ষী প্রদান করবে*], যদিও এটি তোমাদের নিজেদের অথবা পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়; সে বিত্তবান হোক অথবা বিত্তহীনই হোক আল্লাহ উভয়েরই যোগ্যতর অভিভাবক। সুতরাং তোমরা ন্যায়বিচার করতে কামনার [*নিজেদের প্রবৃত্তির অবৈধ চাহিদার*] অনুগামী হয়ো না। যদি তোমরা বিকৃত [*সত্য গোপন করে মিথ্যা সাক্ষী দাও*] কথা বল অথবা এড়িয়ে [*গোপন কর*] যাও তবে জেনে রাখ যে, তোমরা যা কর আল্লাহ তার সম্যক খবর রাখেন [*মিথ্যা সাক্ষী এবং প্রবৃত্তির ইচ্ছানুযায়ী বিচারের জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে শেষ বিচারে জবাবদিহি করতে হবে*]।" { *৪-সূরা নিসা : ৫৮ ও ১৩৫* }

আজ বিভিন্ন দেশে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা এবং যথাযথভাবে তা প্রয়োগ না করায় মানুষ বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হয়ে জীবন যাপন করছে। বিশেষ করে মুসলিম দেশগুলো এ কাজে সবচেয়ে বেশি অগ্রণী। ন্যায় সাক্ষীর ব্যাপারে তারা সব রকম সীমালঙ্ঘনে পারদর্শিতা অর্জন করেছে। মুসলিম উম্মাহ আজ দেশ শাসনে এবং বিচার বিভাগে আল-কুরআনে প্রদত্ত আল্লাহ তা'আলার আদেশ ও নির্দেশ প্রতিষ্ঠা করতে অবহেলা করছে বলেই সর্বক্ষেত্রে তারা নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত হয়েছে। মুসলিম উম্মাহকে আল্লাহ তা'আলা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত করার আদেশ দিয়েছেন কারণ একমাত্র ন্যায় বিচারই দেশের শাসন ব্যবস্থাকে মজবুত করতে পারে। পক্ষান্তরে যা পরিবার ও সমাজ জীবনের সর্বত্র নিরাপত্তার, স্বস্তির এবং সুশৃংখল ব্যবস্থা প্রবর্তন করে শান্তি প্রতিষ্ঠার নিশ্চয়তা দিতে পারে। আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তিতে তখনই মুসলিম উম্মাহ শাসন ব্যবস্থায় ও জীবন যাপনে প্রতিষ্ঠিত করবে যখন তারা একমাত্র আল্লাহ তা'আলাকে এবং শেষ বিচারে জবাবদিহিতার ভয় করবে। তবে বিশ্বাসে মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও যারা ইসলামী মূল্যবোধের উৎকৃষ্ট বিধিবিধান উপেক্ষা করে মানুষের তৈরি বিধান অনুযায়ী দেশ শাসন করে তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ ۖ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا۔

www.nagorikpathagar.org

“তুমি কি দেখনি তাদের, যারা দাবী করে যে, তারা ঈমান এনেছে তাতে [*আল-কুরআন*], যা নাযিল হয়েছে তোমার প্রতি এবং যা নাযিল হয়েছে তোমার পূর্বে [*তারা সকলেই আইনত মুসলিম*] কিন্তু ইচ্ছা করে তারা তাদের মামলা মীমাংসার জন্য গমন করে ‘তাগুতের’ [*মানুষের তৈরি বিধানে*] নিকট, অথচ তার তাবেদারি না করতে তাদের প্রতি হুকুম দেয়া হয়েছে [*মানুষের তৈরি বিধানে দেশ শাসন এবং বিচার করতে আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদের নিষেধ করেছেন*], আর শয়তান তাদের [*যারা আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত বিধানকে উপেক্ষা করে*] নিয়ে যেতে চায় সুদূর কুপথে [*বিপথগামী হওয়ায় শয়তান কুমন্ত্রণা দেয়*]।” { *৪-সূরা নিসা : ৬০* }

{উপরোক্ত আয়াতে দেশ শাসন ও বিচারের জন্য গৃহীত মানুষের তৈরি সব ধরনের আইনকে আল্লাহ তা'আলা ‘তাগুত’ শব্দ দিয়ে বুঝিয়েছেন, তাই ইসলামের প্রখ্যাত সব আলেমদের মতে আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত পবিত্র বিধানগুলোকে পরিহার করে অন্য যে সমস্ত বিধান গ্রহণ করা হয় সেগুলোই সবই তাগুতের বা শয়তানের বিধান। বর্তমানে সব মুসলিম সমাজই গণতন্ত্রের নামে ইসলামী জীবনাদর্শকে নানা অজুহাতে উপেক্ষা করছে, বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। ফলে নিকট অতীতে মুসলমানদের মধ্যে থেকে একদল বিচার বিভাগের আইন পরিবর্তন করার প্রয়াসে বোমাবাজি করে অনেক নিরীহ নাগরিকদের হত্যা করেছে। এ কাজ নিঃসন্দেহে ইসলামী মূল্যবোধের বহির্ভূত কাজ কারণ আল-কুরআন এবং সুন্নাহর কোথাও এ কাজের পক্ষে কোনো প্রকার সমর্থন নেই।

দেশের শাসন ব্যবস্থায় ও বিচার বিভাগের প্রচলিত আইন পরিবর্তন করতে গেলে দরকার হয় ইসলামী জীবনাদর্শের প্রকৃত শিক্ষা ও আল্লাহ তা'আলার উপর গভীর ঈমান এবং পরকালের জীবনে জবাবদিহিতার ভয়। তাই ইসলামী মূল্যবোধের জ্ঞানী ব্যক্তিদের ধৈর্য ধরে দেশের মানুষদেরকে ইসলামী জীবনাদর্শের উৎকৃষ্টতা সম্পর্কে এবং তাদের জীবনের নানা ধরনের সমস্যার সমাধানে তার কতটকু প্রয়োজন আছে, সে ব্যাপারে সঠিকভাবে বুঝানোর দায়িত্ব পালন করতে হবে। মুসলিম সমাজ হিসেবে ইসলামী মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করা ব্যতিরেকে তাদের জন্য ইহকাল ও পরকালে মুক্তির কোনো রাস্তা খোলা নেই, সেটিও তাদেরকে খুব ভালোভাবে বুঝানো দরকার। বাকী সব কিছুই আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা এবং সাহায্যের উপর নির্ভর করতে হবে। }

আলোচ্য বিষয়ে ইসলামী চিন্তাবিদ, বিজ্ঞ আলেম এবং ইসলামী ইতিহাসের গবেষকরা বহু বই লিখেছে। আহলে সুন্নাহর চার ইমাম আবু হানীফা, মালেক, শাফেয়ী, আহমাদ (র.) এবং পরবর্তীতে তাদের যোগ্য ছাত্ররা ইসলামী জীবনাদর্শের সময়োপযোগী করে প্রয়োগ করার ব্যাপারে বিস্তারিত ব্যাখ্যা রেখে

www.nagorikpathagar.org

গেছেন। মুসলিম হিসেবে সব শিক্ষিত ব্যক্তিকেই ইসলামী মূল্যবোধের আলোকে শাসন ব্যবস্থার মূলনীতি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। কারণ ব্যক্তি জীবনে এবং অন্যদের জীবন যাপনে যাতে ইসলামী বিধিব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়, তার জন্য নিশ্চয়তা দেয়ার দায়িত্ব শিক্ষিত লোকদের উপর রয়েছে। বিশ্বাসী হিসেবে আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহের প্রতি কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তাদের এ কাজ করা উচিত এবং দায়িত্ব পালনের জন্যও এটি অত্যন্ত সহজ ব্যবস্থা। আসল কথা হলো সেক্যুলার ব্যবস্থায় ধর্মনিরপেক্ষতার দোহাই না দিয়ে দেশের প্রতিটি নাগরিক যেন অপর ধর্মের আধিপত্য ছাড়া তার নিজস্ব ধর্মের বিধান স্বাধীনভাবে পালন করতে পারে তারই নিশ্চয়তা বেশি দরকার। দেশের শাসনতন্ত্রে মূল ভিত্তিতে কোনো একটি নির্দিষ্ট ধর্মীয় মূল্যবোধে পরিচালিত হলেও সব ধর্মাবলম্বীদের ধর্ম পালনের স্বাধীনতা ও নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা থাকবে। এজন্যই ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দটির পরিবর্তে ধর্মের স্বাধীনতা শব্দটি এই ক্ষেত্রে বেশি প্রযোজ্য। ইসলামী মূল্যবোধে রচিত শাসন ব্যবস্থায় প্রতিটি মানুষের স্বরূপতা ও সংস্কৃতির পরিচয় রক্ষার্থে পুরোপুরি নিশ্চয়তা থাকবে। অর্থাৎ ইসলাম ধর্মীয় মূল্যবোধ অনুযায়ী সব ধর্মের অনুসারীদের ধর্ম পালনে পুরোপুরি স্বাধীনতা রয়েছে।

আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ধর্মের ব্যাপারে কোনো প্রকার জোর জবরদস্তি নেই। কারণ আল্লাহ তা'আলা মানুষ সৃষ্টি করেছেন স্বাধীন চিত্ত দিয়ে। যে স্বাধীনতার ব্যবহারে সে তার নিজের ভালোমন্দ যাচাইয়ের মাধ্যমে জীবনাদর্শ এবং ধর্মাদর্শ পছন্দ করতে পারে। সূরা আল-বাকারাহর ২৫৬ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ধর্মের স্বাধীনতা সম্পর্কে বলেছেন–

لَآ إِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ قف قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ج فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ق لَا انْفِصَامَ لَهَا ط وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ. اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ إِلَى النُّوْرِ ط وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَوْلِيٰٓـئُهُمُ الطَّاغُوْتُ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ إِلَى الظُّلُمٰتِ ط اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ج هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ.

"দ্বীন (ধর্ম) সম্পর্কে জোর-জবরদস্তি নেই; সত্য পথ ভ্রান্ত পথ হতে সুস্পষ্ট হয়েছে। যে তাগুতকে [*ভ্রান্ত বিশ্বাস, ইসলামী বিধানের সীমালঙ্ঘনকারী এবং অবৈধ জীবন ব্যবস্থা গ্রহণ*] অস্বীকার করবে ও আল্লাহে বিশ্বাস করবে সে এমন এক মজবুত

www.nagorikpathagar.org

হাতল ধরবে যা কখনও ভাঙ্গবে না। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, প্রজ্ঞাময়। যারা বিশ্বাস করে আল্লাহ তাদের অভিভাবক, তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোকে নিয়ে যান। আর যারা কুফরি করে তাগুত তাদের অভিভাবক, এরা তাদেরকে আলোক হতে অন্ধকারে নিয়ে যায়। তারাই অগ্নি-অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।" { *২-সূরা বাকারাহ : ২৫৬-২৫৭* }

আদম সন্তানকে আল্লাহ্ তা'আলা যেমন স্বাধীন চিত্ত দিয়েছেন তেমন চিন্তা শক্তি ও বিবেক বুদ্ধি এবং ভালো-মন্দ যাচাই করার জ্ঞান দিয়েছেন। মানবজাতির কাছে আল-কুরআন পাঠিয়ে ভ্রান্ত পথ থেকে সৎ পথকে আলাদা করে তার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা আল্লাহ তা'আলা দিয়েছেন। যাতে মানুষের জন্য বিচার দিবসে আল্লাহ তা'আলার সম্মুখে মিথ্যা অজুহাতের কোনো প্রকার অজুহাত না থাকে। আল-কুরআনের আরেকটি নাম হচ্ছে আল-ফুরকান [বিচারের মানদণ্ড] অর্থাৎ সত্য-মিথ্যা নির্ণয় ও যাচাই করার কিতাব। উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করেছেন "যে তাগুত [*ভ্রান্ত পথ*] বর্জন করবে" অর্থাৎ যে আল্লাহ্ তা'আলার নির্ধারিত পথে জীবন যাপন করবে সে কোনো অবস্থাতেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে না।

মানব সন্তান তোমরা এখন নিজেরা বেছে নাও কোন ধরনের ব্যবস্থায় তোমরা জীবন যাপন করতে চাও। আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে সব আদম সন্তানকে এক ধর্মাবলম্বী করতে পারতেন কিন্তু তিনি সেটি করেননি, এটিই হচ্ছে ধর্মে স্বাধীনতা। এ প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেছেন–

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ.

"তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করলে সমস্ত মানুষকে এক জাতি [*এক ধর্মাবলম্বী অর্থাৎ ইসলাম*] করতে পারতেন, কিন্তু তারা মতভেদ করতেই থাকবে [এই মতভেদ করার যোগ্যতাই মানুষের ধর্মীয় স্বাধীনতা]।" {১১-সূরা হূদ : ১১৮}

...بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا ۗ أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا...

"...কিন্তু সমস্ত বিষয়ই আল্লাহর এখতিয়ারভুক্ত। তবে কি যারা ঈমান এনেছে তাদের প্রত্যয় হয়নি যে, আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে নিশ্চয় সকলকে সৎপথে পরিচালিত করতে পারতেন [*সেটি না করে মানুষকে ধর্ম বেছে নেয়ার স্বাধীনতা দিয়ে ছেড়ে দিয়েছেন*]?...।" {১৩-সূরা রা'দ : ৩১}

এ কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা আল-কুরআনে সব রকম উপমা দিয়ে সত্য মিথ্যার মধ্যে তফাত কতটুকু তার পরিষ্কার ব্যাখ্যা দিয়েছেন যাতে মানুষ বুঝতে পারে।

www.nagorikpathagar.org

তবুও মানুষ ধর্ম বেছে নেয়ার স্বাধীনতা ব্যবহার করে শয়তানের প্রভাবে সত্য বিশ্বাস করা থেকে দূরে থাকে। এ প্রসংগে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِىْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ زفَاَبٰى اَكْثَرُ النَّاسِ اِلَّا كُفُوْرًا۔

"আমি মানুষের জন্য এই কুরআনে বিভিন্ন উপমা বিশদভাবে বর্ণনা করেছি; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ কুফরি করা থেকে বিরত থাকলো না।" {১৭-*সূরা বনী ইসরাঈল : ৮৯*}

এটি অনস্বীকার্য যে, কোনো ধর্ম অথবা জীবনাদর্শই স্বাধীনভাবে নিজের ইচ্ছায় চলতে পারে না। তার পেছনে একজন অথবা একের অধিক নিয়ন্ত্রণকর্তা কাজ করে। ধর্মনিরপেক্ষতা যাকে বলা হয়েছে জগাখিচুড়ি অথবা নগরঘণ্ট ব্যবস্থা, তার সৃষ্টিকর্তা এবং নিয়ন্ত্রণকর্তা একজন নয় বরং একের ভেতরে অনেকেই। এজন্যই ধর্ম নিরপেক্ষতার ব্যবস্থা স্থিতিশীল নয়। সময়ের দাবিতে বৈধ-অবৈধ প্রয়োজনে ব্যক্তি অথবা যে কোনো একটি গোষ্ঠীর স্বার্থে পরিবর্তনশীল। তাতে ক্ষমতাসীন দল সাময়িকভাবে লাভবান হলেও অধিকাংশ মানুষই সুবিধাভোগ করতে পারে না বিধায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। এ কারণেই বলা যায় ছদ্মবেশি সেক্যুলারিজমের ধর্মনিরপেক্ষতার ধর্ম কোনোভাবেই জীবনাদর্শ এবং রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা হতে পারে না। কারণ সুশৃংখল ও গঠনমূলক স্থিতিশীল মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তাসম্পন্ন সুনিয়ন্ত্রিত একটি সমৃদ্ধ জীবনাদর্শ প্রতিষ্ঠায় ধর্মনিরপেক্ষতার ধর্ম বা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে অচল। এর প্রমাণ বর্তমানে বিভিন্ন দেশের শাসন ব্যবস্থার অক্ষমতায় বিদ্যমান আছে।

একটি মানুষের ব্যক্তি জীবন এবং তার পরিবার। প্রতিটি পরিবার একটি সুষ্ঠু আদর্শ, ন্যায়নীতি এবং সুশৃংখল আইন এবং ধর্মীয় মূল্যবোধের বিধিনিষেধে পরিচালিত হয়ে থাকে। পরিবার পরিচালনার আইন, রীতিনীতি বা ধর্মীয় মূল্যবোধ নিয়ন্ত্রণে পরিবারের প্রধান যিনি থাকেন তার নেতৃত্ব সর্বস্তরে গৃহীত হয়, যাতে পরিবারের সংহতি ও কাঠামো ঠিক থাকে। এই আদর্শবান পরিবারে যদি একের অধিক নিয়ন্ত্রণকর্তা বা পরিচালক থাকে তাহলে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সংহতি এবং শৃংখলার কাঠামো ঠিক রাখা অত্যন্ত কঠিন হবে। এই পরিবারের সদস্যদের মধ্যে ধর্মীয় রীতিনীতি এবং ন্যায়নীতির আইনে সংহতির অভাবে পরিবারের প্রতিষ্ঠিত কাঠামোতে ভাঙ্গন ধরবে কারণ তাদের জীবনাদর্শ এবং ধর্মীয় মূল্যবোধ হলো ভিন্নমুখী অর্থাৎ ধর্মনিরপেক্ষতায় প্রতিষ্ঠিত। অনুরূপ একটি সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পরিবার ধর্মনিরপেক্ষতা অবলম্বনে রাষ্ট্রীয় সদস্যদের জীবনাদর্শের সংহতির অভাবে কোনোভাবেই একটি সুশৃংখল, শক্তিশালী সমাজ গড়ে উঠতে পারে না। এক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্মরণ রাখতে হবে যে, "গণতন্ত্র" আর ধর্মনিরপেক্ষতার নামে সেক্যুলারিজম এক জিনিস নয়। তাই

www.nagorikpathagar.org

এখানে ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে গণতন্ত্রের কথা বলা হচ্ছে না। গণতন্ত্রের ব্যাপারে ইতোপূর্বেই সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হয়েছে। ধর্মীয় স্বাধীনতা বলতে বুঝায়, বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের স্বাধীনভাবে ধর্ম পালন করার অধিকার নিশ্চিত করা। সংঘবদ্ধ একটি মানব সমাজে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর এবং ধর্মাদর্শের মানুষ থাকবে সেটিতো অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার। কারণ সবকিছুর প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলাই সে সুযোগ মানব সন্তানকে দিয়েছেন। এজন্যই তার প্রদত্ত বিধান অর্থাৎ ইসলামী মূল্যবোধ অনুযায়ী ধর্মের ব্যাপারে কোনো প্রকার জবরদস্তি নেই [*ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে*]। তবে কোনো একটা বিশেষ ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার উপর নির্ভর করবে দেশের শাসনতন্ত্রের মূলনীতি কিসের ভিত্তিতে করা হবে।

অতএব যারা আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদে বা তাওহীদে বিশ্বাসী, তারা একনিষ্ঠ অন্তঃকরণে বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ তা'আলাই সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা, নিয়ন্ত্রণকর্তা, প্রতিপালক, পরিচালক, বিধানকর্তা অর্থাৎ জীবনাদর্শের প্রদর্শক, প্রতিষ্ঠাতা এবং সার্বভৌমত্বের অধিকারী। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত জীবনাদর্শই [ইসলামী মূল্যবোধের *জীবনাদর্শ*] তাদের জন্য ন্যায়নীতিসম্পন্ন একটি সুশৃংখল ও সুস্থির শান্তিপূর্ণ ব্যবস্থার নিশ্চয়তা দিতে পারে। ইতোপূর্বে উল্লিখিত আয়াত থেকে সুস্পষ্ট যে, আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তি ব্যতিরেকে অন্য কোনো ব্যবস্থায় শাসনতন্ত্রের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করতে আল্লাহ তা'আলা মুসলিম জাতিকে নিষেধ করেছেন [*জীবনের সর্বক্ষেত্রে সবকিছুতেই আল্লাহ তা'আলা ও রাসূলের আনুগত্য করতে আদেশ দিয়েছেন*]। কারণ রাসূল (সা.)-এর উপর অর্পিত দায়িত্ব ছিলো ইসলামী মূল্যবোধ বা দ্বীনকে সকল ব্যবস্থার উপর শ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা। রাসূল (সা.)-এর দায়িত্ব সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

هُوَ الَّذِیْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِیْنِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّیْنِ كُلِّهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ.

"তিনিই সেই সত্তা, আপন রাসূলকে হেদায়াতের উপদেশ ও সত্য দ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন যাতে তিনি এটিকে [দ্বীন ইসলামকে] সকল ধর্মের উপর বিজয়ী করতে পারেন যদিও মুশরিকরা [*সকল বিধর্মীরা*] এটিতে অসন্তুষ্ট হয়।" {৬১-সূরা সফ : ৯}

অথচ শুধুমাত্র বিধর্মীরাই নয় বরং বর্তমানে মুসলিমদের সিংহভাগ ধর্মনিরপেক্ষতার দোহাই দিয়ে ইসলামী মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত করায় সর্বত্র বিরোধিতা করে যাচ্ছে। মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে ইসলামী মূল্যবোধের শ্রেষ্ঠত্ব আরব-জাহানে সুদৃঢ়ভাবে

www.nagorikpathagar.org

প্রতিষ্ঠিত এবং রাসূল (সা.)-এর দায়িত্ব পরিপূর্ণরূপে সম্পাদন হয়েছিল। অতঃপর বিদায় হজের ভাষণে ইসলামী মূল্যবোধের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্ব মুসলিম উম্মাহর উপর অর্পণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা যেমন সবকিছুর প্রতিপালক, কর্মবিধায়ক, সুনিপুণ নিয়ন্ত্রণকারী অনুরূপ তার প্রদত্ত মূল্যবোধও নিঃসন্দেহে মানব জীবনের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ। অতএব আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্যে আত্মসমর্পণ করলে বিশ্বাসীরা যে সবকিছুতেই আল্লাহ তা'আলার সহযোগিতা পাবে সে প্রতিশ্রুতিও আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনে দিয়ে বলেছেন–

قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ ج فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلْتُمْ ط وَاِنْ تُطِيْعُوْهُ تَهْتَدُوْا ط وَمَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ. وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ص وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِى ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا ط يَعْبُدُوْنَنِىْ لَا يُشْرِكُوْنَ بِىْ شَيْئًا ط وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ.

"বল, 'আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর [*ইসলামী মূল্যবোধ বা শরীয়তকে পুরোপুরি মেনে চল*]।' অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও [*শরীয়তকে উপেক্ষা কর*], তবে তাঁর [*রাসূল (সা.)*] উপর দায়িত্বের জন্য সে দায়ী এবং তোমাদের উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য তোমরা দায়ী [*দায়িত্বে অবহেলার জন্য তোমাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে*]; এবং তোমরা তাঁর [*রাসূল (সা.)*] আনুগত্য [*ইসলামী মূল্যবোধ মেনে চলা*] করলে সৎপথ পাবে [*আল্লাহ তা'আলার সাহায্য পাবে*], রাসূলের কাজ তো কেবল স্পষ্টভাবে [*ইসলামী মূল্যবোধ*] পৌঁছিয়ে দেয়া। তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে [*জীবন যাপনে সর্বত্র ইসলামী জীবনাদর্শের বিধিনিষেধ অনুযায়ী সমস্যার সমাধান করে*] ও সৎকর্ম করে [*তাকওয়া অবলম্বন করে অর্থাৎ আল্লাহ-সচেতনতায় অন্যায় অসৎ কর্ম থেকে দূরে থাকে*] আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, তিনি তাদেরকে [*বর্তমান মুসলিম সরকার*] পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করবেনই* যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব দান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্য সুদৃঢ় করবেন তাদের দ্বীনকে [*ইসলামী জীবনাদর্শের ব্যবস্থাকে*] যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে তাদেরকে অবশ্যই নিরাপত্তা দান*১ করবেন। তারা আমার ইবাদত করবে, আমার কোনো শরীক*২ করবে না, অতঃপর যারা অকৃতজ্ঞ [*জীবনের সর্বত্র আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত জীবনাদর্শ মেনে চলবে না*] হবে তারা তো সত্যত্যাগী।" {২৪-সূরা নূর : ৫৪-৫৫}

*[*খোলাফায়ে রাশেদীনের শাসন আমল এর পক্ষে স্বাক্ষর বহন করে। আজও যদি মুসলিম সরকার*

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত ইসলামী মূল্যবোধে আত্মসমর্পণ করে তবে আল্লাহ তা'আলা, তাদেরকে সাবলম্বী হওয়ায় এবং ন্যায়নীতিসম্পন্ন শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করবেন।]

*১ *[আল্লাহ তা'আলার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে মানসিক দিক দিয়ে তারা শক্তিশালী হবে অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্যই তারা সব কিছু করবেন।]*

*২ *[প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত মূল্যবোধের উপর মানুষের তৈরি জীবনাদর্শকে গুরুত্ব দেবে না।]*

তাওহীদি জনতা বিশ্বাস করে যে, তাদের জীবন যাপনের সব কিছুর জন্য তারা প্রতি মুহূর্তে আল্লাহ তা'আলার দয়া ও রহমতের এবং শক্তির উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল। তাই এই বিশ্বাসের সত্যতাকে যথাযথভাবে বাস্তবে পরিণত করতে আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত জীবনাদর্শে আত্মসমর্পণ করা ব্যতিরেকে করা সম্ভব হবে না। আল-কুরআনে মুসলিম উম্মাহর প্রতি আদেশ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, তারা সব কিছু যেন আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্যে বা সন্তুষ্টির জন্য করে। এটি অনস্বীকার্য, আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত ইসলামী মূল্যবোধে পুরোপুরিভাবে আত্মসমর্পণ না করলে, তার উদ্দেশ্যও সব বাস্তবায়ন সম্ভব হবে না।

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ لَا شَرِيكَ لَهُ ۖ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ۝

"বল, 'আমার সালাত, আমার ইবাদত, আমার জীবন ও আমার মরণ জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহরই উদ্দেশ্যে। তাঁর কোনো শরীক নেই এবং আমি এর জন্যই আদিষ্ট হয়েছি এবং আত্মসমর্পণকারীদের মধ্যে আমিই প্রথম।"
{*৬-সূরা আন'আম : ১৬২-১৬৩*}

অতএব এই আয়াত থেকে সুস্পষ্ট যে, আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত জীবনাদর্শের বিধি-নিষেধ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অনুসরণ, অনুকরণ এবং প্রতিষ্ঠিত করা হলো মুসলিম উম্মতের বিশ্বাসের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ, যেখান থেকে বিচ্যুত হলেই ঈমান ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে ধাক্কা লাগবে। এক্ষেত্রে যদি মুসলিম উম্মতের জীবন-যাপনে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শে প্রতিষ্ঠিত করা হয়, তাহলে তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের সাথে ব্যক্তি, পরিবার এবং রাষ্ট্রীয় জীবন এবং তার শাসন ব্যবস্থায় সংহতির অভাবে নানা জটিলতার সৃষ্টি হবে। সেটিতো আজ মুসলিম উম্মতের জীবন যাপনে অস্থিরতা, অশান্তি ও নিরাপত্তার অভাব, স্বৈরশাসন, শোষণ-উৎপীড়ন, রাজনৈতিক হিংসা, প্রতিহিংসা, দুর্নীতিপরায়ণ রাজনীতিকদের কর্মকাণ্ড থেকে প্রতিদিনই সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হচ্ছে। বর্তমানে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের শাসন ব্যবস্থা ও সমাজই ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তিতে পরিচালিত

www.nagorikpathagar.org

হওয়ায় একটা উন্নয়নমুখী সুদৃঢ় সমাজের ভিত্তি সংহতিসম্পন্ন করে প্রতিষ্ঠার প্রণালীতে নানা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়েছে।

পাশ্চাত্য দেশে ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনে ধর্মীয় মূল্যবোধের প্রভাব কিছুটা থাকলেও রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় ধর্ম প্রদত্ত বিধিনিষেধের কোনো স্থান নেই। ধর্মনিরপেক্ষতার ব্যবস্থায় সাময়িক সফলতা দেখে আজ সারা বিশ্ব ধর্মনিরপেক্ষতার পৃষ্ঠপোষক হয়েছে। তাই ব্যক্তি জীবনের ধর্ম এবং রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থার নীতির সাথে পুরোপুরিভাবে সম্পর্ক না থাকায়, প্রায় সব দেশেই মানুষের ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবন কোনো একটি নির্দিষ্ট সুশৃংখল ধর্মীয় বিধানে প্রতিষ্ঠিত নয়। মানব সমাজের যে সুদৃঢ় কাঠামো আছে, ব্যক্তি স্বাধীনতার নামে সেটিকে উপেক্ষা করায় আজ পারিবারিক জীবন এবং তার কাঠামো ধ্বংসের সম্মুখীন হয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষতার বিধান বা শাসন এই বিপজ্জনক পরিস্থিতির সমাধান দিতে চেষ্টা করছে কিন্তু সেটি হচ্ছে, "শাক দিয়ে মাছ ঢাকার মতো"। কারণ ধর্মনিরপেক্ষতার পরিচালক হয় একের অধিক এবং অবস্থার প্রেক্ষিতে পরিচালক ও ধর্মনিরপেক্ষতার বিধান এবং স্রষ্টা পরিবর্তন হয় তাতে স্থিতিশীল ফলপ্রসূ কোনো ব্যবস্থাই উপহার দিতে পারে না।

ধর্মনিরপেক্ষতার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ছাড়াও মানুষের বিদ্যা বুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত জীবনাদর্শ সমাজতন্ত্র এবং সাম্যবাদ ৫০ বছরের বেশী স্থায়ী হতে পারলো না। কারণ তাদের জীবনাদর্শ বা ধর্ম ছাড়া ধর্মের পরিচালক হলো মানুষ নামে মানুষের শত্রু। আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত জীবনাদর্শে এই সমস্ত ভাবাদর্শ বা শাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছে না, তাহলে কার ইংগিতে, কার ব্যবস্থা এবং কার পরিচালনায় এগুলো চলছে? কারণ পরিচালক ছাড়া কিছুই চলতে পারে না। এই অদৃশ্য পরিচালক হলো মানবতার শত্রু বা "মানুষের শত্রু", শয়তান ইবলিস। এ কথাটি সুস্পষ্ট হওয়ায় অনেকের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না, তা সত্ত্বেও সত্য ও ন্যায্য কথা বলার প্রয়োজন অনস্বীকার্য।

মানব সমাজে অশান্তি সৃষ্টিতে শয়তান ইবলিসই হলো সবচেয়ে বেশি সক্রিয় এবং আদম সন্তানদের অশান্তি দেখে তার চেয়ে অন্য কেউ বেশি খুশি হয় না। সে অদৃশ্যে থেকে প্রতিনিয়ত আদম সন্তানকে নানা রকম জটিলতার দিকে ঠেলে দেয়। শয়তানের উদ্ধত প্রতিজ্ঞা এবং মানব সন্তানের প্রতি আক্রোশ সম্পর্কে অজ্ঞ থাকায় অধিকাংশ আদম সন্তান সেটি বুঝতে পারে না। শয়তান দৃঢ়তার সাথে প্রতিজ্ঞা করেছে যে, মানবকে বিভ্রান্ত করার এবং অশান্তিতে রাখার জন্য সে কোনো সুযোগই হাত ছাড়া করবে না। এ কাজে তার ঔদ্ধত্যপূর্ণ উক্তির কথা উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

www.nagorikpathagar.org

قَالَ فَبِمَآ أَغْوَيْتَنِى لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. ثُمَّ لَاٰتِيَنَّهُمْ مِّنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَائِلِهِمْ ۖ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ.

"সে [*ইবলিস*] বললো : আপনি আমাকে যেমন উদ্ভ্রান্ত করেছেন, আমিও অবশ্য তাদের জন্যে আপনার সরল পথে বসে থাকবো। এরপর তাদের কাছে আসব তাদের সামনের দিক থেকে, পেছন দিক থেকে, ডান দিক থেকে এবং বাম দিক থেকে। আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবেন না।" { *৭-সূরা আরাফ : ১৬-১৭* }

ইবলিস সকল আদম সন্তানের শত্রু তবে বিশেষভাবে মুসলিম উম্মাহর চরম শত্রু কারণ মুসলিম উম্মাহ তাওহীদে বিশ্বাসী। উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, 'আমি তাদের কাছে আসব তাদের "সামনের দিক থেকে" বুঝায়, পরকাল সম্পর্কে তাদের অন্তরে সন্দেহ সৃষ্টি করব। "তাদের পেছন দিক থেকে" বুঝায়, পার্থিব জীবনের প্রতি তাদেরকে বেশী আকৃষ্ট করব। "ডান দিক" বলতে বুঝায়, ধর্ম সম্পর্কে বিভ্রান্ত করব। "বাম দিক" বলতে বুঝায়, পাপ কর্মকে তাদের জন্য সুশোভিত করব।' { *ইবনে কাসীর, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৩২; আত-তাবারী, ১২:৩৩৮* }

শয়তান এ কথা বলেনি যে, সে আদম সন্তানের "মাথার উপর দিক থেকে আসবে।" এ প্রসঙ্গে ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, "কারণ মাথার উপর থেকে আল্লাহ্ তা'আলার রহমত বর্ষিত হয়ে থাকে।" { ইবনে কাসীর, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৩৩; আত-তাবারী, ১২:৩৪১ }। অর্থাৎ মানব সন্তানের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার রহমত বন্ধ অথবা প্রতিরোধ করার ক্ষমতা শয়তানের নেই। শয়তানকে এ রকম ক্ষমতা আল্লাহ্ তা'আলা দেননি। তদ্রূপ অন্যায়, অসৎ কাজ করা এবং বিপথে যাওয়াকে মানুষদের জন্য সে সহজ করবে, অর্থাৎ এ সমস্ত কাজ করা মানব প্রবৃত্তির চাহিদার কাছে সে এবং তার দল শোভনীয় করে তুলবে। তাই মানবজাতির একটি বৃহত্তর অংশের কার্যকলাপে শয়তানের প্রতিজ্ঞার বাস্তবরূপ সব সময়ই দেখা গেছে আজও যাচ্ছে। এ কারণে শয়তান মনে করে তার প্রতিজ্ঞায় সে সার্থক হয়েছে। এ প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন–

وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ ۗ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ.

"আর তাদের [*সাবা জাতির অকৃতজ্ঞতা*] উপর ইবলিস তার অনুমান [*মানবজাতির অবাধ্যতার ব্যাপারে*] সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করল। ফলে তাদের মু'মিনদের একটি

www.nagorikpathagar.org

দল ব্যতীত সকলেই তার [*ইবলিসের*] পথ অনুসরণ করল। তাদের উপর শয়তানের কোনো ক্ষমতা ছিলো না, তবে কে পরকালে বিশ্বাস করে এবং কে তাতে সন্দেহ করে, তা প্রকাশ করাই ছিলো আমার উদ্দেশ্য*। তোমার প্রতিপালক সব বিষয়ে তত্ত্বাবধায়ক।" {*৩৪-সূরা সাবা : ২০-২১*}

*[*অর্থাৎ আদম সন্তানকে বিপথগামী করায় ইবলিসের নিজস্ব কোনো ক্ষমতা নেই। ইবলিসকে কিছুটা ক্ষমতা দিয়ে আদম সন্তানকে আল্লাহ তা'আলা পরীক্ষা করে থাকেন।*]

মানবজাতির একটি ক্ষুদ্র অংশ ছাড়া আর বাকী সকলেই মিথ্যার অনুসরণে অন্ধ বিশ্বাসে বিশ্বাসী হিসেবে নিজেদের খেয়াল খুশি অনুযায়ী জীবন যাপন করছে। এক্ষেত্রে মানবীয় নাফসের ভালো-মন্দ বেছে গ্রহণ করার স্বাধীনতা এবং অদৃশ্য শয়তানের প্ররোচনা সংযুক্তভাবে কাজ করছে। তাই মানবীয় নাফসের চাহিদা ও শয়তানের অনুপ্রেরণার মধ্যে তফাত নির্ধারণ করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। যার জন্য দরকার হয় শয়তানের দেয়া প্ররোচনার পদ্ধতি সম্পর্কে সঠিক সূত্রে পাওয়া পরিষ্কার জ্ঞান। বর্তমানে মানবজাতির প্রায় ৭০০ কোটি মানুষের মধ্যে মাত্র ১৬০ কোটি মানুষ তাওহীদে বিশ্বাসী। খৃষ্টানরা আহলে কিতাব হওয়া সত্ত্বেও ঈসাকে (আ.) কেন্দ্র করে শিরকে লিপ্ত আছে। যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা হেদায়াত দিয়ে সৎপথে পরিচালিত করবে, শয়তান সেটি প্রতিরোধ করতে পারবে না। তবে মানবজাতির অধিকাংশ মানুষই তাওহীদ এবং আল-কুরআনে বিশ্বাসী নয় অর্থাৎ অধিকাংশ মানুষই বিশ্বাস করবে না, সেটি পবিত্র আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলা উল্লেখ করে বলেছেন–

وَمَآ اَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِيْنَ.

"তুমি [*মুহাম্মদ (সা.)*] যতই চাও না কেন, অধিকাংশ মানুষই বিশ্বাস করার নয়।" {*১২-সূরা ইউসুফ : ১০৩*}

কাজেই উপসংহারে বলা যায়, ধর্ম নিরপেক্ষতার নামে সেক্যুলারিজমকে একদল মানবের কাছে উত্তম ব্যবস্থা হিসেবে সে সুশোভিত করেছে বিধায় তারা এই বিভ্রান্ত ব্যবস্থার প্রগতিতে আত্মনিয়োগ করে ধর্মীয় মূল্যবোধকে আখ্যায়িত করেছে মধ্যযুগীয় ব্যবস্থা হিসেবে। অথচ তারা দাবি করে মানব কল্যাণে মানব অধিকার নিশ্চিতকরণে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেছি, তবে বিশ্বাসে আমরা মুসলিম।

(ক) সেক্যুলারিজমের নামে ধর্ম নিরপেক্ষতার দুর্বলতা

আধুনিক প্রযুক্তিতে এবং সামরিক শক্তিতে উৎকৃষ্ট হিসেবে প্রমাণিত সম্পদশালী দেশ আমেরিকা। ধর্মনিরপেক্ষতার নামে সেক্যুলার নীতিতে প্রতিষ্ঠিত শাসন ব্যবস্থা আমেরিকাতে যে সমস্যার সৃষ্টি করছে সেটি পর্যালোচনা করলে বুঝা যায়

www.nagorikpathagar.org

ধর্মনিরপেক্ষতার পরিচালক কে। দেশের বাইরে থেকে মনে হয় আমেরিকা অত্যন্ত শান্তির এবং ন্যায়নীতির দেশ। রাজনৈতিক প্রভাব ব্যতিরেকে এদেশের বিচার বিভাগ বিচারকার্য পরিচালনা করে বিধায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ন্যায় বিচার তারা দিয়ে থাকে। যদিও সুপ্রীমকোর্টে নয়জন বিচারকের মধ্যে চারজন ডেমোক্রাটিক আর পাঁচজন রিপাবলিকান, তা সত্ত্বেও তারা কোনো বিশেষ রাজনৈতিক দলের প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে দেশের স্বার্থে জনকল্যাণের প্রতি দৃষ্টি রেখেই আইন প্রণয়নে সমর্থন দিয়ে থাকে। মানবাধিকার নিশ্চিতকরণে বিচার বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এবং আইন প্রণয়নের প্রচুর ক্ষমতা রয়েছে। তদুপরি আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণকারী দপ্তর সিংহভাগ ক্ষেত্রেই সততার সাথে কাজ করে। সাধারণ মানুষের জীবন ঘনিষ্ঠ আইন সংরক্ষণে তারা রাজনৈতিক ও দুর্নীতির প্রভাব মুক্ত অবস্থায় কাজ করতে পারে। মানুষের জীবনের নিরাপত্তা ও শান্তির পরিবেশ সর্বত্র বিরাজমান থাকে তবে বর্তমানে তাতেও ব্যত্যয় ঘটছে।

সামরিক শক্তি ছাড়াও কৃষিতে অত্যন্ত সম্পদশালী দেশ হওয়ায় জীবন-যাপনের মান তুলনামূলকভাবে উন্নত। তাই সাধারণ মানুষের জীবনে অভাব-অভিযোগের পরিমাণ লক্ষণীয়ভাবে কম। অথচ অভ্যন্তরীণ সমস্যা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় এই প্রাচুর্যের দেশেও মানুষের জীবন নানা জটিলতা ও অশান্তিতে ভরা এবং ক্রমশ সেটি বেড়ে যাচ্ছে। আমেরিকা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার শীর্ষস্থানীয় দেশ, তাই মূল অর্থনীতির চাবিকাঠি একটা অর্থ-সম্পদলোভী গোষ্ঠীর হাতে থাকায় সরকার এবং দেশের সাধারণ জনগণ তাদের খেয়াল-খুশির উপর নির্ভরশীল। এজন্যই বর্তমানে আমেরিকান অর্থনীতির কাঠামোতে সৃষ্টি হয়েছে অস্থিরতা। একটি দল সম্পদহারা হচ্ছে, অন্যদল বিত্তশালী হয়ে অর্থনৈতিক ক্ষমতাকে শোষণ কাজে সুচারুভাবে ব্যবহার করছে।

গর্ভপাত এবং সমলিঙ্গের বিবাহ আইন নিয়ে যে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে তার কোনো সমাধান এখনও হয়নি। আশা করা যায় আগামীতেও হবে না। ধর্মনিরপেক্ষতার নামে সেক্যুলার আইন ধর্মহীনতার আইন, মানুষের সীমিত জ্ঞানের ও বিচক্ষণতার ভিত্তিতে তৈরি আইন এবং প্রবৃত্তির অবৈধ প্রভাবে পরিচালিত হয়। কাজেই এই জটিল সমস্যার কোনো সমাধান আজও তারা দিতে পারেনি। প্রসঙ্গত লক্ষণীয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ কিছু রাষ্ট্র সমলিঙ্গের বিবাহের বৈধতা সম্পর্কিত আইন প্রত্যাখ্যান করেছে। তাদের বক্তব্য হচ্ছে এটা ধর্ম বিরোধী, তাতে মানব স্বাধীনতার প্রমোটররা অসন্তুষ্ট হয়ে সংগ্রামের প্রস্তুতি নিচ্ছে। জনৈক সিনেটার বিবৃতি দিয়েছে এই মর্মে যে, সমলিঙ্গের বিবাহের বৈধতা বিরোধী অবস্থান উক্ত রাষ্ট্রের জন্য ক্ষতির কারণ হবে। কারণ শাসনতন্ত্রের সাথে ধর্মীয় মূল্যবোধের কোনো যোগসূত্র না থাকায় মানব সহজাত প্রকৃতির বিরোধী

www.nagorikpathagar.org

সমলিঙ্গের বিয়ের অধিকার নিশ্চিতকরণে ফেডারেল গভর্মেন্ট আইন পাস করেছে। যার সাথে রয়েছে রাজনৈতিক সুবিধা এবং মানব অধিকার নিশ্চিতকরণের স্বেচ্ছাচারিতা।

ধর্মনিরপেক্ষতার আইন সাময়িকভাবে কোনো দল অথবা গোষ্ঠীকে খুশি করতে পারে, প্রশংসা অর্জন করতে পারে কারণ সব ব্যবস্থার মধ্যে ভালোর কিছু অংশ থাকে কিন্তু দীর্ঘদিনের সাফল্যে আপাত দৃষ্টিতে যে ভালোটুকুও আছে তাও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে খারাপে পরিণত হয়। তাই বলতে বাধা নেই ধর্মহীন ধর্মনিরপেক্ষতার ব্যবস্থাই সব সমস্যার কেন্দ্রবিন্দু। গত শতাব্দীর ষাট-সত্তরের দশকে মার্কিন নারীরা সংগ্রাম করে গর্ভপাত অধিকার আইন প্রতিষ্ঠিত করে। ধর্ম নিরপেক্ষতা আইনের ভিত্তিতে সুপ্রীমকোর্ট নারীদের গর্ভপাত অধিকার দিয়ে দেয়। মাত্র ৪০-৫০ বছরের মধ্যেই নারীদের বড় একটি অংশ আবার সংগ্রাম করছে গর্ভপাত অধিকার বাতিল করার জন্য। এই ব্যাপারে নারীদের মধ্যে ভাগাভাগি হওয়ায় রাজনৈতিক দলগুলো সুবিধাভোগী হয়ে উভয় দলকেই খুশি রাখতে চাচ্ছে। ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তিতে গর্ভপাত করার অধিকার আইন তখন মনে হয়েছিল সব নারীদের দাবি, তাই সকলের জন্য মঙ্গলজনক এবং নারীর স্বাধীনতা অর্জনে একটি অন্যতম প্রাপ্তি। কিন্তু আজ দেখা যাচ্ছে এই আইন অনেক নারীর কাছে গ্রহণযোগ্য নয় কারণ এটি মানব সন্তানকে হত্যা করার জন্য সুব্যবস্থা।

মানব সমাজের কোন ধর্মাদর্শ গর্ভপাত এবং সমলিঙ্গের বিবাহের সমর্থনে কোনো ইতিবাচক বিধান দেয়নি। কারণ গর্ভপাত হলো একটি নিষ্পাপ প্রাণীকে হত্যা করা। তবে সন্তান ধারণে এবং প্রসবে মাতার জীবন বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে অথবা শারীরিক অসুস্থতার কারণে সব ধর্মের বিধানে গর্ভপাত গ্রহণযোগ্য। সুপ্রীমকোর্ট এ ব্যাপারে অনঢ়, কাজেই গর্ভপাত যাতে না করতে হয় তার জন্য জন্মনিয়ন্ত্রক বা জন্মরোধক বড়ি অথবা অবৈধ যৌনতায় কনডম ব্যবহার করতে সামাজিকভাবে নর-নারীকে উদ্বুদ্ধ করে থাকে। এ কাজে বহু সংস্থা জড়িত রয়েছে। সমলিঙ্গের বিবাহ বা যৌন সম্পর্ক মানব প্রকৃতির ও নৈতিক চরিত্রের সম্পূর্ণ বিপরীতে। মানব সৃষ্টিতে প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার যে উদ্দেশ্য রয়েছে তার বিরোধী, সহজাত প্রকৃতির বিরুদ্ধে, বংশের ধারা সংরক্ষণে এবং প্রতিনিধিত্বের প্রয়োজনে মানব প্রজননের অন্তরায়। সকল ধর্মই এই অনৈতিক ও বিকৃত রুচিসম্পন্ন সম্পর্কের বিপক্ষে, তাই একমাত্র ধর্মনিরপেক্ষতার বিভ্রান্ত চেতনা ব্যতিরেকে আর কেউ এই মনুষ্য প্রকৃতি বিরোধী বিকৃত রুচির পক্ষে সমর্থন দিতে পারে না।

ধর্মনিরপেক্ষতার শাসন ব্যবস্থা চালু থাকলে মুসলিম দেশেও সমলিঙ্গের বিবাহ এবং প্রকাশ্যে তাদের বিচরণ অদূর ভবিষ্যতে অস্বাভাবিক কোনো ঘটনা হবে না

www.nagorikpathagar.org

বলে মনে হয়। কারণ মুসলিমরাও মানব সন্তান এবং শয়তান এ ব্যাপারে অবশ্যই তাদের হৃদয়ে অনুপ্রেরণা দেবে। প্রবৃত্তির অবৈধ চাহিদায় বিভ্রান্ত চেতনায় তথাকথিত মানব অধিকার নিশ্চিতকরণে তারাও সংগ্রাম করবে। কাজেই বলা যায় দেশের সংবিধানে যদি এই নীতিবর্জিত কাজের বিরুদ্ধে কোনো কঠোর আইন না থাকে তাহলে ব্যক্তি ধর্মে বিশ্বাসের শক্তি বেশি দিন এ কাজ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। মানব স্বাধীনতা ও মানব অধিকারের অজুহাতে একমাত্র অকৃতজ্ঞ মানব সন্তান ছাড়া এ কাজ আর কেউ করতে পারে না। জীব-জন্তুরা সর্বদাই আল্লাহ তা'আলার বাধ্য থাকে তাই তাদের মধ্যে এ ধরনের গর্হিত কাজ সংঘটিত হয় না। এ ব্যাপারে মানুষ নৈতিকতা বিসর্জন দিয়ে এতোটাই নীচে নেমেছে যে, তারা জীব-জন্তুর প্রকৃতি থেকেও নিকৃষ্টতম পর্যায়ে অবস্থান করছে।

আল্লাহ তা'আলার পবিত্র-বাণী থেকে সমলিঙ্গের যৌনতা এবং তার শাস্তি সম্পর্কে জানা যায়। লূতের (আ.) জাতি পৃথিবীতে সর্বপ্রথম এই অনৈতিক কাজে লিপ্ত হয়। লূত (আ.)-কে প্রেরণ করে আল্লাহ তা'আলা লূত জাতিকে সতর্ক করেন। কিন্তু লূতের (আঃ) উচ্ছৃংখল অবাধ্য জাতি সে সতর্ককে হাসি তামাশা এবং ব্যঙ্গের মাধ্যমে উপেক্ষা করে। ফলে লূত জাতিকে আল্লাহ তা'আলা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেন। এই কাহিনী আল-কুরআনে বর্ণনা করে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِينَ.
إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ. وَمَا كَانَ
جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ ۚ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ. فَأَنْجَيْنٰهُ
وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ ۖ كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِينَ. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا ۚ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ
عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ.

"এবং লূতকেও পাঠিয়েছিলাম। সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, 'তোমরা এমন কুকর্ম করছ যা তোমদের পূর্বে বিশ্বে কেউ করেনি; তোমরা তো কাম-তৃপ্তির জন্য নারী ছেড়ে পুরুষের নিকট গমন কর, তোমরা তো সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়। উত্তরে তার সম্প্রদায় শুধু বললো, এদেরকে [*লূত (আ.) এবং তার অনুসারীগণ*] তোমাদের জনপদ হতে বহিষ্কার কর, এরা তো এমন লোক যারা অতি পবিত্র হতে চায়। অতঃপর তাকে ও তার স্ত্রী ব্যতীত তার পরিজনবর্গকে উদ্ধার করেছিলাম, তার স্ত্রী ছিলো পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত। তাদের উপর মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম, সুতরাং অপরাধীদের পরিণাম কি হয়েছিল তা লক্ষ্য কর।" {*৭-সূরা আরাফ : ৮০-৮৪*}

www.nagorikpathagar.org

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَٰذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ. وَجَاءَهُ
قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ ط وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ ط قَالَ يَٰقَوْمِ هَٰؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ
أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي ط أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ. قَالُوا لَقَدْ
عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ ج وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ. قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً
أَوْ آوِي إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ. قَالُوا يَٰلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ
بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ ط إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ ط إِنَّ
مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ ط أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ. فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا
وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ.

"এবং যখন আমার প্রেরিত ফিরিশতাগণ লূতের নিকট এলো তখন তাদের আগমনে সে বিষণ্ন হলো এবং নিজেকে তাদের রক্ষায় অসমর্থ মনে করলো এবং বললো, 'এটি নিদারুণ দিন।" তার সম্প্রদায় তার নিকট উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ছুটে এলো এবং পূর্ব থেকে তারা কুকর্মে লিপ্ত ছিলো। সে বললো, 'হে আমার সম্প্রদায়। এরা আমার কন্যা*১ তোমাদের জন্য এরা পবিত্র*২ সুতরাং আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার মেহমানদের [*আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত ফিরিশতা*] প্রতি অন্যায় আচরণ করে আমাকে হেয় করো না। তোমাদের মধ্যে কি কোনো ভালো মানুষ নেই? তারা বললো, 'তুমি তো জান, তোমার কন্যাদেরকে আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই; আমরা কি চাই তা তুমি জানই। সে বললো, 'তোমাদের উপর যদি আমার শক্তি থাকত অথবা যদি আমি নিতে পারতাম কোন শক্তিশালী আশ্রয়। তারা বললো, 'হে লূত! আমরা তোমার প্রতিপালক প্রেরিত ফিরিশতা। তারা কখনই তোমার নিকট পৌঁছাতে পারবে না। সুতরাং তুমি রাত্রির কোনো এক সময়ে তোমার পরিবারবর্গসহ [*তোমার অনুসারীদেরসহ*] বের হয়ে পড় এবং তোমাদের মধ্যে কেউ পেছন দিকে তাকাবে না, তোমার স্ত্রী ব্যতীত। তাদের যা ঘটবে তারও তাই ঘটবে। প্রভাতে তাদের জন্য নির্ধারিত কাল। প্রভাত কি নিকটবর্তী নয়? অতঃপর যখন আমার আদেশ এলো তখন আমি জনপদকে উল্টিয়ে দিলাম এবং তাদের উপর ক্রমাগত বর্ষণ করলাম প্রস্তর কঙ্কর।" *{১১-সূরা হূদ : ৭৭-৮২}*

*১ *[লূত সম্প্রদায়ের কন্যাগণ, কারণ রাসূল হলো সম্প্রদায়ের জন্য পিতৃতুল্য।]*

*২ *[অর্থাৎ নারী-পুরুষের মধ্যে যৌন সম্পর্ক স্থাপন আল্লাহ তা'আলার আদেশে বৈধ, তাই তাদেরকে বিয়ে করে তোমাদের যৌন তৃপ্তি পূরণ কর।]*

www.nagorikpathagar.org

ফিরিশতা প্রেরণ করে লূত সম্প্রদায়কে আল্লাহ পরীক্ষা করেছিলেন এবং সুযোগ দিয়েছিলেন যাতে তারা লূতের (আ.) উপদেশ গ্রহণ করে আল্লাহ তা'আলার শাস্তি থেকে নিরাপদে থাকতে পারে। কিন্তু লূত জাতি ফিরিশতাদের দেখে খারাপ উদ্দেশ্যে ছুটে এসেছিল, তারা বুঝতে পারেনি এর পরিণাম কি? লূত (আ.) নিজ সম্প্রদায়ের কন্যাদের কথা উল্লেখ করার পরেও তারা অপকর্ম থেকে বিরত থাকতে চায়নি। তাই আল্লাহ তা'আলার মহাশাস্তি তাদের জন্য অবধারিত হয়েছিল। এমনকি লূতের (আ.) স্ত্রীও বিভ্রান্তদের অন্তর্ভুক্ত ছিলো। লূত জাতির মতো আজ আমেরিকাতে একটি দল যারা নিজেদেরকে Gay হিসেবে পরিচয় দিতে কোনো লজ্জাবোধ করে না, বরং Gay/Lasbian হিসেবে নিজেরা গর্ববোধ করে। এমনকি দেশের সংবিধানের পৃষ্ঠাপোষক, আইন সৃষ্টি ও পরিবর্তন বা পরিশোধন করার ক্ষমতাধারী জনগণের নির্বাচিত Senator/ Congrassman এর কিছু ব্যক্তি Gay হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। তাই ধর্মনিরপেক্ষতার শাসনে ধর্মীয় বিধিনিষেধের কোনো প্রভাব নেই বলেই আজ এই গর্হিত পাপকে ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং মানব স্বাধীনতার অজুহাতে সহজেই গ্রহণ করেছে এবং রাজনৈতিক কারণে তাদেরকে প্রকাশ্যে সমর্থন দিতে কোন দ্বিধা সংকোচ করে না।

ধর্মনিরপেক্ষতার অবদান হিসেবে এটিকেই বলা হয় মানব সহজাত প্রকৃতির বহির্ভূত ধ্বংসাত্মকমূলক মানব অধিকার। মনুষ্যজাতি নানা সমস্যায় আক্রান্ত হয়ে অশান্তিতে থাকুক সেটি একজনই সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে, সে হলো অদৃশ্য শত্রু "শয়তান"। যে মানুষ নিজেই জানে না আগামীকাল তার জীবনে কি ঘটবে, সে কীভাবে মানব সন্তানের ভবিষৎ সমস্যা নিরূপণের জন্য বিধান দিতে পারে? যে মানুষ নিজেই ঠিকমতো যাচাই করতে পারে না তার জন্য কোন ধরনের জীবনাদর্শ কল্যাণকর, সে কীভাবে অন্যের জন্য বিধান রচনা করবে? তাই একমাত্র শয়তানের সাহায্য ছাড়া ধর্মনিরপেক্ষতার নামে সেক্যুলার জীবনাদর্শে শাসনতন্ত্র রচনা কেউ করতে পারে না। ধর্মনিরপেক্ষতার শাসনতন্ত্র সময় সুযোগে কোনো এক গোষ্ঠীর স্বার্থে বারবার পরিবর্তন হয় বলেই কোনো বিধানই নাগরিকদের মৌলিক অধিকার ভোগে পরিপূর্ণ নিশ্চয়তা দিতে এবং স্থায়ী হতে পারে না।

(খ) ধর্ম নিরপেক্ষতায় রাজনীতিকদের আশ্বাস

জনগণের সমর্থন পাওয়ার প্রত্যাশায় নির্বাচনের পূর্বে মিথ্যা আশ্বাস দেয়ার রীতি সব দেশের রাজনীতিতে একটি অলিখিত সংস্কৃতি। মিথ্যা আশ্বাস একমাত্র শয়তান এবং তার প্রভাব ছাড়া আদর্শবান ব্যক্তির কেউ দিতে পারে না। কিন্তু রাজনৈতিক নেতাদের অনেকেই সুযোগ পেলেই নিজেদের স্বার্থে মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে নির্বাচনে

www.nagorikpathagar.org

জয়লাভ করে ক্ষমতাসীন হয়। ক্ষমতায় আসীন হওয়ার পর তারা যে নির্বাচনের আগে আশ্বাস দিয়েছিলেন সেটি ভুলে যায় অথবা মনে করে এই আশ্বাস ছিলো মিথ্যা তাই পূরণের কোনো সুযোগ নেই। মিথ্যা আশ্বাস দেয়া এবং পরবর্তীতে সেটি বাস্তবায়ন করতে ভুলে যাওয়ার পেছনে যার প্রভাব বেশি কার্যকর, সে অদৃশ্যে থেকে তার কাজ আদায় করে নেয় এবং দরকারের সময় আত্মগোপন করে। এ ব্যাপারে উল্লেখ্য যে, ইবলিস ছাড়া আর কেউ মিথ্যা আশ্বাস দিতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَٰنُ أَعْمَٰلَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّى جَارٌ لَّكُمْ ۖ فَلَمَّا تَرَآءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّى بَرِىٓءٌ مِّنكُمْ إِنِّىٓ أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّىٓ أَخَافُ اللَّهَ ۚ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

"স্মরণ কর, শয়তান তাদের কার্যাবলী তাদের [*কুরাইশদের*] দৃষ্টিতে শোভন করেছিল এবং বলেছিল, 'আজ মানুষের মধ্যে কেউ তোমাদের উপর বিজয়ী [*বদরের যুদ্ধে*] হবে না, আমি তোমাদের পার্শ্বেই থাকব। অতঃপর দুই দল যখন পরস্পর সম্মুখীন হলো তখন সে [*শয়তান*] সরে পড়ল ও বললো, 'তোমাদের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক রইলো না, তোমরা যা দেখতে পাও না আমি তা দেখি, আমি আল্লাহকে ভয় করি, আর আল্লাহ শাস্তিদানে কঠোর।" { *৮-সূরা আনফাল : ৪৮* }

ইসলামের ইতিহাসে বদরের যুদ্ধ ছিলো সত্য-মিথ্যা নির্ধারণে একটি সুস্পষ্ট মাইল ফলক। তৎকালীন আরব জাহানে ইসলামের ভবিষৎ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ইংগিত দেয়ার এবং ইসলামের জয় যে অবশ্যম্ভাবী সেটি প্রমাণের জন্য বদর যুদ্ধের ভূমিকা ছিলো অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। আল্লাহ তা'আলার শত্রুদের সাথে মুসলিম উম্মাহর সর্বপ্রথম যুদ্ধ। কুরাইশদের যুদ্ধ অস্ত্র এবং সৈন্য ছিলো মুসলিমদের তুলনায় উন্নত এবং সংখ্যায় অনেক বেশি। তাই তারা নিশ্চিত ছিলো যে, এ যুদ্ধে তারা অবশ্যই জয়ী হবে। আল্লাহ তা'আলার শক্তি এবং তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে কুরাইশদের কোনো জ্ঞান ছিলো না, তাই এই যুদ্ধে তাদের জন্য যে অকল্পনীয় অপমান এবং পরাজয় অপেক্ষা করছে সেটি তারা ভাবতেই পারেনি। তদুপরি এ যুদ্ধে জড়িত হওয়ায় কুরাইশদের নেতৃস্থানীয় কতিপয় উদ্ধত কাফের ব্যক্তির মৃত্যু অবধারিত ছিলো সেটি'ও তাঁরা ভাবতে পারেনি। শয়তানও মানুষের মতো ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে জ্ঞান রাখে না তবে আল্লাহ তা'আলার জ্ঞান ও শক্তি সম্পর্কে মানুষের তুলনায় তার জ্ঞান বেশি। আল্লাহ তা'আলাকে সে ভয় করে কারণ সে নিজের অবাধ্য কর্ম দিয়ে প্রমাণ করেছে যে, আল্লাহ তা'আলা শাস্তিদানে কঠোর এবং তার শাস্তিও অত্যন্ত

www.nagorikpathagar.org

কঠিন। উপরোল্লিখিত আয়াতের শেষাংশ থেকে বুঝা যায় যে, শয়তানও আল্লাহ তা'আলাকে ভীষণ ভয় করে।

বদরের যুদ্ধে কুরাইশদের মিথ্যা দাম্ভিকতা ও উদ্ধত প্রকৃতির আস্ফালন চিরদিনের জন্য ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। তবুও যুদ্ধপূর্ব কুরাইশদের অহংকার, ইসলাম বিরোধী উদ্ধত প্রকৃতিকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে শয়তান তাদেরকে মিথ্যা আশ্বাস দিয়েছিল। ইবলিস জিনজাতির একজন তাই সে বিভিন্ন আকৃতি [*মানুষ, জীবজন্তু ও সর্পের*] ধারণ করতে পারে। শয়তান আরবের কোনো এক গোত্র প্রধানের আকৃতি ধারণ করে কুরাইশদেরকে আশ্বাস দিয়েছিল যে, সে তার দল নিয়ে কুরাইশদের সাহায্য করবে। অতএব যুদ্ধে তাদের জয় অবধারিত। এই আশ্বাস ছিলো মিথ্যা কারণ শয়তান জানে যুদ্ধে জয়-পরাজয়ের উপর তার কোনো হাত নেই। তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিলো মক্কার কুরাইশরা যুদ্ধে জড়িত হয়ে মুসলিম উম্মতকে পরাজিত করুক। শয়তান সকল আদম সন্তানের শত্রু তবে আল্লাহ তা'আলার একনিষ্ঠ বান্দার প্রধান শত্রু। আদম সন্তানের ক্ষতি করতে তার কাছে বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী বলে কোনো ব্যবধান নেই। কারণ সে আশা করে আদম সন্তান অশান্তিতে জীবন যাপন করুক এবং আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপন করা থেকে দূরে থাকা অবস্থায় তার সাথে জাহান্নামী হোক। এ কারণেই সে "মানুষের শত্রু"।

যুদ্ধের ময়দান থেকে শয়তান পালিয়ে যায়। কারণ সে দেখেছিল মুসলিমদের সাহায্যে আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত ফিরিশতারা আসমান থেকে দলে দলে যুদ্ধের ময়দানে অবতরণ করছেন। শয়তান ধোঁয়াবিহীন আগুন থেকে সৃষ্টি তাই সে নূরের তৈরি ফিরিশতাদের দেখতে পায়। সে জানতো আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত ফিরিশতাদের বিরুদ্ধে তার করার কিছুই নেই। বদরের যুদ্ধের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ
لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ.

"স্মরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে [*মুসলিমদের*] প্রতিশ্রুতি দেন যে, দুই দলের [*আবু সুফিয়ানের নিরস্ত্র দল সিরিয়া থেকে মক্কায় ফিরছিল আর অন্যদল আবু জাহেলের সশস্ত্রবাহিনী মক্কা থেকে যুদ্ধের জন্য আগত দল*] একদল তোমাদের আওতাধীন হবে; অথচ তোমরা চাচ্ছিলে যে, নিরস্ত্র দলটি তোমাদের আওতাধীন হউক আর আল্লাহ চাচ্ছিলেন যে, তিনি সত্যকে তার বাণী দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং কাফেরদেরকে নির্মূল করেন।" { *৮-সূরা আনফাল : ৭* }

www.nagorikpathagar.org

এটি ঠিক যে, মুসলিমদের যুদ্ধ করার কোনো ইচ্ছা আদৌ ছিলো না। কারণ কুরাইশদের সাথে যুদ্ধ করার মতো শক্তি ও অস্ত্র তাদের ছিলো না তাই তাদের উদ্দেশ্য ছিলো নিরস্ত্র দল [*আবু সুফিয়ান কাফেলা*] থেকে খাদ্য দ্রব্য/রসদ আত্মসাৎ করা। এই যুদ্ধে জড়িত মুসলিমদের সকলেই ছিল মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করা মুহাজির। মক্কা থেকে মুসলিমদের বিতাড়িত করে কুরাইশ কাফেররা বাড়ীঘর ধনসম্পদ দখল করেছিল। তাই ন্যায়সংগত কারণে আবু সুফিয়ানের কাফেলার সম্পদ সামগ্রীতে মুসলিমদের স্বত্বাধিকার ছিলো। সে সম্পদই তারা বিনা যুদ্ধে দখল করতে চেয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার পরিকল্পনা কেউ বুঝতে পারেননি। আল্লাহ তা'আলা চাইলেন মুসলমানরা কুরাইশদের সশস্ত্র বাহিনীর মোকাবেলা করবে এবং মুসলিমগণই আল্লাহ তা'আলার সাহায্যে জয় লাভ করবে। তাতে মুসলিম উম্মতের ঈমান আরো দৃঢ় হবে এবং আল্লাহ তা'আলার উপর তাদের আস্থা বহুগুনে বৃদ্ধি পাবে। তদুপরি কাফেরদের নেতৃস্থানীয় কিছু নেতা [*আবু জাহেল, ওমাইয়া এবং ওতবা*], যারা ইসলাম প্রচারে ঘোরবিরোধী ছিলো, তারা যুদ্ধে মারা যাবে। তাতে মক্কার কাফেরদের দাম্ভিকতা ও সত্যের বিরোধিতায় উদ্ধত প্রকৃতি চিরকালের জন্য ধ্বংস হবে। আল-ইসলাম যে মানবজাতির জন্য আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত সত্য ও শ্রেষ্ঠ ধর্মীয় দিকনির্দেশনা এবং আল-কুরআন আল্লাহ তা'আলার নাযিল করা পবিত্র কালাম, যার প্রচারে বাধা দেয়ার ক্ষমতা কারও নেই, এই মহাসত্যকে কাফেরদের ভ্রান্ত চিন্তা-চেতনা, শিরকি বস্তুর মিথ্যা অহংকার ও দাবির উপর প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই এই যুদ্ধ ছিলো আল্লাহ তা'আলার কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। উপরোল্লিখিত সূরার ৮ নম্বর আয়াতে যুদ্ধের ব্যাপারে আরো বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَٰئِكَةِ مُرْدِفِينَ. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ ۚ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

"এটি এই জন্য যে, তিনি সত্যকে সত্য ও অসত্যকে অসত্য প্রতিপন্ন করেন, যদিও অপরাধীগণ এটা পছন্দ করে না। (স্মরণ কর) তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেছিলে; তিনি তা কবুল করেছিলেন এবং বলেছেন, "আমি তোমাকে সাহায্য করবো এক সহস্র ফিরিশতা দিয়ে যারা একের পর এক আসবে।' আল্লাহ এটি করেন কেবল শুভ সংবাদ দেয়ার জন্য এবং এই উদ্দেশ্যে যাতে তোমার চিত্ত প্রশান্তি লাভ করে; এবং সাহায্য তো শুধু আল্লাহর নিকট হতেই আসে; আল্লাহ পরাক্রমশলী, প্রজ্ঞাময়।" { *৮-সূরা আনফাল : ৮-১০* }

www.nagorikpathagar.org

তদুপরি মানবজাতির প্রতি রাসূল (সা.)-কে প্রেরণ করার অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার দ্বীন ইসলামকে মানব সৃষ্ট সকল ভ্রান্ত ধর্মের উপর শ্রেষ্ঠ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা। এ প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন–

هُوَ الَّذِىٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ.

"তিনিই সেই সত্তা যিনি আপন রাসূলকে হেদায়াতের উপদেশ ও সত্য দ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন যাতে তিনি এটিকে সকল ধর্মের উপরে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন যদিও মুশরিকরা তাতে অসন্তুষ্ট হয়।" {৬১-সূরা সফ : ৯}

বদরের যুদ্ধে কাফেরদের পরাজিত করার মাধ্যমে তাদেরকে জানিয়ে দেয়া হয়েছিল যে, তোমরা কোনোক্রমেই ইসলামী দ্বীনের প্রচার, প্রসার এবং সর্বশ্রেষ্ঠ মূল্যবোধকে প্রতিহত করতে পারবে না।

মক্কার কুরাইশদের অত্যাচারে মুসলমানরা অতিষ্ঠ হয়ে প্রিয় মাতৃভূমি পরিত্যাগ করে মদীনায় হিজরত করেছিলেন। তাতে রাসূল (সা.)সহ সকল মুসলমানরাই মানসিকভাবে অতিশয় অশান্তিতে ছিলেন, তাই বদরের যুদ্ধে প্রতাপশালী কুরাইশদের বিরুদ্ধে জয় লাভ ছিলো মুসলিম উম্মাহর জন্য অপরিমিত শান্তি। তদুপরি তাদের মনোবল আরো দৃঢ় হয়েছিল এই জন্য যে, সত্য ধর্ম প্রতিষ্ঠায় আল্লাহ তা'আলার সাহায্য সব সময় তাদের সাথে থাকবে। শয়তানের প্রদত্ত আশ্বাস সব সময় মিথ্যা হয়, তাই শয়তানের মিথ্যা আশ্বাস সারাজীবন মিথ্যাই থেকে যায়। মানবজাতির পিতা মাতাকে মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে নিষিদ্ধ ফল খেতে বাধ্য করেছিল। অথচ আদম-হাওয়ার অনুতপ্তের আন্তরিকতা ও সত্যতায় দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্ট হয়ে তাদের ক্ষমা করেন।

অপরদিকে ইবলিসের স্বেচ্ছাচারী প্রকৃতি লানতগ্রস্ত হয়। কাজেই মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে সে বরং ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, কারণ আল্লাহ্ তা'আলা এবং তার বান্দারা শয়তানকে ঘৃণা করেন। শয়তানের মিথ্যা আশ্বাস সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন–

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطٰنُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وٗرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْاٰتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهٰكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ اِلَّاۤ اَنْ تَكُوْنَا مَلَكَيْنِ اَوْ تَكُوْنَا مِنَ الْخٰلِدِيْنَ. وَقَاسَمَهُمَاۤ اِنِّيْ لَكُمَا لَمِنَ النّٰصِحِيْنَ. فَدَلّٰهُمَا بِغُرُوْرٍ.

"অতঃপর তাদের লজ্জাস্থান, যা গোপন রাখা হয়েছিল তা তাদের কাছে প্রকাশ

www.nagorikpathagar.org

করার জন্য শয়তান তাদেরকে কুমন্ত্রণা দিল এবং বললো, 'পাছে তোমরা উভয়ে ফিরিশতা হয়ে যাও কিংবা তোমরা স্থায়ী হও এই জন্যেই তোমাদের প্রতিপালক এই বৃক্ষ সম্বন্ধে তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন। সে তাদের [*আদম-হাওয়া*] নিকট শপথ করে বললো, 'আমি তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষীর একজন [*এই আশ্বাস এবং প্রতিশ্রুতি ছিলো ভিত্তিহীন মিথ্যা*]।' এইভাবে সে তাদেরকে প্রবঞ্চনার দিয়ে অধঃপতিত করলো।" { *৭-সূরা আরাফ : ২০-২১* }

অনুরূপ আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত জীবনাদর্শ ব্যতিরেকে ধর্মনিরপেক্ষতার ব্যবস্থা হচ্ছে মিথ্যা আশ্বাসের ব্যবস্থা। নির্বাচনে জয় লাভের প্রত্যাশায় মিথ্যা আশ্বাসকে বিশেষ কিছু প্রতিনিধি বৈধ বলে বিশ্বাস করে, কারণ এই আশ্বাসের পেছনে ধর্মীয় মূল্যবোধের কোনো প্রভাব এবং আল্লাহ তা'আলার কাছে জবাবদিহিতার কোনো ভয় তাদের হৃদয়ে থাকে না। অদৃশ্য শয়তানই তাদের প্রবৃত্তিতে এই রকম মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে জয় লাভের প্রচেষ্টাকে বৈধ হিসেবে শোভন করে দেখায়। এই ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

وَجَدْتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُوْنَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُوْنَ.

"আমি [*হুদহুদ পাখী সুলায়মান (আ.)কে খবর দিল*] তাকে [*বিলকিস রাণী*] ও তার সম্প্রদায়কে দেখলাম তারা আল্লাহর পরিবর্তে সূর্যকে সিজদা করছে। শয়তান তাদের কার্যাবলী তাদের নিকট শোভন [*বৈধ*] করেছে এবং তাদেরকে সৎপথ হতে নিবৃত্ত করেছে; ফলে তারা সৎ পথ পায় না।" { ২৭-*সূরা নামল : ২৪* }

فَلَوْلَاۤ اِذْ جَآءَهُمْ بَاْسُنَا تَضَرَّعُوْا وَلٰكِنْ قَسَتْ قُلُوْبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ.

"আমার শাস্তি যখন তাদের [*পূর্বের ধ্বংস হয়ে যাওয়া অবাধ্য জাতি*] উপর আপতিত হলো তখন তারা কেন বিনীত হলো না? অধিকন্তু তাদের হৃদয় কঠিন হয়েছিল এবং তারা যা করছিল শয়তান তা তাদের দৃষ্টিতে শোভন [*বৈধ*] করেছিল।" { *৬-সূরা আন'আম : ৪৩* }

(গ) প্রকৃতি ও অন্যান্য সৃষ্টি ধর্মনিরপেক্ষতায় চলে না

সূর্য-চন্দ্রের প্রভাবে দিন-রাত্রির এবং প্রকৃতির পরিবর্তন আদম সন্তান অনাদিকাল দেখে আসছে যে, তারা একই নিয়মে কোনো প্রকার বাধা বিঘ্ন ব্যতিরেকে দায়িত্ব পালন করছে। কারণ তারা কারও হস্তক্ষেপ ছাড়া এক আল্লাহ তা'আলার বান্দা হিসেবে মানুষের সেবা করে যাচ্ছে। আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টিকুলে একমাত্র

www.nagorikpathagar.org

মানবজাতিই নানা সমস্যায় জর্জরিত। সৃষ্টির সেরা আদম সন্তান, অথচ নানা অজুহাতে মারামারি ও ঝগড়া বিবাদে তারা জড়িত হয় এবং নানা সমস্যায় অশান্তিতে জীবন কাটায়। আকাশমণ্ডলীতে ও ভূপৃষ্ঠের সব কিছুর সাহায্য ও সেবা পাওয়া সত্ত্বেও মানব সন্তান অতৃপ্তি ও অশান্তিতে বসবাস করে। তাতে বলা যায়, সৃষ্টিকুলের কেউ নয় বরং আদম সন্তানের স্বাধীন চিত্তের প্রভাবে প্রবৃত্তির চাহিদায় আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত পবিত্র বিধিনিষেধে অবাধ্য প্রকৃতিই দায়ী।

অথচ অন্যান্য সৃষ্টি যেমন : প্রকৃতি, আকাশমণ্ডলীতে সূর্য, চন্দ্র, তারকারাজি, পাহাড় পর্বত, দিন-রাত্রি, জীবজন্তু, গাছপালা এক প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার আদেশে সবসময় নিয়ন্ত্রিত হয়। মানবতার শত্রু শয়তানের কোনো প্রভাব তাদের উপর নেই। উপরন্তু মানুষের মতো আল্লাহ তা'আলার আদেশে অবাধ্য হওয়ার স্বাধীনতাও তাদের নেই। আল্লাহ তা'আলার আদেশ পালনে তারা বাধ্য এবং একমাত্র আল্লাহ তা'আলার ইবাদত তারা করে। আল্লাহ তা'আলার কাছে আত্মসমর্পণ করে তার প্রতি সিজদা অবনত হয়। দিন-রাত্রির পরিবর্তন, সূর্য-চন্দ্রের উদয়-অস্ত নিয়ে আদম সন্তানের কাউকে ভাবতে হয় না। এই প্রক্রিয়ায় কখনো কোনো ব্যতিক্রমও দেখা যায় না। কারণ তারা ধর্মনিরপেক্ষ নয়, সেক্যুলারিজমও তাদের জীবনাদর্শ নয়। আল্লাহ তা'আলার আদেশ মানা, তাঁর বিধানে নিয়ন্ত্রিত হওয়া এবং তার ইবাদত করাই তাদের ধর্ম, তাই তারা অন্য কারও হুকুমের অধীন নয়। এদের সিজদার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ ۖ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ ۗ وَمَنْ يُّهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُّكْرِمٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ.

"তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহকে সিজদা করে যা কিছু আছে আকাশমণ্ডলীতে ও পৃথিবীতে, সূর্য চন্দ্র, নক্ষত্রমণ্ডলী, পর্বতরাজি, বৃক্ষলতা, জীবজন্তু এবং সিজদা করে মানুষের মধ্যে অনেকে? আবার অনেকের প্রতি অবধারিত হয়েছে শাস্তি। আল্লাহ যাকে হেয় করেন তার সম্মানদাতা কেউ নেই; আল্লাহ যা ইচ্ছা তা করেন।" [*২২-সূরা হজ : ১৮*]

সৃষ্টির এই বৈচিত্র্যপূর্ণ বস্তু কীভাবে আল্লাহ তা'আলাকে সিজদা করছে সে ব্যাপারেও আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ ۚ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ۚ ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا.

www.nagorikpathagar.org

"তুমি কি তোমার প্রতিপালকের প্রতি লক্ষ্য কর না কিভাবে তিনি ছায়া সম্প্রসারিত করেন? তিনি ইচ্ছা করলে এটিকে তো স্থির রাখতে পারতেন; অনন্তর আমি সূর্যকে করেছি এর নির্দেশক।" { *২৫-সূরা ফুরকান : ৪৫* }

পূর্ব-পশ্চিমে সূর্যের পরিভ্রমণের সাথে বস্তুর ছায়ার পরিবর্তন হয়। সকালে সূর্য উদয়ের সময় বস্তুর ছায়া থাকে পশ্চিম দিকে অনেক লম্বা, সূর্য পর্যায়ক্রমে উপরের দিকে গমন করতে থাকলে ছায়ার দৈর্ঘ্য কমতে থাকে এবং দুপুর বেলা ছায়ার কোনো অস্তিত্ব আর থাকে না। তারপর সূর্য আস্তে আস্তে পশ্চিম দিকে হেলে পড়তে থাকে, বস্তুর ছায়ার আবির্ভাব আবার ঘটে এবং ছায়া পূর্ব দিকে পর্যায়ক্রমে আগের মতোই বাড়তে থাকে। কাজেই বলা যায়, সূর্যের পূর্ব পশ্চিমে প্রতিদিন গমন করা এবং অস্তিত্ব যদি না থাকতো তাহলে ছায়ারও কোনো অস্তিত্ব থাকতো না। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেছেন সূর্য পূর্ব পশ্চিমে গমন করে নিজেও আল্লাহ তা'আলাকে সিজদা করছে এবং অন্যদেরকেও সিজদা করতে সাহায্য করছে। এমনকি আল্লাহ তা'আলার বান্দারা সূর্যের পরিবর্তনের ভিত্তিতেই নামাযের সময় নির্ধারণ করে।

সৃষ্টিকুলে একমাত্র আদম সন্তানদের এবং জিনদের বৃহত্তর অংশ আল্লাহ তা'আলার প্রতি সিজদা করে না। আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদেও তারা বিশ্বাসী নয় [*এজন্যই অনেকের প্রতি আল্লাহ তা'আলার শাস্তি অবধারিত হয়েছে, উপরোল্লিখিত ২২/১৮ দ্রষ্টব্য*]। ধর্মীয় স্বাধীনতার কারণে একমাত্র মানুষই বিভিন্ন ধর্মাদর্শে বিভক্ত হয়েছে এবং একাধিক পরিচালকের সাহায্যে পরিচালিত হয়। তাই তাদের জীবনাদর্শের মূল ভিত্তি প্রবৃত্তির চাহিদায় সময়ের সাথে পরিবর্তিত হয়। বলতে বাধা নেই যে, আদম সন্তান যদি অন্যান্য সৃষ্টির মতো আল্লাহ তা'আলার প্রদর্শিত বিধানে জীবন যাপন করতো তাহলে তাদের মধ্যেও একটি সুশৃংখল জীবনাদর্শ বলবৎ' থাকতো। সৃষ্টিকুলের সব কিছু যদি ধর্ম নিরপেক্ষতা বা সেক্যুলারিজমের প্রভাবে একাধিক নেতার আদেশে নিয়ন্ত্রিত হতো তাহলে তারাও মানুষ জাতির মতো কক্ষপথের পরিবর্তন করে বিশৃংখলার সৃষ্টি করতো তাতে ভূ-পৃষ্ঠের ও সৌরজগতের কোনো কিছুই অস্তিত্বে থাকতো না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

مَا اتَّخَذَ اللّٰهُ مِنْ وَّلَدٍ وَّمَا كَانَ مَعَهٗ مِنْ اِلٰهٍ اِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ اِلٰهٍۭ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ؕ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ۙ

"আল্লাহ কোনো সন্তান গ্রহণ করেননি এবং তার সঙ্গে অপর কোনো ইলাহ নেই; যদি থাকত তবে প্রত্যেক ইলাহ স্বীয় সৃষ্টি নিয়ে পৃথক হয়ে যেত এবং একে অপরের উপর প্রাধান্য বিস্তার করতো। তারা যা বলে তা হতে আল্লাহ কত পবিত্র।" {*২৩-সূরা মু'মিনুন : ৯১*}

www.nagorikpathagar.org

لَوْ كَانَ فِيهِمَآ اٰلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا ج فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُوْنَ.

"যদি আল্লাহ ব্যতীত বহু ইলাহ থাকত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে, তবে উভয়ই ধ্বংস হয়ে যেত। অতএব তারা যা বলে তা হতে আরশের অধিপতি আল্লাহ পবিত্র, মহান।" {*২১-সূরা আম্বিয়া : ২২*}

قُلْ لَّوْ كَانَ مَعَهٗٓ اٰلِهَةٌ كَمَا يَقُوْلُوْنَ اِذًا لَّابْتَغَوْا اِلٰى ذِى الْعَرْشِ سَبِيْلًا.

"বল, 'তাদের কথামতো যদি তার সাথে আরও ইলাহ থাকত তবে তারা আরশের অধিপতির প্রতিবন্ধকতা করার উপায় অন্বেষণ করতো।" {*১৭-সূরা বনী ইসরাঈল : ৪২*}

অতএব বলার অপেক্ষা রাখে না যে, মানুষ যখন আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত জীবনাদর্শ ছেড়ে ধর্মনিরপেক্ষতার ধর্ম বা আদর্শ গ্রহণ করে তখন তাদের জীবনাদর্শ সৃষ্টির পেছনে ও পরিচালনায় একাধিক পরিচালক থাকে। পরিচালকদের ক্ষমতা ও আধিপত্য বিস্তারে যে সমস্ত বিধিব্যবস্থা সৃষ্টি হয়, সেটি কোনো অবস্থাতেই স্থায়ী ব্যবস্থা হতে পারে না কারণ পরিচালক পরিবর্তনের সাথে বিধিব্যবস্থারও কিছু পরিবর্তন হয়। তাই মানুষের কল্যাণে এই কৃত্রিম ব্যবস্থা বেশি দিন উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারে না। ফলে মানুষকে সার্বিকভাবে স্বস্তি ও শান্তি দিতে পারে না। শয়তানই "মানুষ শয়তান" সেজে সাময়িকভাবে মানুষের বন্ধু হিসেবে প্রগতির নামে ধর্মনিরপেক্ষতার মাধ্যমে মিথ্যা আশ্বাসের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাদেরকে বিপথে ধ্যানমগ্ন রাখে।

মানবজাতির সাথে অন্যান্য সৃষ্টির তফাত হলো মানুষ জাতির সত্য ও অসত্য পথ গ্রহণের স্বাধীনতা আছে। আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত জীবনাদর্শ গ্রহণ করা অথবা না করার স্বাধীনতা তার আছে। মানব সন্তানের ধর্মীয় ও ভালো-মন্দ বেছে নেয়ার যে স্বাধীনতা থাকবে, সে ব্যাপারে আদম ও হাওয়া (আ.)-কে পৃথিবীতে প্রেরণ করার সময় আল্লাহ তা'আলা বলেছিলেন–

قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا ج فَاِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِّنِّىْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَاىَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ. وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ج هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ.

"আমি বললাম, 'তোমরা সকলেই এই স্থান থেকে নেমে যাও। পরে যখন আমার পক্ষ হতে তোমাদের নিকট সৎপথের কোনো নির্দেশ আসবে তখন যারা আমার সৎপথের নির্দেশ অনুসরণ করবে [*সৎপথ অনুসরণ করা বা না করার স্বাধীনতা তাদের থাকবে*] তাদের কোনো ভয় নেই তারা দুঃখিতও হবে না। যারা কুফরি [*তাওহীদকে*

www.nagorikpathagar.org

অস্বীকার] করে ও আমার নিদর্শনসমূহকে [*সব আসমানী কিতাব, বেহেশত, দোযখ, আসমান-জমিনের অন্যান্য সৃষ্টি ও নবী-রাসূল ইত্যাদি*] অস্বীকার করে তারাই অগ্নিবাসী- সেখানে তারা স্থায়ী হবে।" { *২-সূরা বাকারাহ : ৩৮-৩৯* }

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার মনোনীত নবী-রাসূল এবং তাঁদের আনীত আসমানী কিতাবে বিশ্বাসী হয়ে যারা এই কিতাবে প্রদত্ত জীবনাদর্শ গ্রহণ করবে তারাই আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ প্রাপ্ত হবে। আর অন্যেরা ব্যক্তি এবং ধর্মীয় স্বাধীনতার অপব্যবহারে ধর্ম ছাড়া, নির্দিষ্ট কোনো জীবনাদর্শ ছাড়া, মানুষ শয়তান হিসেবে শয়তানের অনুসারী হয়ে, আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ, দয়া ও রহমত থেকে বঞ্চিত থাকবে। আল্লাহ তা'আলা অনুগ্রহ বলতে শুধুমাত্র দুনিয়ার জীবনে ধন-সম্পত্তির কথাই বলা হয়নি বরং শেষ বিচার দিবসে আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত শাস্তি থেকে মুক্তি পেয়ে অনন্তকালের জন্য বেহেশতে প্রবেশ করার অনুমতি পাওয়া হলো সবচেয়ে বড় অনুগ্রহ এবং সৌভাগ্যের বিষয়। তাওহীদে বিশ্বাস এবং আল্লাহ তা'আলার প্রদর্শিত জীবনাদর্শের মূল্যবোধে বিশ্বাস ও জীবন-যাপনে যথাযথভাবে প্রয়োগ করা ব্যতিরেকে এবং আল্লাহ তা'আলার রহমত ছাড়া কেউ উভয় জগতেই এই অনুগ্রহ প্রাপ্ত হতে পারবে না। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰٓـئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ ۚ وَحَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا . ذٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّٰهِ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ عَلِيْمًا .

"কেউ আল্লাহ এবং রাসূলের আনুগত্য করলে সে নবী, সত্যনিষ্ঠ, শহীদ ও সৎকর্মপরায়ণ যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন, তাদের সঙ্গী হবে এবং তারা কত উত্তম সঙ্গী। এটি আল্লাহর অনুগ্রহ। জ্ঞানে আল্লাহই যথেষ্ট।" { ৪-সূরা নিসা : ৬৯-৭০ }

উপরোক্ত আলোচনা থেকে অনুমেয় যে, ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তিতে শাসন এবং তার প্রগতির জন্য নিজের বিবেক-বুদ্ধি, ধীশক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করায় বর্তমানে মানব সভ্যতা ধ্বংসস্তূপের উপর দাঁড়িয়ে আছে। অতএব সৃষ্টির অন্যান্য বস্তুর মতই তাদেরকেও আল্লাহ তা'আলার কাছে আত্মসমর্পণ করে তার প্রদত্ত জীবনাদর্শের ভিত্তিতে সংবিধানের মূল ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, বিশেষভাবে মুসলিমদের জন্য এটি ফরয দায়িত্ব।

হেদায়াত এবং আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ প্রাপ্ত হওয়ার জন্য আদম সন্তানকে আন্তরিকভাবে চেষ্টা করতে হয়। নিজের বিবেক বুদ্ধি দিয়ে যাচাই করে মন্দের

www.nagorikpathagar.org

পরিবর্তে ভালো বেছে নিতে হবে। আল্লাহ তা'আলা আদম সন্তানকে সৃষ্টি করে, জ্ঞান বুদ্ধি দিয়ে সমৃদ্ধ করে সৃষ্টির সেরা করেছেন, আসমানী কিতাব ও নবী-রাসূল পাঠিয়ে সৎপথের সন্ধান দিয়েছেন, তাই নিজের জন্য ভালো বেছে নেয়ার দায়িত্ব তার নিজের। আল্লাহ তা'আলা কারও অবস্থার পরিবর্তন করেন না, যদি সে নিজের অবস্থার পরিবর্তনের চেষ্টা না করে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

... إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ...

"...এবং আল্লাহ কোনো সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা নিজ অবস্থা নিজে পরিবর্তন করে।..." {১৩-সূরা রা'দ : ১১}

যারা নিজের অবস্থা পরিবর্তনের চেষ্টা করবে নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সাহায্য করবেন। অর্থাৎ হেদায়াত পাওয়ার চেষ্টা যারা করবে, তারা আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহে নিশ্চয় হেদায়াত প্রাপ্ত হবে। আল্লাহ তা'আলা ন্যায় বিচারক, তাঁর বান্দার প্রতি অপরিসীম দয়ালু ও ক্ষমাশীল। অবস্থা পরিবর্তন সম্পর্কে একটি বিষয় পরিষ্কার হওয়া দরকার যে, মানুষ সাধারণত অবস্থার পরিবর্তন বলতে বুঝে থাকে আর্থিকভাবে উন্নতি সাধন করাকে। বস্তুত এই ধরনের চিন্তাভাবনা সম্পূর্ণরূপে অমূলক। কারণ একটি দুর্নীতি মুক্ত, শোষণহীন, মানবাধিকার ও ন্যায়বিচার এবং অর্থনৈতিক বৈষম্যহীন সুনিশ্চিত সমাজ গড়ে তুলতে শুধুমাত্র আর্থিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ অবস্থা দিয়ে সম্ভব নয়।

বর্তমানে অনেক দেশই ধন-সম্পদে সমৃদ্ধ তবুও এই সমস্ত দেশে সামাজিক, অর্থনৈতিক, ন্যায়বিচারের ও ধর্মীয় বৈষম্য, দুর্নীতি, শোষণ এবং সাম্প্রদায়িকতা ও বৈষম্যমূলক আচরণ সুস্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত। এই অনৈতিক কার্যকলাপের পেছনে রয়েছে ধর্মীয় বিশ্বাসে দুর্বল ঈমান, ঈমানহীন আত্মা ও শয়তানিক চরিত্র এবং নৈতিক চরিত্রের অবক্ষয় ও ধর্মীয় মূল্যবোধের অধঃপতন এবং আল্লাহ তা'আলার কাছে জবাবদিহিতার ভয়হীনতা। তাই একটি জাতির সার্বিক উন্নতির জন্য প্রথমে দরকার, ধর্মীয় মূল্যবোধের আলোকে আত্মসংশোধন ও পরিশোধনের মাধ্যমে আধ্যাত্মিকভাবে উন্নতি, ধর্মীয় মূল্যবোধের জাগরণ। এক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে প্রত্যেক ব্যক্তির কর্মের জন্য আল্লাহ তা'আলা এবং জনগণের কাছে জবাবদিহিতার ভয়।

www.nagorikpathagar.org

অধ্যায়-৪

নাফস

"নাফস" আরবী শব্দ। আল-কুরআনে আদম সন্তানের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহার বুঝানোর জন্য আল্লাহ্ তা'আলা 'নাফস' শব্দ ব্যবহার করেছেন। "নাফস" শব্দের অর্থ মানুষ অথবা আত্মা বা অন্তঃকরণ [Soul]। "নাফস" বা আত্মা ছাড়া মানব প্রকৃতি ধারণ করা যায় না। আদমের নশ্বর মাটির দেহে রূহ বা আত্মা ফুঁকে দেয়ার পরই মনুষ্য প্রকৃতি ধারণ করেছিলেন। তবে মানুষ ধর্মীয় বিশ্বাস ও অবস্থার ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রকৃতি গ্রহণ করে থাকে। সে ভালো প্রকৃতি [আল্লাহ্ তা'আলার অনুগত] অথবা খারাপ প্রকৃতি [শয়তানের অনুগত] গ্রহণ করায় সমানভাবে যোগ্যতাসম্পন্ন। মানুষ তার আত্মা (নাফস) দেখতে পায় না এবং স্পর্শ করতে পারে না। মানুষের শরীরে Ocular vision [*চক্ষু দিয়ে দেখা*] আছে, যার মাধ্যমে সে বাইরের বস্তু দেখতে পায়। Spirit [*স্পিট বা রূহ, মানুষের নৈতিক ও মানসিক শক্তি*] এবং নাফস [*আত্মা বা Soul*] হল, মানুষের innervision [*অন্তরদৃষ্টি*], যার সাহায্যে সে নিজের আধ্যাত্মিক বিষয় অনুভব করতে পারে। অতএব বাইরের চক্ষুর মতো নাফস যে প্রতিটি মানুষের দেহে একটি বাস্তব অস্তিত্ব সেটি বুঝানোর জন্য আল-কুরআনের একাধিকবার অন্যান্য বাস্তব বস্তুর মতোই "নাফসের" মাধ্যমেও আল্লাহ্ তা'আলা শপথ করেছেন। আদম সন্তানের অতি পরিচিত বা বাস্তব এবং সত্য কোনো বস্তু ব্যতিরেকে আল্লাহ্ তা'আলা শপথ করেননি। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন–

وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰىهَا.

"শপথ নাফসের [*আদম অথবা মানুষ*] এবং তার [*আল্লাহ্ তা'আলার*] যিনি তাকে [*মানুষকে*] সুঠাম করেছেন।" { *৯১-সূরা শামস : ৭*}

لَآ اُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ. وَلَآ اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ.

"আমি শপথ করছি কিয়ামত দিবসের, আরও শপথ করছি তিরস্কারকারী আত্মার (*নাফসের*)।" { *৭৫-সূরা কেয়ামা : ১-২* }

আয়াতে উল্লিখিত বস্তুগুলো যে বাস্তব, সেটি বুঝানোর জন্য আল-কুরআনে আল্লাহ্ তা'আলা আরো বাস্তব বস্তুর মাধ্যমে শপথ করেছেন, যা মানুষ প্রতিদিন সুস্পষ্টভাবে অবলোকন করছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন–

www.nagorikpathagar.org

وَالشَّمْسِ وَضُحٰهَا. وَالْقَمَرِ اِذَا تَلٰهَا. وَالنَّهَارِ اِذَا جَلّٰهَا. وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰهَا. وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنٰهَا. وَالْاَرْضِ وَمَا طَحٰهَا.

"শপথ সূর্যের এবং তার কিরণের, শপথ চন্দ্রের, যখন তা সূর্যের পর আবির্ভূত হয়, শপথ দিবসের, যখন সে তাতে প্রকাশ করে, শপথ রজনীর, যখন সে তাকে আচ্ছাদিত করে, শপথ আকাশের এবং যিনি তা নির্মাণ করেছেন তাঁর [*আল্লাহ তা'আলার*] শপথ পৃথিবীর এবং যিনি তাকে বিস্তৃত করেছেন তাঁর [*আল্লাহ তা'আলার*]।" {*৯১-সূরা শামস : ১-৬*}

এই বস্তুগুলো প্রতিদিন চোখের দৃষ্টিতে আদম সন্তান দেখছে, শুধুমাত্র বিচার দিবস এখনো দেখেনি এবং আল্লাহ তা'আলাকেও তারা দেখতে পারে না। কিন্তু মুসলিম উম্মাহ আসন্ন বিচার দিবসকে সত্য বলে বিশ্বাস করে এবং আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির সব নিদর্শনের মধ্যে ও নবী-রাসূলদের মাধ্যমে প্রদত্ত কিতাবে বর্ণিত ঘটনায় তারা আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব সম্পর্কে জানতে পারে এবং অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে তার অস্তিত্বকে অনুভব করে। ফলে মুসলিম উম্মাহ মনে প্রাণে আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্বকে সত্য বলে বিশ্বাস করে এবং তাকে না দেখে ভয় করে। তাই নিঃসন্দেহে বলা যায়, উপরোক্ত আয়াতের সকল বস্তুর মতই মানব "নাফস" বাস্তব এবং সত্য। মানুষের রূহ [*spirit বা মানসিক শক্তি*] এবং "নাফস" অথবা আত্মা প্রকৃতপক্ষে একই বস্তু যদিও অবস্থার প্রেক্ষিতে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার হয়ে [*রূহকে আধ্যাত্মিক এবং নাফসকে পার্থিব কারণে*] থাকে। আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করার পর সকল আদম সন্তানের রূহ পিতার পৃষ্ঠদেশ [*Loin*] থেকে বের করে এক সাথে আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন, আল-কুরআন থেকে সেটি জানা যায়–

وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْۢ بَنِيْٓ اٰدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَاَشْهَدَهُمْ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ ۚ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ؕ قَالُوْا بَلٰى ۚ شَهِدْنَا ۚ اَنْ تَقُوْلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا غٰفِلِيْنَ.

"স্মরণ কর, তোমার প্রতিপালক আদম সন্তানের পৃষ্ঠদেশ থেকে তার বংশধরকে বের করেন এবং তাদের নিজদের সম্বন্ধে স্বীকারোক্তি গ্রহণ করেন এবং বলেন, 'আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই?' তারা বলে, 'নিশ্চয়ই; আমরা সাক্ষী রইলাম।' এই স্বীকৃতি গ্রহণ এইজন্য যে, তোমরা যেন কেয়ামতের দিন না বলো, 'আমরা তো এ বিষয়ে গাফেল ছিলাম'।" {*৭-সূরা আরাফ : ১৭২*}

এ ব্যাপারে Abu Hurayrah (RA) said that the Messenger of Allah (SA) said, "When Allah created Adam, He wiped Adam's back and every person [*Ruh*] that He will

www.nagorikpathagar.org

create from him [*Adam*] until the Day of Resurrection fell out from his back. Allah placed a glimmering light between the eyes of each one of them. Allah showed them to Adam and Adam asked, 'O Lord! Who are they?' Allah said, 'these are your offspring.' Adam saw a man from among them whose light he liked. He asked, 'O Lord! Who is this man? Allah said, 'This is a man from the latter generations of your offspring. His name is Dawud.' Adam said, 'O Lord! How many years would he live?' Allah said, 'Sixty years.' Adam said, 'O Lord? I have forfeited forty years from my life for him.' When Adam's life came to an end, the angel of death came to him (*to take his soul*). Adam said, 'I still have forty years from my life term, don't I?' He said, 'Have you not given it to your son Dawud?' So Adam denied that and his offspring followed suit (*denying Allah's covenant*), Adam forgot and his offspring forgot, Adam made a mistake and his offspring made mistakes" [*Tirmidhi 8:457 Hadith scholar stated that this is a hasan hadith, Ibn Kathir, Vol. 4, Page 202*].

অনুবাদ : আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলে পাক (সা.) বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা যখন আদমকে সৃষ্টি করলেন তখন তার পিঠে হাত বুলালেন। এতে তার যে সব সন্তান-সন্ততি কেয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করবেন এবং সব প্রাণই *[রূহ]* তার পিঠ থেকে বের হয়ে এলো। প্রত্যেকটি মানুষের দু'চোখের মাঝে জ্যোতির ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ করলেন। এরপর তাদের আদম (আ.)-এর সামনে পেশ করলেন এবং আদম জিজ্ঞেস করলেন, হে প্রভু! এরা কারা? মহান আল্লাহ বললেন: এরা তোমার বংশধর। আদম (আ.) এদের আরো একজনকে দেখলেন। তার দু'চোখের মাঝের উজ্জ্বলতায় তিনি আশ্চর্যান্বিত হলেন। তিনি বললেন: হে আমার প্রভু! এটি কে? আল্লাহ তা'আলা বললেন: এ হলো তোমার সন্তানদের শেষের দিকের উম্মাতদের একজন। তার নাম দাউদ। আদম (আ.) বললেন: হে আমার প্রভু! তার বয়স কত নির্ধারণ করেছেন? মহান আল্লাহ বললেন: ষাট বছর।

www.nagorikpathagar.org

আদম (আ.) বললেন: হে আমার প্রভু! আমার বয়স থেকে চল্লিশ বছর একে দিয়ে দিন। পরে আদমের (আ.) বয়স শেষ হলে মৃত্যুর ফিরিশতা তার জান কবয করতে এলেন। আদম (আ.) বললেন: আমার বয়স থেকে তো চল্লিশ বছর বাকী। মৃত্যুর ফিরিশতা বললেন: আপনি তো তা আপনার বংশধর দাউদকে দিয়েছিলেন। আদম (আ.) অস্বীকার করলেন ফলে তার বংশধররাও অস্বীকার করে, আদম (আ.) ভুলে যান তার সন্তানরাও ভুলে যায়; আদম ভুল করেন তার সন্তানরাও ভুল করে। *[তিরমিযী-৩০৭৬]*

উপরোক্ত আয়াত এবং হাদীস থেকে স্পষ্ট যে, কেয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীতে আগন্তুক সব আদম সন্তানের রূহ আল্লাহ তা'আলা এক সাথে সৃষ্টি করেছেন। মাতৃগর্ভে মানব দেহের আকৃতিতে রূপান্তর হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তারা আল্লাহ তা'আলার কাছে জমা থাকে বা আছে। রূহ সম্পর্কে রাসূল (সা.)-কে প্রশ্ন করা হলে আল্লাহ তা'আলা নাযিল করলেন–

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ ط قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّىْ وَمَآ اُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلاَّ قَلِيْلاً.

"তোমাকে তারা রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বল, 'রূহ আমার প্রতিপালকের আদেশে ঘটিত*।' এবং তোমাদেরকে সামান্য জ্ঞানই দেয়া হয়েছে।" *{১৭-সূরা ইসরা : ৮৫}*

**[আদেশ করেন 'হও তাতে হয়ে যায়', কুন ফা ইয়াকুন, পরবর্তীতে এ ব্যাপারে ইনশাআল্লাহ আরো বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হবে]*

এই আয়াত থেকে আরো স্পষ্ট যে, রূহ সৃষ্টি হয়েছে আল্লাহ তা'আলার আদেশে। কাজেই রূহের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আর কারোর প্রকৃত জ্ঞান নেই। রূহ যেহেতু মানব শরীরের মতো রক্ত-মাংসে সৃষ্টি নয় সেহেতু বৈজ্ঞানিক উপায়ে রূহ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার কোনো ব্যবস্থা আজ পর্যন্ত কেউ আবিষ্কার করতে পারেনি। তবে আল-কুরআন ও হাদীসের সাহায্যে রূহ সম্পর্কে সামান্য জ্ঞান অর্জন করা যায়, সেটিও আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতে উল্লেখ করে বলেছেন **"তোমাদেরকে *সামান্য জ্ঞানই দেয়া হয়েছে*"**। কাজেই রূহ এবং নাফস বা আত্মার মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে আলেমদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। তবে ইবনে কাসীর (র.)-এর তাফসীরে রূহ এবং আত্মার সম্পর্কের বোধগম্য একটি ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। As-Suhayili mentioned the dispute among the scholars over whether the *Ruh* is the same as the *Nafs*, or something different. He stated that it (*Ruh*) is light and soft, like air, flowing through the body like water through the veins of a tree. <u>He states that the</u>

www.nagorikpathagar.org

Ruh which the angel breaths [*পরবর্তীতে এ ব্যাপারে হাদীস উল্লেখ করা হবে, ইনশাআল্লাহ*] into the fetus is the *Nafs* , provided that it joins the body and acquires certain qualities because of it, whether good of bad. So then it is either a soul in complete rest and satisfaction, as Allah (SWT) says in surah Al-Fajr, ayah # 27: হে প্রশান্ত চিত্ত {যে চিত্ত আল্লাহর স্মরণেই শান্তি লাভ করে}, or inclined to evil, as Allah (SWT) says in surah Yusuf, ayah # 53: --মানুষের মন অবশ্যই মন্দকর্মপ্রবণ---, just as water is the life of the tree, then by mixing with it, it produces something else, so that if it mixes with grapes and the grapes are then squeezed, it becomes juice or wine. Then it is no longer called water, except in a metaphorical sense. Thus we should understand the connection between *Nafs* and *Ruh*; the *Ruh* is not called *Nafs* except when it joins the body and is affected by it. So in conclusion, we may say; the *Ruh* is the origin and essence, and the *Nafs* consists of the *Ruh* and its connection to the body. So they are the same in one sense [*যতক্ষণ পর্যন্ত শরীরের সাথে সংযুক্ত থাকে*] but not in another [*জন্মের পূর্বে এবং মৃত্যুর পরে*]. This is a good explanation, and Allah knows best. [*ইবনে কাসীর, সূরা আল-ইসরার তাফসীর, ইংরেজী অনুবাদ, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ৭৮*]।

পার্থিব জীবনে রূহ এবং আত্মা একই বস্তু। এ প্রসংগে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَـٰئِكَةِ إِنِّىْ خَالِقٌۢ بَشَرًا مِّنْ طِيْنٍ. فَإِذَا سَوَّيْتُهٗ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِىْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ.

"স্মরণ কর, তোমার প্রতিপালক ফিরিশতারেদকে বলেছিলেন, 'আমি মানুষ সৃষ্টি করছি কর্দম থেকে। যখন আমি তাকে সুষম করবো এবং তাতে [*আদম*] আমার রূহ [*আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি রূহ অথবা তার শব্দ 'কুন ফা ইয়াকুন' অর্থাৎ 'হও আর হয়ে যায়'*] সঞ্চার করবো, তখন তোমরা তার প্রতি সিজদাবনত হও।" { *৩৮-সূরা সাদ : ৭১-৭২* }

www.nagorikpathagar.org

এই আয়াতে রূহ [spirit] এবং নাফস [আত্মা]-কে আল্লাহ তা'আলা একই বস্তু হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। আদম সন্তানের শরীর সৃষ্টি হয়েছে মাটি থেকে, আর রূহ [*রূহ শরীরের সাথে সংযুক্ত হওয়ার পর আত্মাতে পরিণত হয়*] আল্লাহ তা'আলার শব্দ বা আদেশ [*আমরাল্লাহ, "হও" বা হয়ে যাও*]। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা কোনো কিছু সৃষ্টির ইচ্ছা করলে শুধু বলেন "কুন ফা ইয়াকুন" অর্থাৎ To be, it is বা 'হও" আর সেটি হয়ে যায়। এই ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা আরও বলেছেন–

بَدِيعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۖ وَاِذَا قَضٰى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ.

"আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা এবং যখন তিনি কিছু করতে সিদ্ধান্ত করেন শুধু বলেন, "হও" আর তা হয়ে যায়।" {*২-সূরা বাকারাহ : ১১৭*}

هُوَ الَّذِيْ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ۚ فَاِذَا قَضٰى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ.

"তিনিই জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান এবং যখন তিনি কিছু করা স্থির করেন তখন তিনি বলেন, 'হও এবং তা হয়ে যায়।" {*৪০-সূরা মু'মিন : ৬৮*}

রূহ-শব্দের সাথে জড়িত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে আরও আলোচনার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। কারণ খৃষ্টান ও মুসলিম উম্মাহ বিশ্বাস করে, মানুষ সৃষ্টির প্রচলিত পদ্ধতি থেকে ভিন্নভাবে মানব পিতা ছাড়া ঈসা (আ.)-কে আল্লাহ তা'আলার আদেশ দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। এজন্যই ঈসা (আ.)-কে বলা হয় *আল্লাহ তা'আলার শব্দ অথবা আল্লাহ তা'আলার আদেশ অথবা Word Of Allah অথবা রূহ আল্লাহ অথবা Spirit Of Allah ইত্যাদি।* সুতরাং মানুষের রূহ [*Spirit*] যা দেহের সাথে সংযুক্ত হয়ে আত্মায় পরিণত হয়, তা হলো আল্লাহ তা'আলার আদেশ, Spirit অথবা শব্দ "হও" [to be]। মানব সন্তান মাতৃগর্ভে ভ্রূণ থাকা অবস্থায় আল্লাহ তা'আলা কীভাবে এবং কখন ফিরিশতা দিয়ে মানুষের দেহে রূহ সংযোগ করেন অতঃপর তা আত্মায় পরিণত হয়, এ সম্পর্কে *আবদুল্লাহ (রা.) বর্ণনা করেন, সত্যবাদী ও সত্যের মূর্ত প্রতীক রাসূল (সা.) বলেছেন : তোমাদের প্রত্যেকের সৃষ্টির উপাদান (জন্মকালে) মাতৃগর্ভে চল্লিশ দিন পর্যন্ত জমাট বাঁধতে থাকে। তারপর তা অনুরূপভাবে [চল্লিশ দিনে] জমাটবদ্ধ রক্তপিণ্ডে রূপ নেয়। পুনরায় তদরূপ [চল্লিশ দিনে] গোশতের টুকরায় পরিণত হয়। অতঃপর আল্লাহ চারটি কথার নির্দেশসহ তার কাছে একজন ফিরিশতা প্রেরণ করেন। সে [ফিরিশতা] তার আমল, মৃত্যু, রিযিক এবং পাপিষ্ঠ হবে না-কি নেক্কার, এসব লিখে দেয়। এরপর তার মধ্যে রূহ ফুঁকে দেয়া হয় [আল্লাহ তা'আলার শব্দ অথবা 'কুন ফা ইয়াকুন']। [সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড ৪, ৫৪৯ ইংরেজী অনুবাদ]*

www.nagorikpathagar.org

গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ঈসাকে (আ.) যে "রূহুল্লাহ" বলা হয়। এ ব্যাপারে খৃষ্টানদের মতো মুসলিম উম্মাহর বিভ্রান্ত হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। কারণ, **প্রথমত :** পুরুষের সংস্পর্শে আসা ব্যতিরেকে মরিয়ম (আ.)-এর অন্তঃসত্ত্বা হওয়া এবং ঈসা (আ.)-এর জন্মের সুস্পষ্ট বর্ণনা আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলা দিয়েছেন। **দ্বিতীয়ত :** ঈসার (আ.) মতো আল্লাহ তা'আলার নামের সাথে সংযুক্ত Noun হিসেবে আরও অনেক বাস্তব বস্তু রয়েছে। বাইতুল্লাহ [*আল্লাহর ঘর কা'বা*]; রাসূলুল্লাহ [*আল্লাহর রাসূল*] এবং আবদুল্লাহ [*আল্লাহর বান্দা বা আবদ*] উল্লেখ্য। আল্লাহ তা'আলাই একমাত্র মা'বুদ, তারই ইবাদত আমরা করি এবং আমরা অন্য কারোর গোলাম নই, আবদুল্লাহ শব্দ দিয়ে এসব বুঝানো হয়। অর্থাৎ অন্য কারোর হুকুম, আদেশ বা spirit বা শব্দের মাধ্যমে মানুষের রূহ সৃষ্টি করা হয়নি। অন্যান্য মানুষের মতো ঈসা (আ.) যে আল্লাহ তা'আলার আদেশ, Spirit বা Word বা শব্দ, এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

إِذْ قَالَتِ الْمَلَٰئِكَةُ يَٰمَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِى الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ. قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِى وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِى بَشَرٌ ۖ قَالَ كَذَٰلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ.

"স্মরণ কর, যখন ফিরিশতাগণ বললো, হে মরিয়ম! আল্লাহ তোমাকে তার পক্ষ থেকে একটি কালেমার [*শব্দ বা হও ('কুন')*] সুসংবাদ দিচ্ছেন। তার নাম মসীহ ঈসা ইবনে মরিয়ম। সে ইহলোকে ও পরলোকে সম্মানিত এবং সান্নিধ্য প্রাপ্তদের অন্যতম হবে। সে [*মরিয়ম*] বললো, হে আমার প্রতিপালক। আমাকে কোনো পুরুষ স্পর্শ করেনি আমার সন্তান হবে কিভাবে? তিনি বললেন, এইভাবেই আল্লাহ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। তিনি যখন কিছু স্থির করেন তখন বলেন 'হও' [*To be বা শব্দ, word*] এবং তা হয়ে যায়।" {*৩-সূরা আলে ইমরান : ৪৫, ৪৭*}

মানুষ সৃষ্টির সাথে ঈসার (আ.) সৃষ্টির মধ্যে পার্থক্য এই যে, তাঁর বাবা ছিলো না কিন্তু তার জন্মের আর বাকী সবই অন্য মানুষের মতো। তিনি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত মাতৃগর্ভে ছিলেন এবং মানব সন্তানের মতোই তিনি মাতৃগর্ভ থেকে প্রকৃতিগতভাবে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন। তদুপরি ঈসার (আ.) মাতা মরিয়মও (আ.), অন্যান্য মাতাদের মতো ঈসার (আ.) জন্মের সময় প্রসব বেদনায় কষ্ট পেয়েছিলেন। এ প্রসংগে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

www.nagorikpathagar.org

فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهٖ مَكَانًا قَصِيًّا . فَاَجَاءَهَا الْمَخَاضُ اِلٰى جِذْعِ النَّخْلَةِ ج قَالَتْ
يٰلَيْتَنِيْ مِتُّ قَبْلَ هٰذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَّنْسِيًّا .

"তারপর সে [*মরিয়ম*] গর্ভে তাকে [*ঈসা*] ধারণ করলো; অতঃপর তাসহ এক দূরবর্তী স্থানে চলে গেল; প্রসব-বেদনা তাকে এক খেজুর-বৃক্ষ তলে আশ্রয় নিতে বাধ্য করলো। সে বললো, 'হায়, এর পূর্বে আমি যদি মরে যেতাম ও লোকের স্মৃতি থেকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হতাম!" { *১৯-সূরা মরিয়ম : ২২-২৩* }

ঈসার (আ.) জন্মের বর্ণনা দিতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা আদমের (আ.) সৃষ্টির সাথে তুলনা করে উপমা দিয়েছেন। আদমকে (আ.) সৃষ্টি করেছিলেন মা-বাবা ছাড়া, তবুও আদম সন্তান কেউ কখনোই দাবি করেননি যে, আদম এবং হাওয়া (আ.) আল্লাহ তা'আলার পুত্র এবং কন্যা। মা-বাবার সম্পৃক্ততা ছাড়া সৃষ্টি হলেও তাদের সৃষ্টিতে কেউ আশ্চর্য হয় না। বরং কিতাবীদের সকলেই [*ইয়াহুদী, খৃষ্টান এবং মুসলিম*] কোনো প্রকার বিতর্ক এবং প্রশ্ন ছাড়া বিশ্বাস করেন আল্লাহ তা'আলা মাটি থেকে আদমকে (আ.) সৃষ্টি করেন এবং তার দেহে আত্মা ফুঁকে দেন আল্লাহ তা'আলার শব্দ "হও" দিয়ে, আর সে হয়ে গেল। তর্কের খাতিরে বলতে বাধা নেই যে, পুত্র হিসেবে কাউকে গ্রহণ করলে আদম (আ.)ই প্রথম সারিতে থাকার কথা। ঈসার (আ.) বাবা না থাকলেও মা ছিলেন এবং অন্য মানুষের মতো ঈসা (আ.) মাতৃগর্ভে ছিলেন। তাই তার জন্ম এবং সৃষ্টি নিয়ে আশ্চর্য ও বিভ্রান্ত হওয়ার যৌক্তিক কোনো কারণ নেই। এ বিষয়টিও স্মরণ করিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

اِنَّ مَثَلَ عِيْسٰى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ ط خَلَقَهٗ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ .
اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِّنَ الْمُمْتَرِيْنَ .

"আল্লাহর নিকট ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের দৃষ্টান্ত সদৃশ। তাকে [*আদম*] মৃত্তিকা থেকে সৃষ্টি করেছিলেন, অতঃপর তাকে বলেছিলেন, 'হও' ফলে সে হয়ে গেল। এই সত্য তোমার প্রতিপালকের নিকট থেকে; সুতরাং সংশয়বাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।" { *৩-সূরা আলে-ইমরান : ৫৯-৬০*}

অথবা নাফস বা আত্মা ছাড়া মানুষের শরীরের কোনো গুরুত্ব নেই। রূহের সম্পৃক্ততাই মানুষের শরীরে সব ধরনের অনুভূতি, দুঃখে কষ্টে বেদনার সৃষ্টি করে। ভালো-মন্দ চাহিদার কারণে রূহ পরিণত হয় আত্মায়। মানুষের দেহ থেকে রূহ বা

www.nagorikpathagar.org

আত্মা যখন প্রস্থান করে তখন মানুষের মৃত্যু হয়। মৃত মানুষের শরীরে কোনো অনুভূতি এবং বেদনা আর থাকে না। মানুষের শরীর মাটি থেকে তৈরি তাই রূহ ছাড়া মানুষের শরীর মাটির মতো। মৃত্যুর পরে মানুষের শরীর মাটিতেই মিশে যায় আর রূহ আল্লাহ তা'আলার কাছে ফিরে যায়। শেষ বিচার দিবসে প্রতিটি আদম সন্তানকে মাটি থেকেই বের করে শরীরে আবার রূহ সংযোগ করবেন। তাতে প্রতিটি মানুষই পার্থিব জীবনের অবিকল আকৃতি নিয়ে বিচারের জন্য আল্লাহ তা'আলা সম্মুখে হাজির হবে। মৃত্যর পর মাটিতে মিশে যাওয়া এবং মাটি থেকে আবার বের করে আনার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন−

قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ.

"তিনি [*আল্লাহ তা'আলা*] বললেন, 'সেখানে [*পৃথিবী*] তোমরা জীবন যাপন করবে, সেখানেই তোমাদের মৃত্যু হবে [*মাটিতে মিশে যাবে*] এবং সেখান থেকেই তোমাদেরকে বের করে আনা হবে।" { ৭-সূরা আরাফ : ২৫ }

জন্মের আগে প্রতিটি মানুষের পূর্ব সৃষ্টি রূহ যেরূপ আল্লাহ তা'আলার কাছে জমা থাকে, অনুরূপ মৃত্যুর পরেও রূহ আবার আল্লাহ তা'আলার কাছে ফিরে গিয়ে "বারযাখে [*অন্তরায়*]" জমা হয়। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন−

حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ. لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ ج

كَلَّا ج إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا ط وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ.

"যখন তাদের [*অবিশ্বাসীদের*] কারও মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন সে বলে, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে পুনরায় প্রেরণ কর, 'যাতে আমি সৎকর্ম করতে পারি যা আমি পূর্বে করিনি।' না, এটি হবার নয়। এ তো তার একটি উক্তি মাত্র। তাদের সম্মুখে বারযাখ [*প্রতিবন্ধক বা অন্তরায়*] থাকবে পুনরুত্থান [কেয়ামত] দিবস পর্যন্ত [*রূহ এমন এক জায়গায় সংরক্ষিত থাকবে যার সাথে পার্থিব জীবন এবং পরকালের কোনো যোগাযোগ থাকবে না, যদিও মৃত্যুর পর প্রতিটি আদম সন্তান আখেরাতের কিছু কিছু নিদর্শন দেখতে পায়*]।" { *২৩-সূরা মু'মিনূন : ৯৯-১০০* }

মানুষ মৃত্যুর পরে কবরে গিয়েই পরকালের কিছু নিদর্শন দেখতে পায়। Narrated Anas (RA): The Prophet (SA) said: "When a human being is laid in his/her grave and his/her companions return and he/she even hears their footsteps, two angels come to him/her and make him sit and ask him: 'What did you use to say about this

www.nagorikpathagar.org

man, Muhammad (SA)? He [*a Muslim*] will say: 'I testify that he is Allah's slave and His Messenger.' Then it will be said to him, 'Look at your place in the Hell-Fire. Allah has changed for you a place in Paradise instead of it." The Prophet (SA) added, "The dead person will see both his places. But a disbeliever or a hypocrite will say to the angels, 'I do not know, but I used to say what the people used to say! It will be said to him, 'Neither did you know nor did you take the guidance* [*by following the Quran*].' Then he will be hit with an iron hammer between his ears, and he will cry and that cry will be heard by whatsoever near to him except human beings and jinns," [*Saheeh Al-Bukhari, Vol. 2, Hadith # 422*] [**This is quoted by Musnad Al-Ahmad, Fath Al-Bari, Vol. 3, Page 482*]

অনুবাদ : আনাস ইবনে মালেক (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা.) বলেছেন, বান্দাকে যখন কবরে রাখা হয় এবং তার সাথীরা *[তার সাথে কবর পর্যন্ত যারা গিয়েছিল]* ফিরে আসতে থাকে তখন সে *[মৃত ব্যক্তি]* তাদের জুতার *[খটখট]* আওয়াজ শুনতে পায়। এমতাবস্থায় তার কাছে দু'জন ফিরিশতা আসে এবং তাকে তুলে বসিয়ে মুহাম্মদ (সা.)-কে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করে, এ ব্যক্তি সম্পর্কে কি বলতে? মু'মিন ব্যক্তি বলবে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি তিনি আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। তখন তাকে বলা হবে, দোযখে তোমার স্থান দেখে নাও। এটির পরিবর্তে আল্লাহ্ তোমাকে জান্নাতে একটি স্থান দান করেছেন। সে তখন এক সাথে দু'টি জায়গায়ই দেখতে পাবে। 'কাতাদাহ্ বর্ণনা করেছেন এবং আমার কাছেও বর্ণনা করা হয়েছে যে, তার কবর প্রশস্ত করে দেয়া হয়। কিন্তু মোনাফেক অথবা কাফেরকে *[নবী (সা.)-কে দেখিয়ে]* বলা হবে, এ ব্যক্তি সম্পর্কে তুমি কি বলতে? সে বলবে আমি জানি না। লোকেরা যা বলত আমিও তাই বলতাম। তখন তাকে বলা হবে, তুমি জানতে চাওনি অথবা পড়েও দেখনি। *[জ্ঞান দ্বারাও বুঝতে সচেষ্ট হওনি এবং শুনেও গ্রহণ করনি]*। এরপর লোহার হাতুড়ি দিয়ে তাকে এমনভাবে আঘাত করা হবে যে, তাতে সে ভয়ানকভাবে চিৎকার করতে থাকবে। জিন ও মানুষ ছাড়া এ চিৎকার নিকটবর্তী সবাই শুনতে পাবে। *[সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড-১, ১২৮৩]*

www.nagorikpathagar.org

নাফসকে ভালো-মন্দ যাচাই করার শিক্ষা দিয়েছেন

ভালো-মন্দ যাচাই করার জ্ঞান [*মানব সন্তানকে*] আল্লাহ্ তা'আলাই দিয়েছেন। তাই অন্যান্য সৃষ্টির সাথে আদম সন্তানের পার্থক্য হচ্ছে ভালো-মন্দ যাচাই করার যোগ্যতা। আদম সন্তানকে বলা হয় র‍্যাশনাল সত্তা অর্থাৎ বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন সৃষ্টি। ভালো-মন্দ যাচাই করার গুরুত্ব জাগতিক এবং পারলৌকিক উভয় জীবনের সাথেই সম্পৃক্ত। তাই বলা যায়, পার্থিব জীবনের ভালো-মন্দের সাথে প্রকৃতপক্ষে আত্মার ভালো-মন্দ জড়িত রয়েছে। কারণ ভালো-মন্দের ভিত্তিতেই নির্ধারিত হবে শেষ বিচার দিবসে তার চিরস্থায়ী আবাসস্থল। যারা আল্লাহ্ তা'আলার প্রদত্ত সত্যনিষ্ঠ ধর্মীয় মূল্যবোধ অনুসরণে ভালো কাজ করে আত্মার পরিশোধন করবে তারাই সফলকাম হবে আর যারা প্রবৃত্তির অবৈধ চাহিদায় মন্দ পথ অনুসরণ করে আত্মাকে কলুষিত করবে তারা হবে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত। এ প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন–

وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰهَا . فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰهَا . قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا . وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا .

"শপথ নাফসের [*মানুষের, আত্মার*] এবং তাঁর [*আল্লাহ তা'আলার*] যিনি তাকে সুঠাম করেছেন। অতঃপর তাকে [*আত্মা অথবা মানুষকে*] তার অসৎকর্ম ও তার সৎকর্মের [*ভালো-মন্দ যাচাই*] জ্ঞান দান করেছেন, সে-ই সফলকাম হবে, যে নিজেকে [*আত্মাকে*] পবিত্র করবে [*সৎপথ অনুসরণ করে*]। এবং সে-ই ব্যর্থ হবে, যে নিজেকে কলুষাচ্ছন্ন [*অবিশ্বাস ও অসৎকর্ম*] করবে।" {*৯১-সূরা শামস : ৭-১০*}

উপরোক্ত আয়াত থেকে সুস্পষ্ট যে, পার্থিব জীবনে মানুষের বা নাফসের ভালো-মন্দ বেছে গ্রহণ করার স্বাধীনতা রয়েছে। আত্মাকে পবিত্র অথবা কলুষিত করার ক্ষমতা তার আছে। ভালো-মন্দ দুই পথের প্রতিই মানুষের আকর্ষণ থাকে। এ কারণেই আত্মাকে পবিত্র রাখতে অথবা পবিত্র করতে এবং অসৎ পথ ও অন্যায় কাজ থেকে দূরে থাকতে মানুষকে অবিরাম প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়। নিজের আত্মার জন্য ভালো-মন্দ যাচাই করে গ্রহণ করতে দরকার হয় আল্লাহ্ তা'আলার প্রদত্ত কিতাবে বর্ণিত জীবনাদর্শের এবং ধর্মীয় মূল্যবোধের জ্ঞান। এই জ্ঞানের ভিত্তিতে ভালো-মন্দ যাচাই করে ভালোটা গ্রহণ করতে নাফস বা আত্মার প্রবৃত্তির চাহিদার বিরুদ্ধে প্রতিমুহূর্তে সংগ্রাম বা জিহাদ না করলে আত্মাকে পবিত্র রাখা অসাধ্য কাজ হয়ে যায়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন–

فَاَمَّا مَنْ طَغٰى . وَاٰثَرَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا . فَاِنَّ الْجَحِيْمَ هِيَ الْمَاْوٰى . وَاَمَّا مَنْ خَافَ
مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى . فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَاْوٰى .

www.nagorikpathagar.org

"তার জন্য যে সীমালঙ্ঘন করে [*আল্লাহ তা'আলার আদেশের পরিবর্তে তাগুতকে অনুসরণ করে*] এবং পার্থিব জীবনকে বেছে নেয় [*প্রবৃত্তি এবং আত্মার চাহিদায় সে সব কিছু করে*] জাহান্নামই হবে তার আবাস। পক্ষান্তরে যে স্বীয় প্রতিপালকের সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে এবং প্রবৃত্তি [*অন্যায়-অবৈধ চাহিদা*] থেকে নিজেকে বিরত রাখে। জান্নাতই হবে তার আবাস।" {*৭৯-সূরা নাযিয়াত : ৩৭-৪১*}

উপরোক্ত আয়াত থেকে আরো স্পষ্ট, পরজীবন অর্থাৎ আখেরাতকে ভুলে যদি শুধুমাত্র পার্থিব জীবনের ভোগ-বিলাস ও সফলতা নিয়ে মানুষ ব্যস্ত থাকে, তাহলে সে আত্মাকে পবিত্র করতে বা রাখতে পারবে না [*সে আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত মূল্যবোধকে অবহেলা বা উপেক্ষা করে অবাধ্য অবস্থায় জীবন যাপন করে নিজের ক্ষতি করবে*]। পরিশেষে পরকালীন জীবনে তার বাসস্থান হবে জাহান্নাম। আর যারা শেষ বিচার দিবসের জবাবদিহিতার ভয় করে অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার সম্মুখে যে বিচার দিবসে উপস্থিত হতে হবে, সে ভয় অন্তরে রাখে এবং প্রবৃত্তির হাওআ [*প্রবৃত্তির অন্যায় চাহিদা*] দমন করে অন্যায় থেকে আত্মাকে রক্ষা করে তার বাসস্থান হবে জান্নাতে।

প্রবৃত্তির চাহিদা : উপরোক্ত আলোচনা থেকে সুস্পষ্ট যে, প্রতিটি মানব সন্তান নাফসের [*আত্মার*] দ্বিতীয় আরেকটি শক্তি আছে, সেটি হলো হাওআ [*প্রবৃত্তির চাহিদা*]। আল্লাহ তা'আলার মনোনীত ব্যক্তিরা [*নবী-রাসূল, আউলিয়ারা*] ছাড়া আর সকলেই প্রবৃত্তির, কামনা-বাসনা, আত্মার চাহিদায় অন্যায় কাজে জড়িত হওয়ায় প্রভাবিত হয়ে থাকে। ফলে অনেকেই অন্যায় অসৎ পথে জড়িত থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। আত্মার চাহিদাই মানুষকে দুনিয়ার জীবনে ধন-সম্পত্তি ও মান-সম্মান অর্জনে, ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি লাভে, নর-নারীর সৌন্দর্য ও যৌনতার প্রতি আকৃষ্ট হওয়ায় এবং সন্তান-সন্ততি লাভের প্রতি আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করে থাকে। এজন্যই আদম সন্তানের আত্মা পার্থিব জীবনে বিভিন্ন পর্যায়ে অধিষ্ঠিত থাকে। আল-কুরআন থেকে জানা যায় আদম সন্তানের আত্মা সাধারণত তিন অবস্থানে অধিষ্ঠিত থাকে।

(১) আন-নাফস আল-আম্মারাহ [*আত্মম্ভরিতা, আত্মশ্লাঘাপরায়ণ আত্মা*] খারাপ প্রবৃত্তি সম্পৃক্ত আত্মা, যা সর্বদাই আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত বিধিনিষেধের বিরুদ্ধাচরণ [*একত্ববাদে অবিশ্বাসী*] করে এবং অন্যায় অসৎ কাজে জড়িত থেকে পাপী আত্মায় পরিণত হয়। কারণ আদম সন্তানের আত্মা প্রকৃতপক্ষে সর্বদাই খারাপ প্রবৃত্তির প্রতি আকৃষ্ট থাকে। এ প্রসংগে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

وَمَآ أُبَرِّئُ نَفْسِيْ ج إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوْءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّيْ ط إِنَّ رَبِّيْ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

www.nagorikpathagar.org

"সে বললো, 'আমি [*ইউসুফ (আ.)*] নিজেকে নির্দোষ মনে করি না, মানুষের আত্মা অবশ্যই মন্দকর্মপ্রবণ, কিন্তু সে নয়, যার প্রতি আমার প্রতিপালক দয়া করেন [*আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদে বিশ্বাস এবং তদনুযায়ী কর্ম করলে*]। আমার প্রতিপালক অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" { *১২-সূরা ইউসুফ : ৫৩* }

(২) আন-নাফস আল-লাওয়ামা [*আত্মসমালোচনা ও আত্মসংশোধনের প্রতি আকৃষ্ট আত্মা*] অর্থাৎ যে আত্মা আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদে বিশ্বাসী হয়ে মন্দকর্মকে পরিহার করার যথাসাধ্য চেষ্টা করে এবং মন্দকর্মে জড়িত হলে অনুতপ্ত হয়ে আত্মসমালোচনা করে। এ ধরনের আত্মার নামে শপথ করে বিচার দিবসের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

وَلَآ اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ. اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَلَّنْ نَّجْمَعَ عِظَامَهٗ.

"আরও শপথ করছি তিরস্কারকারী আত্মার [*বিশ্বাসীর আত্মা*]। মানুষ কি মনে করে যে, আমি তার অস্থিসমূহ একত্র করতে পারব না?" *[৭৫-সূরা কেয়ামা : ২-৩]*

(৩) আন-নাফস আল-মুতমাইননাহ [*আত্মসংযমী, আত্মসংবরণ ও আত্মসমর্পণী আত্মা*] অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত বিধানে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করায় অনুগত আত্মা [*পরহেযগারি আত্মা*]। এ ধরনের আত্মা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

يٰۤاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ. ارْجِعِىْٓ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً. فَادْخُلِىْ فِىْ عِبٰدِىْ.
وَادْخُلِىْ جَنَّتِىْ.

"হে প্রশান্ত আত্মা! তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট ফিরে আস সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে, আমার বান্দাদের [*অনুগত বান্দা*] অন্তর্ভুক্ত হও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর।" { *৮৯-সূরা ফাজর : ২৭-৩০* }

আলোচ্য বিষয়বস্তুর সাথে প্রথম শ্রেণীর আত্মার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। তাই এই শ্রেণী সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলো। নাফসের বা আত্মার খারাপ প্রবৃত্তিকেই "নাফস শয়তান" হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। অধিকাংশ মানুষই অজ্ঞতায় অবহেলায় আত্মার প্রবৃত্তি/চাহিদাকে প্রাধান্য দিয়ে পার্থিব জীবন কাটিয়ে দেয়। এমনকি তাদের সিংহভাগ প্রবৃত্তির চাহিদাকে আল্লাহ তা'আলার সমকক্ষ দাঁড় করায়। প্রবৃত্তির অন্যায় চাহিদা পূরণের জন্য সর্বদা সংগ্রামে ব্যস্ত থেকে পরিশেষে আল্লাহ তা'আলা আদেশ-উপদেশ উপেক্ষা করে ভালো-মন্দ যাচাই করার জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

www.nagorikpathagar.org

أَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلٰهَهُ هَوٰىهُ ۖ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ۔ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ
يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ ۚ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ ۖ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ۔

"তুমি কি দেখ না তাকে, যে তার কামনা-বাসনাকে ইলাহরূপে গ্রহণ করে? তবুও কি তুমি তার কর্ম বিধায়ক হবে? তুমি কি মনে কর যে, তাদের অধিকাংশ শুনে ও বুঝে? তারা তো পশুরই মতো; বরং তারা আরও অধম!" { *২৫-সূরা ফুরকান : ৪৩-৪৪* }

আত্মার প্রবৃত্তি, কামনা-বাসনার প্রভাবেই ন্যায় অন্যায় বাছবিচার না করে পার্থিব জীবনের প্রতি অতিশয় আকৃষ্ট হয়ে অন্যায় পথে জীবন যাপন করবে। তার প্রবৃত্তির চাহিদা ও কামনা-বাসনা হয়ে যায় তার কাছে উপাস্য [*তার ইলাহ* { *প্রভু, পরিচালক* }]। নাফস বা আত্মার প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা ও চাহিদা সব সময়ই অবৈধ/খারাপ কর্মের দিকে আহ্বান করে কারণ এ সমস্ত সব পার্থিব জীবনের সাথে সম্পৃক্ত। আর আধ্যাত্মিক প্রকৃতি [*রূহ*] তাকে ভালো কাজের রাস্তা দেখায় কারণ সব ভালো কাজই পরকালীন মঙ্গলের সাথে সম্পৃক্ত। নাফসে লালিত প্রবৃত্তির অন্যায় চাহিদার শক্তি সম্পর্কে মানব সন্তান পৃথিবীতে আগমনের পরপরই প্রমাণ করেছে যে "নাফসের" অবৈধ চাহিদায় সে এমনকি মানব হত্যার মতো গর্হিত কাজে জড়িত হতে পারে। এ প্রসংগে আদম (আ.) দুই পুত্র হাবিল ও কাবিলের কাহিনী আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলা উল্লেখ করেছেন, যাতে মানবজাতি শিক্ষা লাভ করতে পারে। কাবিল নাফসের অবৈধ চাহিদায় অনুপ্রাণিত হয়ে প্রতিহিংসায় আপন ভাই হাবিলকে হত্যা করে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ ۘ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ
مِنَ الْآخَرِ ۖ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ ۖ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ۔ لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ
يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ ۖ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ
الْعَالَمِينَ ۔ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ۚ وَذَٰلِكَ
جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ۔ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۔

"আদমের দুই পুত্রের বৃত্তান্ত তুমি তাদেরকে যথাযথভাবে শুনাও যখন তারা উভয়ে কুরবানি করেছিল, তখন একজনের কুরবানি কবুল হলো এবং অন্য জনের কবুল হলো না। তাদের একজন বললো, 'আমি তোমাকে হত্যা করবোই।' অপর জন

www.nagorikpathagar.org

বললো, 'আল্লাহ মুত্তাকীদের কুরবানি কবুল করেন। 'আমাকে হত্যা করার জন্য তুমি হাত তুললেও তোমাকে হত্যা করার জন্য আমি হাত তুলবো না; আমি তো জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করি।' 'তুমি আমার ও তোমার পাপের ভার বহন কর এবং অগ্নিবাসী হও এটিই আমি চাই এবং এটি যালেমদের কর্মফল। অতঃপর তার চিত্ত [*আত্মা অথবা নাফস*] ভ্রাতৃ হত্যায় তাকে উত্তেজিত করলো এবং সে তাকে হত্যা করলো; ফলে, সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হলো।" {*৫-সূরা মায়েদা : ২৭-৩০*}

শয়তানের অনুপ্রেরণায় সে হত্যার মতো গর্হিত কাজে জড়িত হলো। অতএব, আদম সন্তানের যারা চিন্তাভাবনা ও বিচার বিবেচনা ছাড়া Robot এর মতো 'নাফসের' কামনা বাসনার প্রভাবে অবৈধ ইচ্ছা পূরণ করতে ব্রতচারী হয়, তারাই শয়তানের প্ররোচনায় প্রকৃতপক্ষে সব ধরনের অনৈতিক কাজে জড়িত হয়ে শয়তানের ঔদ্ধত্যপূর্ণ প্রতিজ্ঞায় সাহায্যকারী হয়। আত্মার অথবা নাফসের এই ধরনের প্রকৃতিকে বলা হয় "নাফস শয়তান বা প্রবৃত্তির শয়তান"।

নাফসই খারাপ আচরণে প্রভাবিত করে

ইতোপূর্বে উল্লিখিত ২৫/৪৪ নম্বর আয়াতে, নাফসের অবৈধ চাহিদার প্রভাবে অনুপ্রাণিত ও পরিচালিত লোকদেরকে [*যারা আল্লাহ তা'আলার আদেশ-নিষেধকে সম্মান করে না*] জীবজন্তুর সংগে তুলনা করে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন **"তারা প্রকৃতপক্ষে জীবজন্তুর থেকেও অধম এবং নিকৃষ্ট।"** জীবজন্তুকে বিশেষ কোনো ব্যাপারে প্রশিক্ষণ দিয়ে সেটা পালনের আদেশ করলে যদিও তারা মুখে প্রকাশ করতে পারে না কিন্তু আদেশটি বুঝতে পারে এবং তদনুসারে তারা কাজ করে। জীবজন্তুকে প্রশিক্ষণ দেয়া হলে তারা প্রভুভক্ত হয় এবং প্রভুর আদেশ পালন করতে দ্বিধা-সংকোচ করে না। এই ধরনের জীবজন্তু অপরিচিত ব্যক্তিদের ক্ষতি করতে চাইলেও, নিজের প্রভু, পরিচালক এবং মালিকের আদেশ মেনে তারা প্রভুর বাধ্য থাকে। কুকুরের প্রভু ভক্তির কথা সুপরিচিত ব্যাপার। বাড়িতে পাহারার জন্য কুকুর থাকলে অপরিচিত লোক দেখলেই সে তেড়ে আসে কিন্তু মালিকের আদেশে সে থেমে যায়। মানুষই একমাত্র জীব, যে আত্মার প্রবৃত্তির অবৈধ-অনৈতিক চাহিদার কাছে আত্মসমর্পণ করে বিধায়, কোনো উপদেশই তার জন্য কাজে আসে না। ফলে সে অন্ধ, বধিরের মতো ব্যবহার করে এবং মন্দটিই তার কাছে ভালো হিসেবে গ্রহণযোগ্যতা পায়। মানবের সৃষ্টিকর্তা, প্রভু, পরিচালক, প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলা। অতএব প্রতিপালকের আদেশ ও বিধিনিষেধ মেনে চলা ব্যতিরেকে তার বিকল্প কোনো রাস্তা থাকবে না। কারণ মানুষ হচ্ছে 'আবদুল্লাহ' [*আল্লাহ তা'আলার বান্দা, ভৃত্য এবং গোলাম*], কাজেই মালিকের বিধিনিষেধ অনুসরণ

www.nagorikpathagar.org

ব্যতিরেকে সে জীবন যাপন করতে পারে না। তদুপরি এক আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত করার জন্যই মানুষ জাতিকে আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন [*সূরা আয-যারিয়াত, আয়াত নং ৫৬ দ্রষ্টব্য*]। তাই জীবজন্তুর মতোই সে নিজ প্রভু, আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত বিধিনিষেধ মেনে চলতে সর্বদাই বাধ্য থাকবে। অথচ মানবজাতির বৃহত্তর অংশ অবাধ্য প্রকৃতির পৃষ্ঠপোষক হয়ে জীবন যাপন করছে। অধিকাংশ মানুষই সঠিক পন্থায় আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত করে না বিধায় তারা আল্লাহ্ তা'আলার প্রদত্ত বিধিবিধানের অবাধ্য হয়ে সীমালঙ্ঘন করে। মানুষ যখন মনুষ্যত্ব হারিয়ে পশুত্বের চেয়েও খারাপ প্রকৃতি [*মালিকের অবাধ্য হওয়া*] গ্রহণ করে তখনই আদম সন্তান জীবজন্তুর চেয়েও খারাপ হয়ে যায়।

বস্তুত জীবজন্তুরা আদম সন্তানের মতো খারাপ কাজ করে না, মিথ্যা বলে না এবং চুরি করে না। পেটের ক্ষুধা এবং আত্মরক্ষার প্রয়োজন ছাড়া অন্য কাউকেও তারা হত্যা করে না। ঠাণ্ডা মাথায় পরিকল্পনা করে নিরীহ্ নির্দোষ মানুষ হত্যা করে সন্ত্রাস সৃষ্টির ইচ্ছায় বোমা মারে না। মানুষের মতো সংঘবদ্ধভাবে বসে অন্য প্রাণী বা জন্তুকে হত্যা করা, নিজেদের মধ্যে মারামারি এবং অশ্লীল ছবি বা এ রকম কোনো জিনিস দেখার চাহিদা তাদের প্রবৃত্তিতে নেই। অন্যের ভালো দেখে হিংসায় জ্বলে পুড়ে মরে না। পেট ভরে খাবার খাওয়ার পর অতিরিক্ত খাবার সামনে থাকলেও তারা আর খায় না এবং ভবিষ্যতের জন্য খাবার জমা করেও রাখে না। Discovery Chanel এ জীবজন্তুর ক্ষেত্রে এরকম প্রবৃত্তিই দেখা যায়। বাঘ অথবা সিংহ পেটের ক্ষুধায় যখন শিকার করে, তখন একদল হরিণ বা জেব্রা [Zebra] সামনে থাকলেও একটিকেই তারা আক্রমণ করে। বাঘ-সিংহের থাবায় যখন একটি হরিণ-জেব্রা ধরা পড়ে তখন সবগুলো হরিণ-জেব্রা আত্মরক্ষার জন্য আর দৌড় দেয় না কারণ পূর্বের অভিজ্ঞতা থেকে তারা জানে বাঘ-সিংহ পেটের ক্ষুধায় একটির বেশি শিকার ধরে না। কিন্তু মানুষ যদি এই সুযোগ হাতের নাগালে পায়, সম্ভব হলে হরিণ দলের সবগুলোকেই তারা ধরে ফেলবে।

তাই জীবজন্তুর সাথে মানুষের চাহিদার একটি বিরাট পার্থক্য রয়েছে, সেটি হচ্ছে মানুষের প্রবৃত্তির অবৈধ চাহিদা। জীবজন্তু ক্ষুধার তাড়নায় বাঁচার তাগিদে শিকার করে কিন্তু তাদের পন্থাবৃত্তিতে পার্থিব জীবনের জন্য মানুষের মতো অন্য ধরনের লোভ-লালসা নেই। তাই নাফসের অবৈধ চাহিদা এবং লোভ-লালসার ক্ষেত্রে মানুষ জীবজন্তুর চেয়েও নিকৃষ্ট। বাংলাদেশ এবং অন্যান্য দেশের বিশেষ কিছু রাজনৈতিক নেতা, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী এবং সরকারী ও বেসরকারী আমলাদের দুর্নীতির কাহিনী যেভাবে প্রকাশ পায়, তাতে কি সেটির প্রমাণ হয় না? পার্থিব জীবনের ক্ষণস্থায়ী সুখ-শান্তি, সমৃদ্ধি ও প্রতিপত্তির প্রতি আসক্ত হয়ে প্রবৃত্তির

www.nagorikpathagar.org

অন্যায় চাহিদার প্রভাবে তারা দেশবাসীকে ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে অগাধ ধন-সম্পদ আত্মসাত করে।

আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টিজগতের সেরা হচ্ছে মানুষ অথচ তার প্রবৃত্তিতে দু'টি প্রকৃতি **"মনুষ্যত্ব ও পশুত্ব"** একসাথে অবস্থান করে। আর জীবজন্তুর শুধুমাত্র একটি প্রকৃতি থাকে সেটি হলো পশুত্ব। মনুষ্যত্বের কারণেই মানুষ সৃষ্টির সেরা। সে প্রবৃত্তির চাহিদায় অন্যায় কাজ করে আবার সহজাত প্রকৃতির প্রভাবে লজ্জিত হয় এবং ক্ষমা প্রার্থী হয়। কিন্তু হিংস্র জীবজন্তুর মধ্যে মনুষ্যত্ব না থাকায় তারা ক্ষমা প্রার্থী হয় না। সিংহ নিজের সন্তানকে ভক্ষণ করেও কষ্ট পায় না। অনুরূপ নাফসের অবৈধ চাহিদায় মানুষ অন্যায় করে যখন দুঃখিত হয় না, নিজের ভুল বুঝতে পারে না এবং ক্ষমা প্রার্থী হয় না, তখনই সে মনুষ্যত্ব হারিয়ে হিংস্র জীবজন্তুর মতো হয়ে যায়। বলতে বাধা নেই সে জীবজন্তুর চেয়েও খারাপ কারণ জীবজন্তু যা করে সেটিতো তার সহজাত প্রকৃতি পশুত্বের কারণেই করে কিন্তু মানুষ তার মনুষ্যত্ব হারিয়ে যদি জীবজন্তুর মতো আচরণ করে তবে সেটি গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ মনুষ্য প্রকৃতির বিপরীত তার আচরণ।

কাজেই জীবজন্তুর মতো আচরণ করা মনুষ্য প্রকৃতিতে শোভা পায় না অর্থাৎ তার সহজাত প্রকৃতিতে স্থান পায় না। বস্তুত মনুষ্য জাতির মধ্যে সিংহভাগই মনুষ্যত্বের প্রভাবে চালিত হয়, তবে একটি বিশেষ দল যারা পশুর চেয়েও অধম কারণ তাদের চরিত্রে এবং আচরণে পশুত্বের চরিত্র লালিত হয়। প্রতিটি মানুষের আত্মার প্রবৃত্তি সব সময় অবৈধ, অনৈতিক-খারাপ কাজে আহ্বান করে তাই আদম সন্তান সকলেই কম বেশি অবৈধ প্রবৃত্তির প্রভাবে প্রভাবিত হয়। এই ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي ۚ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ۚ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ

"সে [*ইউসুফ (আ.)*] বললো, 'আমি নিজেকে নির্দোষ মনে করি না, *মানুষের নাফস অবশ্যই মন্দকর্মপ্রবণ*, কিন্তু সে নয়, যার প্রতি আমার প্রতিপালক দয়া করেন। আমার প্রতিপালক অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" {*১২-সূরা ইউসুফ : ৫৩*}

ইউসুফ (আ.) এবং মিসরের অধিপতির [*আযিয*] স্ত্রীর [*জুলেখা রাণীর*] কাহিনী আহলে কিতাবরা [*ইয়াহুদী, খৃষ্টান ও মুসলিম*] কম বেশি সকলেই অবগত আছে। ইউসুফ (আ.) বৈমাত্রিক ভাইদের বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হয়ে ক্রীতদাসে পরিণত হলেও আল্লাহ তা'আলার অশেষ অনুগ্রহে মিসরের রাজ পরিবারে থাকা খাওয়ার সুযোগ পেলেন। রাজ পরিবারে সুখে লালিত পালিত হয়ে তিনি একজন অতি সুদর্শন যুবকে পরিণত হলেন। আত্মার অবৈধ প্রবৃত্তির প্রভাবে রাজরাণী [*জুলেখা*] ইউসুফের

www.nagorikpathagar.org

(আ.) প্রতি আকৃষ্ট হয়ে একদিন ঘরের দরজা বন্ধ করে তার সাথে অনৈতিক সম্পর্ক সৃষ্টি করার জন্য ইউসুফকে (আ.) আহ্বান করলেন। ইউসুফ (আ.) এই অনৈতিক কাজ থেকে আত্মরক্ষার জন্য দরজার দিকে দৌড় দিলেন। রাণী বিরত না হয়ে পেছন থেকে ইউসুফের (আ.) জামা টেনে ছিঁড়ে ফেললেন। এমতাবস্থায় রাজা তাদেরকে দেখে ফেলেন এবং বাড়ীর অন্য এক ব্যক্তির সূক্ষ্ম বিচারে প্রমাণিত হলো ইউসুফ (আ.) নির্দোষ। তবুও ইউসুফ (আ.) রমণীর অনৈতিক আহ্বান থেকে নিজেকে রক্ষা করার প্রত্যয়ে জেল হাজতের জীবন বেছে নিতে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। এই ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন–

قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ ۖ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ. فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.

"ইউসুফ বললো, 'হে আমার প্রতিপালক। এই নারীগণ আমাকে যার প্রতি আহ্বান করছে তা অপেক্ষা কারাগার আমার নিকট অধিক প্রিয়। আপনি যদি তাদের ছলনা থেকে আমাকে রক্ষা না করেন তবে আমি তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ব এবং অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হব। অতঃপর তার প্রতিপালক তার আহ্বানে সাড়া দিলেন এবং তাকে তাদের ছলনা হতে রক্ষা করলেন। তিনি তো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।" { ১২-*সূরা ইউসুফ : ৩৩-৩৪* }

অর্থাৎ সৎ উদ্দেশ্যে অন্যায়, অনৈতিক কাজ থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য আন্তরিকতার সাথে দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় আল্লাহ্ তা'আলার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলে তিনি সে প্রার্থনা কবুল করেন। এই ঘটনা ছিলো ইউসুফের (আ.) জন্য আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকে কঠিন পরীক্ষা। কারণ **প্রথমত** : জুলেখা ছিলেন রাজার স্ত্রী, রাজরাণী, দেখতে সুন্দরী নারী এবং ক্ষমতাশালী; **দ্বিতীয়ত** : ইউসুফ (আ.) ছিলেন রাজা-রাণীর কৃতদাস; **তৃতীয়ত** : ইউসুফ (আ.) ছিলেন পূর্ণবয়স্ক যুবক। এই অবস্থায় একজন কৃতদাস ও পূর্ণযৌবনের যুবক হয়ে সুন্দরী ক্ষমতাসীন নারী এবং মালিকের আদেশ উপেক্ষা করা নিঃসন্দেহে ছিলো অত্যন্ত কঠিন কাজ। কারণ মানুষ হিসেবে ইউসুফ (আ.) এর নাফসের চাহিদা ছিলো, যৌবন ছিলো, তাছাড়া এ সমস্ত অনৈতিক কাজে আদম সন্তানকে অনুপ্রেরণা দিতে শয়তানতো সর্বদাই হাজির থাকে। কিন্তু কোনো কিছুই আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করা, তার উপর ইউসুফের (আ.) দৃঢ় বিশ্বাস এবং আল্লাহ্ তা'আলার কাছ থেকে এ ব্যাপারে সাহায্য পাওয়ার আশা থেকে তাকে বিচ্যুত করতে পারেনি। ফলে তিনি আল্লাহ্

www.nagorikpathagar.org

তা'আলার অনুগ্রহে এই কঠিন পরীক্ষায় পরাজিত হননি। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ ج وَهَمَّ بِهَا لَوْلَآ اَنْ رَّاٰ بُرْهَانَ رَبِّهٖ ط كَذٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوْٓءَ وَالْفَحْشَآءَ ط اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيْنَ.

"সেই রমণীতো তার প্রতি আসক্ত হয়েছিল এবং সেও [*ইউসুফ (আ.)*] তার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ত যদি না সে তার প্রতিপালকের নিদর্শন প্রত্যক্ষ করতো। তাকে মন্দ কর্ম ও অশ্লীলতা থেকে বিরত রাখার জন্য এইভাবে নিদর্শন দেখিয়েছিলাম। সে তো ছিলো আমার বিশুদ্ধ চিত্ত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত।" {১২-*সূরা ইউসুফ : ২৪*}

আল্লাহ তা'আলা, ইউসুফ (আ.)-কে বিবেক ও জ্ঞান দান করেছিলেন, যাতে তিনি ভালো-মন্দ যাচাই করতে পারেন এবং মন্দ কাজ থেকে নিজে দূরে থাকতে পারেন। এই বিবেকই আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহে তার জন্য ছিলো অনৈতিক কাজের বিপরীতে ঢাল এবং পর্দাস্বরূপ। ইফসুফ (আ.) রাজার ক্রীতদাস হলেও তিনি রাজপ্রাসাদে সম্মানসহ বসবাস করছিলেন। রাজা তাকে নিজের পুত্রের মতোই লালন পালন করছিলেন। তাই রাণী অনৈতিক কাজের জন্য তাকে আহ্বান করলেও বিবেকের তাড়নায় তিনি মনিবের [*রাজার*] সাথে এত বড় বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারেন না, এই বিবেক ও বিচার শক্তিই ছিলো তার জন্য আল্লাহ তা'আলার অশেষ অনুগ্রহ। ইউসুফ (আ.) মনের এই কথাকে আল্লাহ তা'আলা মানবজাতির জন্য শিক্ষণীয় করে রেখেছেন–

ذٰلِكَ لِيَعْلَمَ اَنِّيْ لَمْ اَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ كَيْدَ الْخَآئِنِيْنَ.

"সে [*ইউসুফ (আ.)*] বললো, 'আমি এটি বলেছিলাম, যাতে সে [*আযিয বা রাজা*] জানতে পারে যে, তার অনুপস্থিতিতে আমি তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিনি এবং আল্লাহ বিশ্বাসঘাতকদের ষড়যন্ত্র সফল করেন না।" {১২-*সূরা ইউসুফ : ৫২*}

এই পবিত্র আয়াত থেকে মুসলিম যুবকদের জন্য রয়েছে মূল্যবান শিক্ষণীয় বিষয়, একমাত্র আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ ও রহমতই মানুষকে খারাপ প্রবৃত্তি থেকে দূরে থাকতে সাহায্য করে। তবে এই অনুগ্রহ ও রহমত প্রাপ্তির জন্য আল্লাহ তা'আলার উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করে তার প্রদত্ত বিধিনিষেধের জ্ঞান অর্জন করে নাফসের অবৈধ চাহিদার বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম করতে হয়, যেভাবে ইউসুফ (আ.) করেছিলেন। শয়তানের কুমন্ত্রণা ও অনুপ্রেরণা বুঝার জন্য নাফসের বৈধ ও অবৈধ চাহিদাগুলোর মধ্যে যে ব্যবধান রয়েছে সে ব্যাপারে জ্ঞান অর্জন করাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত বিধিনিষেধ সম্পর্কে অজ্ঞতা

www.nagorikpathagar.org

শয়তানের মতোই মানব সন্তানের বড় শত্রু, তাই অজ্ঞ ব্যক্তিকেই শয়তান সহজে অনুপ্রাণিত করতে পারে এবং অবিশ্বাসের অন্ধকার জীবনে অনুপ্রবেশে সাহায্য করে।

উল্লিখিত আলোচনা থেকে বুঝা যায়, নাফসের অবাধ্য প্রকৃতিই শয়তানিক প্রকৃতি, কারণ আরবী শব্দ শয়তানের আভিধানিক মূল ভাবার্থ হচ্ছে **"অবাধ্য সত্তা"**। ইবলিসের অবাধ্য প্রকৃতিকে আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনে শয়তান হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। পরকালের তুলনায় আদম সন্তানের পার্থিব জীবন অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী জীবন। মানবজাতির জন্য মুক্তির দূত, বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রতীক, আল্লাহ তা'আলার হাবীব এবং বিশ্বজাহানের প্রতি প্রেরিত রহমত ও শেষ রাসূল মুহাম্মদ (সা.) পার্থিব জীবনের স্থায়িত্ব এবং গুরুত্ব সম্পর্কে বলেছেন : *"পরকালের তুলনায় ইহকালের দৃষ্টান্ত হলো এরূপ যে, তোমাদের কেউ তার কোনো একটি আঙ্গুল সমুদ্রে ডুবিয়ে রেখে যতটুকু [পানি] সাথে নিয়ে ফিরে [আঙ্গুলের অগ্রভাগে সমুদ্রের পানির যে অংশ লেগে থাকে]* সমুদ্রের তুলনায় এটি যেরূপ কিছুই নয়, তেমনি আখেরাতের তুলনায় দুনিয়াটি কিছুই নয় ।" *[সহীহ মুসলিম, রিয়াদুস-সালেহীন, খণ্ড ২, হাদীস নং ৪৬৩]; রাসূল (সা.) আরও বলেছেন : "আল্লাহর কাছে দুনিয়াটা যদি মশার ডানার সমতুল্যও হতো, তাহলে তিনি তা থেকে কাফেরদের এক চুমুক পানিও পান করতে দিতেন না।" [তিরমিযী, রিয়াদুস সালেহীন, খণ্ড ২, হাদীস নং ৪৭৭]*

প্রতিদিন অগণিত মানুষ মৃত্যুর মাধ্যমে পৃথিবী থেকে বিদায় নিচ্ছে। তাদের জায়গায় লক্ষাধিক নতুন মানুষ পৃথিবীতে আগমন করছে। অধিকাংশ মানুষের জীবন ব্যাপ্তিতা হচ্ছে শত বছরের নীচে। সারা বিশ্বে শত বছরের উপর বেঁচে আছেন লোকের পরিমাণ হাতে গোনা যায়। জীবিতরা প্রতিদিনই মৃত্যুর খবর পাচ্ছে অথবা নিজে হাতে মৃতের শেষ কাজ সমাধান করছে। জীবিতরা চোখে দেখছে মৃত ব্যক্তি তিন টুকরো কাপড় অথবা একটি ক্যাসকিট বা শবাধার ছাড়া আর কিছুই সাথে নিতে পারছে না। তবুও মানুষ কেন পৃথিবীর ক্ষণস্থায়ী জীবনের গুরুত্বহীন বিষয়টি সম্পর্কে শিক্ষা গ্রহণ না করে বরং পৃথিবীতে তারা চিরদিন বেঁচে থাকবে, সে প্রত্যাশায় পরকাল ভুলে ধন-সম্পদ উৎপাদনে ও সঞ্চিত করায় নিজেকে সর্বদাই ব্যস্ত রাখে। এ কাজে সাফল্যের জন্য অবৈধ অন্যায়ের পথ অবলম্বন করতে তারা কখনো দ্বিধা করে না।

মানুষের এই আকাঙ্ক্ষার কথা বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার কবিতায় অর্থবহভাবে প্রকাশ করেছেন, **"মরিতে চাহিনা আমি এই সুন্দর ভুবনে"**। মানুষের এই বৃথা আশার ছলনায় জড়িত থাকতে প্রবৃত্তির চাহিদায় অনুপ্রেরণা দিতে অবশ্যই অদৃশ্য কোনো শক্তি কাজ করছে। ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মানুষের পবিত্র "রূহ" পৃথিবীর জীবনের প্রতি আকৃষ্ট এবং বিবিধ অবৈধ চাহিদায় সম্পৃক্ত হয়ে নাফসে বা আত্মায় পরিণত হয়। অতএব নাফস প্রবৃত্তির

www.nagorikpathagar.org

চাহিদায় ভালো-মন্দ এক সাথে বসবাস করে কারণ মানব সন্তান বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন প্রাণী। বস্তুত পার্থিব জীবনের প্রতি এবং ধন-সম্পদ অর্জনের অতিশয় আসক্তিই হচ্ছে নাফস বা প্রবৃত্তির চাহিদার একটি বাস্তবতা। সকল আদম সন্তানের প্রবৃত্তিতেই কম-বেশি এই আসক্তি আছে। ফলে মানুষ নানা ধরনের অন্যায় কাজে জড়িত হয়। দুনিয়ার জীবনে ভোগ বিলাসের জন্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত নানা ধরনের উপকরণ অর্জনের প্রবৃত্তিই মানুষকে শয়তানের পথ অনুসরণ করতে বাধ্য করে। পার্থিব জীবন যে অতিশয় ক্ষণস্থায়ী এবং তার ভোগ বিলাস আখেরাতের তুলনায় কতটা মূল্যহীন সেটা মানুষ বুঝতে পারে না। তার একটা অন্যতম কারণ আখেরাত সম্পর্কে অধিকাংশ মানুষের পরিষ্কার কোনো ধারণা নেই অথবা আখেরাতের জীবনকেই তারা বিশ্বাস করে না। অধিকাংশ মানুষই মনে করে দুনিয়ার জীবনই আসল জীবন। অথচ আল্লাহ তা'আলা মানুষের দুনিয়ার জীবনকে ছলনাময় ও ক্রীড়া কৌতুকের সাথে তুলনা করে বলেছেন–

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۖ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۗ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ.

"জীব মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। কেয়ামতের দিন তোমাদেরকে তোমাদের কর্মফল পূর্ণ মাত্রায় দেয়া হবে। যাকে অগ্নি থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে দাখিল করা হবে সেই সফলকাম। এবং পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ ব্যতীত কিছুই নয়। তোমাদেরকে নিশ্চয় তোমাদের ধনৈশ্বর্য ও জীবন সম্বন্ধে পরীক্ষা করা হবে।" {*৩-সূরা আলে-ইমরান : ১৮৫-১৮৬*}

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ ۖ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ.

"পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া কৌতুক ব্যতীত আর কিছুই নয় এবং যারা তাকওয়া [*আল্লাহ তা'আলাকে সর্বক্ষেত্রে ভয় করে অথবা আল্লাহ-সচেতন হয়ে কাজ করা*] অবলম্বন করে তাদের জন্য পরকালের আবাসই শ্রেয়, তোমরা কি অনুধাবন কর না?" {*৬-সূরা আন'আম : ৩২*}

এই আয়াতে সুস্পষ্ট, পার্থিব ক্ষণস্থায়ী জীবন হচ্ছে মানুষের জন্য ক্রীড়া কৌতুক অথবা খেলা এবং পরীক্ষা। বস্তুত কোনো খেলাই বেশি দিন স্থায়ী থাকে না। সারা বিশ্বের জন্য অলিম্পিক হচ্ছে অত্যন্ত আকর্ষণীয়, আলোড়নকারী এবং কঠিন পরীক্ষার খেলা। প্রতি চার বছরে একবার অনুষ্ঠিত এই অলিম্পিকের স্থায়িত্ব মাত্র

www.nagorikpathagar.org

দুই সপ্তাহ। ঐ জমজমাটে পরিপূর্ণ অনুষ্ঠানে ক্রীড়াবিদ ও প্রতিযোগিদের উত্তেজনা মাত্র দুই সপ্তাহের মধ্যে স্বপ্নের ভেতর দিয়ে অতিবাহিত হয়। পার্থিব জীবনও হচ্ছে অলিম্পিকের মতো কঠিন পরীক্ষা, ঐ জমজমাটের জায়গা, যা স্বপ্নের মতো পার হয়ে যায়।

অবৈধ রাস্তা সৃষ্টিতে নাফস

এটি অনস্বীকার্য যে, নাফস বা আত্মার অবৈধ চাহিদায় পার্থিব জীবনের ভোগ বিলাস, ধন সম্পত্তির প্রতি অতিশয় আকর্ষণই মানুষের জন্য নানা ধরনের অন্যায়-অবৈধ পথের সৃষ্টি হয়। যার অনুসরণে একদল মানুষ "অবিশ্বাসে ও অবাধ্যতায়" জীবন যাপন করে জাহান্নামে যাওয়ার রাস্তা সহজ করে। আরেক দল আত্মার অন্যায় চাহিদা বা প্রবৃত্তির অবৈধ ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত সংগ্রামে বিভিন্ন সমস্যা ও কষ্টের মধ্যে ধৈর্যধারণ করে আল্লাহ তা'আলার উপর দৃঢ় বিশ্বাস রেখে আখেরাতের জীবন কামনায় আত্মনিয়োগ করে জান্নাতের রাস্তা সহজ করে। *এই প্রসঙ্গে রাসূল (সা.) বলেছেন, "পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক। আর আলহামদুলিল্লাহ (আমল পরিমাপের) দাঁড়িপাল্লা ভরে দেয়। আর সুবহানাল্লাহ ও আলহামদুলিল্লাহ একত্রে অথবা একাকী আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানের সব কিছুকে ভরে দেয়। নামায হচ্ছে আলোক এবং সদাকা (ঈমানের) প্রমাণ। সবর বা ধৈর্য হচ্ছে জ্যোতি এবং কুরআন তোমার পক্ষে অথবা বিপক্ষে একটি দলিল। আর প্রত্যেক ব্যক্তি সকালে উঠে নিজেকে বিক্রি করে দেয়, তারপর সে নিজেকে মুক্ত করে অথবা ধ্বংস করে*।" {সহীহ মুসলিম, রিয়াদুস সালেহীন, খণ্ড ১, হাদীস নং ২৫}; রাসূল (সা.) আরও বলেছেন, "সম্পদ ও আভিজাত্যের প্রতি মানুষের লোভ তার ধর্মের যতটুকু ক্ষতি করতে পারে, বকরির পাল ধ্বংস করার জন্য ছেড়ে দেয়া দু'টি ক্ষুধার্ত নেকড়েও বকরির পালের ততোটুকু ক্ষতি করতে পারে না।" {তিরমিযী, রিয়াদুস সালেহীন, খণ্ড ২, হাদীস নং ৪৮৫}* *এই কথার অর্থ হচ্ছে যে, মানুষ আল্লাহ তা'আলার কাছে নিজেকে সর্ম্পূণরূপে সমর্পণ করে দিয়ে পরকালের জন্য কাজ করলে মুক্তি লাভ করবে। অন্যথায় নাফসের অথবা অন্য কারও কাছে সমর্পণ করে পার্থিব জীবনের স্বার্থে কাজ করলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।

আত্মার [*নাফসের*] প্রবৃত্তি [*চাহিদা বা desires*] এবং তার অবৈধ চাহিদা পূরণের আসক্তিই মানুষকে ক্রমশ জাহান্নামের দিকে ঠেলে দেয়। কাজেই বলা যায়, নাফস প্রবৃত্তির অবৈধ চাহিদা হচ্ছে **"নাফস (শয়তান)"**। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে [*মুসলিম, খৃষ্টান, ইয়াহুদী, হিন্দু, বৌদ্ধ, ধর্মহীন, নাস্তিক ইত্যাদি*] প্রতিটি মানুষ পার্থিব জীবনে "নাফস চাহিদার" প্রভাবে জীবন যাপন করে। তাই মানুষের শত্রু 'ইবলিস এবং তার দল, মানুষের নাফস প্রবৃত্তির দুর্বলতাকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে

www.nagorikpathagar.org

তাদেরকে বিপথগামী করার চেষ্টা করে। ফলে জাতি ধর্ম, বর্ণ ও গোত্র নির্বিশেষে সকল মানুষই কম বেশি আত্মার প্রবৃত্তির নিকট আত্মসমর্পণ করে, তবে নবী-রাসূল ও আউলিয়ারা এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। নিজের কার্যকলাপ পর্যালোচনা এবং আত্মসমালোচনা করলে অবশ্যই অনুধাবন করা যায় যে, সকলেই কম বেশি নাফসের খারাপ প্রবৃত্তি বা 'নাফস (শয়তান)'কে লালন করছে। আল্লাহ্ তা'আলার সেরা সৃষ্টি মানুষকে মন্দ কাজে জড়িত করে সম্পূর্ণরূপে ক্ষতিগ্রস্ত [পার্থিব *জীবনে ও পরকালে*] হওয়ার ক্ষেত্রে 'নাফসই' প্রধান ভূমিকা পালন করে।

মানব সন্তানকে আল্লাহ্ তা'আলা দু'টি চক্ষু, পা, হাত, [*Lips*] ওষ্ঠ এবং একটি জিহ্বা দিয়ে পরিপূর্ণতায় সৃষ্টি করে, তাকে ভালো-মন্দ দু'টি রাস্তাই সুস্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন। তাই মানব সন্তান যদি তার অর্জিত জ্ঞান, ধীশক্তি, বুদ্ধিবৃত্তি ও বিবেক এবং সহজাত প্রকৃতির সাহায্যে ভালো-মন্দ যাচাই করে জীবন যাপনের জন্য ভালো পথ [*কষ্ট এবং ত্যাগের পথ*] অবলম্বন না করে, তাহলে সে আত্মার অবৈধ চাহিদা বা নাফসের (শয়তান) প্রভাবে পার্থিব জীবনের সহজ সরল পথে [*অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনৈতিক কাজে*] অনন্তকাল আখেরাতের শান্তিময় জীবন ধ্বংস করবে। এই ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন–

أَلَمْ نَجْعَلْ لَّهُ عَيْنَيْنِ. وَلِسَانًا وَّشَفَتَيْنِ. وَهَدَيْنَهُ النَّجْدَيْنِ. فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ.

"আমি কি তার [*মানুষ*] জন্য সৃষ্টি করিনি দুই চক্ষু? আর জিহ্বা ও দুই ওষ্ঠ? এবং আমি তাকে কি দুইটি পথই [*ভালো ও মন্দ*] দেখাইনি? সে তো বন্ধুর গিরিপথ [*কষ্টসাধ্য ও ত্যাগের পথ*] অবলম্বন করেনি।" {*৯০-সূরা বালাদ : ৮-১১*}

একই সূরাতে আল্লাহ্ তা'আলা মানবজাতির জন্য ভালো-মন্দ দু'টি পথের সুস্পষ্ট বর্ণনা দিয়েছেন, যাতে তারা বুঝতে পারে। ১২-১৮ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করেছেন ভালোর [*কঠিন পথ, কষ্ট ও ত্যাগের পথ*] পথ আর ১৯-২০ নম্বর আয়াতে মন্দের পথ [*স্বার্থবাদী, লোভীচরিত্র, নিষ্ঠুর অন্তর, হিংসা-বিদ্বেষ ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ এবং আল্লাহ্ তা'আলার একত্ববাদে অবিশ্বাসী*] সম্পর্কে।

وَمَا أَدْرٰكَ مَا الْعَقَبَةُ. فَكُّ رَقَبَةٍ. أَوْ إِطْعٰمٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ. يَّتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ. أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ. ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ اٰمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ. أُولٰئِكَ أَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِاٰيٰتِنَا هُمْ أَصْحٰبُ الْمَشْئَمَةِ. عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤْصَدَةٌ.

www.nagorikpathagar.org

"তুমি কি জান-বন্ধুর গিরিপথ কি? এটি হচ্ছে; দাস মুক্তি, অথবা দুর্ভিক্ষের দিনে আহার দান, ইয়াতিম আত্মীয়কে অথবা দারিদ্র্য-নিষ্পেষিত নিঃস্বকে, তারপরই সে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় মু'মিনদের মধ্যে এবং তাদের, যারা পরস্পর উপদেশ দেয়, ধৈর্যধারণের ও দয়া দাক্ষিণ্যের, এরাই সৌভাগ্যশালী [*আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্যপ্রাপ্ত বান্দা*] এবং যারা আমার নিদর্শন [*আল-কুরআনের বিধিনিষেধ*] প্রত্যাখ্যান করেছে, তারাই হতভাগ্য। তারাই হবে অগ্নি পরিবেষ্টিত।" {৯০-সূরা বালাদ : ১২-২০}

মন্দপথের মধ্যে তাওহীদে বা আল্লাহ্ তা'আলার একত্ববাদে, আল-কুরআন এবং নবী-রাসূল ইত্যাদিতে অবিশ্বাসই গর্হিত পাপের পথ। তাওহীদে বিশ্বাস স্থাপন করে আল-কুরআনে বর্ণিত এবং শেষ রাসূল (সা.)-এর আদেশ-উপদেশ অর্থাৎ ইসলামী জীবনাদর্শ পরিপূর্ণভাবে অনুসরণ করতে গেলেই মন্দের সাথে সংঘাত বাঁধে। তাই ইসলামী মূল্যবোধে [*মুসলিম উম্মাহর বৃহত্তর অংশ*] বিশ্বাসী হয়েও ইসলামী মূল্যবোধকে পরিপূর্ণ জীবনাদর্শ হিসেবে গ্রহণ করতে যারা অস্বীকার করে তাদের জন্য মন্দ পথ অনুসরণ করা অত্যন্ত সহজ হয়। যারা অবিশ্বাসী, তাদের দান-খয়রাত, ভালোকাজ ও জনকল্যাণে কাজ এবং অন্যদেরকে সাহায্য করা ইত্যাদি শেষ বিচার দিবসে প্রকৃতপক্ষে তাদের কোনো সাহায্যে আসবে না। তবে এটি সত্য যে ভালো কাজের জন্য দুনিয়াতেই তারা যথার্থ পুরস্কার পাবে। আল্লাহ তা'আলা ন্যায় বিচারক, তিনি কারোর ভালো কাজের পুরস্কার নষ্ট হতে দেবেন না। এই প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন–

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ۝ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ
يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ۝ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ
فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا ۝

"বল, 'আমি কি তোমাদেরকে সংবাদ দেব কারা কর্মে ক্ষতিগ্রস্ত? এরা তারাই 'পার্থিব জীবনে যাদের প্রচেষ্টা পণ্ড হয়, যদিও তারা মনে করে যে, তারা সৎকর্ম করছে, যারা অস্বীকার করে তাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী [*আল-কুরআন ও নবী-রাসূল*] ও তার সাথে তাদের সাক্ষাতের [*কেয়ামত বা শেষ বিচার*] বিষয়। ফলে, তাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যায়; সুতরাং কেয়ামতের দিন তাদের জন্য কোনো গুরুত্ব রাখব না [*ভালো কাজের কোনো মূল্য থাকবে না*]।" *{ ১৮-সূরা কাহফ : ১০৩-১০৫}*

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً ۚ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ
يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ ۗ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝

www.nagorikpathagar.org

"যারা কুফরি [*তাওহিদে বিশ্বাসী নয়*] করে তাদের কর্ম মরুভূমির মরীচিকা সদৃশ, পিপাসার্ত যাকে পানি মনে করে থাকে, কিন্তু সে তার নিকট উপস্থিত হলে দেখবে তা কিছু নয় [*শেষ বিচার দিবসে*] এবং সে পাবে সেথায় আল্লাহকে [*দুনিয়ার জীবনে আল্লাহকে তারা ভুলে যায় কিন্তু আল্লাহ তা'আলা ও তার রহমত ছাড়া কোনো পথ নেই*] অতঃপর তিনি তার কর্মফল [*দোযখ*] পূর্ণ মাত্রায় দেবেন। আল্লাহ হিসাব গ্রহণে তৎপর।" { *২৪-সূরা নূর : ৩৯* }

অবিশ্বাসীর ভালো কর্মের পুরস্কার আল্লাহ তা'আলা এই দুনিয়াতেই পূর্ণমাত্রায় দান করবেন। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا نُوَفِّ اِلَيْهِمْ اَعْمَالَهُمْ فِيْهَا وَهُمْ فِيْهَا لَا يُبْخَسُوْنَ . اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَيْسَ لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ اِلَّا النَّارُ ز وَحَبِطَ مَا صَنَعُوْا فِيْهَا وَبٰطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ .

"যদি কেউ পার্থিব জীবন ও তার শোভা কামনা করে [*ইসলাম ধর্মে অবিশ্বাসী এবং ন্যায় অন্যায় বাছবিচার না করে পার্থিব জীবনের সফলতা নিয়ে মেতে থাকে*] দুনিয়াতে আমি তাদের কর্মের পূর্ণ ফল দান করি এবং সেখানে তাদের কম দেয়া হবে না। তাদের জন্য পরলোকে অগ্নি ব্যতীত অন্য কিছুই নেই এবং তারা যা করে পরলোকে তা নিষ্ফল হবে এবং তারা যা করে থাকে তা নিরর্থক।" { *১১-সূরা হূদ : ১৫-১৬* }

এজন্যই পার্থিব জীবনের সফলতা এবং আখেরাতের সফলতার মধ্যে দ্বন্দ্ব বাঁধে। যে কোনো একটিকে উৎসর্গ করে অন্যটিকে জয় করতে হয়। তবে ইসলামী জীবনাদর্শ যথার্থ অনুসরণে দুই জীবনের সফলতা অর্জন করা সম্ভব। এক্ষেত্রে যে কোনো একটিকে বেছে গ্রহণ করায় মানুষের শতভাগ স্বাধীনতা আছে। ফলে অধিকাংশ মানুষ **"মানবতার শত্রু"** শয়তানের প্ররোচনায় নাফস শয়তানের প্রভাবে পার্থিব জীবনের সাফল্যকে বেশি প্রাধান্য দেয় কারণ পার্থিবের সফলতা চোখের সামনে বিদ্যমান। পরকালের প্রাপ্তি ভবিষ্যতের অজানায় অন্তর্নিহিত, মানুষের চোখের আড়ালে তাই সেটা নিয়ে তারা বেশি মাথা ঘামায় না। আল্লাহ তা'আলা মানব সন্তানের এই দুর্বলতার কথা উল্লেখ করে বলেছেন–

يَعْلَمُوْنَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غٰفِلُوْنَ .

"তারা শুধু দুনিয়ার জীবনের প্রকাশ্য বিষয়সমূহই জানে [*ব্যস্ত থাকে*], কিন্তু আখেরাতের বিষয়ে তারা ভুলে রয়েছে।" { *৩০-সূরা রূম : ৭* }

পার্থিবের সফলতা বলতে শিক্ষা অর্জনের কথা এখানে বলা হয়নি। কারণ শিক্ষা

www.nagorikpathagar.org

অর্জন করা ইসলামী মূল্যবোধের একটি পবিত্র দায়িত্ব। কাজেই শিক্ষা অর্জনের জন্য সকলকেই যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত। পার্থিব জীবনের সফলতা বলতে বুঝানো হচ্ছে অবৈধ ধন-সম্পদ অর্জনের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়কে।

শয়তানের পদাংক অনুসরণে নাফসের ভূমিকা

এখন আলোচনা করা যাক মানবতার শত্রু মানব প্রবৃত্তির অবৈধ চাহিদাকে [*নাফস শয়তান*] ব্যবহার করে কীভাবে আদম সন্তানকে আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত পবিত্র বিধিবিধান থেকে দূরে রাখে? শয়তানের পদাংক অনুসরণ করেই মানুষ, শয়তানের কার্যকলাপে জড়িত হয়ে থাকে। অবৈধ, অন্যায়, নীতিবর্জিত কাজ, নর-নারীর অশ্লীলতা, সামাজিক অস্থিরতায় সন্ত্রাসী এবং জনকল্যাণ বিরোধী কার্যকলাপ সাধারণত শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণে সংঘটিত হয়। এ প্রসংগে মুসলিম উম্মাহর প্রতি আদেশ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱدْخُلُوا۟ فِى ٱلسِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا۟ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَٰنِ ۚ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না- নিশ্চিতরূপে সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।" {*২-সূরা বাকারাহ : ২০৮*}

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّبِعُوا۟ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَٰنِ ۚ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَٰنِ فَإِنَّهُۥ يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ ۚ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُۥ مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يُزَكِّى مَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা শয়তানের অনুসরণ করো না। যে কেউ শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে, তখন তো শয়তান নির্লজ্জতা ও মন্দ কাজেরই আদেশ করবে। যদি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া তোমাদের প্রতি না থাকত, তবে তোমাদের কেউ কখনও পবিত্র হতে পারতে না। কিন্তু আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পবিত্র করেন। আল্লাহ সবকিছু শোনেন, জানেন।" {*২৪-সূরা নূর : ২১*}

এই আয়াতে উল্লিখিত 'খুতুওয়াতিশ শয়তান' হচ্ছে শয়তানের পদাঙ্ক বা পদচিহ্ন বা শয়তানের রাস্তা। শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণে মানুষ যে বিভিন্ন অবৈধ কার্যকলাপে জড়িত হয় উপরোল্লিখিত আয়াত থেকে সেটি সুস্পষ্ট। আয়াতের প্রথমাংশে রয়েছে "তোমরা সর্বাত্মকভাবে বা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ কর"

www.nagorikpathagar.org

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ও রাসূল (সা.)-এর প্রদত্ত ইসলামী শরীয়তে বর্ণিত বিধিনিষেধকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ কর। এই আয়াত নাযিল হয়েছিল ইয়াহুদীদের সম্পর্কে যারা মদীনায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করা সত্ত্বেও ইয়াহুদী ধর্মের বিশেষ কিছু আচার-আচরণ, রীতিনীতি তারা পরিত্যাগ করতে পারছিল না। ইসলামী শরীয়তে গ্রহণযোগ্য আচার-আচরণ ব্যতিরেকে আর সকল আচার-আচরণ বস্তুত শয়তানের প্ররোচনায় সৃষ্ট, তাই তাদেরকে শয়তানের পদচিহ্ন বলা হয়ে থাকে। আরও স্পষ্ট করে বলা যায়, ইসলামী মূল্যবোধের বহির্ভূত আচার-আচরণ বা বিধিনিষেধ প্রকৃতপক্ষে শয়তানের কর্ম। এগুলোতে সাধারণত মানবকল্যাণে কোনো সুফল দিতে পারে না, লাভজনক কিছুই নেই। বরং আল্লাহ তা'আলা এবং রাসূল (সা.)-এর অবাধ্য হওয়ার সবরকম সুযোগ থাকে। যা হোক শয়তানের পদাঙ্ক সম্পর্কে কিছু উদাহরণ উল্লেখ করা হলো।

প্রবৃত্তির অবৈধ চাহিদার প্রভাবে শয়তানের প্ররোচনায় বা পদাঙ্ক অনুসরণে মানুষ ব্যক্তি, পারিবারিক, সমাজ এবং জাতীয় জীবনে সাধারণত যে সমস্ত অনৈতিক এবং অন্যায় কাজে জড়িত হয় অথবা পার্থিব জীবনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রভাবিত হয়ে থাকে, সেগুলো হলো–

লোভ-লালসা, অসততা [আত্মগরিমা, (অহংকার), ঔদ্ধত্য (দাম্ভিকতা)], সত্য অস্বীকার-সত্যাদ্রোহী, মিথ্যা কথা বলা, পরিহাস, অবজ্ঞা ও অবহেলা করা, ব্যভিচার [লম্পট এবং অশোভন কামুক], মদ খাওয়া ও জুয়া খেলা, হত্যা এবং অযৌক্তিক জীবনহানি, মোনাফেকি আচরণ, ধন-সম্পদ ও সময়ের অপচয় এবং অপ্রয়োজনীয় কথা বলা, পরচর্চা, চোগলখুরী, পরনিন্দা এবং সন্দেহবশত গোয়েন্দাগিরি করা, বিবাহ পূর্ব যৌন সম্ভোগ, জীবন যাপনের ব্যবস্থার মূলনীতি নির্ধারণে মানুষের তৈরি নীতিমালা, অসৎ ও মিথ্যাকে অবলম্বন করা; গণক-যাদুতে বিশ্বাস করা, শোষণ-নির্যাতন, ইয়াতিমের ধন-সম্পদ আত্মসাৎ করা, অমিতব্যয়ী ও অসংযম এবং ওজনে ও মাপে কম দেয়া ইত্যাদি। .

উল্লিখিত সবই আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত বিধিবিধানে মন্দ-খারাপ (*নিন্দনীয় বা হারাম*) কাজ। কাজেই এগুলো শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণেই সংঘটিত হয়ে থাকে। "নাফস (শয়তান)ই" আদম সন্তানদের এই সমস্ত অন্যায়-গর্হিত কাজে জড়িত হওয়ায়, থাকতে সাহায্য এবং বাধ্য করে। মানবজাতির জন্য প্রেরিত সর্বশেষ আল্লাহ তা'আলা পবিত্রবাণী আল-কুরআনে এই সব কাজের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন এবং বিশ্বাসীদেরকে আদেশ দিয়েছে তারা যেন প্রবৃত্তির প্রভাবে এই সমস্ত কাজে জড়িত না হয়। যারা প্রবৃত্তির অবৈধ ডাকে বা প্রভাবে এ সমস্ত কাজে সাড়া দেবে তারা পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। আল-কুরআনে

www.nagorikpathagar.org

বিভিন্ন উপমা এবং উদাহরণের মাধ্যমে মানব জাতিকে এই সব অনৈতিক বিষয় সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা সতর্ক করেছেন এবং জীবনের বিভিন্ন পরিস্থিতির সাথে শয়তানের সম্পৃক্ততা সম্পর্কে রাসূলের (সা.) অসংখ্য হাদীস রয়েছে। তাই আল-কুরআন এবং হাদীসের আলোকে নিন্দনীয় বিষয়গুলোর উপর বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলো।

লোভ-লালসা

মানব প্রকৃতির উল্লেখ্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে লোভ-লালসাই উল্লেখ্য বৈশিষ্ট্য, যা মানুষকে বিভিন্ন অনৈতিক কাজে জড়িত হওয়ায় অনুপ্রাণিত করে থাকে। সকল অনৈতিক কার্যকলাপ এবং আচরণ বিধির সাথে লোভ-লালসার একটি যোগসূত্র রয়েছে। লোভ-লালসার বিভিন্ন ডিগ্রী এবং নিয়ন্ত্রণ করার যোগ্যতা থাকায় সকলের জন্য এটি ক্ষতির কারণ হয় না। তবে এটা অনস্বীকার্য যে লোভাতুর ব্যক্তির লোভ-লালাসার জন্যই সমাজে নানা সমস্যার সৃষ্টি হয়। লোভ-লালসা সম্পর্কে অর্থবহ প্রবাদ বাক্য হচ্ছে, **'লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।'** লোভী ব্যক্তিদের লোভাতুর চরিত্র কেউ পছন্দ করে না যদিও এই নিন্দনীয় অদৃশ্য বিশেষত্ব প্রায় সব মানব সন্তানের প্রবৃত্তিতে কম-বেশি উপস্থিত থাকে।

লোভ-লালসা হচ্ছে সৃষ্টির সেরা মনুষ্য চরিত্রের একটি দুর্বলতম ও হীনতম বৈশিষ্ট্য। যার পরিপ্রেক্ষিতে সৃষ্টি হয় অন্যায় ও অবৈধ কাজের বিভিন্ন রাস্তা। আত্মার অবৈধ প্রবৃত্তির একটি বাস্তবরূপ লোভ-লালসা। যা মানুষের পারিবারিক জীবন থেকে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সৃষ্টি করে নানা সমস্যা, নিরাপত্তাহীন অশান্তির অস্বস্তিকর পরিবেশ। বর্তমানে সারা বিশ্বে রয়েছে তার অকাট্য প্রমাণ। সহোদরদের মধ্যে ধন-সম্পদ নিয়ে ঝগড়া-বিবাদ, ভাই-বোনের সম্পর্ক নষ্ট, আত্মীয়-স্বজনের সংগে বিচ্ছেদ, মা-বাবার সাথে সন্তানের সম্পর্ক নষ্ট এবং পাড়া প্রতিবেশীর সংগে মামলা মোকাদ্দমা এবং দুর্নীতিতে জড়িত হওয়ার ক্ষেত্রে মানুষের লোভাতুর প্রকৃতি অন্যতম ভূমিকা পালন করে থাকে। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সব মানুষই প্রবৃত্তির এই অদৃশ্য শক্তিশালী চাহিদার শিকার হয়। নাফস (শয়তান)ই এই অবৈধ প্রবৃত্তিকে মনুষ্য চরিত্রে লালন করতে সাহায্য করে। তাই মানুষের মধ্যে অনেকেই অজ্ঞতাবশত এই প্রবৃত্তির দাসত্বে আত্মসমর্পণ করে। আবার অনেকেই স্বার্থত্যাগী হওয়ার প্রত্যাশায় নিয়মিতভাবে এই প্রবৃত্তিকে উপেক্ষা করার জন্য "নাফস (শয়তানের)' সাথে 'জিহাদ' বা সংগ্রাম করে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মানুষ অদৃশ্য এই শক্তিশালী প্রবৃত্তির প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে স্বার্থত্যাগীর পরিবর্তে হয়ে যায় স্বার্থান্বেষী স্বার্থপর। চাঁদাবাজি, সন্ত্রাসী, আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত জীবনাদর্শকে উপেক্ষা এবং মানব মৌলিক অধিকার লংঘনে

www.nagorikpathagar.org

অনৈতিক কার্যকলাপ, ঘুষ আদান প্রদানের প্রথা চালু এবং অনৈতিক রাজনীতি চর্চার সাহায্যে সাধারণ মানুষকে শোষণ করা, বিবাহে যৌতুক দাবি ইত্যাদি, এই সবই মানুষের লোভাতুর চরিত্রের বাস্তবতা।

মানুষ লোভ-লালসার প্রকৃতিতে আত্মসমর্পণ করে অন্যায়ভাবে অপরের ধন-সম্পত্তি আত্মসাৎ করায় এবং মানুষের মান-সম্মান ধূলিসাৎ, এমনকি অন্যদেরকে হত্যা করতেও দ্বিধাবোধ করে না। পার্থিব জীবনে সাবলম্বী হওয়ার প্রত্যাশায় ও প্রচেষ্টায় অবৈধভাবে ধন-সম্পত্তি উপার্জনে আসক্ত হয়ে মানুষ পরকালের জীবন ভুলে যায়। প্রচুর পরিমাণে ধন-সম্পত্তি থাকলেও, তার তৃপ্তি নেই সে আরও বেশি চায়। অর্থাৎ ধন-সম্পত্তির ক্ষেত্রে অধিকাংশ মানুষের প্রবৃত্তিতে পরিতৃপ্তির কোনো স্থান নেই। এই ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ. وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ.

"মানুষ অবশ্যই তার প্রতিপালকের প্রতি অকৃতজ্ঞ। এবং সে অবশ্যই এ বিষয়ে অবহিত [*নিজেদের কাজকর্মে তার প্রমাণ*] এবং অবশ্যই সে ধন-সম্পত্তির আসক্তিতে প্রবল।" { *১০০-সূরা আদিয়াত : ৬-৮* }

أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ. حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ. كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ.

"প্রাচুর্যের [*ধন-সম্পত্তির*] প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন রাখে। যতক্ষণ না তোমরা কবরে উপনীত হও। এটা সংগত নয়, তোমরা শীঘ্রই এটি জানতে পারবে [*মৃত্যুর পরমুহূর্তেই*]।" { *১০২-সূরা তাকাছুর : ১-৩* }

وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا.

"এবং তোমরা উত্তরাধিকারীদের প্রাপ্য সম্পদ সম্পূর্ণরূপে ভক্ষণ করে ফেল এবং তোমরা ধন-সম্পদ অতিশয় ভালোবাস।" { *৮৯-সূরা ফাজর : ১৯-২০* }

এ সম্পর্কে রাসূল (সা.) বলেছেন, *"যদি কোন মানুষের এক উপত্যকা ভরা স্বর্ণ থাকে, তবে সে তার জন্য দু'টি উপত্যকা [ভর্তি স্বর্ণ] হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করে। তার মুখ মাটি ছাড়া [মৃত্যু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত] আর কিছুতেই ভরে না। আর যে ব্যক্তি তাওবা করে, আল্লাহ তার তাওবা কবুল করেন।" [সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড ৫, ৪৭০৪]*

অর্থাৎ মানুষ কবরে না যাওয়া পর্যন্ত ধন-সম্পত্তি উপার্জনে এবং জমা করায় ব্যস্ত থাকে। প্রয়োজনের তুলনায় বেশি থাকলেও অধিকাংশ মানুষই পরিতৃপ্ত হৃদয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে বলেন না আলহামদুলিল্লাহ, আমার আর প্রয়োজন নেই। অনেকে ধন-সম্পদে সমৃদ্ধ হয়েও সবর করতে পারে না বরং ধন-সম্পত্তিতে

www.nagorikpathagar.org

সমৃদ্ধ হয়ে অনেকেই আল্লাহ তা'আলার নেয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়। কারণ সে মনে করে যে, ধন-সম্পত্তিতে সে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে, তার উপর সে আর নির্ভরশীল নয়। কাউকে সে পরওয়া করে না অর্থাৎ তখন তার প্রকৃতি হয়ে যায় ঔদ্ধত্যপরায়ণ। সে ভুলে যায় মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তা'আলা পরীক্ষা করার জন্যই ধন-সম্পদ দিয়ে তাকে সমৃদ্ধ করেছেন। তদুপরি ধন-সম্পত্তি নিয়ে ব্যস্ত থাকায় সে ভুলে যায় মৃত্যুর কথা, আল্লাহ তা'আলার কাছে ফিরে যাওয়ার কথা এবং শেষ বিচার দিবসে ধন-সম্পদের হিসাব দিতে আল্লাহ তা'আলার সম্মুখে হাজির হওয়ার কথা। ফলে ধন-সম্পদের মাধ্যমেই সে পৃথিবীতে অমর হয়ে থাকতে চায় অথবা মনে করে ধন-সম্পত্তি তাকে অমর করে রাখবে। সূরা আল-হুমাযা, ১-৩ নম্বর আয়াতে এই প্রকৃতির লোকদের উদাহরণ দিয়ে ৪ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

"দুর্ভোগ এমন প্রত্যেকের, যে পশ্চাতে ও সম্মুখে লোকের নিন্দা করে [*ঔদ্ধত্য দেখিয়ে*]; যে অর্থ জমায় ও তা বার বার গণনা করে; সে ধারণা করে যে, তার অর্থ তাকে অমর করে রাখবে; কখনও না, সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে হুতামায় [*ধ্বংসিত অগ্নিতে*]।" *(১০৪-সূরা হুমাযা : ১-৪)*

অতিশয় লোভ-লালসায় অর্থ-সম্পদ উর্পাজনে ও জমা করায় এবং বারবার গণনায় এবং রক্ষণাবেক্ষণের কাজে ব্যস্ত থাকায় সে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত থেকে দূরে থাকে অথবা তাদের মধ্যে অনেকেই ইবাদতের ধার ধারে না। তদুপরি ধন-সম্পত্তির গরিমায় সে হয় উদ্ধত এবং কাজকর্মে সত্য বিমুখতা এবং আল্লাহ তা'আলার উপদেশের [*আল-কুরআনের*] বিরুদ্ধাচরণ করা হলো তার [*অনেক ধনীদের*] স্বভাব। রাসূলের (সা.) নবুওয়াতের প্রথম দিকে মক্কী জীবনে ওলীদ বিন মুগীরা [*তার উপরে আল্লাহ তা'আলার লানত*] ছিলো এ রকম ব্যক্তি, যে তার ধন-সম্পত্তি, পুত্র-সন্তান এবং প্রাচুর্যের গরিমায় সর্বদাই রাসূলের (সা.) বিরুদ্ধাচরণ করেছে। এমনকি রাসূলকে (সা.) হত্যা করার জন্য নানা ধরনের কারসাজি করেছে। আজও মানব সমাজে এই ধরনের লোকের পরিমাণ লক্ষণীয়। তারা ইসলামী পবিত্র জীবনাদর্শকে অবজ্ঞা করে, সেকেলে বিধান হিসেবে উপহাস করে এবং ঔদ্ধত্যের সাথে মন্তব্য করে তৎকালীন অজ্ঞ আরবদের জন্য এ ধরনের জীবনাদর্শের বিধান প্রয়োজন ছিলো, বর্তমান অত্যধুনিক সমাজে এটি চলতে পারে না। এই ধরনের লোকদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন–

ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ۔ وَّجَعَلْتُ لَهٗ مَالًا مَّمْدُودًا ۙ وَّبَنِيْنَ شُهُودًا ۙ وَّمَهَّدْتُّ لَهٗ

تَمْهِيدًا ۔ ثُمَّ يَطْمَعُ اَنْ اَزِيْدَ ۔ كَلَّا ؕ اِنَّهٗ كَانَ لِاٰيٰتِنَا عَنِيْدًا ۔ سَاُرْهِقُهٗ صَعُوْدًا ۔

www.nagorikpathagar.org

"আমাকে ছেড়ে দাও এবং তাকে [*সত্যের বিরুদ্ধাচারীকে*] যাকে আমি সৃষ্টি করেছি অসাধারণ [*ধন-সম্পত্তি উপার্জনের জ্ঞান-বুদ্ধির সাহায্যে*] করে। আমি তাকে দিয়েছি বিপুল ধন-সম্পদ এবং নিত্য সংগী পুত্রগণ এবং তাকে দিয়েছি স্বাচ্ছন্দ্য জীবনের প্রচুর উপকরণ, এর পরেও সে কামনা করে যে, আমি তাকে আরও অধিক দিই 'না, তা হবে না, সে তো আমার নিদর্শনসমূহের [*আল-কুরআন এবং আল-হাদীস*] বিরুদ্ধাচারী। আমি অচিরেই তাকে ক্রমবর্ধমান শাস্তি দিয়ে আচ্ছন্ন করবো।"
{*৭৪-সূরা মুদ্দাসসির : ১১-১৭*}

আল-কুরআনে বর্ণিত আল্লাহ তা'আলার শাশ্বত বাণী কেয়ামত পর্যন্ত প্রযোজ্য থাকবে তাই বিশেষ কোনো যুগ বা সময়ের ও সমাজের জন্য নয় বরং এই বিধান সর্বকালের জন্যই রাসূল (সা.)-কে দিয়ে আল্লাহ তা'আলা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এই প্রকৃতির লোক সব সমাজেই বিচরণ করে। আমেরিকার টিভিতে একবার এক ধনী লোকের সাক্ষাৎকার দেখেছিলাম। যখন তাকে প্রশ্ন করা হলো তুমি কি গডের অস্তিত্বে বিশ্বাস কর? উত্তরে বললো, আমি এ ব্যাপার নিয়ে চিন্তা করিনি। অর্থাৎ এ ব্যাপারে তার সন্দেহ আছে অথবা চিন্তা করার প্রয়োজন মনে করে না। 'মানুষের শত্রু' শয়তানই উদ্ধত প্রকৃতিকে সম্বল করে তাদেরকে এই ধরনের চিন্তা বা কাজে জড়িত হতে এবং জড়িত থাকতে বাধ্য করে। অনুরূপভাবে অধিকাংশ ধনী ব্যক্তি বিনয়ী না হয়ে ধন-সম্পদের গরমে গর্বিত হয়ে থাকে কারণ তারা মনে করেন কারও উপর তারা নির্ভরশীল নয়। অহংকার ও ঔদ্ধত্য শয়তান চরিত্রের বৈশিষ্ট্য তাই সে ঔদ্ধত্যপরায়ণ ব্যক্তিকে পছন্দ করে। আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহে বেহেশতে থাকার সুযোগ পেয়েও শয়তান বিনয়ী না হয়ে বরং অহংবোধে ঔদ্ধত্যের সাথে আল্লাহ তা'আলার হুকুমের অবাধ্য হয়েছিল। ইবনে আব্বাস (রা.) ওলীদ বিন মুগীরার কথা উল্লেখ করে বলেছেন, 'Walid bin Mughirah enter the house of Abu Bakr bin Abi Quahafah and asked him about the Quran. When Abu Bakr informed him about it, he left and went to the Quraysh saying, 'What a great thing this is that Ibn Abi Kabshah {Rasul (sa)} is saying. I swear by Allah that it is not poetry, nor magic, nor the prating of insanity. Verily, his speech is from the Words of Allah! So when a group of the Quraysh heard this they gathered and said, "By Allah, if Al-Walid converts (to Islam) all of the Quraysh will convert."

www.nagorikpathagar.org

When Abu Jahl bin Hisham heard this he said, "By Allah, I will deal with him. So he went to Al-Walid's house and entered upon him. He said to al-Walid, 'Don't you see that your people are collecting charity for you? Al-Walid replied, 'Don't I have more wealth and children than they do? Abu jahl answered, They are saying that you only went to Ibn Abi Quhafah's house so that you can get some of his food.' Al-Walid then said, "Is this what my tribe is saying? Nay, by Allah, I am not seeking to be close to Ibn Abi Quhafah, nor Omar, nor Ibn Abi Kabshah. And his {Rasul (sa)} speech is only inherited magic of old."

অনুবাদ : ইবনে আব্বাস (রা.) ওলীদ বিন মুগীরার সম্পর্কে বলেছেন, "আবু বকরের (রা.) ঘরে প্রবেশ করে ওলীদ বিন মুগীরা আল-কুরআন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। যখন আবু বকর (রা.) তাকে আল-কুরআন সম্পর্কে বললেন, সে কুরাইশদের কাছে গিয়ে বললো, 'ইবনে আবি কাবশাহ্ [রাসূল (সা.)] কি উত্তম কথা বলেছেন। আমি আল্লাহ্ তা'আলার শপথ করে বলতে পারি এটি কোনো কবিতা, যাদু এবং পাগলের প্রলাপ হতে পারে না। তার [রাসূলের (সা.)] কথা অবশ্যই আল্লাহ্ তা'আলার কালাম। সুতরাং কুরাইশরা যখন এ কথা শুনলো তারা এক জায়গায় সমবেত হয়ে বললো, 'আল্লাহর শপথ করে বলছি, যদি ওলীদ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে তাহলে কুরাইশদের সকলেই ইসলাম গ্রহণ করবে। আবু জাহল [আল্লাহ্ তা'আলার লানত] যখন এ কথা শুনলো, সে বললো, আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি তাকে [ওলীদকে] দেখে নেব। অতঃপর সে ওলীদের বাড়ীতে গিয়ে প্রবেশ করলো এবং ওলীদকে বললো, তুমি কি বুঝতে পারছ না যে, লোকজন তোমার জন্য সদাকা সংগ্রহ করছে [অবজ্ঞামূলক কথা]? ওলীদ উত্তর দিল, তুমি কি জান না যে, তাদের তুলনায় আমার বেশি সম্পদ ও সন্তান রয়েছে? প্রতি উত্তরে আবু জাহল বললো, লোকজন বলছে, তুমি ইবনে আবি কুহাফার [আবু বকর (রা.)] বাড়ীতে এই কারণে গিয়েছিলে যে, তার কাছ থেকে খাদ্য সংগ্রহ করতে পার। ওলীদ তখন বললো, এটিই কি আমার সম্প্রদায় বলছে? না! আল্লাহর শপথ! আমি ইবনে আবি কুহাফার নিকটবর্তী হতে চাই না, ওমর এবং ইবনে আবি কাবশাহর [রাসূলের (সা.)] নিকটেও নয় এবং তার [রাসূলের (সা.)]

www.nagorikpathagar.org

বক্তব্য হচ্ছে পূর্ববর্তীদের যাদু বৈ কিছু নয়।" *[ইবনে কাসীর, খণ্ড-১০, পৃষ্ঠা-২৪৯; আত-তাবারী, খণ্ড-২৮, পৃষ্ঠা-২৪]*

আবু জাহলের তিরস্কারমূলক উক্তি শ্রবণ করেই ওয়ালীদ আল-কুরআন সম্পর্কে সঠিক ধারণার পরিবর্তন করে বলেছিল, এটি প্রাচীন কালের যাদুমন্ত্র। আবু জাহলের ভর্ৎসনা ওয়ালীদের বিপুল ধন-সম্পদের গর্বিত আত্মায় আঘাত লাগায় সে মত পরিবর্তন করে। এই প্রকৃতির ব্যক্তিদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা অভিশপ্ত করে বলেছেন–

إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ. فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ. ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ.

"সে চিন্তা করলো এবং সিদ্ধান্ত করলো। অভিশপ্ত হোক সে! কেমন করে সে এই সিদ্ধান্ত করলো। আরও অভিশপ্ত হোক সে! কেমন করে সে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলো।" { *৭৪-সূরা মুদদাসসির* : ১৮-২০}

নাফস (শয়তানের) চাহিদায় লালিত লোভ-লালসা আত্মীয়স্বজনের প্রাপ্য অংশ এবং ইয়াতীমের পাপ্য আত্মসাৎ করতে মানুষকে বাধ্য করে। আল্লাহ তা'আলা মানুষের সৃষ্টিকর্তা, তিনি সবচেয়ে ভালো জানেন মানব প্রবৃত্তির চাহিদা কী এবং তাদের দুর্বলতা কোথায়? তাই এ সম্পর্কে সতর্কতা সম্পৃক্ত আয়াত নাযিল করে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, তোমরা এই ধরনের প্রবৃত্তি থেকে দূরে থাক। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

وَلَا تَأْكُلُوٓا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَآ إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

"তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না এবং মানুষের ধন-সম্পত্তির কিয়দাংশ জেনে শুনে অন্যায়ভাবে গ্রাস করার জন্য [*কোনো প্রকার ঘুষ বা প্রভাব দিয়ে*] বিচারকদের নিকট পেশ করো না।" { *২-সূরা বাকারাহ : ১৮৮* }

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَآءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۚ ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الْمَاٰبِ.

"নারী, সন্তান, জমাকৃত স্বর্ণরৌপ্য আর চিহ্নিত অশ্বরাজি, গবাদি পশু এবং ক্ষেত খামারের প্রতি আসক্তি [*ভোগাসক্তি, মায়ামহব্বত, চিত্তাকর্ষণ*] মানুষের নিকট মনোরম

www.nagorikpathagar.org

করা হয়েছে। এই সব ক্ষণস্থায়ী জীবনের ভোগ্যবস্তু। আর আল্লাহ, তার নিকট রয়েছে উত্তম আশ্রয়স্থল।" { *৩-সূরা আলে-ইমরান : ১৪* }

وَاٰتُوا الْيَتٰمٰى اَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيْثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَهُمْ اِلٰى اَمْوَالِكُمْ ۚ اِنَّهٗ كَانَ حُوْبًا كَبِيْرًا.

"ইয়াতিমদেরকে তাদের ধন-সম্পদ ফেরৎ দেবে এবং ভালোর সাথে মন্দ বদল করবে না। তোমাদের সম্পদের সাথে তাদের সম্পদ মিশিয়ে গ্রাস করো না; এটি মহাপাপ।" { *৪-সূরা নিসা : ২* }

اِنَّ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتٰمٰى ظُلْمًا اِنَّمَا يَاْكُلُوْنَ فِىْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا ۚ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا.

"যারা ইয়াতিমের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করে তারা তাদের উদরে অগ্নি ভক্ষণ করে; তারা জ্বলন্ত আগুনে জ্বলবে।" { *৪-সূরা নিসা : ১০* }

وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا.

"আত্মীয়-স্বজনকে দেবে তার প্রাপ্য এবং অভাবগ্রস্ত ও পর্যটককেও এবং কিছুতেই অপব্যয় করো না।" { *১৭-সূরা ইসরা : ২৬* }

فَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ۚ ذٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ ز وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

"অতএব আত্মীয়কে দিও তার প্রাপ্য এবং অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরকেও। যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে তাদের জন্য এটি শ্রেয় এবং তারাই সফলকাম।" { *৩০-সূরা রূম : ৩৮* }

অন্যের ধন-সম্পদ নানা অজুহাতে গ্রাস করার মানুষ অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও আদৌ কম নেই। তারা নিজ আত্মীয়-স্বজনসহ ইয়াতিম এবং পাড়া প্রতিবেশীর সম্পদ নানাভাবে গ্রাস করে। বাংলাদেশে প্রকাশিত পত্রিকায় প্রতিদিন এই ধরনের কাহিনী ও মামলা মোকাদ্দমার সংবাদ পাওয়া যায়। তাদের অনেকেই অসৎ উপায়ে সম্পদের পাহাড় গড়েছে। দেশের অনেক রাজনৈতিক নেতা এবং সরকারী ও বেসরকারী আমলাদের দুর্নীতিপরায়ণ কার্যকলাপ এবং তাদের অনেকেই ইতোমধ্যে দুর্নীতির দায়ে দণ্ডিত হয়ে জেলে গেছেন। এদের দুর্নীতির পেছনে প্রধান কারণ লোভ লালসা এবং সম্পদের পাহাড় গড়ার লোভ। দুর্নীতির

www.nagorikpathagar.org

দায়ে দণ্ডিত হয়ে যারা কারাগারে গেছে তারা দুনিয়াতেই অপমানিত হয়ে শাস্তি পাচ্ছে। তবে যারা এখনও ধরা ছোঁয়ার বাইরে রয়েছে তাদের জানা উচিত, তারা কেউ পৃথিবীতে চিরদিন থাকবে না। মৃত্যুর পরে এই ব্যক্তিদের অবস্থা কি হবে সেটি উপরোল্লিখিত আয়াত থেকে সুস্পষ্টভাবে অনুমেয়, বিশেষ করে ইয়াতিমের সম্পদ গ্রাস করলে। ইয়াতিমের সম্পদ গ্রাস করা সবচেয়ে সহজ কাজ, কারণ সম্পদ রক্ষা করার কোনো প্রকার সাহায্য ও শক্তি সাধারণত তার পক্ষে থাকে না। ইয়াতিমের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করাকে আল্লাহ্ তা'আলা সূরা আন-নিসার ১০ নম্বর আয়াতে অগ্নি দিয়ে উদর পূর্ণ করার সংগে তুলনা করেছেন। দেশের সাধারণ ও নিরীহ মানুষের সম্পদ আত্মসাৎ করাও ইয়াতিমের সম্পদের অনুরূপ। কারণ নিরীহ মানুষের পক্ষে প্রতিবাদ করা বা বাধা দেয়ার কোনো শক্তি নেই। বলতে বাধা নেই যে, লোভ-লালসার দাসত্বে আত্মসমর্পণ করে উল্লিখিত গর্হিত কাজে আদম সন্তানরা জড়িত হয়।

আদম সন্তান প্রবৃত্তির চাহিদায় অন্যায়ে জড়িত হলেও তার পেছনে অবশ্য আরেকটি মুখ্য উদ্দেশ্য থাকে। নিজের সন্তানদেরকে দুনিয়াতে সম্পদশালী করে রেখে যাওয়ার ইচ্ছাও মূলত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাছাড়া প্রচুর ধন-সম্পত্তির প্রাচুর্যে তার বংশের মান-সম্মান বৃদ্ধি পাবে, সমাজে প্রভাবশালী ও ক্ষমতাসীন ব্যক্তি হতে পারবে এবং মৃত্যুর পরেও মানুষ তার প্রশংসা করবে, এগুলোও অনেকের ক্ষেত্রে উল্লেখ্য উদ্দেশ্য। এই ব্যাপারে মু'মিনদেরকে সতর্ক করে উপদেশ দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ ۚ وَإِنْ تَعْفُوا
وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۚ وَاللَّهُ
عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

"হে মু'মিনগণ! তোমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে কেউ কেউ তোমাদের শত্রু; অতএব তাদের সম্পর্কে তোমরা সতর্ক থাকো। তোমরা যদি তাদেরকে মার্জনা কর তাদের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা কর এবং তাদেরকে ক্ষমা কর, তবে জেনে রাখ, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। তোমাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো তোমাদের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ; আল্লাহ্রই নিকট রয়েছে মহাপুরস্কার।" { *৬৪-সূরা তাগাবুন : ১৪-১৫* }

উল্লিখিত উপদেশ ও নির্দেশসমূহ বিশেষভাবে মুসলিম উম্মাহর জন্যই আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেছেন। অথচ মুসলিম উম্মাহর একটি বৃহত্তর অংশ উল্লিখিত উপদেশ ও নির্দেশের ব্যাপারে অজ্ঞ এবং যাদের জ্ঞান আছে তারাও সেগুলো

www.nagorikpathagar.org

সঠিকভাবে পালন করে না। তাই তারা আত্মার অবৈধ চাহিদায় এবং স্ত্রী-সন্তানদের সাময়িক সুখ-শান্তির জন্য এবং প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণে নিয়মিতভাবে অবৈধ পথে অন্যায় কাজে জড়িত হয়। মু'মিনদেরকে স্মরণ করিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন যে, তাদের [*সন্তান-সন্ততি এবং স্ত্রী*] লোভলালসা ও প্রবৃত্তির চাহিদা যেন তোমাদেরকে অন্যায় কাজে জড়িত হতে বাধ্য না করে। তারাও [*সন্তান ও স্ত্রী*] মানুষ তাই তাদেরও প্রবৃত্তির চাহিদা আছে বা থাকবে। এই কারণেই ধন-সম্পদের মতো তারাও তোমাদের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ। সেটি ভুলে তোমরা যদি তাদের অবৈধ চাহিদা পূরণের জন্য অন্যায় কর তাহলে অবশ্যই তারা তোমাদের জন্য শত্রুর শামিল কারণ একমাত্র শত্রুরাই চায় তোমাদের ক্ষতি করতে এবং বিপদের মধ্যে ঠেলে দিতে। তোমরা তাদের অবৈধ এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত চাহিদা পূরণের জন্য যে অন্যায় কাজে জড়িত হও, তার জন্য প্রকৃতপক্ষে তোমরাই দায়ী হবে। পার্থিব জীবনে রক্তের বন্ধনে তারা তোমাদেরকে ভালোবাসলেও, শেষ বিচার দিবসে তারা তোমাদের কৃত অন্যায় কাজের কোনো দায়িত্ব নেবে না। কারণ সকলেই যার যার হিসাব নিয়ে চিন্তিত থাকবে। কেউ কারোর সাহায্যে আসবে না। এ প্রসংগে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ. وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ.

"যখন কেয়ামত উপস্থিত হবে, সেইদিন মানুষ পলায়ন করবে তার ভ্রাতা থেকে, এবং তার মাতা, তার পিতা, তার পত্নী ও তার সন্তান থেকে, সেইদিন তাদের প্রত্যেকের হবে এমন গুরুতর অবস্থা যা তাকে সম্পূর্ণরূপে ব্যস্ত রাখবে।"
{*৮০-সূরা আবাসা : ৩৩-৩৭*}

ইতোপূর্বে উল্লিখিত সূরা তাগাবুনের ১৪ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন যে, তারা অন্যায় দাবি করলে এবং অন্যায় কাজে জড়িত হতে তোমাদেরকে প্রভাবিত করতে চাইলে, অন্যায় না করে বরং তাদেরকে ভালোভাবে বুঝাও এবং ভুলের জন্য তাদেরকে ক্ষমা কর। অর্থবহ এই গুরুত্বপূর্ণ আদেশ থেকে বুঝা যায়, আল্লাহ তা'আলা যেমন নিজে পরম দয়ালু, ক্ষমাকারী তেমন তিনি তাদেরকে ভালোবাসেন যারা ক্ষমাপরায়ণ এবং ক্ষমা করতে পছন্দ করেন। শেষ বিচারে আল্লাহ তা'আলার কাছ থেকে ক্ষমা পাওয়ার প্রত্যাশায়, তারা পার্থিব জীবনে আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির অন্যদেরকে ক্ষমা করে থাকে।

নাফস (শয়তান)ই মানুষকে স্বার্থপর ও লোভাতুর হওয়ায় অনুপ্রাণিত করে। সকল মানুষই নাফসের চাহিদায় প্রভাবিত হয়। আমেরিকানদের সম্বন্ধে সবার ধারণা,

www.nagorikpathagar.org

তারা সৎপথ অবলম্বনে ভালো কাজ করে এবং সর্বক্ষেত্রে ন্যায়নীতি মেনে চলে। আসলে এ রকম সৎধারণা সবার ক্ষেত্রে সব ব্যাপারেই পুরোপুরি সঠিক নয়। লক্ষণীয় ২০০১ সালের সেপ্টেম্বরে' লুইজিয়ানাতে কাট্রিনা ঘূর্ণি ঝড়ের পর যে সমস্ত ঘটনা ঘটেছে *[প্রায় তার সবই TV তে দেখানো হয়েছে]* তাতে প্রমাণিত হয়েছে যে, এই ন্যায়নীতির আইন সম্পন্ন ও সৎ লোকদের দেশেও অসৎ ও লোভী লোকের পরিমাণ আদৌও কম নয়। এরা লোভ লালসায় কোনো সুযোগ বা পরিস্থিতিই হাত ছাড়া করবে না। কাট্রিনার পরেই অনেক দোকান লুট হয়েছে, তাতে বলা যায় পরিস্থিতির শিকার হয়ে এ ধরনের অনৈতিক কাজ মানুষ হয়ত দিশেহারা হয়ে বাঁচার তাগিদে করেছে। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় কাট্রিনায় দুর্দশাগ্রস্তদের জন্য ঠাণ্ডা মাথায় পরিকল্পনা করে চাঁদা তোলার নামে ইন্টারনেটে বা অন্য পন্থায় লোভী ব্যক্তিরা শতশত কোটি ডলার আত্মসাৎ করেছে। তাদের কিছু ব্যক্তিকে সরকার ধরতে পেরেছে। অবিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও এক ব্যক্তি ২০০১ এর সেপ্টেম্বর মাসে world trade center এর victim দের মধ্যে তার স্ত্রী ছিলো, এই মিথ্যা দাবির মাধ্যমে হাজার হাজার ডলার আত্মসাৎ করে এবং কিছুদিন পরে অবশ্য ধরা পড়ে। তদুপরি বর্তমানে বিভিন্ন ব্যাংকের, ওয়াল স্ট্রীট এবং অর্থ বিনিয়োগকারী বিভিন্ন সংগঠনের দুর্নীতির জন্য আমেরিকার অর্থনীতির খারাপ অবস্থা সম্পর্কে সকলের জানা আছে।

আমেরিকাতে আসার পূর্বে শুনেছিলাম আমেরিকার দোকানে জিনিস-পত্র সব খোলা অবস্থায় ছড়ানো থাকে, সুযোগ থাকা সত্ত্বেও কোনো আমেরিকান সেগুলো চুরি করে না। আমেরিকাতে এসে আমরা দেখছি এই সমস্ত ছিলো কাল্পনিক গল্প। এদেশে প্রতিদিনই Shop lifting এর জন্য কতজন যে ধরা পড়ছে সে খবর অনেকেই রাখে না। মাঝে মধ্যে TV তে এই রকম কিছু ঘটনা দেখানো হয়। প্রতিটি Departmental Store এর সব দরজাতে automatic magnetic sensor দিয়ে পাহারা দেয়ার ব্যবস্থা আছে। তাছাড়া store এর ভেতরে hidden camera তো আছেই যার মাধ্যমে বিরামহীনভাবে ২৪ ঘণ্টা আগন্তুক খরিদ্দারসহ সব কিছুর ছবি তোলা হয়। এই camera তেই ধরা পড়ে shop lifting এর ছবি। তাই বলা যায়, শুধুমাত্র বাংলাদেশিরাই লোভ-লালসায় আক্রান্ত নয়, বরং সারা বিশ্বের সব মানুষই এই অদৃশ্য রোগে প্রভাবিত হয় তাতে ধনী-গরীব, প্রাচুর্যের কোনো ব্যবধান নেই। লোভ-লালসা যেহেতু নাফসের ব্যাধি তাই যারই [*মানুষের মধ্যে*] নাফস আছে সেই এই ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়।

আজ মুসলিম সমাজের একটি বিরাট অংশ ধন-সম্পদ ও প্রাচুর্যের অধিকারী হয়ে নিজেদের জীবন যাপনে আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত জীবনাদর্শ প্রতিষ্ঠিত করা থেকে

www.nagorikpathagar.org

বিরত আছে। পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক সম্পদ আরবের মরুভূমির নীচে আল্লাহ তা'আলা জমা রেখেছেন। সেই সম্পদের গরিমায় কতিপয় মুসলিম দেশের কিছু ব্যক্তি সম্পদের পাহাড় গড়ে [*লোভ-লালসার ফল*] বিলাসিতায় চরম শিখরে জীবন কাটাচ্ছে এবং নবী করিম (সা.)-এর জন্মভূমির লোক হয়েও আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত জীবনাদর্শ উপেক্ষা করে অন্যদের প্রতি অবিচার করতেও দ্বিধাবোধ করে না। রাসূল (সা.) মৃত্যুর আগে এই ধরনের পরিস্থিতির কথা বলে গেছেন। *আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূল (সা.) মিম্বরে বসলেন এবং আমরাও তার চারপাশে বসলাম। অতঃপর তিনি (সা.) বললেন : "আমার মৃত্যুর পর যে বিষয়গুলো সম্পর্কে তোমাদের জন্য আমার ভয় হচ্ছে তার মধ্যে একটি হলো, [বিভিন্ন দেশ জয়ের পর] তোমরা যে পার্থিব চাকচিক্য ও সৌন্দর্য লাভ করবে।" [সহীহ আল-বুখারী ও মুসলিম, রিয়াদুস সালেহীন, খণ্ড ২, ৪৫৮]*

অর্থাৎ আরবসহ অন্যান্য জায়গায় ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তোমাদের হাতে যখন প্রাচুর্য আসবে তখন তোমরা পার্থিব জীবনের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়বে। এটিই হচ্ছে আমার বড় আশংকা। ইসলামী ইতিহাস থেকে সুস্পষ্ট যে, খোলাফায়ে রাশেদীনের চার খলিফার পর মুসলিম জাতি ধন-সম্পদ ও প্রাচুর্যের গর্বে এবং বিলাসিতায় আত্মসমর্পণ করে ধীরে ধীরে ইসলামী মূল্যবোধ থেকে দূরে সরে গিয়ে আজকের অবস্থায় পৌঁছেছে। স্পেনে মুসলিমদের পরাজয়ের প্রধান কারণ ছিলো তৎকালীন মুসলিম শাসকদের ইসলামী মূল্যবোধ সম্পর্কে উদাসিনতা এবং পার্থিব জীবনের প্রতি আসক্ত হয়ে অতিশয় বিলাসিতায় জীবন যাপন করা। তদ্রূপ আজও আল্লাহ তা'আলার নেয়ামতে [*তৈল-জ্বালানিতে*] সমৃদ্ধশালী হয়ে আরব জাহান ইসলামী মূল্যবোধের জীবনাদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে অবহেলা করছে এবং ব্যক্তি স্বার্থে প্রচুর ধন-সম্পদ আত্মসাৎ করে শোষকের শাসন কায়েম করেছে। আদম সন্তান লোভ-লালসায় প্রভাবিত হয়ে ধন-সম্পদ উপার্জনে শয়তানের পদাংক অনুসরণ করেই নানা ধরনের অন্যায় কাজে জড়িত হয়। স্বাভাবিকভাবে সচ্ছল জীবন যাপন করতে প্রকৃতপক্ষে বিশাল পরিমাণ ধন-সম্পত্তির কোনো প্রয়োজন হয় না। রাসূল (সা.) ধন-সম্পত্তির প্রসংগে বলেছেন, "প্রত্যেক *জাতির জন্য একটি ফেতনা [পরীক্ষার বস্তু] আছে। আর আমার উম্মতের ফেতনা, সম্পদ।" [তিরমিযী, রিয়দুস সালেহীন, খণ্ড ২, ৪৮১]*;

রাসূল (সা.) আরো বলেছেন, "তিনটি বস্তু ছাড়া আদম সন্তানের আর কিছুর উপর অধিকার নেই [প্রয়োজন নেই]। তা হলো : ১) তার বসবাসের জন্য একটি ঘর, ২) অংগ ঢাকার জন্য কিছু বস্ত্র এবং ৩) শুধু রুটি ও পানি [খাদ্য দ্রব্য]।" [তিরমিযী, রিয়াদুস সালেহীন, খণ্ড ২, ৪৮২]

www.nagorikpathagar.org

আবদুল্লাহ ইবনে শিখখীর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি রাসূল (সা.)-এর কাছে এসে দেখি, তিনি সূরা আত-তাকাছুর, [আলহাকুমুত তাকাছুর] [ধন-ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্য তোমাদেরকে পরকাল ভুলিয়ে রেখেছে?] পাঠ করছেন। অতঃপর তিনি বললেন : "আদম সন্তানরা 'আমার সম্পদ' 'আমার ধন' ইত্যাদি বলতে থাকে অথচ হে বনী আদম! এতটুকুই তোমার সম্পদ, যতটুকু খেয়ে শেষ করেছ এবং পরিধান করে পুরনো করেছ এবং দান খয়রাত করে পরকালের জন্য সঞ্চয় করেছ।" [সহীহ মুসলিম, রিয়াদুস সালেহীন, খণ্ড ২, ৪৮৩]

উল্লিখিত হাদীস থেকে বুঝা যায়, সাধারণভাবে সচ্ছল জীবন যাপন করতে যতটুকু অর্থ-সম্পদ প্রয়োজন ততটুকু উপার্জন করা বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের প্রধান কর্তব্য। *রাসূল (সা.) আরও বলেছেন, "তোমরা জমিজমা ও ক্ষেত খামার অর্জনের পেছনে পড়ে যেও না তাহলে তোমরা দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়বে।" [তিরমিযী, রিয়াদুস সালেহীন, খণ্ড ২, ৪৭৯]; রাসূল (সা.) আরও বলেছেন : "সম্পদ ও আভিজাত্যের প্রতি মানুষের' লোভ-লালসা ধর্মের যতটুকু ক্ষতি করতে পারে, বকরির পাল ধ্বংস করার জন্য ছেড়ে দেয়া দু'টো ক্ষুধার্ত নেকড়েও বকরির পালের ততটুকু ক্ষতি করতে পারে না।" [তিরমিযী, রিয়াদুস সালেহীন, খণ্ড ২, ৪৮৫]*

এই হাদীসসমূহে জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও মুসলিম উম্মাহর অধিকাংশ রাসূলের (সা.) আদেশ উপদেশ মেনে জীবন যাপন করতে পারছে না। কারণ একটাই, লোভ-লালসায় দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হয়ে "নাফস (শয়তানের)" প্রভাবেই তারা জীবন যাপন করছে। নাফস (শয়তানের) প্রভাবে মানুষ দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হয়ে আখেরাতের চির শান্তির জীবন ভুলে যায়, তাই দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনকে প্রাধান্য দিয়ে ধন-সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলে। অধিকাংশ মানুষই ভেবে দেখে না যে, তার অর্জিত সব অর্থ-সম্পদ মৃত্যুর পর দুনিয়াতে রেখে যেতে হবে। রাসূলের (সা.) হাদীস থেকে জানা যায়, মৃত্যুর সময় কতটুকু সম্পদ মানুষ সাথে নিয়ে যায়। আমরা সকলেই জানি মাত্র তিন টুকরো কাফনের সাদা কাপড়ে মৃত ব্যক্তিকে জড়িয়ে দেয়া হয় এবং তার সংগে আর কি অদৃশ্য বস্তু থাকে যেগুলো আমরা বুঝতে পারি না বা চোখে দেখা যায় না? *রাসূল (সা.) বলেছেন : "তিনটি জিনিস মৃত্যুর [লাশের] পেছনে পেছনে কবর পর্যন্ত যায় : ১) তার আত্মীয়স্বজন, ২) ধন-সম্পদ ও ৩) তার আমল [ঈমান ও ভালো বা মন্দ কর্মের ফলাফল]। অতঃপর দু'টি ফিরে আসে আর একটি (তার সাথে) থেকে যায়। তার আত্মীয় স্বজন ও সম্পদ ফিরে আসে এবং তার আমল তার সাথে থেকে যায়।" [সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড ৬, ৬০৬৪]*

এই হাদীস থেকে সুস্পষ্ট যে, প্রবৃত্তির অবৈধ চাহিদা এবং লোভ-লালসাই মানুষের সাথে কবরে যায়। কারণ প্রবৃত্তির চাহিদায় লোভ-লালসাই মানুষকে অন্যায় অসৎ

www.nagorikpathagar.org

কাজে জড়িত হওয়ায় অনুপ্রাণিত করে। এই কর্মের যে ভালো-মন্দ ফলাফল সেটিই মৃত্যুর সময় সাথী হয়ে কবরে যায়। মু'মিনদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্যে হবে, প্রবৃত্তির অবৈধ চাহিদা থেকে নিজেকে রক্ষা করা এবং নিয়মিতভাবে প্রতিদিনের নামায আদায় করে ভালো কর্মের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অনুসন্ধান করা এবং তার সীমাহীন রহমতের বদৌলতে কেয়ামতের দিন বিচারের শেষে বেহেশতে প্রবেশ করার আশা করা। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো মুসলিম উম্মাহর যারা নিঃস্ব সম্বলহীন দরিদ্র অবস্থায় জীবন যাপন এবং দুঃখে-কষ্টে সৎপথ অবলম্বনে ধৈর্যধারণ করছে, ধনীদের তুলনায় তারা ৫০০ বছর পূর্বে বেহেশতে প্রবেশ করবেন। *এ ব্যাপারে রাসূল (সা.) বলেছেন, "দরিদ্ররা ধনীদের চাইতে পাঁচশত বছর পূর্বে বেহেশতে প্রবেশ করবে। আর তা হল, [আখেরাতের] অর্ধ দিনের সমান।" [তিরমিযী, ২২৯৫]*। এই হাদীসের বর্ণিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যে, হাদীসে উল্লিখিত ৫০০ বছর আর পার্থিবের ৫০০ বছর এক রকম নয়। কারণ শেষ বিচার দিবসের একদিনের সমান হচ্ছে পার্থিবের ১০০০ বছরের সমান। অর্থাৎ ৫০০ বছরের সমান হচ্ছে পার্থিবের ৫০০X১০০০X৩৬০ = ১,৮০০,০০০০০ {১৮ কোটি} বছর। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ ۚ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ.

"তারা তোমাকে শাস্তি ত্বরান্বিত করতে বলে, অথচ আল্লাহ তার প্রতিশ্রুতি কখনও ভঙ্গ করেন না, তোমার প্রতিপালকের একদিন তোমাদের গণনার সহস্র [*১০০০, এক হাজার*] বছরের সমান।" *[২২-সূরা হজ : ৪৭]*

তাই বলা যায়, সহায় সম্বলহীন হয়ে অর্থ ও সম্পদের অভাবে যারা গরীব হয়েছে, দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনে সম্বলহীন হয়ে দুঃখ কষ্টের মধ্যে জীবন কাটিয়ে দিলেও তাদের দুঃখ করার কিছুই নেই, যদি বিষয়টি তারা বুঝতে পারে। দুনিয়ার জীবনে ধৈর্যধারণ করলে এবং আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করে নামায রোযা ঠিকমতো আদায় করলে, ইনশাআল্লাহ বেহেশতে প্রবেশ করে অনন্তকাল প্রশান্তিতে জীবন যাপন করা যাবে। তখন বেহেশতের প্রশান্তিতে মনে হবে দুনিয়ার জীবনে তাদের কোনো রকম দুঃখ কষ্টের মধ্যে জীবন অতিবাহিত হয়নি। *এ সম্পর্কে রাসূল (সা.) ধনীদের উপমা দিয়ে বলেছেন, "দোযখের উপযোগী দুনিয়ার সর্বাপেক্ষা সচ্ছল এবং সম্পদশালী ব্যক্তিকে রোজ কেয়ামতে উপস্থিত করা হবে। তারপর তাকে দোযখের আগুনে একবার ডুবিয়ে এনে বলা হবে, হে আদম সন্তান! তুমি কখনো দুনিয়ার সুখ ও শান্তি দেখেছ কি? কখনো তুমি স্বাচ্ছন্দ্য এবং প্রাচুর্যের মধ্যে*

www.nagorikpathagar.org

অবস্থান করেছ কি? সে বলবে, আল্লাহর কসম হে আমার প্রতিপালক! না কখনো তা দেখিনি এবং কখনো তা করিনি। তারপর বেহেশতের উপযোগী দুনিয়ার সর্বাপেক্ষা দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হবে। অতঃপর তাকে একবার বেহেশতে ঘুরিয়ে এনে জিজ্ঞেস করা হবে, হে আদম সন্তান! তুমি কখনো দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেছ কি? সে বলবে, আল্লাহর কসম, হে আমার প্রতিপালক! না, আমি কখনো দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিনি।" {সহীহ মুসলিম, ৬৮৩১}

দুনিয়াতে ধন-সম্পত্তির মালিক হওয়া যায়নি, ভোগ বিলাস থেকে বঞ্চিত হয়েছিল তাতে প্রকৃতপক্ষে তাদের লাভই হয়েছে যদি তারা সেটা বুঝতে পারে। কারণ প্রবৃত্তির অবৈধ চাহিদা পূরণে লোভ-লালসা বা "নাফস (শয়তান)" তাদেরকে প্রভাবিত করতে পারেনি অথবা সম্বলহীন হওয়ায় সে সুযোগও তাদের ছিলো না। তবে এ বিষয়টা সত্য যে, সব ক্ষেত্রেই ধৈর্যধারণ করা অতো সহজ ব্যাপার নয়। আর সকলেই এ কঠিন কাজে সফল হতে পারে না। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার সাহায্য, নিজের সদিচ্ছা ও গভীর ঈমান থাকা দরকার।

বাংলাদেশ প্রাকৃতিক দুর্যোগের দেশ, প্রতি বছরই ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, নদী ভাঙ্গন অথবা লঞ্চ ডুবিতে মানুষের জীবনহানি ও ধন-সম্পদ নষ্ট হওয়া অত্যন্ত পরিচিত ঘটনা। দুর্যোগে আক্রান্ত হওয়ার পর বাংলাদেশের মানুষ যথেষ্ট ধৈর্যের পরিচয় দিয়ে থাকে। নিজের প্রিয়জন ও সহায় সম্বল হারিয়ে কোনো প্রকার অভিযোগ না করে দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ তা'আলার উপর পুরো আস্থা রেখে চ্যানেল আইয়ে প্রচারিত "হৃদয়ে মাটি ও মানুষ" প্রোগামে অনেকবার আপনারা বক্তব্য দিয়েছেন। বস্তুত আপনারাই হলেন, সহজ সরলমনা অল্পে সন্তুষ্ট এবং দৃঢ় ঈমানে প্রতিষ্ঠিত আল্লাহ তা'আলার একনিষ্ঠ বান্দা।

বাড়ি ঘর সব হারিয়ে খালি পেটে শীর্ণকায় ব্যক্তি পরনে এক টুকরো কাপড় এবং গায়ে একটা ছিন্ন গামছা জড়িয়ে যারা এ রকম বক্তব্য রাখতে পারেন তারা আল্লাহ তা'আলার প্রিয় বান্দা না হয়ে আর কে হতে পারবে। এইভাবে বিভিন্ন ধরনের বিপদ আপদ দিয়ে পরীক্ষা করে আল্লাহ তা'আলা তাঁর মু'মিন বান্দাদের বেছে বের করেন। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ.

"মানুষ কি মনে করে যে, 'আমরা ঈমান এনেছি' এই কথা বললেই তাদেরকে পরীক্ষা না করে অব্যাহতি দেয়া হবে?" {২৯-*সূরা আনকাবুত : ২*}

আখেরাতে নিঃস্ব গরীবদের অবস্থার কথা চিন্তা করলে বলা যায় ঈমানদার দরিদ্ররা পরজীবনের ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই অত্যন্ত ভাগ্যবান। এ কথাটি বলা অত্যন্ত সহজ কিন্তু

www.nagorikpathagar.org

বাস্তবে মেনে চলা অথবা পরিস্থিতির বাস্তবতা গ্রহণ করা সব সময় সহজ হয় না। কারণ মানুষের শত্রু শয়তান এ ধরনের পরিস্থিতিতে মু'মিন বান্দাদের চিত্তে আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে অপ্রাসঙ্গিক ও কুফরি চিন্তাভাবনার সৃষ্টি করতে চেষ্টা করে থাকে। তাই এ রকম পরিস্থিতিতে আল্লাহ তা'আলার উপর একনিষ্ঠ বিশ্বাস ও সর্বক্ষেত্রে তার দয়ার উপর নির্ভরশীল হওয়া এবং সবরকম পরিস্থিতির জন্যই শুকরিয়া আদায় করার তাওফিকই বান্দার চিত্তকে পরিতৃপ্ত হতে সাহায্য করে থাকে। গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটি ভালোভাবে বুঝার জন্য ধন-সম্পদ ও ধনী-গরীব সম্পর্কে আরো কিছু হাদীস উল্লেখ করা হলো : *হারেসা ইবনে ওয়াহাব (রা.) বর্ণনা করেছেন, আমি রাসূল (সা.)-কে বলতে শুনেছি : কোন ধরনের লোক বেহেশতী হবে আমি কি তা তোমাদেরকে বলব না? প্রত্যেক দুর্বল ব্যক্তি যাকে লোকেরা শক্তিহীন ও তুচ্ছ জ্ঞান করে। সে যদি আল্লাহর উপর ভরসা করে শপথ করে, তবে আল্লাহ তা পূর্ণ করার সুযোগ দেবেন। কোন প্রকৃতির লোক দোযখে যাবে তা আমি কি তোমাদের বলব না? প্রত্যেক নাদান-মূর্খ [আল্লাহ তা'আলার দ্বীন সম্বন্ধে অজ্ঞ বা ধর্মের বিধিনিষেধ উপেক্ষা করে], উদ্ধত-অবাধ্য ও অহংকারী [বেশীর ভাগ ধনী ব্যক্তিরা দুর্ভাগ্যবশত এ প্রকৃতির ব্যক্তি হয়ে থাকে] ব্যক্তি দোযখে যাবে। [সহীহ মুসলিম ৬৯২৭]*

আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) বলেছেন : "বেহেশত এবং দোযখ উভয়ের মধ্যে বিতর্ক হলো। দোযখ বললো, 'আমার অভ্যন্তরে বড় বড় স্বৈরাচারী, দাম্ভিক ও অহংকারী [অধিকাংশ ক্ষমতাবান এবং ধনী] ব্যক্তিরা রয়েছে। বেহেশত বললো, 'আমার মাঝে অসহায়, দরিদ্র ও দুর্বল লোকরা রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা উভয়ের মধ্যে ফায়সালা দিলেন : বেহেশত! তুমি আমার রহমত ও অনুগ্রহের আধার। তোমার সাহায্যে যাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ করবো। হে দোযখ! তুমি আমার শাস্তির আধার। তোমার মাধ্যমে যাকে ইচ্ছা আমি শাস্তি দেব। তোমাদের উভয়কে পরিপূর্ণ করা আমারই দায়িত্ব।" [সহীহ মুসলিম, ৬৯১১, ৬৯১২]

ধন-সম্পদে ধনী হওয়া যে খারাপ সে কথা বলা হয়নি, কারণ ইচ্ছা করলেই কেউ ধনী হতে পারে না। এই দুনিয়াতে ধন-সম্পদ মানুষের জন্য আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ। তবে ধনবান হওয়া প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর তরফ থেকে ধনীদের জন্য অত্যন্ত কঠিন পরীক্ষা। কারণ শেষ বিচারে ধনী ব্যক্তিদের ধন-সম্পত্তির হিসাব পুরোপুরি দিতে হবে। ধন-সম্পদ উপার্জন ও খরচ কীভাবে করেছে, এই হিসাব না দেয়া পর্যন্ত কোনো ধনী ব্যক্তি *[এরা হচ্ছে মুসলিম উম্মাহর ধনী ব্যক্তি, কারণ কাফের ব্যক্তিরা নিজের বিশ্বাসের দরুন ক্ষতিগ্রস্ত তাই ধন-সম্পদের হিসাব তাদের জন্য কোনো গুরুত্ব নেই]* রেহাই পাবে না। রাসূল (সা.) *বলেন : আমি বেহেশতের দরজায় দাঁড়িয়ে দেখেছি, এতে প্রবেশকারীদের অধিকাংশই নিঃস্ব-দরিদ্র; আর সম্পদশালীদের*

www.nagorikpathagar.org

আটকে রাখা হয়েছে [বেহেশতে ঢুকতে দেয়া হচ্ছে না বা বিচারের জন্য অপেক্ষায় আছে]। কিন্তু দোযখীদের দোযখে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। [সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড ৬, ৬০৯৬]

কাজেই নিঃসন্দেহে বলা যায়, সম্পদশালীরা মুসলিম উম্মাহর অন্তর্ভুক্ত, কারণ তারা আল্লাহ তা'আলার একনিষ্ঠ বান্দা ও পরহেযগার হলেও সম্পদের হিসাব তাদেরকে দিতেই হবে, তবে আল্লাহ তা'আলাই এ ব্যাপারে সবচেয়ে ভালো জানেন। তাই মুসলিম উম্মাহর ধনী ব্যক্তিদের এ ব্যাপারে সতর্ক হওয়া উচিত। অদৃশ্য শয়তানের প্ররোচনায় নিজ প্রবৃত্তির অবৈধ চাহিদা পূরণের জন্য লোভাতুর প্রকৃতির শিকারে পরিণত না হয়ে বরং শয়তানের অনুপ্রেরণাকে উপেক্ষা করে লোভী প্রকৃতির ত্যাগ সংবরণ করা তাদের জন্য শ্রেয়। তাতে ইনশাআল্লাহ, আশা করা যায়, আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি এবং অনন্তকাল আখেরাত জীবনের প্রশান্তি অর্জন এবং শেষ বিচার দিবসে কঠিন বিচার হবে সহজ।

অসততা [প্রতারণা এবং অসাধুতা]

ব্যবসা বাণিজ্যে, বেচাকেনায় এবং লেনদেনে অসাধুতা ও প্রতারণার আশ্রয় সবদেশেই অলিখিত রীতি হিসেবে প্রচলিত আছে। তবে এটি অনস্বীকার্য যে, বর্তমানে প্রায় সব মুসলিম সমাজেই এর প্রবণতা তুলনামূলকভাবে অন্যান্য অমুসলিম সমাজের চেয়ে বেশি। অসাধুতা ও প্রতারণার পেছনে অনুপ্রেরণা দিতে নাফসের অবৈধ চাহিদাই বস্তুত প্রধান ভূমিকা পালন করে থাকে। শয়তানের অপর নাম হলো প্রতারক। কারণ প্রতিটা মানব সন্তানকে নানা ধরনের মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে আল্লাহ তা'আলার হুকুমের অবাধ্য হওয়ায় সে প্রতিনিয়ত প্রতারণা করছে। সততা যেমন মানব চরিত্রের শ্রেষ্ঠ গুণ, তেমন অসততা, প্রতারণা এবং মিথ্যা বলা মানব চরিত্রের নিকৃষ্টতম গুণ। নাফস-প্রবৃত্তির অবৈধ চাহিদা মানুষকে লোভ-লালসায় ঠেলে দিয়ে অসাধুতা, অসততা এবং প্রতারণার মতো নিকৃষ্ট চরিত্রের অধিকারী হতে সাহায্য করে। তাই মানুষ এই অনৈতিক বৈশিষ্ট্যে আত্মসমর্পণ করে সত্যের আলো থেকে পুরোপুরি বঞ্চিত হয় অর্থাৎ আধ্যাত্মিকভাবে সে অন্ধ হয়ে যায়। বাইরে চোখের দৃষ্টিতে সে সম্পূর্ণভাবে সুস্থ থাকলেও অন্তরের দৃষ্টিতে সে হয়ে যায় অন্ধ। আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত বিধিনিষেধের প্রতি তার কোনো শ্রদ্ধাবোধ আর থাকে না এবং ইসলামী মূল্যবোধের উৎকৃষ্টতা সে আর অনুধাবন করতে পারে না।

একটি সমাজের অধিকাংশ মানুষ যখন এই নিন্দিত বৈশিষ্ট্যে অধিষ্ঠিত হয় তখন সততাই মানুষের নিকট অপ্রচলিত [strange] অস্বাভাবিক [unusual behavior] ব্যবহারে পরিণত হয়। প্রায় সব মুসলিম সমাজের একটি বিশেষ

www.nagorikpathagar.org

দল এই নিকৃষ্টতম বৈশিষ্ট্যে অধিষ্ঠিত হয়েছে, তাতে বিশ্বের কাছে গোটা জাতির নৈতিক চরিত্রের অবক্ষয়ের বদনাম হয়েছে। এজন্যই তাদের অসৎ চরিত্রের কার্যকলাপে একনাগাড়ে কয়েক বছর ধরে বিশেষ করে বাংলাদেশ বিশ্বের সেরা দুর্নীতিপরায়ণ দেশ হিসেবে সুনাম অর্জন করেছিল এবং ইদানিং দুর্নীতিবাজদের অনেকেই জেলহাজতে বসবাস করছে। দুর্নীতির পেছনে অদৃশ্য শক্তি হলো লোভ-লালসা। আর লোভ-লালসার বাস্তবতা হচ্ছে অসততা ও প্রতারণা। জমিজমার ব্যাপারে জাল দলিল, বিচারে মিথ্যা সাক্ষী, ব্যবসা বাণিজ্যতে মিথ্যার আশ্রয়, জিনিসে ভেজাল, ওজনে কম দেয়া, গোপনে ষড়যন্ত্র করা, অসত্যকে শপথের মাধ্যমে সত্যে পরিণত করার চেষ্টা এবং ঘুষ বা বখশিশ নিয়ে অবাস্তবকে বাস্তবে পরিণত করা ও ন্যায্য পাওনাদারকে বঞ্চিত করা, সবই অসততা ও প্রতারণার ফসল। আফ্রিকা এবং এশিয়ার মুসলিম দেশের অনেকেই এই নিন্দিত গুণগুলোর অধিকারী। নাফসের প্রবৃত্তি বা নাফস (শয়তান)ই এই নিন্দিত গুণের জন্মদাতা এবং প্রেরণার উৎস। উল্লেখ্য অনৈতিক গুণ থেকে দূরে থাকার এবং নাফস শয়তানের প্রভাব থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করার জন্য মুসলিম উম্মাহর প্রতি আল্লাহ তা'আলা পুনঃপুনঃ আদেশ দিয়ে বলেছেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِنْكُمْ قف وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ط إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ
عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا ط وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ط لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا ط وَلِلنِّسَاءِ
نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ ط وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ط إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا.

"হে মুমিনগণ! তোমরা একে অপরের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না; কিন্তু তোমাদের পরস্পর রাজি হয়ে ব্যবসা করা বৈধ; নিজেদের মধ্যে মারামারি [*খুনাখুনি, আত্মহত্যা*] করো না। নিশ্চয়, আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়াবান। এবং যে ব্যক্তি সীমালঙ্ঘন করে অন্যায়ভাবে তা করবে তাকে অগ্নিতে দগ্ধ করবো; এটি আল্লাহর পক্ষে সহজ। *{ ৪-সূরা নিসা : ২৯-৩০}*

আর তোমরা কামনা করো না, আল্লাহ যা দিয়ে তোমাদের কাউকেও কারও উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন [*ধনী-গরীবদের মধ্যে তারতম্য আল্লাহ তা'আলা একটা মহৎ উদ্দেশ্যে করে থাকেন*]। পুরুষেরা তাই পাবে, যা তারা অর্জন করে, আর নারীরাও তাই পাবে, যা

www.nagorikpathagar.org

তারা অর্জন করে এবং আল্লাহর নিকটে তার অনুগ্রহ প্রার্থনা কর; নিশ্চয় আল্লাহ সব কিছু অবগত আছেন।" { *৪-সূরা নিসা : ৩২* }

[৩২নং আয়াতের বাংলা অনুবাদ আয়াতের অর্থ বুঝার জন্য পরিষ্কার নয়, তাই ইংরেজী অনুবাদ দেয়া হলো: Do not envy {হিংসাবশত কোনো কিছু পাওয়ার আশা করো না} that Allah has given some of you more than others {পিতার রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে ভাই-বোনের অংশ}. Men will be rewarded according to their deeds and women will be rewarded according to theirs {নারী-পুরুষ উভয়ে নিজ কর্ম অনুযায়ী পুরস্কৃত হবে}. Ask Allah for His grace. Surely, Allah has perfect knowledge of everything. {Translated by Muhammad Farooq-I-Azam Malik, The Institute of Islami Knowledge, Houston, Texas USA}

৩২নং আয়াত নাযিল হওয়া সম্পর্কে ইমাম আহমাদ (র.) মুসনাদে বর্ণনা করেছেন যে, 'উম্মে সালামা (রা.) [রাসূল (সা.)-এর স্ত্রী] এবং মু'মিনদের মাতা জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল (সা.)! পুরুষ যুদ্ধে যায়, আমরা যেতে পারি না এবং আমরা পুরুষের অর্ধেক ওয়ারিশ পাই।' এই প্রশ্নের উত্তরে আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেন।' {আহমাদ ৬:৩২২, ইবনে কাসীর, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৪৩৮}

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন কার কতটুকু পাওয়ার অধিকার আছে। তাই অন্যদের ভাগের অংশ নিয়ে এবং তারা বেশি পেলেও সেটি নিয়ে মুসলিম নারীদের কষ্ট পাওয়ার ন্যায়সংগত কোনো কারণ নেই। বাবা-মা ও আত্মীয়-স্বজনদের সম্পত্তির ওয়ারিশ হিসেবে কার কত অংশ এবং কী পরিমাণে পাবেন সেটি আল্লাহ তা'আলা ন্যায়বিচারের মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ করে বলেছেন–

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ
فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ۔

"পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তির প্রত্যেকটির জন্য আমি উত্তরাধিকারী করেছি *[সূরা আন-নিসার আয়াত নং ১১-১২তে বর্ণিত আদেশ অনুযায়ী বণ্টন করা]* এবং যাদের সাথে তোমরা অংগীকারবদ্ধ [*যাদের ব্যাপারে অসিয়ত করা হয়েছে*] তাদেরকে তাদের অংশ দেবে। আল্লাহ সর্ববিষয়ে দ্রষ্টা।" { *৪-সূরা নিসা : ৩৩* }

অর্থাৎ সম্পত্তির ভাগাভাগিতে আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত বিধিবিধানের সীমালঙ্ঘন

www.nagorikpathagar.org

করো না। অনেক সময় দেখা যায়, আত্মীয়-স্বজন বা ভাই-বোনদের প্রাপ্য আদায় না করে অনেকেই প্রতারণামূলক আচরণ করে এই পবিত্র বিধানের সীমালঙ্ঘন করে। মানুষ প্রবৃত্তির চাহিদায় আত্মসমর্পণ করে এই প্রতারণামূলক কাজে জড়িত হয়ে থাকে। মূলত নাফস (শয়তান)ই এর পেছনে প্রধান ভূমিকা পালন করে। আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেছেন–

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَخُوْنُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْٓا اَمٰنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ۔
وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ۔

"হে মু'মিনগণ! জেনে শুনে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাথে বিশ্বাস ভঙ্গ করবে না এবং তোমাদের পরস্পর আমানত সম্পর্কেও না; এবং জেনে রাখ যে, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো এক পরীক্ষা এবং আল্লাহরই নিকট মহাপুরস্কার রয়েছে।" { *৮-সূরা আনফাল : ২৭-২৮* }

وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا۔

"আত্মীয়-স্বজনকে দেবে তার প্রাপ্য, অভাবগ্রস্তও পর্যটককেও এবং কিছুতেই অপব্যয় করো না।" { *১৭-সূরা ইসরা : ২৬* }

ধন-সম্পদে সম্পদশালী এবং গরীব হওয়া, এই দুই অবস্থাই মানুষের জন্য আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত পরীক্ষা। উপরোক্ত ২৮ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা সেটি পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, মানুষ সেটি না বুঝে অন্যদের ধন-সম্পদ দেখে সে লোভাতুর হয়। তাই ধন-সম্পদ উপার্জনের পেছনে সমস্ত শক্তি ও সময় আত্মনিয়োগ করে এবং অসততা ও প্রতারণামূলক কাজে লিপ্ত হয়। পৃথিবীর সর্বত্র এই ধরনের ঘটনা ঘটছে তাই এটি নতুন কিছু নয়। বাংলাদেশের সমাজে অনেক বছর যাবৎ চালু ছিলো, অনেকেই ঘুষ দিয়ে হলেও বিশেষ Department-এ চাকুরি পাওয়ার চেষ্টা করতো। কারণ অসততা, অন্যায় পথে এই সমস্ত Department-এ বাড়তি অর্থ উপার্জনের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত কর্মীদের রাতারাতি সম্পদশালী হওয়াই সেটা প্রমাণ করে। তাই অন্যেরাও একই পদ্ধতিতে ধনী হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেই এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানে চাকুরি পাওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করত। মানুষ আল্লাহ-সচেতন হয়ে ধর্মীয় মূল্যবোধের গুরুত্ব দিয়ে নৈতিক চরিত্র ঠিক না করলে এই সুপ্ত ব্যাধি থেকে তারা পুরোপুরি মুক্ত হতে পারবে না।

www.nagorikpathagar.org

ব্যবসা-বাণিজ্যে ও ক্রয়-বিক্রয়ে অসততা, ওজনে কম দেয়া, অসাধুতা এবং প্রতারণার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ ۙ الَّذِيْنَ إِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ ۖ وَإِذَا كَالُوْهُمْ أَوْ وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ ۗ أَلَا يَظُنُّ أُولٰٓئِكَ أَنَّهُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ ۙ

"মন্দ পরিণাম তাদের জন্য যারা মাপে কম দেয়। যারা লোকের নিকট থেকে মেপে নেয়ার সময় পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করে এবং যখন তাদের জন্য মেপে অথবা ওজন করে দেয়, তখন কম দেয়। তারা কি চিন্তা করে না যে, তারা পুনরুত্থিত হবে।" *{৮৩-সূরা মুতাফফিফিন : ১-৪}*

وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ إِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ أَشُدَّهٗ ۚ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوْا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى ۚ وَبِعَهْدِ اللّٰهِ أَوْفُوْا ۚ ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ۙ

"ইয়াতিম বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সদুদ্দেশ্য ছাড়া তার সম্পত্তির নিকটবর্তী হবে না এবং পরিমাণ ও ওজন ন্যায্যভাবে পুরাপুরি দেবে, আমি কাউকেও তার সাধ্যাতীত ভার অর্পণ করি না; যখন তোমরা কথা বলবে তখন ন্যায্য বলবে স্বজনের সম্পর্কে হলেও এবং আল্লাহকে প্রদত্ত অঙ্গীকার পূর্ণ করবে; এইভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিলেন যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।" *{৬-সূরা আন'আম : ১৫২}*

وَإِلٰى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۗ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلٰهٍ غَيْرُهٗ ۗ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوْا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۗ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۙ

"মাদিয়ানবাসীদের নিকট তাদের ভ্রাতা শুআইবকে পাঠিয়েছিলাম। সে বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়। তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোনো ইলাহ নেই; তোমাদের প্রতিপালক থেকে তোমাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণ এসেছে। সুতরাং তোমরা মাপ ও ওজন ঠিকভাবে দেবে; লোকদেরকে তাদের প্রাপ্য বস্তু কম দেবে না এবং দুনিয়াতে শান্তি স্থাপনের পর বিপর্যয় ঘটাবে না; তোমরা মু'মিন হলে তোমাদের জন্য এটি কল্যাণকর।" *{৭-সূরা আ'রাফ : ৮৫}*

www.nagorikpathagar.org

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.

"মেপে দেয়ার সময় পূর্ণমাপে দেবে এবং ওজন করবে সঠিক দাঁড়িপাল্লায়, এটিই উত্তম এবং পরিণামে উৎকৃষ্ট।" *(১৭-সূরা ইসরা : ৩৫)*

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ. وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ.

"মাপে পূর্ণমাত্রায় দেবে; যারা মাপে ঘাটতি করে তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। এবং ওজন করবে সঠিক দাঁড়িপাল্লায়। লোকদেরকে তাদের প্রাপ্ত বস্তু কম দেবে না এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটাবে না।" *(২৬-সূরা শো'আরা : ১৮১-১৮৩)*

উপরোল্লিখিত আয়াতে ওজনে প্রতারণা না করার আদেশ আল্লাহ্ তা'আলা সুস্পষ্টভাবে দিয়েছেন। মাপ বা ওজনের সাথে ন্যায় বিচারের অন্তরঙ্গ সম্পর্ক রয়েছে। এজন্যই প্রতিটি দেশে বিচার বিভাগের প্রতীক হচ্ছে দাঁড়িপাল্লা। অর্থাৎ ন্যায় বিচারের মাধ্যমে দাঁড়িপাল্লার ভারসাম্য রক্ষা করলে সমাজে তথা দেশে সার্বিকভাবে ন্যায় বিচারের মাধ্যমে শান্তি, স্বস্তি ও নিরাপত্তার পরিবেশ প্রতিষ্ঠিত হয়। তাতে মানুষ মৌলিক অধিকার পুরোপুরিভাবে ভোগ করে শান্তিতে বসবাস করতে পারে।

অনুরূপভাবে ব্যবসা বাণিজ্যে সততা অবলম্বন করা ও ওজনে প্রতারণার সাথে নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। ব্যবসা বাণিজ্যের আদান প্রদানে সততা অবলম্বনে ন্যায় বিচারের মাধ্যমে শরীকদের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করলে প্রকৃতপক্ষে গোটা জাতিই তার ফল ভোগ করতে পারে। তাই একটি আদর্শ সমাজের সুদৃঢ় ভিত গড়ে উঠে সমাজে প্রচলিত ব্যবসায়িক ন্যায়নীতির মানদণ্ড এবং মানুষের নৈতিক চরিত্রের উপর ভিত্তি করে। মাদিয়ান জাতি ওজনে অসততার কারণে ন্যায় বিচারের ভারসাম্য হারিয়ে অনৈতিক জীবন যাপনে আত্মসমর্পণ করেছিল। এজন্যই ওজনে তারতম্য করার মতো গর্হিত অন্যায় থেকে বিরত থাকার জন্য শু'আইবের (আ.) মাধ্যমে মাদিয়ান জাতিকে আল্লাহ্ তা'আলা সতর্ক করেছিলেন। অথচ মাদিয়ান জাতি আল্লাহ্ তা'আলার প্রদত্ত সতর্কতাকে ঔদ্ধত্যের সাথে উপেক্ষা করে এবং শু'আইবকে (আ.) হত্যা করার জন্য হুমকি দেয়। এ কারণে মাদিয়ান জাতিকে আল্লাহ্ তা'আলা সমূলে ধ্বংস করে দেন।

নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস বিশেষ করে খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল দেয়া এবং ওজনে কম দেয়া অসৎ-অসাধু ব্যবসায়ীদের রাতারাতি ধনী হওয়ার অবৈধ পন্থা। বাংলাদেশে নির্মাণ ব্যবসায় অসাধুতা, অসততা অত্যন্ত পরিচিত ঘটনা। সিমেন্ট এবং লৌহ

www.nagorikpathagar.org

ঠিকমতো ব্যবহার না করায় বা দেশে প্রতিষ্ঠিত মানদণ্ডের বহির্ভূত নির্মাণ করায় অনেক দালান এবং সেতু অচিরেই ধসে পড়ে, এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে নির্মাণ কাজ শেষ হওয়ার আগেই ধসে পড়ে। তাতে নিরীহ জনগণের জীবন এবং দেশের অনেক সম্পদ নষ্ট হয়েছে বা হচ্ছে। ঠিকাদারদের কাজকর্ম ওজনে কম দেয়া প্রতারণা করার মতোই। সিমেন্ট বালু এবং লৌহ ওজন করেই নির্দিষ্ট পরিমাণে ব্যবহার করার কথা। এর ব্যতিক্রমে পরিমাণ ঠিকমতো ব্যবহার না করার জন্যই এই দুর্ঘটনা ঘটে। এক্ষেত্রে অসৎ প্রকৌশলীদেরও সহযোগিতাকে উপেক্ষা করা যায় না।

দেশের বিভিন্ন স্থানে ভবন ধ্বসের হৃদয়বিদারক মর্মান্তিক ঘটনা উল্লেখ করার মতো। অসৎ এবং প্রতারক না হলে কেউ এই ধরনের গর্হিত অন্যায় কাজ করতে পারে না। অন্যায় তারা এই জন্যই করে, নির্দিষ্ট মানদণ্ডের মধ্যে সৎভাবে কাজ সম্পাদন করলে বেশি মুনাফা করা যায় না। তাই নাফস শয়তানের অনুপ্রেরণায় বেশি মুনাফা করার জন্যই তারা এই ধরনের গর্হিত কাজ করে। এছাড়াও খাবারে ভেজাল ও ওজনে কম দেয়া বাংলাদেশে অনেক অসাধু ব্যবসায়ীদের আরেকটি প্রতারণামূলক পন্থা যার সাহায্যে তারা রাতারাতি ধনী হতে চায়। অথচ তারা ভেবে দেখে না এই অসাধু প্রতারণামূলক কাজের কারণে নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং দেশের বয়োবৃদ্ধ ও নতুন প্রজন্মকে ক্রমেই ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। কারণ খাবারে ভেজাল দেয়া ও ভেজাল উপকরণ ব্যবহার করে খাবার তৈরি করা এবং খাবারের গুণাগুণের প্রতি যত্নবান না হয়ে বিষাক্ত রাসায়নিক ব্যবহার করে কৃত্রিমভাবে খাবার বেশীদিন সতেজ রাখার পদ্ধতি শারীরিক দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, সেটি তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ কোনো ব্যাপার নয়।

অনুরূপভাবে শয়তানের কুমন্ত্রণা ও প্ররোচনা যে আদম সন্তানের জীবনে নানা প্রকার অশান্তি সৃষ্টি করে, সেটি শয়তানের কাছে কোনো গুরুত্ব পায় না বরং আদম সন্তানের ক্ষতি করাই হচ্ছে তার প্রধান উদ্দেশ্য। অসাধু ব্যবসায়ীদের অসৎ কর্মের দৃষ্টান্ত মাঝে মধ্যে টিভির সংবাদে এবং পত্রিকায় দেখা যায়। যেমন ফরমালিন দিয়ে মাছ সতেজ রাখা, ইউরিয়া দিয়ে মুড়ি ভাজা, বিষাক্ত রাসায়নিক দিয়ে মিষ্টি জাতীয় খাবার রং করা, ভোজ্য তেলে ভেজাল দেয়া, ঔষধ তৈরিতে সঠিক রাসায়নিক ব্যবহার না করা ইত্যাদি। এই অসাধু ব্যবসায়ীদের কাছে এই গর্হিত কাজ অতি তুচ্ছ ব্যাপার। বলতে বাধা নেই এরা গোটা বাংলাদেশের তথা মানবজাতির শত্রু, কারণ আজকের প্রজন্ম হবে আগামীতে জাতির বা মানবজাতির কর্ণধার।

অসাধু ও প্রতারক ব্যক্তিদের ব্যাপারে আবু হুরায়রা (রা.) বলেছেন, *"রাসূল (সা.) খাদ্য শস্যের একটি স্তূপের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় স্তূপের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে*

www.nagorikpathagar.org

দিলেন। তার হাতের আঙ্গুলগুলো ভেজা মনে হলো। তিনি বললেন, 'হে শস্যের মালিক। একি? সে বললো, হে আল্লাহর রাসূল, বৃষ্টিতে ভিজে গেছে। তিনি বললেন : তাহলে এগুলো উপরে রাখনি কেন? লোকে দেখে শুনে ক্রয় করত। যে ব্যক্তি আমাদের [মুসলমানদের] সাথে প্রতারণা করে সে আমাদের দলভুক্ত নয়।" [সহীহ মুসলিম, ১৮৬]; আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ এক ব্যক্তি রাসূল (সা.)-এর কাছে এসে বললো, সে ক্রয়-বিক্রয়ে প্রতারণার শিকার হয়। এ কথা শুনে রাসূল (সা.) বললেন : "যার সাথে ক্রয়-বিক্রয় কর তাকে বল, কোনোরূপ ধোঁকাবাজি করবে না।" [সহীহ মুসলিম, ৩৭১৯]

এই হাদীস অনুযায়ী যারা ওজনে প্রতারণা করে, খাবারে ভেজাল দেয় তারা মুসলিম উম্মাহর দলভুক্ত নয়, কারণ তারা প্রতারক। যারা আল্লাহ্ তা'আলা, তার নবী এবং আল-কুরআনে বিশ্বাসী তারা কোনো অবস্থাতেই শয়তানের মতো প্রতারণা করতে পারে না অথবা প্রতারক হতে পারে না। নির্মাণ কাজে বা অন্যান্য ব্যবসাতে যারা প্রতারণা করে তারা প্রকৃতপক্ষে গোটা জাতির সংগে প্রতারণা করে। যারা এই ধরনের গর্হিত কাজে জড়িত আছে, ইসলামী মূল্যবোধে তাদের জন্য যে কঠিন শাস্তির সুসংবাদ ও কঠোর সতর্কতা রয়েছে সে ব্যাপারে তাদের হয়ত কোনো জ্ঞান নেই। তাই অজ্ঞতা হলো তাদের জীবনের শত্রু এবং এই অজ্ঞতাকেই শয়তান তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে অন্যায় কাজে জড়িত করে এবং নিয়মিতভাবে জড়িত রাখে।

যারা প্রতারণামূলক কাজে জড়িত থাকে তারা পরিশেষে প্রতারক হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। তাদের অসাধু কাজের জন্য দুর্ভাগ্যবশত অন্যান্য সত্যপরায়ণ ব্যবসায়ীরাও মানুষের কাছে অবিশ্বাসের পাত্র হয়ে যায়। এ ব্যাপারে একটা বাস্তব উদাহরণ দেয়া হলো : গ্রামে যখন ছিলাম তখন প্রতিদিন সকালে গ্রামের বাজারে দুধ, মাছ এবং তরিতরকারি ক্রয় করা ছিলো অত্যন্ত আকর্ষণীয় ব্যাপার। দুধ বিক্রেতার মধ্যে দুই-একজন ছিলো, যাদেরকে ক্রেতারা বিশ্বাস করতো না কারণ ক্রেতাদের ধারণা ছিলো এই ব্যক্তিরা দুধে পানি মিশিয়ে বিক্রয় করে। এমন হতে পারে ভুলক্রমে হয়ত কোনো একদিন এই অন্যায় কাজটি যে কোনো একজন করেছিল সেটিই হয়েছিল তাদের সবার জন্য অসৎ-অসাধু হিসেবে আখ্যা পাওয়ার জন্য যথেষ্ট। বিক্রেভাদের মধ্যে আবার দুই-একজন ওজনে কম দেয়ার মতো দুর্নাম অর্জন করেছিল। ক্রেতার মধ্যে একজনের কথা জানি তিনি দুধ মাপার পাত্র নিয়ে বাজারে যেতো। তার ধারণা ছিলো সকলেই দুধের মাপে কম দেয়। বাংলাদেশের ১৫-১৬ কোটি লোকের সবাই যে দুর্নীতি করছে এবং অসততা ও অসাধুতার মাধ্যমে সকলের সাথে প্রতারণা করছে, সেটি সঠিক হতে পারে না। একটা বিশেষ শ্রেণীর অসাধুতা ও অন্যায় কর্মের ফলে আজ সমস্ত জাতিই

www.nagorikpathagar.org

দুর্নীতির মতো জঘন্য বদনামের বোঝা বহন করছে। যেমন পুলিশ, কাস্টমস ও T & T এবং আরো অন্যান্য বিভাগের সকলেই যে অসৎ, সেটি গ্রহণযোগ্য নয়, যদি তাই হতো তাহলে গোটা দেশটিই পুরোপুরি অচল হয়ে যেত। একটি বিশেষ দলের অসৎ কর্মের বা নাফস প্রবৃত্তির দাসত্বে আত্মসমর্পণই এই সমস্ত বিভাগের কর্মকর্তাদের প্রতি খারাপ ধারণার সৃষ্টি হয়েছে।

ব্যবসা-বাণিজ্যতে অংশীদারকে ঠকানো মানব সমাজে একটি উল্লেখ্য ঘটনা। লাভ-লোকসানের পরিমাণে তারতম্য করে শরীককে ঠকিয়ে অনেকেই অবৈধভাবে বিপুল পরিমাণে সম্পদ আত্মসাৎ করে থাকে। এই ধরনের ঘটনা নতুন কিছু নয় মানব সভ্যতার শুরু থেকেই ঘটে আসছে, কারণ আদম সন্তান হিসেবে সকলেই নাফস-প্রবৃত্তির প্রভাবে প্রভাবিত হয়। দাউদ (আ.)-এর সময় এক ব্যক্তি নিজের ভাইয়ের নামে নালিশ করে দাউদ (আ.) এর কাছে ন্যায় বিচার দাবি করে। দাউদ (আ.) একজনের জবানবন্দি শুনেই অন্য ভাইয়ের প্রতি খারাপ মন্তব্য করে। এই ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

إِنَّ هَٰذَآ أَخِى لَهُۥ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِىَ نَعْجَةٌ وَٰحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِى فِى ٱلْخِطَابِ. قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِۦ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلَطَآءِ لَيَبْغِى بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُۥدُ أَنَّمَا فَتَنَّٰهُ فَٱسْتَغْفَرَ رَبَّهُۥ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ.

"এ আমার ভাই, এর আছে নিরানব্বইটি দুম্বা এবং আমার আছে মাত্র একটি দুম্বা; তবুও সে বলে, 'আমার জিম্মায় এটি দিয়ে দাও; এবং কথায় সে আমার প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন করেছে। দাউদ বললো, 'তোমার দুম্বাটিকে তার দুম্বাগুলোর সংগে যুক্ত করার দাবি করে সে তোমার প্রতি যুলুম করেছে। শরীকদের অনেকে একে অন্যের উপর অবিচার করে থাকে, করে না কেবল মু'মিন ও সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ এবং তারা সংখ্যায় অল্প। দাউদ বুঝতে পারল আমি তাকে পরীক্ষা করলাম। অতঃপর সে তার প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলো এবং নত হয়ে লুটিয়ে পড়ল ও তার অভিমুখী হলো।" *[৩৮-সূরা সা'দ : ২৩-২৪]*

এই আয়াতে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লক্ষণীয়, ১) দাউদ (আ.) এক পক্ষের জবানবন্দি শুনেই বিচার করেছিলেন, ২) এটি অতি সত্য কথা যে, একমাত্র মু'মিন ও ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি ছাড়া আর সকলেই শরীকদের ঠকায়। তবে ন্যায়পরায়ণ

www.nagorikpathagar.org

লোকের পরিমাণ খুবই কম। ৩) অনাকাঙ্ক্ষিত ভুলের জন্য দাউদ (আ.) বিলম্ব না করে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী হয়েছিলেন। আয়াতে বর্ণিত বিষয় থেকে স্পষ্ট যে, এই ঘটনা ছিলো দাউদ (আ.)-এর জন্য পরীক্ষাস্বরূপ। উল্লিখিত দুই ব্যক্তি হঠাৎ করে দেয়াল টপকিয়ে দাউদ (আ.)-এর ইবাদতখানায় ঢুকে পড়ে তাতে দাউদ (আ.) ভীত হয়েছিলেন। তারপরেও তিনি ধৈর্যের সাথে একজনের কথা শুনলেন। দাউদ (আ.) সব সময়ই ন্যায় বিচার করতেন। নবী-রাসূলদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল এই রকমই। এই দুই ভাই কিভাবে দাউদ (আ.)এর ইবাদতখানায় ঢুকে পড়ে, সে ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন-

وَهَلْ أَتٰىكَ نَبَؤُا الْخَصْمِ ۘ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ. إِذْ دَخَلُوا عَلٰى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ ۖ خَصْمَانِ بَغٰى بَعْضُنَا عَلٰى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلٰى سَوَاءِ الصِّرَاطِ.

"তোমার নিকট বিবদমান লোকদের বৃত্তান্ত পৌঁছেছে কি? তারা যখন প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে আসল 'ইবাদতখানায়' [*মিহরাব অর্থাৎ নিজস্ব ব্যক্তিগত ইবাদতখানা*] এবং দাউদের নিকট পৌঁছাল, তখন তাদের কারণে সে ভীত হয়ে পড়ল। তারা বললো, ভীত হবেন না, আমরা দুই বিবদমান পক্ষ আমাদের একে অপরের উপর যুলুম করেছে; অতএব আমাদের মধ্যে ন্যায় বিচার করুন; অবিচার করবেন না এবং আমাদেরকে সঠিক পথ নির্দেশ করুন।" *[৩৮-সা'দ : ২১-২২]*

এই ব্যক্তিদের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা দাউদকে (আ.) পরীক্ষা করে দেখতে চেয়েছিলেন যে, দাউদ (আ.) কীভাবে তাদের বিচার করেন। বিচারে সাধারণত: দুই পক্ষের বক্তব্য না শুনে ন্যায় বিচার করা যায় না। দাউদ (আ.) ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থায় অপ্রস্তুত হয়ে ভুল করেন, তিনি একজনের বক্তব্য শুনেই বিচার করলেন। দাউদ (আ.) বিলম্ব না করে নিজের ভুল বুঝে সিজদায় পড়ে ক্ষমাপ্রার্থী হলেন অর্থাৎ ভুলের জন্য তাওবা করলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে উপদেশ দিলেন এই বলে যে, তোমাকে পৃথিবীতে নেতৃত্ব দেয়া হয়েছে সুতরাং মানুষের মধ্যে ন্যায় বিচার কর। নিজের প্রবৃত্তিকে অনুসরণ করো না তাহলে তুমি বিপথগামী হবে। নিজের 'হাওআ' বা প্রবৃত্তিকে অনুসরণ করো না" এটিই হচ্ছে আলোচনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ অংশ। যা হোক দাউদকে (আ.) আল্লাহ্ তা'আলা যে উপদেশ দিয়েছিলেন-

فَغَفَرْنَا لَهُ ذٰلِكَ ۖ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفٰى وَحُسْنَ مَاٰبٍ. يٰدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى

www.nagorikpathagar.org

الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ
إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ.

"অতঃপর আমি তার [*দাউদ (আ.)*] ক্রটি ক্ষমা করলাম। আমার নিকট তার জন্য রয়েছে উচ্চ মর্যাদা ও শুভ পরিণাম। হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি, অতএব তুমি লোকদের মধ্যে সুবিচার কর এবং নিজের [*হাওআ*] প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না, কেননা এটি তোমাকে আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত করবে। যারা আল্লাহর পথ পরিত্যাগ করে তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি, কারণ তারা বিচার-দিবসকে বিস্মৃত হয়েছে।" *[৩১-সূরা সা'দ : ২৫-২৬]*

অতএব অন্যায়, অসততা, অসাধুতা এবং প্রতারণা হচ্ছে ন্যায় বিচারের বিপক্ষে এবং আল্লাহ তা'আলার প্রদর্শিত ন্যায় পথের বিপরীতে। ন্যায়নীতি, সততা, সাধুতা অবলম্বন এবং তাওহীদে বিশ্বাস করা আল্লাহ তা'আলার নির্দেশিত বিধান। তাই প্রবৃত্তির অবৈধ চাহিদার অনুসরণে যারা সৎপথ থেকে দূরে সরে যাবে তারা কঠিন শাস্তি ভোগ করবে। ব্যবসা-বাণিজ্যতে একে অপরকে ঠকানোর পেছনে প্রবৃত্তির অন্যায় চাহিদার চরিতার্থই মুখ্য উদ্দেশ্য। উপরন্তু এ রকম প্রতারণা বা ধোঁকাবাজিকে তুলনা করা যায় চুরি করা এবং মিথ্যায় আশ্রয় নেয়ার সাথে। মিথ্যার আশ্রয় নেয়া, মিথ্যা কথা বলা এবং চুরি করা ইসলামী মূল্যবোধে হারাম। অর্থাৎ "মিথ্যা হচ্ছে সব অন্যায়ের জন্মদাতা"।

কারণ মিথ্যাবাদীরা অন্যায় করার পর মিথ্যা অবলম্বনে মিথ্যা সাক্ষী দিয়ে মুক্তি পেতে চায়। এজন্যই অনেক সময় মিথ্যুকরা অন্যায় করেও শাস্তি পায় না। কিন্তু সত্যবাদীরা নিজের অন্যায় স্বীকার করে এবং শাস্তি পেয়ে থাকে তাই অধিকাংশ সত্যবাদীরা অন্যায় থেকে দূরে থাকে এবং থাকার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে যাতে তাকে কৃত অন্যায়টি স্বীকার করে শাস্তি ভোগ করতে না হয়। অতএব বলা যায়, মানুষ যদি মিথ্যা বলা ছেড়ে দেয় তাহলে মানব সমাজে অনৈতিক অন্যায় অসাধু কার্যকলাপ অনেকাংশে কমে যাবে তাতে সামাজিক সমস্যাও কমে যাবে। বিশেষ করে মুসলিম সমাজ অনেক সমস্যার সমাধান করতে পারবে। মিথ্যা বলা, চুরি করা এবং প্রতারণার ব্যাপারে রাসূল (সা.) বলেছেন, *"ব্যভিচারী যখন ব্যভিচারিতে লিপ্ত হয় তখন সে মু'মিন থাকে না। এবং মদ্যপায়ী যখন মদপান করে তখন সে মু'মিন থাকে না। এবং চোর যখন চুরি করে তখন সে মু'মিন থাকে না। অতঃপর তার জন্য তাওবার দ্বার খোলা রয়েছে।" [সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড ৬, ৬৩৪১]*

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) বলেন ঃ *"সত্যবাদিতা কল্যাণ ও মঙ্গলের দিকে পথ দেখায় আর কল্যাণ মানুষকে জান্নাতের পথে নিয়ে*

www.nagorikpathagar.org

যায়। কোনো মানুষ সত্য কথা বলতে থাকলে আল্লাহ তাকে সত্যবাদীর তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে নেন। মিথ্যা কথা মানুষকে পাপ ও গোনাহর দিকে নিয়ে যায়। আর পাপ ও গোনাহ তাকে দোযখে নিয়ে যায়। কোনো লোক মিথ্যা কথা বলতে থাকলে আল্লাহ তাকে মিথ্যাবাদীদের তালিকাভুক্ত করেন।" [সহীহ মুসলিম, ৬৪০১]
আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা.) থেকে বর্ণিত, 'রাসূল (সা.) বলেছেন, *যার [মুসলিমদের] মধ্যে চারটি বৈশিষ্ট্য পাওয়া যাবে, সে পাক্কা মোনাফেক। যার মধ্যে তার যে কোনো একটি বৈশিষ্ট্য পাওয়া যাবে, আর যতক্ষণ না সে তা পরিত্যাগ করবে ততক্ষণ তার মধ্যে মোনাফেকির একটি বৈশিষ্ট্য আছে বলা যাবে। [আর ঐগুলো হলো] যে আমানতের খেয়ানত করে [ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে], কথায় কথায় মিথ্যা বলে, ওয়াদা-চুক্তি ভঙ্গ করে এবং ঝগড়া করার সময় অশ্লীল বাক্য ব্যবহার করে।" [সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড ১, ৩৩]*

প্রবৃত্তির [*নাফস*] অবৈধ চাহিদায় অসৎ ও অনৈতিক কাজ এবং প্রতারণার মাধ্যমে ধন-সম্পত্তি উপার্জন করে অগাধ ধন-সম্পত্তির মালিক হলেই তাকে ধনী ব্যক্তি বলা যায় না। এইভাবে ধনী হওয়ায় অনেকেই নিজেদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে সারাজীবন জেল খাটে অথবা ফাঁসির দড়িতে জীবন দেয় এবং ইতোমধ্যে অনেকেই দিয়েছে। লক্ষণীয় এই ধরনের ঘটনা আজ পৃথিবীর সবদেশেই অতি পরিচিত ঘটনা। অবৈধ প্রবৃত্তিই তাদের এই রকম হীনতম পরিণতির জন্য দায়ী। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) বলেন, *"ধন-সম্পদ বেশি থাকলেই ধনী হওয়া যায় না, বরং প্রকৃত ধনী হলো আত্মার ধনে ধনী।" [সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড ৬, ৫৯৯৬];* আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) বলেন ঃ *"সেই ব্যক্তি সফলকাম হয়েছে, যে ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং তাকে প্রয়োজন মাফিক রিযিক দেয়া হয়েছে আল্লাহ তাকে যা কিছু প্রদান করেছেন, তাতে সন্তুষ্ট থাকার ও তওফীকও দান করেছেন।" [সহীহ মুসলিম, ২২৯৫]*

অর্থাৎ নাফস বা আত্মার অবৈধ প্রবৃত্তিকে দমন করে অসৎ অন্যায় ও প্রত্যারণামূলক কাজ থেকে যে যত দূরে থাকতে পারে এবং পেরেছে সেই হলো প্রকৃত ধনী ব্যক্তি কারণ অন্যের ধন-সম্পদের প্রতি তার লোভ-লালসা নেই তাই প্রতারণার কোনো আশ্রয়ও তার কাছে নেই। বস্তুত জীবন যাপনের প্রয়োজনে সে অল্পতেই পরিতৃপ্ত থাকে। আত্মার পরিতৃপ্তি এবং মানসিক স্বস্তি পার্থিব জীবনে শান্তির জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। উল্লেখ্য মাঝে মধ্যে সুখী মানুষ খুঁজে বের করার জন্য বিশ্বব্যাপী জরিপ করা হয়, তাতে দেখা যায়, দরিদ্র দেশের সাধারণ মানুষ ধনী দেশের ধনীদের তুলনায় বেশী সুখী। ধনীদের অতি প্রাচুর্যও রাত্রিতে গভীর নিদ্রা উপহার দিতে পারে না অথচ সহায় সম্বলহীনদের পেটের ক্ষুধার যন্ত্রণা থাকলেও গভীর নিদ্রায় রাত কাটানো তাদের কোনো সমস্যা নেই। কারণ সম্পদ

www.nagorikpathagar.org

রক্ষা করা অথবা আরো বেশি সম্পদ উপার্জনে ধনীদের মতো গরীবদের মানসিক চিন্তায় ভুগতে হয় না। উল্লিখিত হাদীসে বর্ণিত ব্যক্তিকে আত্মার প্রবৃত্তির প্রভাবে অতিরিক্ত সম্পদ উপার্জনের জন্য অন্যায়ের পথ অবলম্বন এবং নিজের মূল্যবান সময়ও ব্যয় করতে হয় না। ইসলামী মূল্যবোধের পরশে বিশ্বাসী হিসেবে প্রবৃত্তির অন্যায় চাহিদাকে দমন করার এবং অল্পে সন্তুষ্ট থাকার মতো তাওফীক [শক্তি] তার আছে। বস্তুত আল্লাহ তা'আলাই তাকে এ রকম তাওফিক দিয়ে সমৃদ্ধ করেছেন। তাই বলা যায়, নিঃসন্দেহে তিনি ভাগ্যবান ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত কারণ আল্লাহ তা'আলার অশেষ রহমতে স্থান পেয়ে ধৈর্যধারণ করার মতো আত্মশক্তিতে সে শক্তিশালী হয়েছে। তবে এ ধরনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অর্জনের জন্য তাকে কঠোর সংগ্রাম করতে হয় এবং প্রতিনিয়ত আল্লাহ তা'আলার কাছে সাহায্যের জন্য প্রার্থী হতে হয়।

আত্মগরিমা, অহংকার, ঔদ্ধত্য এবং দাম্ভিকতা

উল্লিখিত উপসর্গ মানব চরিত্রের নিন্দনীয় বৈশিষ্ট্য, যা "নাফস শয়তানের" অনুপ্রেরণার বর্হিপ্রকাশ। ইবলিস [*শয়তান*] নাফস- প্রবৃত্তির প্রভাবে আত্মগরিমায় অহমিকাবশত আল্লাহ তা'আলার আদেশ অমান্য করে আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হয়ে 'লানত" প্রাপ্ত হয়েছে। এ প্রসংগে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَٰٓئِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوٓا إِلَّآ إِبْلِيسَ ط أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَٰفِرِينَ.

"যখন ফিরিশতাদের বললাম, 'আদমকে সিজদা কর, তখন ইবলিস ব্যতীত সকলেই সাজদা করলো; সে অমান্য করলো ও অহংকার করলো। সুতরাং সে কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হলো।" *[২-সূরা বাকারাহ : ৩৪]*

قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ ط قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ج خَلَقْتَنِى مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُۥ مِن طِينٍ.

"তিনি বললেন, 'আমি যখন তোমাকে [*ইবলিসকে*] আদেশ দিলাম তখন কি তোমাকে [*আদেশ পালন করতে*] নিবৃত্ত করলো যে, তুমি নত হলে না? সে [*ইবলিস*] বললো, 'আমি তার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ [*অহংকারী*]; আমাকে অগ্নি দিয়ে [*বংশের গরিমা*] সৃষ্টি করেছ এবং তাকে [*আদমকে*] কর্দম দিয়ে [সাম্প্রদায়িকতা] সৃষ্টি করেছ।" *[৭-সূরা আরাফ : ১২]*

www.nagorikpathagar.org

অর্থাৎ ইবলিস ধারণা করেছিল সৃষ্টির উপাদানে সে আদমের তুলনায় শ্রেষ্ঠ। অতএব বংশ গরিমায় অহংকার করা তার জন্য অন্যায় নয়। অথচ সে ভুলে গিয়েছিল আগুন থেকে আল্লাহ তা'আলাই তাকে সৃষ্টি করেছেন। কাজেই এর জন্য গর্ব করার কোনো অধিকার তার নেই তা সত্ত্বেও আত্মগরিমাই ছিলো তার অবাধ্যতার মূল কারণ। মানুষজাতির অনেকেই অনুরূপভাবে আত্মগরিমায় অহংকারী ও শিক্ষায় গর্বিত হয়ে ঔদ্ধত্যের সাথে আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ, উপদেশ ও নির্দেশিত [*আল-কুরআনে এবং রাসূল (সা.)*] জীবনাদর্শে বিশ্বাস করে না। তদ্রূপ মুসলিম উম্মাহর একটি বৃহত্তর অংশ ইসলামী মূল্যবোধ উপেক্ষা করে জীবন-যাপন করছে। বস্তুত আত্মগরিমা, অহংকারী হৃদয় এবং ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ মনুষ্য প্রকৃতির একটি জটিল ব্যাধি। হৃদয়ে লুকিয়ে থাকা এই রোগে [*hidden লুকিয়ে থাকা ব্যাধি*] আক্রান্ত হয়ে অনেকেই নিজের উপর যুলুম করেন এবং সমাজে নানা সমস্যার সৃষ্টি করে। মানুষের মধ্যে বর্ণ ভিত্তিতে ভেদাভেদ সৃষ্টি করে, বংশের ও শিক্ষার গর্বে এবং ধন-সম্পত্তির অহংবোধে অনেকেই অন্যদের হেয় প্রতিপন্ন করে। তদুপরি নানা পর্যায়ে শোষণ করে পরিবার ও সমাজে অশান্তি সৃষ্টি করে। বর্ণের ভিত্তিতে সাদা-কালোর বৈষম্যে সৃষ্টি হয়েছে রেইসিজম। এজন্যই পাশ্চাত্যের কিছু দেশ আজও সামাজিক সমস্যার সমাধান করতে পারছে না। আদম সন্তানের মধ্যে বর্ণ ভিত্তিক রেইসিজম হচ্ছে শয়তানের সৃষ্টি এবং তার চরিত্রের একটি অত্যন্ত ঘৃণিত বৈশিষ্ট্য। শয়তানের অনুপ্রেরণায় তারা এই ঘৃণিত বিশেষত্ব গ্রহণ করে থাকে। কারণ শয়তানই সর্বপ্রথম আদম (আ.) সিজদা করতে অস্বীকার করে রেইসিজম বা সাম্প্রদায়িকতার ধারা চালু করেছিল।

আত্মগরিমা, অহংবোধ এবং দাম্ভিকতা বৈশিষ্ট্যগুলো একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, প্রতিপালক, সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলার জন্য শোভা পায় কারণ সার্বভৌমত্বের অধিকারী তিনি অথচ উদ্ধত নন এবং কারও উপর যুলুম করেন না বরং সৃষ্টির সকলের প্রতি তিনি দয়াময় পরম দয়ালু। তিনি কারো উপরই কোনো কিছুর জন্য নির্ভরশীল নন, তিনি "আস-সামাদ"। অথচ সৃষ্টির সকলেই [*বিশ্বজগতের অন্তর্ভুক্ত সবকিছু*] তার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল। তাই আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি ও নির্ভরশীল আদম সন্তানের কারোর জন্যই প্রতিপালকের সাথে পাল্লা দিয়ে এগুলোতে অলংকৃত হওয়া শোভা পায় না। *রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : সম্মানিত মহান আল্লাহ বলেন : 'ইজ্জত ও মাহাত্ম্য হচ্ছে আমার পাজামা। অহংকার ও শ্রেষ্ঠত্ব আমার চাদর। যে এ দু'টির কোনো একটিতেও আমার সাথে সংঘর্ষ ও প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হবে তাকে আমি শাস্তি দেব।" [সহীহ মুসলিম, ৬৪৪৩]*

আদম সন্তানের মধ্যে যারা নাফস প্রবৃত্তির প্রভাবে আত্মগরিমায় ঔদ্ধত্যের সাথে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশিত পথ থেকে মুখ ফিরিয়ে অহংবোধে সত্য বিমুখ হয়

www.nagorikpathagar.org

এবং অন্যদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করে, তাদেরকে আল-কুরআনে আল্লাহ্ তা'আলা কঠিন শাস্তির সুসংবাদ দিয়েছেন। মানবজাতির অধিকাংশই আত্মগরিমায় সত্যের [*আল-কুরআনের*] পরিবর্তে মিথ্যাকে [*মানুষের তৈরি সব মতাদর্শ ও ধর্মাদর্শ*] গ্রহণ করে ভ্রান্ত বিশ্বাস নিয়ে অহংকারী হয় মানুষের মধ্যে যারা বিশ্বাসী [*আল-কুরআন এবং রাসূল (সা.)*] তারাও যদি আল্লাহ্ তা'আলার প্রদত্ত জীবনাদর্শ সম্পর্কে গাফেল হয় এবং অজ্ঞতাবশত ধর্মীয় মূল্যবোধকে উপেক্ষা করে তাদের অবস্থা প্রকৃতপক্ষে অন্যদের তুলনায় ভালো নয়। কারণ তারাও অহমিকায় ঔদ্ধত্যের সাথে এ ধরনের গর্হিত কাজে জড়িত হয়ে থাকে। এ প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন–

إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ

اٰيٰتِنَا غٰفِلُونَ. أُولٰٓئِكَ مَأْوٰىهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.

"যারা [*আত্মগর্বী ও উদ্ধত*] আমার সাক্ষাতের আশা [*শেষ বিচারে জবাবদিহিতা এবং শাস্তির ভয়*] পোষণ করে না এবং পার্থিব জীবনেই পরিতৃপ্ত [*যারা নিজের শক্তি, সময় এবং বিশ্বাসকে দুনিয়ার জীবনের স্বার্থে ব্যয় করে*] এবং এটিতেই নিশ্চিত থাকে [*অবিশ্বাস ও আত্মগর্বী*] এবং যারা আমার নিদর্শনাবলী [*আল-কুরআন, রাসূল (সা.) ও সৃষ্টির অন্যান্য নিদর্শন বা আয়াত ইত্যাদি*] সম্বন্ধে গাফেল, তাদেরই আবাস অগ্নি তাদের কৃতকর্মের জন্য।" *[১০-সূরা ইউনুস : ৭-৮]*

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ أَعْمٰى قَالَ رَبِّ

لِمَ حَشَرْتَنِيٓ أَعْمٰى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. قَالَ كَذٰلِكَ أَتَتْكَ اٰيٰتُنَا فَنَسِيتَهَا ج وَكَذٰلِكَ

الْيَوْمَ تُنْسٰى.

"যে আমার স্মরণে [*আল-কুরআনে বিশ্বাস করে না অথবা আল-কুরআনে বর্ণিত জীবনাদর্শ মেনে চলে না*] বিমুখ তার জীবন যাপন হবে সংকুচিত* এবং আমি তাকে কেয়ামতের দিন উত্থিত করবো অন্ধ অবস্থায়। সে বলবে 'হে আমার প্রতিপালক! কেন আমাকে অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করলে? আমি তো ছিলাম দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন।' তিনি বলবেন, 'এইরূপই আমার নিদর্শনাবলী* তোমার নিকট এসেছিল, কিন্তু তুমি তা ভুলে [*বর্জন করেছিলে*] গিয়েছিলে এবং অনুরূপ আজ [*আমার কাছ থেকে*] তুমিও বিস্মৃত হলে।' এবং এরূপে আমি প্রতিফল দেই তাকে যে বাড়াবাড়ি করে এবং তার প্রতিপালকের নিদর্শনে বিশ্বাস স্থাপন করে না। পরকালের শাস্তি তো অবশ্যই কঠিনতর ও অধিক স্থায়ী।" *[২০-সূরা তহা : ১২৪-১২৬]*

www.nagorikpathagar.org

*[*তার ধন-সম্পত্তিতে, জীবন যাপনে সুখ শান্তিতে কোনো প্রকার তৃপ্তি থাকবে না অর্থাৎ সবরবিহীন, ধন-সম্পত্তি উপার্জনে সে সর্বদা ব্যস্ত থেকে আল-কুরআনের মূল্যবোধকে উপেক্ষা করবে*]

*[*আল-কুরআন, অন্যান্য আসমানী কিতাব, নবী-রাসূলদের মাধ্যমে আনীত নিদর্শন, পার্থিব জীবনে দৃশ্যমান সব নিদর্শন ইত্যাদি*]

মানবচরিত্রের এই নিকৃষ্ট বৈশিষ্ট্যসমূহকে সহজভাবে বোঝানোর জন্য আল-কুরআনে আল্লাহ্ তা'আলা এগুলোকে পৃথকভাবে উল্লেখ করেছেন :

ক) আত্মগরিমা

আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্র-বাণী অনুযায়ী সবচেয়ে নিকৃষ্টতম আত্মগরিমা হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার প্রদত্ত জীবনাদর্শ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া। মানব সন্তান আল্লাহ্ তা'আলার বান্দা, গোলাম, ভৃত্য, তাই আল্লাহ্ তা'আলা মানব সন্তানের মালিক, মনিব, প্রতিপালক। আল্লাহ্ তা'আলার নেয়ামত, দয়া ও রহমতের উপর প্রতিনিয়ত আদম সন্তানকে সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করতে হয়। ফলে নিজ আত্মগরিমায় মালিকের আদেশ উপদেশ, বিধি নিষেধ উপেক্ষা করার অধিকার মানব সন্তানের নেই। তবুও যারা আত্মগরিমায় আল্লাহ্ তা'আলার অবাধ্য হয় তাদের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন–

وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ ۚ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ ۚ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ.

"যখন তাকে [*মানুষকে*] বলা হয়, 'তুমি আল্লাহকে ভয় কর' তখন তার আত্মাভিমান [*মান-সম্মান*] তাকে পাপানুষ্ঠানে লিপ্ত করে। সুতরাং জাহান্নামই তার জন্য যোগ্য। নিশ্চয় তা নিকৃষ্ট বিশ্রামস্থল।" *[২-সূরা বাকারাহ : ২০৬]*

খ) অহংকার

মানব সন্তান বিভিন্নভাবে অহংকারী হয়, সব ধরনের অহংকারই খারাপ। তবে সবচেয়ে গর্হিত অহংকারী প্রকৃতি হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'আলার প্রদত্ত বিধিবিধানকে অবহেলা করে নিজের ধীশক্তিতে সৃষ্ট ব্যবস্থাকে আল্লাহ্ তা'আলার প্রদত্ত জীবনাদর্শ থেকে উৎকৃষ্ট হিসেবে গণ্য করা। আজ মুসলিম উম্মাহ্ সরাসরিভাবে আল-কুরআনকে অবিশ্বাস না করলেও পরোক্ষভাবে তারা এই গর্হিত অন্যায়ে জড়িয়ে পড়েছে। মুসলিম উম্মাহ্ আল্লাহ্ তা'আলার প্রদত্ত পূর্ণাঙ্গ জীবনাদর্শকে প্রতিষ্ঠিত না করে মানুষের তৈরি ব্যবস্থাকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছে। অর্থাৎ ইসলামী শরীয়তের বিধিবিধানকে তারা নানা অজুহাতে পরোক্ষভাবে প্রত্যাখ্যান করছে।

www.nagorikpathagar.org

মুসলিম উম্মাহর যারা ক্ষমতাসীন হয়েছে এবং শাসনতন্ত্রের অবকাঠামো গঠন করার অধিকার পেয়েছে, তারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অজ্ঞতায় মনে করে ইসলামী জীবনাদর্শের ব্যবস্থা গণতন্ত্রের বিপরীতে, তাই এই ব্যবস্থা সার্বজনীনভাবে গ্রহণযোগ্য নয় অথচ ইসলামী শরীয়তে প্রণীত সব বিধিব্যবস্থাই শ্রেষ্ঠ গণতন্ত্রের উত্তম দৃষ্টান্ত। কারণ ইসলামী জীবনাদর্শের গণতন্ত্রে দেশ শাসনের প্রধান থেকে আরম্ভ করে শাসন সংক্রান্ত সব প্রতিষ্ঠানের আমলাকে মেধাভিত্তিক পদ্ধতি ও গণতন্ত্রের মাধ্যমে নিয়োগ করা হয়ে থাকে। এমনকি ইবাদতের ক্ষেত্রেও নেতা নির্বাচনে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। জা'মাতে নামায আদায় করতে ইমাম বা পরিচালককেও গণতান্ত্রিকভাবে নিয়োগ করা হয়। আল-কুরআনে বিশ্বাসী হিসেবে যারা আল-কুরআনে বর্ণিত আল্লাহ্ তা'আলার বিধিবিধানকে শাসনতন্ত্রের মূল ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করতে অস্বীকার করে তারা ইসলামী জীবনাদর্শ সম্পর্কে নিঃসন্দেহে অজ্ঞ, অথবা জাগতিক সীমিত জ্ঞান ও যোগ্যতায় আত্মগরিমায় অহংকারী। তাদের প্রকৃত অবস্থা হচ্ছে আমরা শ্রবণ করে বিশ্বাস করলাম কিন্তু জীবন যাপনে তা প্রতিষ্ঠিত করব না। বস্তুত এ ধরনের চরিত্র হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার আদেশের এবং বিশ্বাসী চরিত্রের সম্পূর্ণ বিপরীতে। আদম সন্তানের মধ্যে বনী ইসরাঈলীরা আল্লাহ তা'আলার অশেষ অনুগ্রহ প্রাপ্ত হিসেবে শ্রেষ্ঠ জাতি ছিলো। অথচ আল্লাহ তা'আলার আদেশের বিপরীতে কাজ করে তারা বরাবর আল্লাহ্ তা'আলার প্রদত্ত বিধিবিধানের সীমালঙ্ঘন করেছে। তা সত্ত্বেও তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা বারবার ক্ষমা করেছেন। আল্লাহ তা'আলার সাথে প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হয়ে আবার তা ভঙ্গ করেছে এবং ঔদ্ধত্যের সাথে বলেছিল আমরা তোমার উপদেশ ও আদেশ শ্রবণ করলাম তবে পালন করব না। আল্লাহ তা'আলা এ প্রসংগে বলেছেন–

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ ط خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا ط قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا ق وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ ط قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ.

“স্মরণ কর, যখন তোমাদের [*বনী ইসরাঈলী*] অঙ্গীকার নিয়েছিলাম এবং তুরকে তোমাদের উর্ধ্বে স্থাপন করেছিলাম, বলেছিলাম, 'যা দিলাম দৃঢ়রূপে গ্রহণ কর এবং শ্রবণ কর।' তারা বলেছিল, 'আমরা শ্রবণ করলাম ও অমান্য করলাম।' কুফরি হেতু তাদের হৃদয় গো-বৎস-প্রীতি সিঞ্চিত হয়েছিল। বল, 'যদি তোমরা

www.nagorikpathagar.org

বিশ্বাসী হও তবে তোমাদের বিশ্বাস যার নির্দেশ দেয় তা কত নিকৃষ্ট [*আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত নির্দেশে বিশ্বাসী হয়েও তার বিপরীতে তারা কাজ করেছে, প্রকৃতপক্ষে তারা বিশ্বাসী নয়*]।" *[২-সূরা বাকারাহ : ৯৩]*

তারপর বনী ইসরাঈলের প্রতি উপদেশসহ আল্লাহ তা'আলা লিপিফলক [ট্যাবলিট] নাযিল করলেন যাতে তারা আত্মপরিশোধনের মাধ্যমে অবাধ্যতার পরিবর্তে আত্মসমর্পণী হয়ে জীবন যাপন করতে পারে। রাসূলের কাছে প্রেরিত আল্লাহ তা'আলার বহু নিদর্শন তারা বারবার দেখেছে এবং আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ ও ক্ষমা প্রাপ্ত হয়েছে, তবুও তারা আল্লাহ তা'আলার আয়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। ফলে অহংকারী বনী ইসরাঈলী এবং আদম সন্তানের মধ্যে যারাই আল্লাহ তা'আলার আয়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাদের অন্তরকে আল্লাহ তা'আলা তালা বন্ধ করে দেন যাতে হেদায়াতের আলো আর প্রবেশ করতে না পারে। এ প্রসংগে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَّتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ ۚ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَّأْمُرْ
قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا ۚ سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفٰسِقِينَ ۔ سَأَصْرِفُ عَنْ اٰيٰتِيَ الَّذِينَ
يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۚ وَإِنْ يَّرَوْا كُلَّ اٰيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا ۚ وَإِنْ يَّرَوْا
سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ۚ وَإِنْ يَّرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ۚ ذٰلِكَ
بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِاٰيٰتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غٰفِلِينَ ۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِاٰيٰتِنَا وَلِقَاءِ الْاٰخِرَةِ
حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ ۚ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۔

"আমি তার [*মূসা (আ.)*] জন্য লিপিফলকে সর্ববিষয়ে উপদেশ ও সকল বিষয়ে স্পষ্ট ব্যাখ্যা লিখে দিয়েছি; সুতরাং এইগুলো শক্তভাবে ধর এবং তোমার সম্প্রদায়কে তাদের যা উত্তম তা গ্রহণ করতে নির্দেশ দাও। আমি শীঘ্র সত্যত্যাগীদের [*যারা আল্লাহ তা'আলার বিধান থেকে মুখ ফিরায়*] বাসস্থান তোমাদেরকে দেখাব। পৃথিবীতে যারা অন্যায়ভাবে দম্ভ করে বেড়ায় তাদের দৃষ্টি আমার নিদর্শন হতে ফিরিয়ে দেব, তারা আমার প্রত্যেকটি নিদর্শন দেখলেও তাতে বিশ্বাস করবে না, তারা সৎপথ দেখলেও তাকে পথ বলে গ্রহণ করবে না, কিন্তু তারা ভ্রান্ত পথ দেখলে তাকে তারা পথ হিসেবে গ্রহণ করবে, এটি এই জন্য যে, তারা আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং সে সম্বন্ধে তারা ছিলো গাফেল। যারা আমার নিদর্শন ও পরকালের সাক্ষাতকে অস্বীকার করে তাদের কার্য নিষ্ফল হয়। তারা যা করে তদনুযায়ীই তাদেরকে প্রতিফল দেয়া হবে।" *[৭-সূরা আরাফ : ১৪৫-১৪৭]*

www.nagorikpathagar.org

মুসলিম উম্মাহর তাওহীদি জনতা আল-কুরআনে বিশ্বাসী হয়ে আল্লাহ তা'আলার একনিষ্ঠ বান্দাতে পরিণত হয়েছে, তাই নিজেদের বিশ্বাসকে কার্যকলাপে রূপ দিয়ে বাস্তবে পরিণত করা তাদের জন্য অপরিহার্য দায়িত্ব। বিশ্বাসীদের চরিত্র সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ؕ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ قف لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ قف وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ق غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ.

"রাসূল তার প্রতি তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে ঈমান আনয়ন করেছে, এবং মু'মিনগণও। তাদের সকলে আল্লাহকে তাঁর ফিরিশতাগণে, তাঁর কিতাবসমূহে এবং তাঁর রাসূলগণে ঈমান আনয়ন করেছে। তারা বলে, 'আমরা তাঁর রাসূলগণের মধ্যে কোন তারতম্য করি না,' আর তারা বলে,' আমরা শুনেছি { *বিশ্বাস করেছি* } এবং পালন করেছি* । হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তোমার ক্ষমা চাই* আর প্রত্যাবর্তন তোমারই নিকট।" *[২-সূরা বাকারাহ : ২৮৫]*

*{ *জীবন যাপনে সর্বক্ষেত্রে বিধান মেনে চলব, প্রকৃতভাবে বিশ্বাসী হওয়ার যোগ্যতা হচ্ছে কর্মের মাধ্যমে বিশ্বাসের স্বরূপতা প্রমাণ করা* }

*{ *ক্ষমা পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে অবশ্যই বিশ্বাস ও কার্যকলাপ এবং কর্তব্য পালন এক সাথে করতে হয়।* }

قُلْ اِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

"বল, 'আমার সালাত, আমার ইবাদত, আমার জীবন ও আমার মরণ* জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহরই উদ্দেশ্য।" *[৬-সূরা আন'আম : ১৬২]*

*{ *একজন বিশ্বাসীর জীবনের সব কিছুই আল্লাহ তা'আলার বিধিবিধানে করতে হয় তাই সব কিছুই তাঁর উদ্দেশ্যে।* }

আল-কুরআনে বর্ণিত আদেশ-উপদেশ সুস্পষ্টভাবে বুঝেও যারা বনী ইসরাঈলের মতো আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত জীবনাদর্শ থেকে মুখ ফিরায় তারা অবশ্যই আত্মগরিমায় অহংকারী। এই সমস্ত অহংকারী ব্যক্তিদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা আরও বলেছেন–

وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَاسْتَكْبَرُوْا عَنْهَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ج هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ.

www.nagorikpathagar.org

إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ.

"যারা আমার নিদর্শনকে [*আল-কুরআন*] প্রত্যাখ্যান [*বিধান থেকে মুখ ফিরায়*] করেছে এবং অহংকারে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে তারাই অগ্নিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে। যারা আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে এবং অহংকারে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকে তাদের জন্য আকাশের দ্বার উন্মুক্ত করা হবে না। [*তাদের কোনো সৎকাজ এবং দু'আ কবুল হবে না*] এবং তারা জান্নাতেও প্রবেশ করবে না- যতক্ষণ না সুচের ছিদ্র পথে উষ্ট্র প্রবেশ করে [*তাদের জন্য জান্নাতে প্রবেশ করা অসম্ভ হবে*]। এইরূপে আমি অপরাধীদেরকে প্রতিফল দেব।" [৭-সূরা আরাফ : ৩৬ ও ৪০]

فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۖ فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ.

"সুতরাং তোমরা দ্বারগুলো দিয়ে জাহান্নামে প্রবেশ কর, সেথায় স্থায়ী হবার জন্য। দেখ, অহংকারীদের [*যারা তাওহীদকে প্রত্যাখ্যান করে*] আবাসস্থল কত *নিকৃষ্ট।"* *[১৬-সূরা নাহল : ২৯]*

وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ. فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ ۖ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ.

"ফেরাউন ও তার বাহিনী অন্যায়ভাবে পৃথিবীতে অহংকার [*তাওহীদকে অস্বীকার করে*] করেছিল এবং তারা মনে করেছিল যে, তারা আমার নিকট ফিরে আসবে না। অতএব আমি তাকেও তার বাহিনীকে ধরলাম এবং তাদেরকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম। দেখ যালেমদের পরিণাম কি হয়ে থাকে।" *[২৮-সূরা কসাস : ৩৯-৪০]*

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ.

"তোমাদের প্রতিপালক বলেন, 'তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব। যারা অহংকারে আমার ইবাদতে বিমুখ*, তারা অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করবে লাঞ্ছিত হয়ে।" *[৪০-মু'মিন : ৬০]*

* *[নামায রোযা এবং জীবন যাপনে আল্লাহ তা'আলার বিধান যারা পালন করে না।]*

উল্লিখিত আয়াত থেকে স্পষ্ট যে, আল্লাহ্ তা'আলার একত্ববাদকে অহংবোধে অস্বীকার করা এবং তাওহীদে বিশ্বাস করার পর আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত না

www.nagorikpathagar.org

করার মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোনো তফাত নেই। বনী ইসরাঈল আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদে বিশ্বাসী ছিলো অথচ আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত বিধান সম্পূর্ণরূপে পালন করতে অস্বীকার করেছিল ফলে তারা শাস্তি প্রাপ্ত হয়েছে, লানতগ্রস্ত হয়েছে। তাই বলা যায়, তাওহীদের বিশ্বাসকে ইবাদতে এবং জীবন-যাপনে বাস্তবে পরিণত করে স্বীকৃতি না দিলে, সে বিশ্বাসের কোনো মূল্য আল্লাহ তা'আলা দেবেন না, সেটি ৬০ নম্বর আয়াত থেকে সুস্পষ্ট। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'তোমরা আমাকে ডাক' অর্থাৎ আমার ইবাদত কর [*নামাযে সিজদা দাও ও প্রার্থনা কর এবং আল্লাহ তা'আলার সব আদেশ অনুযায়ী জীবন যাপন প্রতিষ্ঠিত কর*] এবং আমাকেই ভয় কর।

মানুষ যদি তাওহীদে বিশ্বাসী হয়েও সেটি না করে, তাহলে সে নিশ্চয় অজ্ঞতাবশত অহংকারী হয়। ইবলিস 'শয়তান' আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদে বিশ্বাসী এবং আল্লাহ তা'আলাকে সে ভয় করে অথচ অহংবোধে সে আল্লাহ তা'আলার আদেশ অমান্য করেছে এবং আদমকে সিজদা করতে অস্বীকার করে সে লানতগ্রস্ত হয়ে শাস্তিপ্রাপ্ত হয়েছে। অনুরূপভাবে আদম সন্তানের বিরাট অংশ শয়তানের অনুপ্রেরণায় অহংকারী হয়ে একত্ববাদে বিশ্বাস করে না এবং নামাযে সিজদা দেয় না। তবে একটি বিষয় অনিস্বীকার্য যে, মুসলিম উম্মাহ আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদ, আল-কুরআন ও শেষ নবীসহ সকল নবী-রাসূলে বিশ্বাসী হওয়ায় তারা নিজের অজ্ঞতা, অবাধ্যতা ও অসতর্কতার জন্য সাময়িকভাবে শাস্তি প্রাপ্ত হলেও পরিশেষে শাস্তি থেকে মুক্তি লাভ করবে। আল-কুরআন ও হাদীস থেকে এ সম্পর্কে জানা যায়। আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, একমাত্র শিরকে জড়িত থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করা ব্যক্তি ব্যতিরেকে আর সকলকেই আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে ক্ষমা করে দেবেন–

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا. إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا.

"আল্লাহ তার শরীক করার অপরাধ ক্ষমা করেন না। এটি ব্যতীত অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন; এবং যে-কেউ আল্লাহর শরীক করে সে এক মহাপাপ করে। আল্লাহ তার শরীক করার অপরাধ ক্ষমা করেন না, এটি ব্যতীত সব কিছু যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং কেহ আল্লাহর শরীক করলে সে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়।" *[৪-সূরা নিসা : ৪৮ ও ১১৬]*

www.nagorikpathagar.org

রাসূলের (সা.) শাফায়াতের মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহর পাপীরা দোযখ থেকে উদ্ধার পাবে। এ সম্পর্কে আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, *আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ! কেয়ামতের দিনে আপনার শাফায়াত পেয়ে কে অধিক ভাগ্যবান হবে? তিনি বললেন, "হাদীসের প্রতি তোমার অধিক আগ্রহ দেখে আমি ধারণা করেছি তোমার পূর্বে আর কেউ এ হাদীস আমার নিকট জিজ্ঞেস করবে না। কেয়ামতের দিন আমার শাফায়াতে ভাগ্যবান সে ব্যক্তি হবে, যে আন্তরিকতাসহকারে একনিষ্ঠভাবে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' [মুসলিম উম্মত এ কারণেই বিশ্বাসী] বলেছে।" [সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড ৬, ৬১১৫]*

আন্তরিকভাবে কালেমা তাইয়্যেবা বলার অর্থ হচ্ছে ইসলামী শরীয়তের বিধিবিধানে জীবন-যাপন করা বা মৃত্যু পর্যন্ত তাতে প্রতিষ্ঠিত থাকা। আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করা, পার্থিব কোনো বস্তুকে, ধন-সম্পদ, মর্যাদা, প্রতিপত্তি, সামাজিক অবস্থান, রাজনৈতিক মতাদর্শ ইত্যাদিকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ না করে আল্লাহ তা'আলার শরীয়তে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করা।

গ) দাম্ভিকতা ও আত্মগর্বী

আল-কুরআন থেকে স্পষ্ট যে, মানুষের শত্রু 'শয়তান' আত্মগর্বী হয়ে দাম্ভিকতায় আদম (আ.)-কে সিজদা করতে অস্বীকার করেছিল। মানুষ সাধারণত নাফসের অনুপ্রেরণায় আল্লাহ তা'আলার নিদর্শন আল-কুরআনের প্রদর্শিত বিধিবিধানে আত্মসমর্পণ না করার পক্ষে দাম্ভিকতায় বলে থাকে আল-কুরআন পুরাতন দিনের ব্যবস্থা, তাই বর্তমান উন্নত জীবন ব্যবস্থায় ব্যক্তি স্বাধীনতা ও সামাজিক উন্নয়নের এবং আধুনিকতার অন্তরায়। তারা মানব সন্তানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য যৌক্তিক শক্তি দিয়ে বিবেচনা করে বুঝতে চায় না যে, সর্বশেষে নাযিলকৃত আসমানী কিতাব আল-কুরআন হচ্ছে ইসলামী শরীয়তের ভিত্তি, যা মানবজাতির জন্য পরাক্রমশালী আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত সর্বশ্রেষ্ঠ জীবনাদর্শ। তাই কেয়ামত পর্যন্ত সবরকম পরিস্থিতিতে এই জীবনাদর্শের গ্রহণযোগ্যতায় কোনো বক্রতা ও দুর্বলতা নেই।

মানব সমাজ যে অবস্থাতেই থাকুক, এই জীবনাদর্শের বিধিবিধান হচ্ছে সম্পূর্ণরূপে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এজন্যই আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত জীবনাদর্শের মূল ভিত্তির পরিবর্তন ও পরিশোধন ব্যতিরেকে শরীয়তের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা সময়োপযোগী করে মানিয়ে নেয়ার আদেশ রয়েছে। প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ ও আলেমরা গত প্রায় ১৪০০ বছর যাবৎ মানব সমাজে সৃষ্ট বিভিন্ন নতুন সমস্যার সমাধানে আল-কুরআন ও হাদীসের সহায়তায় এবং ইজতেহাদের মাধ্যমে ফতওয়া দিয়ে এ কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। এ রকম সুযোগ থাকা সত্ত্বেও যারা ইসলামী শরীয়তকে উপেক্ষা ও অবজ্ঞা করে তারা প্রকৃতপক্ষে শয়তানের মতোই আচরণ

www.nagorikpathagar.org

করে থাকে। কারণ আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত জীবনাদর্শের মূল ভিত্তিকে উপেক্ষা করার অর্থ হচ্ছে তার সার্বভৌমত্বকে এবং সব কিছুর উপর একচ্ছত্র কর্তৃত্বকে অস্বীকার করা।

আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদে ও সার্বভৌমত্বে ইবলিস বিশ্বাসী [*আল-কুরআন থেকে প্রমাণ পাওয়া যায়, সূরা আল-আনফাল, আয়াত নম্বর ৪৮ দ্রষ্টব্য*] অথচ আল্লাহ তা'আলার আদেশ অমান্য করে কাফের হয়েছে। তদুপরি পূর্ববর্তীতে বহুজাতি আল্লাহ তা'আলার আদেশ এবং তার প্রেরিত নবী-রাসূলদের দাওয়াত উপেক্ষা করে সমূলে ধ্বংস হয়েছে। তাই পূর্ববর্তী বিভিন্ন জাতির অবাধ্যতার পরিণাম সম্পর্কে উপমা দিয়ে এ ধরনের ব্যক্তিকে সতর্ক করে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُّفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ. سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ.

“অতঃপর আমি তাদেরকে [*ফেরাউনের দল*] প্লাবন, পঙ্গপাল, উকুন, ডেক ও রক্ত দিয়ে ক্লিষ্ট করি। এইগুলো স্পষ্ট নিদর্শন; কিন্তু তারা দাম্ভিকই রয়ে গেল, আর তারা ছিলো এক অপরাধী সম্প্রদায় [*ইয়াহুদী সম্প্রদায়*]। পৃথিবীতে যারা অন্যায়ভাবে দম্ভ করে বেড়ায় তাদের দৃষ্টি আমার নিদর্শন থেকে ফিরিয়ে দেব, তারা আমার প্রত্যেকটি নিদর্শন দেখলেও তাতে বিশ্বাস করবে না, তারা সৎপথ দেখলেও তাকে পথ বলে গ্রহণ করবে না; কিন্তু তারা ভ্রান্ত দেখলে তাকে তারা পথ হিসেবে গ্রহণ করবে, তা এই জন্য যে, তারা আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং সে সম্বন্ধে তারা ছিলো গাফিল।” *[৭-সূরা আরাফ : ১৩৩ ও ১৪৬]*

[*পৃথিবীতে যারা দম্ভ করে বেড়ায় এবং দাম্ভিকতায় আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বিধিবিধান উপেক্ষা করে, এটি শিক্ষা, বংশ অথবা ধন-সম্পত্তির কারণে বা অন্য যে কোনো কারণেই হোক, আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরকে সীল করে দেন, যাতে তারা সৎপথের নিদর্শন দেখলেও তাদের অন্তরে ইসলামী মূল্যবোধের আলো প্রবেশ করতে না পারে। যেমনটি হয়েছিল মক্কার কুরাইশ ও অন্যান্য দাম্ভিক নেতাদের, আবু লাহাব, আবু জাহল, ফেরাউন এবং তার সমর্থকরা অন্যতম। জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও বারবার সত্য বিমুখতার জন্য অসৎ পথই হয় তাদের*

www.nagorikpathagar.org

জন্য গর্বের বিষয় এবং অসৎ পথকেই শ্রেষ্ঠ পথ হিসেবে তারা গ্রহণ করে। এ ব্যক্তিরা শুধুমাত্র নিজেরা অসৎপথ অনুসরণ করে ক্ষান্ত হয় না বরং মানব সমাজে তাদের ভ্রান্ত ধারণার প্রভাব বিস্তারে তারা অনুপ্রাণিত হয় এবং অনেক সময় সক্রিয় ভূমিকা পালনে নিয়োজিত থাকে। বাংলাদেশের অনেকেই আজ পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাবে তথাকথিত আধুনিকতার নামে ইসলামী মূল্যবোধের শালীনতা ও শিষ্টাচারকে প্রগতির ক্ষেত্রে দুর্বলতা হিসেবে আখ্যায়িত করে নানা ধরনের অশ্লীল আচার আচরণ গ্রহণ করেছে। এই অশ্লীলতার প্রসার আজ সমাজের যুবক-যুবতীর মধ্যে ক্রমশ প্রবেশ করছে, যার ভবিষ্যৎ হচ্ছে নিঃসন্দেহে পাশ্চাত্যের ভঙ্গুর সামাজিক অবস্থার দৃষ্টান্তস্বরূপ। বস্তুত সার্বভৌমত্বের অধিকারী আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত বিধিবিধানকে উপেক্ষা ও অবজ্ঞা করলে তার পরিণতি কোনো কালেই ভালো হয়নি। ইতিহাসে রয়েছে তার সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত।]

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا ۖ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

"যখন তার নিকট আমার আয়াত আবৃত্তি করা হয় তখন যে দম্ভ করে মুখ ফিরিয়ে থাকে যেন সে এটি শুনতে পায়নি [*আয়াতে বর্ণিত নির্দেশ পালনে তারা প্রতিক্রিয়াশীল নয়*], যেন তার কর্ণ দুইটি বধির; অতএব তাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দাও।" *[৩১-সূরা লোকমান : ৭]*

الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ ۖ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ وَعِندَ الَّذِينَ آمَنُوا ۚ كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ. ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۖ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ.

"যারা নিজেদের নিকট কোনো দলিল প্রমাণ না থাকলেও আল্লাহর নিদর্শন [*আল-কুরআন ও ইসলামী মূল্যবোধের বিধিবিধান*] সম্পর্কে বিতণ্ডায় লিপ্ত হয় তাদের এই কর্ম আল্লাহ এবং মু'মিনদের দৃষ্টিতে অতিশয় ঘৃণ্য। এইভাবে আল্লাহ প্রত্যেক উদ্ধত ও স্বৈরাচারী ব্যক্তির হৃদয়েকে মোহর করে দেন। তোমরা [*উদ্ধতরা*] জাহান্নামে প্রবেশ কর তাতে স্থায়ীভাবে অবস্থিতির জন্য, আর কতই না নিকৃষ্ট ঔদ্ধত্যদের আবাসস্থল।" *[৪০-সূরা মু'মিন : ৩৫ ও ৭৬]*

يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا ۖ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ.

"যে আল্লাহর আয়াতের [*আল-কুরআনের*] আবৃত্তি শুনে অথচ ঔদ্ধত্যের সংগে অটল থাকে যেন সে তা শুনেনি। তাকে সংবাদ দাও মর্মন্তুদ শাস্তির।" *[৪৫-সূরা জাসিয়া :৮]*

www.nagorikpathagar.org

قِيْلَ ادْخُلُوْٓا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ.

"তাদেরকে [*ঔদ্ধত্যপরায়ণ কাফেরদেরকে*] বলা হবে, 'জাহান্নামের দ্বারসমূহে প্রবেশ কর তাতে স্থায়ীভাবে অবস্থিতির জন্য। কত নিকৃষ্ট ঔদ্ধত্যদের আবাসস্থল।" *[৩৯-সূরা যুমার : ৭২]*

[সেপ্টেম্বর ১১, ২০০১-এর পরে পাশ্চাত্যে আল-কুরআন ও ইসলাম নিয়ে লক্ষণীয়ভাবে আলোচনা হচ্ছে। বিভিন্ন গির্জায় [Church], স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং এমনকি অফিস আদালতেও আলোচনা হয়। আল-কুরআনের পবিত্রতা ও মানুষ রচিত সব রকম মিথ্যা থেকে মুক্ত অপরিবর্তিত বিধান সম্বন্ধে যখন আলোচনা করা হয় এবং এই ব্যাপারে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয় তখন তারা অনেকেই আল-কুরআনে বর্ণিত বিধিবিধান যে শ্রেষ্ঠ বিধান সেটি স্বীকার করলেও তাদের মধ্যে আল-কুরআনে বিশ্বাস স্থাপন করার ব্যাপারে কোনো প্রতিক্রিয়া সাধারণত দেখা যায় না। কারণ তারা মনে করে আল-কুরআনের বিধিবিধান হচ্ছে মুসলিমদের জন্য। এই কিতাবে বর্ণিত পথ নির্দেশও একমাত্র মুসলিমদের জন্য তাই তাদের কিছু আসে যায় না। এরাই কাফের কারণ আল-কুরআন সম্পর্কে জানার পরও তাওহীদে বিশ্বাস করতে অস্বীকার করে। আর মুসলিমদের মধ্যে সুস্পষ্ট জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও যারা জেনে শুনে পালন করে না তারা গাফিল এবং গুনাহগার। ইতোপূর্বে কাফির শব্দের সংজ্ঞা নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে, তবুও 'কাফের' শব্দের সংজ্ঞা নিয়ে আরও বাড়তি আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে। কারণ কোনো চিন্তাভাবনা ও অকাট্য প্রমাণ ছাড়া বর্তমানে অনেকের ক্ষেত্রে এই শব্দটি ব্যবহার করা হয়। যারা আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা সত্ত্বেও শিরকে লিপ্ত থাকে তারাই কাফের। আল-কুরআন ও রাসূল (সা.) আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে মানুষের জন্য সুস্পষ্ট প্রমাণ। তাই এই প্রমাণসমূহের সম্পর্কে পরিষ্কারভাবে জানার পর যারা আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদ অস্বীকার করে তারাই কাফের। এ সম্পর্কে সূরা বাইয়িনা [অকাট্য প্রমাণ], আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ.

"এবং যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে, তারা কিন্তু তাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শনস্বরূপ রাসূল আসার সাথে সাথেই অন্যমত করলো। [রাসূল আগমন সম্পর্কে জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও, রাসূলের (সা.) এবং তাঁর আনীত কিতাব আল-কুরআনের উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে অস্বীকার করল]।" [৯৮-সূরা বাইয়িনা : ৪] আহলে কিতাব [খৃষ্টান এবং ইয়াহুদী] নিজেদের

www.nagorikpathagar.org

কিতাবের মাধ্যমে শেষ নবীর আগমনের কথা সুস্পষ্টভাবে অবগত ছিলো। বিশ্বাসীরাও অজ্ঞতাবশত না বুঝে লঘু কাফেরের সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে যখন তারা 'শাকের' অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার নেয়ামতের স্বীকৃতি না দিয়ে অথবা কৃতজ্ঞতা আদায় না করে অকৃতজ্ঞ বান্দা হয়। ইসলামী শরীয়ত হচ্ছে বিশ্বাসীদের জন্য আল্লাহ তা'আলার অশেষ অনুগ্রহ, যা বিশ্বের প্রতি প্রেরিত 'রহমতের' [রাসূল (সা.), সূরা ২১/১০৭ দ্রষ্টব্য] মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাই শরীয়তের বিধান যথাযথভাবে প্রয়োগ ও পালন করে কৃতজ্ঞ বান্দা হওয়া ছাড়া মুসলিম উম্মতের বিকল্প কোনো রাস্তা নেই। শরীয়তের অবাধ্য হওয়া ও তার ন্যায্যতা এবং প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করার অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহের প্রতি অকৃতজ্ঞতা দেখানো অর্থাৎ শাকের [কৃতজ্ঞ বান্দা] না হয়ে কাফের [অকৃতজ্ঞ বান্দা] হওয়া। এ ধরনের অকৃতজ্ঞতাকে আরবীতে বলা হয় আল-কুফর আল-আসগার [গৌণ কাফের]।

অহংকারী ও দাম্ভিকরা দোযখে প্রবেশ করবে, এ ব্যাপারে রাসূল (সা.) বলেছেন, *"দোযখ এবং বেহেশত পরস্পর ঝগড়া বেঁধে গেলে দোযখ বললো, ক্ষমতাশালী অহংকারীরা আমার মধ্যে প্রবেশ করবে। বেহেশত বললো, দুর্বল ও নিঃস্ব ব্যক্তিরা আমার মধ্যে প্রবেশ করবে। অতঃপর আল্লাহ পাক দোযখকে বললেন, তুমি আমার আযাব, যাকে ইচ্ছে আমি তোমায় দিয়ে শাস্তি দেব। কখনো কখনো তিনি বলেছেন, যাকে ইচ্ছে আমি তোমায় দিয়ে আক্রমণ করব। এরপর তিনি বেহেশতকে বললেন, তুমি আমার রহমত। যাকে ইচ্ছে আমি তোমায় দিয়ে অনুগ্রহপ্রাপ্ত করব। তোমাদের উভয়ের জন্যই থাকবে যথেষ্ট খোরাক।" [সহীহ মুসলিম, ৬৯১১]*

আল্লাহ তা'আলার অন্যতম সৃষ্টির বৃহত্তর অংশই তার প্রদত্ত বিধান [*আল-কুরআন ও রাসূল (সা.)*] এবং সত্যকে অস্বীকার করে এবং করছে। তা সত্ত্বেও তাদের জন্য পরিমিতভাবে সব রকম রিযিক ও নেয়ামত আল্লাহ তা'আলা দিয়েছেন। অধিকাংশ মানুষ সে কথা চিন্তা করে কৃতজ্ঞ বান্দা না হয়ে বরং অহংবোধে অবাধ্য হয় এবং আত্মগরিমায় ঔদ্ধত্যের সাথে প্রকৃত সত্যকে অস্বীকার ও অবহেলা করে। একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই তার অকৃতজ্ঞ ও অবাধ্য বান্দাদের শাস্তি দেয়ার মালিক, আবার তিনি ইচ্ছা করলে ক্ষমাও করতে পারেন। আদম সন্তানের অবিশ্বাস, অন্ধ বিশ্বাসের জন্য কেউ কারও বিচার করতে পারে না যতক্ষণ না সে অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করে অথবা সন্ত্রাস সৃষ্টি করে মানুষের জীবন যাপনে আতঙ্কের সৃষ্টি করে। এক্ষেত্রেও দেশের প্রতিষ্ঠিত প্রচলিত আইন অনুসারে তাদের বিচার করার ক্ষমতা একমাত্র বিচার বিভাগের এখতিয়ারে রয়েছে। যে ব্যক্তি আজকে অবিশ্বাসী হিসেবে পরিচিত, আগামী দিনে সে হয়ত তাওহীদে বিশ্বাসী হয়ে যাবে, একমাত্র সর্বজ্ঞানী,

www.nagorikpathagar.org

অন্তর্যামী আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আর কেউ সেটি জানেন না। রাসূলের (সা.) মক্কী জীবনে ঘটিত তায়েফের ঘটনা এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ্য। মক্কার অদূরবর্তী শহর তায়েফে রাসূল (সা.) গিয়েছিলেন আল-কুরআনের দাওয়াত দিতে, তায়েফবাসী মুশরিকরা রাসূলের (সা.) দাওয়াত কবুল না করে বরং রাসূলের (সা.) পেছনে বাচ্চাদের লেলিয়ে দিয়ে পাথর ছুঁড়ে রাসূলের (সা.) পবিত্র শরীরকে রক্তাক্ত করে দেয়। এ দিন ছিলো মানবজাতির জন্য প্রেরিত রহমত, আল্লাহ তা'আলার হাবীবের (সা.) জন্য সবচেয়ে বড় যন্ত্রণার কষ্টের দিন।

(একদা) আয়েশা (রা.), নবীর (সা.) কাছে আরজ করলেন, ওহুদের দিনের চাইতেও কি কোনো কঠিন দিন আপনার উপর দিয়ে গিয়েছে? তিনি (সা.) জবাব দিলেন, তোমার জাতির [কুরাইশ] পক্ষ থেকে যেসব সংকটের সম্মুখীন আমি হয়েছি, তা-তো হয়েছিই। আর যেদিন আমি সবচেয়ে কঠিন সংকটের সম্মুখীন হই, সেটি ছিলো আকাবার [তায়েফের] দিন। সেদিন আমি স্বয়ং যখন ইবনে আবদে কুলালের সামনে হাজির হই [ইসলামের দাওয়াত নিয়ে], তখন আমি যা চেয়েছিলাম [সে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করুক], তার কোনো সদুত্তর সে দেয়নি [গোত্রের নেতা হিসেবে সে ইসলাম গ্রহণ করলে বাকীরা তাকে অনুসরণ করত]। অতএব আমি মনঃক্ষুণ্ন হয়ে ফিরে আসলাম। তখনও আমার হুঁশ ফিরে আসেনি [পাথরের আঘাতে রক্তাক্ত শরীরের যন্ত্রণা তখনও উপশম হয়নি], এমনি অবস্থায় আমি কারণ– আস-আলেব এসে পৌঁছলাম। অতঃপর মাথা উঠালাম, হঠাৎ দেখলাম, এক খণ্ড মেঘ আমাকে ছায়া দিচ্ছে। যখনি সেদিকে তাকালাম, অভ্যন্তরে জিব্রাইলকে দেখতে পেলাম। তিনি আমাকে ডাকলেন এবং বললেন, আপনার ও আপনার জাতির যে কথাবার্তা এবং তাদের যে প্রতি-উত্তর অবশ্যই আল্লাহ তা সব শুনেছেন। অতএব তিনি পাহাড়ের [দায়িত্বে নিয়োজিত] ফিরিশতাকে আপনার কাছে প্রেরণ করেছেন। উদ্দেশ্য, এসব লোকের ব্যাপারে আপনি তাকে যেমন ইচ্ছা আদেশ দিতে পারেন। তখন পাহাড়ের ফিরিশতা আমাকে ডাকল, সালাম করল এবং বললো, হে মুহাম্মদ! এসব ব্যাপারে আপনার ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। আপনি যদি চান, তবে 'আখশাবাইন' নামক পাহাড় দু'টি তাদের উপর চেপে দিতে পারি। (এ কথা শুনে) নবী (সা.) বললেন, (না তা কখনও হতে পারে না) বরং আমি আশা করি, মহান আল্লাহ তাদের বংশে এমন সন্তান সৃষ্টি করবেন, যারা এক অদ্বিতীয় মহীয়ান-গরীয়ান আল্লাহরই ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কোনোই শিরক করবে না।" [সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড ৩, নম্বর ২৯৯১]

সুতরাং মানবজাতির জন্য রহমত আল্লাহ তা'আলার হাবীবের (সা.) আদর্শে প্রতিষ্ঠিত মুসলিম কোনোক্রমেই জিহাদের নামে কাউকে হত্যা করতে পারে না। তবে অন্যদেরকে সতর্ক করার জন্য আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে আদম সন্তানকে

www.nagorikpathagar.org

সত্যত্যাগী, সত্যদ্রোহী এবং অবিশ্বাসের ও ঔদ্ধত্যের জন্য শাস্তি দিতে পারেন। এ ব্যাপারে আল-কুরআন থেকে জানা যায়, পৃথিবীতে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত ধীশক্তিসম্পন্ন পূর্বের বহু জাতিকে তাদের অবাধ্যতা, আত্মগরিমা, অহংকার ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণের জন্য তিনি ধ্বংস করেছেন। এ প্রসংগে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ ط وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا.
مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ ج يَصْلَاهَا
مَذْمُومًا مَدْحُورًا.

"নূহের পর আমি কত মানব গোষ্ঠী ধ্বংস করেছি। তোমার প্রতিপালকই তার বান্দাদের পাপ আচরণের সংবাদ রাখা ও পর্যবেক্ষণের জন্য যথেষ্ট। কেউ আশু সুখ-সম্ভোগ [*দুনিয়াতে সাময়িক সুখ-সম্ভোগ*] কামনা করলে আমি যাকে ইচ্ছা তা এখানেই [*দুনিয়াতে*] সত্বর দিয়ে থাকি; পরে তার জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত করি, যেথায় সে প্রবেশ করবে নিন্দিত ও অনুগ্রহ হতে দূরীকৃত অবস্থায় [*তাদের জন্য কোনো দয়া থাকবে না*]।" *[১৭-সূরা ইসরা : ১৭-১৮]*

আল-কুরআনে পূর্ববর্তী জাতির পরিণতি সম্পর্কে অনুরূপভাবে বর্ণনা করে আল্লাহ তা'আলা মানবজাতিকে সতর্ক করেছেন, যাতে তারা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। উপরোল্লিখিত কাহিনীসমূহের মধ্যে কারুনের কাহিনী বাংলাদেশের মুসলিমরা অনেকেই জানে। কারুন ছিলো মূসার (আ.) সময়ে বিশাল ধন-সম্পত্তির মালিক কিন্তু সে ছিলো ভীষণ কৃপণ এবং অহংকারী ব্যক্তি। এজন্য যারা ধনী অথচ কৃপণ তাদেরকে 'কারুন' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। কারুনের কাহিনী আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন।

إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ ص وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ
لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ ق إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ.
وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا
أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ط إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. قَالَ
إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي. أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ
مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا ط وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ. فَخَرَجَ عَلَىٰ

www.nagorikpathagar.org

قَوْمِهٖ فِىْ زِيْنَتِهٖ ؕ قَالَ الَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا يٰلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَاۤ اُوْتِىَ
قَارُوْنُ ۙ اِنَّهٗ لَذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ . وَقَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللّٰهِ خَيْرٌ
لِّمَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ج وَلَا يُلَقّٰهَاۤ اِلَّا الصّٰبِرُوْنَ . فَخَسَفْنَا بِهٖ وَبِدَارِهِ الْاَرْضَ قف
فَمَا كَانَ لَهٗ مِنْ فِئَةٍ يَّنْصُرُوْنَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ق وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِيْنَ . وَاَصْبَحَ
الَّذِيْنَ تَمَنَّوْا مَكَانَهٗ بِالْاَمْسِ يَقُوْلُوْنَ وَيْكَاَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ
وَيَقْدِرُ ج لَوْلَاۤ اَنْ مَّنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا ؕ وَيْكَاَنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ .

"কারুন ছিলো মূসার সম্প্রদায়ভুক্ত, কিন্তু সে তাদের [*সম্প্রদায়ের*] প্রতি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছিল। আমি তাকে দান করেছিলাম এমন ধন ভাণ্ডার যার চাবিগুলো বহন করা একদল বলবান লোকের পক্ষেও কষ্ট সাধ্য ছিলো। স্মরণ কর, তার সম্প্রদায় তাকে বলেছিল, দম্ভ করো না, আল্লাহ্ দাম্ভিকদের পছন্দ করেন না। আল্লাহ্ যা তোমাকে দিয়েছেন তা দিয়ে আখেরাতের আবাস অনুসন্ধান কর। দুনিয়া হতে তোমার অংশ ভুলো না [*বৈধভাবে অর্জন কর, আখেরাতের জন্য ব্যয় কর*] পর উপকার কর যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চেয়ো না। আল্লাহ্ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীকে ভালোবাসেন না। সে বললো, এই সম্পদ আমি আমার জ্ঞান বলে প্রাপ্ত হয়েছি* সে কি জানত না*১ আল্লাহ্ তার পূর্বে ধ্বংস করেছেন বহু মানব গোষ্ঠীকে যারা তার অপেক্ষা শক্তিতে ছিলো প্রবল, সম্পদে ছিলো প্রাচুর্যশালী? অপরাধীদেরকে তাদের অপরাধ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে না [*কারণ তাদের সব কৃতকর্ম, আমলনামায় লিপিবদ্ধ থাকবে*]। কারুন তার সম্প্রদায়ের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছিল জাঁকজমক [*সম্পদের গৌরবে দাম্ভিক হয়ে*] সহকারে। যারা পার্থিব জীবন কামনা করতো তারা বললো, 'আহা কারুনকে সেই রূপ দেয়া হয়েছে আমাদেরকে যদি তা দেয়া হত! প্রকৃতই সে মহাভাগ্যবান। যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছিল তারা বললো, 'ধিক তোমাদেরকে! যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে [*ক্ষণস্থায়ী পার্থিব চাকচিক্যের প্রতি তাদের কোনো আসক্তি নেই*] তাদের জন্য আল্লাহর পুরস্কারই শ্রেষ্ঠ এবং ধৈর্যশীল ব্যতীত তা কেউ পাবে না। অতঃপর আমি কারুনকে ও তার প্রাসাদকে ভূগর্ভে প্রোথিত করলাম। তার স্বপক্ষে এমন কোনো দল ছিলো না যে আল্লাহ্র শাস্তি হতে তাকে সাহায্য করতে পারত এবং সে নিজেও আত্মরক্ষায় সক্ষম ছিলো না। পূর্ব দিন যারা তার মতো হবার কামনা করেছিল, তারা বলতে লাগলো, 'দেখলে তো আল্লাহ তার বান্দাদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা তার রিযিক বর্ধিত করেন এবং যার জন্য ইচ্ছা হ্রাস করেন [*কারুনের*

www.nagorikpathagar.org

পরিণতি থেকে তারা শিক্ষা লাভ করেছিল]। যদি আল্লাহ আমাদের প্রতি সদয় না হতেন তবে আমাদেরকেও তিনি ভূগর্ভে প্রোথিত করতেন। দেখলে তো! কাফেরগণ [*আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞ বান্দা না হয়ে অকৃতজ্ঞ বান্দা হওয়া*] সফলকাম হয় না।" *(২৮-সূরা কসাস : ৭৬-৮২)*

*[*এই ধরনের কথা বললে আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহকে অস্বীকার করা হয়*]।

*১[*পূর্ববর্তীদের কাহিনী থেকে তার শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত ছিলো*]

উপরোল্লিখিত আয়াত থেকে শিক্ষণীয় বিষয় : (১) কারুন ছিলো বনী ইসরাঈলী, মূসার (আ.) সম্প্রদায়ের লোক অর্থাৎ মূসার (আ.) উম্মত হিসেবে সে বিশ্বাসীদের একজন। (২) সে ছিলো সমাজের অন্যদের তুলনায় অত্যন্ত ধনবান সম্পদশালী ব্যক্তি। (৩) সম্প্রদায়ের লোকরা অবগত ছিলো যে, সে ভীষণ দাম্ভিক [*অহংকারী এবং কৃপণ*] (৪) তাই সম্প্রদায়ের লোকেরা তাকে এই মর্মে উপদেশ দিত, দম্ভ না করে পর উপকার করো এবং তার প্রতি আল্লাহ তা'আলা যে অনুগ্রহ করেছেন তার জন্য শুকরিয়া আদায় করে কৃতজ্ঞ বান্দা হও। (৫) কারুন সম্প্রদায়ের উপদেশ গ্রহণ না করে বরং সে নিজের কথায় দাম্ভিকতা ও অহংকার দেখিয়ে আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহকে অস্বীকার করলো এই বলে যে, 'এই সম্পদ আমি নিজের জ্ঞানের মাধ্যমে অর্জন করেছি।' অর্থাৎ তোমাদের কারোর এই সম্পদে কোনো অংশ এবং উপদেশ দেয়ার কোনো অধিকার নেই। (৬) সে ভুলে গিয়েছিল ভালো মন্দ যাচাই করা এবং পার্থিব জীবনে সফলতা অর্জনের জ্ঞান হচ্ছে সবচেয়ে বড় সম্পদ, যা আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ ছাড়া কেউ প্রাপ্ত হয় না। তাই আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহে প্রাপ্ত জ্ঞানের মাধ্যমে সম্পদ অর্জন করা হলো প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলার দয়া বা অনুগ্রহে সম্পদ অর্জন করা। ন্যায্যভাবে ধন-সম্পদ অর্জনের জন্য যে ধীশক্তি, বুদ্ধি এবং জ্ঞান দরকার তা আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহে জাতিভেদ নির্বিশেষে সকল মানব সন্তানরাই অনুগ্রহস্বরূপ পেয়ে থাকে। অন্যথায় সব আদম সন্তানই ধনবান, ধীশক্তিসম্পন্ন জ্ঞানবান ব্যক্তি হতে পারতো। (৭) কারুনের ধন, সম্পদ, জাঁকজমক দেখে সমাজের অনেকেই তার মতো ভাগ্যবান হওয়ার আশা পোষণ করতো। মানুষ হিসেবে প্রবৃত্তির অবৈধ চাহিদায় আমাদের সমাজের অনেক ব্যক্তি এমনকি আমরা নিজেরাও অনেক সময় কারুন সম্প্রদায়ের অজ্ঞ লোকদের মতো আচরণ করে থাকি। অন্যদের ধন-সম্পদ দেখে ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে নিজেরাও ধনী হওয়ার জন্য নানা ধরনের অসৎ, অন্যায় এবং অবৈধ পথ অবলম্বন করতে দ্বিধা করি না। (৮) আর যারা জ্ঞানী ছিলেন [*আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত বিধানের সত্যতা, উৎকৃষ্টতা এবং ধৈর্যশীলদের জন্য পরকালের পুরস্কার সম্পর্কে জ্ঞানী*] তারা সমাজের লোকদেরকে সতর্ক হওয়ার জন্য উপদেশ দিতো। তারা বলতো, তোমরা অন্যদের সম্পদ দেখে হিংসা না করে ধৈর্যধারণ কর। কারণ আখেরাতের পুরস্কার

www.nagorikpathagar.org

দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী সম্পদ থেকে শ্রেষ্ঠ। (৯) অকৃতজ্ঞ বান্দার দাম্ভিকতায় ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণের ফলস্বরূপ 'সম্পদসহ কারুনকে" ভূগর্ভে কবর দিয়ে আল্লাহ তা'আলা মানবজাতির জন্য শিক্ষণীয় বিষয় করলেন। (১০) তার সম্প্রদায়ের লোকরা নিজেদের চোখের সামনে প্রত্যক্ষ নিদর্শন দেখে চিন্তাভাবনার পরিবর্তন এবং নাফস শয়তানের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তারা সফলতা অর্জন করল। কারুন, মূসার (আ.) উম্মত ও বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও নিজের দাম্ভিকতা এবং ঔদ্ধত্যমূলক উক্তির জন্য নিজের জীবন, ধন সম্পদ সব হারিয়ে অবিশ্বাসীতে পরিণত হয়েছিল।

তাই বলা যায়, নাফস শয়তান প্রবৃত্তির নিন্দিত গুণ। যেমন দাম্ভিকতা, আত্মগরিমা এবং উদ্ধত প্রকৃতি হচ্ছে বিশ্বাসীদের জন্য বড় শত্রু। কারণ মানুষের শত্রুই নাফস শয়তানের উদ্ভাবক। রাসূল (সা.) হাদীসের মাধ্যমে আত্মগর্বী, অহংকারী, উদ্ধত প্রকৃতির দাম্ভিক ব্যক্তিদেরকে, বিশেষভাবে মুসলিম উম্মতের যারা এই অদৃশ্য ব্যাধি হৃদয়ে পোষণ করে, তাদেরকে কঠিন শাস্তির সংবাদ দিয়েছেন। বিষয়টির গুরুত্ব বুঝার জন্য কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করা হলো।

নবী (সা.) বলেছেন, *যার অন্তরে অণু পরিমাণও অহংকার রয়েছে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। একজন বললো, কোনো কোনো লোক তো চায় তার কাপড়টা সুন্দর হোক, জুতাটি আকর্ষণীয় হোক। (এটিও কি খারাপ)।" তিনি বললেন ঃ আল্লাহ নিজে সুন্দর। তিনি সৌন্দর্য পছন্দ করেন। [এটি অহংকারের অন্তর্গত নয়।] অহংকার হলো, গর্বভরে সত্যকে অস্বীকার করা ও লোকদের হেয় জ্ঞান করা। [সহীহ মুসলিম; রিয়াদুস সালেহীন, খণ্ড ২, ৬১২]*

সালামাহ ইবনে আকওয়া' (রা.) বলেন, *এক ব্যক্তি রাসূল (সা.) এর সম্মুখে বাম হাতে [খানা] খেল। রাসূল (সা.) বললেন : ডান হাতে খাও। সে বললো : আমি তো খেতে পারছি না [ডান হাত থাকা সত্ত্বেও ঔদ্ধত্যের সাথে রাসূল (সা.) এর আদেশ অমান্য করল]। তিনি বললেন : তুমি যেন না-ই পার। অহংকারই তার হুকুম তামিলের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যা হোক, তার পরিণাম এই দাঁড়িয়েছিল যে, সে আর মুখ পর্যন্ত হাত তুলতে পারেনি। [সহীহ মুসলিম; রিয়াদুস সালেহীন, খণ্ড ২, ৬১৩]*

অর্থাৎ রাসূলের (সা.) আদেশকে সরাসরি রাসূল (সা.)-এর মুখের উপর অহংবোধে ঔদ্ধত্যের সাথে অমান্য করেছিল। আজ রাসূল (সা.) জীবিত নেই কিন্তু হাদীসের মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহকে শিক্ষা দিচ্ছেন। তাই শিক্ষার গরিমায় অহংবোধে সহীহ হাদীসে প্রাপ্ত তার প্রদত্ত আদেশকে অবজ্ঞা বা অবহেলা করা হচ্ছে সরাসরিভাবে তার আদেশের অমান্য করা, প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলার

www.nagorikpathagar.org

আদেশ অমান্য করা। কারণ তিনি (সা.) আল্লাহ্ তা'আলার হুকুমের বহির্ভূত কোনো আদেশ দেননি। তদুপরি মু'মিনদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা আদেশ করেছেন তারা যেন রাসূলের (সা.) আদেশ পুরোপুরি মেনে চলে। এই প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন–

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ۖ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ.

"বল, 'তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাস তবে আমাকে অনুসরণ কর, আল্লাহ্ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন। আল্লাহ্ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। বল, 'আল্লাহ্ ও রাসূলের অনুগত হও।' যদি তারা মুখ ফিরিয়ে থাকে তবে জেনে রাখ আল্লাহ্ কাফেরদেরকে পছন্দ করেন না।" *[৩-সূরা আলে-ইমরান : ৩১-৩২]*

...وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

"... রাসূল তোমাদেরকে যা দেয় তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করে তা থেকে বিরত থাক এবং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর; আল্লাহ্ শাস্তি দানে কঠোর।" *[৫৯-সূরা হাশর : ৭]*

রাসূল (সা.) বলেছেন, "*কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ ঐ লোকের প্রতি ফিরে তাকাবেন না, যে অহংকারবশত তার তহবন্দ ঝুলিয়ে দিয়েছিল।" [সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড ৫, ৫৩৬৩]*। রাসূল (সা.) বলেছেন, *"(অতীত কালের) কোনো এক লোক মূল্যবান পোশাক পরে হেঁটে যাচ্ছিল। এতে সে নিজেকে খুবই আনন্দিত ও গর্বিত অনুভব করছিল। মাথায় (বা চুলে) সিঁথি কাটে ও চাল চলনে অহংকারী ভাব প্রকাশ করে চলছিল [সে মানুষকে অবজ্ঞা করতো আর নিজেকে অন্যদের তুলনায় শ্রেষ্ঠ মনে করতো]। হঠাৎ আল্লাহ্ তাকে মাটির নিচে দাবিয়ে দিলেন। কেয়ামত পর্যন্ত সে জমিনের নিচে তলিয়ে যেতে থাকবে।" [সহীহ আল-বুখারী ও মুসলিম, ৫২৯৪-৫২৯৫]*

আবু হুরায়রা (রা.) আরও বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন ঃ *"সম্মানিত মহান আল্লাহ্ বলেন, 'ইজ্জত ও মাহাত্ম্য হচ্ছে আমার পাজামা। অহংকার ও শ্রেষ্ঠত্ব আমার চাদর। যে এ দু'টির কোনো একটিতেও আমার সাথে সংঘর্ষ ও প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হবে তাকে আমি শাস্তি দেব।" [সহীহ মুসলিম, ৬৪৪৩]*

রাসূল (সা.) আরও বলেছেন ঃ *"তিন ধরনের লোকের সাথে আল্লাহ্ কেয়ামতের দিন কথা বলবেন না, তাদের পবিত্রও করবেন না এবং তাদের প্রতি তাকাবেনও*

www.nagorikpathagar.org

না। আর তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি। তারা হল : ১) বৃদ্ধ যেনাকারী, ২) মিথ্যাবাদী বাদশাহ ও ৩) অহংকারী দরিদ্র।" [সহীহ মুসলিম, রিয়াদুস সালেহীন, খণ্ড ২, ৬১৭]

রাসূল (সা.) বলেছেন, *'কোনো লোক সর্বদাই নিজেকে লোকদের থেকে দূরে রাখতে থাকে এবং তাকাব্বুর [অহংকার] করতে থাকে। অবশেষে তার নাম অহংকারী ও উদ্ধতদের সাথে লিখে দেয়া হয়। এরপর তার উপর ঐ মুসিবত পতিত হয় যা অহংকারী ও উদ্ধত লোকদের প্রতি পতিত হয়ে থাকে।' [তিরমিযী, ১৯৫০]*

উল্লিখিত হাদীসগুলো থেকে সুস্পষ্ট যে, দুই ধরনের অহংকার-আত্মগরিমা হচ্ছে গুরুতর অন্যায় এবং আল্লাহ তা'আলার শাস্তি পাওয়ার যোগ্য। ১) অহংবোধে ঔদ্ধত্যের সাথে আল্লাহ তা'আলার সত্য দ্বীনে প্রদত্ত মূল্যবোধকে [*আল-কুরআন এবং রাসূল (সা.)-কে*] অস্বীকার করা। মানুষের উপর আল্লাহ তা'আলার যে অধিকার [*হক্ক*] আছে, সেটি অস্বীকার করা অর্থাৎ তাওহীদে বিশ্বাস না করা। মানুষের উপর আল্লাহ তা'আলার প্রাপ্য ও ন্যায্য অধিকার, মানুষ একমাত্র আল্লাহ তা'আলাকেই উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করে তারই ইবাদত বন্দেগি করবে। এটা হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার সাথে তার সৃষ্ট মানুষের মনিব ও দাস-দাসীর সম্পর্কের ব্যাপার। বস্তুত জিন ও মানুষজাতিকে আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন একমাত্র তারই ইবাদত করার জন্য, আল্লাহ তা'আলা এ ব্যাপারে বলেছেন–

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ.

"আমি সৃষ্টি করেছি জিন এবং মানুষকে এই জন্য যে, তারা আমারই ইবাদত করবে।" *[৫১-সূরা যারিয়াত : ৫৬]*

২) দ্বিতীয় বড় অন্যায় হলো, অহংবোধে আত্মগরিমায় অন্য মানুষকে হেয় প্রতিপন্ন করা এবং রূঢ় ব্যবহারে মানসিকভাবে আঘাত দেয়া। এটি হল, মানুষ জাতির পরস্পরের সম্পর্কের ব্যাপার। ধর্ম জাতি নির্বিশেষে সব মানুষই এই অদৃশ্য শত্রুর [*অহংকার ও আত্মগরিমা*] দিয়ে কম-বেশি প্রভাবিত হয়। অধিকাংশ মানুষই অজ্ঞতায় আল্লাহ তা'আলার ন্যায্য "হক", আদায় করে না। এক আল্লাহ তা'আলার ইবাদত না করে তাওহীদকে অস্বীকার করছে। এদেরকেই বলা হয় অবিশ্বাসী।

মুসলিম উম্মতের অনেকেই আত্মগরিমায় অহংকারী হয়ে নানাভাবে অন্য মুসলিম এবং মানুষকে কষ্ট দেয় এবং অবজ্ঞা করে। এই অহংকারের পেছনে থাকে শিক্ষা, বংশ, শারীরিক গঠন, বর্ণ এবং ধন-সম্পত্তি ক্ষমতা। যে কোনো কারণেই হোক, সবই গুরুতর অন্যায় কাজ। এ কারণে যারা মানসিকভাবে আঘাত প্রাপ্ত হয়ে কষ্ট পায়, তাদের কাছে অহংকারী ব্যক্তি যদি এই পার্থিব জীবনে ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে ক্ষমা

www.nagorikpathagar.org

প্রাপ্ত না হয়, তাহলে আল্লাহ তা'আলা এই পাপের জন্য অহংকারীকে ক্ষমা করবেন না। এ ব্যাপারে রাসূল (সা.) বলেন, "*কোনো ব্যক্তির উপর তার অপর ভাইয়ের যদি কোনো দাবী থাকে, তা যদি তার মান-ইজ্জতের উপর অথবা অন্য কিছুর উপর যুলুম সম্পর্কিত হয়, তবে সে যেন আজই কপর্দকহীন নিঃস্ব হওয়ার পূর্বে তার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করে নেয়। অন্যথায় [কেয়ামতের দিন] তার যুলুমের সমপরিমাণ নেকি তার কাছ থেকে নিয়ে নেয়া হবে। যদি তার কোনো নেকি না থাকে তবে তার প্রতিপক্ষের [নির্যাতিতের] গুনাহ থেকে যুলুমের পরিমাণ তার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে দেয়া হবে।" [সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড ৬, ৬০৮৪]*

আবু হুরায়রা (রা.) আরও বলেন, রাসূল (সা.) জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "*তোমরা কি জান কোন ব্যক্তি নিঃস্ব-গরীব? সাহাবাগণ বললেন, আমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি গরীব যারা কোনো অর্থ-সম্পদ নেই। তিনি বললেন, 'আমার উম্মতের মধ্যে ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে নিঃস্ব গরীব হবে, যে কেয়ামতের দিন নামায-রোযা-যাকাত ইত্যাদি যাবতীয় ইবাদতকারীরূপে আবির্ভূত হবে। কিন্তু সে কাউকে গালি দিয়েছে, কাউকে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে, কারো মাল আত্মসাত করেছে, কার রক্ত প্রবাহিত করেছে এবং কাউকে মেরেছে [সে এসব গুনাহও সাথে করে নিয়ে আসবে]। এদেরকে তার নেক আমলগুলো দিয়ে দেয়া হবে। উল্লিখিত দাবি পূরণ করার পূর্বেই যদি তার নেক আমলও শেষ হয়ে যায় তবে দাবিদারদের গুনাহসমূহ তার ঘাড়ে চাপানো হবে, অতঃপর তাকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে।" [সহীহ মুসলিম, ৬৩৪৫]*

নাফস (শয়তানের) প্রভাবেই মানুষ এই সমস্ত অন্যায় কাজে জড়িত হয়। আদম সন্তান অন্যায় করে আল্লাহ তা'আলার শাস্তি প্রাপ্ত হোক সেটাই শয়তান চায়, তাই সে প্রতিনিয়ত মানুষ জাতিকে উল্লিখিত অনৈতিক কাজে জড়িত হওয়ায় বা থাকার জন্য অনুপ্রেরণা দিয়ে যাচ্ছে।

আত্মগর্বী, দাম্ভিক ও উদ্ধত কাউকেই আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেন না

কারণ এই বৈশিষ্ট্যগুলো একমাত্র আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত আর কারও জন্য গ্রহণযোগ্য নয়। ধন-সম্পত্তিতে, শিক্ষায়, বংশের, সম্প্রদায়ের অবস্থান নিয়ে চাল-চলনে গৌরব দেখানো, কথাবার্তায় অহমিকা, ধর্ম বিমুখতা, এমনকি ধর্মীয় জ্ঞানে গর্বিত হওয়া এবং অন্যদেরকে বিনা কারণে কষ্ট দেয়া, এই সবই আল্লাহ তা'আলার কাছে অপছন্দনীয় বিষয়। মানব সমাজের সর্বত্রই এই প্রকৃতির ব্যক্তিদের উপস্থিতি রয়েছে, যাদের আচরণে ও কথায় অহংকার প্রকাশ পায়, যে কারণে অন্যেরা মানসিকভাবে কষ্ট পায়। নাফস শয়তানের প্রভাবে এবং শয়তান সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণেই মানুষ এই ধরনের হীনতম চরিত্রের অধিকারী হয়ে থাকে।

www.nagorikpathagar.org

দ্বীনের ব্যাপারে জ্ঞানী হয়েও অনেকে নাফস প্রবৃত্তির প্রভাবে এই ধরনের গর্হিত কাজে জড়িত হয়। এই ধরনের ব্যক্তিদের অনেকেই ধর্মের নামে অথচ ভ্রান্ত বিশ্বাসে অন্যদেরকে নির্যাতন এমনকি হত্যা করতেও দ্বিধাবোধ করে না। দাম্ভিক, অহংকারী, ঔদ্ধত্যপূর্ণ ও আত্মগর্বিত চরিত্র অর্জনের পেছনে নাফস শয়তানের প্ররোচনাই যে মুখ্য ভূমিকা পালন করে তা আল-কুরআনের আয়াত এবং হাদীস দিয়ে ইতোপূর্বে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এই সমস্ত ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেন না। এ ব্যাপারে আল-কুরআনে অনেক আয়াত আছে, যার উদ্ধৃতি দিয়ে সংক্ষিপ্তভাবে আরও আলোচনা করা হলো।

(১) দাম্ভিক ও আত্মগর্বী ব্যক্তি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْۢبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرًا.

"তোমরা আল্লাহর ইবাদত করবে ও কোনো কিছুকে তার শরীক করবে না এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়স্বজন, ইয়াতিম, অভাবগ্রস্ত, নিকট-প্রতিবেশী, দূর-প্রতিবেশী সংগী সাথী পথচারী এবং তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে। আল্লাহ পছন্দ করেন না দাম্ভিক, আত্মগর্বীকে।" *[৪-সূরা নিসা : ৩৬]*

وَلَا تَمْشِ فِى الْاَرْضِ مَرَحًا ج اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْاَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُوْلًا. كُلُّ ذٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهٗ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوْهًا.

"ভূপৃষ্ঠে দম্ভভরে বিচরণ করো না; তুমি তো কখনোই পদভারে ভূপৃষ্ঠকে বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং উচ্চতায় তুমি কখনোই পর্বত-প্রমাণ হতে পারবে না। এই সমস্তের মধ্যে যেগুলো মন্দ *[অবৈধ যৌন সম্ভোগ, বিনা কারণে হত্যা, ইয়াতিমের সম্পদ আত্মসাৎ, ওজনে কম দেয়া, প্রকৃত জ্ঞান ছাড়া কোনো কাজ করা, দাম্ভিকতা ইত্যাদি, একই সূরার ৩২-৩৬ নং আয়াতে এইগুলোর উপর নিষেধাজ্ঞা দেয়া হয়েছে]* সেইগুলো তোমার প্রতিপালকের নিকট ঘৃণাস্পদ বা অপছন্দনীয়।" *[১৭-সূরা ইসরা : ৩৭-৩৮]*

(২) অহংকারী ব্যক্তির ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُّوْسٰى وَهٰرُوْنَ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهٖ بِاٰيٰتِنَا فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ.

www.nagorikpathagar.org

"পরে আমার নিদর্শনসহ মূসা ও হারুনকে ফেরাউন ও তার পরিষদবর্গের নিকট প্রেরণ করি। কিন্তু তারা অহংকার করে এবং তারা ছিলো অপরাধী সম্প্রদায়।" *[১০-সূরা ইউনুস : ৭৫]*

اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ج فَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ قُلُوْبُهُمْ مُّنْكِرَةٌ وَّهُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ. لَا جَرَمَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ط اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِيْنَ.

"এক ইলাহ, তিনিই তোমাদের ইলাহ; সুতরাং যারা আখেরাতে বিশ্বাস করে না তাদের অন্তর সত্য বিমুখ এবং তারা অহংকারী। এটি নিঃসন্দেহ যে, আল্লাহ জানেন যা তারা গোপন করে এবং যা তারা প্রকাশ করে। তিনি অহংকারীকে পছন্দ করেন না।" *[১৬-সূরা নাহল : ২২-২৩]*

وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَاءَنَا لَوْلَاۤ اُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلٰۤئِكَةُ اَوْ نَرٰى رَبَّنَا ق لَقَدِ اسْتَكْبَرُوْا فِيْۤ اَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيْرًا.

"যারা আমার সাক্ষাৎ [*শেষ বিচার দিবস বা মৃত্যুর সময়*] কামনা করে না তারা বলে, 'আমাদের নিকট ফিরিশতা অবতীর্ণ করা হয় না কেন? অথবা আমরা আমাদের প্রতিপালককে প্রত্যক্ষ করি না কেন? তারা তাদের অন্তরে অহংকার পোষণ করে এবং তারা সীমালঙ্ঘন করেছে গুরুতররূপে।" *[২৫-সূরা ফুরকান : ২১]*

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِى الْاَرْضِ مَرَحًا ط اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ.

"অহংকারবশে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করো না এবং পৃথিবীতে উদ্ধতভাবে বিচরণ করো না; কারণ আল্লাহ কোনো উদ্ধত অহংকারীকে পছন্দ করেন না।" *[৩১-সূরা লোকমান : ১৮]*

(৩) উদ্ধত ব্যক্তির সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আরও বলেছেন–

وَجَحَدُوْا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَاۤ اَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَّعُلُوًّا ط فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ.

"তারা [ফেরাউন জাতি] অন্যায় ও উদ্ধতভাবে নিদর্শনগুলো [*মূসা (আ.)-এর মাধ্যমে দেখানো Miracles*] প্রত্যাখ্যান করলো যদিও তাদের অন্তর এইগুলোকে সত্য বলে গ্রহণ করেছিল। দেখ, বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কি হয়েছিল। [*ফেরাউন তার সৈন্য সামন্তসহ লোহিত সাগরে ডুবে মারা যায়।*]" *[২৭-সূরা নামল : ১৪]*

www.nagorikpathagar.org

مَآ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِىْٓ اَنْفُسِكُمْ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّبْرَاَهَا
ط اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ. لِّكَيْلَا تَاْسَوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوْا بِمَآ اٰتٰكُمْ ط
وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ.

"পৃথিবীতে অথবা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর যে বিপর্যয় আসে আমি সংঘটিত করার পূর্বেই তা লিপিবদ্ধ থাকে; আল্লাহর পক্ষে এটি খুবই সহজ; এটি এই জন্য যে, তোমরা যা হারিয়েছ তাতে যেন তোমরা বিমর্ষ না হও এবং যা তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন তার জন্য হর্ষোৎফুল্ল না হও। আল্লাহ পছন্দ করেন না উদ্ধত ও অহংকারীদেরকে।" *[৫৭-সূরা হাদীদ : ২২-২৩]*

উপরোল্লিখিত আয়াতে শিক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে

ক) অহংবোধে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত বন্দেগি না করা এবং তাঁর সংগে শরীক দাঁড় করানো সবচেয়ে বড় অপরাধ। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে পছন্দ করেন না।

খ) সঠিকভাবে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করা ছাড়াও, সমাজের প্রতি মুসলিমের আর কি দায়িত্ব আছে তার আদেশ উল্লিখিত আয়াতে বলা হয়েছে।

গ) তাওহীদে বিশ্বাসকে অস্বীকার করার পর, যারা তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাসকে দুনিয়ার মানুষের কাছে দম্ভভরে প্রচার করে যেমন খৃষ্টান মিশনারীরা [*ঈসা (আ.)-কে আল্লাহ তা'আলার পুত্র হিসেবে অন্যদেরকে বিশ্বাস করাতে*] টাকা পয়সা দিয়ে মানব সেবার নামে তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাসের প্রতি মানুষকে আকৃষ্ট করে। এদেরকে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলা ঘৃণা করেন।

ঘ) ফেরাউনের জাতির উদাহরণ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন যে, তাঁর নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করে তারা অপরাধী সম্প্রদায় হয়েছিল। আর যারা আখেরাতে [*শেষ বিচারের দিন সম্পর্কে*] বিশ্বাস করে না তারা নিঃসন্দেহে অহংকারী এবং সীমালঙ্ঘনকারী। এজন্যই তারা অপছন্দনীয় সম্প্রায়।

ঙ) অহংবোধে কোনো মানুষকে [*মুসলিম-অমুসলিম*] অবজ্ঞা এবং ঘৃণা করা আল্লাহ তা'আলার কাছে নিন্দনীয় ও ঘৃণার কাজ। সূরা আল-হাদীদের আয়াত বিশেষভাবে লক্ষণীয়। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, মানব সমাজে এবং মানুষের ব্যক্তি জীবনে বিপদ-আপদ যা কিছু আসে এবং ঘটে, সবই আল্লাহ তা'আলার আদেশে সংঘটিত হয়। সবই পূর্বে থেকেই কিতাবে লিখিত থাকে যাকে তাকদীর বা ভাগ্যের লিখন বলা হয়ে থাকে। তাই কোনো কিছুর জন্য আকাঙ্ক্ষা-চেষ্টা করেও যদি পাওয়া না যায় তার জন্য দুঃখ করার কিছু নেই, কারণ তাকদীরে যা নির্ধারিত আছে তার বাইরে কোনো কিছুই অর্জন করা যায় না। অনেকেই কোনো কিছু হারানোর

www.nagorikpathagar.org

বেদনায় ব্যথিত হৃদয় ভেঙ্গে যেমন ধৈর্যচ্যুত হয়ে পড়ে তেমন পাওয়ার আনন্দেও আবার এমনভাবে উৎফুল্ল হয় যে, ধৈর্যের সাথে শুকরিয়া আদায় করতে তারা ভুলে যায়।

বস্তুত পাওয়ার আনন্দেই সাধারণত মানুষ বেশি মাতামাতি করে। অন্যদেরকে দেখানোর জন্য অথবা অন্যদের তুলনায় বেশি ভাগ্যবান সেটি প্রমাণের জন্যই হয়তো মানুষ এমনভাবে মাতামাতি করে। তদুপরি জয়ের আনন্দে অনেকেই আত্মগরিমায় ঔদ্ধত্য দেখিয়ে অহংকারী হয়। এগুলো মানব চরিত্রের দুর্বলতা এবং নাফসের অবৈধ প্রবৃত্তির (শয়তানের) বহিঃপ্রকাশ। বোধগম্য হয় না যে, জয় এবং সফলতা হলো, আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ, তাই এই জয় এবং সফলতা হলো তাদের জন্য এক মহাপরীক্ষা। আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে আবার বিপর্যয় ঘটিয়ে তাদের জয়ের আনন্দ ও অহংকার ভেঙ্গে দিতে পারেন। তাই বিজয়ের জন্য আনন্দে ও উল্লাসে বেশি মাতামাতি না করে বিনয়ী হয়ে ধৈর্যধারণ করে শুকরিয়া আদায়ের মাধ্যমে আত্মসমর্পণকারী হওয়াই সবচেয়ে উত্তম কাজ। এ ধরনের বৈশিষ্ট্য একমাত্র মুত্তাকীরা ব্যতীত অধিকাংশ মুসলিমই অর্জন করতে পারে না, আর অবিশ্বাসীদের কথা স্বতন্ত্র।

সূরা আন-নাসর নাযিলের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা হাবীব (সা.) এবং মুসলিম উম্মতকে উপদেশ দিয়েছিলেন, যাতে মক্কা বিজয়ের সময় এবং মানুষ যখন দলে দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করছে, তখন এই জয় ও সফলতা দেখে মুসলিমরা অহংকারে আত্মগর্বী না হয়। বরং বিজয়ের পর প্রার্থনা করো অর্থাৎ সবিনয়ে কৃতজ্ঞ বান্দা হিসেবে আল্লাহ তা'আলার কাছে আত্মসমর্পণ করো। তোমাদের কাজে সফলতা ও জয় আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহে হয়ে থাকে তাই উল্লসিত ও গর্বিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। তদুপরি সফলতা অর্জনের জন্য তোমরা যে সময়, শক্তি এবং বুদ্ধি ব্যবহার করেছ সেটিও আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহে তোমরা প্রাপ্ত হয়েছ। আল্লাহ তা'আলা এ প্রসংগে বলেছেন–

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ۚ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا.

"যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়* এবং তুমি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে [*ইসলামে*] প্রবেশ করতে দেখবে, তখন তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রশংসাসহ তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো, তিনি তো তাওবা কবুলকারী।" *(১১০-সূরা নাসর : ১-৩)*

* *[হে মুহাম্মদ! আল্লাহ যখন তোমাকে শত্রুদের বিরুদ্ধে সাহায্য করবে এবং মক্কা বিজয় হবে।]*

www.nagorikpathagar.org

তদুপরি বিভিন্ন হাদীস থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, উল্লিখিত সূরা নাযিল করে রাসূল (সা.)-কে আল্লাহ তা'আলা জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, তোমার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসছে।

জয় ও বিপর্যয় দু'টিই আল্লাহ তা'আলার কাছ থেকে তার বান্দাদের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ। তাই বিপর্যয়ের মুহূর্তে বেদনায় ভেঙ্গে না পড়ে আল্লাহ তা'আলাকে দোষারোপ এবং নিজেদেরকে অসহায় মনে না করে বরং ধৈর্যধারণ করে ভালো কিছুর জন্য আশা করাই হলো উত্তম কাজ। আবার আনন্দের উল্লাসে অহংকারী এবং গর্বিত হয়ে অন্যদেরকে পরোক্ষভাবে কষ্ট দেয়া এবং নিজেদেরকে অন্যদের তুলনায় শ্রেষ্ঠ মনে করা হচ্ছে গুরুতর অন্যায়ের কাজ, তাই এ ধরনের আচরণ থেকে দূরে থাকা হচ্ছে প্রকৃত ঈমানের পরিচয়। নাফস প্রবৃত্তির চাহিদাই (শয়তানই) মানুষকে বিজয়ের আনন্দে অহংবোধে উদ্ধত হওয়ায় অনুপ্রেরণা দিয়ে থাকে যাতে একে অপরকে অবজ্ঞা করে কষ্ট দিয়ে নিজেরা পাপের ভাগী হতে পারে। অতএব উপসংহারে বলা যায়, শয়তানের দাম্ভিকতায় শরীক না হলে কেউ আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত শ্রেষ্ঠ জীবনাদর্শকে অবহেলা উপেক্ষা করতে পারে না। দাম্ভিকতার বৈশিষ্ট্যে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিরা সাধারণত সত্যদ্রোহী ও মিথ্যাবাদী হয়ে থাকে, এজন্যই তারা ইসলামী জীবনাদর্শকে পরিহার করে। উল্লিখিত নিন্দনীয় বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারে গুরুত্ব দিয়ে আরো আলোচনা করা হলো।

সত্য অস্বীকার-সত্যদ্রোহী

আল্লাহ তা'আলা নিজে যেমন সত্য তেমন মানবজাতির হেদায়াত ও মুক্তির জন্য প্রেরিত আল-কুরআন এবং তাঁর রাসূল (সা.) সত্য। ইসলামই একমাত্র দ্বীন, যার জীবনাদর্শ মানবজাতিকে সবরকম অন্ধত্ব, মিথ্যা ও অসত্য এবং কলুষিত জীবন থেকে মুক্ত করে প্রশান্তির জীবন দিতে পারে। যেভাবে করেছিল আরবের জাহেলী মানুষদের। আরবে ইসলামী দ্বীনি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর প্রথম কয়েক যুগের ইতিহাসে রয়েছে তার সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত। তাই আদম সন্তানের যারা এই সত্য সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেও অস্বীকার করবে তারাই সত্যদ্রোহী। আল-কুরআন এবং আল-হাদীসে বর্ণিত ব্যবস্থা ইহকালের মানসিক শান্তি, শোষণমুক্ত সামাজিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করার এবং পরকালীন জীবনে প্রশান্তির জীবন অর্জনে আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত ব্যবস্থা। অতএব যারাই এই ব্যবস্থাকে উপেক্ষা করবে তারাই আখেরাতের জীবনকে অস্বীকার করে সত্য বিমুখ হবে। নাফস (শয়তানের) প্রভাবেই মানুষ অবৈধ চাহিদা পূরণের জন্য পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দিয়ে ভ্রান্ত মতাদর্শে ও অশ্লীলতায়, অন্যায়ে জড়িত থেকে সত্যদ্রোহী হয়ে আখেরাতের

www.nagorikpathagar.org

জীবনের গুরুত্বকে ভুলে যায়। এই প্রকৃতির ব্যক্তিদের সতর্ক করে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَلِقَاءِ الْاٰخِرَةِ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ ط هَلْ يُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ.

"যারা আমার নিদর্শন ও পরকালের সাক্ষাতকে [*সত্যকে*] অস্বীকার করে তাদের কার্য নিষ্ফল হয়। তারা যা করে তদনুযায়ীই তাদেরকে প্রতিফল দেয়া হবে।" *[৭-সূরা আরাফ : ১৪৭]*

وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَلَى النَّارِ ط اَذْهَبْتُمْ طَيِّبٰتِكُمْ فِىْ حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا ج فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُوْنَ.

"যে দিন কাফেরদেরকে জাহান্নামের সন্নিকটে উপস্থিত করা হবে সেদিন তাদেরকে বলা হবে, 'তোমরা তো পার্থিব জীবনে সুখ (*শান্তি*) সম্ভার ভোগ করে নিঃশেষ করেছ; সুতরাং আজ তোমাদেরকে দেয়া হবে অবমাননাকর শাস্তি; কারণ তোমরা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছিলে এবং তোমরা ছিলে সত্যদ্রোহী।" *[৪৬-সূরা আহকাফ : ২০]*

বিশ্বজাহানের যা কিছু মানব সন্তানের সম্মুখে দৃশ্যমান, সবই আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্বের এবং একত্ববাদের সত্যতা প্রমাণের জন্য সুস্পষ্ট নিদর্শন বা আয়াত। আল-কুরআন ও রাসূল (সা.) এই নিদর্শনসমূহের মধ্যে অন্যতম। সৃষ্টির বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্যের সুবিন্যাস পরিব্যাপ্তি এবং সব কিছুর সুশৃঙ্খল নিয়ন্ত্রণ যেমন মানব সন্তানের কাছে সুস্পষ্টভাবে উদ্ভাসিত তেমন আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদের সত্যতাও স্পষ্টত প্রতীয়মান। তাই যারা এই নিদর্শনসমূহকে উপেক্ষা করে পার্থিব জীবনের মোহে নিমগ্ন থাকে অথচ উল্লিখিত নিদর্শনসমূহ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করে একত্ববাদকে স্বীকার করে না তারাই প্রকৃতপক্ষে সত্যদ্রোহী এবং সত্য অস্বীকারে অগ্রগামী। আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদের সার্বভৌমত্বের সুস্পষ্ট জ্ঞান শয়তানের ছিলো তথাপি সে অবাধ্য হয়ে এই মহাসত্যকে অস্বীকার করে সত্যদ্রোহী হয়েছে। তাই যারাই উল্লিখিত সত্যকে অস্বীকার করবে তারাই শয়তানের অনুগামী হবে। এ ব্যাপারে লেখকের 'ইসলামী মূল্যবোধের আলোকে আদম সন্তানের পরিচয় ও দায়িত্ব' বইয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

মিথ্যাবাদী পাপী

মিথ্যাবাদীরা কখনই সফল হয় না। নাফসের অবৈধ চাহিদার স্বার্থে মানুষ মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে মিথ্যা কথা বলে থাকে। সত্যকে গোপন করতেই মিথ্যা বলতে হয়। অতঃপর কোনো সত্যই তখন মিথ্যুকের কাছে সত্য হিসেবে থাকে না কারণ মিথ্যা বলার প্রবৃত্তিই হয়ে যায় তার চালক শক্তি। আল্লাহ তা'আলার আয়াত আল-কুরআনের বিধিবিধানকে উপেক্ষা করতে আদম সন্তানকে ভ্রান্ত মতাদর্শের মিথ্যার কাছে আত্মসমর্পণ করতে হয়। কারণ মানুষের তৈরি সব ব্যবস্থাতেই সত্যের চেয়ে মিথ্যার আশ্বাস বেশি থাকে। বর্তমানে অবিশ্বাসীদের ছাড়াও ইসলামী জীবনাদর্শে বিশ্বাসী মুসলিম উম্মাহর একটি বিরাট অংশ নানা ধরনের মিথ্যা অজুহাতে আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত ইসলামী জীবনাদর্শকে উপেক্ষা করছে। ক্ষমতাসীন ব্যক্তিরা নাফস শয়তান ও শয়তানের পদাংক অনুসরণ করে অবিশ্বাসীদের কাছে আত্মসমর্পণ করে তাদের প্রণীত গণতন্ত্রের ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল হয়েছে। তাতে শাসন ব্যবস্থায় এবং বিভিন্ন কার্যকলাপে আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত জীবনাদর্শের মহাসত্যের রূপ বাস্তবে পরিণত হচ্ছে না। বরং প্রবৃত্তির চাহিদার কাছে আত্মসমর্পণ করায় ইসলামী মূল্যবোধ হয়েছে সামাজিক প্রগতির ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে বেমানান, অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার আয়াত হয়েছে গুরুত্বহীন। আল্লাহ তা'আলার আয়াতে বিশ্বাস করেও ঔদ্ধত্যের সাথে মানুষ রচিত ত্রুটিযুক্ত, সার্বিককল্যাণে অযোগ্য ব্যবস্থায় অটল থাকে। মিথ্যাবাদী ও পাপীদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

"দুর্ভোগ প্রত্যেক ঘোর মিথ্যাবাদী পাপীর, যে আল্লাহর আয়াতের আবৃত্তি শুনে অথচ ঔদ্ধত্যের সংগে অটল থাকে [*অবিশ্বাস করে এবং কুফরিতে লিপ্ত থাকে অথবা উপেক্ষা করে*], যেন সে তা শুনেনি। তাকে সংবাদ দাও মর্মন্তুদ শাস্তির।" { *৪৫-সূরা জাসিয়া : ৭-৮* }

পরিহাস করা বা অবজ্ঞা করা

তুচ্ছ এবং গুরুত্বহীন বস্তু, আর বুদ্ধিবিবেকহীন ব্যক্তিদের আদেশ উপদেশ সাধারণত মানুষের কাছে উপহাসের ও অবজ্ঞার বিষয় হয়। সর্বজনীনভাবে গৃহীত ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি এবং শিক্ষাগুরুদের উপদেশ ও কার্যকলাপ নিয়ে কেউ সাধারণত পরিহাস করে না। দেশের পতাকা ও শাসনতন্ত্রের মূল ভিত্তি এবং

www.nagorikpathagar.org

সরকারের শীর্ষ স্থানীয় কর্মকর্তাদের আদেশ নিয়েও সাধারণ নাগরিকরা প্রকাশ্যে কোনো প্রকার পরিহাসমূলক উক্তি সাধারণত করে না। শাস্তি পাওয়ার ভয় অথবা শ্রদ্ধা এক্ষেত্রে অন্যতম কারণ। অথচ পরাক্রমশালী আল্লাহ তা'আলার আয়াতের বৈধতা ও গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে পরিহাস ও অবজ্ঞা করতে অনেকের অন্তরে কোনো ভয়ের সৃষ্টি হয় না। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ

"যখন আমার কোনো আয়াত সে অবগত হয় সে তা নিয়ে পরিহাস করে। তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।" *[৪৫-সূরা জাসিয়া : ৯]*

ইবনে কাসীর (র.) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, *'অবিশ্বাসীরা আল-কুরআনের আয়াত সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়ার পর তাকে নিয়ে ব্যঙ্গ করে' [খণ্ড ৯, পৃষ্ঠা ২০]।* বর্তমানে অবিশ্বাসীরা এ ব্যাপারে আরও বেশী তৎপর হয়েছে। পাশ্চাত্যে খৃষ্টান ধর্মের কিছু ধর্মগুরু এবং চিত্তবিনোদনের সাথে জড়িত প্রখ্যাত ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকেই মাঝে মধ্যে আল-কুরআনের আয়াত নিয়ে বিদ্রূপ করে আয়াতের বিধানকে সাম্প্রদায়িক বলে আখ্যায়িত করে। তারা অবিশ্বাসী তাই এ কাজ করে থাকে কিন্তু বিশ্বাসীরাও অনেকেই অজ্ঞতায় এ রকম কাজ করে। *আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত যে কোনো বিধিবিধানকে নিয়ে হাসি তামাশা অথবা উপেক্ষা করার অর্থ আল্লাহ তা'আলার আয়াতকে পরিহাস করা এবং তাচ্ছিল্যসহকারে বিধানকে অবজ্ঞা করা। উল্লেখ্য অনেকেই নামায পড়ে না, কারণ তাদের ধারণা নামায পড়া হচ্ছে গোঁড়ামির বর্হিপ্রকাশ এবং রোযা রাখে না কারণ রোযা হচ্ছে গরীবের জন্য। নিয়মিতভাবে কেউ নামায পড়লে তাকে উপহাস করে বলা হয় নামায হলো মোল্লাদের অথবা Back dated লোকদের জন্য। নারীরা আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত আদেশ হিজাব পালন করলে তাদেরকে উপহাস করে বলা হয়, তারা হলো uncultured অথবা সংস্কৃতি ও শিক্ষাদীক্ষাবিহীন আধুনিকতা বর্জিত ব্যক্তি। এই সবই হচ্ছে আল্লাহর তা'আলার আয়াত নিয়ে পরিহাস করা। কারণ এগুলো আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত বিধিনিষেধ, যা আল-কুরআনের মাধ্যমে মানবজাতির জন্য জীবনাদর্শের একটি অংশ হিসেবে আল্লাহ তা'আলা নির্ধারণ করেছেন।*]

উপরোল্লিখিত আয়াতে বর্ণিত বিষয়, আদেশ-উপদেশ এবং নিষেধাজ্ঞা সব মানুষের জন্যই প্রযোজ্য। বিশ্বাসীদের বৃহত্তর একটি অংশ, আর অবিশ্বাসীদের সকলেই আত্মগরিমায় ঔদ্ধত্যের সাথে আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত বিধানকে উপেক্ষা এবং উপহাস করে। তবে অবশ্বিাসীদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও তদনুসারে তাদের কার্যকলাপ সবার কাছেই পরিষ্কার কারণ তারা আল-কুরআন এবং রাসূল (সা.)-কে বিশ্বাস করে না। কিন্তু বিশ্বাসীদের যারা আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত আদেশ, উপদেশ, নির্দেশ অর্থাৎ আল-কুরআনের বিধিবিধান বা জীবনাদর্শকে

www.nagorikpathagar.org

উপেক্ষা করে ইসলামী মূল্যবোধের বহির্ভূত জীবন ব্যবস্থা বেছে নেয়, তাদের জন্য উদ্ধৃত আয়াতে উল্লিখিত সতর্কতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। কারণ দ্বীন ইসলামে আত্মসমর্পণ করার পরেও তারা মনে করে, ইসলামী জীবনাদর্শে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে জীবন যাপন করা হলো গোঁড়ামি এবং সেকালের, আধুনিক জীবন যাপনের আধুনিকতায় ইসলামের কোনো স্থান নেই। অতএব তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের মূল ভিত্তির সাথে নিত্যদিনের কর্ম ও জীবন যাপনের কোনো সম্পর্ক নেই। অজ্ঞতাবশত প্রতিনিয়তই কাজকর্মের মাধ্যমে তারা ঈমান ও বিশ্বাসের সাথে উপহাস বা পরিহাস করছে।

ইসলামী শরীয়তে মানুষ হিসেবে আদম সন্তান সকলেই সমান। মৌলিক অধিকার ভোগে সবার সমান অধিকার রয়েছে। মানবজাতির জন্য ইসলামী জীবনাদর্শের এই উৎকৃষ্ট নীতি অনেকের আত্মগরিমা ও অহংকার এবং বংশমর্যাদার বিপরীতে। তাই অসাম্প্রদায়িক ইসলামী জীবনাদর্শ তাদের অবৈধ চাহিদার পূর্ণতা দিতে পারে না অর্থাৎ ইসলামী মূল্যবোধের বিধিবিধান বস্তুত তাদের প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে। এজন্যই তারা [*বিশ্বাসীদের মধ্যে অনেকেই*] বলে থাকে ইসলামী ব্যবস্থা সার্বিকভাবে গ্রহণযোগ্য নয়।

আল-কুরআন নাযিল হওয়ার সময় মক্কার অহংকারী ও দাম্ভিক কুরাইশদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের অনেকেই ইসলামী জীবনাদর্শের এই অসাম্প্রদায়িক গুরুত্বপূর্ণ বিধানকে গ্রহণ করতে পারেনি। তাদের সমাজ ব্যবস্থা ছিলো গোত্র ভিত্তিক অর্থাৎ সাম্প্রদায়িক, তাই সমাজের মানুষও ছিলো বংশ মর্যাদার ভিত্তিতে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত, যেমন মনিব, গোলাম এবং ক্রীতদাস। তাই মানুষ হিসেবে মৌলিক অধিকার ভোগে যে সকল মানুষই সমান সেটি গ্রহণ করা তাদের জন্য অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার ছিলো। প্রকাশ্যে ইসলামের বিরোধিতা করা আর ইসলামী বিধি-বিধানকে অবহেলা এবং নিজের ও সামাজিক জীবনে প্রতিষ্ঠা করা থেকে বিরত থাকার মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোনো তফাত নেই। কারণ এরা সকলেই জেনে শুনেই সত্যকে অস্বীকার করে। এই প্রকৃতির ব্যক্তিদের যারা মুসলিম হিসেবে পরিচিত তাদেরকে বিনীতভাবে আদেশ-উপদেশ দেয়া এবং ধৈর্যসহকারে বোঝানো অন্যান্য মুসলিমদের জন্য ফরয দায়িত্ব।

প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে এই ধরনের লোকদের হত্যা করা বা জিহাদের নামে সমাজে সন্ত্রাস সৃষ্টি করা ইসলামী পবিত্র বিধি-বিধানে কোনো স্থান নেই। যদিও দুর্ভাগ্যবশত আজকাল একশ্রেণীর প্রতিক্রিয়াশীল মুসলিম স্বীয় উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়ন করার প্রয়াসে নিরীহ মানুষ হত্যা করে সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছে। তারাও আল্লাহ তা'আলার পবিত্র আয়াতের বহির্ভূত কার্যকলাপে জড়িত হয়ে অন্যদের

www.nagorikpathagar.org

মতোই আল-কুরআনের পবিত্র বিধানকে অবজ্ঞা ও অবহেলা করছে। তাদের কার্যকলাপের জন্য আল-কুরআনকে নিয়ে অবিশ্বাসীরা অসংগত মন্তব্য করতে দ্বিধা করছে না। যা হোক, উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা এই ব্যক্তিদেরকে কঠিন শাস্তির সুসংবাদ দিয়েছেন যারা কার্যকলাপের মাধ্যমে তার পবিত্র বিধানকে অস্বীকার অথবা অবজ্ঞা-অবহেলা করে। আল্লাহ্ তা'আলা যেমন অত্যন্ত দয়াবান ক্ষমাশীল তেমন শাস্তি প্রদানেও তিনি অত্যন্ত কঠোর। আল্লাহ্ তা'আলা ন্যায় বিচারক এবং আসমান জমিনে যা কিছু আছে তার সৃষ্টিকর্তা, বিধানকর্তা এবং নিয়ন্ত্রণ কর্তাও তিনি।

ব্যভিচারী, লম্পট এবং অশোভন কামুক

এগুলো সহজাত প্রকৃতির বিপরীতে অবৈধভাবে যৌনক্ষুধা পরিতৃপ্তির পন্থা। নারী-পুরুষের মধ্যে শারীরিক সৌন্দর্যের প্রতি আকর্ষণ এবং উভয়ের যৌন চাহিদা পূরণের যে আকাঙ্ক্ষা সেটি আদম সন্তানের সহজাত প্রকৃতির একটি বৈশিষ্ট্য। তাই কোনো আদম সন্তানই সহজাত প্রকৃতি বা প্রবৃত্তির চাহিদাকে উপেক্ষা করতে পারে না। এমনকি জীবজন্তু, পশুপাখি, কীটপতঙ্গ এবং জলজ প্রাণীর মধ্যেও এই চাহিদা বিদ্যমান। আদম সন্তান এবং অন্যান্য জীবপ্রাণীকে আল্লাহ্ তা'আলা বিপরীত লিঙ্গের জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করে তাদের মধ্যে যৌন চাহিদা দিয়েছেন, যাতে যৌন পরিতৃপ্তির মাধ্যমে তারা ভবিষ্যৎ প্রজন্ম উৎপাদন করে নিজের বিলুপ্তি হওয়া সংরক্ষণ করতে পারে। তবে যৌনতা এবং যৌন-ক্ষুধা নিবারণে মানুষ অন্যান্য সৃষ্টির তুলনায় ব্যতিক্রম কারণ মানুষ হচ্ছে ধীশক্তিসম্পন্ন তাই সৃষ্টির সেরা এবং পৃথিবীতে নিয়োজিত আল্লাহ্ তা'আলার প্রতিনিধি। তাই একটি সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণে প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতিতে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম উৎপাদন করা তার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মানবজাতিকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সেবায় অন্যান্য সৃষ্টিকে নিয়োজিত করেছেন এবং মানব সন্তান থেকে নবী-রাসূল নিয়োগ করে আসমানী কিতাবের মাধ্যমে তাদের জীবন যাপনের জন্য একটা সুনির্দিষ্ট জীবনাদর্শ এবং যৌনক্ষুধা নিবারণের জন্য সুস্পষ্ট নীতিমালা দিয়েছেন। নর-নারীর যৌনতার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম সৃষ্টি হয়, যারা একই ধারায় মানবজাতির গতিধারা বজায় রাখবে এবং প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালন করবে।

তাই নর-নারীর মধ্যে যৌন সম্পর্ক সৃষ্টির ব্যাপারে সঠিক দিকনির্দেশনা হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার প্রদত্ত বিধানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম সৃষ্টি ও স্বীয় যৌনচাহিদা পূরণ এবং শারীরিক ও মানসিক প্রশান্তির জন্য নারী-পুরুষের মধ্যে বিবাহ বন্ধনের একটি নির্দিষ্ট বিধান আল্লাহ্ তা'আলা দিয়েছেন। এই ব্যাপারে লেখকের "এক হৃদয়ের দুই অংশ" বইয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা

www.nagorikpathagar.org

হয়েছে। নারী-পুরুষ উভয়ের প্রবৃত্তিতেই একাধিক জনের সাথে যৌন সম্পর্ক সৃষ্টির চাহিদা থাকে তবে বিশেষভাবে পুরুষের বেলায় এটি পুরোপুরি সত্য। তাই স্বাস্থ্যবান ও আর্থিকভাবে সক্ষম একজন পুরুষকে *[যার প্রকৃতিতে একাধিক নারীকে পরিপূর্ণভাবে যৌন পরিতৃপ্তি দেয়ার এবং সকলের প্রতি সুবিচার করার ক্ষমতা আছে]* এক সংগে চারজন নারীকে বিয়ে করার অনুমতি আল্লাহ তা'আলা দিয়েছেন। তবে চারজন নারীকে বিয়ে করার পেছনে বিশেষ শর্ত রয়েছে *[একটি শর্ত ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে]*। এ ব্যাপারে বিস্তারিতভাবে এখানে আলোচনা করা সম্ভব নয়, তবুও বিয়ে সংক্রান্ত দু'টি আয়াত উল্লেখ করে সংক্ষিপ্তভাবে ব্যাখ্যা দেয়া হলো। বিয়ের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ج فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ط ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا.

"তোমরা যদি আশংকা কর যে, ইয়াতিম মেয়েদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না, তবে বিবাহ করবে নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের ভালো লাগে, দুই, তিন অথবা চারজনকে; আর যদি আশংকা কর যে, সুবিচার করতে পারবে না তবে বিয়ে করো একজনকে অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীকে। তাতে পক্ষপাতিত্ব না করার অধিকতর সম্ভাবনা আছে।" *[৪-সূরা নিসা : ৩]*

যৌনতা ও বহুবিবাহ

মানবজাতির জন্য আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত ও প্রতিষ্ঠিত ইসলামী জীবনাদর্শে একজন সক্ষম পুরুষের জন্য বহুবিবাহের [Polygamy] বিধান পাশ্চাত্যে প্রচলিত মানুষের তৈরি বিধানের বিপরীতে হওয়ায়, ইসলামী জীবনাদর্শের পবিত্র বিধানকে তারা নারী স্বাধীনতার অন্তরায় হিসেবে আখ্যায়িত করে সমালোচনা করে থাকে। শুধুমাত্র পাশ্চাত্যেই নয়, এমনকি ধর্মনিরপেক্ষতা ও নারী স্বাধীনতার অগ্রগতি সাধনে নিয়োজিত মুসলিম উম্মাহর প্রগতিশীল বিশেষ একটি দল এই বিধানের সমালোচনা করে। প্রসঙ্গত কারণেই মানব সমাজে এবং মানব জীবনের পবিত্রতা ও সামাজিক অবকাঠামোর সুষ্ঠুতা ও দৃঢ়তা রক্ষা করতে এই বিধানের উৎকৃষ্টতা এবং শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। গত শতাব্দীর ৫০-৬০ দশকে মিসরীয় প্রখ্যাত চিন্তাবিদ ও আলেম সাইয়েদ কুতুব (র.), আল-কুরআনের তাফসীর "ফি যিলাল আল-কুরআন (In the Shade of the Quran)"-এ পুরুষের বহুবিবাহ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। এই সংক্ষিপ্ত আলোচনার মূল অংশ "ফি যিলাল আল-কুরআন" থেকে নেয়া হয়েছে। [সাইয়েদ কুতুব (র.) ব্যাখ্যায় বলেছেন : ইসলামী মূল্যবোধের

www.nagorikpathagar.org

পবিত্র বিধি-নিষেধ মানবজাতির জন্য সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট জীবনাদর্শ, তাই বাস্তবধর্মী। আল্লাহ তা'আলা ইসলাম ধর্ম ও তার বিধানকে মানুষের জন্য পূর্ণাঙ্গ জীবনাদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ধর্মের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা মানুষ সৃষ্টি করেননি বরং মানুষের জন্য ইসলামী মূল্যবোধের বিধি-নিষেধ সুস্পষ্ট ও বাস্তবমুখী করেছেন যাতে মানুষ এই ধর্মে বিধি-নিষেধ সহজভাবে পালন করে পৃথিবীতে তাদের ক্ষণস্থায়ী জীবনকে সঠিকভাবে পরিচালিত করে চিরস্থায়ী আখেরাতের জীবনে সফল হয়ে প্রশান্তি লাভ করতে পারে।

আদম সন্তানের প্রকৃতি সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ্ তা'আলা, তিনিই সবচেয়ে ভালো জানেন কী ধরনের জীবনাদর্শ মনুষ্য প্রকৃতির জন্য মানানসই হবে এবং শান্তির স্বস্তির জীবন উপহার দেবে। ইসলামী জীবনাদর্শের পবিত্র বিধান মনুষ্য প্রকৃতি এবং তার অবস্থানের ভিত্তিতে ন্যায়সঙ্গত আচরণের মাধ্যমে মানুষকে নৈতিক চরিত্রের শ্রেষ্ঠ আসনে অধিষ্ঠ হতে সুযোগ করে দেয়, অন্যভাবে সেটি সম্ভব হতো না। ইসলামী জীবনাদর্শ মানুষের প্রকৃতিগত চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখেই তার সমস্যার সমাধানের জন্য বিধান দিয়েছে। তাই ইসলাম কখনো জোরপূর্বক কারোর উপর বিধি-নিষেধ চাপিয়ে দেয় না। ইসলামী জীবনাদর্শের পবিত্র বিধি-বিধান এমন কোনো ব্যবস্থা দেয়নি যা মানুষের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের বিপরীতে যায় অথবা মনুষ্য প্রকৃতি বা চরিত্রের সাথে সংঘাত সৃষ্টি করে। ইসলামী জীবনাদর্শের ব্যবস্থা এমন এক পরিপূর্ণ ব্যবস্থা যা সর্বদাই মানুষের নৈতিক চরিত্র এবং সামাজিক পবিত্রতার প্রতি সতর্কতা অবলম্বন করে মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক সমস্যার সমাধান করার বিধি-নিষেধ আরোপ করে থাকে। এজন্যই এই পবিত্র পূর্ণাঙ্গ জীবনাদর্শ এমন পরিস্থিতির পক্ষে নয় যা মানুষের নৈতিক চরিত্রের মূল্যবোধ ও সামাজিক সুষ্ঠুতার মূল্যবোধ দুর্বল করে বা দুর্বলতার দিকে ঠেলে দেয়। তাই বলা যায়, ইসলামী মূল্যবোধ এমন পরিপূর্ণ জীবনাদর্শ দিয়েছে, যে আদর্শ অবলম্বনে মানুষ সামান্য চেষ্টায় অতি সহজেই নিজের ও সামাজিক পবিত্রতা রক্ষা করতে পারে।]

{লেখকের মন্তব্য : পুরুষের জন্য "বহুবিবাহ বিধান" নিয়ে আলোচনা করার পূর্বে ইসলামী মূল্যবোধ সম্পর্কে উপরোল্লিখিত বিষয়গুলো নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করার প্রয়োজন রয়েছে। পুরুষের জন্য বহুবিবাহের অনুমতি থাকা সত্ত্বেও বাস্তবে দেখা যায়, অতি অল্পসংখ্যক মুসলিম পুরুষ এই স্বাধীনতার সুযোগ গ্রহণ করে থাকে। একের অধিক স্ত্রী আছে এ রকম পুরুষের সংখ্যা আমাদের সমাজে এত নগণ্য যে, যার প্রভাব সমাজ জীবনে পরিলক্ষিত হয় না। ইসলাম বাস্তবমুখী জীবনাদর্শ বা দ্বীন তাই বহুবিবাহের প্রযোজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনার প্রথমেই বিবাহযোগ্য নারী-পুরুষের অনুপাতের (ratio) ব্যাপারে বিবেচনা করা হলো। বিবাহযোগ্য

www.nagorikpathagar.org

নারী-পুরুষের সংখ্যা সব সময়ই সমানুপাতিক ছিলো, আজও আছে তাই কখনোই এই অনুপাত [নারী-পুরুষ] ৪ ঃ ১ হয়নি, তবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের যে গতিধারা বর্তমানে পরিলক্ষিত হচ্ছে তাতে মনে হয় আগামীতে এই অনুপাতে বিরাট বৈষম্য দেখা দেবে সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। আনাস (রা.) বর্ণনা করেছেন, আমি তোমাদের কাছে একটি হাদীস বর্ণনা করব, যা আমি রাসূল (সা.)-এর কাছ থেকে শুনেছি এবং আমি ব্যতীত আর কেউ তোমাদেরকে বলবে না। আমি রাসূল (সা.)-কে বলতে শুনেছি যে: "কেয়ামতের শর্তসমূহের মধ্যে রয়েছে: ধর্মের [দ্বীনের] ইলম [জ্ঞান] উঠে যাবে, [দ্বীনের ব্যাপারে] জাহালাত বা মূর্খতা বেড়ে যাবে, অবৈধ যৌন-মিলন বেড়ে যাবে, মদ্যপানের মাত্রা বেড়ে যাবে, পুরুষের সংখ্যা কমে যাবে এবং নারীর সংখ্যা এমন মাত্রায় বেড়ে যাবে যে, প্রতি একজন পুরুষকে পঞ্চাশজন মহিলার দেখাশুনা করতে হবে।" [সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড ৫, ৫১৬৮]*

**এখানে সংখ্যাটি মুখ্য ব্যাপার নয়, নারীদের সংখ্যাধিক্য বুঝানোর মূল উদ্দেশ্য। তাই কোথাও ৪০ বলা হয়েছে, আবার কোথাও বলা হয়েছে ৫০ জন। এসব সংখ্যার মধ্যে মূলত কোনো দ্বন্দ্ব নেই। যা হোক, ইতোমধ্যে বিভিন্ন সমাজে নারী-পুরুষের অনুপাতে বৈষম্য দেখা দিয়েছে অর্থাৎ পুরুষের তুলনায় নারীদের পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে, তাই অনেক ক্ষেত্রে এই অনুপাতের বৈষম্যের জন্য ভবিষ্যতে সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে বা হবে। এ প্রসংগে উল্লেখ যে, 'Historical Statistics of the United States' থেকে প্রকাশিত আদমশুমারির সূত্র অনুযায়ী ১৯০০ সালে আমেরিকাতে পুরুষের সংখ্যা ছিলো ৩.৮৮ কোটি এবং নারীর সংখ্যা ৩.৭২ কোটি, এই হিসাবে পুরুষ : নারীর অনুপাত ছিলো ১০০ : ৯৫.৯০। ১৯৯৯ সালে এই অনুপাত বিপরীত দিকে গিয়ে দাঁড়িয়েছে নারী : পুরুষের অনুপাত ১০০ : ৯৫.৯০ অর্থাৎ পুরুষের সংখ্যা ১৩.৩৪ কোটি এবং নারীর সংখ্যা ১৩.৯৫ কোটি। বর্তমানে ২০০৭ সালের অক্টোবর পর্যন্ত U. S. Census Bureau প্রকাশিত সূত্র অনুযায়ী আমেরিকাতে পুরুষের সংখ্যা ১৪.৯৪ কোটি এবং নারীর সংখ্যা ১৫.৩৬ কোটি, তাতে নারী : পুরুষের অনুপাত দাঁড়ায় ১০২.৮১ : ১০০। এই বৈষম্যের অনুপাত থেকে বুঝা যায় নারীদের সংখ্যা ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে। আমেরিকাতে নারী-পুরুষের অনুপাতে যে বৈষম্য সেটিকে আমরা দুনিয়ার অন্যান্য দেশের জন্যও উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করতে পারি কারণ আমেরিকা হচ্ছে বিভিন্ন সম্প্রদায় এবং ধর্মাবলম্বীদের দেশ। প্রতি বছর হাজার হাজার মানুষ দুনিয়ার বিভিন্ন জায়গা থেকে ইমিগ্রেশান নিয়ে এই দেশে আসছে।]*

ইসলামী শরীয়তের বিধিবিধান গতিময় তাই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সময়োপযোগী সমাধান দিয়ে থাকে। ফলে ইসলামী জীবনাদর্শের কার্যকর বিধিবিধান ইনশাআল্লাহ কেয়ামত পর্যন্ত মানব জীবনের নানা সমস্যার সমাধান দিয়ে যাবে। তাই বলা যায়, সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলা, ইসলামী পবিত্র জীবনাদর্শ এমনভাবে design করেছেন যে, নারী-পুরুষের অনুপাতে বৈষম্য সৃষ্টি হলেও

www.nagorikpathagar.org

তার সমাধানের সুযোগ মানব সমাজের সামনে খোলা থাকবে। যা হোক, নারী-পুরুষের প্রকৃতিগত চাহিদা পূরণ ও সামাজিক অবকাঠামোর দৃঢ়তা রক্ষা করার প্রয়াসে নারী-পুরুষের অনুপাতে বৈষম্য সৃষ্টি হলে যে সমস্যা দেখা দেবে তার সমাধান না খুঁজে মানবজাতি কোনো অবস্থাতেই উদাসীন হতে পারে না। মানবজাতিকে এই সমস্যার সমাধানে সঠিক রাস্তা অবলম্বন করতে হবে। এই পরিস্থিতিতে { *নারী-পুরুষের অনুপাতে বৈষম্য হলে*} তিন ধরনের সমাধান হতে পারে :

প্রথম সমাধান : বিবাহযোগ্য প্রতিটি পুরুষ শুধুমাত্র একজন বিবাহযোগ্য নারীকে বিয়ে করলো, যদিও পুরুষের আর্থিক মানসিক ও বাড়তি যৌনচাহিদা আছে। সুতরাং এক বা একের অধিক নারী ভারসাম্যহীনতার অনুপাতে [*Imbalanced ratio*] বিয়ে ছাড়া নিজের প্রকৃতিগত চাহিদাকে deprived করে কোনো পুরুষের সান্নিধ্য ছাড়াই জীবন কাটিয়ে দেবে। **দ্বিতীয় সমাধান :** বিবাহযোগ্য প্রতিটা পুরুষ একজন বিবাহযোগ্য নারীকে বিয়ে করলো। তারপর সে নিজের বাড়তি চাহিদা পূরণের জন্য অবৈধভাবে অন্য নারীর সাথে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক সৃষ্টি করলো, যাদের আইনগত কোনো পুরুষ সংগী নেই। এইভাবে অন্য নারীরা তাদের প্রকৃতিগত চাহিদা পূরণ করার সুযোগ পেলে কিন্তু নারী-পুরুষ দু'জনে অবৈধ সম্পর্ক সৃষ্টি করে আইনগতভাবে বিবাহিতা এক নারীর সাথে প্রতারণা করলো। **তৃতীয় সমাধান :** প্রতিটি বিবাহযোগ্য পুরুষ যার আর্থিক, মানসিক এবং একাধিক নারীর সাথে প্রকৃতিগত চাহিদা পূরণে ক্ষমতাশালী, সে একের অধিক নারীকে আইনসংগতভাবে বিয়ে করলো। তাতে অন্য নারীরা আইনসংগত বিয়ের মাধ্যমে স্ত্রী হিসেবে সমাজে স্বীকৃতি পেল এবং অবৈধ জীবন যাপন করা থেকে নারী-পুরুষ উভয়ে রক্ষা পেলো।

আলোচনা : ***প্রথম সমাধান :*** পুরুষের মধ্যে অনেকেই আর্থিক, মানসিক এবং শারীরিকভাবে ক্ষমতাবান হওয়া সত্ত্বেও প্রথম সমাধান তাদের প্রকৃতিগত চাহিদা পূরণের অন্তরায় তাই মানব সমাজের পবিত্রতা, সুষ্ঠুতা এবং অনেক পুরুষের মানসিক ও নৈতিক চরিত্র রক্ষা করার জন্য অযোগ্য। নারীদের প্রতি সামাজিক অবিচার, কারণ বিয়ে করার যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও পুরুষের স্বল্পতার কারণে বিয়ে করতে পারছে না। নারীত্বের পরিপূর্ণতা এবং উত্তম পুরস্কার হচ্ছে তার মাতৃত্ব অর্জন করা, সেটি বিয়ের মাধ্যমে পুরুষের সান্নিধ্য ব্যতিরেকে সে অর্জন করতে পারবে না। কারণ নিজের সতীত্ব রক্ষা করার জন্য সে অবৈধ পন্থা গ্রহণ করতে পারে না, প্রথম সমাধানে সে সুযোগও তার নেই। তাছাড়া মানুষ হিসেবে একজন নারীর মানসিক ও শারীরিক প্রশান্তি এবং সুস্থভাবে জীবন যাপনে নিজের অনুভূতি ও আবেগ অন্য কারোর সাথে share করার প্রয়োজন অনস্বীকার্য, যে কাজটি সে একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু পুরুষ স্বামী ছাড়া অন্য কারোর সাথে পরিপূর্ণভাবে করতে

www.nagorikpathagar.org

পারবে না। প্রথম সমাধানে এ কাজ সঠিকভাবে করার সুযোগ না থাকায় একজন নারী তার সতীত্ব রক্ষার্থে সামাজিক ব্যবস্থার শিকার হবে।

দ্বিতীয় সমাধান : এটি ইসলামী জীবনাদর্শ এবং নারী-পুরুষের নৈতিক চরিত্র ও সামাজিক পবিত্রতা রক্ষার অন্তরায়। তদুপরি নারীদের প্রতি অবিচার, তাদেরকে আইনসংগত ব্যবস্থা থেকে deprived করে অনৈতিক কাজের দিকে ঠেলে দেয়ার ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থায় অবিবাহিতা নারী এবং বিবাহিত পুরুষ অবৈধ সম্পর্কে জড়িত হয়ে উভয়েই চরিত্র নষ্ট করে, ফলে একজন আইনসংগত বিবাহিতা নির্দোষ নারী প্রতারিত হয়ে থাকে। বর্তমানে বিশেষ করে পাশ্চাত্যের সমাজে দ্বিতীয় ব্যবস্থার অবলম্বনে বাড়তি যৌন-চাহিদা পূরণ এবং নর-নারীর অবৈধ যৌন-সম্পর্কের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, ফলে আইনসম্মত বিবাহিত নারী-পুরুষের বৈধ সম্পর্কে নানা সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে সততা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে প্রশ্ন উঠেছে। তাতে স্বামী-স্ত্রীরা পরস্পরের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে সন্দেহের মধ্যে জীবন যাপন করে। পাশ্চাত্যে এক বিবাহ আইন নানাবিধ সমস্যার সৃষ্টি করেছে যেমন অনেক সক্ষম পুরুষ নিজের বাড়তি চাহিদা পূরণের জন্য পরনারীর সাথে গোপনে সম্পর্ক সৃষ্টি করে চরিত্রহীন হচ্ছে এবং বিধিসম্মতভাবে বিবাহিতা স্ত্রীর সাথে মোনাফেকি আচরণ করছে। ফলে বিবাহ বিচ্ছেদ এবং পারিবারিক জীবনে অশান্তি সৃষ্টি হয়েছে। নিকট অতীতে "গলফ" জগতে সুপার স্টার টাইগার উড, ঘরে স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও একাধিক পরনারীর সাথে যৌন সম্পর্ক সৃষ্টি করে নিজের সুনাম ধ্বংস করেছে এবং ডিভোর্স হয়েছে। তদুপরি স্ত্রীর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করায় এ ধরনের সুপার স্টারদের ব্যাপারে মানুষের সন্দেহপ্রবণতা আরও বেড়ে গেছে।

তৃতীয় সমাধান : আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত সঠিক ব্যবস্থার সমর্থক, যে ব্যবস্থায় নারী-পুরুষের আত্মমর্যাদা, চরিত্র ও পবিত্রতা এবং সামাজিক কাঠামো রক্ষার্থে উত্তম সমাধান দিতে পারে। এই ব্যবস্থায় আদম সন্তানের বিশেষ করে পুরুষের প্রকৃতিগত বাড়তি চাহিদা পূরণের সম্মানসূচক সমাধান দিতে পারে। তবুও এই ব্যবস্থায় একজন পুরুষকে এক সংগে একাধিক বিয়ে করার আগে অনেকগুলো শর্তের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হয়। এই শর্তগুলো সূরা আন-নিসা, ৩ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করে বলেছেন– এইগুলো মেনে চলার সামর্থ্য না থাকলে শুধুমাত্র একজন নারীকেই বিবাহ করা তাদের জন্য উত্তম। তবুও যারা একাধিক বিয়ে করবে তাদের ইচ্ছা থাকলেও সব স্ত্রীর সাথে সমানভাবে সবকিছু করতে পারবে না, এটি আদম সন্তানের প্রকৃতিগত দুর্বলতা। দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ তা'আলা সেটি অবশ্যই জানেন তাই এই ধরনের স্বামীদেরকে আদেশ করেছেন তারা যেন এক স্ত্রীর প্রতি বেশি আকৃষ্ট হয়ে অন্য স্ত্রীকে পুরোপুরিভাবে

www.nagorikpathagar.org

অবহেলা না করে। বহু বিবাহের ব্যাপারে পুরুষদেরকে এই ধরনের সুযোগ আল্লাহ তা'আলা এই জন্যই দিয়েছেন যাতে সমস্যার সঠিক সমাধান তারা খুঁজে পায়। আল্লাহ তা'আলা এ ব্যাপারে সবচেয়ে ভালো জানেন।]

এই আলোচনায় আরেকটি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যার প্রতি দৃষ্টিপাত করার প্রয়োজন আছে। আল্লাহ তা'আলা নর-নারী সৃষ্টি করে তাদের মাধ্যমে মানব বংশের ধারাবাহিকতা ও সামাজিক কাঠামো রক্ষার উত্তম ব্যবস্থা দিয়েছেন। নারী-পুরুষের মিলনে সৃষ্টি হয় অন্য আরেকটি মানব জীবন। এই জীবন সৃষ্টির জন্য দরকার হয় নারী-পুরুষ উভয়ের উর্বরতা [Fertility] শক্তি। এই উর্বরতা শক্তি স্থায়িত্বে নারী-পুরুষের বয়সের মধ্যে অনেক ব্যবধান রয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নারীরা ৫০ বছরের বয়সের মধ্যে উর্বরতা শক্তি অর্থাৎ গর্ভবতী হওয়ার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে কিন্তু পুরুষদের বেলায় উর্বরতা শক্তি ৭০ বছর বয়স পর্যন্ত কার্যক্ষম থাকে এবং অনেকের ক্ষেত্রে আরো বেশি বয়স পর্যন্ত বর্ধিত হয়। {এ প্রসংগে বর্তমানে ইসলামের প্রখ্যাত আলেম ড. ইউসুফ আল-কারযাভির লেখা বই "The Lawful and The Prohibited in Islam" থেকে একটি অংশ উল্লেখ করা হলো, তিনি বলেছেন : Then there may also be the case of a man whose desire for sex is strong, while his wife has little desire for it, or who is chronically ill, has long menstrual periods, or the like, while her husband is unable to restrain his sexual urge. Should it not be permitted to him to marry a second wife instead of his hunting for girlfriends?

There are also times when women outnumber men, as for example after wars which often decimate the ranks of men. In such a situation, it is in the interests of the society and of women themselves that they become co-wives to a man instead of spending their entire lives without marriage, deprived of the peace, affection and protection of marital life and the joy of motherhood for which they naturally yearn with all their hearts.

Only three possible alternatives exist for such surplus women who are not married as first wives:

www.nagorikpathagar.org

1) to pass their whole lives in bitter deprivation,

2) to become sex objects and playthings for lecherous men; or

3) to become co-wives to men who are able to support more than one wife and who will treat them kindly.

Unquestionably, the last alternative is the correct solution, a healing remedy for this problem, and that is the judgement of Islam, and Allah (SWT) says in Al-Maidah, ayah #50:

50: ---And who is better in judgement than Allah for people who have firm Faith.

অতএব মানব প্রকৃতি ও তার যোগ্যতা এবং সমস্যা বিবেচনা করে এমন একটি ব্যবস্থার দরকার, যে ব্যবস্থায় সর্বকালে, সর্বজাতির মানুষের সামাজিক ও প্রকৃতিগত চাহিদা পূরণের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট নিয়ম বা আইন থাকবে। তবে এই নিয়ম বা আইন কোনো পুরুষের জন্যই বাধ্যতামূলক হবে না, বরং প্রয়োজনে পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজেকে deprived না করার অধিকার এবং নারীদের সম্মানজনক সম্পর্ক তৈরির সুযোগ দেবে। সর্বজ্ঞানী, সর্বশক্তিমান, সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ তা'আলার বিচক্ষণতায় প্রদত্ত ইসলামী পবিত্র জীবনাদর্শে 'বহুবিবাহ' আইন হলো সে ব্যবস্থা, যে ব্যবস্থায় নারী-পুরুষ উভয়ে বিধিসম্মতভাবে বিয়ের মাধ্যমে মান-সম্মান নিয়ে সুস্থভাবে জীবন যাপন করতে পারবে, তাতে পারিবারিক কাঠামো ও সামাজিক মূল্যবোধ ক্রমশ দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হবে।

আজ পাশ্চাত্যে পুরুষদের জন্য বহুবিবাহ্ নিষিদ্ধ, কেউ একের অধিক বিয়ে করলে সামাজিকভাবে ঘৃণিত এবং আইনগতভাবে অপরাধী হয়। তাই অনেক ক্ষেত্রে আইনসংগতভাবে বিবাহিত নারী-পুরুষদের স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক সর্বদাই হুমকির মধ্যে থাকে এবং পরিশেষে শারীরিক ও মানসিকভাবে ক্ষমতাবান পুরুষরা নিজেদের বাড়তি যৌন চাহিদা পূরণে অবৈধ পথ অবলম্বনে বিয়ের পবিত্রতা রক্ষার্থে অপারগ হয়। নারীর অধিকার এবং স্বাধীনতার নামে এই আইন প্রবর্তন করে নারীদেরকেই বেশী ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়েছে কারণ স্বামী তার বাড়তি চাহিদা পূরণের জন্য বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক সৃষ্টি করলে স্ত্রী প্রতারিত হয় এবং অন্য নারীও স্ত্রী হিসেবে

www.nagorikpathagar.org

সামাজিক স্বীকৃতি পাওয়া থেকে deprived হয়। [*লেখকের মন্তব্য : এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, একবিবাহ আইনকে অগ্রাহ্য করে খৃষ্টানদের একটি দল [মর্মন, যুক্তরাষ্ট্রের ইউথা রাষ্ট্রে বহুবিবাহ আইন চালু হয়েছে] বহুবিবাহকে আলিঙ্গন করেছে কিন্তু সমস্যা হলো তাদের বহুবিবাহ আইনে কয়জন নারীকে এক সাথে বিয়ে করা যাবে সেরকম কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যা নেই। তাই বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে যারা বহুবিবাহ করে তারা সাধারণত এক সংগে কমপক্ষে আট-দশজন নারীকে বিয়ে করে থাকে। এই আইন যেহেতু মানুষের তৈরি সেহেতু এই আইনের স্বচ্ছতা ও দৃঢ়তা নেই, মানুষ প্রবৃত্তির চাহিদায় যা খুশি সেটিই সে করে।*]

পাশ্চাত্যে সিংহভাগ পুরুষ ও নারী দেশের প্রচলিত আইন এবং পরিবারের কাঠামোর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে নিজেদের প্রকৃতিগত চাহিদা ও অধিকার থেকে deprived অবস্থায় নানাভাবে মানসিক সমস্যায় জীবন যাপন করে। একবিবাহ আইন প্রবর্তনের ফলে আবারও আমরা তিন ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন হই। যেমন : **প্রথম সমাধান :** পুরুষ সম্প্রদায়কে আইনের মাধ্যমে জোরপূর্বক তার প্রকৃতিগত চাহিদা পূরণে বাধা সৃষ্টি করা হয়েছে। সে যদি অবৈধভাবে তার চাহিদা পূরণের চেষ্টা করে, সমাজ তাকে বলবে, "তোমার লজ্জা, প্রচলিত আইন এবং স্ত্রীর প্রতি শ্রদ্ধাবোধ থাকা উচিত। তাই নিজের বাড়তি চাহিদা পূরণ না করে ধৈর্যসহ সবর কর"। **দ্বিতীয় সমাধান :** অথবা বিবাহিত পুরুষকে অবৈধভাবে একাধিক নারীর সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করার সুযোগ দেয়া, **তৃতীয় সমাধান :** অথবা বিবাহিত পুরুষকে তার পরিস্থিতি [*আর্থিক সামর্থ্য, শারীরিক ও মানসিক যোগ্যতা এবং একাধিক নারীকে পরিতৃপ্ত করার যোগ্যতা ইত্যাদি*] বিচার করে একাধিক বিয়ে করার অনুমতি দেয়া। এই তিন পরিস্থিতির মধ্যে আবারও একমাত্র তৃতীয় সমাধান মানব সহজাত প্রকৃতির সাথে সমন্বয়যোগ্য। তাই ইসলামী শরীয়ত এই তৃতীয় সমাধানের সমর্থক। আল্লাহ্ তা'আলা আদম সন্তান সৃষ্টি করে তার প্রকৃতির সাথে সমন্বয় রক্ষা করে একটি সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা দিয়েছেন, যে ব্যবস্থাকে পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা বলা হয়, সূরা আন-নিসার ৩ নম্বর আয়াতের বিধান হলো এই পবিত্র জীবন বিধানের একটি সুস্পষ্ট অন্যতম অংশ। [সাইয়্যেদ কতুব, ফি যিলাল আল-কুরআন, ইংরেজী অনুবাদ, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২২।]

আলোচনা : এ পর্যায়ে অনেকে প্রশ্ন করতে পারে, নারীদেরও বাড়তি চাহিদা থাকতে পারে, তখন নারীরা কি করতে পারে? এটি নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এ ব্যাপারে গবেষণা করে দেখা গেছে নারীরা একজন পুরুষের সান্নিধ্যে প্রকৃত ভালোবাসা, সম্মান এবং প্রকৃতিগত চাহিদা পূরণে পরিতৃপ্ত হলে তারা একজন পুরুষকে নিয়েই সুখে শান্তিতে জীবন কাটিয়ে দিতে পারে কারণ তাদের

www.nagorikpathagar.org

প্রকৃতিতে বহু পুরুষ ভোগের আসক্তি নেই কিন্তু পুরুষদের বেলায় সেটি ঠিক নয়। বহু নারী অল্প বয়সে এক সন্তান নিয়ে বিধবা হলে পুনরায় বিয়ে না করে জীবন কাটিয়ে দিতে পারে এমনকি আর্থিকভাবে নানা কষ্টে থাকলেও কিন্তু পুরুষরা সেটি পারে না। এ ব্যাপারে নারীদের সংযম ক্ষমতা পুরুষের তুলনায় অনেক বেশী। আল্লাহ তা'আলা নারীকে এক্ষেত্রে অসাধারণ যোগ্যতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, তদুপরি মাতৃত্বের বন্ধন এবং মাতা হওয়ার যোগ্যতা নারীকে করেছে পুরুষদের তুলনায় বেশী ধৈর্যশীলা ও সংযমী।

তাই দেখা যায়, প্রায় সর্বক্ষেত্রেই পুরুষ সাধারণত পরনারীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে অথচ নারীদের ব্যাপারে এ ধরনের ঘটনা বিরল। তবুও নারীর বেলায় যা কিছু অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটে সেটি স্বামীর অবহেলা ও নির্যাতনের এবং অনেকের ক্ষেত্রে যৌন অক্ষমতার কারণে হয়ে থাকে। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে, নারীরা পুরুষের সান্নিধ্যে এসে যৌন মিলনে শুধুমাত্র যৌন তৃপ্তিতেই শেষ করে না, তারা অন্য নতুন মানবকে গর্ভে ধারণ করে। গর্ভ ধারণ করার যোগ্যতা তাদেরকে দিয়েছে মাতৃত্বের সম্মান। ইসলামী শরীয়তে পিতার তুলনায় সন্তানের কাছে মাতার মর্যাদা তিন গুন উপরে। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "এক ব্যক্তি রাসূল (সা.)-এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার কাছ থেকে সদ্ব্যবহার ও সৎসংগ পাওয়ার সবচেয়ে বেশী অধিকারী কে? তিনি (সা.) বললেন : তোমার মা। সে বললো, অতঃপর কে? তিনি বললেন : তোমার মা। সে বললো, তারপর কে? তিনি বললেন: তোমার মা। সে বললো, অতঃপর কে? তিনি বললেন : তোমার পিতা।" [*সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড ৫, ৫৫৩৮*]

অপর এক বর্ণনায় আছে : "হে আল্লাহর রাসূল! আমার কাছ থেকে সদ্ব্যবহার ও সৎসংগ পাওয়ার সবচেয়ে বেশী হকদার কে? তিনি (সা.) বললেন : তোমার মা, তারপর তোমার মা, তারপর তোমার মা, তারপর তোমার বাবা, অতঃপর তোমার নিকটাত্মীয়, তারপর তোমার নিকটাত্মীয়।" [*সহীহ মুসলিম, ৬২৭২*]

গর্ভ ধারণ করার ক্ষমতার জন্য নারী এক সংগে একাধিক পুরুষকে বিয়ে করতে পারবে না কারণ সন্তানের পিতৃপরিচয় নিয়ে বাধবে সংঘাত। তাতে মানব সমাজের কাঠামোতে সৃষ্টি হবে ধস। আল-কুরআন নাযিল হওয়ার আগে জাহেলী আরব সমাজে নারীরা অনেকেই একসাথে বহু পুরুষের সাথে যৌন সম্পর্ক সৃষ্টি করতো তাতে সে গর্ভবতী হয়ে সন্তান প্রসব করলে নিজের ইচ্ছামতো পুরুষদের যে কোনো একজনকে সন্তানের পিতা হিসেবে স্বীকৃতি দিত। এক্ষেত্রে মাতৃত্বের পরিচয় ঠিক থাকলেও পিতৃত্বের পরিচয় নিয়ে সৃষ্টি হতো বিরাট সমস্যা।

www.nagorikpathagar.org

শারীরিক ও মানসিকভাবে সক্ষম ও বাড়তি চাহিদাসম্পন্ন একজন পুরুষ ধৈর্যশীল হলে সহজেই একাধিক নারীকে তৃপ্তি দিতে পারে কিন্তু নারী এক পুরুষকে মনে প্রাণে ভালোবাসার পর প্রকৃত ভালোবাসা ও আবেগসহ একাধিক পুরুষের সাথে যৌন মিলনে অংশ নিতে পারে না। এটিও তাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার অশেষ কৃপা। কিন্তু পুরুষ প্রকৃত ভালোবাসা ছাড়াও নারীর সাথে মিলনে তৃপ্তি লাভ করতে পারে, এটি তাদের প্রকৃতির দুর্বলতা। তাই পুরুষই নারীদেরকে ধর্ষণ করে কিন্তু নারী পুরুষকে ধর্ষণ করেছে এ রকম ঘটনা কোনো সময়ই ঘটে না।

আল্লাহ তা'আলা নারী-পুরুষ দু'দলকে ভিন্ন ধরনের প্রকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করে বিভিন্ন ধরনের দায়িত্ব দিয়েছেন। সুষ্ঠুভাবে এই দায়িত্ব পালনের জন্য আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রকৃতি অনুযায়ী সুন্দর ব্যবস্থা দিয়েছেন। তাই যারা এই পবিত্র ব্যবস্থাকে উপেক্ষা করে এবং বহুবিবাহকে নারী স্বাধীনতার অন্তরায় মনে করে তাদের অবাধ্য প্রকৃতির বিচার করার জন্য আল্লাহ তা'আলাই যথেষ্ট। কারণ আদম সন্তানকে আল্লাহ তা'আলা ব্যক্তি স্বাধীনতা ও ভালোমন্দ বেছে গ্রহণ করার স্বাধীনতা দিয়েছেন তাই শেষ বিচার দিনে এই স্বাধীনতার অপব্যবহারের জন্য তাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে। অধিকাংশ মানুষ আল্লাহ তা'আলার ইবাদত সঠিকভাবে করে না তা সত্ত্বেও সবরকম নেয়ামত দিয়ে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সাহায্য করছেন, সময় দিয়েছেন কিন্তু শেষ বিচার দিনে তাদের অবাধ্যতার, ঔদ্ধত্যের হিসাব পুরোপুরি আদায় করবেন এবং তাদেরকে পুনরায় সময় দেয়া হবে না।

পরিশেষে বলা যায়, ইসলামী শরীয়তে পুরুষদের জন্য এক সাথে চার নারীকে বিয়ে করার অনুমতি থাকলেও খুবই নগণ্য পরিমাণ পুরুষ এ কাজ করে। অধিকাংশ চরিত্রবান মুসলিম পুরুষই আর্থিকভাবে সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও এক স্ত্রী নিয়ে সুখে শান্তিতে জীবন কাটিয়ে দেয়। অর্থাৎ যদিও তাদের বহুনারীর সাথে যৌন মিলনের ইচ্ছা থাকে, তারপরেও শারীরিক ও মানসিক শক্তির ক্ষেত্রে তারা অত্যন্ত দুর্বল, তদুপরি স্ত্রীর প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসাও এক্ষেত্রে অন্যতম ভূমিকা পালন করে থাকে। এক সাথে একাধিক স্ত্রীকে সর্বদিক দিয়ে তৃপ্তি দেয়ার যোগ্যতাও তাদের মধ্যে অধিকাংশ পুরুষের নেই। পুরুষ যৌন মিলনে নারীর তুলনায় ত্বরা প্রকৃতির হওয়ায় অনেক সময় একজন নারীকে পুরোপুরি তৃপ্তি দিতে পারে না তাই তাদের জন্য এক সাথে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করার ইচ্ছা হচ্ছে পায়ে হেঁটে চাঁদে যাওয়ার স্বপ্নের মতো। তারপরেও এদের মধ্যে কিছু নির্বোধ ব্যক্তি যারা প্রবৃত্তির অনুপ্রেরণায় একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করে সেটি নিঃসন্দেহে নারীর প্রতি অবিচার এবং আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত পবিত্র বিধানের অবাধ্যতা ও অবমাননা। তাই বলা যায়, যৌন ক্ষমতার ব্যাপারে পুরুষদেরকে আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন রকম ক্ষমতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। যারা এ ব্যাপারে বেশি ক্ষমতাবান তাদের

www.nagorikpathagar.org

থাকে এবং সক্ষম পুরুষদের চারিত্রিক পবিত্রত
চ একাধিক স্ত্রী গ্রহণের সুযোগ দিয়েও সূরা অ
বাহের ব্যাপারে অনেক শর্ত দিয়েছে যাতে
চাহিদায় বা নাফস শয়তানের অনুপ্রেরণায় নারী
াথে একাধিক নারীকে বিয়ে না করে। তা সত্ত্বে
নারীকে এক সাথে বিয়ে করে তাদের বেশীর
া রক্ষা করতে পারে না। তারা অজ্ঞতায় বা অবা
া আকৃষ্ট হয় এবং অন্য স্ত্রীকে সর্বদিক দিয়ে অব
। মানসিক ও শারীরিক দিক দিয়ে ভারসাম্যতা
া করে, যা আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্র বিধানের স
নম্বর আয়াতে বর্ণিত আল্লাহ্ তা'আলার আদে
র্ক হওয়া উচিত।

র্য যে, পুরুষই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অবৈধভাবে যৌ
ানা প্রলোভন দেখিয়ে যৌনতায় লিপ্ত হয়ে থাকে
আলিঙ্গনে নারী পরিশেষে এ কাজে সক্রিয় ভূ
এই গর্হিত কাজে পুরুষদের ভূমিকাই বেশি কা
। এই অবৈধ কাজ যখন দুই জনের সম্মতিতে
না। বিবাহিত পুরুষ যখন নিজের স্ত্রী পরিব
যৌনসংগম করে তাকে বলা হয় ব্যভিচার (adul
জে লিপ্ত হয় তাদেরকে বলা হয় ব্যভিচারী [পুরুষ
lterous)। আর দুইজন অবিবাহিত নারী-পুরু
বলা হয় লাম্পট্য (Fornication)। সর্বকালে
একটি বিশেষ অংশ প্রবৃত্তির চাহিদা অবৈধভাবে
কাজে লিপ্ত ছিলো, আজও আছে। অবৈধভাবে
ল অত্যন্ত ভয়ংকর। এই গর্হিত কাজের প্রতি
ং সামাজিক কাঠামো ধ্বংসের পথে এ
te] সন্তান দিয়ে সমাজ ক্রমেই ভরে উঠছে। স
ediate) সমস্যা হচ্ছে এই অনৈতিক ও বিপজ্জ
র সৃষ্টি। এই রোগের মধ্যে সবচেয়ে কঠিন ও

www.nagorikpathagar.org

হয়েছে। অর্থাৎ সবদেশেই কিছু নারী-পুরুষ একাধিক ব্যক্তির সাথে অবৈধ যৌনাচারে নিয়োজিত আছে।

বাংলাদেশে এক সময় রক্ষণশীল এবং ধর্মীয় আদর্শে প্রতিষ্ঠিত সমাজ হিসেবে সুখ্যাতি থাকলেও আজ তথাকথিত প্রগতিশীলতার প্রভাবে ক্রমশ এই ধরনের সমস্যায় জর্জরিত হচ্ছে। মানুষের নাফসের এই অবৈধ চাহিদা ধর্মমত নির্বিশেষে সবার মধ্যে যেমন প্রবল তেমন সকল ধর্মের বিধানেই এ কাজ একটি গর্হিত অন্যায় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। পাশ্চাত্য বিয়ে ছাড়া নারী-পুরুষদের একত্রে বসবাস এবং এক বিছানায় ঘুমানো সমাজে একটি স্বাভাবিক ঘটনা। তাই ধর্মের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য না হলেও সামাজিকভাবে এ কাজের স্বীকৃতি তারা পেয়েছে। ফলে বিয়ে ছাড়া 'জারজ' সন্তান জন্ম নিচ্ছে এবং সরকারী উদ্যোগে এই সন্তান লালন পালনের ব্যবস্থাও আছে। বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ না হয়ে কোনো প্রকার দায়িত্ব পালনের প্রতিশ্রুতি ছাড়া নারী-পুরুষ উভয়ে সহজাত প্রকৃতির বিপরীতে প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণ করছে। এই পরিস্থিতিতে নারীই পুরুষের তুলনায় বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয় কারণ পুরুষ এই ক্ষেত্রে সব সময় সুবিধাভোগী। এ রকম অবৈধভাবে জীবন যাপনে নারী অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার পর নারী-পুরুষের মধ্যে সম্পর্কের যখন অবনতি ঘটে তখন অধিকাংশ পুরুষই দায়িত্বহীনভাবে কেটে পড়ে। আর হতভাগী নারী নিজের গর্ভের সন্তান নিয়ে single parent [mother] হিসেবে জীবন সংগ্রামের কঠোর পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়।

আল-কুরআনের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা মানবজাতির জন্য ইসলামী পবিত্র শরীয়ত দিয়ে এই রকম সম্পর্ক সৃষ্টির মাধ্যমে দায়িত্বহীনভাবে অবৈধ পন্থায় যৌন পরিতৃপ্তির পথকে হারাম করেছেন। যারা এই অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত হবে তাদের জন্য মহা শাস্তি নির্ধারণ করেছেন। কিন্তু মানুষের শত্রু 'শয়তান' মানব নাফসের চাহিদাকে ব্যবহার করে আদম সন্তানকে এই গর্হিত কাজে জড়িত হওয়ায় অনুপ্রাণিত করে। অনেকেই তার ডাকে সাড়া দিয়ে নানা সমস্যায় ভোগে আবার অনেকেই নিজের নাফসের সাথে সংগ্রাম করে সমস্যা থেকে মুক্ত থাকে। ইসলামী মূল্যবোধ সঠিকভাবে পালনের অনেকগুলো শর্তের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হলো, মুসলিম কোনো অবস্থাতেই ব্যভিচারে [যেনায়] লিপ্ত হবে না। এ প্রসংগে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَـٰتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰٓ أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِٱللَّهِ شَيْـًٔا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَـٰدَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَـٰنٍ يَفْتَرِينَهُۥ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِى مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُنَّ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

www.nagorikpathagar.org

"হে নবী, মু'মিন নারীগণ যখন তোমার নিকট এসে বায়আত করে এই মর্মে যে, তারা আল্লাহর সাথে কোনো শরীক স্থির করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, নিজেদের সন্তানকে হত্যা করবে না, তারা স্বজ্ঞানে কোনো অপবাদ [slander] রচনা করে রটাবে না এবং সৎকার্যে [মা'রূফে] তোমাকে [রাসূল (সা.)] অমান্য করবে না তখন তাদের বায়আত গ্রহণ করো এবং তাদের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" {*৬০-সূরা মুমতাহিনা : ১২*}

এই পবিত্র আয়াতের আদেশ মু'মিন নারীদের সম্বোধন করে নাযিল হলেও, মু'মিন নারী-পুরুষ সকলের জন্য এই আদেশ সমানভাবে প্রযোজ্য কারণ অবৈধ সম্পর্ক সৃষ্টিতে নারী-পুরুষ উভয়ের সহযোগিতা থাকে। তদুপরি তাওহীদে বিশ্বাস স্থাপন এবং চুরি না করা ইত্যাদিতে নর-নারীর মধ্যে কোনো তারতম্য নেই। এই পবিত্র আয়াত থেকে আমরা শিক্ষা লাভ করতে পারি, ১) মু'মিন নর-নারী সকলের জন্য তাওহীদে বিশ্বাস স্থাপন করা ফরয দায়িত্ব। অর্থাৎ কোনো অবস্থাতেই তারা আল্লাহ তা'আলার সাথে অন্য কাউকে শরীক করবে না। ২) চুরি করা ইসলামের বিধানে কবীরা গুনাহ [মহাপাপ]। তাই চুরি করা নর-নারী সকলের জন্যই একরকম অন্যায়। তবে নারীদের জন্য একটি বিশেষ ক্ষেত্রে কিছুটা ব্যতিক্রম আছে। স্বামী যদি কৃপণ হয়, স্ত্রী ও সন্তানদের জন্য ভরণ পোষণে পর্যাপ্ত পরিমাণে খরচ না করে, তাহলে স্বামীর অগোচরে স্ত্রী স্বামীর সম্পত্তি (অর্থ) থেকে প্রয়োজন মতো খরচ করতে পারে। তাতে স্ত্রীর জন্য সেটি চুরি হিসেবে গণ্য হবে না। কারণ স্বামীর অর্থ থেকে যাবতীয় বিষয়ে প্রয়োজন মতো খরচ করার অধিকার স্ত্রীর আছে এবং সন্তানদের জন্য এটি হলো ন্যায্য অধিকার।

হিন্দ বিনতে ওতবা (রা.) বলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আবু সুফিয়ান একজন কৃপণ লোক। সে আমার এবং সন্তানদের জন্য জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় খরচ দেয় না। আমি কি গোপনে তাকে না জানিয়ে তার সম্পদ হতে খরচ করতে পারি? রাসূল (সা.) বলেছেন, "তুমি তার সম্পদ হতে যা তোমার এবং পরিবারের জন্য প্রয়োজন নিতে পার।" *[সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড ৫, ৪৯৫৯]*। তবে স্ত্রী যদি অতিরিক্ত বিলাসিতার জন্য প্রয়োজনের অধিক স্বামীর সম্পদ থেকে গোপনে অর্থ আত্মসাৎ করে তাহলে সেটি অবশ্যই চুরি হিসেবে গণ্য করা হবে। ৩) ব্যভিচার [যেনা] করবে না। মু'মিন নর-নারী সবার জন্যই এই আদেশ যথাযথভাবে পালন করা ফরয দায়িত্ব তাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ মুসলিম নর-নারী কোনো অবস্থাতেই ব্যভিচারে লিপ্ত হতে পারবে না। আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর রাসূল (সা.)-এর উপর বিশ্বাস স্থাপন করে বায়আত গ্রহণ বা আত্মসমর্পণ করে মুসলিম হওয়ার একটি শর্ত হল, ব্যভিচারে জড়িত না হওয়া।

www.nagorikpathagar.org

ওবাদা বিন আস-সামেত (রা.) বলেছেন, 'আমরা যখন রাসূল (সা.)-এর সংগে ছিলাম, তখন তিনি (সা.) বলেছেন, "আমার সংগে প্রতিজ্ঞা কর যে তোমরা আল্লাহ্ সংগে শরীক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না এবং সন্তানদেরকে হত্যা করবে না।" তারপর তিনি (সা.) আয়াত নম্বর ১২ পাঠ করলেন, 'মু'মিন নারীগণ যখন তোমার নিকট বায়আত করে...।' তারপর তিনি আরও বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে যারা এই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করবে তারা আল্লাহর কাছ থেকে পুরস্কার পাবে। আর যারা প্রতিজ্ঞার খেলাফ করবে তারা দুনিয়াতে আইনত শাস্তি পাবে, সে শাস্তি হবে তাদের জন্য পাপের প্রায়শ্চিত্ত। যারা এই প্রতিজ্ঞার বরখেলাফ করবে কিন্তু তা গোপন রাখবে, তখন আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভর করবে তিনি তাকে শাস্তি দেবেন, না ক্ষমা করবেন।" [*মুসনাদে আহমাদ ৫:৩১৪; ইবনে কাসীর, খণ্ড ৯, পৃষ্ঠা ৬০৭*]

এই পবিত্র হাদীসে রাসূল (সা.) মুসলিম নর-নারী সকলের জন্যই প্রতিজ্ঞার ব্যাপারে এক রকম আদেশ দিয়েছেন। তবে মু'মিন নর-নারীর কেউ যদি ভুলবশত এই অবৈধ কাজে জড়িত হয়ে পাপ করে, তাহলে অন্য কাউকে সে ব্যাপারে জানানো কোনো প্রকারেই সঠিক নয়। কারণ নিজের ভুলের জন্য অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ তা'আলার কাছে একনিষ্ঠ অন্তরে ক্ষমা প্রার্থী হলে আল্লাহ তা'আলা হয়ত তাকে ক্ষমা করতে পারেন। আল্লাহ তা'আলাই এ ব্যাপারে সবচেয়ে ভালো জানেন।

ইসলামী বিধানের উৎকৃষ্টতা এটিই যে, মানব প্রকৃতি এবং পরিবেশের উপর ভিত্তি করে সমস্যার সমাধান দিয়ে থাকে। নর-নারীরা পরস্পরের প্রতি প্রকৃতিগতভাবে অত্যন্ত দুর্বল তাই অবাধ মেলা-মেশায়, হাসি-তামাশায় লিপ্ত থাকলে এবং দুর্বল কোনো মুহূর্তে তারা একাকী হলে অদৃশ্য শয়তানের প্ররোচনায় অবৈধ সম্পর্কে জড়িত হতে পারে। এ রকম অবৈধ সম্পর্ক সৃষ্টির বা যৌনাচারে লিপ্ত হওয়ার কোনো ইচ্ছাই তাদের আদৌ ছিলো না, তাই পরবর্তীতে তারা অনুতপ্ত হয়ে যদি প্রতিজ্ঞা করে যে, আর কোনো দিন তারা এই অবৈধ কাজে জড়িত হবে না। এক্ষেত্রে অনৈতিক সম্পর্কের বিষয়টি কারও কাছে প্রকাশ না করে বরং একনিষ্ঠভাবে তাওবার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী হলে, আশা করা যায় আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করবেন। নর-নারী এই দুর্বল প্রকৃতির জন্য তাদের অবৈধ অবাধ সংমিশ্রণ ইসলামী মূল্যবোধে হারাম করা হয়েছে। নারীদের জন্য হিজাবের ব্যবস্থা দিয়ে তাদের আকর্ষণীয় সৌন্দর্যকে পুরুষের কাছ থেকে গোপন রাখার আদেশ দিয়ে অশালীন ও অশোভন পরিস্থিতি থেকে আল্লাহ তা'আলা মুসলিম নারীদেরকে রক্ষা করেছেন। তাই এই বিধানের উৎকৃষ্টতা এবং প্রয়োজনীয়তা নিয়ে সব মুসলিম নারীদের চিন্তা করা উচিত।

www.nagorikpathagar.org

৪) নিজের সন্তানকে হত্যা করবে না। জাহেলিয়াতে [*মক্কায়*] দারিদ্র্যতা এবং সমাজে প্রতিষ্ঠিত নিষ্ঠুর রীতির ভয়ে নিজ কন্যা সন্তানদেরকে জীবন্ত কবর দিত। আজও বিভিন্ন সমাজে এই ধরনের ঘটনা প্রায়ই ঘটছে। ইচ্ছাকৃতভাবে গর্ভপাতের মাধ্যমে নিজের সন্তানকে নষ্ট করা, অনেক নর-নারী নিজের অবৈধ কার্যকলাপকে গোপন করার জন্য অথবা plan ছাড়া accidently গর্ভধারণ করলে গর্ভপাতের মাধ্যমে ভ্রূণ [fetus] নষ্ট করে। পাশ্চাত্যে বিশেষভাবে আমেরিকায় গর্ভপাত হলো, সামাজিক সমস্যা। এমনকি বাংলাদেশেও আজকাল সংবাদ পত্রে দেখা যায় সদ্যজন্ম প্রাপ্ত শিশু রাস্তার ধারে অথবা হাসপাতালের কাছে পাওয়া গেছে। ধর্মীয় বিধানে প্রদত্ত গ্রহণযোগ্য কারণ ছাড়া *[মাতার শারীরিক সমস্যা ছাড়া]* গর্ভপাত করে সন্তান নষ্ট করা প্রকৃতপক্ষে একটি শিশুকে হত্যা করা। তাই বলা যায় জাহেলিয়াতে মক্কায় কন্যা সন্তান হত্যা আর ইচ্ছাকৃত গর্ভপাত করানোর মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোনো তফাত নেই। এই স্পর্শকাতর বিষয়ে প্রখ্যাত আলেমদের সময়োপযোগী ব্যাখ্যা রয়েছে, যা থেকে জ্ঞান লাভ করার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

৫) তারা জেনে শুনে যেন কোন কুটনামী-অপবাদ রটনা না করে। ইবনে আব্বাস (রা.) এই অংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন, "*নারীরা যেন জেনে শুনে অন্য কারও সাহায্যে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে স্বামীর সন্তান হিসেবে চালিয়ে না দেয়।*" *[আত-তাবারী, ২৩:৩৪০; ইবনে কাসীর খণ্ড ৯, পৃষ্ঠা ৬০৯]* জাহেলী আরব সমাজে এই ধরনের গর্হিত কাজ [অন্যের সাহায্যে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে স্বামীর নামে চালিয়ে দেয়া] ছিলো অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার। আজও এই ধরনের ঘটনা যে ঘটছে না তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। পাশ্চাত্যে এই ধরনের ঘটনার কথা প্রায় শুনা যায় এবং অনেক ক্ষেত্রে DNA test করে biological বাবা নির্ণয় করা হয়। একমাত্র নারীই বলতে পারে তার গর্ভের সন্তানের আসল পিতা কে? এই ক্ষেত্রে নারী যদি মিথ্যার আশ্রয় নেয় তখন এই জটিল সমস্যার সমাধানের জন্য DNA test অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অন্য নারী এ কাজ সহজে করতে পারলেও মুসলিম নারী ইচ্ছাকৃতভাবে এই জঘন্য অন্যায় কাজে সহজে জড়িত হতে পারে না। কারণ মুসলিম নারীদের ক্ষেত্রে এই গর্হিত অন্যায় থেকে দূরে থাকার পেছনে যে শক্তি কাজ করে, **প্রথমটি** conservative সমাজ ব্যবস্থা আর **দ্বিতীয়টি** হচ্ছে 'তাকওয়া' { *অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, সর্বদা আল্লাহ-সচেতন থাকার অদৃশ্য শক্তি*}, অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলাকে সর্বত্র সব কাজে ভয় করা এবং আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের (সা.) সাথে বায়আত বা প্রতিজ্ঞার মাধ্যমে ইসলামী শরীয়তে পুরোপুরিভাবে আত্মসমর্পণ করা।

৬) জীবন যাপনের সর্বক্ষেত্রে রাসূল (সা.) আদেশ মেনে চলবে এবং রাসূলের

www.nagorikpathagar.org

(সা.)-এর নির্দেশ মেনে সব রকম খারাপ কাজ থেকে দূরে থাকবে। অর্থাৎ তারা আল-কুরআন ও সুন্নাহর বিধিনিষেধ ও আদেশ পুরোপুরি মেনে চলবে। আল-কুরআনের আরও আয়াতে মু'মিদেরকে আল্লাহ তা'আলা এই আদেশই দিয়েছেন–

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

"বল, 'যদি তোমরা আল্লাহকে চাও, তবে আমার { *রাসূল (সা.)* } তাবেদারি কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের গোনাহসমূহ মাফ করবেন, বস্তুত আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।" *[৩-সূরা আলে-ইমরান : ৩১]*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ.

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর কথা মান ও রাসূলের কথা মান আর বিদ্রোহ {অমান্য করে অবাধ্য হয়ে} করে আপন কাজ-কর্ম বরবাদ হতে দিও না।" *[৪৭-সূরা মুহাম্মদ : ৩৩]*

আল্লাহর নবীর (সা.) আদেশ নিষেধ মেনে চলতে অঙ্গীকার করার অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত বিধিনিষেধ পালনের অঙ্গীকার করা। কারণ রাসূল (সা.) হচ্ছেন আল্লাহ তা'আলা এবং মুসলিম উম্মতের মধ্যে সেতু অর্থাৎ প্রতিনিধি, এই সেতুর মাধ্যমেই মুসলিম উম্মতের জন্য আল্লাহ তা'আলা ইসলামী বিধিনিষেধ প্রেরণ করেছেন। উপরন্তু রাসূলকেও (সা.) আল্লাহ তা'আলা ক্ষমতা দিয়েছিলেন ধর্মের কিছু বিধিনিষেধ নির্ধারণ করার। তাই মুসলিম উম্মত আল্লাহ তা'আলার সাথে অঙ্গীকারে আবদ্ধ হওয়ার জন্য আল্লাহর নবীর সাথে এবং তার হাতে হাত রেখেই অঙ্গীকার করেছিলেন। আজও মুসলিম উম্মত বিশ্বাসী হিসেবে দাবি করে তাত্ত্বিকভাবে ইসলামী বিধিনিষেধে আত্মসমর্পণ করে তা পুরোপুরি মেনে চলার জন্য আন্তরিকভাবে অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ ۗ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ۚ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا.

"নিশ্চয়, যারা তোমার [রাসূল (সা.)] সাথে বায়আত {অঙ্গীকার} করছে তারা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহরই কাছে ওয়াদা করছে, { *কেননা* } আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপরে*। সুতরাং যে তা ভঙ্গ করে তা ভঙ্গ করার পরিণাম তারই এবং যে আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার পূর্ণ করে তিনি তাকে মহাপুরস্কার দেন।" *[৪৮-সূরা ফাতাহ্ : ১০]*

www.nagorikpathagar.org

[বায়আত করার সময় রাসূল (সা.) হাত মুসলিমদের হাতের উপর রাখা হত, তাই রাসূলের হাত আল্লাহ তা'আলার হাতেরই প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করত।]

রাসূল (সা.) আজ জীবিত নেই কিন্তু তার রেখে যাওয়া আল-কুরআন ও সুন্নাহ মুসলিম উম্মাহর জন্য পথনির্দেশ হিসেবে কাজ করছে এবং ইনশাআল্লাহ কেয়ামত পর্যন্ত তা বিদ্যমান থাকবে। তাই আল-কুরআন ও সুন্নাহর বিধিনিষেধের উপর দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করার অর্থ হচ্ছে রাসূলের (সা.) এবং আল্লাহ তা'আলার সাথে বায়আত বা অঙ্গীকার করার শামিল। ব্যভিচার এবং ব্যভিচারিণীর ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন–

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ.

"বল, 'আমার প্রতিপালক নিষিদ্ধ করেছেন। প্রকাশ্যে ও গোপন অশ্লীলতা *[আল-ফাওয়াহিশা অর্থাৎ সব ধরনের বড় পাপ এবং অবৈধ যৌন সম্ভোগ ইত্যাদি]* আর পাপ এবং অন্যায়ভাবে শোষণ এবং কোনো কিছুকে আল্লাহর শরীক করা যার কোনো সনদ [*দলীল*] তিনি প্রেরণ করেননি এবং আল্লাহ সম্বন্ধে এমন কিছু বলা যে সম্বন্ধে তোমাদের কোনো জ্ঞান নেই।" *[৭-সূরা আরাফ : ৩৩]*

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا.

"অবৈধ যৌন সংযোগের নিকটবর্তী হয়োও না, এটা অশ্লীল [ফাহিশাহ] ও নিকৃষ্ট আচরণ।" *[১৭-সূরা ইসরা : ৩২]*

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. اَلزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ز وَّالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ج وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ.

"ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণী তাদের প্রত্যেককে একশত কশাঘাত করবে; আল্লাহ বিধান কার্যকরীকরণে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে প্রভাবিত না করে, যদি তোমরা আল্লাহ এবং পরকালে বিশ্বাসী হও; মুমিনদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে। ব্যভিচারী পুরুষ কেবল ব্যভিচারিণী নারী অথবা মুশরিক নারীকে ব্যতীত বিবাহ করে না এবং ব্যভিচারিণী তাকে ব্যভিচারী অথবা মুশরিক

www.nagorikpathagar.org

ব্যতীত কেউ বিবাহ করে না। মুমিনদের জন্য এটি নিষিদ্ধ করা হয়েছে।" *[২৪-সূরা নূর : ২-৩]*

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا . يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا .

"এবং তারা [মু'মিন নারী-পুরুষ] আল্লাহর সাথে কোনো ইলাহকে ডাকে না। আল্লাহ যার হত্যা নিষেধ করেছেন, যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। যে এইগুলো করে সে শাস্তি ভোগ করবে। কেয়ামতের দিন তার শাস্তি দ্বিগুন করা হবে এবং সেখানে সে স্থায়ী হবে হীন অবস্থায়।" *[২৫-সূরা ফুরকান : ৬৮-৬৯]*

উল্লিখিত আয়াতে বিবাহ পূর্ব অবিবাহিত নর-নারী এবং বিবাহোত্তর স্বামী ও স্ত্রী ছাড়া অন্য নারী-পুরুষদের সাথে যৌন সম্ভোগকে হারাম করা হয়েছে। যদি কেউ এই ধরনের পাপে লিপ্ত হয়, তাহলে তাদের শাস্তি কি হতে পারে সেটিও আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতে উল্লেখ করেছেন। নারী-পুরুষের যৌনতা এবং যৌন সম্পর্ক তাদের জন্য আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত আমানত এবং নেয়ামত, যার মাধ্যমে উভয়ে যৌন প্রশান্তি লাভ করতে পারে। তাই এই আমানতের পবিত্রতা রক্ষা করার দায়িত্বও তাদের উপর রয়েছে। নারীর শারীরিক সৌন্দর্য এবং যৌনাংগ হচ্ছে তার মূল্যবান সম্পদ। এই সম্পদ রক্ষা করার দায়িত্বও তার নিজের। যদি কেউ অবৈধভাবে সাময়িক প্রশান্তির জন্য এই মূল্যবান সম্পদ নষ্ট করে তাহলে তার ক্ষতি কোনো কিছু দিয়েই পূরণ করা যাবে না, সেটি প্রত্যেক নারীই অবগত আছে। তদুপরি এই অবৈধ সম্পর্কের ফলে যদি গর্ভে সন্তান ধারণ করে তাহলে মুসলিম সমাজে তাকে মানসিক যন্ত্রণা নিয়ে বসবাস করতে হয়। সন্তানের কাছে বাবার আসল পরিচয় নিয়ে মাতাকে বহুবিধ প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়।

ধর্মমত নির্বিশেষে এটি স্বীকৃত যে, নারী-পুরুষদের অবাধ মেলামেশাই এই ধরনের অবৈধ কাজে জড়িত হওয়ায় অনুপ্রাণিত করে। আজ এর প্রমাণ সর্বত্র বিদ্যমান আছে। অবাধ মেলামেশার জন্য নারীরা বিভিন্ন পরিবেশে অনিচ্ছাকৃতভাবে লাঞ্ছিত হয়, অপমানিত হয় এবং ভোগের সামগ্রীতে পরিণত হয়। নারী-পুরুষের সংমিশ্রণে পুরুষ নারীর কাছাকাছি হয়, তার সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে সান্নিধ্যে লাভে যৌন প্রশান্তির জন্য সে উদ্বুদ্ধ হয়। নারীর সান্নিধ্যে যৌন প্রশান্তির জন্য পুরুষ যতটা অগ্রণী ভূমিকা পালন করে নারীর ক্ষেত্রে ততটা নয়। অতএব বলা

www.nagorikpathagar.org

যায়, নারীর সান্নিধ্য ও সৌন্দর্য হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে পুরুষের জন্য 'ফেতনা' [*পরীক্ষা*]। *আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণনা করেন। রাসূল (সা.) বলেছেন, "দুনিয়াটা একটা শ্যামল সবুজ সুমিষ্ট বস্তু। আল্লাহ্ এখানে তোমাদেরকে প্রতিনিধি বানিয়ে প্রেরণ করেছেন এবং তোমরা কি করছ তা দেখছেন। সুতরাং এ দুনিয়ায় [লোভ-লালসা থেকে] আত্মরক্ষা কর এবং স্ত্রী লোকের [ফেতনা] সম্পর্কে সতর্ক থাক।" [সহীহ মুসলিম, রিয়াদুস সালেহীন, খণ্ড ২, ৪৫৯]*

নারী হৃদয়ের কোমলতা, মায়া-মমতার স্পর্শে, গভীর প্রেমের উষ্ণতা, সেবাপরাণয়তা এবং তার সৌন্দর্যের আকর্ষণে পুরুষেরা অতি সহজেই নারীর প্রেমের জালে আটকা পড়ে তাকে ভালোবাসতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নারী-পুরুষের প্রেম এবং ভালোবাসায় থাকে স্থায়ী সম্পর্ক সৃষ্টি এবং উভয়ের প্রতি দায়িত্ব পালনের একটি প্রতিশ্রুতি, তবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অবৈধ যৌন সম্ভোগের আকর্ষণই এই প্রেম প্রতারণায় যবনিকা টানে। তাই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে দায়িত্ব পালনের প্রতিশ্রুতি ছাড়া যদি কোনো পুরুষ তার প্রেমিকাকে যৌন সঙ্গমের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে চায়, তাহলে নারীর বুঝা উচিত এই প্রেমিক পুরুষের ভালোবাসার পেছনে রয়েছে ভণ্ডামি এবং প্রতারণার অদৃশ্য উদ্দেশ্য। এই ধরনের পুরুষদের প্রেমে সাড়া দিয়ে তার ধারে কাছে যাওয়া প্রকৃতপক্ষে সব নারীর জন্যই বিপজ্জনক। নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশায় পুরুষদের তুলনায় নারীরাই প্রকৃতপক্ষে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই অনৈতিক কাজে নারীর তুলনায় পুরুষ বেশী অগ্রণী কারণ নারী পুরুষ যখন বিয়ের সম্পর্ক ছাড়া প্রেমের অজুহাতে গোপনে কোথাও একত্র হয় তখন তৃতীয় কোনো ব্যক্তি তাদের কাছে উপস্থিত না থাকলেও অদৃশ্য শয়তান হয় তাদের মধ্যে তৃতীয় জন।

পুরুষকে এই অবৈধ কাজে শয়তান সহজে প্রভাবিত করতে পারে, তাই এই অবৈধ কাজে পুরুষ বেশী অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে। তবে নারী-পুরুষ দু'জনেই যদি সম্মতিক্রমে এই কাজে জড়িত হয় তাহলে দু'জনেই সমানভাবে দায়ী। আর নারীর অসম্মতিতে যে যৌনমিলন হয় তাকে বলা হয় ধর্ষণ। সে ক্ষেত্রে নারীর কোনো দোষ থাকে না তবে ইচ্ছাকৃতভাবে এই ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশে যাওয়ার জন্য নারী দায়ী। তাই নিজের স্বার্থে কোনো নারীরই জন্য উচিত হবে না প্রেমের টানে পর পুরুষের সাথে নির্জনে দেখা করা বা একত্রে হয়ে সময় কাটানো। এ সম্পর্কে লেখকের **'এক হৃদয়ের দুই অংশ'** বইয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। নির্জনে দুই ব্যক্তির মধ্যে শয়তান তৃতীয়জন হিসেবে উপস্থিত থাকে। এ ব্যাপারে রাসূল (সা.) বলেছেন, *"সাবধান! নির্জনে কোনো পুরুষ যেন কোনো মেয়ের সাথে দেখা না করে, অন্যথায় শয়তান*

www.nagorikpathagar.org

সেখানে তৃতীয়জন হিসেবে অবশ্যই অবস্থান করে [পাপাচারে উসকানি দেয়ার জন্য]।" [তিরমিযী, ২১১১]

অবৈধ যৌনসঙ্গম এবং তার সমর্থকদের পরিণতি সম্বন্ধে রাসূল (সা.) বলেছেন। *"ব্যভিচারী যখন ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তখন যে মু'মিন থাকে না এবং চোর যখন চুরি করে তখন সেও মু'মিন থাকে না।" [সহীহ মুসলিম, ১০৮]*। এই হাদীস থেকে বুঝা যায়, অবৈধ যৌন-সম্পর্ক সৃষ্টি করে মুসলিমরা ঈমান নষ্ট করতে পারে। অতএব মুসলিম হিসেবে এর থেকে আর কঠিন শাস্তি কি হতে পারে? কারণ "ঈমান" হচ্ছে পার্থিব জীবনে মুসলমানের কাছে সবচেয়ে বড় সম্পদ। আশা করা যায়, এই সম্পদই শেষ বিচার দিবসে আল্লাহ তা'আলার শাস্তি থেকে তাকে রক্ষা করবে। বস্তুত এই গর্হিত কাজে লিপ্ত থাকা অবস্থায় মুসলিম ঈমান ব্যতিরেকে হয়ে যায় পাপী ব্যক্তি অর্থাৎ অবিশ্বাসীর একজন। তাই ইচ্ছাকৃতভাবে মুসলিম নর-নারী নিজের ঈমান নষ্ট করতে চাইবে না। কিন্তু শয়তান তো অভিশপ্ত ঈমানবিহীন সত্তা এবং সবচেয়ে বড় পাপী, তাই সে চায় মুসলিম নর-নারীও আল্লাহ তা'আলার অবাধ্য হয়ে তার মতো ঈমান ছাড়া জীবন যাপন করুক এবং বেঈমান হিসেবে মৃত্যুবরণ করুক। এজন্যই 'নাফস" অবৈধ চাহিদায় মুসলিমকে সে অনুপ্রেরণা দেয় এবং অবৈধ কাজকে তার কাছে আকর্ষণীয় ও লোভনীয় করে তোলে। সুতরাং অন্যদের মতো মুসলিমরাও প্রবৃত্তির অবৈধ চাহিদার প্রভাবে অনৈতিক কাজে লিপ্ত হতে পারে। তবে আল্লাহ তা'আলা পরম দয়ালু তাই বিশ্বাসীদের জন্য গর্হিত পাপ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার ব্যবস্থা রেখেছেন।

মুসলিম উম্মতের কেউ ভুল করে অনৈতিক কাজে জড়িত হওয়ার পর নিজে অনুতপ্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তাওবার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার কাছে যদি ক্ষমা প্রার্থী হয় তাহলে সে ক্ষমা প্রাপ্ত হবে, অবশ্য আল্লাহ তা'আলা সবচেয়ে ভালো জানেন। বিশ্বাসীদেরকে আল-কুরআনে এই প্রতিশ্রুতি পরম দয়ালু আল্লাহ তা'আলা দিয়েছেন। এই সুবর্ণ সুযোগ থাকার পরেও যদি কোনো মুসলিম নিজের ভুল না বুঝে তাওবা করা থেকে বিরত থেকে সারা জীবন গর্হিত অন্যায় করে যায় তাহলে মৃত্যুর পরে তার অবস্থা কেমন হবে সেটি একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই জানেন। তবে গর্হিত পাপে জড়িত হওয়ার পরে মুসলিম উম্মতের কে বা কারা শাস্তি অথবা ক্ষমা পাবে, সে ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

وَالَّذٰنِ يَأْتِيٰنِهَا مِنْكُمْ فَاٰذُوْهُمَا ۚ فَاِنْ تَابَا وَاَصْلَحَا فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمَا ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا. اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السُّوْٓءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوْبُوْنَ مِنْ قَرِيْبٍ فَاُولٰٓئِكَ يَتُوْبُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا.

www.nagorikpathagar.org

"তোমাদের মধ্যে যে দুইজন এটিতে [*ব্যভিচার*] লিপ্ত হবে তাদেরকে শাসন করবে; যদি তারা তাওবা করে এবং নিজেদেরকে সংশোধন করে নেয় তবে তাদেরকে রেহাই দেবে। আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। আল্লাহ্ অবশ্যই সেই সব লোকের তাওবা গ্রহণ করবেন যারা ভুলবশত মন্দ কার্য করে এবং সত্বর তাওবা করে; এরাই তারা যাদেরকে আল্লাহ্ ক্ষমা করেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।" *[৪-সূরা নিসা : ১৬-১৭]*

وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰـهًا اٰخَرَ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُوْنَ ج وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا . يُّضٰعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَيَخْلُدْ فِيْهٖ مُهَانًا . اِلَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَاُولٰـئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِهِمْ حَسَنٰتٍ ط وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا . وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَاِنَّهٗ يَتُوْبُ اِلَى اللّٰهِ مَتَابًا .

"এবং তারা [*মুসলিমরা*] আল্লাহর সাথে কোনো ইলাহকে ডাকে না। আল্লাহ্ যার হত্যা নিষেধ করেছেন, যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। যে এইগুলো করে সে শাস্তি ভোগ করবে। *কেয়ামতের দিন তার শাস্তি দ্বিগুন হবে এবং সেখানে সে স্থায়ী হবে হীন অবস্থায়।* তারা নয়, যারা তাওবা করে, ঈমান আনে ও সৎ কর্ম করে। আল্লাহ্ তাদের পাপ পরিবর্তন করে দেবেন পুণ্যের দ্বারা। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। যে ব্যক্তি তাওবা করে ও সৎকর্ম করে সে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর অভিমুখী হয়।" *[২৫-সূরা ফুরকান : ৬৮-৭১]*

অর্থাৎ একনিষ্ঠ তাওবার [*তাওবার মূল অর্থ হচ্ছে ফিরে আসা*] মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলার অভিমুখী হয়ে অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয় যে, সে পুনরায় গর্হিত ও অন্যায় কাজে আর জড়িত হবে না। পরবর্তীতে এই প্রতিজ্ঞায় দৃঢ়ভাবে বলবৎ থাকে, তারাই ক্ষমা পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করবে। এজন্যই তাওবার আভিধানিক অর্থ হচ্ছে কোনো কিছু থেকে ফিরে আসা। আর যারা তাওবা করবে না তারা কঠিন শাস্তি ভোগ করবে। এজন্য বলা যায়, আন্তরিকভাবে তাওবার মাধ্যমে সবরকম গর্হিত পাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার যে উত্তম ব্যবস্থা এবং সুযোগ আল্লাহ্ তা'আলা মুসলিমদের দিয়েছেন, এটি তাদের জন্য নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলার অপরিসীম অনুগ্রহ ও দয়া। *ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুশরিকদের [আরবীয়রা] কিছু লোক ব্যাপক হত্যা চালায় এবং ব্যাপক ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। অতঃপর তারা রাসূল (সা.) এর খেদমতে হাজির হয়ে আরজ করল ঃ আপনি যা*

www.nagorikpathagar.org

কিছু বলেন এবং যে দিকে আহ্বান করেন, তা তো খুবই উত্তম। আপনি যদি বলেন যে, আমরা যা করেছি, তা মাফ করে দেয়া হবে, তখন সূরা আয-যুমার, আয়াত নং-৬৮ নাযিল হয় "আর যারা আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহ ডাকে না, আল্লাহ নিষিদ্ধ করেছেন, এমন জীবনকে যথার্থ কারণ ছাড়া হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না।" আরও নাযিল হয় 'বলো হে আমার বান্দারা যারা নিজেদের উপর অত্যাচার করেছ, তোমরা আল্লাহ রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না, [সূরা আয-যুমার আয়াত নং-৫৩] [সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড ৪, ৪৪৪৬]

এই হাদীসে উল্লিখিত সূরা আয-যুমারের ৫৩ নম্বর আয়াতে সাধারণভাবে সকল আদম সন্তানকেই গর্হিত অন্যায় [শিরক ও সব ধরনের অন্যায়] থেকে মুক্তি পাওয়ার আশ্বাস আল্লাহ তা'আলা দিয়েছেন। সূরা আল-ফুরকান এবং হাদীস থেকে এটিও বুঝা যায় যে, ইসলাম ধর্মে অনুপ্রবেশের পূর্বে মানুষ যে ধরনের পাপেই লিপ্ত থাকুক, ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পর তার পূর্বের সব পাপ আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করে দেন অর্থাৎ ক্ষমা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কারণ আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বিধান সম্পর্কে জ্ঞান না থাকায় তারা গর্হিত পাপে জড়িত হয়েছিল। তাই ক্ষমা পাওয়ার শর্ত হচ্ছে ঈমানে প্রতিষ্ঠিত হওয়া অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত বিধানের জ্ঞান অর্জন করার পর, তারা যেন পূর্বের মতো গর্হিত কোনো পাপে আর লিপ্ত না হয়। মুসলিম উম্মতের জন্যও এই আয়াত হচ্ছে একটি বিশেষ সুসংবাদ। কারণ আদম সন্তান হিসেবে অদৃশ্য শয়তানের প্ররোচনায় উদাসিনতায় ভুলবশত অন্যায় করতে পারে, তাদেরকে আশ্বাস দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "তোমরা নিজেদের প্রতি যুলুম করে আল্লাহ তা'আলার ক্ষমা প্রাপ্ত হওয়া থেকে নিরাশ হয়ো না।" কাজেই বলা যায় খাস দিলে তাওবার মাধ্যমে ক্ষমার জন্য প্রার্থনা করা বস্তুত ক্ষমা পাওয়ার মূল শর্ত। পরবর্তী অধ্যায়ে এই আয়াতের ব্যাখ্যা নিয়ে ইনশাআল্লাহ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হবে।

মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার অভিমুখী হয়ে একনিষ্ঠ অন্তরে মানুষ যদি নিজের পাপের জন্য তাওবার মাধ্যমে ক্ষমা প্রার্থনা করে, তাহলে সে ক্ষমা পাওয়ার আশা করতে পারে। বান্দারা ভুল করে আবার তাওবা করে আল্লাহ তা'আলার কাছে ক্ষমা প্রার্থী হোক সেটি আল্লাহ তা'আলা খুবই পছন্দ করেন। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) বলেছেন যে, মহামহিম আল্লাহ বলেন : "আমি আমার বান্দার ধারণা অনুযায়ীই আছি [সে আমার সম্পর্কে যেরূপ ধারণা রাখে, আমিও তার সাথে সেরূপ ব্যবহার করি]। আর সে যেখানেই আমাকে স্মরণ করে, আমি সেখানেই তার সাথে আছি [আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানের

www.nagorikpathagar.org

মাধ্যমে]।" ***আল্লাহর শপথ! তোমাদের কেউ বিশাল প্রান্তরে তার হারানো বস্তু পেয়ে যেরূপ আনন্দিত হয়, আল্লাহ তাঁর বান্দার তাওবাতে এর চাইতেও অনেক বেশী আনন্দিত হন।*** [*আল্লাহ আরো বলেন*] "*যে ব্যক্তি আমার কাছে আসতে এক বিঘত অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে এক হাত এগিয়ে যাই; আর যে ব্যক্তি আমার দিকে এক হাত অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে হেঁটে হেঁটে অগ্রসর হই, আর সে যখন আবার দিকে হেঁটে হেঁটে এগিয়ে আসে, আমি তার দিকে দৌড়ে দৌড়ে এগিয়ে যাই।" [সহীহ মুসলিম, ৬৫৮৮]*

অপরদিকে অন্যায় করে যারা আল্লাহ তা'আলার অভিমুখী হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে না, তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ ج حَتّٰٓى اِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ

اِنِّىْ تُبْتُ الْئٰنَ وَلَا الَّذِيْنَ يَمُوْتُوْنَ وَهُمْ كُفَّارٌ ط اُولٰٓئِكَ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا.

"তাওবা তাদের জন্য নয় যারা আজীবন মন্দ কার্য করে এবং তাদের কারও মৃত্যু উপস্থিত হলে সে বলে, 'আমি এখন তাওবা করছি।' এবং তাদের জন্যও নয় যাদের মৃত্যু হয় কাফের অবস্থায়। এরাই তারা, যাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তির ব্যবস্থা করেছি।" *[৪-সূরা নিসা : ১৮]*

"নাফস শয়তানের" প্ররোচনায় প্রবৃত্তির অবৈধ চাহিদায় মানুষ অন্যায় করতে পারে, ভুল করে খারাপ কাজে জড়িত হতে পারে, যেভাবে মানব জাতির পিতা-মাতা আল্লাহ তা'আলার আদেশ ভুলে গিয়ে অন্যায় করেছিলেন। অথচ তৎক্ষণাৎ লজ্জিত হয়ে ক্ষমাপ্রার্থনা করে ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। সুতরাং ভুল বা অন্যায় করার পর অনুতপ্ত হৃদয়ে আল্লাহ তা'আলার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী হওয়া আদম সন্তানের সহজাত প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য। তা সত্ত্বেও সৃষ্টির সেরা [*আদম সন্তান*] হিসেবে যারা অন্যায় কাজে জড়িত থেকে সহজাত প্রবৃত্তিকে [*ক্ষমাপ্রার্থী হওয়ার ইচ্ছাকে*] উপেক্ষা করে ভালো-মন্দ যাচাই করার শক্তি হারিয়ে ফেলে তারাই হতভাগ্য। কারণ সহজাত প্রবৃত্তিই মানুষকে ভালো-মন্দ যাচাই করতে, অন্যায় বুঝতে এবং অনুতপ্ত হতে সাহায্য করে। যা হোক অবৈধভাবে যৌন চাহিদা পূরণের জন্য ব্যভিচারে জড়িত হওয়ায় শয়তানের প্রভাবে নাফসই নারী-পুরুষ উভয়কেই অনুপ্রাণিত করে, যাতে তারা এ কাজের মাধ্যমে নানা সমস্যায় জীবন যাপন করে এবং আল্লাহ তা'আলার বিধানের অবাধ্য হয়ে তার মতই পাপী হয়ে জাহান্নামী হয়। ব্যভিচারে লিপ্ত থাকলে কি ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হয় সে সম্পর্কে **"এক হৃদয়ের দুই অংশ"** বইয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

মদ খাওয়া ও জুয়া খেলা

লক্ষণীয় যে, মদ খাওয়া এবং জুয়া খেলার সাথে অবৈধ কাজের একটি গভীর সম্পর্ক ও সম্পৃক্ততা রয়েছে। মাদকাসক্ত ব্যক্তিরা যেমন তাদের জীবনকে নিয়ে জুয়া খেলে তেমন জুয়াড়িরাও ভাগ্যকে নিয়ে জুয়া খেলে। মাদকাসক্তরা সাময়িকভাবে ব্যক্তি জীবনের দুঃখ কষ্ট, বেদনা এবং অনেকেই অপ-কৃর্তিকে ভুলে থাকার জন্য মদ পান করে। অথচ মদাসক্ত হওয়ায় দুঃখ ও বেদনা লাঘবের পরিবর্তে বরং তা আরও বহুগুনে বেড়ে যায় কিন্তু তারা বুঝতে পারে না। আর জুয়াড়িরা জুয়া খেলে ভাগ্য পরিবর্তনের ইচ্ছায়। অথচ এই খেলায় ভাগ্য পরিবর্তনের কোনো নিশ্চয়তা নেই। এজন্যই এই খেলাকে বলা হয় জুয়া খেলা। ভাগ্য পরিবর্তনের অনিশ্চিত আশা আকাঙ্ক্ষা এবং তার জন্য চেষ্টা করা প্রকৃতপক্ষে নাফসের অবৈধ চাহিদার এবং শয়তানের অনুপ্রেরণার বাহ্যিকরূপ। কারণ মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করার কোনো ক্ষমতা শয়তানের আদৌ নেই। তাই জুয়া খেলা হচ্ছে মরুভূমিতে পিপাসাতুর ব্যক্তির পানি পাওয়ার আশায় মরীচিকার পেছনে ছুটে বেড়ানো।

মাদকাসক্তদের প্রবৃত্তির অবৈধ চাহিদা পূরণের খেয়াল খুশির সাথে জড়িত থাকে একটি জীবন, পরিবারের ভাগ্য, সমাজের শান্তি শৃংখলা, অন্যান্য শান্তি প্রিয় নিরীহ মানুষের জীবন এবং সমাজ উন্নয়নের প্রতিবন্ধকতা। মাদকাসক্ত হলে সমাজ উন্নয়নে একটি সম্ভাবনাময় ব্যক্তির বুদ্ধিমত্তার অবদান থেকে দেশ ও জাতি বঞ্চিত থাকে। তদুপরি মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও ভরণপোষণের জন্য আর্থিক সাহায্য ও ক্ষতিপূরণ দেশ বা সমাজকেই বহন করতে হয়। মদাসক্ত এবং জুয়া খেলায় মত্ত হয়ে কত যে মানুষের জীবন নষ্ট হয়েছে, কত পরিবার সর্বস্ব হারিয়ে রাস্তায় বসেছে তার হিসাব কেউ দিতে পারবে না। পাশ্চাত্যে গাড়ী দুর্ঘটনায় প্রতিদিন যত লোক মারা যায় অথবা পঙ্গু হয়, তার সিংহভাগই হচ্ছে মাদকাসক্ত হয়ে নিয়ন্ত্রণহীনভাবে গাড়ী চালানোর ফলে। তাছাড়াও মদ খাওয়ার সাথে জড়িত থাকে ব্যভিচার, আরও বিভিন্ন ধরনের যৌন সংক্রান্ত অন্যায় ও সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপ এবং অবৈধভাবে মানুষ হত্যার প্রবণতা।

বাংলাদেশের সংবাদ পত্রে প্রকাশিত খবরে প্রায়ই দেখা যায় সন্ত্রাসীদের কার্যকলাপে মদ খাওয়া এবং মদ্য ব্যবসা জড়িত থাকে। আর নারী কেলেংকারি এবং নারীদের অবাধ বিচরণ ও অবৈধ পন্থায় অর্থ উপার্জনের জন্য মদের সম্পৃক্ততা হলো সারা বিশ্বে একটি চির পরিচিত ঘটনা। তাই বিশ্বের কোনো দেশই এই অবৈধ প্রবৃত্তি এবং অন্যায় চাহিদা থেকে মুক্ত নয়। একমাত্র আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত ইসলামী পবিত্র বিধিবিধান ব্যতিরেকে আর কোনো ধর্মীয় মূল্যবোধে মদ

www.nagorikpathagar.org

খাওয়া এবং জুয়া খেলা হারাম নয়। এমনকি আহলে কিতাবদের *[খৃষ্টান এবং ইয়াহুদীদের]* ধর্মে মদ খাওয়া এবং জুয়া খেলা নিষিদ্ধ নয়।

ইসলাম পরম দয়ালু পরাক্রমশালী সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ তা'আলার মনোনীত মানবজাতির জন্য সর্বশেষ বিশুদ্ধ ধর্মীয় আচার-আচরণ সম্পৃক্ত পরিপূর্ণ জীবনাদর্শ। ইসলামী জীবনাদর্শের বিধিবিধান পরিশুদ্ধ ব্যবস্থা হিসেবে মানবের জন্য কেয়ামত পর্যন্ত ইনশাআল্লাহ্ বলবৎ থাকবে। নতুন কোনো কিতাব এবং ধর্মীয় মূল্যবোধসহ আর কোনো নবী-রাসূল মানবজাতির জন্য প্রেরিত হবেন না। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা আদম সন্তানের আর কাউকে নবী-রাসূল হিসেবে মনোনীত করবেন না। কাজেই ইসলামী জীবনাদর্শ [*আল-কুরআন, আল-হাদীস-সুন্নাহ্ এবং তার ভিত্তিতে সমকালীন আলেমদের দেয়া সময়োপযোগী ব্যবস্থা*] হচ্ছে মানবজাতির জন্য আল্লাহ্ তা'আলার প্রদত্ত প্রতিষ্ঠিত সর্বশেষ পরিপূর্ণ পবিত্র বিধিবিধান। যে জীবনাদর্শ পার্থিব জীবনে মানুষকে দিতে পারে অন্যায় অসৎ কার্যকলাপ থেকে মুক্ত থাকার সঠিক দিকনির্দেশনা এবং অন্ধকার-অবিশ্বাস থেকে বিশ্বাসের আলোতে আসার জন্য সরল সহজ পথের সন্ধান। আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্র-বাণীর ভিত্তিতেই রাসূল (সা.) ভালোকাজ করার নির্দেশ এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকার আদেশ দিয়েছেন। জীবন যাপনে খাদ্য ও আচার-আচরণে বিভিন্ন বস্তুর ব্যবহার সম্পর্কে হালাল-হারাম নির্ধারণ করেছেন। রাসূল (সা.) ছিলেন নিরক্ষর তাই সবকিছুর ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা এবং অনুমতিযোগ্য করার জন্য একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার নাযিলকৃত পবিত্র-বাণীই ছিলো তার জ্ঞানের মূল উৎস। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন-

اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الْاُمِّيَّ الَّذِيْ يَجِدُوْنَهٗ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرٰىةِ وَالْاِنْجِيْلِ زيَاْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهٰىهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰٓئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَالْاَغْلٰلَ الَّتِيْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ ط فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ مَعَهٗٓ لا اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

"যারা অনুসরণ করে বার্তাবাহক উম্মী [*নিরক্ষর*] নবীর, যার উল্লেখ তাওরাত ও ইঞ্জিল, যা তাদের নিকট আছে তাতে লিপিবদ্ধ পায়, যে তাদেরকে সৎকাজের নির্দেশ দেয় ও অসৎকাজে বাধা দেয়, যে তাদের জন্য পবিত্র বস্তু বৈধ করে ও অপবিত্র বস্তু অবৈধ করে এবং যে মুক্ত করে তাদেরকে তাদের গুরুভার হতে ও শৃংখল [*ইয়াহুদীদের জন্য অনেক ভালো বস্তুও অবৈধ করা হয়েছিল*] হতে যা তাদের উপর ছিলো। সুতরাং যারা তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, তাকে সম্মান করে, তাকে

www.nagorikpathagar.org

সাহায্য করে এবং যে নূর [আল-কুরআন] তার সাথে অবতীর্ণ হয়েছে তার অনুসরণ করে তারাই সফলকাম।” *{ ৭-সূরা আরাফ : ১৫৭}*

আল-কুরআন আল্লাহ্ তা'আলার নূর, যার আলোর সাহায্যে মানব সন্তানকে অন্ধকার থেকে আলোতে আনার জন্য রাসূল (সা.) প্রতিফলক হিসেবে কাজ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা এ ব্যাপারে বলেছেন–

الٓرٰ كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِ رَبِّهِمْ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ.

“আলিফ-লাম-রা, এই কিতাব [আল-কুরআন] এটি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি মানবজাতিকে তাদের প্রতিপালকের নির্দেশক্রমে বের করে আনতে পার অন্ধকার [অবিশ্বাস-যুলুম] হতে আলোকে [*তাওহীদে বিশ্বাস এবং আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত জীবনাদর্শে*] তার পথে, যিনি পরাক্রমশালী, প্রশংসার্হ।” *{১৪-সূরা ইব্রাহীম : ১}*

আল-কুরআন আল্লাহ তা'আলার শাশ্বত পবিত্র-বাণী, ইসলামী মূল্যবোধের মূল ভিত্তির উৎস। এজন্যই আল-কুরআনে আল্লাহ্ তা'আলার প্রদত্ত বিধিবিধানের ভিত্তিতেই গড়ে উঠে মুসলিম উম্মতের জীবন যাপনের মূল্যবোধ। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মধ্যে খাদ্য এবং পানীয় আদম সন্তানের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তদুপরি প্রবৃত্তির অবৈধ চাহিদা পূরণের জন্য বিভিন্ন প্রকার চিত্তাকর্ষক খেলাধুলায় আত্মনিবেদন করাও তার প্রকৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। মানব সভ্যতার পত্তন থেকে নিষ্ঠুর বাস্তবতাকে উপেক্ষা করার প্রয়াসে মানসিক ভারসাম্য রহিত করতে পানীয় হিসেবে মদ এবং আকস্মিকভাবে আর্থিক উন্নতির জন্য জুয়া খেলা অত্যন্ত জনপ্রিয় মাধ্যম হিসেবে চলে আসছে। এগুলোতে ভালো-মন্দ দু'টিই আছে তবে ভালোর তুলনায় মন্দের পরিমাণ বেশি হওয়ায় মানবজাতির জন্য প্রদত্ত সর্বশেষ ইসলামী জীবনাদর্শের বিধিবিধানে আদম সন্তানের প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিশোধন করার জন্য আল্লাহ তা'আলার সীমাহীন জ্ঞান, প্রজ্ঞা থেকে মদ খাওয়া ও জুয়া খেলাকে চিরদিনের তরে হারাম [*নিষিদ্ধ*] করেছেন।

আল-কুরআন নাযিল হওয়ার সময় *[সর্বমোট ২৩ বছর]*, প্রায় ১৫-১৬ বছর *[প্রথম নাযিল হওয়ার পর থেকে]* পরে বিভিন্ন পরিস্থিতির উদাহরণ দিয়ে এবং মদের ব্যাপারে ভালো-মন্দের স্পষ্ট ব্যাখ্যা সম্পৃক্ত আয়াত মদীনায় আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন। মদের ব্যাপারে আয়াত পর্যায়ক্রমে নাযিল করে বিশ্বাসীদেরকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করেন। কারণ তখন মদীনায় মদ খাওয়া ছিলো আজকের পাশ্চাত্যের সামাজিক রীতির মতোই প্রতিষ্ঠিত রীতি। একটি প্রতিষ্ঠিত প্রচলিত রীতি এবং অভ্যাসকে পরিবর্তন করতে গেলে প্রথমে যেমন দরকার হয় তার

www.nagorikpathagar.org

ভালো-মন্দের উপর দৃষ্টিপাত করা তেমন দরকার হয় মানসিক উন্নতি সাধনে মানবের অবৈধ প্রবৃত্তির পরিশোধনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দেয়া। মানুষ যাতে বুঝতে পারে এই সামাজিক রীতি এবং ব্যক্তিগত অভ্যাস পরিত্যাগ না করলে আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত সর্বশ্রেষ্ঠ জীবনাদর্শে পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ এবং ইবাদত বন্দেগির পবিত্রতা রক্ষা ও আত্মশুদ্ধি করায় তারা নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হবে। তদুপরি বিভিন্ন সামাজিক সমস্যাও সঠিকভাবে সমাধান করা সম্ভব হবে না। তাই সর্বজ্ঞানী আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনে বর্ণিত আয়াতে ভালো-মন্দ যাচাইয়ের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে মদ খাওয়া ও জুয়া খেলাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন যাতে বিশ্বাসীদের অন্তরে এ ব্যাপারে কোনো দ্বিধা-সংকোচ আর না থাকে। মদ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيْهِمَآ اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَاِثْمُهُمَآ اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ۚ

"লোকে তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বল, 'উভয়ের মধ্যে মহাপাপ এবং মানুষের জন্য উপকারও আছে; কিন্তু তাদের পাপ উপকার অপেক্ষা অধিক।" { *২-সূরা বাকারাহ : ২১৯* }

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۔ اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ ۔

"হে মু'মিনগণ! মদ, জুয়া, মূর্তি পূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণায়ক সব ঘৃণার বস্তু শয়তানের কার্য। সুতরাং তোমরা তা বর্জন কর [*হারাম*] যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। শয়তান তো মদ ও জুয়া দিয়ে তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাতে চায় এবং তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণে ও সালাতে বাধা দিতে চায়। তবে কি তোমরা নিবৃত্ত হবে না?" { *৫-সূরা মায়েদা : ৯০-৯১* }

উপরোল্লিখিত আয়াতে মদ খাওয়া এবং জুয়া খেলায় ভালো-মন্দ দু'টির কথা উল্লেখ করেই আল্লাহ তা'আলা বলেছেন **'ভালোর তুলনায় মন্দের পরিমাণ অনেক বেশি'**। মদ খাওয়া এবং জুয়া খেলা যে শয়তানের কাজ অথবা তার পদাংক অনুসরণ করা সেটিও আল্লাহ তা'আলা উল্লেখ করেছেন। তাই বলতে বাধা নেই যে, মানব সহজাত প্রকৃতির বিরোধী এই সব অন্যায় কাজ শয়তানের প্ররোচনায় নাফস শয়তানের প্রভাবে প্রবৃত্তির অবৈধ চাহিদায় সংঘটিত হয়ে থাকে। শয়তানের প্রধান উদ্দেশ্য মুসলিমদের মধ্যে মতবিরোধ এবং অশান্তি সৃষ্টি

www.nagorikpathagar.org

করা, মানুষজাতিকে তাওহীদ এবং আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত ধর্মীয় মূল্যবোধের ভিত্তি আল-কুরআন থেকে দূরে রাখা। আদম সন্তানদের আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন প্রখর বোধশক্তি দিয়ে নীতিচেতনা সম্পৃক্ত প্রাণী হিসেবে। এ কারণেই জীবপ্রাণী জগতে তারা শ্রেষ্ঠ তাই সৃষ্টির সব কিছুই তাদের সেবায় নিয়োজিত রয়েছে। জীবন যাপনে সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণে এবং সর্বজনীনভাবে উন্নতি সাধনে তারা ধীশক্তি ব্যবহারে ভালো-মন্দ যাচাই করে থাকে। মদ পান করলে ইন্দ্রিয়বোধকে ভোঁতা করে দেয় এবং মাত্রাতিরিক্ত সেবনে সম্পূর্ণভাবে অসাড়তা সৃষ্টি করে। ফলে মাদকাসক্ত ব্যক্তি ভালো-মন্দ বাছবিচার করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। অতএব মাদকাসক্ত ব্যক্তিরা হিতজ্ঞান হারিয়ে অন্যায় করতে পারে এবং জুয়া খেলে সর্বস্ব হারিয়ে মানুষ হত্যার মতো গর্হিত কাজে জড়িত হতে পারে। এই সব অবৈধ-অন্যায় কাজ, মদ খাওয়া ও জুয়া খেলা হারাম হওয়ার পেছনে একটি অন্যতম কারণ। তবে সর্বজ্ঞানী আল্লাহ তা'আলাই এ ব্যাপারে সবচেয়ে ভালো জানেন। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর রাসূলের (সা.) অসংখ্য হাদীস রয়েছে। তার কিছু সহীহ [*হাদীস বিজ্ঞানে যে সমস্ত হাদীসের সনদ যাচাই করে সত্য হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে, তাদেরকে সহীহ বা সন্দেহাতীতভাবে সত্য হাদীস হিসেবে গ্রহণ করা হয়*] হাদীস উল্লেখ করা হলো। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) বলেছেন, "যে লোক দুনিয়ায় মদপান করলো, অতঃপর তা থেকে তাওবা করলো না, সে আখেরাতে তা থেকে বঞ্চিত হবে [*বেহেশতবাসীরা মদপান করবে অথচ মাদকাসক্ত হবে না, বঞ্চিত থাকার একটি অর্থ হতে পারে যে, তারা বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না*]।" [*সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড ৫, ৫১৬৬*]

আনাস (রা.) বর্ণনা করেছেন, আমি রাসূল (সা.) থেকে একটি হাদীস শুনেছি। আমি ব্যতীত আর কেউ সেটি তোমাদের কাছে বর্ণনা করবে না। তিনি বলেছেন- "কেয়ামতের আলামতগুলোর মধ্যে এও আছে যে, অজ্ঞতা ও মূর্খতা বেড়ে যাবে, ইলম হ্রাস পাবে, যেনা-ব্যভিচার প্রকাশ্যে হতে থাকবে, অবাধে মদ্যপান চলবে, পুরুষের সংখ্যা হ্রাস পাবে, নারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। এমনকি অবস্থা এমন পর্যায়ে এসে পৌঁছাবে যে, পঞ্চাশজন নারীর পরিচালক হবে মাত্র একজন পুরুষ।" [*সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড ৫, ৫১৬৮*]

ইবনে ওমর (রা.) বর্ণনা করেছেন, একদা ওমর (রা.) [*মসজিদ নববীর*] মিম্বরে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "জেনে রাখ মদ হারাম ঘোষণা করে [*আয়াত*] নাযিল হয়েছে। আর তা [*সাধারণত*] পাঁচ প্রকারের জিনিসের দিয়ে তৈরি হয়- আঙ্গুর, খোরমা খেজুর, মধু, গম এবং যব। আর মদ তাকেই বলে যা জ্ঞান-বুদ্ধি বিলোপ করে দেয়।" [*সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড ৫, ৫১৭২*]

www.nagorikpathagar.org

আবদুর রহমান ইবনে গানাম আশআরী বলেছেন, আবু আমের (রা.) কিংবা আবু মালেক আশআরী (রা.) আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, আর আল্লাহর কসম! তিনি মিথ্যা বলেননি, তিনি নবী (সা.) কে বলতে শুনেছেন, "আমার উম্মতের মধ্যে এমন অনেক সম্প্রদায় পয়দা হবে, যারা যেনা-ব্যভিচার, রেশমি কাপড় ব্যবহার, মদ্যপান ও গান বাদ্যকে হালাল মনে করবে। আর অনেক সম্প্রদায় এমনও হবে, যারা পর্বতের পাদদেশে বসবাস করবে। গোধূলি লগ্নে যখন তারা তাদের পশুপাল নিয়ে ফিরে চলবে এমনি সময় তাদের নিকট কোনো গরজে ফকীর আসবে। তারা ফকীরকে বলবে, আগামীকাল সকালে আমাদের কাছে এসো। রাতের অন্ধকারেই আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করে দেবেন এবং [তাদের উপর] পর্বতটিকে ধসিয়ে দেবেন। অন্যান্যদেরকে কেয়ামত পর্যন্ত বানর ও শূকর বানিয়ে রাখবেন।" [*সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড ৫, ৫১৮০*]

বর্তমান বিশ্বের সার্বিক পরিস্থিতির সাথে উল্লিখিত হাদীসে বর্ণিত বিষয়ের সাদৃশ্য রয়েছে। যেনা [*ব্যভিচার*], মদ খাওয়া, নারী-পুরুষের চালচলনে অশ্লীলতা এবং নগ্নদেহে প্রদর্শিত অবস্থায় গান-বাজনার পরিমাণ দিন দিন বেড়ে চলেছে। মানব নাফসের অবৈধ প্রকৃতি অশ্লীলতা এবং নর-নারীর নগ্নদেহ প্রদর্শন বেশি পছন্দ করে। তাই এই সমস্ত গান বাজনায় জড়িত হয়ে এবং তথাকথিত আধুনিক সিনেমা দেখে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম সমাজের যুবক-যুবতীদের চিত্ত বিনোদনের তুলনায় মানসিক দিক দিয়ে ক্ষতির কারণই বেশি হচ্ছে। এক শ্রেণীর যুবক-যুবতীরা নিজেদের অবৈধ প্রবৃত্তির ডাকে সাড়া দিয়ে অশ্লীলতা, নগ্নতায়, ব্যভিচারে, খুন সন্ত্রাসে এবং মাদকাসক্ত হয়ে চাঁদাবাজিতে অংশ গ্রহণ করে দেশের প্রচলিত আইনের বিধিনিষেধ উপেক্ষার মাধ্যমে সাধারণ নিরীহ নির্দোষ নাগরিকদের জীবন দুর্বিসহ ও আতংকময় করছে। সমাজের কিছু নীতিহীন ব্যক্তি আর্থিকভাবে লাভবান হতে অনেক যুবক-যুবতীকে সাময়িক সফলতার প্রলোভন দেখিয়ে অনৈতিক কাজে জড়িত করে একটি সম্ভাবনাময় সুন্দর জীবনকে ক্রমেই ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

আজ একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে সভ্যতার স্বর্ণ শিখরে বসবাস করে মানুষ জ্ঞান বিজ্ঞানে যে অবদান রেখেছে তা নিঃসন্দেহে অনস্বীকার্য এবং প্রতিদিন তা উৎকৃষ্ট থেকে উৎকৃষ্টতার দিকে আলোকবেগে এগিয়ে যাচ্ছে। অথচ মানব প্রকৃতির ও প্রবৃত্তির অবৈধ চাহিদার কোনো পরিবর্তন হয়নি বরং সহজাত প্রকৃতির বিরোধী বিভিন্ন আচরণে আত্মসমর্পণের প্রবণতা বেড়ে গেছে, তাই পর্যায়ক্রমে অধঃপতনের শীর্ষ পর্যায়ে পৌঁছাতে তারা দ্রুতবেগে ধাবিত হচ্ছে। আল্লাহ তা'আলার প্রদর্শিত প্রতিষ্ঠিত পবিত্র জীবনাদর্শের শ্রেষ্ঠতম বিধিবিধান [*আল-কুরআন এবং আল-হাদীস*]

www.nagorikpathagar.org

তাদের সম্মুখে বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও মনুষ্যজাতির বৃহত্তর অংশ প্রবৃত্তির অবৈধ চাহিদার প্রভাবে ধীরে ধীরে জাহেলিয়াতে [*অজ্ঞদের যুগে*] পদার্পণ করছে।

এই আলোচনায় উপরোল্লিখিত হাদীসে বর্ণিত পাহাড়ে অবস্থান করা ব্যক্তিদের ন্যায় সমাজের বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক, আলেম এবং শান্তিপ্রিয় জনগণ যদি চুপ করে বসে থাকে, তাহলে আমরা হয়ত পাহাড়ে অবস্থান করা ব্যক্তিদের মতো ধ্বংস হয়ে যাব। অবশ্য এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন। দেশের বুদ্ধিসম্পন্ন নাগরিক, শিক্ষক ও ন্যায়বান ব্যক্তিদের [*নারী-পুরুষ*] উচিত মুসলমান হিসেবে সম্মিলিতভাবে আল-কুরআনের আলোকে শিক্ষা লাভ করে ধর্মীয় মূল্যবোধ অবলম্বনে একটা শোষণমুক্ত, সুশৃংখল, ন্যায়নীতিসম্পন্ন সমাজ গঠনে আত্মনিয়োগ করা। মাদকাসক্ত হওয়া ও জুয়া খেলা ধর্মমত নির্বিশেষে সব বাংলাদেশিদের জন্যই বিপজ্জনক কারণ এ দু'টিতে আসক্ত হলে সামাজিক জীবনে অশান্তি সৃষ্টির মাধ্যমে পারিবারিক জীবন ও সামাজিক অবকাঠামো ভেঙ্গে দেয়। একমাত্র ইসলামী জীবনাদর্শে প্রদত্ত বিধিবিধানের জ্ঞান এবং জীবনে তার প্রয়োগই এই বিপজ্জনক পথ থেকে মানুষকে রক্ষা করতে পারে। কারণ ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্মই এই গর্হিত কাজকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেনি।

মুসলিম সমাজে মাদকাসক্ত ব্যক্তি ও জুয়াড়ির পরিমাণ অন্যদের তুলনায় অনেক কম থাকলেও বেশিদিন হয়তো সেটি রক্ষা করা যাবে না। ইন্টারনেট এবং টিভির বিশ্বব্যাপী আলোড়নই মুসলিম উম্মতকে এই নিকৃষ্ট অভ্যাসে আসক্ত হওয়ায় আহ্বান জানাচ্ছে এবং আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বিধানকে উপেক্ষা করতেও প্রতিনিয়ত অনুপ্রাণিত করছে। অতএব আল-কুরআনের পবিত্র মূল্যবোধে আত্মসমর্পণ না করলে এই সংক্রামকরোগ থেকে মুসলিম উম্মত কোনো অবস্থাতেই দূরে থাকতে পারবে না। অতএব বলার অপেক্ষা রাখে না যে, নাফসই মুসলিম উম্মাহকে এই পবিত্র বিধান অবলম্বনে জীবন যাপন করা থেকে দূরে থাকতে অনুপ্রাণিত করছে যাতে তারা একটি ন্যায় নীতি সম্পৃক্ত শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা না করে এই সমস্ত অন্যায় অবৈধ কাজে জড়িত থেকে নানা ধরনের সমস্যায় ক্রমশ ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যায়। তাই উল্লিখিত আয়াতে মদ খাওয়া এবং জুয়া খেলা নিষিদ্ধ ঘোষণা দিয়ে এগুলোকে শয়তানের কাজ হিসেবে আল্লাহ তা'আলা উল্লেখ করেছেন, যাতে বিশ্বাসীরা প্রবৃত্তির অবৈধ চাহিদার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে আল্লাহ তা'আলার প্রতি তাদের একনিষ্ঠ ভালোবাসাকে শক্তি হিসেবে ব্যবহার করতে পারে।

www.nagorikpathagar.org

হত্যা এবং অযৌক্তিক জীবনহানি

পার্থিব জীবন আল্লাহ তা'আলার কাছ থেকে মানুষের জন্য মূল্যবান আমানত। ক্ষণস্থায়ী পার্থিব জীবনে মানুষ তার জীবনের অভিভাবক। আল্লাহ তা'আলাই সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা, নিয়ন্ত্রণকর্তা, অভিভাবক, মালিক। তবুও ক্ষণস্থায়ী পার্থিব জীবনে মানুষকেই তার জীবনের জন্য ভালো-মন্দ বেছে নেয়ায় অভিভাবক করেছেন। তবে একটি নতুন জীবন সৃষ্টি করার এবং অকারণে জীবনহানির ক্ষমতা কাউকে তিনি দেননি। তাই এই অমূল্য 'আমানত' বিনা কারণে মানব সমাজে প্রচলিত আইনের আশ্রয় না নিয়ে অবৈধভাবে নষ্ট করার অধিকার কারোর নেই। আল্লাহ তা'আলা এই আমানত [*জীবন*] সৃষ্টি করে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন তাই আল্লাহ তা'আলাই এই আমানতের প্রকৃত মালিক এবং নির্ধারিত সময় পার হলে আবার তিনিই তুলে নেবেন। অতএব একমাত্র তারই অধিকার রয়েছে এই আমানত পৃথিবীতে রাখা বা তুলে নেয়ার। অর্থাৎ প্রতিটি আদম সন্তান তার আদেশে সৃষ্টি হয়ে একটি নির্ধারিত সময়ের জন্য পৃথিবীতে আগমন করে আবার তাঁর আদেশেই তাদের প্রত্যাগমন হয়। মানুষের জীবন মৃত্যু সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ۖ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.

"তোমরা কিরূপে আল্লাহকে অস্বীকার কর? অথচ তোমরা ছিলে প্রাণহীন তিনি তোমাদেরকে জীবন্ত করেছেন, আবার তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন ও পুনরায় জীবন্ত করবেন [*শেষ বিচার দিবসে*], পরিণামে তার দিকেই তোমরা ফিরে যাবে।" {*২-সূরা বাকারাহ : ২৮*}

وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

"...আল্লাহই জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান; তোমরা যা কর আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা।" {*৩-সূরা আলে-ইমরান : ১৫৬*}

هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.

"তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান এবং তাঁরই নিকট তোমরা ফিরে যাবে।" {*১০-সূরা ইউনুস : ৫৬*}

মানুষ যেমন একটি জীবন সৃষ্টিতে ক্ষমতা রাখে না তেমনভাবে সে একটি জীবন হত্যা বা নষ্টও করতে পারে না। তবে সমাজে শান্তি-শৃংখলা এবং শান্তিপ্রিয় নিরীহ

www.nagorikpathagar.org

মানুষের জীবন রক্ষার্থে বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত ও প্রতিষ্ঠিত আইনের মাধ্যমে শান্তি বিপর্যয়কারী এবং খুনি ব্যক্তিদের শাস্তি *[মৃত্যুদণ্ডের মাধ্যমে]* দেয়ার আদেশ আল্লাহ তা'আলা দিয়েছেন। পৃথিবীতে মানুষ আগমনের প্রারম্ভেই আল্লাহ তা'আলার একনিষ্ঠ বান্দা নিরীহ এক ব্যক্তিকে, অন্য ব্যক্তি প্রবৃত্তির অবৈধ চাহিদায় অনুপ্রাণিত হয়ে অন্যায়ভাবে হত্যা করে। অনুরূপভাবে পরবর্তীতে প্রতি যুগেই অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যা নিয়মিতভাবে চলে আসছে।

আজ সারা বিশ্বে নিরীহ মানুষ হত্যা করা মামুলি ঘটনায় পরিণত হয়েছে। এই সব হত্যা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তির হিংসা, স্বার্থ এবং দলগত স্বার্থে ঘটছে, তবে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে অন্যদের উপর প্রধান্য বিস্তার করতে এবং স্বৈরাচারী শাসন কায়েম করার প্রেক্ষিতেও ঘটছে। উল্লেখ্য ফেরাউন, হিটলার, স্টালিন, মুসুলিনী, টিটু, বাংলাদেশীদের উপর পাকিস্তানী সরকারের শাসন, সাদ্দাম, গাদ্দাফী এবং আরও অনেকেই স্বীয় স্বার্থে অথবা একটি বিশেষ গোষ্ঠীর স্বার্থে অগণিত নিরীহ মানুষ হত্যার মাধ্যমে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। তাছাড়া জাতি হিসেবে অহংবোধে ঔদ্ধত্যের বহির্প্রকাশে, সাম্রাজ্যের বিস্তারে এবং ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য মানুষ হত্যায় সুনাম অর্জন করেছে, বৃটিশ, আমেরিকা, ফ্রান্স, স্পেন, পাকিস্তান, আরবের অনেক দেশ এবং বর্তমানে বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসীদের একটি বিশেষ দল। তদুপরি গণতন্ত্রের শাসন কায়েম করতে প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য স্বেচ্ছাচারিত হয়েও বহু সরকার নিরীহ মানুষ হত্যা করে।

একজন নারীকে কেন্দ্র করে মানব ইতিহাসে সর্বপ্রথম অবৈধভাবে মানব হত্যা ঘটে। যে হত্যার পেছনে প্রধান কারণ ছিলো ব্যক্তি হিংসা ও প্রবৃত্তির অন্যায় চাহিদা। এই হত্যার কাহিনী মানবজাতির শিক্ষার জন্য আল-কুরআনে এবং পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবে উল্লেখ রয়েছে। আল-কুরআনে বর্ণিত ঘটনা থেকে জানা যায়–

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ ابْنَيْ اٰدَمَ بِالْحَقِّ ۘ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ

مِنَ الْاٰخَرِ ؕ قَالَ لَاَقْتُلَنَّكَ ؕ قَالَ اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ ۔ لَئِنْۢ بَسَطْتَّ اِلَيَّ

يَدَكَ لِتَقْتُلَنِيْ مَاۤ اَنَا بِبَاسِطٍ يَّدِيَ اِلَيْكَ لِاَقْتُلَكَ ۚ اِنِّيْۤ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ

الْعٰلَمِيْنَ ۔ اِنِّيْۤ اُرِيْدُ اَنْ تَبُوْٓاَ بِاِثْمِيْ وَاِثْمِكَ فَتَكُوْنَ مِنْ اَصْحٰبِ النَّارِ ۚ وَذٰلِكَ

جَزٰٓؤُا الظّٰلِمِيْنَ ۔ فَطَوَّعَتْ لَهٗ نَفْسُهٗ قَتْلَ اَخِيْهِ فَقَتَلَهٗ فَاَصْبَحَ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۔ فَبَعَثَ

www.nagorikpathagar.org

اللّٰهُ غُرَابًا يَّبْحَثُ فِى الْاَرْضِ لِيُرِيَهٗ كَيْفَ يُوَارِىْ سَوْءَةَ اَخِيْهِ ؕ قَالَ يٰوَيْلَتٰۤى

اَعَجَزْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِثْلَ هٰذَا الْغُرَابِ فَاُوَارِىَ سَوْءَةَ اَخِىْ ۚ فَاَصْبَحَ مِنَ النّٰدِمِيْنَ.

"আদমের দুই পুত্রের *[কাবিল ও হাবিল]* বৃত্তান্ত তুমি তাদেরকে যথাযথভাবে শোনাও যখন তারা উভয় কুরবানি করেছিল তখন একজনের [*হাবীলের]* কুরবানি কবুল হলো এবং অন্যজনের কবুল হলো না। তাদের একজন [*কাবিল]* বললো; আমি তোমাকে হত্যা করবোই। অপর জন [*হাবিল]* বললো, 'আল্লাহ্ মুত্তাকীদের কুরবানি কবুল করেন। 'আমাকে হত্যা করার জন্য তুমি হাত তুললেও তোমাকে হত্যা করার জন্য আমি হাত তুলবো না; আমি তো জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করি। 'তুমি আমার ও তোমার পাপের ভার বহন কর এবং অগ্নিবাসী হও এটিই আমি চাই এবং এটি যালেমদের কর্মফল। অতঃপর তার [*কাবিল]* চিত্ত [আত্মা, নাফস (শয়তান), প্রবৃত্তি] ভ্রাতৃহত্যায় তাকে উত্তেজিত করলো এবং সে তাকে [*হাবিল]* হত্যা করলো; ফলে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হলো। অতঃপর আল্লাহ এক কাক পাঠালেন, যে তার ভ্রাতার মৃত দেহ কিভাবে গোপন করা যায় তা দেখাবার জন্য মাটি খনন করতে লাগলো। সে বললো, 'হায় আমি কি এই কাকের মতোও হতে পারলাম না যাতে আমার ভ্রাতার মৃত দেহ গোপন করতে পারি? অতঃপর সে অনুতপ্ত হলো।" { *৫-সূরা মায়েদা : ২৭-৩১* }

উল্লেখ্য ৩০ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন হত্যাকারীর চিত্ত বা প্রবৃত্তিই হত্যা করার জন্য তাকে অনুপ্রাণিত করে। অর্থাৎ নাফসের বা প্রবৃত্তির অবৈধ চাহিদাই হত্যা করাটি ন্যায্য কাজ হিসেবে তাকে বুঝায়। তাই মানব সমাজে প্রায় সব অন্যায় হত্যার পেছনে প্রবৃত্তির অবৈধ চাহিদাই প্রধান ভূমিকা পালন করে যদিও তার পেছনে আরো অন্যান্য কারণ থাকতে পারে। ইবনে আবি হাতেম (রা.) ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন : আদম (আ.) এর সময় মেয়েদেরকে তাদের নিজস্ব যমজ ভাইয়ের সংগে বিয়ে দেয়া নিষিদ্ধ ছিলো [*আদম (আ.) এর সময় তার পরিবার ছাড়া পৃথিবীতে আর কোনো মানুষ ছিলো না তাই দুই পৃথক যমজ ভাই-বোনের সাথে বিবাহ হতো]*। তাই মানুষ সৃষ্টির প্রয়োজনে আল্লাহ্ তা'আলা আদমের (আ.) ছেলে-মেয়ে [*দুই পৃথক যমজ ভাই-বোনের]* মধ্যে বিবাহের নির্দেশ দেন। আদম (আ.)-এর স্ত্রী, মানবজাতির মাতা প্রতিবারেই যমজ সন্তান প্রসব করেন [*ছেলে এবং মেয়ে]*। আদম (আ.)-কে আল্লাহ্ তা'আলা আদেশ দিয়েছিলেন এই মর্মে যে, সে যেন এক যমজ সন্তান [*ছেলে ও মেয়ে]*-কে অন্য যমজ সন্তানের সাথে বিয়ে দেয়।

যমজ সন্তানদের মধ্যে অত্যন্ত সুন্দরী কন্যা সন্তান *[কাবিলের নিজস্ব যমজ বোন]*

www.nagorikpathagar.org

জন্মগ্রহণ করে। অন্যদিকে হাবিলের নিজস্ব যমজ বোন তেমন সুন্দরী ছিলো না। আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত আদেশানুযায়ী হাবিল, কাবিলের যমজ বোনকে বিয়ে করতে চায়। কিন্তু কাবিল সে প্রস্তাবে রাজি ছিলো না, কারণ নিজের যমজ বোন সুন্দরী হওয়ায় সে তাকে [*নিজের যমজ বোন*] বিয়ে করতে চায়। এটি ছিলো নিয়মের বহির্ভূত। তাই দুইজনকে তাদের ইচ্ছার স্বীকৃতি লাভের জন্য ইচ্ছানুযায়ী কুরবানি দিতে বলা হলে হাবিলের কুরবানি কবুল হয়। *[আদম (আ.) দুই ছেলের মধ্যে বিবাদ দেখে অসহায় হয়ে পড়েন। তিনি চাচ্ছিলেন তার পরিবারে মধ্যে শান্তি বিরাজ করুক। তাই তিনি আল্লাহ তা'আলার কাছে এ ব্যাপারে সাহায্য প্রার্থী হন। আল্লাহ তা'আলা আদেশ করলেন, 'প্রত্যেক ছেলেই তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী কুরবানি করুক। যার কুরবানি গৃহীত হবে তার ইচ্ছা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত হবে। হাবিল তার উৎকৃষ্ট উট কুরবানি করল আর কাবিল কুরবানি করল তার নিকৃষ্ট Grain [শস্যের দানা]*। কাবিলের কুরবানি আল্লাহ তা'আলা গ্রহণ করলেন না কারণ সে ছিলো বাবার অবাধ্য এবং কুরবানি করতেও সে ছিলো কৃপণ এবং *insincere*। [*কাসাসুল আম্বিয়া, ইবনে কাসীর*] এই কারণেই কাবিল হিংসাবশত হাবিলকে হত্যা করে। [ইবনে কাসীর, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১৫১; আত-তাবারী ১০:২২৩]

উপরোল্লিখিত কাহিনীতে একটি বিষয় সুস্পষ্ট যে, মানব ইতিহাসের প্রথম হত্যা অন্যায়ভাগে সংঘটিত হয়েছিল একজন নারীর সৌন্দর্যকে কেন্দ্র করে। পরবর্তীতেও বিভিন্ন সময় নারীর সৌন্দর্যকে কেন্দ্র করে রাজা-বাদশাহ এবং প্রভাবশালীরা মানুষ হত্যা করেছে। বিভিন্ন কৌশলে অনুপ্রাণিত করে শয়তান, আদম ও হওয়া (আ.)-কে নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ করিয়ে বেহেশত থেকে দুনিয়াতে নিয়ে আসে। অতঃপর কাবিলকে অনুপ্রাণিত করে তার ভাইকে হত্যা করার জন্য। সুতরাং এটি স্পষ্ট যে, নাফসের অবৈধ চাহিদা পূরণের জন্য অনুপ্রেরণা দিয়ে শয়তানই প্রথম মানব হত্যার সূচনা করে। আজও মানব সন্তানের প্রবৃত্তিতে শয়তান একইভাবে অন্যদেরকে হত্যা করার প্ররোচনা দিয়ে যাচ্ছে। হত্যার পেছনে যে উদ্দেশ্যই কাজ করুক, প্রতিহিংসায় নিরীহ মানুষ হত্যা করা আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বিধানে নিষিদ্ধ। আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, বিনা কারণে কেউ অন্য আদম সন্তানকে হত্যা করতে পারবে না। যদি কেউ এই কাজ করে, তা হবে পৃথিবীতে ফেতনা বা সন্ত্রাস সৃষ্টি করা। বনী ইসরাঈলের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ط وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ط وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ز ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ.

www.nagorikpathagar.org

"এই কারণেই [*আদম সন্তানদের উপমা দিয়ে*] বনী-ইসরাঈলের প্রতি এই বিধান দিলাম যে, নরহত্যা অথবা দুনিয়ার ধ্বংসাত্মক কার্য করা ব্যতীত [*শান্তি বিপর্যয়কারী এবং সন্ত্রাসী ছাড়া*] কেউ কাউকেও হত্যা করলে সে যেন দুনিয়ার সকল মানুষকেই হত্যা করলো আর কেউ কারও প্রাণ রক্ষা করলে সে যেন দুনিয়ার সকল মানুষের প্রাণ রক্ষা করলো। তাদের [*বনী-ইসরাঈলীদের*] নিকট তো আমার রাসূলগণ স্পষ্ট প্রমাণ এনেছিল; কিন্তু এরপরও তাদের অনেকে দুনিয়াতে সীমালঙ্ঘনকারীই রয়ে গেল।" {*৫-সূরা মায়েদা : ৩২*}

উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, **'এই কারণেই'** এর অর্থ হচ্ছে, পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আদমের (আ.) দুই সন্তানের মধ্যে সংঘটিত অবৈধ হত্যার কাহিনী বর্ণনা করেছেন। তাই হাবিল-কাবিলের উপমা দিয়ে বনী-ইসরাঈল তথা মানবজাতিকে আল্লাহ তা'আলা স্মরণ করিয়ে হত্যা সম্পর্কে আরো বলেছেন–

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ج وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ ط نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ج وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ج وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ط ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ.

"বল, 'আস, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য যা নিষিদ্ধ করেছেন তোমাদেরকে তা পড়ে শুনাই; তা এই তোমরা তাঁর [*আল্লাহর*] কোনো শিরক করবে না, পিতা মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করবে, দারিদ্র্যের জন্য তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, আমিই তোমাদেরকে ও তাদের [*সন্তানদের*] 'রিযিক' দিয়ে থাকি। প্রকাশ্যে হোক কিংবা গোপনে হোক, অশ্লীল আচরণের নিকটেও যাবে না*। তোমাদেরকে তিনি এই নির্দেশ দিলেন যেন তোমরা অনুধাবন কর।" {*৬-সূরা আন'আম : ১৫১*}

** [আল্লাহ যার (নির্দোষ, নিরপরাধী, নিরীহ মানুষ) হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করবে না]*

বর্তমানে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল দেশেই বিশেষ একটি দল প্রবৃত্তির অবৈধ চাহিদা পূরণের জন্য নিরস্ত্র, নিরীহ ও শান্তিপ্রিয় মানুষকে নানা অজুহাতে হত্যা করার কাজে জড়িত রয়েছে। এমনকি বাংলাদেশেও নিরীহ মানুষ হত্যা করাটা অতি স্বাভাবিক এবং অনেকের কাছে সহজ ব্যাপার। প্রতিদিন সংবাদপত্রে এবং টিভির সংবাদে মানুষ হত্যার খবর পাওয়া যায়। সবচেয়ে দুঃখজনক ব্যাপার হলো

www.nagorikpathagar.org

দ্বীন-ধর্মের নামেও শান্তিপ্রিয় নিরীহ মানুষকে হত্যা করা হয়। ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, বিনা কারণে নিরীহ মানুষ [*মুসলিম-অমুসলিম*] খুন করা ইসলামী মূল্যবোধের বহির্ভূত কাজ অর্থাৎ গর্হিত পাপ। তাই যদি কেউ [*বিশ্বাসীদের মধ্যে থেকে কেউ*] ইচ্ছাকৃত অন্য বিশ্বাসীকে হত্যা করে তাহলে তার শাস্তির ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا.

"কেউ ইচ্ছাকৃত কোনো মু'মিনকে হত্যা করলে তার শাস্তি জাহান্নাম; সেখানে সে স্থায়ী হবে এবং আল্লাহ তার প্রতি রুষ্ট হবেন, তাকে লানত করবেন এবং তার জন্য মহাশাস্তি প্রস্তুত রাখবেন।" {*৪-সূরা নিসা : ৯৩*}

এই আয়াতের বিধান অতি সহজেই অনুমেয়। আজ বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় এবং বাংলাদেশে ইসলামের নামে জিহাদ ঘোষণা দিয়ে মিথ্যা অজুহাতে যারা সাধারণ নিরীহ শান্তিপ্রিয় মুসলিম এবং অন্যদের হত্যা করছে অথবা অন্যদের এ রকম গর্হিত কজে জড়িত হওয়ায় অনুপ্রাণিত করছে, তাদের বেশির ভাগই মাদ্রাসা থেকে ডিগ্রীধারী ব্যক্তি। তা সত্ত্বেও তাদের প্রবৃত্তির অবৈধ চিন্তাচেতনায় আত্মসমর্পণ করে শয়তানের কুমন্ত্রণায় অনুপ্রাণিত হয়ে রোবটের মতো তারা এ রকম গর্হিত অন্যায় করেছে। অথচ তারা বুঝতে পারছে না যে, প্রবৃত্তির চাহিদার কাছে আত্মসমর্পণ করে শয়তানের সহযোগী হয়ে তারা আখেরাতের জীবনকে নষ্ট করছে। নবী-রাসূলসহ সাধারণ মানুষ হত্যায় বনী ইসরাঈল সর্বযুগের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব পেয়েছে। তাদের অবাধ্যতা ও সীমালঙ্ঘন সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ز وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ.

"যারা আল্লাহর নিদর্শন [*আল-কুরআন*] প্রত্যাখ্যান করে, অন্যায়রূপে নবীদের হত্যা করে এবং মানুষের মধ্যে যারা ন্যায়পরায়ণতার নির্দেশ দেয় তাদেরকে হত্যা করে, তুমি তাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দাও। এই সব লোক, যাদের কার্যাবলী ইহকাল ও পরকালে নিষ্ফল হবে এবং তাদের কোনো সাহায্যকারী নেই।" {*৩-সূরা আলে-ইমরান : ২১-২২*}

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহ তা'আলার প্রিয়ভাজন হিসেবে মনোনীত জাতির সম্মান পাওয়া সত্ত্বেও বনী-ইসরাঈল নবীদের হত্যা করেছে। তারা আল্লাহ তা'আলার রাসূল ঈসাকে (আ.) হত্যার চেষ্টা করে। আল-কুরআন থেকে জানা যায় তারা এ কাজে নিষ্ফল হয় এবং ঈসার (আ.) পরিবর্তে অন্য এক ব্যক্তিকে ক্রুশে [cross] দিয়ে ঈসাকে (আ.) হত্যা করেছে- এই মিথ্যা দাবি করে খৃষ্টানদেরকে বিভ্রান্তির মধ্যে রেখেছে। তাছাড়া যারাই ন্যায়নীতির মাধ্যমে বিচার করতে চেয়েছে তাদেরকেও তারা হত্যা করেছে। অবশেষে রাসূল (সা.) আল-কুরআনের পবিত্র-বাণী তাদের কাছে যখন পৌঁছে দিলেন তখন তাকেও নানাভাবে মানসিক দিক দিয়ে নির্যাতন করেছেন এবং এমনকি হত্যার চেষ্টাও করেছিল। এ রকম অবাধ্যতা এবং ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণের কারণেই আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে *[বনী-ইসরাঈলকে]* লানত করেছেন এবং তাদের প্রতি যে নেয়ামত [Chosen people] দান করেছিলেন তা থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করেছেন। তদুপরি খৃষ্টানদেরকে বিভ্রান্ত অবস্থায় পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াতে ছেড়ে দিয়েছেন। যেমন সূরা আল-ফাতিহার শেষ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ۔

"যারা ক্রোধে নিপতিত নয়, পথভ্রষ্ট ও নয়।" *{ ১-সূরা ফাতিহা : ৭ }*

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় প্রখ্যাত আলেমগণ বলেছেন "ক্রোধে নিপতিত" দল হচ্ছে বনী-ইসরাঈল আর পথভ্রষ্ট হচ্ছে খৃষ্টান। কারণ আল-কুরআনের অন্য আয়াতে এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذٰلِكَ مَثُوْبَةً عِنْدَ اللّٰهِ ط مَنْ لَّعَنَهُ اللّٰهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ
الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيْرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوْتَ ط أُولٰٓئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّأَضَلُّ عَنْ سَوَآءِ السَّبِيْلِ۔

"বল, 'আমি কি তোমাদেরকে [*খৃষ্টান ও ইয়াহুদী*] এটি অপেক্ষা নিকৃষ্ট পরিণামের সংবাদ দেব যা আল্লাহর নিকট আছে? যাদেরকে [*ইয়াহুদীকে*] আল্লাহ লানত করেছেন, যাদের উপর তিনি ক্রোধান্বিত। যাদেরকে কতককে তিনি বানর ও কতককে শূকর করেছেন এবং যারা তাগুতের [সৃষ্টির নশ্বর বস্তুকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করা] ইবাদত করে মর্যাদায় তারাই নিকৃষ্ট এবং সরল পথ হতে সর্বাধিক বিচ্যুত।" *{ ৫-সূরা মায়েদা : ৬০ }*

এই আয়াতে উল্লিখিত তাগুত শব্দের অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত জীবনাদর্শ উপেক্ষা করে জীবন যাপন করা এবং আল্লাহ তা'আলার পরিবর্তে অন্য কিছুর ইবাদত করা, এসব হচ্ছে তাগুতের ইবাদত। Dr. AL-Hillali

www.nagorikpathagar.org

and Dr. Muhsin Khan, "interpretation of the Noble Qur'an, English Translation এ সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন, 'তাগুত', [The word Taghut covers a wide range of meanings; It means anything worshipped other than the Real God (Allah), i.e. all the false deities. It may be Satan, Devils, idols, stones, sun, stars, angels, human beings.e.g. Jesus, Messengers of Allah, who were falsely worshipped and taken as Taghuts"' Likewise saints, graves, rulers, Leaders, etc, are falsely worshipped and wrongly followed, page #66]

অনুবাদ : ড. আল-হিলালি এবং ড. মুহসিন খান, আল-কুরআনের অনুবাদ এবং ব্যাখ্যায় তাগুত সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন, তাগুত শব্দটির বহু অর্থ রয়েছে। এটির সংক্ষেপ অর্থ হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার পরিবর্তে অন্য যাদের ইবাদত করা হয় অর্থাৎ শয়তানের ইবাদত বা তাগুতের ইবাদত করা। সকল মিথ্যা, কাল্পনিক উপাস্য : শয়তান, মূর্তি, পাথর, সূর্য-চন্দ্র, তারকা, ফিরিশতা, মানব সকল, যেমন নবী-রাসূলগণকে অনেকেই বিভ্রান্ত হয়ে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করে *ঈসা (আ.)-কে]*। এগুলো হচ্ছে তাগুতের অন্তর্ভুক্ত। অনুরূপ আউলিয়ার কবর। *[মাজার বানিয়ে]*, শাসকের আমলার, নেতা-নেত্রীর আনুগত্যে আত্মসমর্পণ করে তাদের আদেশ-উপদেশকে ধর্মীয় মূল্যবোধের উপরে স্থান দেয় এবং ধর্মীয় মূল্যবোধের বিধিনিষেধকে উপহাস বা অবজ্ঞা করে, ইসলামী শরীয়তকে সেকালের ব্যবস্থা হিসেবে আখ্যায়িত করে মানব রচিত ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করতে সংগ্রাম করে। এ কারণেই তাদেরকে উপাস্যের সাথে শরীক বানায়। কাজেই এগুলোও তাগুতের অন্তর্ভুক্ত। *[আল-কুরআন, সূরা বাকারাহর ইংরেজী অনুবাদ, পৃষ্ঠা নম্বর-৬৬]*

আর **"পথভ্রষ্ট"** বলতে খৃষ্টানদেরকে বুঝানো হয়েছে। এ প্রসংগে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا

مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ.

"বল, হে কিতাবীগণ! তোমরা তোমাদের দ্বীন সম্বন্ধে অন্যায় বাড়াবাড়ি করো না; এবং এই সম্প্রদায় [*খৃষ্টান*] ইতোপূর্বে পথভ্রষ্ট হয়েছে ও অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে *[মিশনারীর মাধ্যমে]* এবং সরল পথ হতে বিচ্যুত হয়েছে তাদের খেয়াল খুশির অনুসরণ করো না।" { *৫-সূরা মায়েদা : ৭৭* }

www.nagorikpathagar.org

ক্রোধে নিপাতিত ও পথভ্রষ্টদের মতোই আজ মুসলিম উম্মাহর অনেকেই [*বিশেষ করে স্বৈরাচারী রাষ্ট্র প্রধান, রাজা-বাদশাহ, সরকার এবং নেতা-দল ইত্যাদি*] অবৈধ কর্ম গোপন করার এবং ক্ষমতায় বলবৎ থাকার জন্য ন্যায়নীতিপরায়ণ মুসলিম চিন্তাবিদ, আলেম ও আদর্শবাদী নেতাকে হত্যা করেছে। মিসরের দুই বিখ্যাত আলেম এবং চিন্তাবিদ, হাসান আল-বান্না ও সাইয়েদ কুতুব (র.) এবং বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীগণ বিশেষভাবে উল্লেখ্য। তাছাড়া সৌদি-আরবসহ অন্যান্য মুসলিম দেশেও বহু ন্যায়বান, নীতিবান, চিন্তাবিদ, সাধারণ মানুষ এবং আলেমদের জীবন অনেক ক্ষেত্রে ঝুঁকিপূর্ণ। কাজেই বলার অপেক্ষা রাখে না যে, উপরোক্ত আয়াতে উল্লিখিত হুকুম শুধুমাত্র বনী-ইসরাঈলের জন্য নয়, বরং যারা সাধারণ মানুষকে হত্যা করে সমাজে সন্ত্রাস সৃষ্টি করবে এবং দ্বীন-ধর্মের নামে শান্তি প্রিয় মানুষকে খুন করবে, তাদের সকলের জন্যই প্রযোজ্য।

"মানুষ মাত্রই ভুল করে।" ভুল করাটি মনুষ্য স্বভাবের বা চরিত্রের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তা'আলাই মনুষ্য স্বভাব বা প্রকৃতি সৃষ্টি করেছেন, তাই তিনি জানেন তার বান্দারা ভুল করবে। আল্লাহ তা'আলা দয়াবান পরম দয়ালু, তাই তাঁর সীমাহীন রহমত থেকে বান্দাদের ভুল সংশোধনের ব্যবস্থা দিয়েছেন। কেউ যদি ভুল করে অন্য কাউকে হত্যা করে, এমনকি এক মুসলিম যদি ভুল করে অন্য মুসলিমকে হত্যা করে তার কি ধরনের শাস্তি হবে অথবা কি ব্যবস্থা নিতে হবে, সে ব্যাপারে নির্দেশনা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا ۚ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا.

"কোনো মু'মিনকে হত্যা করা কোনো মু'মিনের কাজ নয়, তবে ভুলবশত করলে তা স্বতন্ত্র এবং কেউ কোনো মু'মিনকে ভুলবশত হত্যা করলে এক মু'মিন দাস মুক্ত করা এবং তার পরিবারবর্গকে রক্তপণ [*Blood money*] অর্পণ করা বিধেয়, যদি না তারা ক্ষমা করে। যদি সে তোমাদের শত্রু পক্ষের লোক হয় এবং মু'মিন [*মুসলমান*] হয় তবে এক মু'মিন দাস মুক্তি করা বিধেয় আর যদি সে এমন এক সম্প্রদায়ভুক্ত হয় যার সাথে তোমরা অঙ্গীকারবদ্ধ তবে তার পরিবারবর্গকে রক্তপণ অর্পণ এবং মু'মিন দাস মুক্ত করা বিধেয়, আর যে সংগতিহীন সে একাদিক্রমে দুই

www.nagorikpathagar.org

মাস সিয়াম [*রোযা*] পালন করবে। তাওবার জন্য এটা আল্লাহর ব্যবস্থা এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।" {*৪-সূরা নিসা : ৯২*}

মুসলিম সমাজে বর্তমানে যে সমস্ত হত্যা হচ্ছে, তার পেছনে প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ভুল করে হত্যা করেছে এই ধরনের অজুহাত দাঁড় করানোর কোনো অবকাশ নেই। কারণ বিশেষ উদ্দেশ্যে ঠাণ্ডা মাথায় পরিকল্পনা করে অন্যদের হত্যা করা হয়। এই ধরনের হত্যাকারীদের শাস্তি কি সেটি ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। বিনা কারণে নর হত্যা যে কত বড় গর্হিত কাজ সে সম্পর্কে রাসূল (সা.) বলেছেন, *"আল-কাবায়েরের [কবীরা গুনাহ] মধ্যে সবচেয়ে বড় হচ্ছে, ইবাদতের মধ্যে আল্লাহর সাথে আর কাউকে শরীক করা,* ***কোনো মানুষকে হত্যা করা,*** *পিতা-মাতার প্রতি অবহেলা ও উদাসিনতা প্রদর্শন করা এবং মিথ্যা বলা, অথবা বলেছেন: মিথ্যা সাক্ষী দেয়া।" [সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড ৬, ৬৩৯২]।* আবদুল্লাহ (আ.) বর্ণনা করেছেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, *"অন্যায়ভাবে এমন মানব জীবনকে হত্যা করা হয় না, কিন্তু তার অপরাধের কিছু দায়িত্বের বোঝা আদমের প্রথম সন্তানের [কাবিল] উপর বর্তায়। যে বিশ্বের বুকে মানব হত্যার সূচনাকারী।" [সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড ৬, ৬৩৮৮]*

উল্লিখিত হাদীস থেকে স্পষ্ট যে, বিনা কারণে অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যা করা অত্যন্ত গর্হিত কাজ অর্থাৎ মহাপাপ। প্রবৃত্তির অবৈধ ডাকে সাড়া দিয়ে নিরীহ মানুষকে হত্যা করে অনন্তকাল আখেরাতের জীবন নষ্ট করা কারও জন্যই বুদ্ধিমানের কাজ নয়। এই ধরনের নর হত্যাকারীরা দুনিয়াতেও লাঞ্ছিত এবং অপমানিত হয় কারণ তারা মানুষের কাছে ঘৃণার পাত্র এবং সন্ত্রাসী নামে চিহ্নিত, তাই সমাজে অন্যদের মতো তারা স্বাধীনভাবে বসবাস করতে পারে না। এটি কি এই দুনিয়াতে বড় অপমানের ব্যাপার নয়? আর ইসলামী মূল্যবোধের বিধিনিষেধ সম্পর্কে যাদের জ্ঞান আছে তারা যদি মিথ্যা অজুহাতে প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণে নিরীহ মানুষ হত্যায় জড়িত হয় তাহলে তারা শুধুমাত্র মহাপাপের ভাগী হচ্ছে না, বরং তারা শান্তির দ্বীন ইসলামের ভাবমূর্তি নষ্ট করছে। পৃথিবীর মানুষের কাছে ইসলামকে হেয় করছে এবং অনেকের মনে ইসলাম সম্পর্কে অসংগতি প্রশ্ন সৃষ্টি হচ্ছে তার জন্যও তারা দায়ী থাকবে। অদৃশ্য শত্রু মানুষের নাফসে হত্যার পিপাসা সৃষ্টির মাধ্যমে পাপ কাজে জড়িত করে ইসলামী দ্বীনকে পৃথিবীর বুকে হেয় করার জন্য বর্তমানে মুসলিম উম্মাহর একটি দলকে এই গর্হিত কাজে জড়িত রেখেছে। তাই তাদের সকলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হচ্ছে আল্লাহ-সচেতন হয়ে তাকে ভয় করা এবং ইসলাম সম্বন্ধে ভালোভাবে গবেষণা করে প্রকৃত ইসলামকে আবিষ্কার করা।

www.nagorikpathagar.org

সম্পদ ও সময়ের অপচয় এবং অপ্রয়োজনীয় কথা বলা

ধন-সম্পদ ও সময়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। সম্পদ ও সময়ের অপচয় প্রকৃতপক্ষে একই জিনিস কারণ সম্পদ উপার্জনে সময় ব্যয় করতে হয়। তাই বলা হয় "Time is money"। অতএব ধন-সম্পদ বিনা প্রয়োজনে নষ্ট করলে সেটিকে সময়ের অপচয় হিসেবে ধরা যায়। প্রবৃত্তির অবৈধ চাহিদায় অপ্রয়োজনীয় বিলাসিতায় সকলেই কম-বেশি সম্পদ ব্যয় এবং অপচয় করে। নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তু ছাড়াও অতিরিক্ত বিলাসিতায় জীবন যাপনের জন্য সম্পদ উপার্জনে অনেকেই দিন-রাত্রের অধিকাংশ সময় ব্যয় করে। তদুপরি বললে অন্যায় হবে না যে, অনেকেই ধন-সম্পদ উপার্জনে ন্যায়-অন্যায় বিচার করে না। অন্যদের প্রতি অবিচার এবং ন্যায্য দাবি থেকে বঞ্চিত করে শোষণ না করলে, বস্তুত রাতারাতি বিশাল পরিমাণ অর্থ-সম্পদ অর্জন করা যায় না।

অর্থ-সম্পদ উপার্জনে সর্বদা ব্যস্ত থাকায় আল্লাহ্ তা'আলার ন্যায্য হক [*পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়া*] আদায়ের সময় তাদের হাতে আর থাকে না। অথচ দিবা-রাত্রের ২৪ ঘন্টায় মাত্র পাঁচ বেলা ফরয নামায পড়তে হয়। পাঁচ বেলা ফরয নামায আদায় করতে ২৪ ঘন্টায় বড়জোর ১ ঘন্টা সময় ব্যয় হতে পারে। তা সত্ত্বেও অপ্রত্যাশিত কারণে অনেকেই ব্যস্ততার অজুহাতে নামায পড়া থেকে বিরত থাকে। এই ক্ষেত্রে তারা দু'টি অন্যায় করেন, যেমন: ১) নামায না পড়ে নিজের ব্যক্তিগত সময় [*এই সময়টুকুই পরকালে তার জন্য ব্যক্তিগত সম্পদ হিসেবে সাহায্য করবে*] নষ্ট করছে এবং আল্লাহ্ তা'আলার ন্যায্য হক আদায় না করে মহাপাপের ভাগী হচ্ছে; ২) ব্যক্তিগত সময় নষ্ট করে অপ্রয়োজনীয় সম্পদ উপার্জন করছে এবং উপার্জিত সম্পদ আবার অপচয় করে পাপের ভাগী হচ্ছে। তার আসল ক্ষতি দু'দিকেই, অর্থাৎ সে পুরোপুরি ক্ষতিগ্রস্ত।

অবৈধভাবে সম্পদ উপার্জন ও প্রয়োজন ব্যতিরেকে বিলাসিতায় অতিরিক্ত খরচ এবং মূল্যবান সময় নষ্ট করতে কার সাহায্য বেশী কাজ করে এবং কে প্রতিনিয়ত এ কাজে অনুপ্রেরণা দেয়, সেটি হল, মানব প্রবৃত্তির অবৈধ চাহিদা, যাকে বলা হয় "নাফস প্রবৃত্তির অবৈধ চাহিদা"।

অসার অপ্রয়োজনীয় কথা বলায়, গল্প করায়, কারও ব্যক্তি ও পারিবারিক ব্যাপারে আলোচনায়, অন্যদের একান্ত ব্যক্তিগত তথ্য সন্ধানে গোয়েন্দাগিরি করায় এবং মানুষের নামে দুর্নাম রটানোতে নিজের মূল্যবান সময় ব্যয় করতে হয়। এগুলো প্রায় সকলেই বেশি-কম পছন্দ করে। অন্যের ব্যক্তিগত তথ্য জেনে আনন্দ পায়, তদুপরি অন্যদের কাছে গল্পাকারে কিছুটি অতিরঞ্জিত করে বলতেও ভালোবাসে। এটিই মানব নাফসের অদৃশ্য জটিল ব্যাধি। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সব আদম

www.nagorikpathagar.org

সন্তানই এই অদৃশ্য সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। এই অদৃশ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে মানুষ সর্বদাই সময় নষ্ট করে বিধায় সমাজে, পরিবারে ও ব্যক্তি জীবনে অশান্তি এবং ঝগড়া বিবাদের সৃষ্টি হয়, এমনকি মারামারি পর্যন্ত গড়ায়। এই গর্হিত কজের ফলে পরিবার ও সমাজের কাঠামোতে ভাঙ্গন ধরে। এই রকম অন্যায়-অবৈধ কাজে যারা জড়িত থাকে বা আছে বস্তুত তারাও দুইভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। প্রথমত ঃ সময়ের অপচয় করে ক্ষতিগ্রস্ত, দ্বিতীয়ত ঃ অন্যদের জীবনে অশান্তি সৃষ্টির কারণে পাপের ভাগী হয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

অনাবশ্যক গল্পগুজবে আড্ডা মেরে, সিনেমা ও TV-তে অশ্লীল, রুচিহীন অনুষ্ঠান দেখে, Talk show [*অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মানুষের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবন এবং তাদের ব্যবহার সম্পর্কে ব্যঙ্গ অথবা আলোচনা করা হয়*], অতিরিক্ত পরিমাণে বিভিন্ন ধরনের খেলা দেখে এবং পরচর্চা, কুটনামী, দুর্নাম রটানোতে মানুষ সাধারণত ক্লান্ত হয় না। সেখানে তাদের সময়ের কোনো অভাব হয় না অথচ পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামায পড়া ও নিয়মিতভাবে আল-কুরআন পাঠ করার সময় তাদের হাতে থাকে না। যারা নামায পড়ে তাদের অনেকেই অতি সহজেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তাই অমনোযোগী অবস্থায় শুধুমাত্র উঠ-বস করেই নামায সমাপ্ত করে। আবার অনেকেই অজ্ঞতাবশত মন্তব্য করে ধর্মীয় কাজে কোনো বিনোদন নেই। এটিই আসল কথা, কারণ উল্লিখিত অতিরিক্ত বিনোদন, যেগুলো অধিকাংশ মানুষই পছন্দ করে, সেগুলো "নাফস" অথবা নাফসের অবৈধ চাহিদা পূরণের জন্যই বিনোদন হিসেবে কাজ করে। এর মধ্যে আধ্যাত্মিক পুষ্টির ও উন্নতির জন্য কোনো উপাদান নেই, তাই যারা এগুলো নিয়ে বেশি ব্যস্ত থাকে তারা পক্ষান্তরে আধ্যাত্মিকভাবে অন্ধ হয়ে যায়। ফলে পরকালীন জীবনের কোনো গুরুত্ব তখন আর থাকে না।

আজ প্রগতিশীল ও প্রযুক্তির উন্নত বিশ্বে সকলেই বসবাস করছে। ইন্টারনেট সপ্তমাশ্চর্যের চেয়েও অধিকতর আশ্চর্য আবিষ্কার। এটি এমন এক আশ্চর্য যোগাযোগ ব্যবস্থা, ঘরে বসেই সব ধরনের তথ্য সংগ্রহ করা যায়। তাই বলা যায়, বর্তমানে সারা বিশ্বের মানুষ এক আংগুলের স্পর্শের দূরত্বের মধ্যে বসবাস করছে। ইন্টারনেটে চ্যাটিং এবং ফেস বুকে ভিনদেশী যুবক-যুবতীর সাথে পরিচিত হয়ে হৃদয়ের ভাব আদান-প্রদান ও প্রেম নিবেদন করা, নারী-পুরুষের শালীনতাহীন শরীর দেখা, যাবতীয় জিনিস-পত্র ক্রয়-বিক্রয়, যৌন উত্তেজক গান-বাজনা শুনা, মানুষের ব্যক্তিগত আইডি চুরি করা এবং জুয়া খেলা ইত্যাদি আজ সকলের জন্যই অত্যন্ত সহজ হয়েছে। এগুলোতে জড়িত হয়ে এবং আরো বিবিধ ধরনের অন্যায় অবৈধ কাজে ঘুম ত্যাগ করে ঘন্টার পর ঘন্টা ব্যয় করতে মানুষের কোনো ক্লান্তি নেই এবং সময়ের কোনো অভাব হয় না। এছাড়াও অনেকেই ছেলে মেয়েদেরকে ভোর বেলায় ঘুম থেকে জাগিয়ে গান শিখার জন্য

www.nagorikpathagar.org

তালিম হিসেবে গলা সাধতে অনুপ্রেরণা দেন, যাতে করে গানে গলার স্বর ঠিক থাকে এবং মধুর কণ্ঠে গান গাইতে পারে। অথচ মুসলিমদের সবচেয়ে মূলবান তালিম হচ্ছে ভোরের নামায [ফজরের নামায] আদায় করা, কিন্তু অধিকাংশ মা-বাবারা এই গুরুত্বপূর্ণ কাজে সন্তানদের উৎসাহ দেয় না। আরও দুঃখজনক ব্যাপার হলো, অবিভাবকদের অনেকেই হয়তো নামায আদায় করে না।

ইন্টারনেট চালু হওয়ার পর আজাবদি বিশ্বজোড়া হাজার হাজার যুবক-যুবতী, নর-নারীর জীবন এই বিস্ময়কর সংযোগ মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অনেকের জীবন অপ্রত্যাশিতভাবে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এবং দিন দিন তার পরিমাণ বেড়ে চলছে। অতি শীঘ্রই হয়তো এটি বিশ্বজোড়া একটি সংক্রামক রোগের আকার ধারণ করবে। ইন্টারনেটে লাভ-লোকসান সমানভাবে জড়িত আছে, যারা ইন্টারনেটকে নিয়ন্ত্রিতভাবে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহে ব্যবহার করতে পারে তাদের জন্য ইন্টারনেট নিঃসন্দেহে একটি অত্যন্ত মূল্যবান এবং লাভজনক মাধ্যম।

এই পর্যন্ত গণমাধ্যম এবং যোগাযোগ মাধ্যমের ব্যাপারে যা উল্লেখ কার হয়েছে, তাতে পাঠকমণ্ডলীদের চিত্তে একটি বদ্ধমূল ধারণার সৃষ্টি হতে পারে এই ভেবে যে, এগুলো অত্যন্ত গোঁড়া এবং মধ্যযুগীয় চিন্তাভাবনা। অর্থাৎ এদের মধ্যে আধুনিকতার চাহিদা এবং আনন্দ উল্লাসের রস বলতে কিছু নেই। এজন্যই পুনরায় আলোচনা শুরু করার আগে পাঠকমণ্ডলীর অবগতির জন্য বলতে চাই, আমরাও আদম সন্তান, আমাদেরও নাফসের চাহিদা আছে। নিকট অতীতেও অজ্ঞতায়, অবহেলায় জীবনের অনেক মূল্যবান সময় আমরা নষ্ট করেছি। আজও মাঝে মধ্যে TV-তে সংবাদ নাটক-সিনেমা দেখি, সময় পেলে গল্প করি এবং ইন্টারনেটে দরকারি তথ্য, বাণিজ্যিক এবং শিক্ষামূলক সাইটে প্রায় সব সময় কাজ করছি।

অন্যান্য বিষয়ের প্রয়োজনীয় তথ্যের মতোই ইন্টারনেটে ইসলামী মূল্যবোধের মূল উৎস আল-কুরআন এবং আল-হাদীস বিশ্বের মানুষের কাছে পৌছাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বিশ্বের প্রখ্যাত তেলাওয়াতকারীদের আল-কুরআনের তেলাওয়াত শ্রবণ করা যায় এবং বিভিন্ন ভাষায় আল-কুরআনের অনুবাদ পড়া যায়। ইসলাম সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরও অতি সহজে ঘরে বসেই বিখ্যাত আলেমদের কাছ থেকে জানা যায়, এগুলো নিঃসন্দেহের ইন্টারনেটের অমূল্য অবদান। তবে এটি অনস্বীকার্য যে, ইসলাম বিরোধীদের ইসলাম সম্পর্কে অপপ্রচারও অনেকাংশে বেড়ে গেছে, তাতে অনেকেই আবার ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। কাজেই ইসলাম সম্পর্কে ইন্টারনেটে প্রচারিত তথ্য গ্রহণ করার পূর্বে তার সত্যতা সম্পর্কে ভালোভাবে যাচাই করার প্রয়োজন রয়েছে। ইসলাম সম্পর্কে অপপ্রচারে এবং মানব সন্তানকে অপ্রয়োজনীয় কাজে ব্যস্ত রাখতে এ সমস্ত মাধ্যমে প্রচারিত

www.nagorikpathagar.org

অসংগতি উত্তেজক দৃশ্য এবং নারী-পুরুষের সংমিশ্রণে অশ্লীল বিষয়গুলো হচ্ছে মানুষের শত্রু "শয়তানের" কারসাজি। আধুনিক কালের সব প্রখ্যাত আলেম এবং বুদ্ধিজীবীরা এ রকম মন্তব্য করে থাকে।

নিঃসন্দেহে বলা যায়, টিভি, ইন্টারনেট, মোবাইল ফোন এবং অন্যান্য বিনোদনের মাধ্যম মানুষের জীবনকে অনেক ক্ষেত্রে সহজ করেছে এবং সারা বিশ্বের মানুষকে করেছে নিকটতম প্রতিবেশী। সবার সাথে সহজে অতি সত্বর যোগাযোগ করার বা রাখার বিস্ময়কর ব্যবস্থা আজ ইন্টারনেট। তা সত্ত্বেও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, এই যোগাযোগ ব্যবস্থা মানুষের ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনে অশান্তি সৃষ্টির জন্য অন্যতম সূত্র হয়েছে। প্রতিটি বস্তুতেই ভালো-মন্দ দু'টি গুণ বিদ্যমান থাকে। তবে ব্যবহার করার প্রক্রিয়ায় অনিয়ন্ত্রিত হওয়ার প্রভাব বেশি থাকায় অনেক বস্তুতে যখন ভালোর তুলনায় মন্দের পরিমাণ বেশি থাকে, তখনই সে বস্তু হয়ে যায় খারাপ। অথবা ভালো-মন্দের পরিমাণে সুসামঞ্জস্য থাকলেও প্রয়োজনের তুলনায় বেশি ব্যবহার করলে যদি ক্ষতির কারণ হয়, তখনই সে বস্তু হয় বিপজ্জনক। বাঁচার জন্য বিভিন্ন ধরনের পুষ্টিকর খাবার যেমন প্রয়োজনীয়, তেমন বেশি পরিমাণে পুষ্টিকর খাবার খেয়েও মানুষ নিজের ক্ষতি করতে পারে। প্রয়োজনের তুলনায় বেশি খেয়ে মানুষ নানা ধরনের কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়, তাতে মানসিক ও আর্থিকভাবে পরিবার ও সমাজ উভয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রত্যাশিত প্রগতিতে ও উন্নয়নে বাধাবিঘ্নের সৃষ্টি হয়।

আরেকটি বিষয় উল্লেখ্য, টিভি এবং ইন্টারনেট বিশ্বব্যাপী যে সাংস্কৃতিক বিপ্লব সৃষ্টি করেছে তা বিশেষ কোনো একটি গোষ্ঠীর জন্য কল্যাণকর বা লাভজনক হলেও সবার ক্ষেত্রে এটা সমানভাবে হিতকর নয়। কারণ টিভিতে এবং ইন্টারনেটে যে সংস্কৃতি আজ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়েছে, তার প্রভাবে মানবজাতির একটি বৃহত্তর অংশ মানসিকভাবে অস্থিরতায় জীবন যাপন করছে। তবে বিশেষভাবে মুসলিম উম্মাহর জন্য এই মাধ্যমে প্রচারিত সংস্কৃতি আরও বিপজ্জনক। কারণ ইসলাম শুধুমাত্র কতিপয় আনুষ্ঠানিক আচার-আচরণ এবং রীতিনীতি সম্পৃক্ত সংস্কৃতি অথবা ধর্ম নয় বরং ইসলাম মানবজাতির জন্য আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত এবং প্রতিষ্ঠিত একটা পরিপূর্ণ জীবনাদর্শ, যার সংস্কৃতি হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণের একটি সুস্পষ্ট ও সুনিশ্চিত ব্যবস্থা। মানুষ প্রতিদিনের জীবন যাপনে সংস্কৃতি হিসেবে একটা নির্ধারিত রীতিনীতি অনুসরণে ব্যবহার করবে। উল্লিখিত মাধ্যমে প্রচারিত বিপ্লবী সংস্কৃতির অধিকাংশ রীতিনীতি এবং আচার-আচরণই ইসলামী সংস্কৃতিতে গ্রহণযোগ্য নয়। এই বিপ্লবী সংস্কৃতির রীতিনীতি এবং আচরণ সাময়িকভাবে লাভবান হওয়া এবং

www.nagorikpathagar.org

চিত্ত বিনোদনের উৎস হলেও প্রকৃতপক্ষে সার্বিকভাবে ভবিষ্যতের জন্য এর ফলাফল অত্যন্ত বিপজ্জনক হবে।

এ ব্যাপারে অন্যদের সংস্কৃতি, বিশেষভাবে পাশ্চাত্যের বর্তমান সংস্কৃতি উল্লেখযোগ্য : বিবাহপূর্ব যুবক-যুবতীর ডেইটিং-এ জড়িত হয়ে যৌনতা, নারী-পুরুষের অবাধ সংমিশ্রণ, বিভিন্ন চিত্ত বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানে নর-নারীর দেহ প্রদর্শনে শালীনতাহীন যৌন-উত্তেজক দৃশ্য, মদ্যপান, জুয়া খেলা, বিবাহিত নর-নারীর গোপন প্রেমে এবং ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া, নাটক-সিনেমায় মানব হত্যায় হিংস্রতা এবং ড্রাগ-ট্রাফিকিং ইত্যাদি আজ সবার জন্যই আতঙ্কের ব্যাপার হয়েছে। ধীশক্তিসম্পন্ন মানবের সহজাত মূল্যবোধে প্রতিষ্ঠিত একটি আদর্শমূলক, সুশৃংখলনীতি ভিত্তিক সমাজে এই ধরনের সংস্কৃতি নিঃসন্দেহে আশাতিত নয়, তাই গুরুতর অন্যায়ের কাজ। তবুও বলতে বাধা নেই একটি বিশেষ গোষ্ঠীর স্বার্থে আজ প্রায় সকলেই এই বিধ্বংসী সংস্কৃতিকে সহজে গ্রহণ করেছে, তাতে মানুষের ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনে অনেক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে, সেটি তারা বুঝতে পারছে না।

অনেকেই এই সমস্ত আচার-আচরণকে বিশ্বের সাথে সংগতি রেখে সামাজিক উন্নতিতে প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক এবং অতি আধুনিকতার অংশ হিসেবে গণ্য করে থাকে। তাই এই ধ্বংসাত্মক সাংস্কৃতিক বিপ্লবের প্রভাবে বর্তমানে বিশেষ কিছু টিভির প্রোগ্রামের এবং প্রচারিত অধিকাংশ সিনেমার মূল বিষয়বস্তুতে রয়েছে এই সংস্কৃতির প্রগতির সমর্থনে অকাট্য ভূমিকা। মানবজাতিকে আধুনিক সংস্কৃতির নামে সভ্যতার অনুশাসন থেকে অসভ্যতায় আত্মসমর্পণ করার জন্য টিভি এবং ইন্টারনেটের মাধ্যমে এই সমস্ত প্রোগ্রাম এবং সিনেমা এক মুহূর্তেই সারা দুনিয়াতে প্রচারিত করা হচ্ছে। কাজেই এই অসভ্য সংস্কৃতির জন্য আজ কাউকে ঘরের বাইরে যেতে হয় না। দর্শকদের মধ্যে অধিকাংশই হয়ত এই সমস্ত প্রোগ্রামের এবং সিনেমার ভাষা বুঝতে পারে না তাতে কোনো সমস্যা নেই। কারণ নর-নারীর অর্ধ উলঙ্গ দেহের প্রদর্শনে যৌনাবেদন সৃষ্টিতে ভাষার কোনো ভূমিকা নেই। মানব প্রবৃত্তি এক্ষেত্রে অত্যন্ত স্পর্শকাতর এবং আবেগপ্রবণ। তাই নর-নারীর শালীনতাহীন সংমিশ্রণে সৃষ্ট অশ্লীলতার আবেদন অতি সহজেই সব আদম সন্তানকে প্রভাবিত করতে পারে।

ইসলামী সংস্কৃতি অশ্লীলতা বর্জিত আধ্যাত্মিকভাবে পরিশুদ্ধ হয়ে নৈতিকতায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য সুশৃংখল রীতি-নীতি সম্পৃক্ত পূর্ণাঙ্গ জীবনাদর্শের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাই প্রবৃত্তির অবৈধ চাহিদায় প্রণীত আচার-আচরণ, অশ্লীলতা, নীতি বর্জিত অনুষ্ঠান ইসলামী সংস্কৃতির বিরুদ্ধে। লোভী ব্যবসায়ীদের কাছে ইসলামী সংস্কৃতি হচ্ছে অপছন্দনীয় এবং বাণিজ্যিকভাবে সফলতা অর্জনের

www.nagorikpathagar.org

অন্তরায়। কাজেই ইসলাম বিরোধীরা অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে টিভিতে এবং ইন্টারনেটে প্রচারিত অনুষ্ঠান ও সিনেমার মাধ্যমে মুসলিম জাতির ভবিষ্যৎ প্রজন্ম, তরুণ-তরুণী এবং নারী-পুরুষদের প্রবৃত্তির চাহিদাকে মূলধন হিসেবে ব্যবহার করে, তাদেরকে তথাকথিত আধুনিক সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট করতে বিভিন্নভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

ব্যবসায়িকভাবে লাভবান হওয়া এবং আন্তর্জাতিকভাবে প্রচলিত একটি শক্তিশালী গোষ্ঠীর বিভ্রান্ত উদ্দেশ্য এর পেছনে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশের যবক-যুবতীরা এই সমস্ত অশ্লীলতা এবং নগ্নতার দৃশ্য ও নারী-পুরুষদের অবাধ মেলামেশার দৃশ্য দেখে তারাও বিভিন্নভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে নানা ধরনের অপ্রত্যাশিত সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। বিয়ে ছাড়া Living together, বিবাহ পূর্ব যৌনতা, জারজ সন্তানের জন্ম, নানা ধরনের ধ্বংসাত্মক সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হওয়া, অতিতুচ্ছ কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ, সংসার জীবনে অপ্রত্যাশিত অশান্তি এবং সন্তানদের অপরিণত বয়সেই নীতি বর্জিত কার্যকলাপ ও নর-নারীর যৌনতা সম্পর্কে জ্ঞানার্জন, সন্ত্রাসমূলক কর্ম এবং মদ্যব্যবসা ইত্যাদিতে বাংলাদেশের অনেকেই আজ অন্যদের তুলনায় পিছিয়ে নেই। এই অনিষ্টকর উপসর্গের অধিকাংশই প্রচারিত হয় বিধর্মীদের টিভিতে বিশেষ করে পাশ্চাত্যের প্রগতিশীল সংস্কৃতির সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে।

বাংলাদেশ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ। দেশের প্রায় ৯০% জনগোষ্ঠী হচ্ছে রক্ষণশীল মুসলিম, তাই রক্ষণশীল মুসলিম দেশের ব্যক্তি, পরিবার এবং সামাজিক জীবনে একমাত্র ইসলামী মূল্যবোধের আদর্শে প্রণীত সংস্কৃতিই গ্রহণযোগ্য। রক্ষণশীল মুসলিম সমাজে নির্ধারিত বিধানে শান্তিপূর্ণভাবে জীবন যাপনের জন্য বাংলাদেশিদের নিজস্ব সংস্কৃতি রয়েছে। বাংলাদেশিদের সংস্কৃতিতে অনেক কুসংস্কার এবং কিছু "বিদ'আত থাকলেও বিদেশী ধ্বংসাত্মক ও অশ্লীল সংস্কৃতির তুলনায় অনেকাংশে ভালো, কারণ ইসলামের দৃষ্টিতে মুসলিম বাংলাদেশিদের সংস্কৃতির অধিকাংশই গ্রহণযোগ্য। বাংলাদেশে ইসলামী সংস্কৃতিতে যে কুসংস্কার ও বিদ'আত আছে, সেগুলোও বিদেশীদের ষড়যন্ত্রে পর্যায়ক্রমে সংস্কৃতি হিসেবে গৃহীত হয়েছে। ধর্মের বিধিনিষেধে কুসংস্কার ও বিদ'আত সংযোজন করলে, মূল ধর্মের বিধিনিষেধ থেকে বান্দাদের ক্রমশ দূরে সরিয়ে দেয়। সময়ের পরিবর্তনের সংগে এই কুসংস্কার ও বিদ'আতগুলোই ধর্মীয় মূল্যবোধের বিধিনিষেধ হিসেবে গৃহীত হয়ে থাকে তাতে বান্দা ধর্ম পালনের মাধ্যমে লাভবান হওয়ার তুলনায় বেশী ক্ষতিগ্রস্তই হয়। ধর্মীয় মূল্যবোধে বিশেষ করে ইবাদতে বিদ'আত সম্পর্কে রাসূল (সা.) উম্মতকে বিশেষভাবে সতর্ক করেছেন, 'রাসূল (সা.) বলেছেন : *"যে*

www.nagorikpathagar.org

ব্যক্তি আমাদের এই দ্বীনের {ইসলামের} ব্যাপারে এমন নতুন কিছু সৃষ্টি করে, যা তার অন্তর্ভুক্ত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত।" [সহীহ আল-বুখারী ও মুসলিম; রিয়াদুস সালেহীন, খণ্ড ১, ১৬৯]

জাবের (রা.) বলেন : "*রাসূল (সা.) যখন বক্তৃতা দিতেন [বিদ'আতের ব্যাপারে] তখন তার চোখ দু'টি লাল হয়ে যেত, তার আওয়াজ বড় হয়ে যেত এবং তার রাগ বৃদ্ধি পেত যেন তিনি কোনো সেনাবাহিনীকে সতর্ক করছেন। তিনি বলতেন, 'আল্লাহ তোমাদের সকাল-সন্ধ্যায় ভালো রাখুন।' তিনি আরও বলতেন, 'আমাকে কেয়ামতসহ এভাবে পাঠানো হয়েছে।' এ কথা বলে তিনি তার মধ্যমা ও তর্জনী অঙুলি মিশাতেন {কেয়ামত বেশী দূরে নয়}। তিনি আরও বলতেন, 'অতঃপর সবচেয়ে ভালো কথা হচ্ছে আল্লাহর নিয়ম। আর {দ্বীনের ব্যাপারে} নতুন {বিদ'আত} বিষয়গুলো {নতুন বিষয় সৃষ্টি করা} সবচেয়ে খারাপ। আর সব বিদ'আতই ভ্রান্ত।' তারপর তিনি বলতেন : 'আমি প্রত্যেক মু'মিনের জন্য তার নিজের চেয়ে উত্তম। যে ব্যক্তি কোনো সম্পদ রেখে যায় তা তার পরিবারবর্গের জন্য। আর যে ব্যক্তি কোনো কর্য অথবা অসহায় সন্তান রেখে যায় তার দায়িত্ব আমারই উপর {মুসলিম সরকারের দায়িত্বে}।" [সহীহ মুসলিম; রিয়াদুস সালেহীন, খণ্ড ১, ১৭০]*

একটি জাতির ঐতিহ্যকে বিকৃত করে ধ্বংস করতে সেই জাতির আদি সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং ইতিহাসকে প্রথমে কলুষিত করতে হয়। মানব ইতিহাসে এর পক্ষে বহু উদাহরণ রয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ ঔপনিবেশিক দেশগুলোতে এ কাজে উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করেছিল। মুসলিম দেশগুলোকে উপনিবেশে পরিণত করার পর তাদের সর্ব প্রথম এবং প্রধান উদ্দেশ্য ছিলো মুসলিমদের ধর্মীয় আদি সংস্কৃতিকে কলুষিত করে বিকৃত করা। তাদের ধারণা ছিলো কলুষিত করে সংস্কৃতিকে বিকৃত করতে পারলেই মুসলিমদের ঐতিহ্য ক্রমশই ধ্বংস হবে, তাতে মুসলিম উম্মাহ নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব ও কর্তব্য এবং পরস্পরের প্রতি দায়িত্ব ভুলে গিয়ে ব্রিটিশদের প্রজায় এবং গোলামে পরিণত হবে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা হরণ এবং ইংরেজদের শাসন পদ্ধতি থেকে সকলেই এ ব্যাপারে ভালোভাবে অবগত আছে। তদুপরি ব্রিটিশ উপনিবেশে যে সমস্ত মুসলিম দেশ ছিলো তাদের বর্তমান সংস্কৃতির অবস্থা থেকে এটি আরও সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায়।

বাংলাদেশের সামাজিক এবং পারিবারিক জীবন হচ্ছে ধর্মীয় মূল্যবোধ ভিত্তিক। সামাজিক, পারিবারিক ও ব্যক্তি জীবন এবং সংস্কৃতি ভিত্তিক নাটক-সিনেমা ও উপন্যাস একটি দেশের বা জাতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। তাই ধর্মীয় মূল্যবোধের সীমালঙ্ঘন না করে সৃষ্ট অশ্লীলতা বর্জিত নাটক-সিনেমার মাধ্যমে একটি সংস্কৃতিকে সঠিকভাবে পরিবেশন করে বিভ্রান্ত আচর-আচরণকে পরিশোধন করা যায়। উল্লেখ্য "মাটির ময়না" সিনেমায়, একটি

www.nagorikpathagar.org

মুসলিম সমাজের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে এবং ধর্মীয় জীবনের অনেকগুলো কুসংস্কারের বা "বিদ'আতের" বিরুদ্ধে নীরবে প্রতিবাদ করা হয়েছে। এই ধরনের নাটক-সিনেমা থেকে দেশের যুবক-যুবতী এবং অন্যরাও শিক্ষা লাভ করতে পারে। গত কয়েক বছর যাবৎ বাংলাদেশের টিভিতে বেশ কিছু নাটক এবং সিনেমা প্রচারিত হয়েছে, যেগুলোতে রক্ষণশীল মুসলিম বাংগালি সমাজের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। যদিও এগুলোর মধ্যে ধর্ম সম্বন্ধে কিছু ভুল তথ্য আছে তবুও বিদেশী অশ্লীলতায়, নগ্নতায় ভরা এবং বিধর্মীদের সংস্কৃতির ভিত্তিতে তৈরি নাটক-সিনেমার তুলনায় হাজার গুনে ভালো। তবে মজার ব্যাপার হলো মানুষের নাফস বা প্রবৃত্তির শয়তান প্রকৃতপক্ষে বিদেশী নগ্ন ও অশ্লীল সংস্কৃতিই বেশী পছন্দ করে। তাই প্রগতির নামে আজ মুসলিম সমাজ ভবিষ্যতের পরিণতি সম্পর্কে চিন্তা না করে পাশ্চাত্যের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সাথে প্রতিযোগিতায় আত্মনিয়োগ করেছে। তবে বিশ্বাস করা যায়, তাদের এই প্রতিযোগিতা বিশেষ করে বাংলাদেশের সমাজে ইনশাআল্লাহ বেশী দিন টিকে থাকবে না। কারণ এই বিধ্বংসী সাংস্কৃতিক বিপ্লবের উদ্দেশ্য মুসলিম বাংলাদেশিদের দ্বীন বা ধর্মীয় মূল্যবোধ এবং রক্ষণশীল জীবন যাপনের সম্পূর্ণ বিপরীত। এই মন্তব্যের পক্ষে সমর্থন হিসেবে উল্লেখ করা যায় বসনিয়া এবং তুর্কীর ঘটনা। ইসলাম বিরোধী সংস্কৃতির প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে বসনিয়া এবং তুরস্ক ধর্মীয় মূল্যবোধ ও জীবন ব্যবস্থা থেকে পর্যায়ক্রমে দূরে সরে যায়। অর্থাৎ বিদেশী বিধর্মী সংস্কৃতি হয়ে উঠে তাদের জীবন যাপনের সংস্কৃতি আর ইসলাম প্রণীত ধর্মীয় মূল্যবোধে প্রতিষ্ঠিত জীবন ব্যবস্থা এবং ধর্মীয় অনুশাসন হয়ে যায় তাদের কাছে অপরিচিত সংস্কৃতি।

কিন্তু গত শতাব্দীর শেষের দিকে সংঘটিত ঘটনা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় এই দুই দেশই অনেক উত্থান পতনের পর আবার ধর্মীয় জীবনে ফিরে আসা শুরু করেছে। বিশেষভাবে উল্লেখ্য, তুরস্কের জনগণের চাপে বাধ্য হয়ে সরকার ইসলামী জীবনাদর্শের প্রতি দৃষ্টি দিয়েছে। সরকারী-বেসরকারী অফিসে ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নারীর "হিজাব" পালন সেখানে নিষিদ্ধ ছিলো, বর্তমানে নির্বাচিত সরকার হিজাব সম্পর্কে নিষিদ্ধ আইন তুলে নিয়েছেন। এক্ষেত্রে বাংলাদেশী নারী সমাজ সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন। বাংলাদেশি মুসলিম সমাজ ধর্মীয় স্বাধীনতা ও অনুশাসনের ব্যাপারে অন্যান্য মুসলিম দেশের তুলনায় যথেষ্ট সতর্ক এবং ধর্মীয় মূল্যবোধের বিধিনিষেধ পালনে তাদের সব ব্যাপারেই স্বাধীনতা আছে। এটি নিঃসন্দেহে বাংলাদেশি মুসলিমদের জন্য আল্লাহ তা'আলার সীমাহীন কৃপা। তাই বলা যায়, নাফস- প্রবৃত্তির চাহিদার প্রভাবে প্রভাবিত হলেও মুসলিম উম্মতের প্রকৃতিগত স্বভাবের কারণে তারা শয়তানিক প্রভাবে আত্মসমর্পণ করে বেশী দিন টিকে থাকতে পারে না। সংস্কৃতি বিকৃতকরণে বিদেশী ষড়যন্ত্রকারীদের সাথে

www.nagorikpathagar.org

বাংলাদেশে এক শ্রেণীর ব্যবসায়ীদের বাণিজ্যিক সফলতায় বিদেশী সংস্কৃতি উত্তরণে আঁতাত থাকলেও সেটি অত্যন্ত সাময়িক। বাংলাদেশি সাধারণ মুসলমানদের দ্বীনের প্রতি ভালোবাসা বা ধর্মীয় মূল্যবোধ ও অনুশাসনের রীতিনীতি যে তাদের চরিত্রের মূল ভিত্তি সেটি বুঝা যায় "মাটির ময়না" এবং আরও অনেক পরিচ্ছন্ন ছায়াছবি দেখার জন্য সিনেমা হলের তাদের অস্বাভাবিক পরিমাণে উপস্থিতি।

বিদেশী টিভিতে যে সমস্ত প্রোগ্রাম দেখানো হয়, তাতে অনেক ভালো শিক্ষামূলক প্রোগ্রাম অবশ্যই আছে। কিন্তু প্রবৃত্তির শয়তান ভালো প্রোগ্রামের পরিবর্তে খারাপগুলো দেখার জন্য অনুপ্রেরণা দিয়ে থাকে। তাই টিভি এবং ইন্টারনেট থেকে ভালো শিক্ষামূলক প্রোগ্রাম এবং প্রয়োজনীয় বিষয় বাছাই করে গ্রহণ করতে চাইলেও প্রবৃত্তির অবৈধ চাহিদা তার বিপক্ষে কাজ করে। এটি কোনো তাত্ত্বিক ব্যাপার নয়, বস্তুত সকলেরই এ ব্যাপারে অভিজ্ঞতা আছে তাই অবশ্যই এটি একটা বিরাট সমস্যা। এ সমস্যার সমাধানে কি করা যায়? বস্তুত মধ্যপন্থী ভারসাম্যপূর্ণ জীবন যাপনই হচ্ছে এ সমস্যার মূল সমাধান। ইসলামী জীবনাদর্শ হচ্ছে মধ্যপন্থী হয়ে জীবন যাপনের বিধান। এর অর্থ এরকম নয় যে, সব ধর্ম থেকে কিছু কিছু অংশ নিয়ে মধ্যপন্থী জীবন ব্যবস্থার সৃষ্টি করা। ইসলামী দ্বীনের ভিত্তি ৫ স্তম্ভ এবং বিশ্বাসের ৬টি অনুচ্ছেদের ব্যাপারে অন্য ধর্মের সাথে মুসলিম উম্মত কোনো প্রকার আপোস করতে পারবে না। মধ্যপন্থী জীবন হল ইসলামী জীবন ব্যবস্থার অনুশাসনে বন্ধন মুক্ত বা নিয়ন্ত্রণহীন [lose] এবং চরমপন্থী [extremism] আদর্শের মাঝামাঝি ভারসাম্য জীবন। মুসলিম উম্মাহকে আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনে এবং সুন্নাহতে বর্ণিত অনুশাসনে প্রতিষ্ঠিত করে ভারসাম্য জাতি করেছেন, যাতে তারা অন্যদের জন্য উদাহরণ সৃষ্টি করতে পারে। এ প্রসংগে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَٰكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔

"এমনিভাবে আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী সম্প্রদায় করেছি, যাতে তোমরা সাক্ষ্যদাতা হও মানবজাতির জন্য এবং যাতে রাসূল সাক্ষ্যদাতা হন তোমাদের জন্য।" { *২-সূরা বাকারাহ : ১৪৩* }

উল্লিখিত মধ্যম ব্যবস্থা এবং তার অনুশাসন ভালোভাবে বুঝার জন্য দরকার হয় ইসলামী দ্বীনি বা মধ্যপন্থী জীবন ব্যবস্থা সম্পর্কে তার সুস্পষ্ট জ্ঞান লাভ করা। এই জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে জীবন যাপনের সর্বক্ষেত্রে ভারসাম্যতা রক্ষা এবং বিধান সম্পর্কে অন্যদের অবহিত করার আবশ্যকীয় দায়িত্ব রয়েছে প্রতিটি শিক্ষিত ধীশক্তিসম্পন্ন মুসলিমের উপর। মুসলিম উম্মাহ এই গুরুদায়িত্ব পালনে অবহেলা করায় বর্তমানে তারা নানা সমস্যায় জর্জরিত হয়েছে এবং অন্যেরাও ইসলামী

www.nagorikpathagar.org

জীবনাদর্শের স্বচ্ছতা ও উৎকৃষ্টতা দেখতে পাচ্ছে না। বরং মুসলিমদের বিশেষ একটি গোষ্ঠীর অসংগত কার্যকলাপের জন্য অবিশ্বাসীদের কাছে ভারসাম্য পন্থায় শান্তি প্রতিষ্ঠার ধর্ম ইসলাম হয়েছে চরমপন্থী ধর্ম।

মুসলিম উম্মাহর একটি অংশ অতিমাত্রায় এই সমস্ত আধ্যাত্মিকতা বিরোধী মিডিয়ায় জড়িত হয়ে নিজেরা নানা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে এবং জীবনের মূল্যবান সময় এবং সম্পদ অপচয় করছে। অথচ একনিষ্ঠ অন্তরে বিশ্বাসী মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও মুসলিম উম্মাহর লক্ষণীয় অংশ সময়ের অভাবে নিয়মিতভাবে নামায আদায় করে না। অর্থ-সম্পদ ও সময়ের এই অপচয় হল, তাদের জন্য সবচেয়ে বড় ক্ষতি অথচ তারা বুঝতে পারে না। ধর্মপ্রাণ কোনো মুসলিমই সময় না পাওয়ার অজুহাতে ফরয দায়িত্ব নামায আদায় করা থেকে বিরত থাকতে পারে না। কারণ নামাযের ব্যাপারে এই দায়িত্বহীনতা হচ্ছে মুসলিম শব্দের বিপরীতে।

মুসলিম শব্দের অর্থ আল্লাহ তা'আলার কাছে একনিষ্ঠভাবে আত্মসমর্পণকারী ব্যক্তি। নামায আদায় করা ব্যতিরেকে আল্লাহ তা'আলার কাছে আত্মসমর্পণ করার আর কোনো পন্থা নাই। প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায নিয়মিতভাবে আদায় করার মাধ্যমে আত্মসমর্পণকারী হিসেবে সে তার প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে, তাতে প্রভু ও ভৃত্যের মধ্যে গভীর ভালোবাসা এবং অর্থবহ সম্পর্ক তৈরি হয়। আশা করা যায়, সে সম্পর্কের ভিত্তিতে শেষ বিচার দিবসে সে ইনশাআল্লাহ, আল্লাহ তা'আলার অশেষ রহমতে স্থান পাবে। তাই যারা এই ক্ষণস্থায়ী পার্থিব জীবনের প্রতি বেশী আকৃষ্ট হয়ে অপ্রয়োজনীয় কাজে সময় অপচয় করে নামায আদায় করা থেকে বিরত থাকছে তারা প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার সাথে নিয়মিতভাবে যোগাযোগ রক্ষা না করায় পরিশেষে সম্পূর্ণরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কারণ শেষবিচার দিবসে মুসলিম উম্মতের বিচার শুরু হবে নামায দিয়ে। রাসূল (সা.) বলেছেন, "The first act that the slave will be accountable for on the Day of Judgement will be prayers. If it is good, then the rest of his/her acts will be good. And if it is evil, then the rest of his/her acts will be evil. *{At-Tabari, Fiqh-us-Sunnah, As-Sayyid Sabiq, Vol. I, Page 75}*

আবু হুরায়রা (রা.) বলেন ঃ আমি রাসূল (সা.)-কে বলতে শুনেছি যে, কেয়ামতের দিনে বান্দার আমলের মধ্যে সর্বপ্রথম হিসাব নেয়া হবে ফরয বা আবশ্যক সালাতের। যদি তা সঠিক বলে গণ্য হয় তবে সে হবে কল্যাণ প্রাপ্ত ও সফলকাম। আর যদি তা সঠিক বলে গণ্য না হয় তবে সে হবে ক্ষতিগ্রস্ত।' ফরযের মধ্যে যদি কোন ত্রুটি দেখা যায় তবে প্রভু বলবেন, লক্ষ্য কর, আমার

www.nagorikpathagar.org

বান্দার কোনো নফল আমল আছে কি? তা দিয়ে তার ফরযের যতটুকু ত্রুটি আছে তা পূরণ করে দাও। পরে এতদনুসারেই হবে অন্যান্য সব আমলে অবস্থা। *[তিরমিযী-৪১৩]*

মানবজাতির সকলেই তবে বিশেষভাবে আল্লাহ তা'আলার বান্দা মুসলিম উম্মত সর্বক্ষেত্রে পরাজিত হোক এবং সম্পদ ও সময় অপচয় করে অবহেলায় অজ্ঞতায় জীবন কাটিয়ে মৃত্যুবরণ করে দোযখবাসী হোক, সেটিতো একজনই পছন্দ করে, যার পরিচয় ও কার্যকলাপের পদ্ধতি নিয়েই এই আলোচনা। এই অদৃশ্য সৃষ্টির পরিচয় আর কোনো গোপন ব্যাপার নয়, সে মানুষের শত্রু "শয়তান" ইবলিস, যে নাফসের অবৈধ চাহিদাকে সম্বল করে তার উদ্দেশ্য চরিতার্থ করে থাকে।

(ক) সময় মূল্যবান সম্পদ

সম্পদ উপার্জন ও ব্যয় করতে, পরচর্চা, পরনিন্দা, অন্যের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহে গোয়েন্দাগিরি, দুর্নাম রটানো এবং কাউকে উপহাস করা ইত্যাদিতে প্রচুর সময় ব্যয় হয়। পার্থিব জীবনের সব সম্পদের মধ্যে সময় সবচেয়ে মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। পার্থিবে প্রতিটি আদম সন্তানের জন্য রয়েছে একটি নির্ধারিত আয়ুষ্কাল, যার পরিমাণ প্রতিমুহূর্তে কমে যায়। তাই আমার প্রাণ প্রিয় বাবার দেয়া অনেকগুলো উপদেশের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ ছিলো সময় সম্পর্কে। তিনি প্রায়শঃ বলতেন, "হে আমার পুত্র! সময় সম্পর্কে সতর্ক হও। যে মিনিট তোমার জীবন থেকে ঝরে গেল সেটি তোমার জীবনে আর ফিরে আসবে না।" এই সত্য কথা ও গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ আমার জীবনে লক্ষণীয়ভাবে সাহায্য করেছে। বাবার উপদেশ অনুযায়ী সময় সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন করে আমি ব্যক্তি জীবনে আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় অনেক লাভবান হয়েছি। সময় অপচয় করে মানুষ শুধুমাত্র আখেরাতেই নয় বরং পার্থিব জীবনেও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সূরা আল-আসর আল-কুরআনের ছোট সূরার একটি, মাত্র তিনটি আয়াত নিয়ে এই গুরুত্বপূর্ণ সূরা নাযিল হয়েছে। এই সূরায় মূল্যবান সম্পদ সময় সম্পর্কে উপদেশ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা মনুষ্যজাতিকে সতর্ক করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

وَالْعَصْرِ. إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ. إِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ.

"সময়ের *[আল-আসর]* শপথ, মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত, কিন্তু তারা নয়, যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পর সত্যের উপদেশ দেয় ও ধৈর্যের উপদেশ দেয়।" *[১০৩-সূরা আল-আসর : ১-৩]*

www.nagorikpathagar.org

সময়ের শপথে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "প্রকৃতপক্ষে মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত।" এই সময় হচ্ছে মানুষের পার্থিব জীবনায়ু। সময়ের সঠিক মূল্যায়ন ও সদ্ব্যবহারে মানুষ সফল হতে পারে আবার অবহেলায় অপব্যয়ে মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। অথচ মহামূল্যবান সম্পদ সময় সম্পর্কে অধিকাংশ মানুষই উদাসীন বিধায় ক্ষতিগ্রস্ত। কারণ প্রবৃত্তির অবৈধ-অন্যায় চাহিদায় অনুপ্রাণিত হয়ে মানুষ জীবনের মূল্যবান সময় অবহেলায় অপ্রয়োজনীয় কাজে ব্যয় করে। মানব প্রকৃতি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভালো জানেন। একটি বিশেষ প্রকৃতি দিয়ে বিশেষ উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। মানব সন্তান যাতে এই উদ্দেশ্যে সার্থক হতে পারে তার জন্য মনুষ্যজাতিকে আল-কুরআনে সময় সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা সতর্ক করেছেন। মানবজাতির বিশেষ একটি দল সর্বদা সময়ের সদ্ব্যবহারে পৃথিবী ও পরকাল উভয় ক্ষেত্রেই সফল হবে। সময়ের সদ্ব্যবহার কিভাবে এবং কেমন পদ্ধতিতে করলে মানুষ লাভবান হবে, সেটি আল্লাহ তা'আলা উপরোল্লিখিত সূরার তিন নম্বর আয়াতে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। এই আয়াত ইসলামী মূল্যবোধের সারাংশ, যাকে ইসলামী জীবনাদর্শের ভিত্তিও বলা যেতে পারে। সূরায় বর্ণিত বিষয়ের গুরুত্ব বুঝানোর জন্য প্রখ্যাত ইমাম [ইমাম শাফেয়ী (র.)] বলেছেন "আল্লাহ তা'আলা যদি মানুষের হেদায়াতের জন্য শুধুমাত্র এই সূরা নাযিল করতেন তাতেই যথেষ্ট ছিলো"। তাই বলার অপেক্ষা রাখে না যে, মানুষকে সময় সম্পর্কে সতর্কীকরণে এটা গুরুত্বপূর্ণ সূরা। আল্লাহ তা'আলার বান্দার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হবে প্রকৃতপক্ষে ৩ নং আয়াতে বর্ণিত গুণাবলির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত।

সময়ের অপব্যবহার সম্পর্কে পার্থিব জীবন থেকে বাস্তব উদাহরণ হলো, 'ছাত্রজীবনে আমরা দেখেছি যারা সারা বছর অবহেলায়, আনন্দ-ফুর্তিতে এবং অপ্রয়োজনীয় কাজে সময় কাটিয়ে লেখাপড়ার প্রতি তেমন মনোযোগী ছিলো না, তারা পরীক্ষার ব্যাপারে সংকিত থাকতো। নির্ধারিত সময়ে পরীক্ষা না দেয়ার উদ্দেশ্যে তারা আন্দোলন করতো। অর্থাৎ আসন্ন পরীক্ষার তারিখ পিছিয়ে পরীক্ষার আগে আরও সময় দেয়া হোক যাতে পরীক্ষার জন্য তারা প্রত্যাশিতভাবে প্রস্তুতি নিতে পারে। পরীক্ষা অনেক বার পেছানো হয়েছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে লাভ কিছুই হয়নি। সংগ্রামীদের অধিকাংশই ভালো ফলাফল করতে পারেনি। পার্থিবে সংগ্রাম করে পরীক্ষার সময় পিছিয়ে প্রস্তুতির জন্য বাড়তি সময় পাওয়া যায় যদিও তেমন লাভ হয় না। তবে মানুষের পার্থিব জীবনের নির্ধারিত সীমা অর্থাৎ 'হায়াত' বাড়ানোর জন্য সংগ্রাম করার কোনো পথ মানুষের জানা নেই, ইচ্ছা থাকলেও সময় বাড়ানো যাবে না। মৃত্যু প্রসংগে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

www.nagorikpathagar.org

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوْتَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ كِتٰبًا مُّؤَجَّلًا ؕ وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا ۚ وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الْاٰخِرَةِ نُؤْتِهٖ مِنْهَا ؕ وَسَنَجْزِى الشّٰكِرِيْنَ.

"আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কারও মৃত্যু হতে পারে না, যেহেতু তার মেয়াদ অবধারিত [*পূর্বের নির্ধারিত সময়ে মৃত্যু হবেই*]। কেউ পার্থিব পুরস্কার চাইলে আমি তাকে তার কিছু দেই এবং কেউ পারলৌকিক [*পরকালের, আখেরাতের*] পুরস্কার চাইলে আমি তাকে তার কিছু দেই এবং শীঘ্রই কৃতজ্ঞদেরকে পুরস্কৃত করবো [*পার্থিব জীবনের পুরস্কারের তুলনায় পরকালের পুরস্কার হবে শ্রেষ্ঠতর*]।" { *৩-সূরা আলে--ইমরান : ১৪৫* }

اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يُدْرِكْكُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِىْ بُرُوْجٍ مُّشَيَّدَةٍ.

"তোমরা যেখানেই থাক না কেন মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাবেই, এমনকি সুউচ্চ সুদৃঢ় দুর্গে অবস্থান করলেও।" { *৪-সূরা নিসা : ৭৮* }

এই আয়াতে বলা হয়েছে নির্ধারিত সময়ে তোমাদের জন্য মৃত্যুর ডাক আসবে। সে ডাকে তোমাদেরকে সাড়া দিতেই হবে। শুধু তাই নয়, তোমরা যদি মৃত্যুর হাত থেকে পালিয়ে বেড়াও এবং কোনো নির্জন দুর্ভেদ্য দালান-কোঠায় থাক তবুও মৃত্যু তোমাদের জীবনবাতি নিভিয়ে দেবে। মৃত্যুর পরপরই প্রতিটি আদম সন্তানকে কৃতকর্মের জন্য পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। সুতরাং ক্ষণস্থায়ী পার্থিব জীবনের মূল্যবান সময়ের মূল্যায়ন সঠিকভাবে করে আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত নির্ধারিত জীবনাদর্শ অনুযায়ী যদি ব্যয় করা না হয়, তাহলে শেষ বিচার দিবসে হিসাবের খাতা হবে শূন্য। বস্তুত সেটিই হবে তার জন্য সবচেয়ে বড় ক্ষতি। এজন্যই শেষ বিচার দিবসকে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন 'তাগাবুন' [*লাভ-লোকসানের দিবস*]। এ প্রসংগে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ ؕ وَمَنْ يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُّكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاٰتِهٖ وَيُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ. وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ.

"স্মরণ কর, যেদিন তিনি তোমাদেরকে সমবেত করবেন সমাবেশ দিবসে, সেদিন হবে লাভ-লোকসানের দিন। যে ব্যক্তি আল্লাহে বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে তিনি তার পাপ মোচন করবেন এবং তাকে দাখিল করবেন জান্নাতে, সেথায় সে হবে

www.nagorikpathagar.org

চিরস্থায়ী। এটিই মহাসাফল্য [*সর্বশ্রেষ্ঠ লাভ অর্জন*]। কিন্তু যারা কুফরি করে এবং আমার নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করে তারাই জাহান্নামের অধিবাসী, সেথায় তারা স্থায়ী হবে। কত মন্দ সে প্রত্যাবর্তনস্থল [*সর্বশ্রেষ্ঠ লোকসান*]।" {*৬৪-সূরা তাগাবুন : ৯-১০*}

পার্থিবে নির্ধারিত সময়ে যারা আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদ সম্পর্কে জানা সত্ত্বেও বিশ্বাস না করে মৃত্যুবরণ করে তারাই অকৃতকার্য হবে এবং ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এই ক্ষতি এমনই ক্ষতি যা কোনো কিছু দিয়েই আর পূরণ করা যাবে না। দ্বিতীয় বার পরীক্ষা দেয়ার জন্য সময় পাওয়া যাবে না, পুনঃজন্মের কোনো অবকাশ থাকবে না এবং অবকাশ প্রাপ্তির জন্য দাবি করলেও গৃহীত হবে না। এই প্রসংগে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

حَتّٰىٓ اِذَا جَآءَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُوْنِ ۙ لَعَلِّيْٓ اَعْمَلُ صَالِحًا فِيْمَا تَرَكْتُ كَلَّا ؕ اِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَآئِلُهَا ؕ وَمِنْ وَّرَآئِهِمْ بَرْزَخٌ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ۔

"যখন তাদের কারও মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন সে বলে, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে পুনরায় প্রেরণ কর [*পৃথিবীতে*]। যাতে আমি সৎকর্ম করতে পারি যা আমি পূর্বে করিনি। না! এটি হবার নয় [*পুনরায় পৃথিবীতে আসা যাবে না*]। এটি তো তার একটি উক্তি মাত্র। তাদের সম্মুখে বারযাখ* থাকবে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত।" {*২৩-সূরা মু'মিনূন : ৯৯-১০০*}

[* *বারযাখের অর্থ: প্রতিবন্ধক, পর্দা বা পৃথকীকরণ। মৃত্যুর সাথে সাথে দুনিয়া মানুষের চক্ষুর আড়ালে চলে যায়, অন্যদিকে আখেরাতও দেখা যায় না, যদিও আখেরাতের কিছু নিদর্শন দেখা যায়। এটাই 'আলমে-বারযাখ, মৃত্যুর পরে কেয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত রূহ এই স্থানে অবস্থান করবে।*]

وَلَوْ تَرٰىٓ اِذْ وُقِفُوْا عَلَى النَّارِ فَقَالُوْا يٰلَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِاٰيٰتِ رَبِّنَا وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ۔ بَلْ بَدَا لَهُمْ مَّا كَانُوْا يُخْفُوْنَ مِنْ قَبْلُ ؕ وَلَوْ رُدُّوْا لَعَادُوْا لِمَا نُهُوْا عَنْهُ وَاِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ۔

"তুমি যদি দেখতে পেতে যখন তাদেরকে অগ্নির পার্শ্বে দাঁড় করান হবে এবং তারা বলবে, 'হায়! যদি আমাদের প্রত্যাবর্তন ঘটত [*যদি পুনরায় সময় পাওয়া যেত*] তবে আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিদর্শনকে অস্বীকার করতাম না এবং আমরা মু'মিনদিগের অন্তর্ভুক্ত হতাম।' না, পূর্বে তারা যা গোপন করতো [*আসমানী কিতাব থেকে পরকাল সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে জ্ঞান লাভ করেও তা অস্বীকার করত*] তা এখন তাদের নিকট প্রকাশ পেয়েছে এবং তারা প্রত্যাবর্তিত হলেও যা করতে তাদেরকে নিষেধ

www.nagorikpathagar.org

করা হয়েছিল পুনরায় তারা তাই করতো [*তাদের নাফস প্রবৃত্তির চাহিদার কোনো পরিবর্তন হবে না*] এবং নিশ্চয় তারা মিথ্যাবাদী।" { *৬-সূরা আন'আম : ২৭-২৮* }

অর্থাৎ মৃত্যুর পর পার্থিব জীবনে পুনরায় ফিরে আসার কোনো উপায় নেই। আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদে বিশ্বাস করে সঠিক জ্ঞানে সময়ের সদ্ব্যবহার না করে সে যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, সেটির জন্য শাস্তি তাকে ভোগ করতেই হবে যদি না আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করেন। তদুপরি একত্ববাদে বিশ্বাসীরাও যদি আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত মূল্যবোধের আলোকে সময়ের সদ্ব্যবহার না করে, তাহলে তারাও প্রাথমিক শাস্তি এড়াতে পারবে না, আল-কুরআন ও হাদীস থেকে এ রকম তথ্যই পাওয়া যায়। অন্যত্র এ ব্যাপারে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

মানব প্রকৃতি প্রকৃতপক্ষে unpredictable, তাই অবস্থার প্রেক্ষিতে তার পরিবর্তন হয়। উল্লিখিত ২৮ নম্বর আয়াত থেকে সেটি সুস্পষ্ট। মানুষ যখন আখেরাতের শাস্তি প্রত্যক্ষভাবে দেখবে তখন দুনিয়াতে পুনরায় ফিরে আসার ইচ্ছা প্রকাশ করবে। মানুষের এই প্রস্তাবের উত্তরে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "নিশ্চয় তারা মিথ্যাবাদী"। দুনিয়াতে পুনরায় ফিরে গেলে তারা আগের মতোই অবাধ্য হবে। কারণ ইতোপূর্বে পার্থিবে থাকা অবস্থায় প্রমাণ করেছে যে, তারা স্বীয় প্রতিজ্ঞা এবং ভালো মন্দ সম্পর্কে উদাসীন বা দায়িত্বহীন ছিলো। জন্মের পূর্বে তার 'রূহ' আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রতিজ্ঞা করে বলেছিল যে, সে একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই ইবাদত করবে, স্বীকারোক্তি করেছিল যে, আল্লাহ তা'আলাই তার একমাত্র প্রতিপালক, মা'বুদ বা উপাস্য [*সূরা আল-আরাফ, আয়াত নম্বর ১৭২ দ্রষ্টব্য*]। কিন্তু মানুষ জন্মের পর দুনিয়াতে এসে সে তার পূর্বের দেয়া প্রতিজ্ঞার কথা ভুলে ইবাদতে আল্লাহ তা'আলার সাথে বিভিন্ন বস্তুকে শরীক করে এবং করছে। এমনকি অনেকেই [*নাস্তিকরা*] আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্বেই বিশ্বাস করে না। এ কারণেই পরকালীন জীবন থেকে আবার ইহকালীন জীবনে ফিরে আসার সুযোগ হলে মানুষ আগের মতোই নিজের প্রতিজ্ঞার কথা ভুলে আল্লাহ তা'আলার আদেশ ও নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে পূর্বের মতোই অবাধ্য হবে। অবাধ্য হওয়ার পেছনে প্রধান কারণ নাফসের বাধ্য ও অবাধ্য হওয়ার স্বাধীনতা।

জন্মের পূর্বে ও মৃত্যুর পরে মানুষের নাফস [*জৈব শারীরিক আকৃতি ছাড়া*] পরিণত হয় রূহে [*তার প্রকৃতি ফিরে যায় সহজাত প্রকৃতিতে*], তখন সে ভালো ছাড়া মন্দ চিন্তা করার স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলে অর্থাৎ তার নাফসের অবৈধ চাহিদা আর থাকে না। ইতোমধ্যে আলোচনা করা হয়েছে যে, রূহ যখন মানুষের নশ্বর শরীরে স্থান পায় তখন নাফসে পরিণত হয় এবং ভালো-মন্দ যাচাই বাছাই করে গ্রহণ করার স্বাধীনতা পায়। নাফসের এই স্বাধীনতা হচ্ছে পার্থিবে মানুষের চিন্তাশক্তির স্বাধীনতা ও ভালো-মন্দ গ্রহণের স্বাধীনতা। বস্তুত এটাকেই বলা হয় পার্থিব

www.nagorikpathagar.org

জীবন। তাই সে ভালো অথবা খারাপ, এ দু'টির যে কোনো একটির অনুগামী হতে পারে। মানুষের শত্রু "শয়তান" মানব প্রবৃত্তির স্বাধীনতার সুযোগ নিয়ে তাদেরকে অবাধ্য হতে, অহংবোধে ঔদ্ধত্য দেখিয়ে আল্লাহ্ তা'আলার নিদর্শনকে উপেক্ষা করতে, আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদতে অন্য কাউকে শরীক স্থির করতে অনুপ্রাণিত করে থাকে। নাফসের এই স্বাধীনতার ফলে, নিজের অবৈধ চাহিদা পূরণের জন্য আদম সন্তান অদৃশ্য শয়তানের ফিসফিসানিতে অনুপ্রাণিত হয়ে খারাপ কাজে জড়িত হয় এবং আল্লাহ্ তা'আলার প্রদত্ত বিধানে অবাধ্য হয়। এজন্যই নাফসের অবৈধ চাহিদাকে **"নাফস (শয়তান)"** বলা হয়। যা হোক মানুষ দুনিয়াতে পুনরায় প্রত্যাবর্তন করলে তার রূহ আবার যখন জৈব শরীরে স্থান পেয়ে নাফসে পরিণত হবে তখন সে নাফসের অবৈধ চাহিদায় [*শয়তানের সাহায্যে*] মন্দটিকে বেশী প্রশ্রয় দিয়ে আগের মতোই নিজের দেয়া প্রতিজ্ঞার কথা ভুলে খারাপ কাজে জড়িত হবে এবং আল্লাহ্ তা'আলার আদেশের অবাধ্য হবে। কারণ আদম সন্তান প্রতিজ্ঞায় অনড় নয়, যেভাবে আদম (সা.) আল্লাহ্ তা'আলার আদেশের প্রতি দৃঢ়সংকল্পে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন না। এ প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন–

وَلَقَدْ عَهِدْنَآ إِلَىٰٓ ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِىَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُۥ عَزْمًا.

"আমি তো ইতোপূর্বে আদমের প্রতি নির্দেশ দান করেছিলাম, কিন্তু সে ভুলে গিয়েছিল; আমি তাকে সংকল্পে দৃঢ় পাইনি।" { *২০-সূরা ত্বহা : ১১৫* }

পার্থিব জীবনে নাফসের স্বাধীনতা দিয়ে আদম সন্তাকে আল্লাহ্ তা'আলা পরীক্ষার মধ্যে রেখেছেন। তাই পার্থিবের সময় এবং স্বাধীনতার সদ্ব্যবহারের অথবা অপচয়ের ভিত্তিতেই শেষ বিচার দিবসে তার বিচার হবে। বস্তুত সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'আলাই এ ব্যাপারে সবচেয়ে ভালো জানেন।

অধিকাংশ আদম সন্তানই সময়ের গুরুত্ব সম্পর্কে অসতর্ক, উদাসীন, দায়িত্বহীন। উপরন্তু অধিকাংশই তাওহীদকে অস্বীকার করে একাধিক বস্তুর ইবাদত করে। এজন্যই আদম সন্তাদের অধিকাংশই মৃত্যুর পরে পরকালীন জীবনে কি ঘটবে সে সম্পর্কে অজ্ঞ। অথচ এ ব্যাপারে সঠিক জ্ঞান অর্জনের কোনো চেষ্টাও তারা করে না। তবে যাদের কিছু জ্ঞান আছে, তাদের জ্ঞানের ভিত্তি ভ্রান্তিমূলক এবং মিথ্যা আশ্বাসের ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। ফলে অধিকাংশ মানুষই পার্থিব জীবনে পরকালের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে প্রতারিত হচ্ছে। শেষ বিচারেও তারা ক্ষতিগ্রস্তের অন্তর্ভুক্ত হবে। শেষ বিচার দিবসের একটা নাম 'তাগাবুন' অর্থাৎ ক্ষতিগ্রস্তের অথবা পারস্পরিক লাভ-লোকসানের দিন [*এ ব্যাপারে ইতোপূর্বে আয়াত উল্লেখ করা হয়েছে*]।

www.nagorikpathagar.org

পার্থিবে স্বার্থান্বেষী আত্মা স্বার্থসিদ্ধির, ব্যক্তি মর্যাদার, ক্ষমতার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে জীবন খেলায় অধিকাংশ সময় ব্যস্ত থেকে তাদের জীবনের প্রায় সব সময়টুকু ব্যয় করে। অন্ধ ও ভ্রান্ত বিশ্বাসের ভিত্তিতে ইবাদত করে তাদের জীবনের মূল্যবান সময় নষ্ট করে। অবিশ্বাসীদের মতোই মুসলিম উম্মতের জীবনেও ভালো-মন্দ, সুখ-দুঃখ, কষ্ট-বেদনা, ঝগড়া-বিবাদ, মারামারি এবং সন্ত্রাস সবই আছে। আদম সন্তানদের সকলেই পার্থিব জীবনে ভালো কাজ, অন্যদের জন্য ত্যাগ স্বীকার করে, সহমর্মিতা সমবেদনায় ব্যথিত হয় এবং দুঃখ-কষ্টে ধৈর্যধারণ করে। আল্লাহ তা'আলা ন্যায় বিচারক, তিনি কারোর ভালো কাজের পুরস্কার নষ্ট করেন না। তাই অবিশ্বাসীদের ভালো কাজের এবং সদিচ্ছার, সততার, উদারতার পুরস্কার যথার্থভাবে দুনিয়াতেই তারা পাবে। অবিশ্বাস, ভ্রান্ত ও অন্ধবিশ্বাসের জন্য আখেরাতের জীবনে তাদের হিসাবের খাতা হবে শূন্য। এ প্রসংগে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا نُوَفِّ اِلَيْهِمْ اَعْمَالَهُمْ فِيْهَا وَهُمْ فِيْهَا لَا يُبْخَسُوْنَ.

"যদি কেউ পার্থিব জীবন ও তার শোভা কামনা করে তবে দুনিয়াতে আমি তাদের কর্মের পূর্ণ ফল দান করি এবং সেখানে তাদেরকে কম দেয়া হবে না।" {*১১-সূরা হূদ : ১৫*}

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الْاٰخِرَةِ نَزِدْ لَهٗ فِىْ حَرْثِهٖ ج وَمَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا وَمَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ نَّصِيْبٍ.

"যে কেউ আখেরাতের ফসল কামনা করে তার জন্য আমি তার ফসল বর্ধিত করে দেই [*বেশী পরিমাণ ভালো কাজ করতে অনুপ্রাণিত হয়*] এবং কেউ *দুনিয়ার ফসল কামনা করে আমি তাকে তারই কিছু দিই [পরকালের পুরস্কারের তুলনায় যৎসামান্য], আখেরাতে তার জন্য কিছুই থাকবে না* ।" {*৪২-সূরা শূরা : ২০*}

মুসলিম উম্মতের যারা সময়ের সদ্ব্যবহার করে দ্বীন ইসলামের মূল্যবোধের আলোকে জীবন যাপন করে, তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ ج وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِ ج وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ ج وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا ج وَالصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَاْسَآءِ

www.nagorikpathagar.org

وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ.

"পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফিরানোতে কোনো পুণ্য নেই; কিন্তু পুণ্য আছে কেউ আল্লাহ্, পরকাল, ফিরিশতাগণ, সমস্ত কিতাব এবং নবীগণে ঈমান আনয়ন করলে এবং আল্লাহ প্রেমে আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্ত, পর্যটক, সাহায্য প্রার্থীগণকে এবং দাস মুক্তির জন্য অর্থদান করলে, সালাত কায়েম করলে ও যাকাত প্রদান করলে এবং প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা পূর্ণ করলে, অর্থ-সংকটে দুঃখ ক্লেশে ও সংগ্রাম-সংকটে ধৈর্যধারণ করলে। তারাই যারা সত্যপরায়ণ এবং তারাই মুত্তাকী।" { *২-সূরা বাকারাহ : ১৭৭*}

উপরোক্ত আয়াতে বর্ণিত আল্লাহ তা'আলার আদেশসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে গেলে সময় অপচয় করার সুযোগ মুসলমানদের থাকতে পারে না। শুধুমাত্র পাঁচ ওয়াক্ত নামায নিয়মিত ও সঠিকভাবে আদায় করতে গেলে সময়ের সদ্ব্যবহার একটি নির্দিষ্ট নিয়মানুবর্তিতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। উল্লিখিত আয়াতে তাওহীদে বিশ্বাসীদের জন্য একটি সুশৃংখল সমাজ ব্যবস্থার এবং তাদের জীবন যাপনের একটি নিখুঁত মানচিত্র আল্লাহ তা'আলা দিয়েছেন। এই আয়াতের নির্দেশিত বিধিবিধান প্রয়োগসিদ্ধভাবে এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, মানব সমাজ যদি শুধুমাত্র এই বিধিবিধানে সত্যনিষ্ঠ অন্তরে প্রতিষ্ঠিত থাকে তাহলে মানব সমাজে অশান্তি ও বিশৃংখলতা থাকতে পারে না। মুসলিম উম্মত এই আয়াতের নির্দেশিত বিধিবিধানে একান্তভাবে বিশ্বাসী অথচ তারা আজ নানা সমস্যায়, অশান্তিতে, বিশৃংখলতায় জর্জরিত এবং সার্বিকভাবে নিরাপত্তাহীন। কারণ মুসলিম উম্মত জীবন যাপনে এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় এই আয়াতের আদেশ সার্বিকভাবে মেনে চলছে না।

মুসলিম হিসেবে আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য স্বীকার করা সত্ত্বেও তারা আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত জীবনাদর্শ উপেক্ষা করছে। আর যারা ব্যক্তি জীবনে মেনে চলতে চেষ্টা করে তারা নানা সমস্যা এবং বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হয় এবং হচ্ছে। আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত জীবনাদর্শ উপেক্ষা করায়, বিধিবিধান প্রতিষ্ঠিত করতে যে সমস্ত সমস্যা এবং বাধার সৃষ্টি হয়, তার পেছনে শয়তানের অনুপ্রেরণায় নাফসের প্রভাবই প্রধান ভূমিকা পালন করে থাকে।

আসল কথা হলো, সিংহভাগ আদম সন্তানই জীবনের মূল্যবান সময়ের মুখ্য ভাগটিই ব্যয় করে অপ্রয়োজনীয় কাজে অথবা সমাজে নানা ধরনের সমস্যা সৃষ্টির পেছনে, অর্থাৎ "নাফসের" প্রভাবে নিজের অনন্তকাল আখেরাতের জীবনকে ধ্বংস করার কাজে। একটি মহাসত্য নিয়ে আদম সন্তান সাধারণত চিন্তা করে না এবং বুঝতেও পারে না যে, তার 'হায়াত' অথবা পার্থিব জীবনের নির্ধারিত সময় বাড়ে

www.nagorikpathagar.org

না বরং প্রতি মুহূর্তে কমে যায়। অথচ তারা এর বিপরীতটি ভেবে মনে করে তাদের বয়স বেড়ে যাচ্ছে।

প্রকৃতপক্ষে পার্থিব জীবনের নির্ধারিত সময় পার করার জন্যই জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যে ভ্রমণ, রাস্তার শেষপ্রান্তে গিয়ে মনে হয় বাড়ি থেকে অনেক দূরে অথচ গন্তব্যস্থানে ইতোমধ্যে সে পৌঁছে গেছে। ভ্রমণের এই রাস্তাই হচ্ছে তার জীবন। তাই মানুষ যদি বয়স অথবা রাস্তার দূরত্ব বাড়ার কথা না ভেবে ক্রমেই বয়স কমে অর্থাৎ গন্তব্যস্থানে পৌঁছার রাস্তা কমে যাচ্ছে অথবা প্রতিমুহূর্তে তারা যে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এ কথা যদি ভাবতো তাহলে তারা হয়তো মৃত্যু এবং আখেরাতের ব্যাপারে আরো সতর্ক হতে পারতো। ভ্রমণের এই জীবন রাস্তা হচ্ছে অপরিবর্তনীয়, শুধুমাত্র সামনের দিকে এগিয়ে যায় তাই দূরত্ব বাড়ে না বরং কমে যায়। আর অপরিবর্তনীয় রাস্তার গন্তব্য স্থানের ঠিকানা হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা। প্রতিদিনই যে সমস্ত মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়, তাদের মধ্যে কেউ কম অথবা বেশী বয়সে মারা যায়। দুর্ঘটনায় মৃত্যু অথবা অকাল মৃত্যুর খবর পেয়ে সকলেই ব্যথিত হয় এবং বিস্মিত হয় কিন্তু চিন্তা করে না যে, এই মৃত্যু তার জীবনেও যে কোনো মুহূর্তে উপস্থিত হতে পারে। তার ভ্রমণের রাস্তায় যে কোনো সময়ই গন্তব্য স্থানে পৌঁছে গাড়ীর ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

তাই গন্তব্য স্থানের নিরাপত্তা ও শান্তিপূর্ণভাবে বসবাসের জন্য দরকারি রসদ সহজভাবে প্রাপ্তিতে তাকেও সতর্ক হয়ে প্রস্তুতি নেয়ার প্রয়োজন রয়েছে [*আল্লাহ তা'আলার বিধিনিষেধ সঠিকভাবে মেনে চলার প্রয়োজন অনস্বীকার্য*]। মৃত মুসলিম ব্যক্তির জানাযায় শরীক হওয়ার জন্য মুসলিম উম্মতকে তাগিদ দিয়ে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে, যাতে তারা মৃত ব্যক্তির জানাযায় শরীক হয়ে মৃত্যুর বাস্তবতার সাক্ষী হিসেবে নিজ গন্তব্যস্থান সম্পর্কে সতর্ক হতে পারে।

সম্পদ অর্জনে এবং অপব্যয়ে আদম সন্তানরা সকলেই কম-বেশি দোষী। আদম সন্তানকে ধীশক্তিসম্পন্ন ও বিচক্ষণ জীব হিসেবে আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন যাতে সব বিষয়ের ভালো-মন্দ সে যাচাই করতে পারে। তদুপরি এই বিচক্ষণতার সদ্ব্যবহার করে মানব সন্তান আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত নেয়ামত [*সমাজ উন্নয়নে ব্যবহারিত সব রকম বিদ্যা, ধন-সম্পদ, ধর্মীয় মূল্যবোধের শিক্ষা ও তার সদ্ব্যবহার ইত্যাদি*] অর্জনের মাধ্যমে পার্থিব জীবনকে স্বস্তির, সুখময় ও সুন্দর করতে পারে। কাজেই বলা যায়, ধীশক্তিবিশিষ্ট ও বুদ্ধিবৃত্তির এবং সম্পদের মাধ্যমে আদম সন্তানকে আল্লাহ তা'আলা এক মহাপরীক্ষার মধ্যে রেখেছেন। ইতোপূর্বে উল্লিখিত আয়াতে, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "**ধন-সম্পদ ও সন্তান সন্ততি হলো তোমাদের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ।**" এ কারণেই ধন-সম্পদ উপার্জন ও তা ব্যয় করার জন্য আল্লাহ

www.nagorikpathagar.org

তা'আলা একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা এবং ব্যবস্থা দিয়েছেন যাতে তিনি পরীক্ষা করতে পারেন মানুষের মধ্যে কারা তার নির্ধারিত বিধান অনুযায়ী ধন-সম্পদ উপার্জন ও ব্যয় করে। মুসলিম উম্মত আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্র বিধানকে উপেক্ষা করে মানুষের তৈরি নীতিমালা এবং বিধিবিধানে তাদের সব সমস্যার সমাধান, ধন-সম্পদের বণ্টন এবং তার বৃদ্ধি প্রতিক্রিয়া, সার্বিক উন্নয়নের ও সামাজিক জীবনের স্বস্তির রাস্তা অনুসন্ধান করছে। তাতে পুরাতন সমস্যার সমাধানের পরিবর্তে তাদের জীবন যাপনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নতুন নতুন সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে।

বৈষম্যহীন শোষণমুক্ত সমাজ সৃষ্টির জন্য মানুষ গণতন্ত্রের উদ্ভাবন করেছে, অথচ সমাজ উন্নয়নে সম্পদের সুষম বণ্টন এবং বৃদ্ধির প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক বৈষম্যতা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। এর মূল কারণ হচ্ছে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে অর্থনীতির ভিত্তি হচ্ছে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা, যে ব্যবস্থায় সৃষ্টি হয়েছে শোষক ও শোষিতের দু'টি দল। তাতে সম্পদ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কোনো নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নেই তাই বৃত্তশালীরা সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলছে আর ভোক্তারা ক্রমেই সম্পদহীন হচ্ছে। বর্তমানে আমেরিকান ও ইউরোপিয়ান অর্থনীতির বিকলাবস্থার মূল কারণ হচ্ছে পুঁজিবাদী অর্থনীতির ব্যবস্থা। আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত ইসলামী বিধিবিধানে সম্পদ উপার্জনের ও বৃদ্ধি প্রতিক্রিয়ার জন্য যেমন একটি ন্যায়নীতি ভিত্তিক পরিচ্ছন্ন ও সততাসম্পন্ন শোষণহীন ব্যবস্থা আছে তেমন সম্পদ ব্যয়ের জন্যও একটি সুশৃংখল নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা রয়েছে।

বর্তমানে ইসলামী শরীয়ত ভিত্তিক কিছু ব্যাংক ছাড়া বিশ্বব্যাপী সকল ব্যাংকই 'রিবা' বা সুদভিত্তিক অর্থনীতিতে প্রতিষ্ঠিত। ব্যবসা-বাণিজ্যের লেন-দেন এবং ব্যাংকের মাধ্যমে ব্যক্তি মালিকানার অর্থবিনিয়োগে সম্পদ বৃদ্ধি সবই নির্দিষ্ট হারে সুদের উপর নির্ভরশীল। এক্ষেত্রে ঋণ গ্রহীতাকেই অর্থ-সম্পদ বৃদ্ধির সব দায়দায়িত্ব এবং ক্ষয়-ক্ষতির ভার বোঝা বহন করতে হয়। ব্যবসা-বাণিজ্যেতে দৈব দুর্বিপাকের কারণে কোনো ক্ষতি হলেও ঋণ গ্রহীতাকে মূল পুঁজির উপরই সুদ দিতে হয়। এমনকি বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহীতার বিষয়-সম্পত্তির সবকিছু দিয়ে বিনিয়োগকারীর পুঁজির পুরোভাগটাই পরিশোধ করতে হয়। তাতে স্বল্পবিত্ত প্রান্তিক কৃষকরা অথবা ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহীতারা সর্বস্ব হারিয়ে সর্বশান্ত হয়ে যায়।

পুঁজিবাদী বিনিয়োগ পদ্ধতির মূল ভিত্তি হচ্ছে শোষক ও শোষিতের ব্যবস্থা অর্থাৎ ঋণ গ্রহীতারা হচ্ছে স্লেইভ আর বিনিয়োগকারীরা হচ্ছে সর্বস্ব মনিব। বস্তুত সুদভিত্তিক অর্থনীতির মূলে রয়েছে সম্পদশালী গোষ্ঠীর অতিরিক্ত লোভ-লালসা, প্রবৃত্তির অবৈধ চাহিদায় অতিরিক্ত সম্পদ উপার্জনের আসক্তি এবং ন্যায়নীতি বর্জিত পন্থায় সম্পদ বৃদ্ধির ব্যবস্থা। বর্তমানে বিভিন্ন দেশের অর্থনীতিতে যে

www.nagorikpathagar.org

মন্দার সৃষ্টি হয়েছে তার কারণ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় উল্লিখিত উপসর্গগুলোই প্রধানত অর্থনীতির শ্লথগতির জন্য দায়ী।

আমেরিকাতে হাউজিং বাজারে যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে তা তো ব্যাংকের অতিরিক্ত লোভের কারণে সৃষ্ট। কিছু ছোট ব্যাংক দেউলিয়া হলেও বড় ব্যাংকগুলো সরকারী সহায়তায় প্রাথমিকভাবে উদ্ধার হয়েছে অথচ পরবর্তীতে দেখা যায় প্রকৃতপক্ষে এই ব্যাংকগুলোর পুঁজির কোনো ক্ষতি তো হয়নি বরং লাভের অংশে অর্থসম্পদ বহুগুনে বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থাৎ ঋণ গ্রহীতরা বসতবাড়ি হারিয়ে সর্বশান্ত হলেও ব্যাংক বন্ধকী সম্পত্তি দখল করে পুঁজির পুরোভাগটাই উদ্ধার করতে সামর্থ্য হয়েছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রান্তিক ও স্বল্পবিত্ত কৃষক এবং সহায়সম্বলহীন ব্যক্তিরা বিভিন্ন ব্যাংক এবং এনজিওর কাছ থেকে উচ্চ সুদ প্রদানের চুক্তিতে যে ঋণ করে থাকে, তাদের অবস্থাও একই রকম। এনজিও অথবা ব্যাংক, কেউ উৎপাদনের ও ব্যবসার ক্ষতির অংশ গ্রহণে রাজি নয়। তাতে বিভিন্ন দুর্যোগে স্বল্পবিত্ত কৃষকরা ঋণে জর্জরিত হয়ে এবং ব্যবসার জন্য ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহীতারাও সর্বস্ব হারিয়ে সর্বশান্ত হয়ে যায়। তাই ইসলামী করের নীতিমালা এ ধরনের সুদভিত্তিক অর্থনীতির পদ্ধতিকে হারাম করেছে, রাসূল (সা.) বলেছেন, *"সুদ গ্রহীতা এবং প্রদানকারী, যে ব্যক্তি নিবন্ধন করে এবং যে ব্যক্তি সুদভিত্তিক আদান-প্রদানে সাক্ষ্য দেয়, সকলেই অভিশপ্ত। তিনি (সা.) আরো বলেছেন, তারা সকলেই সমানভাবে দোষী।" {সহীহ মুসলিম, ৩৯৫০}*

সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআন এবং রাসূলের (সা.) মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্যের এবং অর্থ আদান-প্রদানের যে নীতিমালা প্রণয়ন করেছেন তাতে বিনিয়োগকারী এবং ঋণ গ্রহীতারা পুঁজির সংরক্ষণে, বৃদ্ধির ও নিরাপত্তার এবং ক্ষয়-ক্ষতিতে অংশগ্রহণে বাধ্য থাকবে। এজন্যই সবরকম ব্যবসা-বাণিজ্যে ও অর্থ বিনিয়োগে সব রকম ক্ষয়-ক্ষতি ও লাভে, বিনিয়োগকারী ও ঋণ গ্রহীতার মধ্যে থাকে অংশীদারিত্ব। প্রখ্যাত ইমাম ইজজাদ্দিন ইবনে আবদুস সালাম (র.) [মৃত্যু ৬৬০ হিজরি সালে] ইসলামী শরীয়তের মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেছেন, ইসলামী শরীয়ত মূলত পাঁচটি বস্তুর সংরক্ষণ করে থাকে, যেমন, (১) মানুষের জীবন (২) ধর্মীয় স্বাধীনতা (৩) মানসিক চিন্তাভাবনার বা বুদ্ধিবৃত্তিক সংরক্ষণ ও স্বাধীনতা (৪) সন্তান-সন্ততি (৫) অর্থ-সম্পদ। প্রয়াত বিখ্যাত আলেম শেইখ মুহাম্মদ আত-তাহির ইবনে আশুর (র.) [মৃত্যু ১৩৯৩ হিজরি সালে] বলেছেন, এই পাঁচটি ছাড়াও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে "মানুষের অধিকারকে সংরক্ষণ করা যাতে মুক্তভাবে জীবন যাপন করতে পারে"। *{আল-জুমু'আ ম্যাগাজিন, খণ্ড ২২, সংখ্যা ৬, পৃষ্ঠা ২৬, হিজরি সাল ১৪৩১, প্রকাশক আল-মুনতাদা আল-ইসলামি, মেডিসন, ইউ এস এ}*

www.nagorikpathagar.org

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, বিশ্ব অর্থনীতির সম্প্রসারণে পুঁজিবাদীর ভিত্তিতে বৃটিশ এবং আমেরিকার হস্তক্ষেপের পূর্বে মুসলিম উম্মাহ্ ইসলামী করের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত অর্থনীতির নীতিমালা অবলম্বনে উভয় পক্ষই [*বিনিয়োগকারী এবং ঋণ গ্রহীতারা*] লাভবান হয়ে সমাজ থেকে অর্থনৈতিক বৈষম্যতা দূর করে তাতে সামাজিক উন্নয়নে ও প্রগতিতে মুসলিম উম্মত উল্লেখযোগ্য উদাহরণ সৃষ্টি করেছিল।

প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ উপার্জনে যেমন সময়ের দরকার হয় তেমন অপব্যয়ী হতেও সময়ের প্রয়োজন হয়। তাই প্রকৃতপক্ষে এই দুই ক্ষেত্রেই মানুষ তার মূল্যবান সময় নষ্ট করছে। এ পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, ইসলামী জীবনাদর্শের ধর্মীয় মূল্যবোধ আদম সন্তানকে কাজকর্ম ও ব্যবসা-বাণিজ্য বাদ দিয়ে ঘরে বসে শুধুমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার যিকির করার আদেশ দিয়েছে এমন নয়। বরং ইসলামী মূল্যবোধ মানুষকে নিজের কাজ নিজের হাতে করার এবং ব্যরসা বাণিজ্যের জন্য তাগিদ দিয়েছে। রাসূল (সা.) একজন সফল ব্যবসায়ী ছিলেন এবং নিজের কাজ নিজের হাতে করেছেন। তদুপরি সাহাবাদের মধ্যে অনেকে ধনী ও সম্পদশালী ব্যবসায়ী ছিলেন। আহলে সুন্নাহর চার ইমামের মধ্যে আবু হানিফা (র.) ছিলেন একজন সফল এবং ধনী ব্যবসায়ী। ধর্মীয় মূল্যবোধে অধিষ্ঠিত হয়ে ইসলামী জীবনাদর্শে প্রদত্ত শ্রেষ্ঠ নীতিমালার অবলম্বনে তারা সকলেই আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহে বিচক্ষণতা ব্যবহারে সফল ব্যবসায়ী হয়েছিলেন। সঠিক পথ অনুসরণে সম্পদ উপার্জন করতে যেরকম বিচক্ষণতার দরকার হয় তেমন সম্পদ খরচের জন্যও দরকার হয় বিচক্ষণতা এবং নাফস চাহিদার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার দৃঢ় প্রত্যয়। প্রয়োজন ও অপ্রয়োজন এবং অমিতব্যয়ীর মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করার জন্যই দরকার হয় বিচক্ষণতা। আল্লাহ তা'আলা সম্পদ ব্যয়ের ব্যাপারে বলেছেন–

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا.

"তোমাদের সম্পদ, যা আল্লাহ্ তোমাদের জন্য উপজীবিকা করেছেন, তা নির্বোধদের হাতে অর্পণ করো না; তা থেকে তাদের গ্রাসাচ্ছলের ব্যবস্থা করবে এবং তাদের সাথে সদালাপ করবে।" { *৪-সূরা নিসা : ৫* }

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন **'বোকা বা বিচক্ষণতাহীন ব্যক্তিদের হাতে সম্পদ খরচের দায়িত্ব অর্পণ করো না।'** কারণ তারা বুঝতে পারে না সৎপথে সম্পদ উপার্জন করা কত কঠিন কাজ। তাই সম্পদ খরচ করতে তারা বিচক্ষণতার ব্যবহারে খরচ করতে পারবে না। ইবনে কাসীর (র.)

www.nagorikpathagar.org

তাফসীরে এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে আব্বাস, ইবনে মাসউদ (রা.)সহ আরও অন্যান্য আলেমদের উদাহরণ দিয়ে বলেছেন যে, এই আয়াতে বোকা/বিচক্ষণতাহীন ব্যক্তি বলতে বুঝানো হয়েছে, **"অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান ও স্ত্রীলোককে।"** এটি নারীদের কাছে অপ্রিয় হলেও সত্য যে অধিকাংশ নারী সাধারণত পুরুষদের তুলনায় বেশি অমিতব্যয়ী হয়। সেটি তাদের দোষ নয়, বরং সহজাত স্বভাব।

আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতে মধ্যপন্থার ব্যবস্থা দিয়ে আরো বলেছেন; "নারীদেরকে ভালোভাবে ভরণ পোষণ কর এবং তাদের সংগে ভালো ব্যবহার কর"। অর্থাৎ অর্থসংগতির মধ্যে প্রয়োজনীয় সব কিছু তাদের জন্য ব্যবস্থা কর এবং তাদের ছোট ছোট দোষ ক্ষমা কর এবং কৃপণতা করে তাদের বৈধ চাহিদাকে উপেক্ষা করো না। কারণ সৎপথে ন্যায়নীতি অনুসরণে সম্পদ উপার্জন করে সন্তান-সন্ততি এবং স্ত্রীর প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ করা হলো একজন পুরুষের ফরয দায়িত্ব। দায়িত্ব পালন ছাড়াও প্রকৃতপক্ষে মানুষ অধিকাংশ সময় স্ত্রী ও সন্তানদের অতিরিক্ত চাহিদা ও সুখ শান্তি এবং নিজের 'নাফস (শয়তানের)" চাহিদা পূরণের জন্য অবৈধভাবে অপ্রয়োজনীয় সম্পদ উপার্জন করে থাকে এবং মাত্রা ছাড়া বিলাসিতায় প্রচুর সম্পদ অপচয় করে। তাই রাসূল (সা.) সম্পদ অপচয়ের ব্যাপারে কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, "Allah has forbidden for you : 1) to be undutiful to your mothers, 2) to bury your daughter alive, 3) not to pay the right of the others (*e.g. Zakat and optional charity etc*) and 4) to beg of men (*i,e. begging*). And Allah has hated for you: 1) sinful and useless talk (*like backbiting, slandering, mocking etc.*) of that you talk too much about others, 2) to ask too many questions (*in disputed regligious matters, etc*) and 3) **<u>to waste the wealth</u>** (*by extravagance with lack of wisdom and thinking etc*). [*Sahee Bukhari, Vol. 3, 591*]

অনুবাদ : আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ করেছেন, (১) মাতা-পিতার অবাধ্য হওয়া, (২) কন্যা সন্তানদের জীবন্ত কবর দেয়া, (৩) অন্যের হক আদায় করতে অস্বীকার করা *[সব রকম ন্যায্য অধিকার, যাকাত ইত্যাদি]*, (৪) ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করা। এবং আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য ঘৃণার বিষয় করেছেন, (১) পাপ-পঙ্কিল এবং অযথা কথা বলা, যেগুলো মানুষ সম্পর্কে বলা হয় *[গীবত, দুর্নাম রটানো, খারাপ মন্তব্য, উপহাস ইত্যাদি]*, (২) অতিরিক্ত প্রশ্ন করা [*ধর্মীয় মূল্যবোধ নিয়ে*

www.nagorikpathagar.org

অযথা তর্ক-বিতর্ক করা], (৩) ধন-সম্পদ অপচয় করা *[বিচক্ষণতার অভাবে বাজে খরচ করা এবং খরচে উদ্বুদ্ধ হওয়া ইত্যাদি]* । *[সহীহ আল-বুখারী, ইংরেজী অনুবাদ, খণ্ড-৩, ৫৯১]*

সম্পদ অপচয় প্রসংগে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন-

وَهُوَ الَّذِيْٓ اَنْشَاَ جَنّٰتٍ مَّعْرُوْشٰتٍ وَّغَيْرَ مَعْرُوْشٰتٍ وَّالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا اُكُلُهٗ وَالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَّغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ؕ كُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖٓ اِذَآ اَثْمَرَ وَاٰتُوْا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖ ۖ وَلَا تُسْرِفُوْا ؕ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ۙ وَمِنَ الْاَنْعَامِ حَمُوْلَةً وَّفَرْشًا ؕ كُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ؕ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ۙ

"তিনিই লতা ও বৃক্ষ-উদ্যানসমূহ সৃষ্টি করেছেন এবং খেজুর বৃক্ষ, বিভিন্ন স্বাদ বিশিষ্ট খাদ্য-শস্য, যয়তুন ও ডালিম সৃষ্টি করেছেন। এরা একে অন্যের সদৃশ এবং বিসদৃশও। যখন তারা ফলবান হয় তখন তার ফল আহার করবে আর ফসল তুলবার দিনে তার দেয় [*যাকাত*] প্রদান করবে এবং অপচয় করবে না; কারণ তিনি অপচয়কারীদেরকে পছন্দ করেন না। গবাদি পশুর মধ্যে কতক ভারবাহী ও কতক ক্ষুদ্রাকার পশু সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্ যা রিযিকরূপে তোমাদেরকে দিয়েছেন তা আহার কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না; সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।" *[৬-সূরা আন'আম : ১৪১-১৪২]*

সম্পদ অপচয় করা এবং অমিতব্যয়ী প্রকৃতি হচ্ছে বস্তুত শয়তানের পদাংক অনুসরণ করা। মানুষজাতিকে আল্লাহ তা'আলা যে নেয়ামত দিয়েছেন, সেগুলোর উল্লেখ করে উপরোক্ত আয়াতে মুসলিম উম্মতকে আহার ও প্রয়োজনীয় কাজে খরচ করতে এবং যাকাত দিতে আদেশ করেছেন। তবে অপচয় করতে নিষেধ করেছেন কারণ অপচয়কারীকে তিনি পছন্দ করেন না। সাংসারিক যাবতীয় খরচের পর উদ্বৃত্ত অর্থ ও সম্পদ এবং স্বর্ণের উপর ২.৫% পরিমাণে যাকাত আদায় করা ইসলামী শরীয়তের গুরুত্বপূর্ণ বিধান। এটি বাড়তি সম্পদ যার উপর রয়েছে সমাজের গরীব দুঃখী অভাবী মানুষের অধিকার। তাই যথাযথভাবে সেটি আদায় করা উম্মতের ধনবান-সম্পশালীদের ফরয দায়িত্ব। অমিতব্যয়ী সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেছেন-

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا ۚ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ۙ

"হে বনী আদম! প্রত্যেক সালাতের [*নামাযের*] সময় সুন্দর পরিচ্ছদ পরিধান

www.nagorikpathagar.org

করবে। আহার করবে ও পান করবে কিন্তু অমিতাচার করবে না। তিনি অমিতাচারীকে পছন্দ করেন না।" { *৭-সূরা আ'রাফ : ৩১* }

এই আয়াতে ভালো পোশাক পরিধান করতে আল্লাহ্ তা'আলা আদেশ দিয়েছেন কিন্তু অমিতব্যয়ী হতে নিষেধ করেছেন। অর্থাৎ নিজেকে সুন্দরভাবে সাজানোর জন্য ভালো পোশাক ব্যবহার করা যেতে পারে কিন্তু প্রয়োজনের আধিক্য কোনো কিছু করা ঠিক হবে না, তাই আল্লাহ তা'আলা আবারও উল্লেখ করেছেন অমিতব্যয়ী হওয়া তার পছন্দনীয় কাজ নয়। আদেশ দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেছেন দান-খয়রাত করার জন্য, আত্মীয়-স্বজনের পাওনা আদায় করতে কিন্তু অপচয় না করতে।

رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ ۚ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا. وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا.

"তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের অন্তরে যা আছে তা ভালো জানেন; তোমরা যদি সৎকর্মপরায়ণ হও, তবে যারা সত্ত্বর আল্লাহ্ অভিমুখী [*তাওবা করে*] তাদের প্রতি আল্লাহ ক্ষমাশীল। আত্মীয়-স্বজনকে দেবে তার প্রাপ্য এবং অভাবগ্রস্ত ও পর্যটককেও এবং কিছুতেই অপব্যয় করো না। যারা অপব্যয় করে তারা শয়তানের ভাই এবং শয়তান তার প্রতিপালকের প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ।" { *১৭-সূরা ইসরা : ২৫-২৭* }

উপরোল্লিখিত ২৭ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন *"যারা অপচয় করে তারা হলো, শয়তানের ভাই"*। শয়তান ungrateful [অকৃতজ্ঞ]। যারা অপচয় করে তাদের অধিকাংশই অবৈধভাবে সম্পদ অর্জন করে, দান-খয়রাত করা ও যাকাত আদায় করা থেকে বিরত থাকে এবং অন্যের হক অবৈধভাবে আত্মসাৎ করে। এজন্যে তারা শয়তানের মতোই অকৃতজ্ঞ। কারণ ইবলিসের মতোই তারা আল্লাহ্ তা'আলার আদেশকে অমান্য করে ধন-সম্পদ উপার্জন করে জমা রাখে এবং দান-খয়রাত করে ও যাকাত আদায়ের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহের শুকরিয়া আদায় করে না।

উপরন্তু প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধন-সম্পত্তি উপার্জনে উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রবৃত্তির প্রভাবেই সময় ব্যয় করে। ব্যবসায়ীদের অনেকেই ব্যবসা নিয়ে বেশি ব্যস্ত থাকায় নিয়মিতভাবে নামায আদায় করার সময় পায় না। তাদের ভয় হয় ব্যবসা রেখে নামায পড়তে গেলে সময় নষ্ট হবে। অথবা তাদের প্রবৃত্তিতে ভয় সৃষ্টি হয় যে,

www.nagorikpathagar.org

ধর্মীয় মূল্যবোধের নীতি অবলম্বনে জীবন যাপন করলে অবৈধভাবে ধন-সম্পত্তি উপার্জন করা যাবে না। নাফস বা প্রবৃত্তিই তাদেরকে এই ধরনের ভাবনায় ব্যস্ত রাখে। অবৈধ-অন্যায় পন্থা ব্যতিরেকে স্বল্প সময়ে প্রচুর সম্পদ উপার্জন করা সম্ভব হয় না। স্বাধীনতার পর ধন-সম্পত্তি উপার্জনে বাংলাদেশিদের একটি বিশেষ শ্রেণীর মধ্যে প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয়েছিল। দুর্নীতিতে জড়িত হয়ে অনেকেই, তবে বিশেষভাবে রাজনীতিতে জড়িত কিছু ব্যক্তি সম্পদ উপার্জনে রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। দুর্নীতির ফলে সৃষ্টি হয়েছিল চাঁদাবাজি ও সন্ত্রাসীর একটি সংঘবদ্ধ শক্তিশালী দল, যারা শয়তানের অনুপ্রেরণায় নীতিবর্জিত পথ অবলম্বনে নিজের মূল্যবান জীবন এবং আরো কিছু নিরীহ নির্দোষ মানুষের জীবন নষ্ট করছে। দুর্নীতিতে জড়িত হওয়ায় এবং অবৈধ কার্যকলাপের পেছনে প্রবৃত্তির চাহিদায় ভোগ বিলাস, লিপ্সা, আধিপত্য, অতিরিক্ত সম্পদ উপার্জনের আসক্তি এবং সমাজের সাধারণ মানুষের উপর আধিপত্য বিস্তারে উদ্ধত প্রকৃতিই প্রধান ভূমিকা পালন করে। বস্তুত নাফসই এগুলোতে জড়িত হওয়ায় অনুপ্রাণিত করে থাকে। বলতে বাধা নেই যে, অর্থ-সম্পদ উপার্জনের অসৎ অনৈতিক বিভ্রান্ত ব্যবস্থা আজও চলমান আছে।

আমেরিকাতে যারা বসবাস করছে, কম-বেশী সকলেই অপচয়কারী। নিজের প্রবৃত্তির সংগে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে জিহাদ করতে হয়। আমেরিকা consumer based country, তার অর্থনীতির শক্তি হচ্ছে consumer based। ভোগ্যপণ্যের এবং চিত্তবিনোদনের উপাদানসমূহ বিক্রয়ের উপরই নির্ভর করে দেশের অর্থনীতি। তাই অর্থনীতিকে সতেজ রাখার প্রয়াসে ক্রেতাদের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধিতে নানা ধরনের পদ্ধতির আবিষ্কার করা হয়েছে, যাতে ক্রেতারা সহজেই প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় জিনিস ক্রয় করতে পারে। এই পদ্ধতির মধ্যে বিভিন্ন ব্যাংক এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে credit card issue করা একটি অন্যতম ব্যবস্থা। কাজেই উত্তর আমেরিকায় বসবাসকারীদের প্রায় সকলেরই credit card আছে, অর্থাৎ credit card এ ঋণ ছাড়া মানুষ পাওয়া সহজ নয়। এছাড়াও আরেকটি নতুন ব্যবস্থা ইদানিং চালু করা হয়েছে যেমন car, furniture, TV/VCR এবং অন্যান্য entertaining equipment একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কিস্তি হিসেবে পুরোটি pay করলে কোনো interest দিতে হয় না। অর্থাৎ Purchase now, pay all within a certain time without paying any interest. প্রায় সব জিনিস ক্রয় করার জন্য এই সহজ ব্যবস্থা থাকায় প্রবৃত্তি প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত জিনিস ক্রয় করতে সর্বদাই অনুপ্রেরণা দেয়। এ কারণেই আমেরিকাতে অধিকাংশ মানুষই অন্যান্য দেশের তুলনায় বিলাসিতায় জীবন যাপন করছে, তাতে অনেকের ধারণা আমেরিকা হচ্ছে স্বপ্নের ও শান্তির দেশ। এমনকি কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের

www.nagorikpathagar.org

ছাত্র-ছাত্রী বিশেষ করে undergraduate এর ছাত্র-ছাত্রীরা নির্ধারিত tuition fees ছাড়াও বিলাসিতার কারণে হাজার হাজার dollar loan এর বোঝা মাথায় নিয়ে undergraduate studies শেষ করে। এই মরণ ফাঁদে পা দিয়ে চাকুরি জীবনে credit card এবং অন্যান্য loan পরিশোধ করতে তাদেরকে অর্থনৈতিকভাবে অনেক সমস্যায় পড়তে হয়। এগুলো হচ্ছে অপচয়-অমিতব্যয়ীর বাস্তব উদাহরণ। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য কম সুদে সরকারের পক্ষ থেকে ঋণ দেয়ার পদ্ধতি থাকায়, তারা প্রয়োজনের তুলনায় বেশি পরিমাণে আর্থিক ঋণ গ্রহণ করে থাকে। প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে অর্থব্যয় করার জন্য প্রতিটি কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয়েছে ভোগ্যপণ্যের বৈচিত্র্যপূর্ণ বাজার। তাতে অপরিণত বয়স্ক ছাত্র-ছাত্রীরা প্রবৃত্তির চাহিদায় বিভিন্ন ধরনের আকর্ষণীয় ভোগ্য পণ্যের প্রতি অতি সহজেই আকৃষ্ট হয়ে থাকে।

ইসলামী জীবনাদর্শের অনুশাসনে জীবন যাপনের জন্য যারা মধ্যপন্থা [*নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তুতে নিয়ন্ত্রিত বিলাসিতায় এবং দান-খয়রাতে*] অবলম্বন করে, তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা সুসংবাদ দিয়ে বলেছেন–

وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ج وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا. إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ط وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا.

"এবং যখন তারা [মুসলিম] ব্যয় করে তখন তারা অপব্যয় করে না, কার্পণ্যও করে না, বরং তারা আছে এতদুভয়ের মাঝে মধ্যম পন্থায়। এবং তারা [*মুসলিম*] আল্লাহর সাথে কোনো ইলাহকে ডাকে না। আল্লাহ যার হত্যা নিষেধ করেছেন, যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। যে এইগুলো করে সে শাস্তি ভোগ করবে। কেয়ামতের দিন তার শাস্তি দ্বিগুন করা হবে এবং সেখানে সে স্থায়ী হবে হীন অবস্থায়; তারা নয়, যারা তাওবা করে, ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে। আল্লাহ তাদের পাপ পরিবর্তন করে দেবেন পুণ্যের দ্বারা। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" {*২৫-সূরা ফুরকান : ৬৭-৭০*}

এই আয়াতে বর্ণিত বিশেষত্বই হচ্ছে মু'মিনদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। যারা মধ্যপন্থার

www.nagorikpathagar.org

বিপরীতে জীবন যাপন করে অর্থাৎ অতিরিক্ত বিলাসিতায় জীবন যাপনের প্রত্যাশায় অবৈধভাবে সম্পদ উপার্জনে অন্যায় কাজে লিপ্ত থাকে, বস্তুত তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। তবে অজ্ঞতাবশত যারা অন্যায় করে, জ্ঞান লাভের পর যদি তারা একনিষ্ঠ অন্তরে তাওবা করে অন্যায় থেকে দূরে থাকে, তাহলে আল্লাহ তা'আলাকে তারা ক্ষমাশীল হিসেবে পাবে [*আয়াত নং-৭০*], ইনশাআল্লাহ।

(খ) পরচর্চায়, পরনিন্দায় এবং সন্দেহবশত গোয়েন্দাগিরিতে সময়ের অপচয়

এগুলো অন্যায় ও গর্হিত কাজ। অথচ মানব প্রকৃতির নিন্দনীয় বৈশিষ্ট্যের অন্যতম। যারা এসব অনৈতিক কাজে জড়িত থাকে, তারা নিঃসন্দেহে মূল্যবান সময় অযথা নষ্ট করে পাপের ভাগী হয়। ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, নাফসের বা প্রবৃত্তির পছন্দনীয় কাজ হলো অন্যায় কাজে জড়িত হওয়ায় আদম সন্তানকে প্রতিনিয়ত অনুপ্রেরণা দেয়া। অন্যদের সম্পর্কে মন্দ বলা, দুর্নাম রটানো, অনর্থক সন্দেহ করা এবং প্রয়োজন ব্যতিরেকে অশোভনীয় বাক্যালাপ করতে মানব সন্তান অতিমাত্রায় পছন্দ করে থাকে। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল আদম সন্তানের চরিত্রে উপরোল্লিখিত নিন্দনীয় গুণগুলোর উপস্থিতি দেখা যায়। ইসলামী পবিত্র মূল্যবোধের অনুশাসনে এগুলোকে মানব চরিত্রের দুর্বলতা ও বড় ব্যাধি হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। সব ধর্মেই এই নিন্দনীয় কর্মের ব্যাপারে অনুশাসন রয়েছে তবে ইসলামী পবিত্র মূল্যবোধে এই কর্মের ক্ষতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। এগুলো থেকে দূরে থাকা কিভাবে সম্ভব তা সুস্পষ্ট বাতলিয়ে দিয়েছে। এই নিন্দনীয় কর্মের জন্য সৃষ্টি হয় ব্যক্তি জীবনে, পরিবারে, সমাজে নানা ধরনের সমস্যা। এমনকি নিজের ভাই বোন, আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধবদের সাথে ঝগড়া-বিবাদ হয়, অনেক সময় সম্পর্কও নষ্ট হয়ে যায়। প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলা মানুষকে প্রয়োজনীয় জ্ঞান-বুদ্ধি এবং বিচক্ষণতার শক্তি দিয়ে সমৃদ্ধ করেছেন, যাতে এগুলোর ব্যবহারে সে পার্থিবে শান্তিময় সুন্দর সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে পারে। এই মহৎ উদ্দেশ্যের সাফল্যে পৌঁছাতে যে সমস্ত আচার-আচরণ সমস্যার সৃষ্টি করবে, সেগুলো থেকে দূরে থাকার জন্য সাধারণভাবে মানবজাতিকে [*আল-কুরআন নাযিল হয়েছে সমস্ত মানবজাতির জন্য*] তবে বিশেষভাবে মু'মিনদের জন্য সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا

www.nagorikpathagar.org

وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ

وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ.

"হে মু'মিনগণ! তোমরা বহুবিধ অনুমান থেকে দূরে থাক; কারণ অনুমান কোনো ক্ষেত্রে পাপ এবং তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না এবং একে অপরের পশ্চাতে নিন্দা করো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভ্রাতার গোশত ভক্ষণ করতে চাইবে? বস্তুত তোমরা তো এটিকে ঘৃণাই মনে কর। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর; আল্লাহ তাওবা গ্রহণকারী, পরম দয়ালু।" { *৪৯-সূরা হুজুরাত : ১২* }

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ

عَنْهُ مَسْئُولًا.

"যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই তার অনুসরণ করো না; কর্ণ, চক্ষু, হৃদয় তাদের প্রত্যেকের সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হবে।" { *১৭-সূরা ইসরা : ৩৬* }

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ.

"দুর্ভোগ প্রত্যেকের, যে পশ্চাতে ও সম্মুখে মানুষের নিন্দা করে।" { *১০৪-সূরা হুমাযা : ১* }

মুসলিম উম্মতের সিংহভাগই অজ্ঞতার কারণে উপরোল্লিখিত গর্হিত কাজকে অত্যন্ত নগণ্য হিসেবে মনে করে। তাই এই গর্হিত কাজে জড়িত হতে বা থাকতে তারা দ্বিধা করে না। এই সমস্ত গর্হিত কাজ ও অনধিকার চর্চা এবং অবৈধ প্রবৃত্তিই মানব সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠায় সর্বযুগেই প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করছে। বর্তমানে সকল দেশের সমাজ ব্যবস্থা ও শাসন পদ্ধতির মূল ভিত্তি হচ্ছে ব্যক্তি বিশেষের অথবা গোষ্ঠীর স্বার্থে প্রতিষ্ঠিত। শোষণ, নির্যাতন এবং যুলুম করার সাথে শাসন এবং ব্যক্তি স্বার্থ পারস্পরিকভাবে সম্পৃক্ত। কাজেই বলা যায়, আদম সন্তানের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে বস্তুত দু'টি দল, একদল শোষক আর অন্যদল শোষিত। শোষকরা নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য মানব চরিত্রের নিন্দনীয় গুণগুলো যথার্থ ব্যবহার করে নিজের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করে থাকে। এজন্যই মানবাধিকারের ভারসাম্যতা হারিয়ে আদম সন্তানের মধ্যে বৈষম্যতা ক্রমশ আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে। লক্ষণীয় সব দেশের রাজনৈতিক এজেন্ডা হচ্ছে মানব অধিকার নিশ্চিত করা এবং ধর্মমত নির্বিশেষে মানুষের শ্রেণীবিভেদের বৈষম্যতা দূর করা। অথচ এই মহৎ এজেন্ডার সাফল্যে প্রতিবন্ধকতামূলক কাজই হচ্ছে তাদের স্বাভাবিক রাজনৈতিক আচরণ। আল্লাহ তা'আলার বিধিবিধানে ও বিচারে এগুলো অপছন্দনীয় এবং গর্হিত কাজ।

www.nagorikpathagar.org

উপরোক্ত ১২ নম্বর আয়াতে, পরচর্চা, পরনিন্দা, গোপনীয় বিষয় অনুসন্ধান করা ইত্যাদিকে নিজের মৃত ভাইয়ের মাংস খাওয়ার সাথে আল্লাহ তা'আলা তুলনা করেছেন। অর্থাৎ "তোমরা যেমন নিজের মৃত ভাইয়ের মাংস খেতে অবশ্যই ঘৃণা কর, তেমন এ সমস্ত অন্যায় কাজে জড়িত হওয়াকে ঘৃণা করে এ সমস্ত কাজ থেকে দূরে থাক।" আয়াতের এই অংশের ব্যাখ্যায় ইবনে কাসীর (র.) ডা. ইসরার আহমাদ (র.) এবং শেইখ হামযা ইউসুফ বলেছেন যে, মৃত ব্যক্তির মাংস ভক্ষণ করলে যেমন সে প্রতিবাদ করতে পারে না, তেমন অন্যব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তার সম্পর্কে পরচর্চা করলে অথবা সত্য-মিথ্যা বললেও সে প্রতিবাদ করতে পারে না।

মানব সমাজে প্রতিষ্ঠিত বিচার বিভাগে যেমন সব ব্যক্তিরই নিজের বিরুদ্ধে আনীত সত্য-মিথ্যা সম্পর্কে নিজপক্ষ সমর্থনের অধিকার রয়েছে তেমন কারও চরিত্র বা আচার-আচরণ সম্পর্কে খারাপ কিছু বলা হলে, তার প্রতিবাদ বা পক্ষ সমর্থন করার অধিকার তার রয়েছে। তাই অন্যের অনুপস্থিতিতে তার চরিত্র সম্পর্কে সত্য-মিথ্যা বলা চরম অন্যায় এবং অবিচার। মানব সন্তান অত্যন্ত রুচিশীল তাই খাদ্যভক্ষণে তারা সর্বদাই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও উৎকৃষ্ট বস্তু পছন্দ করে থাকে। তারা ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ তাই পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, স্নেহশীল, মমতাবোধে আবেগপ্রবণ হওয়া তাদের সহজাত প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য। এজন্যই জানা মতে মৃতভ্রাতার মাংস ভক্ষণ, এমনকি মৃতজন্তুর মাংসও কেউ ভক্ষণ করতে পারে না। পরচর্চার সাথে মৃতজন্তুর মাংসের কী ধরনের সম্পর্ক রয়েছে, এ ব্যাপারে উল্লেখ্য *মায়েয নামে জনৈক ব্যক্তি ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ায় অনুতপ্ত হয়ে রাসূলের (সা.) কাছে এসে ব্যভিচারের শাস্তি হিসেবে পাথরের আঘাতে মৃত্যুবরণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে রাসূল (সা.) চারবার তাকে উপেক্ষা করার চেষ্টা করেন। পঞ্চমবার শাস্তি দাবি করায় রাসূল (সা.) পাথরের আঘাতে তাকে হত্যা করার নির্দেশ দিলেন। [গুরুত্বপূর্ণ নোট: ব্যভিচারের শাস্তির জন্য চারজন সাক্ষীর দরকার যারা প্রত্যক্ষভাবে নিজ চোখে ব্যভিচারে জড়িত অবস্থায় দেখেছে। এক্ষেত্রে যদিও চারজন সাক্ষী ছিলো না তবুও মায়েযের চারবার স্বীকার করাকেই রাসূল (সা.) চার সাক্ষী হিসেবে গ্রহণ করেছেন। মায়েযকে এই গুরুতর শাস্তি না দেয়ার জন্যই রাসূল (সা.) চারবার তাকে উপেক্ষা করার চেষ্টা করেছিলেন।]।*

অতঃপর রাসূল (সা.) দুইজন সাহাবার আলোচনায় মায়েয সম্পর্কে খারাপ উক্তি শ্রবণ করে যখন এক মৃত গাধার কাছ দিয়ে রাসূল (সা.) যাচ্ছিলেন, তখন উক্ত ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে বললেন, "ঐ ব্যক্তিরা কোথায়? বাহন থেকে অবতরণ করে এই গাধার মাংস ভক্ষণ কর।" তারা বললো, 'ও আল্লাহর রাসূল! আপনার প্রতি আল্লাহ তা'আলা সদয় হোক, কেউ কি এর মাংস খেতে পারে? রাসূল (সা.)

www.nagorikpathagar.org

বললেন, "তোমাদের ভাই সম্পর্কে যে গীবত তোমরা করেছ সেটি এর মাংস ভক্ষণ করা থেকেও খারাপ। যার হাতে আমার জীবন, তার শপথ! সে এখন বেহেশতের নদীতে সাঁতার কাটছে।" { আবু দাউদ, নম্বর ৪৪২৮, ইবনে কাসীর (র.), খণ্ড ৯, পৃষ্ঠা ২০৪ }

অনুপস্থিত ব্যক্তির ব্যাপারে কথা বলার নিয়ম ও সীমা সম্পর্কে এবং অসার-অন্যায় কথা বলা ও আলোচনা করলে কী ধরনের শাস্তি হতে পারে সে ব্যাপারে রাসূল (সা.) আরো বলেছেন, *"যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং পরকালের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন ভালো কথা বলে কিংবা চুপ থাকে।" {সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড ৬, ৬০২৫}*

[ইমাম নববী (র.) বলেন ঃ হাদীসটির বক্তব্য এই ব্যাপারে স্পষ্ট যে, কোনো কথার উপকার ও কল্যাণ নিহিত না থাকলে তা না বলাই কর্তব্য। অর্থাৎ যেসব কথার মধ্যে কল্যাণ ও উপকার বিদ্যমান সেগুলো তার পর্যায়ভুক্ত। কিন্তু যদি কল্যাণের দিকটা সন্দেহপূর্ণ হয় তবে কথা না বলাই ভালো। [রিয়াদুস সালেহীন, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা-৩২, বাংলা তরজমা]

রাসূল (সা.) বলেছেন, *"(প্রকৃত) মুসলিম সে যার হাত ও মুখ (কথা) থেকে অন্য মুসলিম নিরাপদ থাকে। আর প্রকৃত মুহাজির সেই ব্যক্তি যে আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকে।" [সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড ৬, ৬০৩৪]*

রাসূল (সা.) আরো বলেছেন, "যে ব্যক্তি [মুসলিম] আমাকে তার দুই চোয়ালের মধ্যবর্তী জিনিসের [জিহ্বা এবং বাকশক্তি] এবং দুই পায়ের মধ্যবর্তী জিনিসের [যৌনাংগ] নিশ্চয়তা দিতে পারবে আমি তার বেহেশতের জন্য জামিন হতে পারি।" {সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড ৬, ৬০২৪ }; রাসূল (সা.) বলেন, "বান্দা যখন ভালোমন্দ বিচার না করেই কোনো কথা বলে, তখন তার কারণে সে নিজেকে জাহান্নামের এত দূর গভীরে নিয়ে যায় যা পূর্ব ও পশ্চিমের দূরত্বের সমান।" [সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড ৬, ৬০২৭]; রাসূল (সা.) বলেছেন, "বান্দা যখন আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টিমূলক কথা বলে, কিন্তু তার পরিণামের পরোয়া করে না তখন এর পরিবর্তে আল্লাহ তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন। আবার বান্দা আল্লাহ তা'আলার অসন্তুষ্টিমূলক কথা বলে, কিন্তু এর পরিণতি সম্পর্কে সে মোটেই চিন্তা করে না, তখন এ কথা দিয়ে নিজেকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করে।" [সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড ৬, ৬০২৮]

কারও অনুপস্থিতিতে তার সম্পর্কে আলোচনায় [*গীবতে বা পরচর্চায়*] জড়িত হলেই অতিরিক্ত কথা বলতে হয়। উপরোল্লিখিত হাদীসসমূহ থেকে বুঝা যায় যে, অপ্রয়োজনীয় কথা বলা এবং পরচর্চার পরিণাম অত্যন্ত ভয়ংকর যদিও অধিকাংশ মানুষ বিশেষ করে মুসলিম উম্মতের অধিকাংশ এ ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করে না। কারণ তাদের এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান নেই। তবে যাদের জ্ঞান আছে তারাও এ ব্যাপারে উদাসীন। তাই পারিবারিক ও সামাজিক যে কোনো আলোচনায় অংশগ্রহণ করলে তারা গীবতের মতো নিন্দনীয় কাজে জড়িয়ে পড়ে। মানুষ যে

www.nagorikpathagar.org

কথাই মুখে উচ্চারণ করুক, সেগুলো আমলনামায় [*কর্মের সংরক্ষিত দলিল*] তৎক্ষণাৎ লিপিবদ্ধ হয়ে যায়। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ. مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ.

"স্মরণ রাখো, 'দু'গ্রহণকারী [*কেরামান ও কাতেবীন*] তার [*মানুষের*] দক্ষিণে [*ডানে*] ও বামে বসে তার কর্ম লিপিবদ্ধ করে; মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে তা লিপিবদ্ধ করার জন্য তৎপর প্রহরী তার নিকটেই রয়েছে।" {*৫০-সূরা কফ : ১৭-১৮*}

মুখে যে কথাই উচ্চারণ করা হলো, সে কথা আর ফিরিয়ে নেয়া যাবে না কারণ সেটি লিপিবদ্ধ হয়ে যায়। এই ব্যাপারে *নবী (সা.) বলেছেন, ফিরিশতাগণ একদলের পেছনে অন্য দল যাতায়াত করে থাকে। একদল ফিরিশতা রাতে আসে, আরেক দল দিনে। আর তারা ফজর এবং আসরের নামাযের সময় একত্রিত হয়। তিনি [আল্লাহ তা'আলা] তাদের [মানুষের অবস্থা] জিজ্ঞাসা করেন অথচ তাদের চেয়ে তিনি [এ সম্পর্কে] অধিক জানেন। জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা আমার বান্দাদের কি অবস্থায় ছেড়ে এসেছ? তারা জবাব দেয় তাদের নামাযরত অবস্থাই ছেড়ে এসেছি এবং নামাযরত অবস্থায়ই তাদের কাছে গিয়েছি।" [সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড ৩, ২৯৮৩]*

পাঁচ ওয়াক্ত নামায় আদায় করা যে কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত তা উল্লিখিত হাদীস থেকে সুস্পষ্ট। নামাযের নির্ধারিত সময়ে নামায আদায় না করে যদি অন্য কাজে জড়িত থাকে, তবে সেটিই ফিরিশতারা আল্লাহ তা'আলার কাছে উল্লেখ করবেন। মানুষ যে অবস্থায়, যে কোনো কাজেই জড়িত থাকুক এবং যে কথাই মুখে উচ্চারণ করুক, সেগুলো প্রতিমুহূর্তেই লিপিবদ্ধ হয়। পরচর্চা [*গীবত*] অথবা পরনিন্দা সাধারণত মানুষের অনুপস্থিতিতে তার আচার-আচরণ, কথা বার্তার ধরন, ব্যবহার ও চরিত্র নিয়ে আলোচনা করা হয়, তাতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মানুষের মান-সম্মান ও চরিত্রকে বিকৃত করা হয়। তাতে আলোচিত ব্যক্তি সম্পর্কে গীবত শ্রবণকারীদের অন্তরে খারাপ ধারণার সৃষ্টি হতে পারে।

পক্ষান্তরে আলোচিত ব্যক্তির চরিত্র সম্পর্কে এবং তার আচার আচরণের প্রতি অন্যদের যে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ছিলো সেটি নষ্ট হয়ে যায়। একজনের অনুপস্থিতিতে তার সম্পর্কে যা সাধারণত সত্য নয় অথবা সত্যের বিপরীতে বানিয়ে অন্যদের কাছে বলা হয় কারণ আলোচিত ব্যক্তির পক্ষে তার বিরুদ্ধে আনীত অসত্যকে প্রতিবাদ করার কোনো সুযোগ তার থাকে না। আর আলোচনার বিষয় বস্তু যদি সত্য হয় এবং যার অনুপস্থিতিতে বলা হচ্ছে সে যদি উক্ত আলোচনার বিষয়কে অপছন্দ করে, তাহলে সেটি অবশ্যই পরনিন্দা অর্থাৎ গীবত। তবে কারোর ভালো

www.nagorikpathagar.org

কাজের প্রশংসা তার অনুপস্থিতিতে অন্যের কাছে ব্যক্ত করলে তাতে কোনো ক্ষতি নেই বরং ইসলামী শরীয়তে এটি প্রশংসনীয় ও উত্তম কাজ। তাই কারোর ভালো কাজের প্রশংসা সাধারণত তার অনুপস্থিতিতেই করা উচিত কারণ নিজের সম্পর্কে ভালো প্রশংসা শ্রবণ করলে অধিকাংশ আদম সন্তানই গর্বিত হয়ে থাকে। তাতে তার ব্যবহারে ঔদ্ধত্যের স্থান পেতে পারে, সেটি হবে প্রকৃতপক্ষে প্রশংসার বিপরীতে তার জন্য খারাপ পরিণতি। তবে কারোর মধ্যে এ ধরনের কোনো কিছুর সম্ভাবনা না থাকে তাহলে সামনা-সামনি প্রশংসায় কোনো ক্ষতি নেই। এ সম্পর্কে উল্লেখ্য যে, *নবী (সা.) এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির প্রশংসা করতে শুনলেন। সে তার প্রশংসায় অতিশয়োক্তি করছিল। তিনি বললেন: তোমরা ধ্বংস করলে; ঐ ব্যক্তির মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিলে। [সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড ৫, ৫৬২৫]; আবু বকর (রা.) থেকে বর্ণিত। নবীর (সা.) সামনে এক ব্যক্তির কথা উঠলে অন্য এক ব্যক্তি তার প্রশংসা করল। নবী (সা.) বললেন : তোমার ধ্বংস হোক! চুপ থাক! তুমি তোমার বন্ধুর ঘাড় কর্তন করলে। এ কথাটি তিনি কয়েকবার বললেন। যদি তোমাদের কেউ কারো প্রশংসা করতেই চায়, তাহলে বলবে আমি অমুক লোককে এইরূপ মনে করি যদি সে তার ধারণায় ঐ রূপই হয়, তবে আল্লাহ-ই তার প্রকৃত হিসাব গ্রহণকারী। আল্লাহ ছাড়া কেউ কারো ভালো হওয়া সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করতে পারে না। [আল-বুখারী, খণ্ড ৫, ৫৬২৬]*

{উপরোল্লিখিত *হাদীস সম্পর্কে আলোচনা : ইমাম নববী (র.) বলেন: উল্লিখিত হাদীসসমূহে সামনা-সামনি কারো প্রশংসা করতে নিষেধ করা হয়েছে। অবশ্য প্রশংসা করা জায়েয সম্বন্ধেও প্রচুর হাদীস রয়েছে। প্রখ্যাত আলেমগণ এই উভয় প্রকার হাদীসের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করেছেন। তারা বলেছেন : প্রশংসিত ব্যক্তি যদি পরিপূর্ণ ঈমান ও প্রত্যয়ের অধিকারী হয়ে থাকে [ব্যবহারে ও কাজকর্মে সেটি বুঝা যায়], পরিশুদ্ধ মন ও জ্ঞানের অধিকারী হয়ে থাকে; সামনা-সামনি প্রশংসা করার কারণে যদি ক্ষতির মধ্যে পড়ার এবং গর্বিত হওয়ার এবং প্রশংসা কুড়িয়ে আত্ম-তৃপ্তি লাভ করার সম্ভাবনা না থাকে; তবে এসব ক্ষেত্রে প্রশংসা করা হারাম বা মাকরূহ নয়। কিন্তু যদি উল্লিখিত দোষগুলোর কোনো একটি বা একাধিক দোষ প্রকাশ পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তবে সামনা-সামনি প্রশংসা করা খুবই খারাপ কাজ। প্রশংসা জায়েয হওয়ার পক্ষে যে সব হাদীস রয়েছে তার মধ্যে আবু বকর (রা.) প্রশংসায় নবী (সা.) বলেন : আমি আশা করি তুমি তাদের একজন হবে যাদেরকে বেহেশতের প্রতিটি দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে আমন্ত্রণ জানানো হবে। অন্য হাদীসে আছে যারা অহংকার প্রদর্শনের জন্য নিজেদের কাপড় পায়ের গিরার নীচে পরিধান করে তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নও। ওমর (রা.) সম্পর্কে নবী (সা.)-এর বাণী: "যখনই শয়তান তোমাকে কোনো রাস্তা দিয়ে যেতে দেখে, তখনই সে তোমার রাস্তা ত্যাগ করে অন্য রাস্তা ধরে।" [রিয়াদুস সালেহীন, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ১৮১]*}

গীবত অত্যন্ত গর্হিত কাজ, ইসলামী পবিত্র বিধিবিধানে যাকে হারাম করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও মুসলিমদের কেউ যদি এ কাজে জড়িত থাকে তার শাস্তি সম্পর্কে আবু

www.nagorikpathagar.org

বকর (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা.) বিদায় হজে কুরবানির দিন মিনা নামক স্থানে তার বক্তৃতায় বলেন : তোমাদের পরস্পরের রক্ত বা জীবন, ধন-সম্পদ ও মান-ইজ্জত পরস্পরের প্রতি যেমন হারাম, তেমনভাবে আজকের এই দিন, এই মাস এই শহর তোমাদের জন্য হারাম ও সম্মানের [মক্কার সীমানায় ঝগড়া বিবাদ, মারামারি এবং খারাপ কাজকে হারাম করা হয়েছে] যোগ্য। আমি কি তোমাদের কাছে আল্লাহর বাণী পৌঁছে দিয়েছি? [সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড ৫, ৫৬০৮ ও মুসলিম, ২৮১৯, অংশ বিশেষ]। রাসূল (সা.) আরও বলেছেন : যখন আমাকে মি'রাজে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল আমি এমন এক দল লোকের সামনে দিয়ে অতিক্রম করলাম, যাদের নখগুলো ছিলো তামার। তারা নখ দিয়ে নিজেদের মুখমণ্ডল ও বক্ষদেশে খামচাচ্ছে। আমি বললাম, হে জিব্রাইল! এরা কারা? তিনি বললেন, এরা মানুষের গোশত খেত [গীবত করত] এবং তাদের মান-ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি খেলত। [আবু দাউদ, খণ্ড ৩, ৪৮৬০ ইংরেজী অনুবাদ]; আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন। রাসূল (সা.) বলেছেন, "প্রত্যেক মুসলিমের জন্য প্রত্যেক মুসলিমের মান-সম্মান এবং ধন-সম্পদ হারাম [অন্যায়ভাবে এগুলো নষ্ট করা]।" [সহীহ মুসলিম, ৬৩১১]

গ্রহণযোগ্য কোনো কারণ ছাড়া মুসলমানের মান-সম্মান বিকৃত করা ইসলামী পবিত্র বিধানে হারাম করা হয়েছে। অন্যদের মান সম্মান নিয়ে যারা ছিনিমিনি খেলতো তাদের শাস্তির বিষয়টি উল্লিখিত হাদীস থেকে সুস্পষ্ট। পরচর্চা, গীবত এবং দুর্নাম রটানো নাফসের অবৈধ চাহিদার একটি বাস্তব রূপ, মানব চরিত্রের জটিল ব্যাধি, যা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত থাকতে তাকওয়া অবলম্বনে নাফসের বিরুদ্ধে সর্বদাই কঠোর সংগ্রাম করতে হয়। এই জটিল ব্যাধির কারণে অনেক নির্দোষ নিরাপদ ব্যক্তির, ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনের তথা সমাজের অনেক ক্ষতি হয়। উপরন্তু এই গর্হিত কাজে জড়িত হয়ে নিজেদের মূল্যবান সময় নষ্ট করে অন্যের ক্ষতি করা হয়। কাজেই বলা যায়, গীবতকারীরা দুই গুন পাপ অর্জন করে থাকে।

কী ধরনের আলোচনাকে পরচর্চা হিসেবে গণ্য করা হয়?

অন্যের অনুপস্থিতিতে তার সম্পর্কে কী ধরনের আলোচনার বিষয়কে ইসলামী মূল্যবোধে গীবত অথবা পরচর্চা হিসেবে গণ্য করা হয়, এ ব্যাপারে সবার পরিষ্কার ধারণা থাকার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কারণ সামাজিক জীবনে বিভিন্ন আয়োজনে প্রয়োজনে অন্যদের অনুপস্থিতিতে কথা প্রসংগে তাদের সম্পর্কে নিজের পরিবারের সদস্যদের অথবা বন্ধুদের সাথে আলোচনা করতে হয়। এ ব্যাপারে *রাসূল (সা.) বলেছেন : তোমরা কি জান গীবত কাকে বলে? সাহাবীগণ (রা.) বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তিনি বললেন : তোমরা ভাই-বোনদের এমন প্রসংগ আলোচনা কর, যা সে অপছন্দ করে। বলা হল,*

www.nagorikpathagar.org

আপনার কি মত, আমি যা আলোচনা করলাম তা যদি তার মধ্যে থেকে থাকে? তিনি বললেন : যে সব দোষ তুমি বর্ণনা করেছে তা যদি সত্যিই তার মধ্যে থেকে থাকে, তবেই তো তার গীবত করলে। যদি তার মধ্যে সে দোষ না থেকে থাকে, তবে তুমি তার প্রতি মিথ্যা ও অপবাদ আরোপ করলে।" [সহীহ মুসলিম, ৬৩৫৯]

ভীরুতা ও কাপুরুষতা মানব চরিত্রের উল্লেখযোগ্য দুর্বলতা। তাই কারোর উপস্থিতিতে তার দোষের কথা বলতে সিংহভাগ মানুষই সাহস পায় না। অথচ কাপুরুষের মতো অন্যদের অনুপস্থিতিতে তাদের দোষ সম্পর্কে আলোচনা করে নাফসের অবৈধ চাহিদা পূরণ করে থাকে। এই ঘৃণিত কাজের ফলে অন্যের দোষ সম্পর্কে যাদের জানা ছিলো না, তারাও সেটি জেনে তাদেরকে অপছন্দ করতে শুরু করে। তাই গীবত না করে বরং দোষী ব্যক্তির সামনে [*অন্য কারোর উপস্থিতিতে নয়*] যদি কৌশলে তার দোষ সম্পর্কে বুঝানো যায়, তাহলে হয়তো সে নিজের ভুল বুঝে সংশোধন করার সুযোগ পাবে। এই পদ্ধতিতে সাধারণত দুইটি ভালো কাজ করা হয়, *১) দোষী ব্যক্তি নিজের দোষ সংশোধন করার সুযোগ পায় ২) অন্যদেরও কারোর দোষ সম্পর্কে জানার সুযোগ হলো না এবং কারোর প্রতি অন্যদের ঘৃণাও সৃষ্টি হলো না।*

ইসলামী মূল্যবোধে প্রদত্ত এইরকম উৎকৃষ্ট পদ্ধতিতে কাজ করলে মানুষের ব্যক্তি, পরিবার এবং সমাজ জীবনে শান্তি প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়। সাহাবাদের আল-কুরআন শিক্ষা দিতে এবং আদেশ-উপদেশ দেয়ায় রাসূল (সা.) সর্বদা বিচক্ষণতা ব্যবহার করতেন। উপরন্তু আদেশ-উপদেশ দিতে বিচক্ষণতা কিভাবে ব্যবহার করতে হয় সেটিও শিক্ষা দিয়েছেন। রাসূলের (সা.) শিক্ষা দেয়ার পদ্ধতির স্বীকৃতিস্বরূপ আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন–

هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ
الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ق وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۙ

"তিনিই উম্মীদের মধ্যে তাদের একজনকে প্রেরণ করেছেন রাসূলরূপে, যে তাদের নিকট আবৃত্তি করে তাঁর আয়াত, তাদের পবিত্র করে এবং শিক্ষা দেয় কিতাব ও হিকমাহ; ইতোপূর্বে তো তারা ছিলো ঘোর বিভ্রান্তিতে।" {*৬২-সূরা জুমু'আ : ২*}

উম্মত হিসেবে রাসূলের (সা.) প্রণীত শিক্ষা দেয়ার পদ্ধতি ব্যবহার করা উত্তম কাজ, যার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন করে অনেক পুণ্য লাভ করা যায়। আর যে সমস্ত দোষ নিয়ে [*অন্যের অনুপস্থিতিতে*] আলোচনা করা হয় সেগুলো যদি সত্যি না হয়, তাহলে সেটি হবে তার বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ। তাই কারোর অনুপস্থিতিতে তার সম্পর্কে যে কোনো আলোচনায় জড়িত হওয়ার আগে চিন্তা

www.nagorikpathagar.org

করা উচিত কী ধরনের আলোচনা ইসলামী শরীয়তে গ্রহণযোগ্য। অথচ প্রবৃত্তির অবৈধ চাহিদায় ও অজ্ঞতার কারণে কোনো প্রকার দ্বিধা না করে অন্যের অনুপস্থিতিতে তার সম্পর্কে সব ধরনের আলোচনাই করা হয়। প্রতিটি সমাজেই বিশেষ কিছু ব্যক্তির উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়, যারা অন্যদের সাথে বন্ধুত্ব সৃষ্টির জন্যও অনেক সময় স্বেচ্ছামূলকভাবে এই গর্হিত কাজে জড়িত হয়ে থাকে। দুই ব্যক্তি কোনো কারণে আড্ডায় বা গল্পে জড়িত হলে অন্যদের ব্যাপারেই বেশী আলোচনা করা হয়। সময় নষ্ট করে আড্ডা দেয়া মানেই হচ্ছে অন্যের সম্পর্কে কিছু না কিছু আলোচনা করা। শুধুমাত্র অন্যের ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনই নয় এমনকি ব্যবসা-বাণিজ্যের এবং রাজনীতির আলাপেও অন্যদের ব্যাপারে অনধিকার চর্চা উপস্থিত থাকে। তাই বলা যায়, তাৎপর্যমূলক ও অন্তরের পুষ্টি সাধনে শিক্ষণীয় আলোচনা বেশীক্ষণ করা যায় না অথবা শিক্ষামূলক আলোচনাকে সাধারণত গল্প এবং আড্ডা হিসেবে ধরা হয় না। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, 'নাফস (শয়তান)' মানব কল্যাণে অর্থবহ আলোচনা এবং মানব চরিত্রের পরিশোধন ও সংশোধনের জন্য শিক্ষণীয় আলোচনাকে সহ্য করতে পারে না। এজন্যই শয়তান নাফসের চাহিদায় অনুপ্রেরণা দিয়ে গর্হিত কাজে জড়িত হওয়ায় সাহায্য করে থাকে।

(ক) গীবত বা পরচর্চা শোনা

পরচর্চাকারীদের সম্পর্কে আলোচনা করার পর, পরচর্চা শুনতে যারা ভালোবাসে তাদের অবস্থান পরচর্চাকারীর তুলনায় কোন পর্যায়ে, সেটি জানার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। কেননা পরচর্চা করতে কমপক্ষে দু'জন ব্যক্তির প্রয়োজন হয়, একজন গীবতকারী আর অন্যজন শ্রোতা। পরচর্চা শুনতে যারা ভালোবাসে এবং অন্যদেরকে উৎসাহ দিয়ে অন্যদের দোষ সম্পর্কে শুনতে পছন্দ করে ইসলামী মূল্যবোধের দৃষ্টিতে তাদের অবস্থান গীবতকারীর সমপর্যায়ে। অন্যায় যে করে আর যে সহ্য করে, তারা দুইজনেই সমানভাবে দোষী। তাই নিজের কল্যাণে প্রতিটি ঈমানদার ব্যক্তির প্রথম এবং প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে কারোর আলোচনায় গীবত শুনলেই বাধা দিয়ে গীবতকারীকে থামিয়ে দিয়ে বলা উচিত, গীবত করা এবং শুনা দু'টিই হারাম। ঈমানদার ব্যক্তির গুরুদায়িত্ব সব ধরনের পাপ থেকে নিজেকে রক্ষা করা। এই ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহর প্রতি কঠোর আদেশ এবং ফর্মূলা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা স্পষ্ট করেছেন কীভাবে গীবত বা পরচর্চা বন্ধ করতে হবে।

وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ.

www.nagorikpathagar.org

"তারা [*মু'মিন-মুসলমান*] যখন অসার বাক্য শ্রবণ করে তখন তারা তা উপেক্ষা করে চলে এবং বলে, আমাদের কর্মের ফল আমাদের জন্য এবং তোমাদের কর্মের ফল তোমাদের জন্য, তোমাদের প্রতি সালাম। আমরা অজ্ঞদের সংগ চাই না।" {*২৮-সূরা কসাস : ৫৫*}

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ.

"তুমি যখন দেখ, তারা আমার আয়াত [*আল-কুরআন এবং তাতে বর্ণিত সমস্ত আদেশ-উপদেশ এবং বিধিবিধান*] সম্বন্ধে উপহাসমূলক আলোচনায় মগ্ন হয় তখন তুমি দূরে সরে পড়বে, যে পর্যন্ত না তারা অন্য প্রসংগে প্রবৃত্ত হয় এবং শয়তান যদি তোমাকে ভ্রমে ফেলে তবে স্মরণ হওয়ার পর যালেম সম্প্রদায়ের সাথে বসবে না।" {*৬-সূরা আন'আম : ৬৮*}

এই আয়াত থেকে স্পষ্ট যে, অসার কথা বলায়, পরচর্চায় জড়িত হওয়ায় এবং আল্লাহ্ তা'আলার আয়াত উপহাস করায় শয়তানের প্রভাবই প্রধান ভূমিকা পালন করে থাকে। পরচর্চায় ও পরনিন্দায় জড়িত না হওয়া আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ, যা আল-কুরআনের আয়াত হিসেবে মানুষের কাছে পৌছানো হয়েছে। তাই বলতে বাধা নেই যে, যারাই এই গর্হিত কাজে জড়িত আছে বা থাকবে তারা আল্লাহ তা'আলার আয়াত এবং তাঁর বিধানকে অজ্ঞতাবশত উপেক্ষা, অবহেলা এবং অনেক সময় উপহাস করে থাকে। পরচর্চা উপেক্ষা করার গুরুত্ব সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَٰكِنْ ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ.

"তাদের কর্মের জবাবদিহির দায়িত্ব তাদের নয় যারা সাবধানতা অবলম্বন করে; তবে উপদেশ দেয়া তাদের কর্তব্য যাতে তারাও সাবধান হয়।" {*৬-সূরা আন'আম : ৬৯*}

এই আয়াত থেকে স্পষ্ট যে, অসার কথা, পরচর্চা বা পরনিন্দা উপেক্ষা এবং ত্যাগ করলে দায়মুক্ত হওয়া যাবে। তবে এদেরকে উপদেশ দেয়া এবং সাবধান করার দায়িত্ব মুসলিমদের উপর রয়েছে।

অন্য কাউকে উপদেশ দিতে হলে নিজের ব্যবহার, কর্ম এবং চরিত্র সর্বপ্রথম সংশোধন করার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। তদুপরি উপদেশ দেয়ার পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে বিচক্ষণতার সাথে উপদেশ না দিলে, উপদেশ হয়তো কোনো কাজ দেবে না বরং বিপরীত প্রতিক্রিয়া হতে পারে। তাই এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ স্পর্শকাতর বিষয়ে সকলেই উপদেশ দিতে পারে না তবে নিজেকে দায়মুক্ত করার

www.nagorikpathagar.org

জন্য অপ্রয়োজনীয় আড্ডা এবং গীবত করা এবং শোনা থেকে অবশ্যই দূরে থাকতে হবে। কেউ যদি আল্লাহ-সচেতনতায় সদিচ্ছায় চেষ্টা করে, সে অবশ্যই এই কঠিন কাজে আল্লাহ তা'আলার সাহায্য প্রাপ্ত হবে।

(খ) চোগলখুরী ও কুটনামী করা

চোগলখুরী, কুটনামী করা মনুষ্য চরিত্রের আরেকটি বড় দোষ। মানব চরিত্রের এই দুর্বলতা পরিবার ও সমাজ জীবনে ঘটিত বহু অপ্রত্যাশিত ঘটনার জন্য দায়ী। এ কাজের প্রতিফলে অনেক স্বচ্ছ ও প্রশংসনীয় চরিত্রের মানুষ সমাজের কাছে হেয় প্রতিপন্ন হয়ে থাকে। এই গর্হিত ও নিন্দনীয় কাজে যারা জড়িত থাকে, তারা অনেক সময় অন্যের সম্পর্কে সৃষ্টি মিথ্যা কথা বা কুটনামীকে সত্য বলে প্রমাণ করার জন্য শপথ করতেও দ্বিধা করে না। এ সমস্ত ব্যক্তিদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ. هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ.

"এবং অনুসরণ করো না তাকে যে কথায় কথায় শপথ করে, যে লাঞ্ছিত, পশ্চাতে নিন্দাকারী, যে একের কথা অপরের নিকট লাগিয়ে বেড়ায়।" { *৬৮-সূরা কলাম : ১০-১১* }

এই আয়াত নাযিল হয়েছিল রাসূলের (সা.) মক্কী জীবনে বড় দুশমন এবং দ্বীন ইসলামের ঘোরবিরোধী কুরাইশদের সরদার ওলীদ ইবনে মুগীরার সম্পর্কে। তার দুষ্ট চরিত্রের পরিচয় সম্পর্কে এই সূরায় আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন–

مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ. عُتُلٍّ بَعْدَ ذَٰلِكَ زَنِيمٍ. أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ. إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ.

"যে কল্যাণ কাজে বাধা দান করে, যে সীমালঙ্ঘনকারী, পাপিষ্ঠ। রূঢ় স্বভাব এবং তদুপরি কুখ্যাত, সে ধন-সম্পদে ও সন্তান-সন্ততিতে সমৃদ্ধ; তার নিকট আমার আয়াত [*আল-কুরআন*] আবৃত্তি করা হলে সে বলে, 'এটা তো সেকালের উপকথা মাত্র।" *{৬৮-সূরা কলাম : ১২-১৫}*

উল্লিখিত স্বভাবের [*গীবত করা এবং কুৎসা রটানো*] ব্যক্তি সব সমাজেই রয়েছে। তাদের চরিত্রের এই দোষ সম্পর্কে জানা সত্ত্বেও কেউ উপদেশ দিয়ে সাহায্য করে না বরং অনেক সময় নিজেরাও তাদের পাপ কাজে ইচ্ছাকৃতভাবে কিংবা অজ্ঞতায় অংশগ্রহণ করে থাকে। সেটি ঈমানের দুর্বলতার কারণে তাদেরকে সমীহ করে অথবা উপেক্ষা করার জন্যই হোক এই কাজ প্রায় সব সময় ঘটে থাকে।

www.nagorikpathagar.org

চোগলখুরীদের শাস্তি সম্বন্ধে রাসূল (সা.) বলেছেন, "চোগলখোর কখনও বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না।" [সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড ৫, ৫৬২১]; আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, একদা রাসূল (সা.) দু'টি কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন : এই দুই ব্যক্তিকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। কোনো বড় গুনাহর কারণে তাদের শাস্তি হচ্ছে না। তবে হ্যাঁ বিষয়টি বড়ই। তাদের একজন চোগলখুরী করে বেড়াত। আর অন্যজন প্রস্রাবের সময় পর্দা করত. না। [উন্মুক্ত স্থানে প্রস্রাব করত]।" [সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড ৫, ৫৬২০]। অতএব বলা যায় দুর্নাম রটানো এবং চোগলখুরী আচরণ থেকে নিজেকে দূরে রাখা এবং অন্যদেরকে এ কাজে বাধা দেয়া হলো ঈমানদার ব্যক্তির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার প্রদত্ত বিধিবিধানের উপর গভীর ঈমানের সত্যতার বহির্প্রকাশ। এই কঠিন কাজের সাফল্যে নাফস (শয়তানের) বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম করতে হয়। এ ব্যাপারে লেখকের "এক হৃদয়ের দুই অংশ" বইয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

(গ) গোয়েন্দাগিরি করা

গোয়েন্দাগিরি করে অন্যদের দোষত্রুটি তালাশ করা এবং অন্যদের ব্যক্তিগত কথা ওঁত পেতে গোপনে শ্রবণ করা এবং অযথা অন্য মানুষের পেছনে লাগা, গোপনে দোষ খুঁজে তিক্ত করা, এগুলো আল্লাহ্ তা'আলার প্রদত্ত জীবনাদর্শের বিধিবিধানে গর্হিত কাজ। তাই ঈমানদার ব্যক্তির চরিত্রের বহির্ভূত ব্যাপার। প্রবৃত্তির অন্যায় চাহিদায় অন্যের পেছনে গোয়েন্দা লাগিয়ে যারা সমস্যা সৃষ্টি করে এবং কষ্ট দেয়, তাদের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন–

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا.

"যারা মু'মিন পুরুষ ও নারীদের বিনা অপরাধে কষ্ট দেয়, তারা একটি অতি বড় মিথ্যা দোষ ও সুস্পষ্ট অপরাধের বোঝা নিজেদের ঘাড়ে চাপিয়ে নেয়।" {*৩৩-সূরা আহযাব : ৫৮*}

এই ব্যাপারে উপদেশ দিয়ে *রাসূল (সা.) বলেছেন : সাবধান! অযথা ধারণা থেকে বিরত থাক। কেননা অযথা ধারণা পোষণ করা সবচেয়ে বড় মিথ্যা কথা। মানুষের ছিদ্রান্বেষণ করো না; পরস্পর ত্রুটি খোঁজতে লেগে যেও না। প্রতিযোগিতা করো না; পরস্পর হিংসা পোষণ করো না, যোগাযোগ বন্ধ করে দিও না। আল্লাহর বান্দা*

www.nagorikpathagar.org

ভাই ভাই হয়ে থাক যেভাবে তোমাদের হুকুম করা হয়েছে, এক মুসলমান আরেক মুসলমানের ভাই। সে তার উপর যুলুম করতে পারে না এবং অবজ্ঞাও করতে পারে না। তাকওয়া ও খোদাভীতি এখানে। এই বলে তিনি তার বুকের দিকে ইশারা করলেন। কোনো ব্যক্তির জন্য খারাপ হতে এটিই যথেষ্ট যে, সে তার মুসলিম ভাইকে অবজ্ঞা বা ঘৃণা করবে। প্রত্যেক মুসলমানের জন্য প্রত্যেক মুসলমানের রক্ত, মান-মর্যাদা ও ধন-সম্পদ হরণ করা হারাম। আল্লাহ তোমাদের শরীর ও চোহারার দিকে তাকাবেন না। বরং তোমাদের অন্তর ও ব্যবহারের প্রতি তাকাবেন। অন্য বর্ণনায় আছে : *পরস্পর হিংসা বিদ্বেষ পোষণ করো না, ছিদ্রান্বেষণা করো না, দোষ খুঁজে বেড়াবে না, অন্যের উপর দিয়ে দর কষাকষি করো না [আরবী মূল শব্দ হল, "তানাজুস"]। আল্লাহর বান্দারা ভাই ভাই সম্পর্ক গড়ে তোল।* অপর বর্ণনায় আছে: *সম্পর্কচ্ছেদ করো না, খোঁজ খবর নেয়া বন্ধ করো না; হিংসা-বিদ্বেষ করো না। আল্লাহর বান্দাগণ, ভাই ভাই হয়ে যাও।* অন্য আরেক বর্ণনা আছে। " *একে অপরকে পরিত্যাগ করো না। একজনের ক্রয় বিক্রয়ের উপর দিয়ে অপরজন যেন ক্রয় বিক্রয় না করে।" [সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড ৫, ৫৬৩১]।* হাদীসে উল্লিখিত "তানাজুস" এর প্রকৃত অর্থ: একজন কোনো জিনিসের দাম করছে, অন্যজন তার দামের উপর দিয়ে একই জিনিসের দাম করা, অর্থাৎ বিক্রেতার দালাল অথবা নকল ক্রেতা সেজে আসল ক্রেতার সামনে জিনিসের দাম বাড়িয়ে দেয়া; বিক্রেতা জিনিসের অবাঞ্ছিত প্রশংসা করে ক্রেতার মনঃপূত করা ইত্যাদি। ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে এগুলো নিষিদ্ধ।

পরিশেষে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে উল্লেখ্য যে, ইসলামী মূল্যবোধে সব রকম গোয়েন্দাগিরিতে নিষেধাজ্ঞা নেই। সমাজে অশান্তি সৃষ্টিতে যারা অংশগ্রহণ করে এবং অন্যদেরকে সহযোগিতা করে মানুষের জীবন দুর্বিষহ করে তোলে তাদের ব্যাপারে গোপনে খোঁজ খবর নিয়ে সত্য উদঘাটনের মাধ্যমে ন্যায় বিচারের প্রয়োজনে গোয়েন্দাগিরি অবশ্যই দরকার রয়েছে। সমাজে শান্তি এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠা করার জন্য সব দেশেই সরকারী গোয়েন্দা বিভাগ কাজ করে। মানুষের ব্যক্তি ও পারিবারিক গোপন সম্পর্কে জেনে তাদের জীবনে অশান্তি সৃষ্টি করা এবং ক্ষতি করার জন্য যে গোয়েন্দাগিরি সেটিই হারাম করা হয়েছে। উল্লেখিত গর্হিত কাজগুলো করতে কতটুকু শক্তি ও সময় ব্যয় করতে হয় সে সম্পর্কে ধারণা করা কঠিন ব্যাপার নয়। প্রতিটি সমাজেই অজ্ঞ ও অতিচালাক হিসেবে পরিচিত কিছু বোকা ব্যক্তি তাদের সারা দিনের প্রধান কাজ হলো অপরের নিন্দা করা, পরচর্চা, চোখলখুরী, কুটনামী করা এবং মিথ্যা বলা। মানুষের মধ্যে ঝগড়া সৃষ্টি ও সম্পর্ক

www.nagorikpathagar.org

নষ্ট করার জন্যই তারা এই নিন্দনীয় কাজে জড়িত থাকে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, প্রবৃত্তির অবৈধ চাহিদা বা "নাফস (শয়তানের)" কাছে তারা আত্মসমর্পণ করে বিধায় নাফস শয়তানই এই সমস্ত কাজে তাদের পরিচালক বা সহায়ক হয়ে যায়।

উপরোল্লিখিত দীর্ঘ আলোচনা থেকে সুস্পষ্ট যে, মনুষ্য "নাফসের" বা প্রবৃত্তির অবৈধ চাহিদাই সব রকম অন্যায়-অসৎ কাজ করতে বাধ্য করে। কারণ নাফস (শয়তান)ই এই প্রকৃতির ব্যক্তিদের স্বাধীন চিন্তা ভাবনার পরিচালক। যে নাফস (আত্মা) অথবা ব্যক্তি, সত্য দ্বীনে [*ইসলামে*] বিশ্বাসী হয়ে আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত বিধিবিধানে [*আল-কুরআন এবং সুন্নাহ*] পরিচালিত হয় এবং সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ-সচেতন হয়ে কাজ করে, সে "নাফসই" আল্লাহ তা'আলার দলে অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তার আউলিয়া [*অভিভাবক ও বন্ধু*]। আর যে নাফস সত্য দ্বীনের বিমুখতায় অহংবোধে আল্লাহ তা'আলার বিধানকে উপেক্ষা করে অন্যায় এবং পাপ কাজে জড়িত থাকে সে "নাফসই" শয়তানের দলে, অর্থাৎ শয়তানই তার আউলিয়া [*অভিভাবক ও বন্ধু*]। এই নাফসকেই বলা হয় **"নাফস (শয়তান)"**।

www.nagorikpathagar.org

অধ্যায়-৫

মোনাফেকি আচরণ

মোনাফেক আরবী শব্দ। বাংলা ভাষায় মোনাফেক শব্দের অর্থ হতে পারে, "এমন ব্যক্তি যার বাহ্যিক কার্যকলাপের সাথে অন্তরের ধ্যান-ধারণা, চিন্তাভাবনা এবং উদ্দেশ্যের কোনো মিল নেই।" এই চরিত্রের লোকদের চিহ্নিত করতে বলা হয়, "People with Double Standard or People who has two phases" অথবা দু'মুখো সাপ। শত্রু-মিত্র দুই দলের সাথেই সে পরিস্থিতির ভিত্তিতে মিত্র-বন্ধু অথবা শত্রুর মতো আচরণ করে থাকে। মোনাফেক প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণের এবং স্বার্থসিদ্ধির প্রয়াসে পানির মত যে পাত্রেই রাখা হোক, সেই পাত্রের রং এবং আকার ধারণ করবে। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে প্রতিটি সমাজে এই চরিত্রের মানুষ বিদ্যমান, যাদেরকে সভ্য সমাজের সকলেই ঘৃণা করে। তবে এদের মুখোশ পরা চরিত্র এতোই জটিল হয় যে, তাদের ব্যবহার এবং কার্যকলাপ দেখে সহজে বুঝা যায় না যে তারা মোনাফেক। সন্দেহবশত কাউকে মোনাফেক বলে চিহ্নিত করা বা সম্বোধন করা সঠিক নয়, ইসলামী শরীয়তেও গ্রহণযোগ্য নয়, কাজেই এটি গর্হিত পাপ কাজ।

ইসলামের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, মক্কী জীবনে একমাত্র মুশরিকদের [*মূর্তি পূজক*] প্রতিবন্ধকতায় রাসূল (সা.) ইসলামের দাওয়াত দিয়েছিলেন অর্থাৎ মুশরিক ছাড়া ইসলাম প্রচারে বাধাবিঘ্ন সৃষ্টিতে আর কোনো দল মক্কায় ছিলো না। মুশরিকদের ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপ ছিলো প্রকাশ্যে সুস্পষ্ট, তাই তাদেরকে চিহ্নিত করতে কোনো বেগ পেতে হয়নি। তাদের ইসলাম বিরোধিতা ও ধর্ম-বিমুখতা এবং আল-কুরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া ছিলো দিনের আলোর মতো পরিষ্কার ব্যাপার। সরাসরিভাবে প্রকাশ্যে নবী করীমের (সা.) দাওয়াতকে তারা প্রত্যাখ্যান করেছিল। কিন্তু মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের পর সেখানে অন্য দলের সৃষ্টি হয় যাদের চরিত্র ছিলো সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী এবং জটিলতায় পরিপূর্ণ। তাদের বাহ্যিক ব্যবহারের সাথে অন্তরে লুকিয়ে রাখা বিশ্বাস এবং চিন্তাভাবনার কোনো মিল ছিলো না। ইসলামী দ্বীনে আত্মসমর্পণ করে প্রকাশ্যে বিশ্বাসী হিসেবে পরিচিত হলেও প্রকৃতপক্ষে তাদের উদ্দেশ্য ছিলো ইসলামী দ্বীনের ক্ষতি করা। তাই তারা ছিলো ইসলামের এবং মুসলিম উম্মাহর তথা রাসূল (সা.)-এর শত্রু। আল-কুরআনে এই ধরনের চরিত্র এবং চিন্তাভাবনা পোষণ করা ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা বিশেষ একটি উপাধি দিয়ে অর্থাৎ 'মোনাফেক' শব্দ ব্যবহারে চিহ্নিত করেছেন। এরা সমাজের কাছে প্রকাশ্যে বিশ্বাসী হিসেবে পরিচিত ছিলো। কাজেই

www.nagorikpathagar.org

তাদেরকে চিহ্নিত করা সাধারণ মুসলিমের পক্ষে সহজ ছিলো না। শয়তানের মতোই এই দল অদৃশ্য শক্তি হিসেবে রাসূলের (সা.) তাওহীদি দাওয়াতে বাধা সৃষ্টি করে নানাভাবে রাসূল (সা.)-কে কষ্ট দিয়েছিল। বর্তমানে মুসলিম সমাজে এই চরিত্রের ব্যক্তির উপস্থিতি অস্বীকার করা যায় না, যারা বাহ্যিক কার্যকলাপে বিশ্বাসী হিসেবে পরিচয় বহন করলেও প্রকৃতপক্ষে তারা ইসলামের তথা মুসলিম উম্মাহর বড় শত্রু। তবে "মুসলিম কাউকে মোনাফেক বলে ডাকা ইসলামী মূল্যবোধে অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার বিধিবিধানে চরম অন্যায় [*'হারাম" বা নিষিদ্ধ কাজ'*]। কারণ মোনাফেকি চরিত্র অন্তরে প্রতিষ্ঠিত বিশ্বাসের মাপকাটিতে নির্ধারণ করা হয়, অতএব একমাত্র অন্তর্যামী আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আর কেউ জানেন না কারা মোনাফেকি চরিত্রে প্রতিষ্ঠিত। ধর্মীয় বিশ্বাস সম্পর্কে দ্বিমুখী আচরণ হচ্ছে চরম অন্যায় অর্থাৎ যারা স্বার্থসিদ্ধির জন্য ধর্মের মুখোশ পরে অন্যদের ধোঁকা দিয়ে থাকে।

ধর্মীয় বিধিনিষেধের প্রতি তার অন্তরে কোনো শ্রদ্ধাবোধ নেই অথচ বলে বেড়ায় যে, ধর্মীয় মূল্যবোধের সীমালঙ্ঘন সে কখনও করে না। তবে এটি অনস্বীকার্য যে, মানুষের দ্বিমুখী ব্যবহার থেকে অনেক সময় বুঝা যায় যে, তার মধ্যে মোনাফেকি চরিত্রের কিছু চিহ্ন রয়েছে।

মুসলিম উম্মাহর একটি বিশেষ অংশের ঈমান বা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে নয় বরং ইহজগতের বৈষয়িক ব্যাপারে দ্বিমুখী আচরণ লক্ষ্য করা যায়। ইসলামী মূল্যবোধে এ ধরনের আচরণও খুব খারাপ তবে বিশ্বাসের ক্ষেত্রে মোনাফেকি আচরণের মতো গর্হিত পাপ নয়। তদুপরি অধিকাংশ ব্যক্তিই অজ্ঞতায় এ রকম আচরণ করে থাকে, তাই তাকে মোনাফেক হিসেবে চিহ্নিত করা যাবে না এবং উচিত হবে না, বরং সম্ভব হলে ধৈর্যসহ তাকে বুঝানো যেতে পারে। তবে এটি অনস্বীকার্য যে, তারা পার্থিব বিষয়ে প্রতারক। সাধারণভাবে সব বিশ্বাসীদের প্রতি ভালো ধারণা রাখা ইবাদতের একটি অংশ এবং মুসলিম উম্মত হিসেবে পরস্পরের উপর ন্যায্য হাক্ক [*অধিকার*]। মোনাফেকি চরিত্রের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনার পূর্বে বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে আবারও স্মরণ করানো হলো যে, কোনো অবস্থাতেই মুসলিম উম্মতের কাউকে মোনাফেক হিসেবে সম্বোধন করা উচিত হবে না। কারণ মোনাফেকি চরিত্রের আচরণ, চিন্তা-ভাবনা বা প্রবৃত্তি অন্তরের গোপন ব্যাপার। একমাত্র আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আর কেউ জানেন না প্রকৃত মোনাফেক কারা। মোনফেকি চরিত্র বা চিন্তাভাবনা ও ব্যবহার নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য: ১) মোনাফেকি চরিত্রের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা; ২) নিজের চরিত্র, অন্তরে লুকানো চিন্তাভাবনা, প্রবৃত্তির অবৈধ চাহিদার এবং ব্যবহার সংশোধন করা। ৩) মোনাফেকি চরিত্র সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করার পর

www.nagorikpathagar.org

অন্য কাউকে মোনাফেক হিসেবে আখ্যায়িত না করে বরং এ ব্যাপারে সর্বদাই সতর্ক থাকা।

মোনাফেকি চরিত্র এতটাই জটিল বা unpredictable যে, যা নিশ্চিতভাবে চিহ্নিত করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। সূরা আল-বাকারাহ, ৮-২০ নম্বর আয়াতে মোনাফেকি চরিত্রের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বর্ণনা দিয়েছেন। তাতে বুঝা যায়, মোনাফেকি চরিত্রের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। তাই সুযোগ মতো বহুবিধ চরিত্রে তারা আত্মপ্রকাশ করে থাকে। অথচ অবিশ্বাসীদের ব্যাপারে মাত্র দুই আয়াত যেমন ৬-৭ এবং বিশ্বাসীদের ব্যাপারে ২-৫ আয়াত নাযিল করেছেন কারণ এই দু'দলের বিশ্বাস এবং কার্যপদ্ধতিতে তার বহির্প্রকাশ অত্যন্ত পরিষ্কার। আল্লাহ তা'আলাই এ ব্যাপারে সবচেয়ে ভালো জানেন। মোনাফেকি চরিত্র সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ. يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ج وَمَا يَخْدَعُوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ. فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ لا فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا ج وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ لا بِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ. وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ لا قَالُوْٓا اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ.

"মানুষের মধ্যে এমন লোক রয়েছে যারা বলে, 'আমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী; কিন্তু তারা বিশ্বাসী নয়; আল্লাহ এবং মু'মিনগণকে তারা প্রতারিত করতে চায়। অথচ তারা যে নিজেদেরকে ভিন্ন কাউকেও প্রতারিত করে না এটি তারা বুঝতে পারে না। তাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে। অতঃপর আল্লাহ্ তাদের ব্যাধি বৃদ্ধি করেছেন ও তাদের জন্য রয়েছে কষ্টদায়ক শাস্তি, কারণ তারা মিথ্যাচারী। তাদেরকে যখন বলা হয়, 'পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করো না, তারা বলে, আমরাই তো শান্তি স্থাপনকারী।" {*২-সূরা বাকারাহ : ৮-১১*}

[*১১ নম্বর আয়াতে উল্লিখিত বিষয়বস্তু আসলে মোনাফেকসহ সব সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য প্রযোজ্য। কারণ মোনাফেকদের মতো সীমালঙ্ঘনকারীরাও প্রয়োজন মতো মুখোশ পরে তাদের কার্যকলাপ চালিয়ে যায়। বর্তমানে পৃথিবীর super power এবং তাদের মিত্র দল প্রায়ই বলে থাকে যে, তারা শান্তি প্রতিষ্ঠিত ও গণতন্ত্রের প্রয়োজনে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সৈন্য পাঠিয়ে স্বৈরাচারী শাসক নিধন করছে তাতে সাধারণ নিরীহ জনজীবনসহ অগণিত সম্পদ নষ্ট হচ্ছে। এরাই যে প্রকৃতপক্ষে কার্যকলাপের মাধ্যমে পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করছে সেটি তারা বুঝতে পারে না। তবে এই সব দল বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারে এই ধরনের মুখোশ পরে গণতন্ত্রের নামে তালবাহানা করছে। কারণ এরাই আবার নিজেদের স্বার্থে বিশেষ কোনো দেশের স্বৈরাচারী সরকার এবং রাজা বাদশাহদের ক্ষমতাকে টিকিয়ে রাখায় সাহায্য করতেও পিছুপা হয় না।*]

www.nagorikpathagar.org

১২ নম্বর আয়াতে তাদের আসল পরিচয় আল্লাহ তা'আলা দিয়েছেন–

أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ ۝ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا۟ كَمَآ ءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوٓا۟ أَنُؤْمِنُ كَمَآ ءَامَنَ ٱلسُّفَهَآءُ ۗ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَآءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ ۝ وَإِذَا لَقُوا۟ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا۟ إِلَىٰ شَيَٰطِينِهِمْ قَالُوٓا۟ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ ۝

"সাবধান! এরাই অশান্তি সৃষ্টিকারী, কিন্তু এরা বুঝতে পারে না। যখন তাদেরকে বলা হয়, যে সকল লোক ঈমান এনেছে তোমরাও তাদের মতো ঈমান আন, তারা বলে, 'নির্বোধগণ যেরূপ ঈমান এনেছে আমরাও কি সেইরূপ ঈমান আনব? সাবধান! এরাই নির্বোধ, কিন্তু এরা বুঝতে পারে না*। যখন তারা মু'মিনদের সংস্পর্শে আসে তখন বলে, 'আমরা বিশ্বাস করেছি; আর যখন তারা নিভৃতে তাদের শয়তানদের সাথে মিলিত হয় তখন বলে, আমরা তো তোমাদের সাথেই রয়েছি; আমরা শুধু তাদের সাথে ঠাট্টা-তামাশা করে থাকি। *{এই আয়াতে বর্ণিত চরিত্রে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিই হচ্ছে ধর্মীয় মূল্যবোধের অনুশাসনে প্রকৃত মোনাফেক।}*" *[২-সূরা বাকারাহ : ১২-১৪]*

**{এই গোষ্ঠীর অনেকেই ইসলাম সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা রাখে অথচ তারা সর্বত্রই ইসলামের বিরোধিতা করে এবং নানা অজুহাতে মুসলিমদের নির্যাতন করতে পিছুপা হয় না।}*

[*উল্লিখিত ১৪ নম্বর আয়াতে মোনাফেক নেতাদেরকে "শয়তান" বলে আল্লাহ তা'আলা আখ্যায়িত করেছেন। "ইবলিস" (শয়তান), আল্লাহ তা'আলার বিধান সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে জ্ঞানী হওয়া সত্ত্বেও অবাধ্যতা ও ঔদ্ধত্যের সাথে সত্য ও উত্তম পথ থেকে যেমনভাবে দূরে সরে গিয়েছিল, তেমন মোনাফেক দল এবং তাদের নেতারাও জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও দ্বীন থেকে বিমুখ হয়। শুধু তাই নয়, শয়তানের মতোই অন্যান্যদেরকে সৎপথ থেকে দূরে থাকতে প্রভাবিত করে।*]

ٱللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِى طُغْيَٰنِهِمْ يَعْمَهُونَ ۝

"আল্লাহ তাদের সাথে তামাশা করেন*, আর তাদেরকে তাদের অবাধ্যতায় বিভ্রান্তের ন্যায় ঘুরে বেড়ানোর অবকাশ দেন।" *[২-সূরা বাকারাহ : ১৫]*

**[আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সৎপথ দেখাবেন না এবং তাদের এই অন্যায়ের জন্য পরবর্তী সময়ে তারা প্রকৃত তামাশার পাত্র হবে।]*

[*উল্লেখ্য যে, আবদুল্লাহ ইবনে উবায় বিন সালুল (মদীনাতে মোনাফেকদের সরদার) রাসূল (সা.)-এর সান্নিধ্যে আসার সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও হেদায়াত প্রাপ্ত হয়নি।*

www.nagorikpathagar.org

তার মোনাফেকি আচরণ ও অন্যদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্য, সে সত্য দ্বীন ইসলামী মূল্যবোধে পুরোপুরিভাবে আত্মসমর্পণ না করে মোনাফেক অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে। অর্থাৎ বিভ্রান্তিতে রেখেই পৃথিবী থেকে আল্লাহ তা'আলা তাকে তুলে নিয়েছেন।]

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَٰلَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَٰرَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ۝
مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا ج فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ
وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَٰتٍ لَّا يُبْصِرُونَ ۝ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ۝ أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ
السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَٰتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ ج يَجْعَلُونَ أَصَٰبِعَهُمْ فِي آذَانِهِم مِّنَ الصَّوَٰعِقِ حَذَرَ
الْمَوْتِ ط وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَٰفِرِينَ ۝ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَٰرَهُمْ ط كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُم
مَّشَوْا فِيهِ ق وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا ط وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَٰرِهِمْ ط إِنَّ
اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

"এরাই হেদায়াতের বিনিময়ে ভ্রান্তি ক্রয় করেছে। সুতরাং তাদের ব্যবসা লাভজনক হয়নি, তারা সৎপথেও পরিচালিত নয়। তাদের উপমা, যেমন এক ব্যক্তি অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করলো; তা যখন তার চতুর্দিক আলোকিত করলো আল্লাহ তখন তাদের জ্যোতি অপসারিত করলেন এবং তাদেরকে ঘোর অন্ধকারে ফেলে দিলেন, তারা কিছুই দেখতে পায় না [*আল-কুরআনের আলো এবং তার বাহক রাসূল (সা.)-এর সান্নিধ্যে থাকার পরও তারা সত্যের আলো পায়নি*]। তারা বধির, মূক, অন্ধ [*চোখ থাকা সত্ত্বেও তারা সত্য দেখে না, অর্থাৎ আধ্যাত্মিকভাবে তাদের হৃদয়ের চোখ অন্ধ হয়ে গেছে*], সুতরাং তারা ফিরবে না*। কিংবা যেমন আকাশের বর্ষণ মুখর ঘন মেঘ, যাতে রয়েছে ঘোর অন্ধকার, বজ্রধ্বনি ও বিদ্যুৎ চমক। বজ্রধ্বনিতে মৃত্যুভয়ে তারা তাদের কর্ণে আঙ্গুল প্রবেশ করায়। আল্লাহ কাফেরদেরকে [*মোনাফেকরা বস্তুত সর্বজ্ঞ আল্লাহ তা'আলাকে ফাঁকি দিতে চায় তাই তারা সত্য প্রত্যাখ্যানকারী অর্থাৎ কাফের*] পরিবেষ্টন করে রেখেছেন। বিদ্যুৎ-চমক তাদের দৃষ্টি শক্তি প্রায় কেড়ে নেয়। যখনই বিদ্যুৎ আলোক তাদের সম্মুখে উদ্ভাসিত হয় তারা তখনই পথ চলতে থাকে এবং যখন অন্ধকারাচ্ছন্ন হয় তখন তারা থমকে দাঁড়ায়। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।"**

[২-সূরা বাকারাহ : ১৬-২০]

[* *মোনাফেকরা শয়তানের মতোই সত্যের আলোতে প্রবেশ করার পর অন্তরের ব্যাধি থাকায় অবাধ্যতার অন্ধকারে যখন ডুবে যায়, তখন সে অন্তরে সত্যের আলো প্রবেশ করতে পারে না*

www.nagorikpathagar.org

অর্থাৎ আলো বা হেদায়াত থেকে এই অন্তর বঞ্চিত থাকে, যেরকম অবাধ্য হওয়ার পর ঔদ্ধত্যের কারণে শয়তান আর সত্যের আলোতে প্রবেশ করতে পারেনি।]

[** *মোনাফেকরা সুবিধাভোগী তাই তারা সবসময় সুযোগের সন্ধানী হয় এবং নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য সুযোগের অপেক্ষায় থাকে। সুসময়ে তারা মুসলিম উম্মতের বন্ধু অথচ দুঃখের-কষ্টের আভাস পেলেই তারা দূরে সরে যায় এবং অনেক সময় মুসলিমদের সুখ শান্তি দেখে মুখে প্রকাশ না করলেও অন্তরে ভীষণ কষ্ট পায়, যা তাদের কাজের মাধ্যমে অনেক ক্ষেত্রে প্রকাশ পায়।]*

উপরোল্লিখিত আয়াতে মোনাফেকি চরিত্রের সার্বিক বৈশিষ্ট্যসমূহ আল্লাহ তা'আলা তুলে ধরেছেন। মোনাফেকি আত্মার [*নাফসের বা অন্তরের*] অন্যায় চাহিদা পূরণের চেষ্টাই হচ্ছে তাদের অন্তরের প্রধান ব্যাধি। উল্লেখ্য এই রোগ সাধারণত খালি চোখে দেখা যায় না, কাজেই তাদের প্রবৃত্তির শয়তানি চিন্তা-চেতনার বহির্প্রকাশ ঘটে মোনাফেকি বা দ্বিমুখী আচরণে। এজন্যই বিভিন্ন পরিস্থিতিতে মোনাফেকি বৈশিষ্ট্যের, কর্মের ও আচরণের উদাহরণ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাযিল করেছেন যাতে তাদেরকে চিহ্নিত করা সহজ হয়। উপরোল্লিখিত আয়াতে বর্ণিত বিষয় নিয়ে আলোচনা করলে ইনশাআল্লাহ স্পষ্ট হবে তাদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য কেমন। আরও দেখা যাবে এই চরিত্রের লোক [*মোনাফেকি চরিত্রের*] সমাজে সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। তবুও তাদেরকে মোনাফেক বলা যাবে না তবে তাদের আচরণ দেখে বা বুঝে সতর্ক থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ এবং সম্ভব হলে উপেক্ষা করাই শ্রেয়।

মোনাফেকি চরিত্র ও আচরণ শুধুমাত্র সামাজিক জীবনেই নয় বরং ব্যক্তি, পারিবারিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে আরও বেশি ক্ষতির কারণ হয়ে থাকে। বিশেষ করে রাজনীতির প্রেক্ষাপটে। কারণ রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীদের চরিত্র বা রাজনীতির উত্থান-পত্তনের সাথে জড়িত থাকে একটি দেশের সার্বিক উন্নতি, কল্যাণ এবং সমৃদ্ধি। তাই রাজনীতিতে যদি মোনাফেকি চরিত্রের আশ্রয় থাকে এবং রাজনীতিজ্ঞ যদি মোনাফেকি চরিত্র অবলম্বন করে তাহলে একটি জাতির ভবিষ্যৎ সর্বদাই বিপজ্জনক সংকটময় অবস্থার মধ্যে থাকে। দেশবাসীরা এই ধরনের রাজনীতিজ্ঞদের বিশ্বাস করতে পারে না, তাদের উপর কোনো ব্যাপারেই ভরসা করতে পারে না। বাংলাদেশের অতীত ইতিহাস থেকে সেটা সকলেই অবগত আছেন। মিরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতা, বেঈমানি ও মোনাফেকি আচরণ তৎকালীন বিশ্বের সেরা, উন্নতশীল একটি জাতিকে রক্ত শোষক ইংরেজ বণিকদের হাতে তুলে দিয়েছিল। তার বিশ্বাসঘাতকতা/মোনাফেকি ব্যবহারের ফলাফল হিসেবে ইংরেজ জাতি বৃহত্তর ভারতবর্ষকে ২০০ বছর শুধু মাত্র শাসন নয় সার্বিকভাবে শোষণ করেছে।

www.nagorikpathagar.org

সরকারী আমলা ও রাজনীতির নামে রাজনীতিক কার্যকলাপে আজও সব দেশেই মোনাফেকি চরিত্রের ব্যক্তির বিচরণ লক্ষ্য করা যায়। তারা দেশবাসীর কল্যাণের নামে নিজেদের স্বার্থকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে শাসকের নামে বারবার সমস্ত জাতিকে শোষণ করে। বাংলাদেশের কিছু রাজনীতিজ্ঞ এ ব্যাপারে পিছিয়ে নেই যা নিকট অতীতে প্রমাণিত হয়েছে। মোনাফেকি চরিত্রের পরিচয় তখনই প্রকাশ পায় যখন দেশে ও সমাজে সংকটময় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে উল্লিখিত আয়াত থেকে ইনশাআল্লাহ আরও সুস্পষ্ট হবে। এ সম্পর্কে মূল আয়াত নিয়ে আলোচনা করার পূর্বে আলোচিত বিষয় বস্তু ভালোভাবে বুঝার প্রয়োজনে মদীনার মুসলিম সমাজে মোনাফেকি চরিত্রের সৃষ্টি কিভাবে হয়েছিল সে ব্যাপারে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হলো।

নতুন ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবে মদীনায় মুসলিম উম্মত নানা সংকটের মধ্যে দিন অতিবাহিত করছিল। অন্যদিকে মক্কার মুশরিক কুরাইশ নেতারা মদীনার পার্শ্ববর্তী এলাকায় বসবাসকারী ইয়াহুদীর সাহায্যে মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে বারবার যুদ্ধের হুমকিসহ বিভিন্ন প্রকার ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছিল। এমন পরিস্থিতিতে মদীনায় বসবাসকারী অনেকেই মুসলিমের পরিচয় নিয়ে রাসূল (সা.) এবং মুসলিম উম্মাহর ক্ষতি করার জন্য সর্বদাই কুরাইশ এবং ইয়াহুদীর সাথে গোপনে মিত্র সম্পর্ক বজায় রেখেছিল। মদীনাবাসীদের অনেকের এই ধরনের আচরণ, রাসূল (সা.) এবং মক্কা থেকে হিজরতকারী ঈমানদার মুসলিমদের কাছে ছিলো চিন্তাভাবনার বহির্ভূত বিষয় অর্থাৎ অস্বাভাবিক আচরণ। কারণ মক্কার মুশরিকদের ইসলাম বিরোধিতা ছিলো প্রকাশ্যে তাই এই ধরনের অদৃশ্য মোনাফেকি চরিত্র ও আচরণ সম্বন্ধে প্রকৃতপক্ষে তাদের কোনো ধারণা ছিলো না। যা হোক এরূপে মদীনার মুসলিম সমাজে মোনাফেকি চরিত্রের সূচনা হয়।

এ পর্যায়ে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করা অনস্বীকার্য, পরবর্তী আয়াত পড়ে মনে হয়তো প্রশ্ন সৃষ্টি হবে যে, উল্লিখিত আয়াতে বর্ণিত বিষয় তৎকালীন সময়ের জন্য পুরোপুরি প্রযোজ্য ছিলো কিন্তু আজকের যুগে তার প্রযোজ্যতা কতটুকু মানানসই। এই প্রশ্নের উত্তর বুঝার জন্য কয়েকটি points নিয়ে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হলো।

১) আল-কুরআন, মানবজাতির জন্য আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত সর্বশেষ আসমানী কিতাব, যা পরিপূর্ণ জীবনাদর্শের মূল ভিত্তি। যে আদর্শের ন্যায্যতার উৎকৃষ্টতার প্রযোজ্যতা কেয়ামত পর্যন্ত সব পরিস্থিতিতেই গ্রহণযোগ্য থাকবে। আর কোনো নবী-রাসূল প্রেরিত হবেন না, আসমানী কিতাবও নাযিল হবে না। তাই কোনো অবস্থাতেই জীবনাদর্শের মূল ভিত্তির পরিবর্তন হবে না।

www.nagorikpathagar.org

২) আল-কুরআন নাযিল হওয়ার সময় মানুষের ব্যক্তি, সমাজ ও রাজনীতিক জীবনের যে ধরনের চিন্তাচেতনা ও প্রবৃত্তির চাহিদা ছিলো তার কোনো পরিবর্তন হয়নি বরং বহুলাংশে প্রবৃত্তির অবৈধ চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে। অথচ সময়ের সাথে প্রযুক্তিগত উন্নতির সুবাদে এবং বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে জীবন যাত্রার মান অনেক পরিবর্তন হয়েছে তবে মানব প্রকৃতির দুর্বল বৈশিষ্ট্যের কোনো উন্নতি হয়নি।

৩) মানব চরিত্রের মূল বৈশিষ্ট্যের কোনো পরিবর্তন হয়নি, যেমন মিথ্যা, হিংসা, ঈর্ষাপরায়ণতা, বিশ্বাসঘাতকতা, প্রতারণা, সন্ত্রাসী আচরণ, হত্যা, চুরি, সম্পদের প্রতি লোভ-লালসা, ক্ষমতার লড়াই, প্রবৃত্তির অবৈধ চাহিদা এবং মোনাফেকি আচরণ ইত্যাদি আগের মতো আজও বিদ্যমান এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে আরো বেড়ে গেছে।

৪) ইসলামী [*আল-কুরআন এবং সুন্নাহর*] জীবনাদর্শের মূল ভিত্তির কোনো পরিবর্তন হয়নি। ইসলাম মানবজাতির জন্য যে পরিপূর্ণ জীবনাদর্শ দিয়েছে, সেটি মানুষের ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে মূল ভিত্তি হিসেবে কাজ করে এবং করবে তার কোনো পরিবর্তন হয়নি।

৫) উপরন্তু পরিবর্তন হয়েছে মুসলিম চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের, আচরণের এবং চিন্তাচেতনার দৃষ্টিভঙ্গি। পরিবর্তন হয়েছে মুসলিম উম্মতের ঈমানের গভীরতায়, তাকওয়া অর্থাৎ আল্লাহ-সচেতনতায় উপেক্ষায় অন্তরদৃষ্টি এবং পার্থিব জীবন যাপনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি। জাগতিক বস্তুবাদী জীবন হয়েছে তাদের কাছে পারলৌকিক অনন্তকাল জীবনের তুলনায় বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

৬) অবিশ্বাসীদের চিন্তা-ভাবনা, ইসলামের প্রতি বৈরীভাব, ইসলাম বিরোধী নানা ধরনের ষড়যন্ত্রমূলক আচরণ এবং মুসলিম উম্মাহর সংস্কৃতির ভিত্তিতে ধস সৃষ্টির প্রয়াসে ধ্বংসাত্মক বিভিন্ন পরিকল্পনার পরিবর্তন হয়নি, বরং যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির সাথে সেটির পরিমাণ আরও বহুগুনে বেড়েছে।

৭) মুসলিম উম্মতের জীবনে ইসলামী জীবনাদর্শ প্রণয়নের এবং শাসনতন্ত্রের মূল ভিত্তির জন্য মূল অবকাঠামোর [*আল-কুরআন ও সুন্নাহর*] ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তার কোনো পরিবর্তন হয়নি। অথচ মুসলিম উম্মত আজ আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত উৎকৃষ্ট জীবনাদর্শের ভিত্তিতে রচিত শাসন ব্যবস্থার পরিহার করে মানুষের সৃষ্টি মতাদর্শের ভিত্তিতে রচিত গণতন্ত্রের নামে রাষ্ট্র এবং তাদের জীবন পরিচালনা করছে। তাতে মানবাধিকার নিশ্চিতকরণ, প্রশাসনের স্বচ্ছতায়, অর্থনৈতিক বৈষম্যতা দূরীকরণে অর্থাৎ সার্বিকভাবে উন্নতি সাধনে তারা নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে।

এজন্যই নিম্নোল্লিখিত আয়াতের আলোকে এবং নিজেদের আচার-আচরণ, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, প্রশাসনের আমলা, সমাজপতি, রাজনৈতিক কর্মী, নেতা-নেত্রীদের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করলে বুঝা যাবে, এদের বৃহত্তর অংশের

www.nagorikpathagar.org

চারিত্রিক গুণাবলি এবং কার্যকলাপ উপরোল্লিখিত আয়াতে বর্ণিত মোনাফেকি চরিত্র ও কার্যকলাপের সাথে মিলে যাচ্ছে। তার অর্থ এটি নয়, সরাসরিভাবে তাদেরকে মোনাফেক হিসেবে আখ্যায়িত করা হবে। আসল কথা হলো মোনাফেকি চরিত্রে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের এড়িয়ে চলা বা উপেক্ষা করাই হচ্ছে বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের কাজ। তদুপরি নিজের চরিত্রেও যদি মোনাফেকি আচরণের কোনো চিহ্ন বা অস্তিত্ব পাওয়া যায়, তাহলে সকলকেই আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে সেগুলো পরিবর্তন করার। মোনাফেকি আচরণ প্রসংগে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا ط وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ
ج قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ ج وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ ط قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ
إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ. هَا أَنتُمْ أُولَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ ج
وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا صلى وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ ط قُلْ مُوتُوا
بِغَيْظِكُمْ ط إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ .

"হে মু'মিনগণ! তোমাদের আপনজন ব্যতীত অপর কাউকেও অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে [*"বিতানাহ" অর্থাৎ উপদেষ্টা, পরামর্শদাতা, সাহায্যকারী, বন্ধু ইত্যাদি*] গ্রহণ করো না; তারা তোমাদের অনিষ্ট করতে ত্রুটি করবে না; যা তোমাদেরকে বিপন্ন করে তাই তারা কামনা করে। তাদের মুখে বিদ্বেষ প্রকাশ পায় এবং তাদের *হৃদয় যা গোপন রাখে তা আরও গুরুতর।* তোমাদের জন্য নিদর্শন বিশদভাবে বিবৃত করেছি, যদি তোমরা অনুধাবন কর। দেখ, তোমরাই তাদেরকে ভালোবাস; কিন্তু তারা তোমাদেরকে ভালোবাসে না। এবং তোমরা সমস্ত কিতাবে বিশ্বাস কর [*ইয়াহুদী ও খৃষ্টানেরা আল-কুরআন এবং ইয়াহুদীরা ইঞ্জিল বা New Testament Gospal এ বিশ্বাসী নয়*]। তারা যখন তোমাদের সংস্পর্শে আসে তখন তারা [*মোনাফেকগণ*] বলে, 'আমরা বিশ্বাস করি; কিন্তু তারা যখন একান্তে মিলিত হয় তখন তোমাদের প্রতি আক্রোশে তারা নিজেদের আঙ্গুলের অগ্রভাগ দাঁতে কেটে থাকে। বল, তোমাদের আক্রোশেই তোমরা মর।" অন্তরে যা রয়েছে সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত।" { *৩-সূরা আলে-ইমরান : ১১৮-১১৯* }

উল্লিখিত আয়াতে বর্ণিত শিক্ষণীয় বিষয় :

১) মুসলিম উম্মতের জীবনাদর্শ ও শাসনতন্ত্রের বিধিব্যবস্থার রচনায় অন্তরঙ্গ বন্ধু [*উপদেষ্টা, সাহায্যকারী ও পরামর্শদাতা*] হিসেবে বিধর্মী কাউকে গ্রহণ করা যাবে না।

www.nagorikpathagar.org

কারণ মুসলিম উম্মতের জীবনাদর্শ হবে ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তিতে তাই অমুসলিমদের এ ব্যাপারে উপদেশ দেয়ার কোনো যোগ্যতা নেই।

২) এজন্যেই যে, অবিশ্বাসী-বিধর্মীদের পরামর্শ উপদেশ ইসলামী জীবনাদর্শের যে উৎকৃষ্টতা ও শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে তার যথাযোগ্য হবে না। সুতরাং এইক্ষেত্রে তাদেরকে বিশ্বাস করা যায় না।

৩) কারণ তারা প্রকৃতপক্ষে মুসলিম উম্মাহর ক্ষতি কামনা করে।

৪) তাদের বাহ্যিক ব্যবহারের তুলনায় অন্তরের গোপন উদ্দেশ্য আরও খারাপ [*মোনাফেকি আচরণ*]। অনেক সময় অবিশ্বাসীরা অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে আচরণ করে নিজেদের গোপন উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য, বিশেষভাবে সরকারী কর্মকাণ্ডে এটি প্রায় ক্ষেত্রেই উপস্থিত থাকে।

৫) মুসলিম উম্মতের অনেকেই তাদেরকে ভালোবেসে বন্ধু সাজালেও, তারা আসলে মুসলমানদেরকে মোটেই ভালোবাসে না, পছন্দ করে না এমনকি মুসলিম উম্মতের কল্যাণ হোক সেটিও তারা সহ্য করতে পারে না।

৬) মুসলিম উম্মত আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত সব আসমানী কিতাবে [*তাওরাত (Old Testament), ইঞ্জিল (New Testment/Gospal) এবং আল-কুরআন*] বিশ্বাসী কিন্তু তারা সব কিতাবে বিশ্বাসী নয়।

৭) ইয়াহুদীরা ইঞ্জিল এবং আল-কুরআনে এবং খৃষ্টানরা আল-কুরআনে বিশ্বাসী নয়।

৮) এছাড়া অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত কোনো আসমানী কিতাবেই বিশ্বাসী নয়।

৯) মোনাফেকি চরিত্রের আসল পরিচয় হচ্ছে, তারা প্রকাশ্যে বিশ্বাসী সাজলেও তাদের ইসলাম বিরোধী আক্রোশ অন্তরে গোপন বিষয় এবং অবিশ্বাসী বন্ধুদের সাথে একত্রে মিলিত হলেই মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে আক্রোশে-ক্রোধে তারা জ্বলে মরে।

১০) তারা অন্তরে যা গোপন করে সেটি বাহ্যিক ব্যবহারের তুলনায় আরও বেশি খারাপ।

১১) তারা বুঝতে পারে না যে, সর্বজ্ঞানী আল্লাহ তা'আলা তাদের বাহ্যিক ব্যবহার এবং গোপন পরামর্শ ও অন্তরে লুকিয়ে রাখা বাসনা সম্বন্ধে সম্যক অবগত আছেন।

১২) আল্লাহ তা'আলা অবিশ্বাসী ও মোনাফেকি চরিত্র সম্পর্কে বিশদভাবে উল্লেখ করেছেন যাতে মুসলিম উম্মাহ বুঝতে এবং তাদের ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে সতর্ক হতে পারে।

www.nagorikpathagar.org

ভালো-মন্দ এ দু'টিই মানুষ চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আলো- ছায়ার মতো এ দু'টি বৈশিষ্ট্যই মনুষ্য চরিত্রে পাশাপাশি অবস্থান করে। অন্যান্য জিনিসের ভালো-মন্দ সহজে পরিবর্তন হলেও মনুষ্য প্রবৃত্তি ভালো-মন্দ সহজে পরিবর্তন হয় না। সর্বযুগে মনুষ্য প্রবৃত্তিতে ভালো-মন্দের যে অস্তিত্ব ছিলো, আজও আছে এবং আগামীতে থাকবে। আল-কুরআন নাযিল হওয়ার সময় অবিশ্বাসী ও মোনাফেকি চরিত্র এবং অন্তরের খারাপ চিন্তাচেতনা যেমন ছিলো আজও সেরকম আছে, যেরকম শয়তানের চরিত্র, তার চিন্তাভাবনা কেয়ামত পর্যন্ত একই ধরনের থাকবে, তার কোনো পরিবর্তন হবে না। সর্বশেষ আসমানী কিতাব আল-কুর'আন নাযিল করার এবং রাসূলকে (সা.) মানবজাতির কাছে প্রেরণ করার বহু উদ্দেশ্যের মধ্যে একটি অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে মনুষ্য চরিত্র [আখলাক] পরিশোধন করে সহজাত প্রকৃতিতে প্রতিষ্ঠিত করা। রাসূল (সা.) শুধুমাত্র আল-কুরআন মানুষের কাছে পৌঁছে দেননি বরং সাহাবাদের আধ্যাত্মিকভাবে পরিশোধন করে পবিত্র করার জন্য আয়াতকে প্রায়োগিকভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তদুপরি তিনি (সা.) ব্যবহারিক জীবনে বাস্তব উদাহরণ সৃষ্টি করে আল-কুরআনে বর্ণিত বিধিবিধানের শিক্ষা দিয়েছেন। এ প্রসংগে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ
الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ق وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ.

"তিনিই উম্মীদের মধ্যে তাদের একজনকে প্রেরণ করেছেন রাসূলরূপে, যে তাদের নিকট আবৃত্তি করে তার আয়াত [*আল-কুরআন*], তাদেরকে পবিত্র করে এবং শিক্ষা দেয় কিতাব [*আল-কুরআন*] ও হিকমাহ [*আল-কুরআন বুঝার এবং জীবনে প্রয়োগ করার জ্ঞান, রাসূল (সা.) নিজে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়েছেন*]; ইতোপূর্বে তো তারা ছিলো ঘোর বিভ্রান্তিতে [*আল্লাহ তা'আলার দ্বীন সম্পর্কে তাদের কোনো জ্ঞান ছিলো না, তাই জীবন যাপনে গৃহীত ব্যবস্থায় তারা ছিলো জাহেল বা অজ্ঞ।*]।" { *৬২-সূরা জুমু'আ : ২* }

এই আয়াত থেকে স্পষ্ট যে, মনুষ্য চরিত্রকে পরিশুদ্ধ করার জন্যই রাসূলকে (সা.) প্রেরণ করা হয়েছে, এ ব্যাপারে *Imam Ahmad (RA) recorded from Abu Hurayrah (R) that the Messenger of Allah (SA) said, "I have only been sent to perfect righteous behavior." [Ahmad, vol. 2, # 381]*

অনুবাদ : আবু হুরায়রা (রা.) থেকে ইমাম আহমাদ মুসনাদে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল (সা.) বলেছেন, 'আমি প্রেরিত হয়েছি ধার্মিক বা পুণ্যবান আচরণকে

www.nagorikpathagar.org

পরিপূর্ণ করার জন্যে।' (আহমাদ, খণ্ড-২, নম্বর-৩৮১, ইবনে কাসীর, খণ্ড-১০, পৃষ্ঠা-১০৫

আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'রাসূল (সা.) ছিলেন মানবজাতির মধ্যে সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী'। [সহীহ মুসলিম, ৫৮১২]

আল-কুরআন এ ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয়, আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ.

"তুমি অবশ্যই মহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত।" *[৬৮-সূরা আল-কলাম : ৪]*

ইতোপূর্বে উল্লিখিত সূরা আলে-ইমরানের দুই আয়াতে [১১৮-১১৯] মুসলিম উম্মাহর জন্য অন্য ধর্মাবলম্বী যেমন ইয়াহুদী, খৃষ্টান, মুশরিক (মূর্তিপূজক) এবং মোনাফেকদের সাথে বন্ধুত্বের একটি সীমা আল্লাহ তা'আলা নির্ধারণ করেছেন। "১১৮ নম্বর আয়াতে উল্লিখিত 'বিতানাহ" ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ, পরামর্শদাতা (Advisors, counsellors), রক্ষক (Protcetors); সাহায্যকারী (Helpers) এবং প্রকৃত বন্ধু (Real friends) সবই এর অন্তর্ভুক্ত।

মনুষ্যজাতি এক জাতির সদস্য কারণ তারা এক মা-বাবার সন্তান। প্রকৃতপক্ষে একই রক্তের ধারা তাদের শরীরে প্রবাহিত হচ্ছে তাই রক্তের টানে একজন অন্যজনের বিপদে-আপদে সাহায্যে আসবে এটি অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে মানবজাতি পরস্পরের উপর যে বিশেষ অধিকার আছে তাকে বলা হয় মানব অধিকার এবং মানব ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের অধিকার। তবে মনুষ্যজাতি একই জাতি হলেও তারা বিভিন্ন ধর্মাদর্শে বিশ্বাসী। তাই তাদের মতাদর্শ, জীবনাদর্শ এবং আকীদা বিভিন্ন ধরনের। তবে এখানে মানুষের মধ্যে যে বিভিন্ন ভাষা ও বর্ণ এবং আকৃতি রয়েছে সে কথা বলা হয়নি। ধর্মে বিভক্ত সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ۚ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۖ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ ۗ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ.

"সকল মানুষ একই জাতির [*একই বিশ্বাস, মতাদর্শ এবং আকীদা অর্থাৎ সহজাত প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত ছিলো*] অন্তর্ভুক্ত ছিলো [*সকলেই মুসলিম ছিলো*]। অতঃপর [*তাদের মধ্যে ধর্ম বিষয়ে*

www.nagorikpathagar.org

বিভিন্ন ধ্যান-ধারণার সৃষ্টি হয়। আল্লাহ তা'আলা নবী পাঠালেন সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী হিসেবে। আর তাদের সাথে অবতীর্ণ করলেন সত্য কিতাব, যাতে মানুষের মাঝে বিতর্কমূলক বিষয়ে মীমাংসা করতে পারেন। বস্তুত কিতাবের ব্যাপারে অন্য কেউ মতভেদ করেনি; কিন্তু পরিষ্কার নির্দেশ এসে যাবার পর নিজেদের পারস্পরিক জেদবশত তারাই করেছে, যারা কিতাব প্রাপ্ত হয়েছিল*। অতঃপর আল্লাহ ঈমানদারদেরকে হেদায়াত করেছেন সেই সত্য বিষয়ে, যে ব্যাপারে তারা মতভেদে লিপ্ত হয়েছিল। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সরল পথ বাতলে দেন।" { *২-সূরা বাকারাহ : ২১৩*}

*[*অনেকেই নবীদের অনুসরণ করেন আবার অনেকেই ঔদ্ধত্যবশত বিরোধিতা করে, তাতে মানুষ দুই দলে বিভক্ত হয়ে যায়, একদল বিশ্বাসী আর অন্যদল অবিশ্বাসী।*]

وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّآ أُمَّةً وَّاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ.

"মানুষ ছিলো একই জাতি, পরে তারা মতভেদ সৃষ্টি করে। তোমার প্রতিপালকের পূর্ব ঘোষণা না থাকলে তারা যে বিষয়ে মতভেদ ঘটায় তার মীমাংসা তো হয়ে যেত।" { *১০-সূরা ইউনুস : ১৯* }

নবী-রাসূলদের সাথে প্রেরিত আসমানী কিতাবে মানবজাতির জন্য বর্ণিত আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত মূল জীবনাদর্শের কোনো পরিবর্তন হয়নি। সব নবী-রাসূলই তাওহীদি ধর্ম প্রচার করেছেন এবং আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত বিধানে আত্মসমর্পণ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। সর্বশেষে প্রেরিত কিতাব আল-কুরআনের মাধ্যমে মানবজাতির জন্য আল্লাহ তা'আলা, তাঁর প্রদত্ত জীবনাদর্শকে শেষবারের মতো প্রতিষ্ঠিত করেছেন, যার কোন পরিবর্তন পরিশোধন আর হবে না। তাই মুসলিম উম্মতের ধর্মাদর্শ এবং জীবনাদর্শ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত স্বর্গীয় বিধান। সব ধর্মাদর্শে এমন কতগুলো রীতিনীতি আছে যেগুলো সাধারণ রীতিনীতি, যাদেরকে বলা হয় মানব জীবনাদর্শ বা মানব ধর্ম অর্থাৎ সহজাত প্রকৃতির আদর্শ। তাই অন্যান্য ধর্মাদর্শের সাথে ইসলামী ধর্মাদর্শের বিশেষ কিছু বিষয়ে মিল পাওয়া যায়। তবে মূল ইসলামী জীবনাদর্শ অন্য সব জীবনাদর্শ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। ফলে আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত জীবনাদর্শের মূল ভিত্তির পরিবর্তে মুসলিম উম্মতের জন্য মানুষের তৈরি জীবনাদর্শ ও শাসন ব্যবস্থা গ্রহণ করা, প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলার অবাধ্য হওয়া। আল্লাহ তা'আলার আদেশে বা প্রদত্ত বিধিবিধানের অবাধ্য হওয়া মুসলিম [*আত্মসমর্পণকারী*] সংজ্ঞার বহির্ভূত কাজ।

www.nagorikpathagar.org

তাই মুসলিম শাসকগণ দেশ শাসনে বা মুসলিম উম্মতের সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে শাসন ব্যবস্থার মূলনীতির প্রণয়নে অন্য কোনো ব্যবস্থার বা বিধর্মীদের সাহায্য নিতে পারে না বা পারবে না এবং কী কারণে পারবে না সেটিও উল্লিখিত ১১৮-১১৯ নম্বর আয়াত থেকে সুস্পষ্ট। কারণ অবিশ্বসীরা বা বিধর্মীরা মুসলিম উম্মতের একতা, উন্নতি, সফলতা, প্রগতি এবং বিশ্বজুড়ে ইসলামী মূল্যবোধের উৎকৃষ্টতার প্রভাব বিস্তার করবে, সেটি তারা সহ্য করতে পারে না বা পারবে না। আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত পূর্ণাঙ্গ জীবনাদর্শ ছাড়া আর বাকী সব মতাদর্শ হচ্ছে মানুষের রচিত যার মধ্যে রয়েছে "মানুষের শত্রু" শয়তানের অনুপ্রেরণায় শোষণের জন্য সব রকম ব্যবস্থা। তদুপরি রয়েছে আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত বিধিবিধানের অবাধ্য হওয়ার অকাট্য সুযোগ। গর্ভপাত করানোর, সমলিঙ্গের আইনগত অধিকার এবং নারী-পুরুষের অবাধ সংমিশ্রণের ও অশ্লীলতার সবরকম সুযোগ, সুদভিত্তিক পুঁজিবাদী অর্থনীতি, গণতন্ত্রের নামে সেক্যুলারিজম [ধর্মহীনতার ধর্মনিরপেক্ষতা] ব্যবস্থা ইত্যাদি মানুষ রচিত গণতন্ত্রের শাসনে মানবাধিকার হিসেবে গ্রহণ করার আইন।

মুসলিম উম্মতের একদল যদি দেশ শাসনের নামে ব্যক্তি বা দলের সাথে দেশবাসীর স্বার্থকে অন্যদের পরামর্শে জলাঞ্জলি দেয় অথবা দেশ শাসনের নামে জনগণকে শোষণ করে, তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখে এবং নির্বাচনের পূর্বে প্রতিশ্রুতি দিয়ে বারবার তা ভঙ্গ করে, তখনই উল্লিখিত আয়াতের আদেশ-নিষেধাজ্ঞা তাদের বেলায় পুরোপুরিভাবে বলবৎ হয়। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, মুসলিম বা আত্মসমর্পণকারী হিসেবে আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত জীবনাদর্শ ব্যতিরেকে কোনো ব্যবস্থাই মুসলিম উম্মতের জন্য শোষণমুক্ত সমাজ ও ন্যায্য অধিকারের নিশ্চয়তা দিতে পারবে না। কারণ প্রথমত : মানব তৈরি সকল আদর্শই ত্রুটিযুক্ত, সাধারণ জনগণের কল্যাণের পরিবর্তে একটি গোষ্ঠীর স্বার্থে গণতন্ত্রের নামে পুঁজিবাদী সুদভিত্তিক ব্যবস্থার গণতন্ত্র হচ্ছে বস্তুত শোষণের অন্যতম ব্যবস্থা। দ্বিতীয়ত : অবিশ্বাসী অবাধ্য ও উদ্ধত বান্দাদের সাহায্যে তৈরি গণতান্ত্রিক এবং সেক্যুলার ব্যবস্থায় মুসলিম উম্মতের প্রগতিতে বা উন্নয়নে কোনো প্রকার সাহায্য আল্লাহ তা'আলার করবেন না। অতএব এই সকল ব্যবস্থা মুসলিম উম্মতের জন্য গ্রহণযোগ্য নয়, বরং বলা যায় আল্লাহ তা'আলার অবাধ্যতা।

নবী-রাসূলের সাথে আল্লাহ তা'আলা আসমানী কিতাব দিয়ে মানবজাতির জন্য পূর্ণাঙ্গ জীবনাদর্শ প্রতিষ্ঠিত করেছেন যাতে তাঁর আত্মসমর্পণকারী [*মুসলিম*] বান্দারা এই জীবনাদর্শের ভিত্তিতে পৃথিবীতে সুষ্ঠু, ন্যায়নীতিসম্পন্ন শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ইসলামী মূল্যবোধের উৎকৃষ্টতার উদাহরণ সৃষ্টি করে অন্যদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌছাতে পারে। অথচ আজ মুসলিম উম্মতের রাজনৈতিক

www.nagorikpathagar.org

দল, রাষ্ট্রপ্রধান, রাজা-বাদশাহ্, নেতা-নেত্রী দেশ শাসন ব্যবস্থায় আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত ইসলামী জীবনাদর্শের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্রের শ্রেষ্ঠ মূলনীতিকে উপেক্ষা করে গণতন্ত্রের নামে মানুষের তৈরি শোষণের বিধানে আত্মসমর্পণ করেছে। এজন্যই জনকল্যাণে শোষণ ও নির্যাতনবিহীন আসল গণতন্ত্র আজও প্রতিষ্ঠা পায়নি এবং ভবিষ্যতেও সম্ভব হবে না, যদি তারা ইসলামী জীবনাদর্শের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্রের উৎকৃষ্টতার গুরুত্ব অনুধাবন না করে। অন্যথা নতুন প্রজন্মও পূর্বসূরিদের অনুসরণে একই ধারায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করবে, সেটি সাধারণ মুসলিম তথা দেশবাসীরা সকলেই অবগত আছে। উল্লিখিত দুই [১১৮-১১৯] আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন যে, বিধর্মীদের সংগে অন্তরঙ্গভাবে [*বিধর্মীদের আদেশ উপদেশে সব কিছু করা এবং তাদেরকে সব ব্যাপারে সাহায্যকারী বা দাতা হিসেবে গণ্য করে তাদের উপর নির্ভর করা*] বন্ধুত্ব করলে বা দেশের সার্বিক স্বার্থে তাদের পরামর্শ ও উপদেশ অনুযায়ী কাজ করলে কী ধরনের অসুবিধা হতে পারে [*বর্তমানে কি মুসলিমজাতি সেটা প্রত্যক্ষভাবে দেখছে না? অবশ্যই!*]। কারণ তারা [*ইয়াহুদী, খৃষ্টান, মুশরিক এবং মোনাফেক*] নিজেদের hidden উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যই মুসলিম উম্মতকে সাময়িকভাবে সাহায্য করবে। সেটি নিকট অতীতের বিভিন্ন ঘটনা থেকে ভালোভাবে মুসলিম উম্মত অবগত আছে। একসময় আমেরিকা ছিলো ইরান ও ইরাকের এক নম্বর অন্তরঙ্গ বন্ধু। প্রথমে ছিলেন ইরানের “শাহ” পরে বাগদাদের স্বৈরাচারী সাদ্দাম হয়েছিলেন তাদের প্রাণের বন্ধু। আল্লাহ তা'আলার প্রতি আনুগত্য, সচেতনতা ও জবাবদিহিতার ভয় না থাকায় সময়ের পরিবর্তনে স্বার্থের দ্বন্দ্বে বন্ধুত্বের প্রতিশ্রুতির আমূল পরিবর্তন হয়। কারণ এই স্বার্থান্ধ সাময়িক বন্ধুত্ব সৃষ্টির প্রধান উপদেষ্টা হচ্ছে অদৃশ্য শয়তান। এই বন্ধুত্ব ন্যায় বিচার ও ন্যায়নীতির উপর ভিত্তি করে নয় বরং দলগত, ব্যক্তিগত স্বার্থে বা তাগুতের স্বার্থের ভিত্তিতে। ফলে অবস্থার প্রেক্ষিতে ব্যক্তি বা দলগত স্বার্থের দ্বন্দ্বে বন্ধুত্বের উত্থান-পত্তন হয়। কারণ তাদের বন্ধুত্বের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির কোনো উদ্দেশ্য থাকে না। আল্লাহ তা'আলাকে সাক্ষী রেখেও সন্ধি বা বন্ধুত্ব করা হয় না।

বর্তমানে মুসলিম উম্মতে একমাত্র মালয়েশিয়া ছাড়া আর সবগুলো দেশই অন্যদের ইন্দ্রজালে আটকা পড়ে বারবার বিভিন্নভাবে প্রতারিত হচ্ছে। মালয়েশিয়ার সরকার এবং তাদের শাসন ব্যবস্থার মূলনীতি প্রণয়নে পাশ্চাত্য দেশীয় সরকারের আধিপত্য থেকে মুক্ত। অথচ তারা ক্রমেই উন্নতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এবং বিদেশীদের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রয়োজনে যে সম্পর্ক রাখা দরকার তা সমুন্নত আছে। প্রকৃতপক্ষে মুসলিম উম্মাহ সুখে শান্তিতে সমৃদ্ধিতে বসবাস করুক সেটা তাগুত শক্তি কোনো ভাবেই সহ্য করতে পারে না। তাই মুসলিম উম্মাহর কিছু

www.nagorikpathagar.org

বিভ্রান্ত নেতা, রাষ্ট্রপ্রধান, রাজা-বাদশাহ এবং রাজনৈতিক কিছু নেতা-নেত্রীদের অবৈধ চাহিদা ও প্রবৃত্তির অন্যায় চাহিদাকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে এই শক্তি মুসলিম দেশে অবাধে বিচরণ করছে, অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে এবং রাজনৈতিক সমস্যায় হস্তক্ষেপ, এমনকি প্রয়োজনে সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে দেশে প্রবেশ করতেও দ্বিধাবোধ করছে না। তদুপরি সংস্কৃতির প্রগতি, মানব অধিকার এবং আধুনিকতার নামে বিধর্মী ধ্বংসাত্মকমূলক উপদেশ ও পরামর্শ এবং ধর্মনিরপেক্ষতার শ্লোগান দিয়ে মুসলিমদের জীবনকে করছে নানা সমস্যায় জর্জরিত। সংস্কৃতির প্রগতিসাধনের নামে ধীরে ধীরে মুসলিম যুবক-যুবতীদের করছে ধর্ম ছাড়া এবং ঠেলে দিচ্ছে পাশ্চাত্যের ধ্বংসাত্মক সংস্কৃতির দিকে। বস্তুত এটিই হচ্ছে তাদের আসল উদ্দেশ্য। যেভাবে সাম্রাজ্যবাদী-শোষক ইংরেজ জাতির শাসন ও শোষণের সময় মুসলিমরা ধরে নিয়েছিল নারী শিক্ষা ইসলামী মূল্যবোধের বহির্ভূত তাই নারীদের স্কুল-কলেজে পড়ানো যাবে না। মুসলিমদের জন্য ইংরেজী শিক্ষা ধর্মীয় মূল্যবোধের অন্তর্ভুক্ত নয়। এক্ষেত্রে একশ্রেণী কোমর ভাঙ্গা ও গোঁড়া মুসলিমদের সাহায্যেই ইংরেজরা এই অন্যায় কাজ করতে সামর্থ্য হয়েছিল। তাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিলো মুসলিম জাতিকে সর্বদিক দিয়ে পুরোপুরিভাবে পঙ্গু করা। মুসলমানরা যদি শত্রুদের ভাষা না বুঝে তাহলে তাদের কথার মারপ্যাঁচ, ষড়যন্ত্র ও আক্রমণের কায়দা-কৌশল কীভাবে তারা বুঝবে।

সব ভাষা আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি, মানবজাতির মধ্যে বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃসুলভ সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য ভাষাই হচ্ছে একমাত্র অস্ত্র। তাই সব ভাষার গুরুত্ব প্রকৃতপক্ষে একরকম তবে আরবী ভাষাকে আল্লাহ্ তা'আলা আল-কুরআনের ভাষা হিসেবে মনোনীত করেছেন। এজন্যই প্রতিটি মুসলিমের জন্য অন্যান্য ভাষার সাথে আরবী ভাষার জ্ঞান অর্জন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যাতে আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্রবাণী এবং তাতে বর্ণিত বিধিবিধান তারা বুঝতে পারে। উল্লিখিত সব সমস্যার, ব্যক্তি স্বার্থ, দলীয়করণের এবং রাজনৈতিক শোষণের পেছনে মূল শক্তি হিসেবে কাজ করে "নাফস (শয়তানের)" অবৈধ চাহিদা।

মোনাফেকি চরিত্র এবং তার আলামত নিয়ে আলোচনার আরো কিছু উল্লেখ্য কারণ: ১) সর্বপ্রথম নিজের চরিত্র যাচাই করে তা সংশোধন করায় উদ্বুদ্ধ হওয়া। ২) নিজের অবৈধ প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সর্বদাই সংগ্রাম করায় অনুপ্রাণিত হওয়া। ৩) মোনাফেকি চরিত্রের মানুষ ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্রীয় জীবনের ক্ষেত্রে যে সকলের কাছে অত্যন্ত ঘৃণিত এবং অপছন্দনীয় ব্যক্তি সে ব্যাপারে সুস্পষ্টভাবে জ্ঞান অর্জন করা। ৪) ঈমান ও বিশ্বাসের পটভূমিতে মোনাফেকি আচরণ হচ্ছে সবচেয়ে বড় পাপ, সেটি পরিষ্কারভাবে বুঝা। ৫) তদুপরি মোনাফেকরা শয়তানের

www.nagorikpathagar.org

মতোই অদৃশ্যে-গোপনে অবস্থান করে আল্লাহ তা'আলা এবং মু'মিনদেরকে যে প্রতারিত করতে চায়, সে ব্যাপারে পরিষ্কারভাবে জ্ঞান অর্জন করা।

কারণ কাফেরদের মতোই মোনাফেকরা [*ধর্মসংক্রান্ত বিষয়ে মোনাফেকি আচরণর জন্য*] দোযখের গভীর তলদেশে অবস্থান করবে সে সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে মোনাফেকি আচরণ থেকে নিজেকে রক্ষা করা। তবে যারা নিজেকে সংশোধন করবে এবং মৃত্যুর আগে অনুতপ্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তাওবা করবে, তারা ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে– এ ব্যাপারে সুনিশ্চিতভাবে জ্ঞান অর্জন করে ক্ষমা প্রার্থনায় অনুপ্রাণিত হওয়া। যা হোক মোনাফেকদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

إِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ج وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيْرًا. إِلاَّ الَّذِيْنَ تَابُوْا وَأَصْلَحُوْا وَاعْتَصَمُوْا بِاللّٰهِ وَأَخْلَصُوْا دِيْنَهُمْ لِلّٰهِ فَأُولٰٓئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ ط وَسَوْفَ يُؤْتِ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ أَجْرًا عَظِيْمًا.

"মোনাফেকরা তো জাহান্নামের নিম্নতম স্তরে থাকবে এবং তাদের জন্য তুমি কখনও কোনো সহায় পাবে না। কিন্তু যারা তাওবা করে, নিজেদেরকে সংশোধন করে, আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করে এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যে তাদের দ্বীনে একনিষ্ঠ থাকে, তারা মু'মিনদের সংগে থাকবে এবং মু'মিনগণকে আল্লাহ মহাপুরস্কার দেবেন।" { *৪-সূরা নিসা : ১৪৫-১৪৬*}

মোনাফেকি চরিত্র সুবিধাবাদী চরিত্র

সুবিধাবাদী চরিত্রকে কেউ পছন্দ করে না। পারিবারিক জীবন থেকে রাষ্ট্রীয় জীবনে সর্বক্ষেত্রেই সুবিধাবাদীদের স্বার্থান্বেষী প্রকৃতির জন্যই সবরকম সমস্যার সৃষ্টি হয়। রাজনৈতিক পটভূমিতে সুবিধাবাদীরা দলের পরিবর্তে নিজ ব্যক্তি স্বার্থের কারণে বারবার দল পরিবর্তন করে থাকে। শুধুমাত্র বাংলাদেশেই নয়, সব গণতান্ত্রিক দেশেই এই দৃশ্য সকলের কাছে পরিচিত ঘটনা। তবে ইসলামী মূল্যবোধের অনুশাসন বলবৎ করার নামে সুবিধাবাদী চরিত্রের কার্যকলাপ আরও সুস্পষ্ট। ক্ষমতার লোভে ইসলামী মূল্যবোধের নামে রাজনীতিকরা সময় সুযোগে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাথে বন্ধুত্ব বা মৈত্রীভাব সৃষ্টি করতে পিছুপা হয় না। বস্তুত ইসলামের দৃষ্টিতে এ ধরনের আচরণ বড় অন্যায়, কারণ ইসলামী মূল্যবোধের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত এবং বিশ্বাসী রাজনীতিকরা কোনোক্রমেই সুবিধাবাদী চরিত্র গ্রহণ করতে পারে না। সরকারের সাথে একাত্ম হয়ে গণতান্ত্রিক শাসন কায়েম করার ক্ষমতা পেয়েও ইসলামের নামে রাজনৈতিক দল ইসলামী জীবনাদর্শে প্রদত্ত

www.nagorikpathagar.org

বিধিবিধানের প্রগতিতে উল্লেখযোগ্য কোনো ভূমিকা রাখতে পারেনি বরং ইসলামী মূল্যবোধের আদর্শকে করেছে অন্যদের কাছে হেয় প্রতিপন্ন। আল-কুরআনে মোনাফেক এবং বিধর্মীদের আসল চরিত্র আল্লাহ তা'আলা তুলে ধরেছেন–

إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ ز وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا ط وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا ط إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ.

"তোমাদের [*মুসলিমদের*] মঙ্গল হলে তারা [*বিধর্মী এবং মোনাফেক*] দুঃখিত হয়, আর তোমাদের অমঙ্গল হলে তারা আনন্দিত হয়। তোমরা যদি ধৈর্যশীল হও [*সাময়িক স্বার্থ ও উন্নতির জন্য ইসলামী মূল্যবোধকে পরিহার করো না*] এবং মুত্তাকী [*আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ পাওয়ার আশায় সর্বদাই তাকে ভয় কর*] হও তবে তাদের ষড়যন্ত্র তোমাদের কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না। তারা যা করে আল্লাহ তা পরিবেষ্টন করে রয়েছেন।" { *৩-সূরা আলে-ইমরান : ১২০* }

উপরোক্ত আয়াতে বর্ণিত বিধর্মী-মোনাফেকি [*সব বিধর্মীরা এই পর্যায়ে পড়ে না, শুধুমাত্র তারাই যারা প্রকাশ্যে মুসলিমদের শত্রুতা করে এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে নানা ধরনের ষড়যন্ত্রে জড়িত আছে। পৃথিবীর সব দেশেই এই ধরনের দল আছে।*] চরিত্রের বর্ণনা সব যুগের জন্যই প্রযোজ্য। তদুপরি মুসলিমদের বিজয় অর্জনের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা একটি মূল্যবান শর্ত দিয়েছেন, সেটি হলো মুসলিম উম্মত কখনই চরমপন্থী [extremist/terrorist] এবং সন্ত্রাসী হতে পারবে না। তাদেরকে ইসলামী মূল্যবোধে প্রদত্ত ন্যায় পথ অবলম্বনে ধৈর্যের সাথে সংগ্রাম করতে হবে। আল্লাহ তা'আলার বিধানে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ [*মুত্তাকী*] করে ইসলামী মূল্যবোধে নির্ধারিত সীমার মধ্যে সংগ্রাম করতে হবে। সর্বজনীন স্বার্থের পরিবর্তে ব্যক্তি স্বার্থে অন্যদের সাথে কোনো আপোস করা চলবে না। অর্থাৎ বিজয় অর্জনের জন্য মুসলিমদের পুরোপুরিভাবে আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত জীবনাদর্শে আত্মসমর্পণ করে মু'মিন হতে হবে। আল্লাহ তা'আলা মুত্তাকীর সাথে আছেন এবং মুত্তাকীকে সর্বক্ষেত্রে সাহায্য করে থাকেন। ওহুদের যুদ্ধের সময় মোনাফেকি চরিত্রের একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনে দিয়েছেন–

وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا ج وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا ط قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ ط هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ ج يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ

www.nagorikpathagar.org

فِي قُلُوبِهِمْ ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ‎· الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا
مَا قُتِلُوا ۗ قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ.

"যেদিন [*ওহুদের দিন*] দুই দল পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিল সেদিন তোমাদের উপর যে বিপর্যয় [*সাময়িকভাবে পরাজয়*] ঘটেছিল তা আল্লাহরই হুকুমে [*মুসলিমদেরকে শিক্ষা দেয়ার জন্য*]; এটি মু'মিনগণকে জানার [*পরীক্ষার*] জন্য এবং মোনাফেকদেরকে জানার জন্য এবং তাদেরকে বলা হয়েছিল 'আস, তোমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর অথবা প্রতিরোধ কর। তারা বলেছিল, 'যদি যুদ্ধ জানতাম { *যদি যুদ্ধ বিদ্যা জানতাম বা যুদ্ধ হবে জানতাম*} তবে নিশ্চিতভাবে তোমাদের { *মু'মিনদের*} অনুসরণ করতাম। সেদিন তারা ঈমান অপেক্ষা কুফরির নিকটতর ছিলো। তাদের অন্তরে নেই যা তারা মুখে বলে; তারা যা গোপন রাখে আল্লাহ তা বিশেষভাবে অবহিত। যারা [*ঘরে*] বসে রইল এবং তাদের ভাইদের সম্পর্কে বললো যে, তারা [*মু'মিনগণ*] তাদের [*মোনাফেকদের*] কথা মতো চললে নিহত হত না, তাদেরকে বল, 'যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে নিজেদেরকে মৃত্যু থেকে রক্ষা কর।" { *৩-সূরা আলে-ইমরান : ১৬৬-১৬৮* }

রাসূলের (সা.) জীবনে মুশরিক ও বিধর্মীদের সাথে যে সমস্ত যুদ্ধ হয়েছে, সব যুদ্ধেই রাসূল (সা.) অর্থাৎ মুসলিম উম্মত বিজয়ী হয়েছে, একমাত্র ওহুদের যুদ্ধ ছাড়া। উপরোল্লিখিত আয়াত থেকে সুস্পষ্ট যে, মু'মিনদেকে পরীক্ষা করার জন্যই আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে পরাজিত করেছিলেন। কতিপয় মুসলিম যারা রাসূলের (সা.) আদেশে যুদ্ধের সময় ওহুদের পাহাড়ে অবস্থান নিয়েছিলেন, তাদের কয়েকজন যুদ্ধের শেষ দিকে যুদ্ধ শেষ হয়েছে মনে করে পাহাড় থেকে নেমে আসে, যদিও তাদের প্রতি রাসূলের (সা.) দৃঢ় আদেশ ছিলো কোনো অবস্থাতেই তারা যেন পাহাড় থেকে নেমে না আসে। ওমর (রা.) এদের সাথে ওহুদের পাহাড়ে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বারবার রাসূলের (সা.) নির্দেশের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া সত্ত্বেও তারা পাহাড় পরিত্যাগ করে। যুদ্ধে জয় লাভের জন্য কৌশলগতভাবে এই পাহাড়ে মুসলিম সৈন্যদের যুদ্ধ সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত অবস্থান ছিলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই মুসলিম সৈন্যরা যখন পাহাড়ের অবস্থানকে ত্যাগ করলো তখন এই সুযোগে মুশরিকদের নেতা আবু সুফিয়ান এবং খালেদ বিন ওলীদের (রা.) [*তখন পর্যন্ত তারা মুসলিম হননি*] অশ্ববাহিনী পেছন থেকে আক্রমণ করায় মুসলিমরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে।

রাসূলের (সা.) আদেশের অমান্য করার অর্থ আল্লাহ তা'আলার আদেশ অমান্য করা। কাজেই আল্লাহ তা'আলা মুসলিম উম্মতকে শিক্ষা দিলেন। বদরের যুদ্ধে

www.nagorikpathagar.org

মুশরিকদের তুলনায় মুসলিম উম্মতের যুদ্ধাস্ত্র ও সৈন্য সামন্ত যৎসামান্য থাকা সত্ত্বেও মুসলিম উম্মত বিজয়ী হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলার আদেশ-উপদেশ এবং তাঁর হাবীব রাসূল (সা.)-এর আদেশ-উপদেশের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। তাই আল্লাহ তা'আলা মুসলিম উম্মতকে বুঝিয়ে দিলেন যে, তোমরা যদি রাসূলের (সা.) অবাধ্য হও বা তার আদেশ ও হুকুমকে অমান্য কর তাহলে তোমাদেরকে সাহায্য করার কেউ নেই অর্থাৎ তোমাদের জন্য পরাজয় অনিবার্য। যুদ্ধে, বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় এবং ব্যক্তিজীবনে জয়-পরাজয় সবই আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় হয়ে থাকে তাই তাঁর প্রদত্ত জীবনাদর্শ সর্বোচ্চ স্থানে প্রতিষ্ঠিত ও সমুন্নত রাখতে যারা জীবন-মরণ সংগ্রাম করবে তাদের বিজয় হচ্ছে সুনিশ্চিত।

উপরোক্ত আয়াতে মোনাফেকদের সুবিধাবাদী চরিত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক আল্লাহ তা'আলা উল্লেখ করেছেন। তারা অবস্থার প্রেক্ষিতে তাদের মতামত, আদর্শ ও চিন্তাভাবনার পরিবর্তন করে থাকে। যেদিকে লাভের পরিমাণ বেশি, সেদিকে অবস্থান নিতে দ্বিধাবোধ করে না। তাতে আদর্শ ও ন্যায়নীতির বরখেলাফ হলেও মোনাফেকি চরিত্রের আদর্শে তারা অনড় থাকে। মোনাফেকি চরিত্রের আরেকটি বড় দোষ তারা মিথ্যা কথা বলে এবং প্রয়োজনে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে সুবিধা আদায় করে। স্বীয় স্বার্থে আল্লাহ তা'আলা এবং রাসূলের (সা.) প্রদত্ত বিচারকে উপেক্ষা করে অন্যদের বিশেষ করে তাগুতের { *আল্লাহ তা'আলার বিচারবিধান ছাড়া মানুষের তৈরি বিচার ব্যবস্থা, যাকে ইসলামী শরীয়তে বিভ্রান্ত ব্যবস্থা বলা হয়* } কাছে বিচার প্রার্থী হতে ভালোবাসে। অর্থাৎ যে কোনো অবস্থা বা ব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে তারা নিজের অন্যায় কাজকে ন্যায়ে পরিণত করতে দ্বিধা-সংকোচ করে না। এই প্রসংগে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ
يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ ط وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ
أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ
رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ
أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ
يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ ق فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا.

"তুমি কি তাদেরকে [*মোনাফেকদের*] দেখনি যারা দাবি করে যে, তোমার প্রতি যা

www.nagorikpathagar.org

{*আল-কুরআন*} অবতীর্ণ হয়েছে এবং তোমার পূর্বে যা {*তাওরাত ও ইঞ্জিল*} অবতীর্ণ হয়েছে তাতে তারা বিশ্বাস করে, অথচ তারা 'তাগুতের' কাছে বিচার প্রার্থী হতে চায়, যদিও তা প্রত্যাখ্যান করার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং শয়তান তাদেরকে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট করতে চায়। তাদেরকে যখন বলা হয় আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তার দিকে এবং রাসূলের {*সুন্নাহ*} দিকে আস, তখন মোনাফেকদেরকে তুমি তোমার নিকট থেকে মুখ একেবারে ফিরিয়ে নিতে দেখবে। তাদের কৃতকর্মের জন্য যখন তাদের কোনো মুসিবত হবে তখন তাদের কি অবস্থা হবে? অতঃপর তারা আল্লাহর নামে শপথ করে তোমার নিকট এসে বলবে [*মিথ্যা বলবে*], 'আমরা কল্যাণ এবং সম্প্রীতি ব্যতীত অন্য কিছুই চাইনি। এরাই তারা, যাদের অন্তরে কি আছে আল্লাহ তা জানেন। সুতরাং তুমি তাদেরকে উপেক্ষা কর, তাদেরকে সদুপদেশ দাও এবং তাদেরকে তাদের মর্মস্পর্শ করে এমন কথা বল।" {*৪-সূরা নিসা : ৬০-৬৩*}

উল্লিখিত আয়াতে মোনাফেকদের সম্পর্কে মুসলিম উম্মতের জন্য আল্লাহ তা'আলা সুন্দর-সহজ ব্যবস্থা দিয়েছেন। তোমরা যদি মোনাফেকদেরকে চিহ্নিত করতে পার তবে তাদেরকে উপেক্ষা কর অর্থাৎ মোনাফেক হিসেবে তাদেরকে সম্বোধন করো না বরং সম্ভব হলে ধৈর্যের সাথে মার্জিত ভাষায় তাদেরকে উপদেশ দাও {*শাসন করার অর্থে নয়*} এবং হৃদয় স্পর্শ করার মতো কথা বলো। এখানেই রয়েছে আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত পবিত্র মূল্যবোধের উৎকৃষ্টতা ও শ্রেষ্ঠত্বের লক্ষণীয় উদাহরণ। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, নিকট অতীতে সন্ত্রাসীরা বাংলাদেশের বিচার বিভাগকে "তাগুতের" বিচার হিসেবে আখ্যায়িত করে বোমা নিক্ষেপে কয়জন বিচারক ও আইনজীবীকে হত্যা করেছিল। এ ধরনের নাশকতামূলক কাজ ইসলামী মূল্যবোধের বহির্ভূত ব্যাপার। কারণ দেশে চলমান রাজনীতির ধরন ও কাঠামোর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত আইনের আলোকে বিচার করলে বিচারক ও বিচার বিভাগের কোনো দোষ দেয়া যায় না। দেশের শাসনতন্ত্রের ভিত্তিতে বিচার বিভাগের কাঠামো ও বিচার পদ্ধতির ভিত্তি নির্ধারণ করা হয়। তাই দেশের শাসনতন্ত্র যতক্ষণ ইসলামী মূল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত বিচার পদ্ধতির মূল ভিত্তির কোনো পরিবর্তন হবে না। কারণ আইনজীবী ও বিচারকদের পেশাগত শিক্ষা এবং প্রতিষ্ঠিত আইনী কাঠামোর উপর ভিত্তি করেই তারা বিচার করে থাকে, তাই বিচার সংক্রান্ত ব্যাপারে তাদের কোনো দোষ নেই। প্রতিষ্ঠিত আইনের আওতায় তারা যথাসাধ্য ন্যায় বিচার করার চেষ্টা করে, তবে মাঝে মধ্যে অপ্রত্যাশিত কারণে তাদের অনেকেই রাজনৈতিক ইন্দ্রজালে আটকা পড়ে যায়।

মুসলিমরা যেহেতু শাসনতন্ত্রের রচয়িতা সেহেতু তাদেরকে ধৈর্যসহ হিকমার মাধ্যমে ইসলামী আইনের উৎকৃষ্টতা সম্পর্কে বুঝানোর দায়িত্ব রয়েছে দেশের

www.nagorikpathagar.org

প্রখ্যাত আলেমদের উপর। ৬০ নম্বর আয়াত নাযিল হয়েছিল মদীনায় এক মোনাফেকের ব্যাপারে, যে নিজেকে মুসলিম হিসেবে দাবি করতো। এক ইয়াহুদীর সাথে ঝগড়া বাধলে, সে বিচারের জন্য রাসূলের (সা.) কাছে না গিয়ে প্রথমে এক গণকের কাছে এবং অতঃপর কাব বিন আল-আশরাফের [*ইয়াহুদী, তখন মদীনায় সে ছিলো রাসূলের (সা.) এবং মুসলিমদের সবচেয়ে বড় শত্রু*] কাছে যেতে চেয়েছিল। এছাড়া আরো বলা হয়, নামে মাত্র মুসলিম যারা [*মোনাফেক*] ছিলো, তারা বিচারের জন্য 'জাহেলিয়ার' আইন মেনে চলতে চেয়েছিল, সে জন্যও এই আয়াত নাযিল হয়। [*ইবনে কাসীর, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৫০০*]

মিথ্যা কথা বলা মোনাফেকি চরিত্রের দোষ। এ ব্যাপারে *রাসূল (সা.) বলেছেন, "যার মধ্যে চারটি দোষ পাওয়া যাবে সে খাঁটি মোনাফেক। আর যার মধ্যে এ গুণের যে কোনো একটি আছে তার মধ্যে মোনাফেকি করার অভ্যাস সৃষ্টি হয়েছে যতক্ষণ না সে এটি পরিত্যাগ করে। দোষগুলো হলো : (১) যে আমানতের খেয়ানত করে (২) কথায় কথায় মিথ্যা বলে, (৩) ওয়াদা বা চুক্তি ভঙ্গ করে, (৪) ঝগড়া বাঁধলে অশ্লীল বাক্য ব্যবহার করে।"* [*সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড ১, ৩৩*]

মোনাফেকের চরিত্র এবং ইবাদত সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন-

الَّذِيْنَ يَتَرَبَّصُوْنَ بِكُمْ ج فَاِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللّٰهِ قَالُوْٓا اَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ ز وَاِنْ
كَانَ لِلْكٰفِرِيْنَ نَصِيْبٌ قَالُوْٓا اَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ط فَاللّٰهُ
يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ط وَلَنْ يَّجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰفِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلًا ۔ اِنَّ
الْمُنٰفِقِيْنَ يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ج وَاِذَا قَامُوْٓا اِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى لا
يُرَآءُوْنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيْلًا ۔ مُّذَبْذَبِيْنَ بَيْنَ ذٰلِكَ لَآ اِلٰى هٰٓؤُلَآءِ
وَلَآ اِلٰى هٰٓؤُلَآءِ ط وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ سَبِيْلًا ۔

"যারা [*মোনাফেকরা*] তোমাদের অমঙ্গলের প্রতীক্ষায় থাকে তারা আল্লাহর অনুগ্রহে তোমাদের জয় হলে বলে, 'আমরা কি তোমাদের সংগে ছিলাম না? এবং ভাগ্য যখন কাফেরদের অনুকূল হয়, তারা বলে, 'আমরা কি তোমাদের থেকে বেশি শক্তিশালী ছিলাম না? এবং আমরা কি তোমাদেরকে মু'মিনদের হাত থেকে রক্ষা করিনি? আল্লাহ কেয়ামতের দিন তোমাদের মধ্যে বিচার-মীমাংসা করবেন এবং আল্লাহ কখনই মু'মিনদের বিরুদ্ধে কাফেরদের জন্য কোন পথ রাখবেন না। মোনাফেকরা আল্লাহকে প্রতারিত করতে চায় বস্তুত তিনিই তাদেরকে প্রতারিত করে থাকেন এবং যখন তারা সালাতে [*নামাযে*] দাঁড়ায় তখন শৈথিল্যের সাথে

www.nagorikpathagar.org

দাঁড়ায়, কেবল লোক দেখানোর জন্য এবং আল্লাহকে তারা অল্পই স্মরণ করে; দোটানায় দোদুল্যমান, না এদের দিকে, না তাদের দিকে! এবং আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তুমি তার জন্য কখনও কোনো পথ পাবে না।" { *৪-সূরা নিসা : ১৪১-১৪৩* }

উপরোল্লিখিত ১৪১ নম্বর আয়াতে মোনাফেকদের মুখোশ পরা সুবিধাবাদী চরিত্রের দিকটা আল্লাহ তা'আলা তুলে ধরেছেন। মোনাফেকরা সব ব্যাপারেই অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। মুসলিম উম্মাহ কোনো সংগ্রামে জয়লাভ করলে তারা বলে আমরা তোমাদের সংগে ছিলাম, তাই তোমরা জয়ী হয়েছ। আবার বিপক্ষ জয়লাভ করলে তাদেরকে বলে আমরাতো তোমাদেরকে মুসলিম উম্মতের হাত থেকে রক্ষা করেছি। মোনাফেকি চরিত্রের এই রূপটা মুসলমানরা বুঝতে পারে না কিন্তু আল্লাহ তা'আলা অন্তর্যামী, তাদের চরিত্র ভালো করেই জানেন। তাই শেষ বিচার দিবসে তাদের কার্যকলাপ সব প্রকাশ করে দেবেন। এই রকম সুবিধাবাদী চরিত্রের ব্যক্তিত্ব রাজনীতিতে সর্বদা বিচরণ করে থাকে। বস্তুত তাদের অনৈতিক কার্যকলাপে দেশের সার্বিক উন্নতি ব্যহত হয় এবং অনেক সময় জনকল্যাণমুখী প্রকল্প বন্ধ হয়ে যায়। অন্যান্য দেশের রাজনীতির মতোই বাংলাদেশের রাজনীতিতে এর নজির অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত।

মোনাফেকের ইবাদত

উল্লিখিত ১৪২-১৪৩ নম্বর [*সূরা আন-নিসার*] আয়াতে মোনাফেকের ইবাদতের ধরন সম্পর্কে মুসলিম উম্মতকে আল্লাহ তা'আলা জানিয়ে দিয়েছেন। মানুষ লোক দেখানোর জন্য কাজ তখনই করে যখন নিজ স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে অন্তরে গোপন অভিসন্ধি থাকে। মোনাফেকরা মুসলিম উম্মতকে ধোঁকা দেয়ার জন্যই ইবাদতে অংশগ্রহণ করে। নিজেদের সত্যিকারের পরিচয় গোপন রাখার জন্যই তারা ইবাদতে শরীক হয়ে থাকে। ইচ্ছার বিরুদ্ধে ইবাদতে শরীক হওয়ায় বিধিনিষেধের প্রতি [*নামাযের নিয়মাবলী*] খেয়াল না করে অলসভাবে অথবা ত্বরিতভাবে ইবাদত শেষ করে। আল্লাহ তা'আলার প্রতি প্রকৃত ভালোবাসা এবং আনুগত্য না থাকায় তারা নামাযে মনোযোগী হতে পারে না, তাই তাড়াহুড়া করে নামায শেষ করে। বিশেষভাবে এশা ও ফজরের নামাযে মসজিদে গিয়ে জামা'আতে অংশ গ্রহণ তাদের জন্য সবচেয়ে বেশি কঠিন কাজ কারণ নামাযের প্রতি তাদের অমনোযোগিতা এবং অলসতা। তদুপরি এই দুই ওয়াক্তের নামায রাতের অন্ধকারে আদায় করতে হয়, তাই তাদের নামাযে হাজির হওয়া অন্যেরা দেখতে পায় না। মোনাফেকের ইবাদত সম্পর্কে *রাসূল (সা.) বলেছেন, "এশার ও ফজরের নামাযের মতো আর কোনো নামায মোনাফেকদের কাছে বেশি ভারি বোঝা মনে*

www.nagorikpathagar.org

হয় না। তবে যদি তারা জানত এই দুই নামাযের মধ্যে কি রয়েছে তাহলে তারা হামাগুড়ি দিয়ে হলেও এই দুই নামাযে শামিল হত।" [নামাযের অনুচ্ছেদ ৫৩১, সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড ১]

বাড়ীর বিভিন্ন কাজ এবং অন্যান্য কাজের অজুহাতে মসজিদের কাছাকাছি বসবাস করেও যারা ইচ্ছাকৃতভাবে এই দুই নামায আদায়ের জন্য মসজিদে হাজির হয় না, তারা মোনফেক না হলেও জামা'আতে শরীক হওয়ায় যে বাড়তি লাভ রয়েছে তা থেকে বরাবরই তারা বঞ্চিত থাকছে। উল্লিখিত হাদীসে বর্ণিত শেষের অংশ মুসলিম উম্মাহর জন্যই প্রযোজ্য। রাসূলের (সা.) সময় মদীনাতে একমাত্র মোনাফেক ছাড়া আর কেউ জামা'আতে এশা এবং ফজরের নামায পড়া থেকে বিরত থাকতো না। মোনাফেকদের আরেকটি বড় দোষ, তারা সময় মতো নামায আদায় না করে নামাযের সময় প্রায় শেষ প্রান্তে তখন তাড়াতাড়ি করে কোনোভাবে নামায আদায় করে। অলসতা এবং নামাযের প্রতি মহব্বত না থাকায় তারা সেটি করে। এ ব্যাপারে *রাসূল (সা.) বলেছেন : "মোনাফেকদের নামায হলো এই রকম, মোনাফেকদের নামায হলো এই রকম, মোনাফেকদের নামায হলো এই রকম। সে [মোনাফেক] অপেক্ষা করে দেখে যে সূর্য যখন অস্ত যাওয়ার জন্য শয়তানের দুই শিংয়ের মধ্যে যায় তখন কোনো রকমে আসরের চার রাকআত নামায পড়ে [অলসতার সংগে]। এই চার রাকআতে তারা আল্লাহ তা'আলাকে খুব কমই স্মরণ করে।" [সহীহ মুসলিম ১:৪৩৪; ইবনে কাসীর, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৬১৯]*

নামায হচ্ছে তাদের কাছে ভারি বোঝা। তাই কোনো রকমে নামায আদায় করার জন্য উঠ-বস করে নামায শেষ করে। তারা যদি নামায পড়া থেকে সম্পূর্ণভাবে বিরত থাকে তাহলে তাদের ভয় হয় মুসলিম সমাজে তাদের কোনো গুরুত্ব থাকবে না এবং তাদের কথার কোনো মূল্যও কেউ দেবে না, তাই তাড়াহুড়া করে হলেও লোক দেখানোর জন্য তারা নামায আদায় করে থাকে। নামাযে মনোযোগী না হয়ে তাড়াহুড়া করে নামায আদায় করা অত্যন্ত খারাপ অভ্যাস। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন মু'মিন হিসেবে তারাই সফল হবে যারা নামাযে মনোযোগী হয়, খুশু [*বিনয়-নম্র*]সহ সময় মতো নামায আদায় করে থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُونَ. أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ. الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ ط هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

"অবশ্যই সফলকাম হয়েছে মু'মিনগণ, যারা বিনয়-নম্র [*ঐকান্তিকতা এবং মনোযোগসহ*

www.nagorikpathagar.org

নামায আদায় করে] নিজেদের সালাতে এবং যারা নিজেদের সালাতে যত্নবান থাকে, তারাই হবে অধিকারী, অধিকারী হবে ফেরদাউসের যাতে তারা স্থায়ী হবে।" {*২৩-সূরা মু'মিনূন : ১-২ ও ৯-১১*}

অজ্ঞতা অথবা অভ্যাসের কারণে মুসলিম উম্মতের অনেকই তাড়াহুড়া করে নামায আদায় করে। পার্থিব কাজকর্ম, অফিস-আদালত, ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে ব্যস্ত থাকায় বিশেষ করে আসরের নামায সময় মতো আদায় করতে পারে না। অন্যান্য ওয়াক্তের নামাযসহ আসরের নামাযকে বিশেষভাবে সময় মতো আদায় করার জন্য মু'মিনদেরকে আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন। আসরের নামাযের সময় ব্যবসা-বাণিজ্যের লেন-দেনের চাপ বেশি থাকে তাই সময় মতো নামায আদায় অনেকেই করতে পারে না। আসরের নামায সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى ق وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ.

"তোমরা সালাতের [*নামাযের*] প্রতি যত্নবান হবে [*সব ওয়াক্তের নামায*] বিশেষত্ব মধ্যবর্তী [*আসরের নামায*] সালাতের এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যে তোমরা বিনীতভাবে দাঁড়াবে।" {*২-সূরা বাকারাহ : ২৩৮*}

এ ব্যাপারে রাসূল (সা.) বলেছেন, যার আসরের নামায কাযা হলো, তার যেন পরিবার ও সম্পদ সবই ধ্বংস প্রাপ্ত হলো।" [সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড ১, ৫১৯]; আবুল মালীহা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "কোনো এক যুদ্ধে এক বাদলা দিনে আমরা বুরায়দার সাথে ছিলাম। তিনি বললেন, আগে ভাগেই অর্থাৎ জলদি করে তোমরা 'আসরের নামায আদায় করে নাও। কারণ নবী (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি আসরের নামায ছেড়ে দিল তার সকল আমল নষ্ট হয়ে গেল।" [সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড ১, ৫২০]

আসরের নামাযের গুরুত্ব বুঝানোর জন্যই রাসূল (সা.) এই রকম কথা বলেছেন। ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো নামাযই কাযা করা যাবে না। মানুষের সুবিধা-অসুবিধার দিকে লক্ষ্য রেখে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে নামাযের ব্যাপারে ইসলামী শরীয়তে অত্যন্ত সহজ সমাধান দেয়া হয়েছে। যেমন ভ্রমণে নামায সংক্ষেপ করা যায় এবং দুই ওয়াক্তের নামায [*এশা-মাগরিব এবং যোহর-আসর*] একত্রে পড়ার বিধান রয়েছে। অসুখ-বিসুখে এবং যুদ্ধক্ষেত্রে নামায পড়ার জন্য সহজতর ব্যবস্থা আছে। তাই বিনা কারণে ইচ্ছাকৃতভাবে নামায কাযা করা ইসলামী মূল্যবোধের দৃষ্টিতে গর্হিত পাপ। নামায সম্পর্কে ইনশাআল্লাহ অন্যত্র আরও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হবে।

www.nagorikpathagar.org

মোনাফেকরা অজ্ঞতায় কলুষিত অন্তঃকরণের জন্যই মনে করে লোক দেখানোর জন্য নামায পড়ে আমরা যখন মুসলিম উম্মতকে ফাঁকি দিতে পারছি তখন আল্লাহ তা'আলাকেও ফাঁকি দিতে পারব। আল্লাহ তা'আলা এই ব্যাপারে বলেছেন–

إِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ.

"মোনাফেকরা আল্লাহকে প্রতারিত [*ফাঁকি দিতে*] করতে চায়; বস্তুত তিনিই তাদেরকে প্রতারিত করে থাকেন [*অর্থাৎ এ ব্যাপারে তাদের বোধগম্য হয় না*]।" {৪-সূরা নিসা : ১৪২}

মোনাফেকরা কলুষিত অন্তঃকরণের জন্য এতই অন্ধ যে, তারা বুঝতে পারে না আল্লাহ তা'আলাকে ফাঁকি দেয়ার শক্তি কারোর নেই। নাফস (শয়তানের) অবৈধ চাহিদাই তাদেরকে এই অবাস্তব চিন্তায় ব্যস্ত রাখে। আকাশ-জমিনে দৃশ্য ও অদৃশ্য এবং মানুষের হৃদয়ে গোপন যা কিছু আছে সবই আল্লাহ তা'আলা অবগত আছেন। তাই বলা যায়, মোনাফেকরা প্রকৃতপক্ষে দ্বীন-ধর্ম এবং ইবাদতের নামে লোক দেখানোর ভান করে নিজেদেরকেই ফাঁকি দেয়। মোনাফেকদের অবাধ্য প্রবৃত্তিই এই ধরনের গর্হিত কাজে সাহায্য করে অর্থাৎ নাফস (শয়তান)ই এর জন্য দায়ী। শেষ বিচারের কঠিন ও অন্ধকারে দিবসে একমাত্র মু'মিনরাই আল্লাহ তা'আলার রহমতের আলোতে স্থান পাবে। অর্থাৎ শেষ বিচার দিবসে মু'মিনদেরকে আলো দিয়ে আল্লাহ তা'আলা রাস্তা দেখাবেন। এই দিবসে মোনাফেকরা মনে করবে তারাও দুনিয়াতে মুসলমান হিসেবে পরিচিত ছিলো, তাই তারাও আলো পাওয়ার যোগ্য কিন্তু তারা তখন বুঝতে পারবে যে, প্রকৃতপক্ষে তারা আল্লাহ তা'আলাকে ফাঁকি দিতে পারেনি। আল্লাহ তা'আলা তাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে অবগত আছেন। তাই পার্থিব জীবনে মুসলমান হিসেবে পরিচিত হওয়া সত্ত্বে মোনাফেকি কার্যকলাপের জন্য শাস্তিস্বরূপ বিচার দিবসে রহমতের আলো [*আল্লাহ তা'আলার রহমত*] থেকে তারা বঞ্চিত থাকবে। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ يَسْعٰى نُوْرُهُمْ بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ بُشْرٰىكُمُ الْيَوْمَ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۗ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ. يَوْمَ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالْمُنٰفِقٰتُ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوا انْظُرُوْنَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُّوْرِكُمْ ۚ قِيْلَ ارْجِعُوْا وَرَاۤءَكُمْ فَالْتَمِسُوْا نُوْرًا ۗ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُوْرٍ لَّهٗ بَابٌ ۗ بَاطِنُهٗ فِيْهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهٗ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ. يُنَادُوْنَهُمْ اَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ ۗ قَالُوْا بَلٰى وَلٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ اَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْاَمَانِيُّ حَتّٰى جَاۤءَ اَمْرُ اللّٰهِ وَغَرَّكُمْ بِاللّٰهِ

www.nagorikpathagar.org

الْغُرُورُ. فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَّلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ط مَأْوٰىكُمُ النَّارُ ط هِيَ مَوْلٰىكُمْ ط وَبِئْسَ الْمَصِيرُ.

"সেদিন [*শেষ বিচার দিবস*] তুমি দেখবে মু'মিন নর-নারীগণকে তাদের সম্মুখ ভাগে ও দক্ষিণ পার্শ্বে তাদের জ্যোতি প্রধাবিত হবে।* বলা হবে, 'আজ তোমাদের জন্য সুসংবাদ জান্নাতের, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেথায় তোমরা স্থায়ী হবে, এটিই মাহসাফল্য।' সেদিন মোনাফেক পুরুষ ও নারী মু'মিনদেরকে বলবে, 'তোমরা আমাদের জন্য একটু থাম, যাতে আমরা তোমাদের জ্যোতির কিছু গ্রহণ করতে পারি। বলা হবে, 'তোমরা তোমাদের পেছনে ফিরে যাও ও আলোর সন্ধান কর। অতঃপর উভয়ের [*মোনাফেক ও মুমিনদের*] মাঝামাঝি স্থাপিত হবে একটি প্রাচীর যাতে একটি দরজা থাকবে, তার অভ্যন্তরে থাকবে রহমত [*বেহেশত*] এবং বহির্ভাগে থাকবে শাস্তি [*দোযখ*]। মোনাফেকরা মু'মিনদেরকে ডেকে জিজ্ঞাসা করবে, 'আমরা কি তোমাদের সংগে [*দুনিয়াতে*] ছিলাম না? তারা বলবে হ্যাঁ, কিন্তু তোমারা নিজেরাই নিজেদেরকে বিপদগ্রস্ত করেছ; তোমরা প্রতীক্ষা করেছিলে [*মুসলমানদের ক্ষতির জন্য*], সন্দেহ পোষণ [*বিশ্বাসে বা ঈমানে*] করেছিলে এবং অলীক আকাঙ্ক্ষা [*অবৈধ-অন্যায় চাহিদা*] তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছিল আল্লাহর হুকুম না আসা পর্যন্ত [*মৃত্যু বা কেয়ামতের বিচার*]; আর মহাপ্রতারক [*শয়তান, ইবলিস*] তোমাদেরকে প্রতারিত করেছিল আল্লাহ সম্পর্কে। 'আজ তোমাদের [*মোনাফেকদের*] নিকট হতে কোনো মুক্তিপণ গ্রহণ করা হবে না এবং যারা কুফরি [*কাফের*] করেছিল তাদের নিকট থেকে নয়। জাহান্নামই তোমাদের আবাসস্থল, এটিই তোমাদের যোগ্যস্থান; কত নিকৃষ্ট এই পরিণাম।" { *৫৭-সূরা হাদীদ : ১২-১৫* }

**[বিচার শেষে পুলসিরাত {সোজা-সরু রাস্তা যার নিচে থাকবে দোযখ} অতিক্রম করার সময় চারদিকে ঘোর অন্ধকার থাকবে। এমতাবস্থায় মানুষের ঈমান ও আমল {কাজ-কর্ম} জ্যোতিরূপে তাদেরকে {মু'মিনদেরকে} পুলসিরাতের রাস্তা দেখাবে। অবশ্য এই জ্যোতির-আলোর প্রখরতা নির্ভর করবে মু'মিনদের ইবাদত-বন্দেগি ও সৎকর্মের পরিমাণ ও একনিষ্ঠতার উপর।]*

আল্লাহ তা'আলার বিচারে মোনাফেক ও কাফেরদের মধ্যে কোনো তফাত নেই। তাই আখেরাতে উভয় দলের বাসস্থান হবে এক রকম। দুনিয়াতে মুসলিম হিসেবে পরিচিত হওয়া সত্ত্বেও যাদের অবস্থা শেষ বিচার দিবসে এই রকম হবে তারা না জানি কত বড় হতভাগা। মোনাফেকদের শাস্তির ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

إِنَّ الْمُنٰفِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ج وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا.

www.nagorikpathagar.org

"মোনাফেকরা তো জাহান্নামের নিম্নতম স্তরে থাকবে এবং তাদের জন্য তুমি কখনও কোনো সহায় পাবে না।" *[৪-সূরা নিসা : ১৪৫]*

মোনাফেকি চরিত্র অন্তরের ব্যাপার, কাজেই অন্তর্যামী আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আর কেউ মানুষের অন্তরের বিশ্বাস এবং চিন্তাভাবনার অবস্থান সম্পর্কে জানে না। তাই সকলের উচিত নিজ অন্তরের অবস্থান যাচাই করে দেখা যে, পার্থিব ক্ষণস্থায়ী জীবনে নিজের স্বার্থে প্রতারক সেজে অন্যদেরকে ফাঁকি দিচ্ছে কিনা? অন্তরে যদি মোনাফেকি আচরণের কোনো চিহ্ন পাওয়া যায়, তাহলে অন্তরকে পরিশোধন করে [*তাওবা করে*] মৃত্যু আসার পূর্বে আল্লাহ তা'আলার কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করলে ইনশাআল্লাহ তিনি ক্ষমা করেন। বস্তুত আল্লাহ তা'আলা পরম দয়ালু তাওবা কবুলকারী ও ক্ষমাকারী এবং বান্দাদেরকে ক্ষমা করতে ভালোবাসেন যারা তার কাছে ক্ষমার জন্য প্রার্থনা করে।

আরো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, শুধুমাত্র নামায পড়েই মু'মিন হওয়া যায় না। নিয়মিতভাবে নামায আদায় করা মুসলিম উম্মাহর উপর আল্লাহ তা'আলার একচ্ছত্র দাবি, তাই মু'মিন হওয়ার গুণাবলির মধ্যে নিয়মিত নামায আদায় করা হল, একটি অন্যতম গুণ। নামাযের সাথে অন্যান্য ইবাদত যেমন মানুষের ন্যায্য হক ঠিকমতো আদায় করা মু'মিন হওয়ার জন্য আরেকটি আবশ্যক গুণাবলি। মানুষের ন্যায্য অধিকার আদায় করার মধ্যে গণ্য হয় : *অন্যায়ভাবে অপরের ধন-সম্পত্তি আত্মসাৎ না করা, নিজের স্বার্থে ন্যায্য অধিকার থেকে তাদের বঞ্চিত না করা, মিথ্যা কথা না বলে এবং মিথ্যা সাক্ষ্য না দিয়ে ন্যায় বিচারে অন্যকে সাহায্য করা, ব্যবসা-বাণিজ্যতে সততা অবলম্বন করা, অন্যের জীবনহানি না করা, সন্ত্রাস সৃষ্টি না করা, ঘুষ নিয়ে অন্যের ন্যায্য অধিকার নষ্ট না করা, ভালো-ন্যায় কাজে পরস্পরকে সাহায্য করা, নিজেরা ভালো-ন্যায় কাজে অনুপ্রাণিত হওয়া এবং সব কিছুতে তাকওয়া [সব জায়গায় আল্লাহ তা'আলার উপস্থিতি সম্পর্কে সজাগ থাকা এবং সব রকম অন্যায় কাজ পরিহার করা] অবলম্বন করা ইত্যাদি।* এইগুলো যথাযথভাবে পালন করে একনিষ্ঠ অন্তরে নামায আদায় করার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার দয়ায় মু'মিনের বৈশিষ্ট্য পরহেযগারি অর্জন করা যায়। অন্যের হক আদায় করার অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার হক আদায় করা। উপরোল্লিখিত আদেশসমূহ ইসলামী মূল্যবোধের বিধিবিধান, যা আল-কুরআনের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা পৌঁছে দিয়ে বলেছেন–

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ
وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ ج وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى
الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ج وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ ج

www.nagorikpathagar.org

وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَاهَدُوْا ۚ وَالصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِيْنَ الْبَاْسِ ؕ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا ؕ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ.

"পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফিরানোতে কোনো পুণ্য নেই; কিন্তু পুণ্য আছে কেউ আল্লাহ, পরকাল, ফিরিশতাগণ, সমস্ত কিতাব এবং নবীগণে ঈমান আনয়ন করলে এবং আল্লাহ-প্রেমে আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্ত, পর্যটক, সাহায্য প্রার্থীগণকে এবং দাস মুক্তির জন্য অর্থদান করলে, সালাত কায়েম করলে ও যাকাত প্রদান করলে এবং প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা পূর্ণ করলে অর্থ-সংকটে দুঃখ-ক্লেশে ও সংগ্রাম-সংকটে ধৈর্যধারণ করলে। এরাই তারা যারা সত্যপরায়ণ এবং এরাই মুত্তাকী।" { *২-সূরা বাকারাহ : ১৭৭*}

সমাজবদ্ধ অবস্থায় বসবাস করার উত্তম ব্যবস্থা মনুষ্যজাতিকে আল্লাহ তা'আলা দিয়েছেন এবং পরস্পরের উপর বিভিন্নভাবে নির্ভরশীল করেছেন, যাতে তাদেরকে বিভিন্ন কর্মের মধ্যে দিয়ে ক্ষণস্থায়ী পার্থিব জীবনে আল্লাহ তা'আলা পরীক্ষা করতে পারেন। এই আয়াতে [২/১৭৭] উল্লিখিত কর্মগুলোর মধ্যে এমন কতগুলো কাজ রয়েছে যেগুলো অনেকেই সঠিকভাবে পালন করে না, অথচ এইগুলোর কার্যকরণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিতে তাদের অনেকে পরোক্ষভাবে জড়িত থাকে কিন্তু সেটি তারা বুঝতে পারে না এবং বুঝতে পারলেও নিজেদেরকে সংশোধন করার চেষ্টা তারা করে না। অজ্ঞতা ও অবহেলার কারণে তারা মোনাফেকদের মতো অন্যদেরকে ফাঁকি দিতে পারে কিন্তু সর্বজ্ঞ আল্লাহ তা'আলাকে তারা ফাঁকি দিতে পারবে না। অন্যদেরকে বিভিন্নভাবে ঠকিয়ে তাদের ন্যায্য হক থেকে বঞ্চিত করলে, আল্লাহ তা'আলা উক্ত অন্যায়কারীকে ক্ষমা করবে না, হাদীস থেকে এ সম্পর্কে প্রমাণ পাওয়া যায়।

তাই সকলের উচিত নিজেদের কার্যকলাপ পর্যালোচনা করে দেখা যে, প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে উল্লিখিত অন্যায় কাজে তারা জড়িত আছে কিনা। যদি কেউ এই সমস্ত অন্যায় কাজে জড়িত থাকে অতি সত্বর তার উচিত নিজেকে সংশোধন করে আল্লাহ তা'আলার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে তার অভিমুখী হওয়া। মু'মিন বান্দা হিসেবে এটি তার জন্য আবশ্যকীয় কর্তব্য। অন্যদেরকে ঠকিয়ে তাদের হক নষ্ট করলে এবং তাদের সম্পদ অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করলে শেষ বিচার দিবসে [*বিশেষভাবে মুসলমানদের*] ক্ষতির প্রসংগে *রাসূল (সা.) বলেছেন : "কোনো ব্যক্তির উপর তার অপর ভাইয়ের যদি কোনো দাবি থাকে, তা যদি তার মান-ইজ্জতের উপর অথবা অন্য কিছুর উপর যুলুম সম্পর্কিত হয়, তবে সে যেন আজই কপর্দকহীন নিঃস্ব হওয়ার পূর্বে তার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করে নেয়। অন্যথায় [শেষ*

www.nagorikpathagar.org

বিচার দিবসে] তার যুলুমের সমপরিমাণ নেকি তার কাছ থেকে নিয়ে যাবে। যদি তার কোনো নেকি না থাকে তবে তার প্রতিপক্ষের [নির্যাতিতের] গুনাহ থেকে [যুলুমের সমপরিমাণ] তার হিসাবের অন্তর্ভুক্ত করে দেয়া হবে।" [সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড ৬, ৬০৮৪];

রাসূল (সা.) আরও বলেন, "মুসলিম সেই ব্যক্তি যার মুখের ও হাতের অনিষ্ট বা ক্ষতি থেকে অন্যান্য মুসলিম নিরাপদ থাকে। মুহাজির সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহর নিষিদ্ধ জিনিস পরিত্যাগ করে।" [সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড ৬, ৬০৩৪]; রাসূল (সা.) বলেন, "যে ব্যক্তি [মিথ্যা] শপথের মাধ্যমে কোনো মুসলিমের হক আত্মসাৎ করল আল্লাহ তার জন্য দোযখের আগুন অনিবার্য করে দেবেন এবং বেহেশত হারাম করে দেবেন। এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! যদি সেটি তুচ্ছ জিনিস হয়? তিনি বললেন: তা পিলু গাছের একটি শাখাই হোক না কেন।" [সহীহ মুসলিম, রিয়াদুস সালেহীন, খণ্ড ৪, ১৭১৩]

আদি ইবনে ওমায়ের (রা.) বলেন, আমি রাসূল (সা.) কে বলতে শুনেছি ঃ "আমরা তোমাদের কোনো ব্যক্তিকে কোনো সরকারী পদে নিয়োগ করলাম। অতঃপর সে একটা সুচ পরিমাণ অথবা তার চেয়ে বেশী আমাদের থেকে গোপন করে। এক্ষেত্রে সে খেয়ানতকারী গণ্য হবে। সে কেয়ামতের দিন তা নিয়ে হাজির হবে। আনসার সম্প্রদায়ের জনৈক কৃষ্ণকায় ব্যক্তি তার সামনে দাঁড়িয়ে বললো, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমার কাছ থেকে দায়িত্ব বুঝে নিন। (রাবী বললেন), আমি যেন এ দৃশ্যটি এখনও দেখতে পাচ্ছি। তিনি বললেন : তোমার কি হয়েছে? সে বললো, আমি আপনাকে এরূপ এরূপ বলতে শুনেছি। তিনি বললেন ঃ আমি এখনও তাই বলবো। আমরা কোনো ব্যক্তিকে কোনো পদে নিয়োগ করলাম। সে কম-বেশি সব কিছু নিয়ে আসবে [দায়িত্ব পালনে ভালো-মন্দ সব কিছুই তার স্কন্ধে বহন করবে] কাজেই তা থেকে তাকে যা দেয়া হবে তাই সে পাবে। আর যা থেকে তাকে বারণকৃত হবে তা থেকে বিরত থাকবে।" [সহীহ মুসলিম, রিয়াদুস সালেহীন, খণ্ড ১, ২১৫]

ওমর (রা.) বলেন, "খায়বারের যুদ্ধে রাসূল (সা.)-এর একদল সাহাবী (রা.) এলেন। তারা বললেন, অমুক ব্যক্তি শহীদ, অমুক ব্যক্তি শহীদ। এভাবে তারা এক ব্যক্তির কাছ [মৃত ব্যক্তির] দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন, অমুক ব্যক্তি শহীদ। রাসূল (সা.) বললেন : কখনোও না, আমি তাকে একটি চাদর অথবা একটি আবাআর [এক ধরনের আরবী পোশাক] জন্য জাহান্নামী দেখতে পাচ্ছি। এটি সে আত্মসাৎ করেছিল।" [সহীহ মুসলিম, রিয়াদুস সালেহীন, খণ্ড ১, ২১৬]

রাসূলের (সা.) নেতৃত্বে যুদ্ধ করে যুদ্ধের ময়দানে শত্রুদের মোকাবেলায় জীবন

www.nagorikpathagar.org

দিয়েও সামান্য একটি পোশাক অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করা অথবা চুরির দায়ে সে শহীদ হওয়ার মতো সম্মান পেল না। অতএব বর্তমানে মুসলিম উম্মতের যারা অবৈধভাবে লক্ষ কোটি টাকা আত্মসাৎ করছে, মানুষকে দিন রাত্রি ঠকিয়ে ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে, শেষ বিচার দিবসে তাদের অবস্থা কি হবে সেটি আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভালো জানেন। আল্লাহ তা'আলার হাবীব, মানবতার জন্য প্রেরিত রহমত এবং শেষ রাসূল (সা.) হাদীসের মাধ্যমে উম্মতকে বিভিন্নভাবে সতর্ক করেছেন যাতে তারা শিক্ষাগ্রহণ করে সতর্ক হতে পারে।

আবু কাতাদা (রা.) বর্ণনা করেন যে, একদা রাসূল (সা.) তাদের মাঝে দাঁড়ালেন। তিনি (সা.) তাদেরকে বললেন : আল্লাহর পথে জিহাদ করা এবং আল্লাহর উপর ঈমান আনা সবচেয়ে ভালো কাজ। এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললেন : হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি মনে করেন, আমি যদি আল্লাহর রাস্তায় নিহত হই তাহলে আমার গুনাহসমূহের ক্ষতিপূরণ হবে? রাসূল (সা.) তাকে বললেন : হ্যাঁ যদি তুমি ধৈর্যশীল, সওয়াবের আশা পোষণকারী ও সামনে অগ্রগামী হও এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শনকারী না হও। অতঃপর রাসূল (সা.) বলেলেন : তুমি আর কি বলতে চাও? লোকটি পুনরায় বললেন, আপনার কি মত, আমি যদি আল্লাহর রাস্তায় নিহত হই তবে আমার গুনাহসমূহের ক্ষতি পূরণ হবে? রাসূল (সা.) বললেন, "হ্যাঁ, যদি তুমি ধৈর্যশীল, সওয়াবের আশা পোষণকারী ও সামনে অগ্রগামী হও এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শনকারী না হও। কিন্তু ঋণ মাফ করা হবে না। জিব্রাইল (আ.) আমাকে এ কথা বলেছেন। [তিরমিযী ১৬৫৭]

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) জিজ্ঞাসা করলেন: তোমরা কি জান কোন ব্যক্তি নিঃস্ব গরীব? সাহাবাগণ বললেন, আমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি গরীব, যার কোনো অর্থ সম্পদ নেই। তিনি বললেন : আমার উম্মতের মধ্যে ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে নিঃস্ব গরীব হবে, যে কিয়ামতের দিন নামায-রোযা-যাকাত ইত্যাদি যাবতীয় ইবাদতকারীরূপে আবির্ভূত হবে। কিন্তু সে কাউকে গালি দিয়েছে, কাউকে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে, কারো মাল আত্মসাৎ করেছে, কারোর রক্ত প্রবাহিত করেছে এবং কাউকে মেরেছে [সে এসব গুনাহ সাথে করে নিয়ে আসবে]। এদেরকে তার নেক আমলগুলো দিয়ে দেয়া হবে। উল্লিখিত দাবি পূরণ করার পূর্বেই যদি তার নেক আমলও শেষ হয়ে যায় তবে দাবিদারদের গুনাহসমূহ তার ঘাড়ে চাপানো হবে, অতঃপর তাকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে। [সহীহ মুসলিম, রিয়াদুস সালেহীন, খণ্ড ১, ২১৭]

উপরোল্লিখিত হাদীসে বর্ণিত বিষয়গুলো আলোচিত বিষয়ের জন্য উদাহরণ হিসেবে একটি পরিপূর্ণ হাদীস, কারণ আদম সন্তান সমাজবদ্ধ জীব হিসেবে পরস্পরের উপর যে সমস্ত অধিকার আছে তার সবই রাসূল (সা.) এই হাদীসে উল্লেখ করেছেন। তাই বলা যায়, অন্যদেরকে এই সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত

www.nagorikpathagar.org

রেখে সম্পদশালী হয়ে ইবাদতের নামে শুধুমাত্র নামায-রোযা-যাকাত প্রভাবশালীর কোনো কাজে আসবে না। কারণ শেষ বিচার দিবসের ক্ষতি অর্থাৎ নামায-রোযা-যাকাতের মাধ্যমে অর্জিত সমস্ত নেকি দিয়ে ঋণ পরিশোধ করে নিঃস্ব হলে তা পূরণ করার কোনো ব্যবস্থাই সেদিন আর কারও জন্য থাকবে না। তাই সময় থাকতে জীবিত অবস্থায় পার্থিব জীবনেই প্রতিটি মুসলমানের উচিত এ সমস্ত ব্যাপারে আত্মসমালোচনা করে নিজের ভুল বা অন্যায় সংশোধন করার প্রয়াসে অন্যদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী হওয়া, যাতে শেষ বিচারে তাকে সব হারিয়ে নিঃস্ব হতে না হয়। *খাওলা বিনতে আমের আল-আনসারী (রা.) বলেন, রাসূল (সা.)-কে বলতে শুনেছি : "এমন অনেক লোক আছে যারা আল্লাহর মালের [সরকারী অর্থ-সম্পদ, যে সম্পদের উপর দেশবাসী সকলের হক থাকে] অবৈধভাবে খরচ করে, অপচয় করে। কেয়ামতের দিন তাদের শাস্তির জন্য দোযখের আগুন নির্ধারিত রয়েছে।" [সহীহ আল-বুখারী, রিয়াদুস সালেহীন, খণ্ড ১, ২২১]।* উপরোক্ত হাদীসসমূহ থেকে সুস্পষ্ট যে, দুর্নীতিতে জড়িত হয়ে মানুষের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করলে, সে পাপের ক্ষমা আল্লাহ তা'আলার কাছ থেকে পাওয়া যাবে না। এই বিষয়টি মুসলিম উম্মাহর সবার জন্যই, তবে বিশেষভাবে জনকল্যাণ প্রকল্পে এবং সরকারী প্রতিষ্ঠানে যে ব্যক্তিরা জড়িত থাকে তাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ তারা জনগণের স্বার্থের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে সরাসরিভাবে কাজ করে।

লোক দেখিয়ে নামায পড়ে বা ইবাদত করে যারা স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করে তারা নিজেদের অন্তরের খবর নিজেরাই সবচেয়ে ভালো জানে, আর জানেন অন্তর্যামী সর্বজ্ঞ আল্লাহ তা'আলা। তাই তাদের উচিত সর্বজ্ঞ আল্লাহ তা'আলাকে ফাঁকি দেয়ার চেষ্টা না করে নিজেদের মোনাফেকি আচরণ পরিত্যাগ করা। অন্যদেরকে ফাঁকি দেয়ার জন্য যারা পরহেযগারি দেখায়, নামায-রোযা পালন করে এবং গোপনে সব ধরনের অন্যায় কাজে জড়িত থাকে তাদের উচিত সব ধরনের অন্যায় কাজ পরিহার করে নিজেদেরকে সংশোধন করা অন্যথা উল্লিখিত হাদীসের ভিত্তিতে বলা যায়, তারা নিশ্চয়ই শেষ বিচারের দিনে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আল্লাহ তা'আলাই এ ব্যাপারে সবচেয়ে ভালো জানেন। নাফস (শয়তান)ই প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণে মানুষকে এই সমস্ত অন্যায়ে জড়িত রাখে।

মোনাফেক শয়তানের মতোই বিশ্বাসঘাতক

মোনাফেকের প্রতিশ্রুতি আর শয়তানের প্রতিশ্রুতির মধ্যে কোনো তফাত নেই। শয়তানের মতোই মোনাফেক নাফস (শয়তানের) প্রভাবে প্রবৃত্তির অবৈধ চাহিদায় চালিত হয়। কাজেই মোনাফেক শয়তানের মতোই প্রতারক, বিশ্বাসঘাতক ও

www.nagorikpathagar.org

বেঈমান। বদরের যুদ্ধে মদীনার মোনাফেকদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِم بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ ۖ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ ۚ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۔ إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّ هَٰؤُلَاءِ دِينُهُمْ ۗ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۔

"তোমরা তাদের ন্যায় হবে না যারা [*কুরাইশরা*] দম্ভভরে ও লোক দেখাবার জন্য স্বীয় গৃহ থেকে বের হয়েছিল এবং লোককে আল্লাহর পথ থেকে নিবৃত্ত করে। তারা যা করে আল্লাহ্ তা পরিবেষ্টন করে রয়েছেন। স্মরণ কর, শয়তান তাদের [*কুরাইশদের*] কার্যাবলী তাদের দৃষ্টিতে শোভন করেছিল [*বদরের যুদ্ধে ঠেলে দিয়েছিল*] এবং বলেছিল, 'আজ মানুষের মধ্যে কেউই তোমাদের উপর বিজয়ী হবে না, আমি তোমাদের পার্শ্বেই থাকব। অতঃপর দুই দল [*কুরাইশ এবং মুসলিম*] যখন পরস্পর সম্মুখীন হলো তখন সে [*শয়তান*] সরে পড়ল ও বললো, 'তোমাদের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক রইলো না। তোমরা যা দেখতে পাও না আমি তা দেখি, আমি আল্লাহকে ভয় করি, 'আর আল্লাহ্ শাস্তিদানে কঠোর। স্মরণ কর মোনাফেক ও যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তারা বলে, তাদের দ্বীন তাদেরকে বিভ্রান্ত করেছে। কেউ আল্লাহর উপর নির্ভর করলে আল্লাহ্ তো পরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়।" { *৮-সূরা আনফাল : ৪৭-৪৯* }

উল্লিখিত আয়াতে স্পষ্ট যে, মানুষের শত্রু "শয়তান" মক্কার মুশরিকদের প্রবৃত্তিতে অনুপ্রেরণা দিয়ে বদ্ধমূল ধারণার সৃষ্টি করেছিল যে, যুদ্ধাস্ত্র এবং সৈন্য সামন্তে মুসলিম উম্মতের তুলনায় তারা অত্যন্ত শক্তিশালী তাই তাদেরকে কেউ পরাজিত করতে পারবে না। তদুপরি মদীনার মোনাফেকরাও গোপনে মুশরিকদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। মুশরিকরা যখন বদরের যুদ্ধে পরাজয়ের মালা গলায় তুলে নিল তখন শয়তান এবং মোনাফেকরা লা'পাত্তা। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধেও নির্দোষ অসহায় মা-বোন ও স্ত্রীদের মানহানি এবং বুদ্ধিজীবী ও নিরীহ মানুষকে হত্যায় পাকিস্তানী বর্বর সৈন্যদের যারা সাহায্য করেছিল, তারা পাকিস্তানী সৈন্যদের পরাজয়ের সময় লা'পাত্তা। স্বাধীনতার পর তারাই অথবা তাদের

www.nagorikpathagar.org

অনেকেই আবার সাধু সেজে বাংগালি জাতির ভাগ্য পরিবর্তনের সংগ্রামে যোগ দিয়ে দেশদ্রোহী থেকে রাতারাতি দেশপ্রেমিকে পরিণত হলো। এই ধরনের বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে মোনাফেকি চরিত্রের একটি অন্যতম উদাহরণ। পরবর্তীতে এই ব্যাপারে 'ইনশাআল্লাহ" আরও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হবে।

মোনাফেকের শপথ

মোনাফেকরা প্রবৃত্তির চাহিদাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কথায় কথায় আল্লাহ তা'আলার নামে শপথ করে অথচ আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের (সা.) প্রদত্ত বিধিবিধানে বিচার এবং সম্পদ বণ্টনে তাদের আস্থা নেই। ন্যায়-অন্যায় তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ কোনো ব্যাপার নয় বরং বিচারের সিদ্ধান্ত তাদের অনুকূলে এবং সম্পদের ভাগ পেলেই তারা খুশি। এর ব্যতিক্রম হলেই তাদের অবাধ্য কলুষিত প্রবৃত্তিতে আঘাত লাগে। অনুরূপভাবে ন্যায়ের বিধান প্রতিষ্ঠায় কোনো সমস্যা এবং বিপদ দেখলে তারা সুযোগ বুঝে কেটে পড়ে অর্থাৎ কোনো কিছুতেই তারা নিজ স্বার্থের ঝুঁকি নিতে চায় না। আল-কুরআন নাযিলের সময় মদীনার মোনাফেকরা ভয় করত, তাদের চরিত্রের গোপন প্রবৃত্তি এবং অবৈধ চাহিদার আসল রূপ প্রকাশের জন্য আল্লাহ তা'আলা হয়ত কোনো সূরা নাযিল করবেন। এই ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ ۔ لَوْ يَجِدُونَ
مَلْجَأً أَوْ مَغٰرٰتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي
الصَّدَقٰتِ ج فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ
رَضُوا مَا آتٰهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ لا
إِنَّا إِلَى اللَّهِ رٰغِبُونَ ۔ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ ج وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ
يُرْضُوهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ ۔

"তারা [*মোনাফেকেরা*] আল্লাহর নামে শপথ করে যে, তারা তোমাদেরই [*মু'মিনদের*] অন্তর্ভুক্ত; কিন্তু তারা তোমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়; বস্তুত তারা এমন এক সম্প্রদায় যারা ভয় করে থাকে। তারা কোনো আশ্রয়স্থল, কোনো গিরি গুহা অথবা কোন প্রবেশস্থল পেলে তার দিকে পলায়ন করবে ক্ষিপ্রগতিতে। তাদের মধ্যে এমন লোক আছে, যে সদাকা বণ্টন সম্পর্কে তোমাকে [*রাসূল (সা.) কে*] দোষারোপ করে, অতঃপর এর কিছু তাদেরকে দেয়া হলে তারা পরিতুষ্ট হয় এবং এর কিছু

www.nagorikpathagar.org

তাদেরকে না দেয়া হলে তারা বিক্ষুব্ধ হয়। ভালো হতো যদি তারা আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল তাদেরকে যা দিয়েছেন তাতে পরিতুষ্ট হত এবং বলত, 'আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট, আল্লাহ আমাদেরকে দেবেন নিজ করুণায় এবং তাঁর রাসূলও; আমরা আল্লাহরই প্রতি আসক্ত।' তারা তোমাদের সন্তুষ্ট করার জন্য তোমাদের নিকট আল্লাহর শপথ করে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এরই অধিক হকদার যে, তারা তাদের [*আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর রাসূল (সা.)*] সন্তুষ্ট করে যদি তারা মু'মিন হয়।" { *৯-সূরা তাওবা : ৫৮-৫৯ ও ৬২*}

বলতে বাধা নেই যে, এই আয়াতে বর্ণিত চরিত্রে অধিষ্ঠিত ব্যক্তির পরিমাণ বর্তমানে মুসলিম উম্মতে কোনো অংশেই কম নয়। ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি এবং নিজের দোষত্রুটি গোপন করে নির্বাচনে জয়ী হওয়ায় তারা নানাভাবে শপথ করে থাকে। আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত পবিত্র জীবনাদর্শের বিধিবিধান প্রতিষ্ঠিত করায় এবং রাসূলের (সা.) আদেশ উপদেশ গ্রহণে তারা সর্বক্ষেত্রেই উদাসীন। অথচ মুসলিম হিসেবে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের (সা.) আদেশ-উপদেশ এবং তাদের প্রদত্ত জীবনাদর্শ সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করে পুরোপুরিভাবে আত্মসমর্পণ করাই হচ্ছে মু'মিনের ফরয দায়িত্ব। বিশ্বাসী হিসেবে জীবন যাপনের প্রকাশ্য ও গোপন সব কার্যকলাপে তারা সর্বদাই আল্লাহ তা'আলার বাধ্য থাকবে এবং তাকে ভয় করবে, এ রকম চুক্তিতে তারা আবদ্ধ।

اَلَمْ يَعْلَمُوْٓا اَنَّهٗ مَنْ يُّحَادِدِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاَنَّ لَهٗ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيْهَا ؕ ذٰلِكَ الْخِزْىُ الْعَظِيْمُ. يَحْذَرُ الْمُنٰفِقُوْنَ اَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُوْرَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِىْ قُلُوْبِهِمْ ؕ قُلِ اسْتَهْزِءُوْا ۚ اِنَّ اللّٰهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُوْنَ. وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ اِنَّمَا كُنَّا نَخُوْضُ وَنَلْعَبُ ؕ قُلْ اَبِاللّٰهِ وَاٰيٰتِهٖ وَرَسُوْلِهٖ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُوْنَ.

"তারা কি জানে না যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করে তার জন্য জাহান্নামের অগ্নি, যেথায় সে স্থায়ী হবে? তাই চরম লাঞ্ছনা। মোনাফেকেরা ভয় করে, এমন এক সূরা না অবতীর্ণ হয়, যা তাদের অন্তরের কথা ব্যক্ত করে দেবে। বল, 'বিদ্রূপ করতে থাক; তোমরা যা ভয় কর আল্লাহ তা প্রকাশ করে দেবেন। এবং তুমি তাদেরকে প্রশ্ন করলে তারা নিশ্চয় বলবে, 'আমরা তো আলাপ-আলোচনা ও ক্রীড়া-কৌতুক করছিলাম। বল, তোমারা কি আল্লাহ, তাঁর নিদর্শন ও তাঁর রাসূলকে বিদ্রূপ করছিলে।" { *৯-সূরা তাওবা : ৬৩-৬৫*}

মুসলিম উম্মাহর বিশেষ কিছু অজ্ঞ ব্যক্তি সর্বযুগেই আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের (সা.) প্রদত্ত আদেশ-উপদেশ এবং জীবনাদর্শ নিয়ে হাসি তামাশা এবং

www.nagorikpathagar.org

পুরনো দিনের বিধিনিষেধ ও আচরণ বলে উপহাস করেছে। এমনকি আল-কুরআনে প্রদত্ত মূল্যবোধের গুরুত্বপূর্ণ বিধান নিয়েও বিদ্রূপ করে, মেয়েদের হিজাব এ ব্যাপারে বিশেষভাবে উল্লেখ্য। তাদের জানা উচিত ইসলামী মূল্যবোধের বিধিবিধান, সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর রাসূলের (সা.) প্রদত্ত জীবনাদর্শ তাই গুরুতর [*Serious*] ব্যাপার। অতএব ইসলামী মূল্যবোধকে উপেক্ষা এবং বিদ্রূপ করার অর্থ আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর রাসূল (সা.)-কে উপেক্ষা এবং প্রদত্ত পবিত্র বিধানসমূহ নিয়ে বিদ্রূপ এবং উপহাস করা। বিদ্রূপকারীদের পরিণাম সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

لَا تَعْتَذِرُوْا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيْمَانِكُمْ ۚ إِنْ نَّعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِّنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً
بِأَنَّهُمْ كَانُوْا مُجْرِمِيْنَ ۞ اَلْمُنٰفِقُوْنَ وَالْمُنٰفِقٰتُ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۘ يَأْمُرُوْنَ بِالْمُنْكَرِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوْفِ وَيَقْبِضُوْنَ أَيْدِيَهُمْ ۚ نَسُوا اللّٰهَ فَنَسِيَهُمْ ۚ إِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ هُمُ
الْفٰسِقُوْنَ ۞ وَعَدَ اللّٰهُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ هِيَ
حَسْبُهُمْ ۚ وَلَعَنَهُمُ اللّٰهُ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ۞

"ছলনা করো না; তোমরা ঈমান আনার পর কুফরি করেছ। তোমাদের মধ্যে কোনো দলকে ক্ষমা করলেও অন্য দলকে শাস্তি দেব কারণ তারা অপরাধী। মোনাফেক নর ও নারী একে অপরের অনুরূপ, তারা অসৎকর্মের নির্দেশ দেয় এবং সৎকর্মের নিষেধ করে, তারা হাত বদ্ধ [*দান খয়রাত করে না কৃপণ*] করে রাখে; তারা আল্লাহকে বিস্মৃত হয়েছে, ফলে তিনিও তাদেরকে বিস্মৃত হয়েছেন; মোনাফেকরা তো পাপাচারী। মোনাফেক নর, নারী ও কাফেরদেরকে আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন জাহান্নামের অগ্নির, যেথায় তারা স্থায়ী হবে, এটিই তাদের জন্য যথেষ্ট এবং আল্লাহ তাদেরকে লানত করেছেন এবং তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী শাস্তি।" {*৯-সূরা তাওবা : ৬৬-৬৮*}

উল্লিখিত আয়াতের পরিভাষা এবং অনুবাদ অত্যন্ত সহজ এবং সুস্পষ্ট তাই বুঝার জন্য কোনো ব্যাখ্যার দরকার হয় না। মুসলিম উম্মতের বিশেষ কিছু আচরণ ও চিন্তাভাবনার বাস্তবতা সম্পর্কে পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে এই আয়াতে উল্লিখিত বিষয়ের সাথে মিলে যাচ্ছে। মদীনার মোনাফেকরা ভয় করত তাদের চরিত্রের আসল রূপ সূরা নাযিলের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা প্রকাশ করে দেবেন। বস্তুতঃ মোনাফেকদের চরিত্র আল-কুরআনে বিভিন্ন সূরায় বর্ণনা করে আল্লাহ তা'আলা মুসলিম উম্মতকে সতর্ক করেছেন। মুসলিম উম্মতের সম্মুখে আজ

www.nagorikpathagar.org

আল-কুরআনে বর্ণিত মোনাফেকি আচরণের, চিন্তাভাবনার, এমনকি তাদের কর্মের ধরন সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে এবং মোনাফেকি আচরণের জন্য শাস্তি কেমন হবে সে সম্বন্ধেও বর্ণনা রয়েছে। তবুও মুসলিম উম্মতের একটি বৃহত্তর অংশ এই নিকৃষ্ট চরিত্রের গুণাবলি থেকে মুক্ত নয়। এটাই হচ্ছে মুসলিম জাতির জন্য অতিশয় বেদনার ব্যাপার।

আদম সন্তান হিসেবে প্রবৃত্তির অবৈধ অন্যায় চাহিদা অর্থাৎ 'নাফস শয়তানের' প্ররোচনা নিঃসন্দেহে এ রকম আচরণের জন্য দায়ী। অদৃশ্য শয়তান মুসলিম উম্মতের চরম শত্রু কারণ মানবজাতির মধ্যে একমাত্র তারাই আল্লাহ তা'আলার বান্দা। মোনাফেকদের শপথ ও চরিত্রের প্রকৃতরূপ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আরো বর্ণনা দিয়েছেন–

إِذَا جَاءَكَ الْمُنٰفِقُوْنَ قَالُوْا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ ۘ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُوْلُهٗ ۭ

وَاللّٰهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَكٰذِبُوْنَ ۚ اِتَّخَذُوْٓا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۭ

إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ.

"যখন মোনাফেকগণ তোমার [*রাসূল*] নিকট আসে তারা বলে, 'আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূল। আল্লাহ জানেন যে, তুমি নিশ্চয়ই তাঁর রাসূল এবং আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মোনাফেকগণ অবশ্যই মিথ্যাবাদী। তারা তাদের শপথগুলোকে ঢালরূপে ব্যবহার করে আর তারা আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে নিবৃত্ত করে। তারা যা করছে তা কত মন্দ।" { *৬৩-সূরা মোনাফেকুন : ১-২*}

আলাচনা বর্তমানেও মুসলিম উম্মতে উল্লিখিত চরিত্রের লোকের পরিমাণ বস্তুত কম নয়, মুসলমান হিসেবে তারা গর্বিত অথচ আচার-আচরণে এবং কথায় ইসলামী জীবনাদর্শের বিরোধিতা করে। তদুপরি যারা ধর্মীয় মূল্যবোধ অনুযায়ী জীবন যাপন করতে দৃঢ় প্রত্যয়ী, তাদেরকে গোঁড়া বা সেকালের লোক বলে উপহাস করে।

ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا فَطُبِعَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ.

"এটি এই জন্য যে, তারা ঈমান আনার পর কুফরি করেছে ফলে, তাদের হৃদয় মোহর করে দেয়া হয়েছে, পরিণামে, তারা বোধশক্তি হারিয়ে ফেলেছে।" { *৬৩-সূরা মোনাফেকুন : ৩*}

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর রাসূলের (সা.) প্রদত্ত মূল্যবোধ থেকে মুখ ফিরিয়ে অন্যদেরকে বিধিবিধান পালনে বাধা দিলে আল্লাহ তা'আলা তাদের

www.nagorikpathagar.org

হৃদয়ের দরজা বন্ধ করে দেন, যাতে তাদের অন্তরে সত্যের আলো [*ধর্মীয় মূল্যবোধের চেতনায় ধীশক্তিসম্পন্ন হৃদয়*] প্রবেশ করতে না পারে। তাদের অবাধ্যতা এবং ইসলাম বিরোধী তৎপরতা আরও বেড়ে যায়। মুসলিম সমাজে রয়েছে এর বহু প্রমাণ।

মোনাফেকরা দান-খয়রাতে কৃপণ

মোনাফেকি চরিত্রের আরেকটি পরিচয় হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'আলার নেয়ামতে [*ধন-সম্পত্তিতে*] সমৃদ্ধ হয়েও দান-খয়রাত এবং অন্যদেরকে সাহায্য করা থেকে দূরে থাকে। মুখে প্রতিজ্ঞা করে তারা অনেক ধন-সম্পত্তির মালিক হতে পারলে বেশি করে দান করবে, কিন্তু বাস্তবে তাদের এই প্রতিশ্রুতির কোনো মূল্য নেই। মুসলিম সমাজে এই চরিত্রের বহু ব্যক্তি আছে। এটি অনস্বীকার্য যে, মুসলিম উম্মতের অনেকেই কোনো প্রকার চিন্তাভাবনা ব্যতিরেকে মনের অজান্তে এই ধরনের আচরণ করে। এই ব্যক্তিদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন–

وَمِنْهُم مَّنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِن فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوا وَّهُم مُّعْرِضُونَ. فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ.

"তাদের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহর নিকট অংগীকার করেছিল, 'আল্লাহ নিজ কৃপায় আমাদেরকে দান করলে আমরা নিশ্চয়ই সদাকা দেব এবং সৎ হব। অতঃপর যখন তিনি নিজ কৃপায় তাদেরকে দান করলেন, তখন তারা এই বিষয়ে কার্পণ্য করলো এবং বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন হয়ে মুখ ফিরাল। পরিণামে তাদের অন্তরে কপটতা স্থির করলেন আল্লাহর সাথে তাদের সাক্ষাৎ দিবস [*কেয়ামত বা মৃত্যু পর্যন্ত*] পর্যন্ত, কারণ তারা আল্লাহর নিকট সে অংগীকার করেছিল তা ভংগ করেছিল এবং তারা ছিলো মিথ্যাচারী। তারা কি জানত না যে, তাদের অন্তরের গোপন কথা ও তাদের গোপন পরামর্শ আল্লাহ্ জানেন এবং যা অদৃশ্য তা তিনি বিশেষভাবে জানেন?" { *৯-সূরা তাওবা : ৭৫-৭৮* }

মোনাফেকি চরিত্রের আরেকটি খারাপ গুণ তারা অন্যদের [*বিশেষ করে মুসলমানদের*] দান খয়রাতের পরিমাণ, বস্তু এবং পদ্ধতি নিয়ে হাসি-তামাশা ও ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। মুসলমানদের কেউ প্রকাশ্যে দান-খয়রাত করলে তারা বলে এরা লোক দেখানোর জন্য দান খয়রাত করে। আবার অনেক সম্পদহীন গরীব মুসলমানদের

www.nagorikpathagar.org

সামান্য দান-খয়রাতের পরিমাণ ও বস্তু নিয়ে তারা উপহাস ও তাচ্ছিল্য করে। রাসূলের (সা.) মদীনার জীবনে তাবুক অভিযানের পূর্বে এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে আজও মুসলিম উম্মতে এই ধরনের ঘটনা যে ঘটছে না সেটি বলা যাবে না। সদাকা বা দান-খয়রাত করা হয় আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য লাভের জন্য, এটা হলো স্বেচ্ছামূলক ইবাদত। তাই আর্থিক সামর্থ্য অনুযায়ী যার যে ধরনের ক্ষমতা আছে সেই অনুপাতে সে দান করবে। কার কাছ থেকে এবং কী পরিমাণ দান-খয়রাত আল্লাহ্ তা'আলা কবুল করবেন সেটি কেউ বলতে পারবে না। উল্লেখ্য একজন সম্পদশালী যদি তার নিজের অর্জিত সম্পদ থেকে বিপুল পরিমাণ দান করে আর একজন দিন ভিখারী তার কঠিন পরিশ্রমে অর্জিত টাকা থেকে সামান্য কিছু দান করে, তাহলে তাদের উভয়ের দান-খয়রাত আল্লাহ্ তা'আলার কাছে এক রকম সম্মান পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে। এ ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া আর কেউ বলতে পারবেন না কোন ধরনের দান এবং কী পরিমাণের দানের তিনি বেশি মূল্য দেবেন। তাই তাদের দান-খয়রাতের পরিমাণের উপর ভিত্তি করে একজনকে সম্মান দেখানো আর অন্যজনকে উপহাস করার অধিকার কারোর নেই। মানুষের দৃষ্টিতে দিন ভিখারীর দানের পরিমাণ অতি সামান্য হলেও আল্লাহ্ তা'আলার কাছে সেটা অত্যন্ত বড় হতে পারে, সেটি নির্ধারণ করার ক্ষমতা কারও নেই। আল্লাহ্ তা'আলাই এ ব্যাপারে সবচেয়ে ভালো জানেন। কারণ দান-খয়রাতের বস্তু আল্লাহ্ তা'আলার কাছে পৌঁছায় না, মানুষের ঈমান, নিয়ত-তাকওয়া এবং অর্থ উপার্জনের পদ্ধতি হলো এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এক্ষেত্রে কুরবানির জন্তুর ব্যাপারে উল্লেখ করা যায়, আল্লাহ্ বলেছেন–

لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ ۗ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ.

"আল্লাহর নিকট পৌঁছায় না তাদের [*কুরবানির জন্তু*] গোশত এবং রক্ত, বরং পৌঁছায় তোমাদের তাকওয়া। এভাবে তিনি তাদেরকে [*কুরবানির জন্তু*] তোমাদের অধীন করেছেন যাতে তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর এই জন্য যে, তিনি তোমাদেরকে পথ-প্রদর্শন করেছেন, সুতরাং তুমি [*রাসূল (সা.)*] সুসংবাদ দাও সৎকর্মপরায়ণদেরকে।" { ২২-*সূরা হজ : ৩৭* }

উপরোক্ত আয়াতে উল্লিখিত গুরুত্বপূর্ণ এবং অর্থবহ শব্দ হল, 'তাকওয়া'। "তাকওয়া" শব্দের অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। তবে সাধারণভাবে অতি সহজে বুঝাতে গেলে এই শব্দের একটি অর্থ হতে পারে "সর্বক্ষেত্রে [*প্রকাশ্যে ও গোপনে*] সব কাজে

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ এবং ভয় করা, নিজেকে আল্লাহ তা'আলার শাস্তি থেকে নিরাপদে রাখার বা রক্ষা করার চেষ্টা করা এবং আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ, ক্ষমা ও পুরস্কার পাওয়ার আশা করা।" অর্থাৎ জীবন যাপনে, সব কর্মে আল্লাহ তা'আলার উপস্থিতি সম্পর্কে সজাগ থেকে সব রকম অন্যায়-অসৎ কর্ম থেকে নিজেকে দূরে রাখা। আল্লাহ তা'আলার প্রতি অকাট্য ভালোবাসাই মুসলিমদের এ রকম আচরণ গ্রহণে উদ্দীপ্ত করে থাকে। তাকওয়ার উপস্থিতি হচ্ছে হৃদয়ে, যার কোনো আকার নেই। এই অদৃশ্য শক্তি "তাকওয়াই" আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহে মু'মিনকে যাবতীয় অন্যায়, অসৎ, হারাম কর্ম থেকে দূরে থাকতে সাহায্য করে থাকে। এজন্যই বলা যায়, আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত জীবন বিধান [*ইসলামী শরীয়ত*] পুরোপুরিভাবে গ্রহণে যেমন মুসলমানদের হৃদয়ে অবস্থিত ঈমান এবং তাকওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, তেমন দান-খয়রাত থেকে পুণ্য লাভে ঈমান ও তাকওয়ার ভূমিকাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উপরোল্লিখিত ৩৭ নম্বর আয়াত নাযিল হওয়ার পেছনে যে কারণ ছিলো *[(জাহেলী যুগে) মক্কায় মূর্তির নামে জন্তু কুরবানি দিয়ে তা থেকে কিছু মাংস মূর্তির উপর রেখে তারপর কুরবানির রক্ত মূর্তির উপর ছিটিয়ে দিত। এই ব্যাপারে ইবনে আবি হাতিম, ইবনে জুরাইজ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, "জাহেলিয়াতে লোকেরা কুরবানির মাংস ঘরে রাখত এবং রক্ত ঘরের উপর ছিটিয়ে দিত। তাই সাহাবীগণ রাসূল (সা.) কে বললো, "জাহেলিয়াতের তুলনায় এই কাজে আমাদের হক বেশি। এই কারণেই এই আয়াত নাযিল হয়।]* [সূরা হজ, তাফসীর, ইবনে কাসীর খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ৫৭৯]

উপরোক্ত আয়াত থেকে সুস্পষ্ট যে, কুরবানির মাংস ও রক্ত আল্লাহ তা'আলার কাছে পৌঁছায় না। আল্লাহ তা'আলার এগুলোর প্রয়োজন নেই, তিনি আস-সমাদ, গনিওল হামিদ। কুরবানি বা দান-খয়রাতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা যাচাই বা পরীক্ষা করে দেখতে চান তোমাদের ঈমানের, দান-খয়রাতের এবং অর্থ-সম্পদ উপার্জনের সত্যতা। তদুপরি এদের পেছনে যে উদ্দেশ্য আছে তার সত্যতা এবং তাকওয়ার বাহ্যিক স্বরূপতা। এ ব্যাপারে *রাসূল (সা.) বলেছেন, "আল্লাহ তা'আলা তোমাদের চেহারা ও গায়ের রংয়ের দিকে তাকান না, কিন্তু তিনি দেখেন তোমাদের অন্তঃকরণ ও আমল।" [সহীহ মুসলিম, খণ্ড ৪, ১৯৮৭, ইবনে কাসীর, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ৫৭৯]*

তাকওয়ার ভিত্তিতে ন্যায় পথে অর্জিত সম্পদে দান-খয়রাত এবং কুরবানি করলে, তার পরিমাণ কম হলেও আল্লাহ তা'আলার কাছে তার কদর যেমন বহুগুনে বেশি, তেমন অসৎ, অন্যায়, হারাম পথে অর্জিত সম্পদ থেকে অনেক টাকা দান-খয়রাত করলে বা বেশি মূল্যের জন্তু কুরবানি দিলে আল্লাহ তা'আলার কাছে সেটি অপছন্দনীয় অর্থাৎ গ্রহণযোগ্য নয়। অতএব তাদের দান-খয়রাত হবে লোক

www.nagorikpathagar.org

দেখানো এবং অন্যদের উপর তারা যে যুলুম করেছে তার বহিঃপ্রকাশ। অন্যদের হক নষ্ট করে অর্জিত সম্পদে দান-খয়রাতের কোনো মূল্য আল্লাহ তা'আলা দেন না। মোনাফেক এবং যুলুমকারীরা ছাড়া এই ধরনের কাজ অন্য কেউ করে না বা করতে পারে না। হে আমাদের প্রতিপালক! এই রকম আচরণ ও চিন্তাভাবনা থেকে দূরে থাকতে আমাদেরকে সাহায্য কর।' যারা মু'মিনদের সামান্য দান-খয়রাত নিয়ে হাসি তামাশা বা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে মহাশাস্তির সুসংবাদ দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

اَلَّذِيْنَ يَلْمِزُوْنَ الْمُطَّوِّعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِى الصَّدَقٰتِ وَالَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ اِلَّا
جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُوْنَ مِنْهُمْ ط سَخِرَ اللّٰهُ مِنْهُمْ ز وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ.

"মু'মিনদের মধ্যে যারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সদাকা দেয় এবং যারা নিজ শ্রম ব্যতিরেকে কিছু পায় না [*দিন এনে দিনে খাওয়া, Hand to mouth*], তাদেরকে যারা দোষারোপ করে ও বিদ্রূপ করে, আল্লাহ তাদেরকে বিদ্রূপ করেন; তাদের জন্য আছে মর্মন্তুদ শাস্তি।" {*৯-সূরা তাওবা : ৭৯*}

এই আয়াত সম্পর্কে ওবায়দুল্লাহ ইবনে সা'দ (রা.) বলেছেন : "*যখন সদাকার আয়াত নাযিল হয়, তখন আমরা কুলির কাজ করতাম। কোনো জনৈক ব্যক্তি অনেক ধন-সম্পত্তি বিতরণ করলেন তাতে মোনাফেকরা বললো, লোক দেখানোর জন্য সে দান করেছে। অন্য আরেক ব্যক্তি এসে দান করলেন এক "সা" [সামান্য খাদ্য], মোনাফেকরা বললো, তোমার এই সামান্য দানের আল্লাহ তা'আলার দরকার নেই। তখনই আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেন।" [ফাতহুল বারী ৩:৩৩২; ইবনে কাসীর, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৪৮২]*। এই প্রকৃতির ব্যক্তিদের [*তিরস্কারকারী*] জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে রাসূলকে (সা.) আল্লাহ তা'আলা নিষেধ করেছেন। রাসূলের (সা.) দু'আ আল্লাহ তা'আলা অতি শীঘ্রই কবুল করতেন।

اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ط اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ ط
ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ط وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ.

"তুমি [*রাসূল*] তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর অথবা তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা না কর একই কথা; তুমি সত্তর বার তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেও আল্লাহ তাদেরকে কখনই ক্ষমা করবেন না, এটি এই জন্য যে, তারা আল্লাহ ও তার রাসূলকে অস্বীকার করেছে। আল্লাহ পাপাচারী সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না।" { *৯-সূরা তাওবা : ৮০* }

মানবজাতির জন্য প্রেরিত আল্লাহ তা'আলার "রহমত", মুক্তির দূত ও মু'মিনদের

www.nagorikpathagar.org

পক্ষে শাফায়াতকারী এবং আল্লাহ্ তা'আলার হাবীব (সা.), মুসলিম, অমুসলিম এবং মোনাফেক সকলের জন্যই মঙ্গল কামনা করেছেন। তিনি মনে প্রাণে চেয়েছেন এরা সকলেই আল্লাহ্ তা'আলা এবং তাঁর রাসূলে বিশ্বাসী হয়ে পরকালে আল্লাহ্ তা'আলার শাস্তি থেকে মুক্তি লাভ করুক। তাই আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্র বাণীর মাধ্যমে মোনাফেকদের পরিচয় সম্পর্কে অবগত হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাদের জন্য দু'আ করেছেন, তাদের জানাযা পড়েছেন। এ ব্যাপারে *আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রা.) বলেছেন, "আবদুল্লাহ ইবনে ওবায় বিন সালুল [মদীনায় মোনাফেকদের সরদার ছিলো] [যখন মারা যায়, তার ছেলে আবদুল্লাহ্ বিন আবদুল্লাহ্ রাসূলের (সা.) নিকট এসে বললেন, আপনার কুর্তা (শার্ট, জামা) টি দেন যাতে আমার বাবার দেহ ঢাকতে পারি। রাসূল (সা.) তাই করলেন। সে আরও বললো রাসূল (সা.) যেন তার বাবার জানাযা পড়ান। রাসূল (সা.) যখন উঠে দাঁড়ালেন জানাযা পড়ার জন্য; তখন ওমর (রা.) রাসূলের (সা.) হাত ধরে বললেন, ও আল্লাহর রাসূল (সা.)! আপনি কি তার জানাযা পড়বেন যদিও আপনার প্রভু এই কাজ করতে আপনাকে নিষেধ করেছেন [সূরা তাওবা, আয়াত নং-৮০]? তিনি (সা.) বললেন, আমাকে আল্লাহ্ তা'আলা এই ব্যাপারে স্বাধীনতা দিয়েছেন তারপরেও আমি তার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সত্তর বারের বেশি ক্ষমা প্রার্থনা করব। ওমর (রা.) বললেন, সে [আবদুল্লাহ ইবনে ওবায়] হলো মোনাফেক। যা হোক আল্লাহর রাসূল (সা.) তার জানাযা পড়ালেন।" তারপরে আল্লাহ্ তা'আলা সূরা আত-তাওবার ৮৪ নম্বর আয়াত নাযিল করলেন।*

"তাদের [মোনাফেকদের] মধ্যে কারও মৃত্যু হলে তুমি [রাসূল (সা.)] কখনও তার জন্য জানাযার নামায [সালাত] পড়বে না এবং তার কবর-পার্শ্বে দাঁড়াবে না; তারা তো আল্লাহ ও তার রাসূলকে অস্বীকার করেছিল এবং পাপাচারী অবস্থায় তাদের মৃত্যু হয়েছে।" (৯-সূরা তাওবা : ৮৪); তারপর রাসূল (সা.) আর কোনো মোনাফেকের জানাযা পড়াননি বা তাদের কবরের পার্শ্বেও দাঁড়াননি।" {সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড ৪, ৪৩১১}

আবদুল্লাহ্ ইবনে ওবায় বিন সলুল মোনাফেকদের সরদার ছিলো সেটি মদীনায় মুসলিম উম্মতের অনেকেই জানতো। এ কারণেই রাসূল (সা.)-কে, ওমর (রা.) এরকম প্রশ্ন করেছিলেন। আর আবদুল্লাহ্ বিন আবদুল্লাহ্ (রা.) [*মোনাফেকের ছেলে*] ঈমানদার বান্দা ছিলো। তিনি অবগত ছিলেন যে, তার বাবা মোনাফেক তাই বাবার মাগফেরাতের জন্য শেষ চেষ্টা করেছিলেন। তার ধারণা ছিলো রাসূল (সা.) যদি নিজের গায়ের শার্ট দিয়ে দাফন করেন এবং তার বাবার জন্য দু'আ করেন, তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা হয়তো তার বাবাকে ক্ষমা করতে পারেন।

www.nagorikpathagar.org

মুসলিম কাউকে মোনাফেক হিসেবে আখ্যায়িত করা হারাম কাজ। সে যদি প্রকৃতপক্ষে মোনাফেক না হয় তাহলে তার নামে একটা মিথ্যা অপবাদ দিয়ে [*হারাম কাজের মাধ্যমে*] নিজেই পাপের ভাগী হবে। আল্লাহ তা'আলা এই পাপের ক্ষমা করবেন কিনা সেটি কারোর জানা নেই। কারণ মিথ্যা অপবাদ রটনা করে অন্যদের মান সম্মান নষ্ট করলে বা বিনা কারণে কাউকে কষ্ট দিলে, উক্ত ব্যক্তির কাছে ক্ষমা প্রার্থী হয়ে এই দুনিয়াতেই ক্ষমা প্রাপ্ত না হলে, আল্লাহ তা'আলা সে পাপের জন্য ক্ষমা করবেন না। ইতোপূর্বে উল্লিখিত হাদীস থেকে সেটি সুস্পষ্ট।

মদীনাতে মোনাফেক সরদার এবং আরো কতিপয় মোনাফেকদের পরিচয় সম্পর্কে রাসূল (সা.) এবং আরও কিছু ঘনিষ্ঠ সাহাবারা জানতেন, তা সত্ত্বেও মোনাফেক বলে কাউকে কখনো ডাকা হয়নি। আল-কুরআনে, "হে মানুষ জাতি, আদম সন্তান, মু'মিন বিশ্বাসী, কিতাবী [*খৃষ্টান ও ইয়াহুদী*] এবং কাফেরূন" ইত্যাদি হিসেবে সম্বোধন করে আল্লাহ তা'আলা বহু আয়াত নাযিল করেছেন, কিন্তু "হে মোনাফেক" সম্বোধন করে কোনো আয়াত তিনি নাযিল করেননি। তার কারণ এমন হতে পারে মোনাফেকরা মদীনায় আইনত প্রকাশ্যে মুসলিম হিসেবে পরিচিত ছিলো, তবে এর আসল কারণ কি আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আর কেউ জানেন না। মুসলিম উম্মতের কাছে মোনাফেকি চরিত্রের বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট করার জন্য মোনাফেকদের সম্পর্কে বিশেষ কিছু আয়াতে বিভিন্ন পরিস্থিতির উদাহরণ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে ওবায় বিন সালুলের কার্যকলাপের ধরন, ইসলাম ও মুসলিমদের সম্পর্কে বিভিন্ন কটূক্তি, রাসূল (সা.)-কে হত্যার পরিকল্পনা করা এবং প্রকাশ্যে নানা রকম কথা বলে রাসূল (সা.)-কে কষ্ট দেয়া, এসব মুসলিম উম্মতের অনেকেই জানতেন। তাই আবদুল্লাহ ইবনে ওবায় বিন সালুল সম্পর্কে ওমর (রা.) বলেছিলেন, সে হলো মোনাফেক। তাছাড়া অন্য কাউকে মুসলমানদের মধ্যে থেকে কেউ কখনও মোনাফেক হিসেবে চিহ্নিত করেননি। অনুরূপ কোনো মুসলিমের উচিত হবে না অন্য মুসলিমকে মোনাফেক বলে সম্বোধন করা।

কাফেরদের জানাযা পড়া হারাম

কাফেরদের জানাযা পড়া নিষেধ এ প্রসংগে আলোচনার পূর্বে 'মানুষ কী কারণে কাফের হয় অথবা কাদেরকে কাফের বলা হয়, সে সম্পর্কে আলোচনা করার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। "কাফের" কঠিন ও কর্কশ শব্দ তাই বলতে ও শুনতে, উভয় ক্ষেত্রেই অপ্রীতিকর। যে শব্দের মধ্যে কোনো কোমলতা ও রহমতের আশ্রয় নেই। এ কারণেই কঠিন হৃদয়ের দয়ামায়াহীন ব্যক্তিদেরকে অনেকেই "কাফের" বলে সম্বোধন করে থাকে। যদিও এই ব্যক্তিরা বিশ্বাসে বা ঈমানের দিক দিয়ে

www.nagorikpathagar.org

অবিশ্বাসী বা কাফের নয়, তাই কাফের হিসেবে সম্বোধন করা সঠিক নয়। "কাফের" আরবী শব্দ এর অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। তবে আলোচিত বিষয়ের সম্পৃক্ততায় এর উল্লেখযোগ্য অর্থ হতে পারে : যে কোনো বিষয় সম্বন্ধে সুস্পষ্ট জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও সে বিষয়ের সত্যতা সম্পর্কে গোপন করা অর্থাৎ জানা সত্ত্বেও সত্যকে অস্বীকার করা। আল্লাহ তা'আলা এক ও অদ্বিতীয়, যার সমতুল্য কেউ নেই, যার কোনো শরীক এবং পুত্র-কন্যা ও স্ত্রী নেই, এই ব্যাপারে নিশ্চিতভাবে জ্ঞান লাভ করার পরও যারা এই মহাসত্যকে গোপন করে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে অন্য কাউকে শরীক স্থির করবে, তারা আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্র বাণী আল-কুরআনের বিধিবিধান অনুযায়ী বিশ্বাসের ক্ষেত্রে "কাফের" হিসেবে চিহ্নিত হবেন। এজন্যই 'কাফের' হিসেবে কাউকে চিহ্নিত করার আগে আল্লাহ্ তা'আলার আসল পরিচয় সম্পর্কে তাকে পরিষ্কার জ্ঞান দিতে হয় এবং বিনয়ের সাথে তার কাছে তাওহীদের দাওয়াত পৌছাতে হয়। তাওহীদ সম্পর্কে দাওয়াত না দিয়ে একতরফাভাবে সকল অমুসলিমকে কাফের হিসেবে আখ্যায়িত করা ভুল হবে। যাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌছেনি এবং যাদের কোনো ধারণাই নেই ইসলাম কি ধরনের দ্বীন-ধর্ম এবং মুসলিম হওয়ার জন্য ধর্মীয় দৃষ্টিতে ন্যূনতম কতটুকু বিশ্বাস করার প্রয়োজন রয়েছে সে সম্বন্ধে কোনো জ্ঞান নেই, তাদেরকে কাফের হিসেবে আখ্যায়িত করা গুরুতর অন্যায়। কারণ প্রকৃত সত্য সম্পর্কে জানার পর ধর্ম বেছে নেয়ায় তার যে স্বাধীনতা আছে, তা ব্যবহার করার কোনো সুযোগ সে পায়নি। একটি শিশু জন্মের পরই মারা গেল, সে যদি কাফেরের ঘরেও জন্মগ্রহণ করে থাকে তবুও সে কাফের নয়। সে হলো নিষ্পাপ, কারণ দ্বীন-ধর্ম, আল্লাহ্ তা'আলা এবং নবী-রাসূল ও আসমানী কিতাব সম্বন্ধে তার কোনো জ্ঞানই ছিলো না এবং জ্ঞান অর্জনের বয়সে উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বেই তার মৃত্যু হয়েছে। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে প্রতিটা শিশুর ব্যাপারে রাসূল (সা.) বলেছেন: "Narrated Abu Huraira (RA): The Messenger of Allah (SA) said, "Every child is born on the state of Fitrah [*Islamic monotheism*] and his/her parents convert him/her to Judaism or Christianity or Magianism, as an animal delivers a perfect baby animal. Do you find it multilated? [*Sahee Al-Bukhari, Vol. 2, No. 467*]

অনুবাদ : প্রত্যেকটি নবজাত শিশু ইসলামী *[সহজাত স্বভাব, আল-ফিতরাত]* স্বভাব নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু পরে পিতা-মাতা তাকে ইয়াহুদী করে গড়ে তোলে অথবা নাসারা *[খৃষ্টান]* করে গড়ে তোলে অথবা অগ্নিপূজক করে গড়ে তোলে। ঠিক

www.nagorikpathagar.org

যেমন চতুষ্পদ পশু জন্ম দেয়। তোমরা তার নাক বা অন্যান্য অংশ কাটা দেখতে পাও কি? *[সহীহ আল-বুখারী খণ্ড-১, ১২৯৪]*

আল-ফিতরাত অর্থাৎ 'সহজাত প্রকৃতি' [*আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদে বিশ্বাস করার যোগ্য-প্রকৃতি*], যে প্রকৃতিতে আল্লাহ তা'আলা মনুষ্যজাতি সৃষ্টি করেছেন। এ প্রসংগে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا ط فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِىْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ط لاَ تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ط ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ ق وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُوْنَ۔

"তুমি একনিষ্ঠ হয়ে নিজেকে দ্বীনে প্রতিষ্ঠিত কর। আল্লাহর প্রকৃতির [*ফিতরাতুল্লাহ*] অনুসরণ কর, যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন আল্লাহর সৃষ্টির কোনো পরিবর্তন নেই। এটিই সরল দ্বীন; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।" {*৩০-সূরা রূম : ৩০*}

আল্লাহ তা'আলাই যে মনুষ্যজাতির সৃষ্টিকর্তা, একমাত্র প্রভু, প্রতিপালক সে ব্যাপারে জন্মের পূর্বে দেয়া আদম সন্তানের স্বীকারোক্তিই হচ্ছে তার সহজাত প্রকৃতি। প্রতিটি আদম সন্তান [নশ্বর দেহ *ছাড়া তার রূহ*] জন্মের পূর্বে আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা নিয়েই স্বীকারোক্তি করেছে, এ প্রসংগে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِىْٓ اٰدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَاَشْهَدَهُمْ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ ج اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ط قَالُوْا بَلٰى ج شَهِدْنَا ج اَنْ تَقُوْلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا غٰفِلِيْنَ۔

"স্মরণ কর, তোমার প্রতিপালক আদম সন্তানের [*প্রতিটি*] পৃষ্ঠদেশ থেকে তার বংশধরকে বের করেন এবং তাদের নিজদের সম্বন্ধে স্বীকারোক্তি গ্রহণ করেন এবং বলেন, 'আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই?' তারা বলে, 'নিশ্চয়ই; আমরা সাক্ষী রইলাম।' এই স্বীকৃতি গ্রহণ এইজন্য যে, তোমরা যেন কেয়ামতের দিন না বল, 'আমরা তো এ বিষয়ে গাফেল ছিলাম।" { *৭-সূরা আরাফ : ১৭২* }

এই আয়াতের আলোকে বলা যায়, যে শিশু জন্মের পরই মারা গেল, তার সহজাত প্রকৃতির কোনো পরিবর্তন হয়নি অথবা পরিবর্তন হওয়ার সুযোগও তার জীবনে ঘটেনি। তাওহীদের উপর প্রতিষ্ঠিত প্রকৃতি নিয়েই সে মারা গেছে। আল্লাহ তা'আলা নবী-রাসূল প্রেরণ না করে কোনো সাম্প্রদায়কে শাস্তি দেননি এবং সমূলে ধ্বংসও করেননি। নবী-রাসূল পাঠিয়ে তাওহীদের দাওয়াত দেয়ার পর, যারা

www.nagorikpathagar.org

ঔদ্ধত্যের সাথে নবী-রাসূল এবং তাওহীদকে অস্বীকার করেছে, কাউকে তিনি শাস্তি দিয়েছেন অথবা ধ্বংস করেছেন। প্রসংগে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

وَمَآ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ . ذِكْرَىٰ قف وَمَا كُنَّا ظَٰلِمِينَ .

"আমি এমন কোনো জনপদ ধ্বংস করিনি যার জন্য সতর্ককারী ছিলো না; এটি [*আল-কুরআন*] উপদেশস্বরূপ আর আমি অত্যাচারী নই।" { *২৬-সূরা শো'আরা ২০৮-২০৯* }

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا ج وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَٰلِمُونَ .

"তোমার প্রতিপালক জনপদসমূহকে ধ্বংস করেন না, যতোক্ষণ তার কেন্দ্রে তার আয়াত আবৃত্তি করার জন্য রাসূল প্রেরণ না করেন এবং আমি জনপদসমূহকে তখনই ধ্বংস করি যখন এর বাসিন্দারা যুলুম করে।" { *২৮-সূরা কসাস : ৫৯* }

প্রতিটি মানব সম্প্রদায়ের কাছেই তাওহীদের দাওয়াত পৌঁছানোর জন্য নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন, এ প্রসংগে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ ج فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ .

"প্রত্যেক জাতির জন্য আছে একজন রাসূল এবং যখন তাদের রাসূল এসেছে তখন ন্যায়বিচারের সাথে তাদের মীমাংসা হয়েছে এবং তাদের প্রতি যুলুম করা হয়নি।" { *১০-সূরা ইউনুস : ৪৭* }

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّٰغُوتَ ج فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَٰلَةُ ط فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَٰقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ .

"আল্লাহর 'ইবাদত করার ও তাগুতকে বর্জন করার নির্দেশ দেবার জন্য আমি তো প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল প্রেরণ করেছি। অতঃপর তাদের কতককে আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত করেন এবং তাদের কতকের উপর পথভ্রান্তি সাব্যস্ত হয়েছিল [*যারা ঔদ্ধত্যের সাথে তাওহীদকে অস্বীকার করেছিল*]; সুতরাং পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং দেখ, যারা সত্যকে মিথ্যা বলেছে তাদের পরিণাম কি হয়েছে?" { *১৬-সূরা নাহল : ৩৬* }

নবী-রাসূল প্রেরণ করার আরেকটি উদ্দেশ্য, যাতে আদম সন্তান শেষ বিচার

www.nagorikpathagar.org

দিবসে দাবি করতে না পারে যে, আমরা তোমার প্রদত্ত সত্যপথের বা তাওহীদের দাওয়াত সম্বন্ধে অবগত ছিলাম না। তোমার প্রদত্ত সত্যপথের দাওয়াত আমাদের কাছে পৌঁছালে আমরা অবশ্যই বিশ্বাস করতাম। আজও বিশ্বের কিছু এলাকা রয়েছে যার জনবসতিরা অন্য ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞাত থাকলেও ইসলামের দাওয়াত হয়তো পায়নি। যার জন্য এই সমস্ত লোকদেরকে কাফের হিসেবে আখ্যায়িত করা ঠিক হবে না। রাসূল (সা.) মানবজাতির জন্য প্রেরিত শেষ নবী অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আর কোনো নবী বা রাসূল প্রেরণ করবেন না। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ۭ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا.

"মুহাম্মদ তোমাদের মধ্যে কোনো পুরুষের পিতা নয়, বরং সে আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।" { *৩৩-সূরা আহযাব : ৪০* }

অতএব, শেষ নবী (সা.)-এর উম্মত হিসেবে মুসলিম উম্মতের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হচ্ছে আল-কুরআনে বর্ণিত জীবনাদর্শ ব্যক্তি জীবনে এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত করা এবং সঠিক পদ্ধতিতে তাওহীদের দাওয়াত অন্যদের কাছে পৌঁছে দেয়া। তাওহীদের দাওয়াত পাওয়ার পর কে বা কারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবে, সেটা একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই জানেন। কারণ আল্লাহ তা'আলার আদেশ ও অনুগ্রহ ব্যতিরেকে কেউ হেদায়াত প্রাপ্ত হতে পারে না। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো মানবজাতির কাছে আর কোনো নবী-রাসূল প্রেরিত হবে না, এজন্যই তাওহীদের দাওয়াত অন্যদের কাছে পৌঁছানোর দায়িত্ব রাসূল (সা.) বিদায় হজের ভাষণে মুসলিম উম্মাহর উপর অর্পণ করেছেন। উল্লেখ্য আমেরিকান খৃষ্টিয়ান সমাজের একটা বৃহত্তর অংশের এমনকি নিজ ধর্ম সম্বন্ধে কোনো জ্ঞান নেই। কাজেই ইসলামী দ্বীনের মূল্যবোধ সম্পর্কে জানা তাদের অপ্রত্যাশিত ব্যাপার। বাংলাদেশের স্কুল, কলেজ এবং অফিসে অনেক অমুসলিম সহপাঠী এবং সহকর্মী আছে, যাদের কাছে কখনও ইসলামী মূল্যবোধের উৎকৃষ্টতা সম্পর্কে ব্যক্ত করা হয় না। ইসলাম ধর্মের ভিত্তি কি এবং ন্যূনতম কতটুকু বিশ্বাস করলে একজন ব্যক্তি মুসলিম হিসেবে গণ্য হতে পারে, সে সম্পর্কে সাধারণত আলোচনা করা হয় না। অধিকাংশ মুসলিম বাংলাদেশি ইসলামী জীবনাদর্শের বিধিনিষেধ সঠিকভাবে অনুসরণ এবং ইবাদত করে না। তাই সহকর্মী এবং সহপাঠীরা ইসলামী জীবনাদর্শের উৎকৃষ্টতা মুসলিমদের ব্যবহারে এবং জীবন-যাপনে দেখতে পায় না। মুসলিম উম্মতের উপর অর্পিত দায়িত্ব তারা যথার্থভাবে পালন করছে না, তাই বাছবিচার না করে ঢালাওভাবে সকলকেই কাফের বলার পেছনে যৌক্তিক কোনো

www.nagorikpathagar.org

কারণ থাকতে পারে না। তাওহীদের দাওয়াত দেয়ার সঠিক পদ্ধতি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

ٱدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَٰدِلْهُم بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ ۚ

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِۦ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ.

"তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান কর হিকমত ও সদুপদেশ দিয়ে এবং তাদের সাথে আলোচনা কর সদ্ভাবে। তোমার প্রতিপালকের পথ ছেড়ে কে বিপথগামী হয়, সে সম্পর্কে তোমার প্রতিপালক সবিশেষ অবহিত এবং কে সৎপথে আছে তা তিনি সবিশেষ অবহিত আছেন।" {*১৬-সূরা নাহল : ১২৫*}

অর্থাৎ তোমার দায়িত্ব হচ্ছে শুধুমাত্র হিকমাহ ও ধৈর্যসহ তাওহীদের দাওয়াত মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া। দাওয়াত দেয়ার পর, জানা সত্ত্বেও তারা যদি সত্যকে অস্বীকার করে এবং নিজের অন্ধ এবং ভ্রান্ত বিশ্বাসে বলবৎ থাকে, তখন বলা যায়, সত্য সম্পর্কে জানার পরেও সে তা গোপন করেছে অর্থাৎ বিশ্বাস করেনি। এমতাবস্থায় ইসলাম ধর্মের বিধানানুযায়ী সে হল, নিঃসন্দেহে "কাফের"। তবে এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, ধর্মমত নির্বিশেষে কোনো মানুষকেই ঘৃণা, হত্যা এবং শোষণ করার অধিকার মুসলিম উম্মতের নেই। মুসলিম, অমুসলিম এবং কাফের-মোনাফেক সকলেই আদম সন্তান। আল্লাহ তা'আলাই তাদের সৃষ্টিকর্তা ও প্রতিপালক। তাই মানুষ হিসেবে বিশ্বাসের ভিত্তিতে অন্যদের বিচার করার কোনো অধিকার যেমন কারও নেই তেমন মুসলিম উম্মতেরও নেই। সত্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়ার পর সুস্থ মস্তিষ্কে প্রত্যাখ্যান করলে তবুও তাকে প্রকাশ্যে কাফের বলে সম্বোধন না করা ভালো কারণ আল্লাহ তা'আলা সব দেখছেন, তাই তার বিচার করার মালিক আল্লাহ তা'আলা। পৃথিবীতে ধর্মমত নির্বিশেষে সকলের জন্য আল্লাহ তা'আলা সব রকম নেয়ামত যেমন দিয়েছেন অনুরূপভাবে শেষ বিচার দিবসে মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাস এবং পার্থিব জীবনের কর্ম অনুযায়ী, তাদের বিশ্বাস এবং কর্মের পুরস্কার পুরোপুরিভাবে দিয়ে দেবেন। কারোর প্রতি কোনো প্রকার অবিচার ও যুলুম তিনি করবেন না। এ প্রসংগে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

وَلِكُلٍّ دَرَجَٰتٌ مِّمَّا عَمِلُوا۟ ۖ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَٰلَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ.

"প্রত্যেকের মর্যাদা তার কর্মানুযায়ী, এটি এই জন্য যে, আল্লাহ প্রত্যেকের কর্মের পূর্ণ প্রতিফল দেবেন এবং তাদের প্রতি অবিচার করা হবে না।" {*৪৬-সূরা আহকাফ : ১৯*}

আদম সন্তানদের ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিত্তিতেই সাধারণত তাদের কর্মের গুণাগুণ এবং উদ্দেশ্য নিরূপণ করা হয়। কাজেই মুসলিম উম্মাহর দায়িত্ব ধৈর্যসহ উত্তম

www.nagorikpathagar.org

পদ্ধতিতে তাওহীদের দাওয়াত মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া কিন্তু কাউকেও জোরপূর্বক ধর্মান্তর করা নয়। দাওয়াত দেয়ার পর কেউ যদি তাওহীদে বিশ্বাস না করে তবুও করার কিছু নেই। আল্লাহ্ তা'আলা তার শেষ রাসূলকে (সা.) এবং মুসলিম উম্মতকে এ রকম আদেশই দিয়েছেন।

قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ ۚ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلْتُمْ ۗ وَاِنْ تُطِيْعُوْهُ تَهْتَدُوْا ۗ وَمَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ۔

"বল, 'আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর।' অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তার [*রাসূল*] উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য সে দায়ী এবং তোমাদের উপর অর্পিত [*অন্যদের কাছে তাওহীদের দাওয়াত দেয়ার এবং তাওহীদের দাওয়াত পাওয়ার পর তাতে বিশ্বাস করার*] দায়িত্বের জন্য তোমরা দায়ী; এবং তোমরা তার আনুগত্য করলে সৎপথ পাবে, রাসূলের কাজ তো কেবল স্পষ্টভাবে পৌঁছিয়ে দেয়া।" {*২৪-সূরা নূর : ৫৪*}

কাজেই বলার অপেক্ষা রাখে না যে, রাসূলের অবর্তমানে উম্মতের দায়িত্ব হচ্ছে সঠিকভাবে ইসলামী মূল্যবোধের দাওয়াত অন্যদের কাছে পৌঁছে দেয়া। বিশ্বাসের ক্ষেত্রে কারোও মন পরিবর্তন করার ক্ষমতা আল্লাহ্ তা'আলা কাউকে দেননি কারণ আদম সন্তান সৃষ্টি হয়েছে ভালো-মন্দ বেছে নেয়ার স্বাধীনতা নিয়ে। তাই কেউ যদি ভালো বস্তু বেছে নিতে আগ্রহ দেখায় তখন আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই তাকে ভালোর দিকে অনুপ্রাণিত করেন। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা অন্তর্যামী, সবার মনের খবর রাখেন। এ প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন–

اِنَّكَ لَا تَهْدِيْ مَنْ اَحْبَبْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ۔

"এটি অবশ্যই ঠিক যে, তুমি [*মুহাম্মদ এবং দাওয়াতী*] যাকে ইচ্ছা সুপথে আনতে পার না, কিন্তু আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা করেন সুপথে আনতে পারেন এবং তিনিই সুপথ পাবার লোককে [*যারা সুপথ পাওয়ার ইচ্ছা করে*] উত্তমরূপে জানেন।" {*২৮-সূরা কসাস : ৫৬*}

তাওহীদের দাওয়াত পাওয়ার পর আদম সন্তানের দায়িত্ব হচ্ছে নিজের জন্য ভালোটি বেছে নেয়া। কারণ যে সহজাত প্রকৃতি নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে তার প্রভাবে সে একমাত্র ভালোই বেছে নিতে পারে। যখন সে ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ভালো বেছে নিতে অস্বীকার করে তখনই তার বিশ্বাসের ভিত্তি হয় মন্দের উপর প্রতিষ্ঠিত, যা সহজাত প্রকৃতির বিপরীতে অবাধ্য প্রকৃতি। হেদায়াত দেয়ার মালিক আল্লাহ্ তা'আলা, তবে মানুষ হেদায়াতের প্রতি আগ্রহী হলে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে

www.nagorikpathagar.org

হেদায়াতের পথ দেখান। সম্মিলিতভাবে প্রতিটি জাতির এবং ব্যক্তি বিশেষে প্রতিটি মানুষের দায়িত্ব হচ্ছে তার নিজের অবস্থার [*বিশ্বাস এবং অন্যান্য ব্যাপারে*] পরিবর্তনের চেষ্টা করা, সেটি না করলে আল্লাহ তা'আলা কখনোই কারও অবস্থার পরিবর্তন করবেন না। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ.

"...আল্লাহ কোনো জাতির অবস্থা অবশ্যই পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তিত করে...।" {*১৩-সূরা রা'দ : ১১*}

জ্ঞান অর্জনের পর মানুষ ভালো-মন্দ যা কিছু করে, তা নিজের জন্যই করে থাকে। বর্তমানে ধর্মজাতি নির্বিশেষে মানবজাতির একটি বড় অংশ শারীরিকভাবে স্বাস্থ্যবান থাকার জন্য খাদ্যের প্রতি যথেষ্ট সচেতন হয়েছে। স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের গবেষকরা খাদ্যের ভালো-মন্দ গুণাগুণ নির্ধারণ করে খাদ্যের ব্যাপারে ভোক্তাদের সতর্ক করছে। বাণিজ্যিকভাবে প্রস্তুত খাদ্যের ভালো-মন্দ গুণাগুণ সম্পর্কে মোড়কের উপর ছাপা থাকে। তাই ভোক্তাদের দায়িত্ব হচ্ছে নিজের ভালোর জন্য উৎকৃষ্ট খাবার বেছে নেয়া। তা সত্ত্বেও যদি কেউ উদাসিনতায় ভালোর পরিবর্তে মন্দ খাবার বেছে গ্রহণ করে অসুস্থ হয়ে পড়ে, তার জন্য খাদ্য প্রস্তুতকারীকে সে দায়ী করতে পারে না। কারণ উক্ত খাদ্যের গুণাগুণ সম্পর্কে তার জানা ছিলো। তাই ভালোটি বেছে নিলে, নিজের জন্যই ভালো কাজ করতো। অনুরূপভাবে ইসলামী দ্বীনের দাওয়াত পাওয়ার পর যে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করবে, সে তার নিজের ভালোর জন্যই করবে। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

فَلِذَٰلِكَ فَادْعُ ج وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ ج وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ ج وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ ج وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ ط اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ط لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ط لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ط اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا ج وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ.

"অতএব, তুমি [*হে মুহাম্মদ*] লোকদেরকে ইসলাম ধর্মের দিকেই ডাক এবং যেরূপ তোমাকে আদেশ করা হয়েছে সেরূপে স্থির থাক এবং তাদের ইচ্ছা মতো চলো না এবং বল,'আল্লাহ যা কিছু [*সব আসমানী কিতাব*] নাযিল করেছেন আমি তার উপর ঈমান আনলাম এবং আমাকে আদেশ করা হয়েছে যে, আমি তোমাদের মধ্যে ন্যায় বিচার করবো, আল্লাহ তো আমাদের প্রভু, তোমাদেরও প্রভু, আমরা আমাদের কৃতকর্মের ফল পাব, তোমরাও তোমাদের কৃতকর্মের ফল ভোগ করবে। আমাদের ও তোমাদের মধ্যে কোনো বিবাদ নেই, আল্লাহ আমাদের

www.nagorikpathagar.org

সকলকে বিচারের জন্য একত্র জমা করবেন এবং একমাত্র তারই দিকে ফিরে যেতে হবে।" {৪২-সূরা শূরা : ১৫}

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ج وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ز ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ.

"যে কেউ সৎকাজ করবে সে তার নিজের মঙ্গলের জন্যই করবে, আর যে কেউ মন্দ কাজ করে সে নিজেরই ক্ষতি করে, আর পরিণামে তোমাদেরকে অবশ্য তোমাদের প্রভুর নিকটেই ফিরে যেতে হবে।" {৪৫-সূরা জাসিয়া : ১৫}

উল্লিখিত আয়াত থেকে সুস্পষ্ট যে, বিশ্বাসের ভিত্তিতে কারো সাথেই মুসলিম উম্মতের কোনো প্রকার বিবাদ থাকার কথা নয়। কারণ বিশ্বাসের ভিত্তিতে অন্যদের সাথে মুসলিমদের যে তফাত রয়েছে, বিচার দিবসে আল্লাহ্ তা'আলা তার বিচার বা মীমাংসা করে দেবেন। ব্যক্তি ও জাতি হিসেবে যার যা প্রাপ্য আছে তা পরিপূর্ণভাবে সকলেই পেয়ে যাবে। তবে মুসলিম উম্মত তাওহীদ সম্পর্কে পরিষ্কার জ্ঞান রাখে তাই তাদের উচিত সাধ্যানুযায়ী মানুষের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দিয়ে অর্পিত দায়িত্ব থেকে মুক্ত হওয়া। কারণ মুসলিম উম্মতকে মানবজাতির উপর আল্লাহ্ তা'আলা সাক্ষী করেছেন। তাই শেষ বিচার দিবসে সাক্ষী দেয়ার জন্য, অন্যেরা তাওহীদের দাওয়াত গ্রহণ করলো কিনা সেটি তাদের অবশ্যই জানা দরকার আছে। সঠিকভাবে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার মাধ্যমেই সেটি জানা যায়। সাক্ষীর ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন–

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَٰكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا.

"এইভাবে আমি তোমাদেরকে এক মধ্যমপন্থী জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছি। যাতে তোমরা মানবজাতির জন্য সাক্ষীস্বরূপ এবং রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষীস্বরূপ হবে।" {২-সূরা বাকারাহ : ১৪৩}

মুসলিমও অজ্ঞতায় লঘু শিরকে জড়িত হতে পারে

ইসলামী মূল্যবোধ থেকে মুসলিম উম্মত জ্ঞাত আছে যে, যারা ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'আলার একত্ববাদে বিশ্বাস এবং শেষ রাসূলকে (সা.) অস্বীকার করে, তারা সকলেই কাফের। তাদের কুফরি আচরণ এবং বিশ্বাস অনুযায়ী ধর্মীয় কার্যকলাপ সকলের কাছেই সুস্পষ্ট। এতদ্ব্যতিরেকে আরো কিছু কারণে মানুষ কাফের হতে পারে সেসব বিষয়ে মুসলিম উম্মতের অধিকাংশই অতি সামান্য জ্ঞান রাখে। তাই এ সম্পর্কে উম্মতের সুস্পষ্ট ধারণা থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বস্তুত নিজের কার্যকলাপের সত্যতা যাচাই করার জন্যেও এ ব্যাপারে আবশ্যকতা রয়েছে। কাজেই এই ব্যাপারে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হলো।

www.nagorikpathagar.org

কাফের হয় কী কারণে

ঈমানের ছয়টি বিষয়ের যে কোনো একটি বিষয়ে অবিশ্বাস করলে মানুষ কাফের হয়ে যায়। এগুলোকে বলা হয়ে থাকে বিশ্বাসের অনুচ্ছেদ [articles]। এই অনুচ্ছেদের যে কোনো একটিতে বিশ্বাস স্থাপনে সন্দেহ পোষণ করলেও কাফের হওয়ার জন্য যথেষ্ট। মুসলিম হওয়ার জন্য যে ছয়টি অনুচ্ছেদে বিশ্বাস স্থাপন করা আবশ্যক তা হল : [*ড: মুহাম্মদ তাকিউদ্দিন এবং ড: মুহাম্মদ মুহসিন খানের আল-কুরআনের অনুবাদ, appendix II থেকে এই অংশটুকু নেয়া হয়েছে*]: *১) আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদ (তাওহীদ), ২) ফিরিশতা, ৩) নবী-রাসূল, ৪) আসমানী কিতাবসমূহ, ৫) কেয়ামত বা শেষ বিচারের দিবস, ৬) আল-কদর (ভাগ্যলিপি) বা তাকদীর (পূর্বে নির্ধারিত ভাগ্য)।*

অবিশ্বাস বা কুফরকে সাধারণত দুই ভাগে বিভক্ত করা যায় ঃ ***১) আল-কুফর আল-আকবার [গুরুতর (Major) কুফর বা অবিশ্বাস]। ২) আল-কুফর আল-আসগার [গৌণ অবিশ্বাস, The minor shirk]।*** প্রথম শ্রেণী অর্থাৎ আল-কুফর-আল-আকবারকে আবার পাঁচভাবে বিভক্ত করা হয়। এই পাঁচটির যে কোনো একটিতে অবিশ্বাস করলে মানুষ কাফের হিসেবে আখ্যায়িত হয়, যথাক্রমে:

কুফর আল-তাকযিব : বিশ্বাসের ভিত্তির অনুচ্ছেদের (articles) যে কোনো অনুচ্ছেদকে অবিশ্বাস করা। সূরা আল-বাকারাহ, ১৭৭ নম্বর আয়াতে এবং সূরা আয-যুমার, ৩২ নম্বর আয়াতে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ
وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ.

"পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফিরানোতে কোনো পুণ্য নেই: কিন্তু পুণ্য আছে কেউ আল্লাহ, পরকাল, ফিরিশতাগণ, সমস্ত কিতাব এবং নবীগণে ঈমান আনয়ন করলে...।" *[২-সূরা বাকারাহ : ১৭৭]*

فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللّٰهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ اِذْ جَآءَهٗ ۚ اَلَيْسَ فِىْ جَهَنَّمَ
مَثْوًى لِّلْكٰفِرِيْنَ.

"যে ব্যক্তি আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা বলে এবং সত্য আসার পর তা [*আল্লাহ তা'আলা, নবী (সা.), আল-কুরআন, কেয়ামতের দিন, জিব্রাইল (আ.) ইত্যাদি*] প্রত্যাখ্যান করে তার অপেক্ষা অধিক যালেম আর কে? কাফেরদের আবাসস্থল কি জাহান্নাম নয়?" *[৩৯-সূরা আয-যুমার : ৩২]*

www.nagorikpathagar.org

এই আয়াত থেকে সুস্পষ্ট যে, আল্লাহ, পরকাল, ফিরিশতাগণ, সমস্ত আসমানী কিতাব এবং নবীগণের যে কোনো একটিকে অবিশ্বাস অথবা অস্বীকার করলেই সে কাফের হয়, তার আবাসস্থান হবে জাহান্নাম।

কুফর আর-ইবা ওয়াত্তাকাব্বুর মা'আত্তাসদিক : আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত আসমানী কিতাব ও বিধান সম্পর্কে জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি আত্মগরিমায় আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত বিধানে আত্মসমর্পণ করা থেকে বিরত থাকে অথবা অস্বীকার করে। মুসলিম উম্মতের বর্তমান অবস্থার দৃষ্টের বিবেচনায় বলা যায় এই বিষয়টি তাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ মুসলিম উম্মত জীবন যাপনের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত জীবনাদর্শের নির্দেশনাকে উপেক্ষা করছে। আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত ইসলামী মূল্যবোধের গুরুত্ব সম্পর্কে জ্ঞান না থাকলে, অজ্ঞতার কারণে তা পালন করা থেকে বিরত থাকা, আর জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও আত্মগরিমায় তাকে উপেক্ষ করা একরকম বিষয় নয়। অহংবোধে আত্মগর্বী হয়ে আল্লাহ তা'আলার আদেশকে অমান্য করার দৃষ্টান্ত মানুষের শত্রু "ইবলিসই" প্রথম সৃষ্টি করেছে। যার জন্য সে আল্লাহ তা'আলার লা'নতগ্রস্ত হয়ে কাফেরে পরিণত হয়েছে। এই বিষয়টি নিয়ে মুসলিম উম্মতের দায়িত্ব গুরুত্বসহ বিবেচনা করা। ইবলিসের অবাধ্যতা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَٰٓئِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوٓا إِلَّآ إِبْلِيسَ ط أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَٰفِرِينَ۔

"যখন ফিরিশতাদের বললাম, "আদমকে সিজদা কর, 'তখন ইবলিস [*ইবলিস ফিরিশতাদের সংগে বেহেশতে বসবাস করলেও সে ছিলো জিনদের একজন*] ব্যতীত সকলেই সিজদা করলো; সে অমান্য করলো ও অহংকার করলো। সুতরাং সে কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হলো।" { *২-সূরা বাকারাহ : ৩৪* }

قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَّدْحُورًا ط لَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ۔

"তিনি বললেন, 'এই স্থান [*বেহেশত*] থেকে ধিকৃত ও বিতাড়িত অবস্থায় বের হয়ে যাও [*ইবলিস*]; মানুষের মধ্যে যারা তোমার [*ইবলিস*] অনুসরণ করবে নিশ্চয় আমি তোমাদের সকলের দিয়ে অবশ্যই জাহান্নাম পূর্ণ করবো।" { *৭-সূরা আরাফ : ১৮* }

অর্থাৎ মানুষের মধ্যে যারাই তোমার [*ইবলিসের*] মতো অহংবোধে আত্মগরিমায় আল্লাহ তা'আলার আদেশ এবং প্রদত্ত মূল্যবোধকে অমান্য অথবা অস্বীকার করবে, তারা নিঃসন্দেহে জাহান্নামী হবে কারণ তারা কাফের। তারা ইবলিসের অনুগামী হয়ে ভালোর পরিবর্তে মন্দকে গ্রহণ করে থাকে।

www.nagorikpathagar.org

কুফর আশ-শাক ওয়া আয-যান: অর্থাৎ ঈমানের ছয়টি অনুচ্ছেদের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করা। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ ۚ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا. وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا.

"এইভাবে নিজের প্রতি যুলুম করে সে *[দুই বন্ধুর মধ্যে বাক্যালাপে একজন গর্ব করে অন্যজনকে বলে "আমি ধন-সম্পদে তোমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।]* তার উদ্যানে [*ফলের বাগান*] প্রবেশ করলো। সে বললো, 'আমি মনে করি না যে, এটি [*ফলের বাগান*] কখনও ধ্বংস হয়ে যাবে; 'আমি মনে করি না যে, কেয়ামত হবে, আর আমি যদি আমার প্রতিপালকের নিকট ফিরে যাই তবে আমি তো নিশ্চয়ই এটি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্থান পাব।" { *১৮-সূরা কাহফ : ৩৫-৩৬*}

এই আয়াত থেকে স্পষ্ট যে, বাগানের মালিক কেয়ামত সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করতো। প্রথমে বলেছিল কেয়ামত হবে না কিন্তু পরে স্বীকার করলেও নিজে আরো উত্তম পুরস্কার পাবে সে সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাসী [*ঔদ্ধত্যপূর্ণ বাক্য*] ছিলো। এই উক্তির মাধ্যমে সে কুফরি করেছিল, কারণ কেয়ামত যে হবে এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। আর পুরস্কারের ব্যাপারে একমাত্র নবী-রাসূলগণ এবং আল্লাহ তা'আলার কাছ থেকে প্রাপ্ত ওহী ছাড়া আর কেউ কোনো নিশ্চয়তা দিতে পারে না। তবে তাওহীদে একনিষ্ঠভাবে ঈমান প্রতিষ্ঠিত করে ভালো কাজ করলে, তার জন্য পুরস্কার পাওয়ার আশা করা যেতে পারে।

قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا.

"তদুত্তরে তার বন্ধু তাকে বললো, 'তুমি কি তাকে অস্বীকার করছ যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন মৃত্তিকা ও পরে শুক্র থেকে এবং তারপর পূর্ণাঙ্গ করেছেন মনুষ্য আকৃতিতে?" { *১৮-সূরা কাহফ : ৩৭*}

অর্থাৎ ঔদ্ধত্যপূর্ণ উক্তির মাধ্যমে সে আল্লাহ তা'আলাকে অস্বীকার করেছিল। ঈমানের যে কোনো অনুচ্ছেদে সন্দেহ পোষণ করা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত বিধিবিধানকে অস্বীকার করা। আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত জীবনাদর্শকে অস্বীকার করা অথবা জীবন যাপনে সম্পূর্ণভাবে প্রয়োগে সন্দেহ থাকা অথবা প্রয়োগের গুরুত্বকে প্রত্যাখ্যান করা বস্তুত আল্লাহ তা'আলাকে অস্বীকার করা। তবে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও দেশের প্রচলিত রাজনৈতিক বিভ্রান্তির কারণে আল্লাহ তা'আলার বিধান সম্পূর্ণরূপে প্রয়োগ করতে ব্যর্থ হলে সেটি ভিন্ন কথা।

www.nagorikpathagar.org

لٰكِنَّا۟ هُوَ اللّٰهُ رَبِّىْ وَلَآ اُشْرِكُ بِرَبِّىْٓ اَحَدًا۔

"কিন্তু আল্লাহই আমার প্রতিপালক এবং আমি কাউকেও আমার প্রতিপালকের শরীক করি না।" {*১৮-সূরা কাহফ : ৩৮*}

আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত জীবনাদর্শে পুরোপুরি বিশ্বাস স্থাপন এবং প্রয়োগের মাধ্যমে স্বীকৃতি দেয়া হয় যে, আল্লাহ তা'আলাই আমাদের সৃষ্টিকর্তা, নিয়ন্ত্রণকর্তা, বিধানকর্তা এবং প্রতিপালক, আসমান জমিনে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহ তা'আলার শক্তি ও রহমতের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল, আল্লাহ তা'আলাই সার্বভৌমত্বের মালিক। আল-কুরআনের বিশ্বাস স্থাপন করে যদি কেউ আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত ইসলামী মূল্যবোধের নির্দেশনা প্রতিষ্ঠিত করতে অস্বীকার করে অথবা বিধান প্রতিষ্ঠায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিতে সাহায্য করে, তাহলে বলতে বাধা নেই যে, তার বিশ্বাসে অবশ্যই গলদ রয়েছে। কারণ সে আল-কুরআনে বিশ্বাসী কিন্তু আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত মূল্যবোধে বিশ্বাসী নয়। অথচ আল-কুরআন হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত জীবনাদর্শের মূল ভিত্তি। এটি যুক্তি-তর্কের বহির্ভূত বিষয়।

কুফর আল-ইরাদ : আল্লাহ তা'আলার বৈচিত্র্যপূর্ণ সৃষ্টির সুস্পষ্ট নিদর্শনের ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করা। অথবা সৃষ্টির নিদর্শনের ব্যাপারে জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলা যে শুধুমাত্র সৃষ্টিকর্তাই নন, তিনি সব কিছুই নিয়ন্ত্রণ করছেন সে ব্যাপারে স্বীকৃতি না দিয়ে প্রকৃতির জননীই [মাদার নেইচার] সব করছে, এ রকম চিন্তা করা অথবা উক্তির মাধ্যমে প্রকাশ করে বিশ্বাস করা। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

مَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَمَّآ اُنْذِرُوْا مُعْرِضُوْنَ۔ قُلْ اَرَءَيْتُمْ مَّا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَرُوْنِىْ مَاذَا خَلَقُوْا مِنَ الْاَرْضِ اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِى السَّمٰوٰتِ ؕ اِيْتُوْنِىْ بِكِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ هٰذَآ اَوْ اَثٰرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ۔

"আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং তাদের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুই আমি যথাযথভাবে নির্দিষ্ট কালের জন্য সৃষ্টি করেছি; কিন্তু কাফেররা তাদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। বল, তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাক তাদের কথা ভেবে দেখেছ কি? এরা পৃথিবীতে কি সৃষ্টি করেছে আমাকে দেখাও অথবা আকাশমণ্ডলীতে তাদের কোনো অংশীদারিত্ব আছে কি? পূর্ববর্তী

www.nagorikpathagar.org

কোনো কিতাব অথবা পরম্পরগত কোনো জ্ঞান থাকলে তা তোমরা আমার কাছে উপস্থিত কর যদি তোমরা সত্যবাদী হও।" *{৪৬-সূরা আহকাফ : ৩-৪}*

পাশ্চাত্যের সেক্যুলার গণতন্ত্রে, সমাজতন্ত্রে এবং সাম্যবাদে বিশ্বাসী দেশের বিজ্ঞানীরা সংবাদে এবং প্রচার পত্রে সব সময় প্রকৃতিতে যা কিছু ভালো-মন্দ ঘটছে সে ব্যাপারে মাদার নেইচারকে দায়ী করে অথবা প্রকৃতির জননী আমাদের প্রতি প্রসন্ন হয়েছে, এ রকম মন্তব্য করে থাকে। শুধুমাত্র ভাষায় প্রকাশ করা নয়, বরং এসব তারা মনে প্রাণে বিশ্বাস করে। বৃষ্টি হলে প্রকৃতির জননী প্রসন্ন আবার বৃষ্টি না হলে রুষ্ট হয়েছে। অর্থাৎ ভালো-মন্দ সব কিছুর নিয়ন্ত্রণে প্রকৃতির জননী পুরোপুরিভাবে ক্ষমতাসীন। গ্রীক পুরাণতত্ত্বে এ ধরনের বিশ্বাস ছিলো। তাদের বিশ্বাস ছিলো ভালো-মন্দের জন্য স্বতন্ত্রভাবে ক্ষমতাসীন গডস রয়েছে। জাহেলী আরবীয়রাও বিভিন্ন কাজে সাহায্যের জন্য বিভিন্ন ধরনের মূর্তি নির্মাণ করে তাদের কাছে প্রার্থনা করতো। অর্থাৎ তারা কল্পিত বস্তু অথবা মূর্তিকে আল্লাহ তা'আলার সাথে শরীক স্থির করত। এই ব্যাপারে লেখকের "আল-কুরআনে এবং সৃষ্টির নিদর্শনে আল্লাহ তা'আলার পরিচয়" বইয়ের "সৃষ্টির নিদর্শনের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার পরিচয় জানা" অংশে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলার বান্দা হিসেবে প্রত্যেকের উচিত আল্লাহ তা'আলার বৈচিত্র্যময় সৃষ্টি নিয়ে চিন্তাভাবনা করা এবং নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করা যে আকাশ জমিনে প্রতিষ্ঠিত সব কিছুই তার সৃষ্টির সত্য নিদর্শন এবং প্রতিমুহূর্তে তারই নিয়ন্ত্রণের অধীন। ভালো-মন্দ যা কিছু ঘটছে তা একটি নির্দিষ্ট কারণে আল্লাহ তা'আলার আদেশেই হচ্ছে। এক্ষেত্রে প্রকৃতির জননীর কোনো ক্ষমতা নেই। আদেশ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَاِذَا قَضٰٓى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ۔ وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللّٰهُ اَوْ تَاْتِيْنَآ اٰيَةٌ ؕ كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّثْلَ قَوْلِهِمْ ؕ تَشَابَهَتْ قُلُوْبُهُمْ ؕ قَدْ بَيَّنَّا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ۔

"আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা এবং যখন তিনি কিছু করতে সিদ্ধান্ত করেন শুধু বলেন, 'হও' আর তা হয়ে যায়। এবং যারা কিছু জানে না তারা বলে, আল্লাহ আমাদের সাথে কথা বলেন না কেন? কিংবা কোনো নিদর্শন আমাদের নিকট আসে না কেন? এইভাবে তাদের পূর্ববর্তীরাও তাদের অনুরূপ কথা বলত। তাদের অন্তর একই রকম। আমি দৃঢ় প্রত্যয়শালীদের জন্য নিদর্শনাবলী স্পষ্টভাবে বিবৃত করেছি।" *{২-সূরা বাকারাহ : ১১৭-১১৮}*

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির নিদর্শনে যা কিছু প্রতিদিন চোখের সামনে ঘটছে সেগুলো নিয়ে চিন্তাভাবনা একমাত্র তারাই করবে যাদের বিশ্বাসে কোনো দুর্বলতা নেই। তারা নিশ্চিতভাবে জানে যা কিছু ঘটছে সবই আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে ঘটছে। আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি অন্য কোনো বস্তু বা শক্তির বলে এই সমস্ত ঘটছে না। অর্থাৎ পারিপার্শ্বিক সব কিছুতেই তারা আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদের চিহ্ন দেখতে পায়। আল-কুরআন থেকে এ ব্যাপারে আরও বিস্তারিতভাবে জানা যায়–

إِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِىْ تَجْرِىْ فِى الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَّتَصْرِيْفِ الرِّيٰحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ.

"আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে দিবস ও রাত্রির পরিবর্তনে যা মানুষের কল্যাণ সাধন করে তা-সহ সমুদ্রে বিচরণশীল নৌযানসমূহে, আল্লাহ আকাশ থেকে যে বারিবর্ষণ দিয়ে পৃথিবীকে তার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন তাতে এবং তার মধ্যে যাবতীয় জীবজন্তুর ছড়িয়ে দেয়াতে, বায়ুর দিক পরিবর্তনে, আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে নিয়ন্ত্রিত মেঘমালাতে জ্ঞানবানদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।" {২-*সূরা বাকারাহ : ১৬৪*}

إِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّأُولِى الْأَلْبَابِ.

"দিবস ও রাত্রির পরিবর্তনে এবং আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা সৃষ্টি করেছেন তাতে নিদর্শন রয়েছে বোধসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য।" {৩-*সূরা আলে-ইমরান : ১৯০*}

প্রকৃতির জননীও আল্লাহ তা'আলার সব সৃষ্টির নিদর্শনের মধ্যে একটা অন্যতম নিদর্শন, যা প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে আদম সন্তান দেখছে। অতএব প্রকৃতি নিজেই সৃষ্টির একটি অন্যতম অংশ হিসেবে আল্লাহ তা'আলার অন্য সৃষ্টির নিয়ন্ত্রণে কোনো আধিপত্য বিস্তার করতে পারে না। কাজেই বলতে বাধা নেই যে, যারা প্রকৃতিকে সব ব্যাপারে দায়ী করে অথবা প্রশংসা করে থাকে, তারা নিঃসন্দেহে প্রকৃতিকে আল্লাহ তা'আলার সাথে শরীক করে। আল্লাহ তা'আলা যা কিছু করে তার পেছনে একটি সুনির্দিষ্ট কারণ থাকে। এ ব্যাপারে তিনি কারোর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল নন এবং কারও পরোয়া করেন না।

www.nagorikpathagar.org

ঙ) কুফর আন-নিফাক : ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রে মোনাফেকি আচরণ (*Hypocritical Disbelief*); যাকে বলা হয় সত্যিকার মোনাফেক। মোনাফেক আইনসংগতভাবে মুসলিম কারণ তারা কার্যকলাপে ও প্রকাশ্যে বিশ্বাসী তাই মুসলিম হিসেবে সমাজের কাছে পরিচিত হয়ে থাকে। অথচ পার্থিব ক্ষণস্থায়ী জীবনের স্বার্থে তুচ্ছ কারণে সুবিধাভোগী হয়ে, প্রবৃত্তির চাহিদায় স্বীয় স্বার্থ উদ্ধারে মোনাফেকি চরিত্র লালন করে ঈমান নষ্ট করে থাকে। প্রকাশ্যে মুসলিম হিসেবে পরিচিত হলেও অন্তরের বিশ্বাসে গলদ থাকায় তারা অবিশ্বাসী। পার্থিব জীবনের স্বার্থে আখেরাতের জীবনকে তারা বিসর্জন দিয়ে থাকে।

মুসলিম সমাজে বিশ্বাসীর মুখোশ পরে পার্থিব জীবনের প্রয়োজনে তারা গোপনে সব রকম কুফরি কাজে লিপ্ত হতে পারে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, সব পরিস্থিতিতেই মোনাফেকি আচরণ গর্হিত কাজ। তবে বিশ্বাসের ক্ষেত্রে মোনাফেকি চরিত্র লালন করা হচ্ছে কুফরি আচরণ। তাওহীদে একনিষ্ঠভাবে বিশ্বাস স্থাপন করার একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর বান্দাদের মধ্যে প্রভু-ভৃত্যের সুদৃঢ় সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। এই অদৃশ্য সম্পর্ক হচ্ছে নিষ্কলুষ যার মধ্যে কোনো ভেজাল, মিথ্যা এবং প্রতারণার আশ্রয় থাকতে পারে না। বিশেষ প্রয়োজনে মানুষের সাথে মিথ্যা বলা এবং প্রতারণা করা আর আল্লাহ তা'আলার সাথে প্রতারণা করা এবং মিথ্যায় আশ্রয় নিয়ে ফাঁকি দেয়ার চেষ্টা করা এক রকম হতে পারে না, যদিও কারোর সংগেই প্রতারণা করা উচিত নয়। কারণ ইসলামী মূল্যবোধে প্রতারকদের কোনো স্থান নেই।

মানুষের সাথে প্রতারণা করলে মুসলিম পাপী হয় কিন্তু আল্লাহ তা'আলার সাথে প্রতারণা করলে তার বিশ্বাস নষ্ট হয়ে যায়। বস্তুত আদম সন্তানকে ফাঁকি দিতে পারলেও প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলাকে ফাঁকি দেয়া এবং তার সাথে প্রতারণা করা কারোর পক্ষেই সম্ভব নয়। তবুও যারা আল্লাহ তা'আলাকে ফাঁকি দেয়ার প্রত্যাশায় তদনুযায়ী আচরণ করে, আল্লাহ তা'আলা যে সর্বজ্ঞানী এবং অন্তর্যামী সে ব্যাপারে তারা অবশ্যই অজ্ঞ অথবা এ ব্যাপারে তাদের অন্তরে সন্দেহ আছে। যারা এ রকম মোনাফেকি আচরণে জড়িত এবং অন্তরের বিশ্বাসকে পরিশুদ্ধ করা থেকে বিরত থাকে, আল্লাহ তা'আলার সাথে মোনাফেকি আচরণের জন্য তারা কাফের। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা সুস্পষ্টভাবে বলেছেন–

إِذَا جَاءَكَ الْمُنٰفِقُوْنَ قَالُوْا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ ۘ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُوْلُهٗ ط وَاللّٰهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَكٰذِبُوْنَ. اِتَّخَذُوْٓا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ط إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ. ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا فَطُبِعَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ.

www.nagorikpathagar.org

"যখন মোনাফেকগণ তোমার [*রাসূল*] নিকট আসে তারা বলে, 'আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূল।' আল্লাহ জানেন যে, তুমি নিশ্চয়ই তার রাসূল এবং আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মোনাফেকগণ অবশ্যই মিথ্যাবাদী। তারা, তাদের শপথগুলো ঢালরূপে ব্যবহার করে আর তারা আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে নিবৃত্ত করে। তারা যা করছে তা কত মন্দ। এটি এই জন্য যে, তারা ঈমান আনার পর কুফরি [*কাফের হয়েছে*] করেছে, ফলে তাদের হৃদয় মোহর করে দেয়া হয়েছে, পরিণামে, তারা বোধশক্তি হারিয়ে ফেলেছে।" {*৬৩-সূরা মোনাফেকুন : ১-৩*}

এই আয়াত থেকে স্পষ্ট যে, প্রকাশ্যে বিশ্বাসী হিসেবে পরিচিত হলেও অন্তরের বিশ্বাসে গলধ থাকলে কুফরি চরিত্র ধারণ করে কাফের হতে পারে। তবে অন্য কারোর পক্ষে সেটি জানা সম্ভব নয় কারণ এটি হলো অন্তরের ব্যাপার। একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই অন্তরের প্রকৃত অবস্থান সম্পর্কে সম্যক অবগত। মুসলিম উম্মতের একটি বিশেষ অংশ অজ্ঞতাবশত ইসলামী জীবনাদর্শকে আধুনিক জীবনের পরিপন্থী হিসেবে মনে করে বক্তব্যে তা প্রকাশ করতেও দ্বিধা করে না, তাদের উচিত আল-কুরআনে বর্ণিত বিধিবিধান সম্পর্কে পরিষ্কারভাবে জ্ঞান অর্জন করা এবং এ ব্যাপারে বক্তব্য রাখতে সতর্কতা অবলম্বন করা।

কুফর আল-আসগার [*গৌণ অবিশ্বাস, the minor disbelief*]:

এটি মুসলিম উম্মতের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই কারণে কেউ ইসলাম থেকে বহিষ্কার হয়ে অবিশ্বাসী হিসেবে কাফের হয় না তবে পাপী হতে পারে। এ সম্পর্কে প্রখ্যাত আলেমগণ বলেছেন, **"কুফর-আন-নিয়ামাহ"** [*আল্লাহ তা'আলার নেয়া'মতের জন্য শুকরিয়া আদায় না করা।*] হচ্ছে এর অন্তর্ভুক্ত। আদম সন্তান প্রতিমুহূর্তে যে আল্লাহ তা'আলার অসংখ্য নেয়ামতে জীবন যাপন করছে সেগুলো স্বীকার করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করা। মুসলিম উম্মতের প্রায় সকলেই অজ্ঞতার অথবা অসতর্কতার কারণে কম-বেশি এই পাপ কাজে জড়িত হয়ে থাকে। নেয়ামতের জন্য শুকরিয়া আদায় করা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ اٰمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَّاْتِيْهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ
بِاَنْعُمِ اللّٰهِ فَاَذَاقَهَا اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوْعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ.

"আল্লাহ দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন এক জনপদের যা ছিলো নিরাপদ ও নিশ্চিত; যেথায় আসত সর্বদিক থেকে তার প্রচুর জীবনোপকরণ; অতঃপর তারা আল্লাহর অনুগ্রহ

www.nagorikpathagar.org

অস্বীকার [*কাফারাত*] করতো; ফলে তারা যা করতো সে জন্য আল্লাহ্ তাদেরকে আস্বাদ গ্রহণ করালেন ক্ষুধা ও ভীতির পোশাক।" {*১৬-সূরা নাহল : ১১২*}

এই আয়াতে উল্লিখিত জনপদ সম্পর্কে অধিকাংশ তাফসীরকার বলেছেন, এটি হচ্ছে মক্কাবাসী। বর্তমানে মক্কা যেমন সারা মুসলিম জাহানের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত পবিত্র তীর্থস্থান তেমন তৎকালীন আরবজাহানে মক্কা মুকাররমা ছিলো ব্যবসা-বাণিজ্যের এবং তীর্থের কেন্দ্রস্থল। তাই প্রতিবছর আরবীয়রা বিভিন্ন পণ্যদ্রব্য নিয়ে মক্কায় বাণিজ্য এবং হজের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করতো। তদুপরি মক্কায় অবস্থিত আল্লাহ তা'আলার পবিত্র ঘর কা'বার প্রতি ছিলো তাদের গভীর শ্রদ্ধা। কাজেই বলা যায়, মক্কায় কা'বা প্রতিষ্ঠিত করে আল্লাহ তা'আলা মক্কাবাসীদের প্রতি অনুগ্রহশীল হয়ে অবারিত নেয়ামত দিয়েছেন অথচ তাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বাণী এবং তাঁর রাসূলকে (সা.) প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহ্ তা'আলার নেয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়েছিল। এজন্যই মক্কাবাসীরা সাত বছর পর্যন্ত নিদারুণ দুর্ভিক্ষে পতিত ছিলো। এমনকি, মৃতজন্তু, কুকুর ও ময়লা-আবর্জনা পর্যন্ত খেতে বাধ্য হয়েছিল। এমতাবস্থায় রাসূল (সা.), মদীনা থেকে খাদ্যদ্রব্য প্রেরণ করেন। {*তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন, পৃষ্ঠা নম্বর ৭৫৯*}। তবে বিশেষ কিছু তাফসীরকার মনে করেন যে, এটি একটি সাধারণ দৃষ্টান্ত, কারণ অতীতকালে এবং বর্তমানেও অনেক জনপদ আল্লাহ তা'আলার নেয়ামত ভোগ করে অবাধ্যতার কারণে বিভিন্নভাবে শাস্তি পেয়েছে এবং পাচ্ছে। বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে আদম সন্তানরা প্রায় শাস্তির মুখোমুখি হয়ে থাকে।

দৃশ্য-অদৃশ্য সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা, নিয়ন্ত্রণকর্তা, সমস্ত নেয়ামতের মালিক আল্লাহ তা'আলা। আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আর দ্বিতীয় কোনো উপাস্য নেই। তাই মানুষ এবং অন্য সব সৃষ্টি যে প্রতি মুহূর্তে তারই উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল, এই মহাসত্যের স্বীকৃতি দেয়ার একটি অন্যতম রাস্তা হলো, তাঁর সৃষ্টির সব নেয়ামতের জন্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা, সেটি যত নগণ্যই হোক। উল্লেখ্য মানুষের সুস্বাস্থ্য হচ্ছে সব নেয়ামতের মধ্যে একটি অন্যতম নেয়ামত, তাই ধন-সম্পদে অভাব থাকলেও যার শারীরিক সুস্থতা আছে, তার এ ব্যাপারে শুকরিয়া আদায় করা উচিত। কৃতজ্ঞতা সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেছেন–

فَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًا وَّاشْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ۔

"আল্লাহ্ তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তার মধ্যে যা বৈধ ও পবিত্র তা তোমরা আহার কর এবং তোমরা যদি কেবল আল্লাহরই ইবাদত কর [*তোমরা যদি একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ তা'আলার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসী হয়ে থাক*] তবে তার অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।" {*১৬-সূরা নাহল : ১১৪*}

www.nagorikpathagar.org

পরহেযগার, ঈমানদার এবং মুত্তাকীর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য, তারা নিয়মিতভাবে আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ এবং সব নেয়ামতের জন্য শুকরিয়া আদায় করে থাকে। কারণ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হচ্ছে ইবাদতের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। শুকরিয়া আদায়ের ব্যাপারে সব নেয়ামতের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো হলো আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহে প্রাপ্ত ধন-সম্পদে সন্তুষ্ট থাকা, তার পরিমাণ যতটুকুই হোক। তদুপরি ন্যায়নীতিসম্পন্ন পথে সম্পদ উপার্জনে সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করে আল্লাহ তা'আলার উপর সব ব্যাপারে একনিষ্ঠভাবে নির্ভরশীল হওয়া। অতএব সকলকেই বিশ্বাসের দৃঢ়তা সম্পর্কে এবং কর্মে বাস্তবতায় তার বহির্প্রকাশ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে দেখা উচিত যে, তারা কি মুসলিম হিসেবে প্রকৃতপক্ষে পরহেযগার, ঈমানদার এবং মুত্তাকী ব্যক্তিদের মতো কাজ করছে? প্রত্যেকেই স্বীয় অন্তরের ব্যাপারে এবং সর্বজ্ঞানী আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আর কেউ জানেন না তাই নিজের বিচার নিজেরই করা উচিত। আল্লাহ তা'আলার নেয়ামতে অকৃতজ্ঞ হয় কুফরির মতো গর্হিত অন্যায়ে জড়িত হওয়া থেকে দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে রক্ষা করুন। এ ধরনের কুফরিতে জড়িত হওয়া মুসলিম উম্মতের ক্ষেত্রে অতিসাধারণ ব্যাপার, কারণ উম্মতের অধিকাংশই আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত সম্পর্কে উদাসীন। প্রচুর ধন-সম্পদকে মানুষ নেয়ামত হিসেবে গণ্য করে থাকে। অথচ তাদের বোধগম্য হয় না যে, কোনো প্রকার শ্বাসকষ্ট ছাড়া সহজভাবে শ্বাস নেয়া হচ্ছে একটি অন্যতম নেয়ামত, রাতে গভীরভাবে ঘুমানোর শক্তি হচ্ছে আরেকটি নেয়ামত। মুসলিম উম্মতের যারা অজ্ঞতায় অথবা উদাসিনতায় আল্লাহ তা'আলার নেয়ামতের জন্য শুকরিয়া আদায় না করে এই জটিল এবং অদৃশ্য কুফরিতে জড়িত আছে, তাদের উচিত নিজেদেরকে সংশোধন করে আল্লাহ তা'আলার কাছে ক্ষমা প্রার্থী হওয়া। আল্লাহ তা'আলা নিশ্চয় ক্ষমাকারী, তিনি তার ক্ষমাপ্রার্থী বান্দাকে ক্ষমা করতে ভালোবাসেন।

কুফরি কর্ম এবং কী কারণে কাফের হতে পারে, মুসলিম উম্মতের জন্য এটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর, তাই এ প্রসংগে পরিষ্কারভাবে জ্ঞান অর্জন করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আদম সন্তান, কে কোথায় কোন গোত্রে বা বংশে জন্মগ্রহণ করবে, সেটি যেমন তাদের হাতে নেই, তেমনি জন্মগতভাবে বা বংশের উপর ভিত্তি করে কেউ কাফের হয় না। মানুষ তখনই কাফের হয় যখন আল্লাহ তা'আলার সম্পর্কে জ্ঞান লাভের পর একত্ববাদকে [*তাওহীদকে*] অস্বীকার করে এবং তাঁর মনোনীত নবী-রাসূলদের মাধ্যমে প্রদত্ত মূল্যবোধ থেকে মুখ ফিরিয়ে অবাধ্য হয়। ইতোমধ্যে আলোচনা করা হয়েছে যে, মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও অন্তরে প্রতিষ্ঠিত বিশ্বাসে গলধ থাকার কারণে মানুষ মোনাফেকি অথবা কুফরি চরিত্রে অধিষ্ঠিত হতে পারে। তাই বলা যায়, মুসলিম ঘরে কেউ জন্মগ্রহণ করলেই সে যে

www.nagorikpathagar.org

একজন পাক্কা মুসলমান হবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। তার অন্তরের বিশ্বাস এবং কাজকর্মে সেটির বর্হিপ্রকাশই নির্ধারণ করবে, মুসলিম হিসেবে শেষ বিচার দিবসে তার অবস্থান কোন পর্যায়ে থাকবে। আল্লাহ তা'আলাই জানেন অন্তরের বিশ্বাস কোন পর্যায়ে অবস্থান করে, শেষ বিচার দিবসে সেই অনুযায়ী তার বিচার করে আল্লাহ তা'আলা তাকে পুরস্কৃত করবেন অথবা শাস্তি দেবেন। নিফাক এবং কুফরিমুক্ত পরিশুদ্ধ ও পবিত্র অন্তঃকরণ নিয়ে যারা মারা যায় অর্থাৎ শেষ বিচার দিবসে উপস্থিত হবে, বস্তুত তারাই সফল হবে। এ প্রসংগে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّلَا بَنُوْنَ. إِلَّا مَنْ أَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ.

"যেদিন [*শেষ বিচার দিবসে*] ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোনো কাজে আসবে না; সেদিন উপকৃত হবে কেবল সে, যে আল্লাহর নিকট আসবে বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ নিয়ে।" *[২৬-সূরা শো'আরা : ৮৮-৮৯]*

মানবজাতির জন্য প্রেরিত সর্বশেষ আসমানী কিতাবে [*আল-কুরআন*] বর্ণিত আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত আদেশ এবং রাসূল (সা.)-এর সুন্নাহ অবলম্বনে জীবন যাপন করা প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক এবং সুস্থ মস্তিষ্ক ব্যক্তির [*মুসলিমদের*] জন্য ফরয দায়িত্ব। এই ক্ষেত্রে ব্যক্তি স্বার্থ, আবেগ, ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ, প্রতিপত্তি, ধন-সম্পদে আভিজাত্য, বর্ণ এবং বংশ-গরিমা কোনোভাবেই অন্তরায় হতে পারবে না।

মোনাফেকের ব্যাপারে কেউ নিশ্চিত নয়, কে বা কারা মোনাফেক কারণ সেটি অন্তরের ব্যাধি। কিন্তু বিশেষ কোনো ব্যক্তি মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করে মুসলিম নাম ধারণ করে প্রকাশ্যে বক্তৃতায় এবং বই ও বিভিন্ন প্রবন্ধের মাধ্যমে তার বিশ্বাসের অবস্থান ও ধরন প্রকাশ করে আল-কুরআন ও সুন্নাহর বিধান এবং আদেশ-উপদেশ পালনকে অপ্রয়োজনীয় হিসেবে গণ্য করে এবং আত্মগরিমায় বক্তৃতায় ঘোষণা দিয়ে দেশবাসীকে জানায় যে, আল-কুরআন ছিলো অতীতকালের জীবন ব্যবস্থা, তাই আমাদের আধুনিক জীবন ব্যবস্থায় তার কোনো স্থান নেই। এই ব্যক্তির ক্ষেত্রে পরিস্থিতি সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন ধরনের কারণ এইভাবে ঘোষণা দিয়ে প্রকৃতপক্ষে সে প্রকাশ্যে আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর রাসূলকে (সা.) অস্বীকার করে। এমন অবস্থায় আল্লাহ বিরোধী ঘোষণায় বলবৎ থেকে যদি মৃত্যুবরণ করে, তাহলে কাফেরের সংজ্ঞা অনুযায়ী সে কাফের বা অবিশ্বাসী। তাই বলতে বাধা নেই যে, মুসলিম ঘরে জন্ম নিয়ে, মুসলিম নাম ধারণ করেও সে কাফের হতে পারে, কারণ মানুষ কোথায়, কোন্ বংশে এবং জাতিতে জন্ম নিয়েছে অথবা তার নাম কি সেটি বিশ্বাসের ব্যাপারে কোনো মূল্য নেই। ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রে আসল ব্যাপার হলো তার অন্তরের বিশ্বাস ও পার্থিব জীবনে বিভিন্ন কর্মে

www.nagorikpathagar.org

তার বর্হিপ্রকাশ। তবে একটি বিষয়ে স্মর্তব্য যে, মুসলিম হিসেবে সন্তানের অর্থবহ ভালো নাম রাখার দায়িত্ব মা-বাবার রয়েছে। মুসলিম পরিবারে জন্ম নিলে মুসলিম নামই তার বহন করা উচিত। কিন্তু অন্য ধর্ম থেকে যারা ইসলাম ধর্মে প্রত্যাবর্তন করে তাদের ব্যাপারে স্বতন্ত্র কথা। তাদের অনেক নাম করা আলেম ছিলো এবং বর্তমানেও আছে যারা অন্য ধর্ম থেকে ইসলাম ধর্মে অনুপ্রবেশ করার পরেও আগের নাম পরিবর্তন করেনি। উল্লেখ্য Marmakadle Picthal, Malcom X, Martin Ling এবং আরো অনেকেই। তাই মুসলিম নাম ধারণ করলেই সে বিশ্বাসী হয় না, যেমন মিসরের, লেবাননের এবং ফিলিস্তিনের অনেক খৃষ্টান মুসলিম নাম বহন করে। আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত সব নবী-রাসূলদের নাম হচ্ছে মুসলিম নাম তাই মুসলিম, খৃষ্টান এবং ইয়াহুদীদের মধ্যে এই নামগুলোর মিল রয়েছে। সব ভাষায় রয়েছে অর্থবহ বহু শব্দ যেগুলো সন্তানদের নাম হিসেবে ব্যবহার করা যায়। যা হোক, মুসলিম মা-বাবার দায়িত্ব সন্তানের জন্য অর্থবহ ইসলামী নাম রাখা। সন্তানদের সঠিকভাবে লালন পালনের দায়িত্বের মধ্যে ভালো নাম রাখা একটা অন্যতম দায়িত্ব।

জানাযা পড়া ও দু'আ করা : গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো মুসলিম ঘরে জন্ম নিয়েও যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে ঘোষণার মাধ্যমে অবিশ্বাসীতে পরিণত হয়, ইসলামী শররীয়ত অনুযায়ী তার জানাযা পড়া মুসলিম উম্মতের জন্য জায়েয নয়। অর্থাৎ আলোচিত **"কাফের"** হওয়ার সংজ্ঞা মোতাবেক এবং আল্লাহ তা'আলার আয়াত অনুযায়ী তাদের জানাযা পড়া মুসলিম উম্মতের জন্য যেমন হারাম তেমন কাফেরদের আত্মার মাগফিরাতের জন্যও মুসলিম উম্মত দু'আ করতে পারে না। আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত রাসূল, নূহ (আ.) কাফের ছেলের ক্ষমার জন্য দু'আ করেছিলেন কিন্তু আল্লাহ তা'আলা সে দু'আ কবুল করেননি বরং নূহ (আ.)-কে পুনরায় এই ধরনের কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য আল্লাহ তা'আলা আদেশ দিয়েছিলেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكَمُ
الْحَاكِمِينَ. قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ج إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ز فَلَا تَسْأَلْنِ مَا
لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ط إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ.

"নূহ তাঁর প্রতিপালককে সম্বোধন করে বললো, 'হে আমার প্রতিপালক! আমার পুত্র আমার পরিবারভুক্ত এবং আপনার প্রতিশ্রুতি সত্য [*ক্ষমা করার প্রতিশ্রুতি*] এবং আপনি বিচারকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিচারক। তিনি [*আল্লাহ*] বললেন, 'হে নূহ! সে তোমার পরিবারভুক্ত নয়। সে অসৎকর্মপরায়ণ। সুতরাং যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান

www.nagorikpathagar.org

নেই সে বিষয়ে আমাকে অনুরোধ করো না। আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি, তুমি যেন অজ্ঞদের অন্তর্ভূক্ত না হও।" { *১১-সূরা হুদ : ৪৫-৪৬*}

আল্লাহ তা'আলার নিষেধাজ্ঞা জানার সাথে সাথেই নূহ (আ.) নিজেকে সংশোধন করেন এবং তৎক্ষণাৎ ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে পুনরায় এই ধরনের অন্যায় দাবি যাতে না করেন তার জন্য আল্লাহ তা'আলা কাছে আশ্রয় চাইলেন। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

قَالَ رَبِّ إِنِّىٓ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْـَٔلَكَ مَا لَيْسَ لِى بِهِۦ عِلْمٌ ۖ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِى وَتَرْحَمْنِىٓ أَكُن مِّنَ ٱلْخَٰسِرِينَ.

"সে [*নূহ*] বললো 'হে আমার প্রতিপালক। যে বিষয়ে আমার জ্ঞান নেই, সে বিষয়ে যাতে আপনাকে অনুরোধ না করি, এই জন্য আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আপনি যদি আমাকে ক্ষমা না করেন এবং আমাকে দয়া না করেন, তবে আমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত হব।" { *১১-সূরা হুদ : ৪৭*}

আল্লাহ তা'আলার মনোনীত রাসূল ও সান্নিধ্য প্রাপ্ত ব্যক্তি, আর সাধারণ বিশ্বাসীদের মধ্যে এটিই উল্লেখ্য পার্থক্য। আল্লাহ তা'আলার বিধান, আল-কুরআন এবং তার ব্যাখ্যা ও ব্যবহারিক উদাহরণ হিসেবে রাসূলের (সা.) সুন্নাহ সম্মুখে বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও [*জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও*] বিশ্বাসীদের অনেকেই সমাজ, সংস্কৃতি এবং রাজনীতির অথবা অজ্ঞতার কারণেই আবেগবশত হারামকে হালাল আর হালালকে হারাম করতে দ্বিধা করে না। এই উক্তির সমর্থনে অনেক বাস্তব উদাহরণ রয়েছে, তবে উল্লেখ্য "আল্লাহ তা'আলার বিধানকে প্রকাশ্যে অস্বীকার করে যে ব্যক্তি মারা যায় তার জানাযা পড়া"। অর্থাৎ এই ধরনের ব্যক্তিদের জানাযা পড়া হারাম জানা সত্ত্বেও আবেগের অথবা রাজনৈতিক কারণে তাকে হালালে পরিণত করা হয়।

নূহের (আ.) ঘটনার মতো আরো উল্লেখ্য, আমাদের প্রাণপ্রিয় রাসূলের (সা.) পিতৃতুল্য চাচা আবু তালেব সম্পর্কে। আবু তালেব, ইয়াতিম ভাতিজা রাসূলের (সা.) শৈশব থেকে নিজের ছেলের মতো আদর-ভালোবাসা দিয়ে লালন পালন করেন। রাসূলের (সা.) বাবা-মা এবং দাদা হারানোর বেদনাকে দূর করেছিলেন। তদুপরি নবুওয়াত লাভের প্রথম দশ বছর মক্কার মুশরিক কুরাইশদের হাত থেকে রাসূল (সা.)-কে রক্ষা করেছেন; কিন্তু উল্লেখ্য ব্যাপার হল, আবু তালেব পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়ার সময় রাসূলের (সা.) পুনঃপুন অনুরোধ থাকা সত্ত্বেও ইসলাম ধর্ম কবুল করেনি, যদিও তিনি জানতেন রাসূল (সা.) আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত রাসূল।

www.nagorikpathagar.org

সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েব (রা.) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। আবু তালেবের মৃত্যুর লক্ষণসমূহ স্পষ্ট হয়ে উঠলে রাসূল (সা.) তার কাছে গেলেন। সেখানে আবু জাহল ইবনে হিশাম ও আবদুল্লাহ ইবনে আবু উমাইয়া উপস্থিত ছিলো। রাসূল (সা.) আবু তালেবকে বললেন, হে আমার চাচা! আপনি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এ কথাটি বলুন। এই দিয়েই আমি আল্লাহর কাছে আপনার জন্য সাক্ষ্য প্রদান করব। তখন আবু জাহল ও আবদুল্লাহ ইবনে আবু উমাইয়া বললো, হে আবু তালেব! তুমি কি আবদুল মুত্তালিবের মিল্লাত [দ্বীন-ধর্ম] থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে [পরিত্যাগ করবে]? রাসূল (সা.) বারবার তার কথাটি পেশ করতে থাকলেন আর তারা দু'জনেও [আবু জাহেল ও আবদুল্লাহ ইবনে আবু উমাইয়া] তাদের কথা বারবার বলতে থাকলো। এ ব্যাপারে আবু তালেব শেষ কথা যা বললেন তা হলো, তিনি আবদুল মুত্তালিবের মিল্লাতের ওপরই প্রতিষ্ঠিত থাকবেন। সংগে সংগে তিনি "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু" বলতেও অস্বীকৃতি জানালেন। এতে রাসূল (সা.) বললেন, আল্লাহর শপথ। তবুও যতক্ষণ না আমাকে নিষেধ করা হয় আমি আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকব। এ প্রসংগে আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করলেন, "নবী এবং ঈমানদারদের পক্ষে মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা শোভা পায় না- যদিও তারা [মুশরিকরা] নিকট আত্মীয় হয়। কেননা, তারা দোযখবাসী হবে এটি [তাদের] কার্যকলাপের মাধ্যমেই স্পষ্ট হয়ে গেছে।" [সূরা আত-তাওবা, আয়াত নং-১১৩] [আহমাদ, খণ্ড ৫, ৪৩৩; ইবনে কাসীর, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৫২৪]

জানাযা কেন পড়া হয়?

উপরোক্ত আলোচিত বিষয়ের গুরুত্ব বুঝার জন্য মৃত মুসলিমের উপর জানাযা কেন পড়া হয় তা আলোচনা করার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। মৃতের উপর জানাযা পড়ার অনেকগুলো কারণ রয়েছে তবে চারটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ।

১) মৃত ব্যক্তির জন্য জানাযায় দু'আ করা হয়। জানাযায় উপস্থিত সকলে মৃত ব্যক্তির আত্মার মাগফেরাতের জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রার্থনা করে। কারণ বান্দারা যখন খাস দিলে কারোর পক্ষে আল্লাহ তা'আলার রহমতের দরবারে দু'আ করে তখন দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ তা'আলা তাদের দু'আ কবুল করেন। এ সম্পর্কে *আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা.) বলেছেন : "এমন কোনো মৃত ব্যক্তি নেই যার জানাযায় মুসলিম উম্মতের একটি দল শরীক হয় [জানাযা পড়ে] যাদের সংখ্যা একশততে পৌঁছে যায়, তারা সবাই তার জন্য শাফায়াত করে আর এ ব্যাপারে তাদের শাফায়াত কবুল করা হয় না [মৃত ব্যক্তির পক্ষে তাদের সাক্ষ্য কবুল করা হয়]।" [সহীহ মুসলিম, রিয়াদুস সালেহীন, খণ্ড ৩, ৯৩২]*

www.nagorikpathagar.org

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, আমি রাসূল (সা.)-কে বলতে শুনেছি : "এমন চল্লিশ জন লোক যদি কোনো ব্যক্তির জানাযার নামায পড়ে যারা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করে না [মুসলিম], সেই মৃতের পক্ষে আল্লাহ তাদের শাফায়াত কুবল করে নেন।" [সহীহ মুসলিম, রিয়াদুস সালেহীন, খণ্ড ৩, ৯৩৩]

২) জানাযায় সাক্ষ্য দেয় যে, মৃত ব্যক্তি ঈমানদার ছিলো। জানাযায় উপস্থিত সকলেই এক বাক্যে সাক্ষ্য দেয় যে, সে ছিলো একজন একনিষ্ঠ মু'মিন বান্দা। মৃত ব্যক্তির জন্য কি ধরনের দু'আ করা হয় হাদীস থেকে তার একটা নমুনা দেয়া হল : আবু আবদুর রহমান আউফ ইবনে মালেক (রা.) বলেছেন: রাসূল (সা.) একটি জানাযার নামায পড়েন। আমি তার দু'আটি মুখস্থ করে রেখেছি। তিনি দু'আ করলেন: "আল্লাহুম্মাগফিরলাহু ওয়া 'আফিহি ওয়া'ফু আনহু, ওয়া আকরিম নুযুলাহু ওয়া ওয়াসসি' মুদখালাহু, ওয়াগসিলহু বিল মা-য়ি ওয়াস সালজি ওয়াল বারদি ওয়া নাককিহি মিনাল খতাইয়া কামা নাককাইতাস সাওবাল আবইয়াযা মিনাদ দানাসি, ওয়া আবদিলহু দারান খইরান মিন দারিহি, ওয়া আহলান খইরান মিন আহলিহি, ওয়া যাওজান খইরান মিন যাওজিহি, ওয়া আদখিলহুল জান্নাতা, ওয়া আ'ইযহু মিন আযাবিল কবরি ওয়া মিন আযাবিন্নার।" {বাংলা অনুবাদ : *হে আল্লাহ! তাকে মাফ কর এবং তার উপর রহম কর, তাকে নিরাপত্তা দান কর ও তাকে ক্ষমা করে দাও, জান্নাতে তাকে মর্যাদাপূর্ণ স্থান দান কর, তার কবরকে সম্প্রসারিত কর, তার গোনাহকে ধুয়ে দাও পানি, বরফ ও তুষারের শুভ্রতা দিয়ে, তাকে গোনাহ থেকে এমনভাবে পরিষ্কার করে দাও যেমন তুমি পরিষ্কার করে দাও সাদা কাপড়কে গোনাহ থেকে, তার ঘরের চাইতে ভালো ঘর তাকে দান কর, তার পরিজনদের চাইতে ভালো পরিজন তাকে দান কর, তার স্ত্রীর-স্বামীর চাইতে ভালো স্ত্রী-স্বামী তাকে দান কর, তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও এবং তাকে কবরের আযাব ও জাহান্নামের আযাব থেকে সংরক্ষিত রাখ"*} (*আবু আব্দুর রহমান (রা.) বলেন, তিনি (সা.) এমনভাবে দু'আ চাইলেন যে আমার মনে আকাঙ্ক্ষা জাগে হায় এই মৃত ব্যক্তি যদি আমি হতাম!*)।" [*সহীহ মুসলিম, রিয়াদুস সালেহীন, খণ্ড ৩, ৯৩৫*]

এ রকম দু'আ ঈমানদার মুসলিম ব্যতিরেকে অন্য কারও জন্য কেউ করে না। অতএব এই দোয়ার মাধ্যমে একনিষ্ঠভাবে স্বীকৃতি দেয়া হয় যে, মৃত ব্যক্তি ঈমানদারদের একজন। এজন্যই মৃত মুসলিম ব্যক্তির ব্যাপারে ভালো কথা বলা এবং প্রশংসা ছাড়া মন্দ বলা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। *আনাস ইবনে মালেক (রা.) বলেন, "লোকেরা একটি জানাযার নিকট দিয়ে যাবার সময় তারা লোকটির প্রশংসা করলে নবী (সা.) বললেন, অবশ্যম্ভাবী হয়ে গেল। এরপর আরেকটি জানাযার কাছ দিয়ে অতিক্রমকালে তারা সেই মৃত ব্যক্তির নিন্দাবাদ ও বদনাম করলে নবী (সা.) বললেন, অবশ্যম্ভাবী হয়ে গেল। [এ কথা শুনে] ওমর ইবনুল*

www.nagorikpathagar.org

খাত্তাব নবী (সা.)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, কি অবশ্যম্ভাবী হলো? জবাবে তিনি (সা.) বললেন, এই লোকটি যার প্রশংসা তোমরা করলে, তার জন্য জান্নাত অবশ্যম্ভাবী হয়ে গেল। আর যে লোকটির নিন্দাবাদ বা বদনাম তোমরা করলে তার জন্য দোযখ অবশ্যম্ভাবী হয়ে গেল। কেননা, পৃথিবীতে তোমরা আল্লাহর সাক্ষী।" [সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড ১, ১২৭৬]

আবুল আসওয়াদ (রা.) বলেছেন, "আমি মদীনা আগমন করে দেখলাম, সেখানে একটি রোগ ছড়িয়ে পড়েছে। আমি ওমর ইবনুল খাত্তাবের নিকট বসলাম। সেখান দিয়ে একটি জানাযা অতিক্রম করলে মৃত ব্যক্তির প্রশংসা করা হলো। এতে ওমর বললেন, অবশ্যম্ভাবী হয়ে গেল। এরপর আরেকটি জানাযা অতিক্রম করলেও মৃত ব্যক্তির প্রশংসা করা হলে ওমর বললেন, অবশ্যম্ভাবী হয়ে গেল। তারপর তৃতীয় আরেকটি জানাযা অতিক্রম করলে মৃত ব্যক্তির নিন্দাবাদ করা হলে এরপরও তিনি বললেন, অবশ্যম্ভাবী হয়ে গেল। আবুল আসওয়াদ বর্ণনা করেন, আমি তখন বললাম, হে আমীরুল মু'মিনীন! কি অবশ্যম্ভাবী হলো? উত্তরে ওমর বললেন, নবী (সা.) যা বলেছিলেন আমিও ঠিক তাই বললাম। তিনি বলেছেন, কোনো মুসলমান সম্পর্কে চারজন যদি ভালো কথা বলে, আল্লাহ সেই মুসলিমকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আবুল আসওয়াদ বলেন, আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, যদি তিনজন বলে তাহলে? তিনি বললেন, হ্যাঁ তিনজন হলেও। আমরা আবার বলালাম, যদি দু'জন হয় তাহলে? তিনি বললেন, হ্যাঁ দু'জন হলেও। অতঃপর আমরা একজন সম্পর্কে আর জিজ্ঞাসা করিনি।" [সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড ১, ১২৭৭]

৩) জানাযায় জিজ্ঞাসা করা হয়, মৃত ব্যক্তির কাছে কারোর দাবি আছে কিনা?
এই দাবী টাকা পয়সা অথবা অন্য যে কোনো ব্যাপারে হতে পারে। যদি টাকা পয়সা বা ঋণের দাবি থাকে তাহলে মৃত ব্যক্তির [ওয়ারিস] সন্তান অথবা আত্মীয়-স্বজনদের কেউ প্রতিশ্রুতি দেবে যে, তারা সে ঋণ পরিশোধ করবে। তাছাড়া অন্য কোনো প্রকার দাবি থাকলে, দাবিওয়ালা এবং ঋণদাতা [*ইচ্ছা করলে*] আল্লাহর নামে মৃত ব্যক্তিকে মাফ করে দিলে আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করবেন। যার পক্ষে সাক্ষী থাকবে উপস্থিত সমস্ত মু'মিন, যাতে হাশরের বিচারে ঋণদাতা বা দাবিওয়ালা অন্যায়ভাবে দাবি করতে না পারে। হাশরের বিচারে সে যদি অন্যায়ভাবে মৃত ব্যক্তি কাছে দাবি করে, তাহলে জানাযায় উপস্থিত মুসলমানগণ মৃত ব্যক্তির পক্ষে ইনশাআল্লাহ সাক্ষ্য দেবে। এ ব্যাপারে উল্লেখ্য বিষয় হলো, ঋণদাতা ক্ষমা না করলে, মৃত ব্যক্তির সন্তান অথবা যে প্রতিশ্রুতি দেয় তাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ঋণ পরিশোধ করে দিতে হবে কারণ ঋণ পরিশোধ না করা পর্যন্ত মৃত ব্যক্তির আত্মা ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে। *আবু হুরায়রা*

www.nagorikpathagar.org

(রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা.) বলেছেন, "ঋণের কারণে মু'মিনের আত্মা ঝুলে থাকে [জান্নাতের প্রবেশ পথে] তার ঋণ আদায় না হওয়া পর্যন্ত।" [তিরমিযী বলেছেন, এটি হাসান হাদীস, রিয়াদুস সালেহীন, খণ্ড ৩, ৯৪২]

৪) জানাযায় শরীক হয়ে প্রত্যেকের চিন্তা করা উচিত পার্থিব ক্ষণস্থায়ী জীবন আসলে তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়, যে কোনো সময় তার জীবনেও মৃত্যু ঘটতে পারে। মৃত্যুর পর কবরে কী ঘটতে পারে, কী ধরনের প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে সে বিষয়ে জ্ঞান অর্জনে উদ্বুদ্ধ হওয়া। মৃত্যুর ব্যাপারে চিন্তা করেই নিজের ইবাদত সম্পর্কে যত্নবান হওয়া, সতর্কতা অবলম্বন করা, ঈমানসহ মৃত্যুবরণ করার প্রত্যাশা করা এবং এজন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে নিয়মিতভাবে প্রার্থনা করা। জানাযার শেষে মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখার পরক্ষণেই কী ধরনের প্রশ্নের সম্মুখীন মৃত ব্যক্তিকে হতে হয়, সে ব্যাপারে *আনাস ইবনে মালেক (রা.) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "বান্দাকে যখন কবরে রাখা হয় এবং তার সাথীরা [তার সাথে কবর পর্যন্ত যারা গিয়েছিল] ফিরে আসতে থাকে তখন সে [মৃত ব্যক্তি] তাদের জুতার [খটখট] আওয়াজ শুনতে পায়। এমতাবস্থায় তার কাছে দু'জন ফিরিশতা আসে এবং তাকে তুলে বসিয়ে মুহাম্মদ (সা.)-কে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করে, এ ব্যক্তি সম্পর্কে কি বলতে? মু'মিন ব্যক্তি বলবে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি তিনি আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। তখন তাকে বলা হবে, দোযখে তোমার স্থান দেখে নাও। এটির পরিবর্তে আল্লাহ তোমাকে জান্নাতে একটি স্থান দান করেছেন। সে তখন এক সাথে দু'টি জায়গায়ই দেখতে পাবে। কাতাদাহ (র.) বর্ণনা করেছেন এবং আমার কাছেও বর্ণনা করা হয়েছে যে, তার কবর প্রশস্ত করে দেয়া হয়। এরপর আবার আনাস বর্ণিত হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি [আনাস] বলেন, মোনাফেক অথবা কাফেরকে [নবী (সা.)-কে দেখিয়ে] বলা হবে, এ ব্যক্তি সম্পর্কে তুমি কি বলতে? সে বলবে আমি জানি না। লোকেরা যা বলত আমিও তা বলতাম। তখন তাকে বলা হবে, তুমি জানতে চাওনি অথবা পড়েও দেখনি [জ্ঞান দিয়েও বুঝতে সচেষ্ট হওনি এবং শুনেও গ্রহণ করনি]। এরপর লোহার হাতুড়ি দিয়ে তাকে এমনভাবে আঘাত করা হবে যে, তাতে সে ভয়ানকভাবে চিৎকার করতে থাকবে। জিন ও মানুষ ছাড়া এ চিৎকার নিকটবর্তী সবাই শুনতে পাবে।" [সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড ১: ১২৮৩]*

যারা তাওহীদে বিশ্বাস এবং আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের (সা.) প্রদত্ত বিধিনিষেধে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে জীবন যাপন করে মৃত্যুবরণ করে, তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা কবরে প্রশ্নের উত্তর সঠিকভাবে দিতে সাহায্য করবেন। *বারাআ ইবনে আযেব (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী (সা.) বলেন, "মুসলিমকে যখন কবরে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, তখন সে সাক্ষ্য দেবে: আল্লাহ*

www.nagorikpathagar.org

ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর রাসূল। আর এভাবে সাক্ষ্য দেয়াটিই মহান আল্লাহর এ বাণীর প্রমাণ : "আল্লাহ ঈমানদার লোকদের সেই অটল বাক্যের [কালেমা তইয়েবার] দরুন ইহকালীন জীবনে ও পরকালে সুদৃঢ় রাখেন।" (সূরা ইব্রাহীম, আয়াত নং ২৭) [সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড ৪, নম্বর ৪৩৩৮]

জানাযার প্রসংগে আলোচনার পর, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন : মুসলমানদের ঘরে জন্ম নেয়ার পরও যে ব্যক্তি আল-কুরআন অর্থাৎ ইসলামী মূল্যবোধকে প্রকাশ্যে অস্বীকার করে এবং বিভিন্ন বক্তৃতায় ও ভাষায় লিখে প্রকাশ্যে অমান্য করে মৃত্যুবরণ করলো, সেই ব্যক্তির পক্ষে মুসলমানরা জানাযায় কিভাবে সাক্ষ্য দিতে পারে যে, মৃত ব্যক্তি ঈমানদার ব্যক্তি ছিলো? এই ধরনের ব্যক্তিদের জানাযা পড়ার অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার বিধিনিষেধকে উপেক্ষা করে অমান্য করা। বাংলাদেশে অতীতে এই রকম কিছু কিছু ঘটনা ঘটেছে। তবে বিশ্বাস করা যায়, এ ক্ষেত্রে মুসলিমদের অজ্ঞতা এবং প্রবৃত্তির অন্যায় আবেগেই সম্পূর্ণরূপে দায়ী ছিলো। মানুষ যে ধরনের অন্যায় কাজেই জড়িত থাকুক, মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তার জন্য তাওবার বা মাগফেরাতের জন্য প্রার্থনা করার সুযোগ থাকে। আল্লাহ তা'আলার ক্ষমা ও রহমতের দরজা বান্দার সব ধরনের পাপের ক্ষমার জন্য সর্বদাই খোলা থাকে। এ ব্যাপারে সুসংবাদ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন−

قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ۭ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

"বল, 'হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ। আল্লাহর অনুগ্রহ হতে নিরাশ হয়ো না; আল্লাহ সব পাপ ক্ষমা করে দেবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" *[৩৯-সূরা যুমার : ৫৩]*

فَمَنْ تَابَ مِنْۢ بَعْدِ ظُلْمِهٖ وَاَصْلَحَ فَاِنَّ اللّٰهَ يَتُوْبُ عَلَيْهِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

"কিন্তু সীমালঙ্ঘন করার পর কেউ তাওবা করলে ও নিজেকে সংশোধন করলে আল্লাহ তার প্রতি ক্ষমাপরায়ণ হবেন; আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" *[৫-সূরা মায়েদা : ৩৯]*

অর্থাৎ নিজের উপর যুলুমকারীকে মৃত্যুর পূর্বেই স্বীয় ইচ্ছায় খাস দিলে ক্ষমা প্রার্থনার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে। অন্যথা মানুষ যদি অন্যায় কাজে এবং কুফরি চিন্তায় অটল থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে অথবা মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে তাওবা করে, তাদের সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন−

www.nagorikpathagar.org

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ ج حَتّٰى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّى تُبْتُ الْئٰنَ وَلَا الَّذِيْنَ يَمُوْتُوْنَ وَهُمْ كُفَّارٌ ط أُولٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيْمًا.

"তাওবা তাদের জন্য নয় যারা আজীবন মন্দ কার্য করে এবং তাদের কারও মৃত্যু উপস্থিত হলে সে বলে, 'আমি এখন তাওবা করছি এবং তাদের জন্যও নয় যাদের মৃত্যু হয় কাফের অবস্থায় এরাই তারা যাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তির ব্যবস্থা করেছি।" { *৪-সূরা নিসা : ১৮* }

মানুষ অজ্ঞতাবশত মন্দ কাজ করে অনুতাপী হয়ে তৎক্ষণাৎ তাওবা করলে আল্লাহ তা'আলা সেটি কবুল করেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السُّوْٓءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوْبُوْنَ مِنْ قَرِيْبٍ فَأُولٰئِكَ يَتُوْبُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ط وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا.

"আল্লাহ অবশ্যই সেই সব লোকের তাওবা গ্রহণ করবেন যারা ভুলবশত মন্দ কার্য করে এবং সত্বর তাওবা করে; এরাই তারা যাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।" { *৪-সূরা নিসা : ১৭* }

মোনাফেকি চরিত্রের ও প্রবৃত্তির পরিচয় সম্পর্কে বহু আয়াত আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেছেন, যাতে মুসলিম উম্মত মোনাফেকের বাহ্যিক কার্যকলাপের ধরন বুঝে সতর্ক হতে পারে। তবে এটি সত্য যে, মোনাফেকদের সনাক্ত করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। মুসলিম নামের মুখোশ পরে ভেতরে নানা সমস্যার সৃষ্টির মাধ্যমে মুসলিম সমাজকে অশান্তিতে রাখাই হচ্ছে তাদের প্রধান কাজ। অতএব মোনাফেকরা প্রকৃতপক্ষে ইসলামের বড় শত্রু, কারণ তারা মুসলিম সমাজে বসবাস করেই ইসলামের তথা মুসলিমদের ক্ষতি করে। তাদের নাফস শয়তানই অনুপ্রাণিত করে এই গর্হিত কাজে তাদেরকে জড়িত রাখে। অবিশ্বাসীদের বিশ্বাস ও কার্যকলাপ সুস্পষ্ট। কাজেই সহজে চিহ্নিত করা যায়, তাই তারা হলো প্রকাশ্য শত্রু। আর মোনাফেকেরা শয়তানের মতোই গোপনে কাজ সমাধান করে, তাই তারা শয়তানের মতোই মুসলিম উম্মতের অদৃশ্য শত্রু।

মোনাফেকরা নিজেদেরকে ধোঁকা দেয়

মোনাফেক মুসলিমের মুখোশ পরে মুসলিম উম্মতের ক্ষতি সাধনে যেভাবেই অভিনয় করুক, আসলে সে নিজেকেই ধোঁকা দেয়। অথচ সেটি বুঝতে পারে না। কারণ মোনাফেকি চরিত্র অধিষ্ঠিত হয়ে পার্থিব জীবনে সাময়িকভাবে অন্যদের

www.nagorikpathagar.org

উপর জয়লাভ করলেও প্রকৃতপক্ষে আখেরাতের জীবনে সে সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। মোনাফেক কৃতকর্মের মাধ্যমে যে নিজেকেই ধোঁকা দেয়, এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْاۚ وَمَا يَخْدَعُوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ۔

"আল্লাহ এবং মু'মিনগণকে তারা [*মোনাফেকেরা*] প্রতারিত করতে চায়। অর্থাৎ তারা যে নিজদেরকে ছাড়া কাউকেও প্রতারিত করে না এটি তারা বুঝতে পারে না।" {*২-সূরা বাকারাহ : ৯*}

সূরা আন-নিসার ৬৩ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে আদেশ দিয়ে বলেছেন তারা যেন মোনাফেকদেরকে উপেক্ষা করে। আল্লাহ তা'আলা আরও বলেছেন ***"তাদেরকে ভালো ভালো কথার মাধ্যমে উপদেশ দাও যাতে তাদের মর্ম স্পর্শ করে।"*** আল্লাহ তা'আলা বলেছেন যদি তোমরা চিহ্নিত করতে পার তবে তাদেরকে উপেক্ষা কর কিন্তু তাদের সংগে পুরোপুরিভাবে সম্পর্ক ছিন্ন করো না, সমাজ থেকে বহিষ্কার করো না। অর্থাৎ মোনাফেক হিসেবে আখ্যায়িত করো না বরং তাদেরকে সময় সুযোগে হিকমাহর মাধ্যমে ধৈর্যের সাথে উপদেশ দাও। এই আদেশ আল্লাহ তা'আলা পবিত্র বাণীর মাধ্যমে মুসলিম উম্মতের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন, তাই এই আদেশ অনুযায়ী কাজ করা মুসলিম উম্মতের জন্য আবশ্যকীয় কর্তব্য। কারণ প্রায় সকল মুসলিমের চরিত্রেই ধর্মীয় সংস্কৃতি এবং অন্যান্য ব্যাপারে কম-বেশি, ছোট-বড় যে ধরনেরই হোক কিছু মোনাফেকি আচরণ উপস্থিত থাকে। চুরি করা, মিথ্যা কথা বলা, ওয়াদা খেলাফ করা, আমানতের খেয়ানত এবং ঝগড়া বিবাদে অকথ্য ভাষায় গালি দেয়া এইগুলো মোনাফেকি বৈশিষ্ট্যের চিহ্ন। মুসলিম উম্মতের বর্তমান অবস্থা দৃষ্টে বলা যায়, এই সমস্ত পাপে উম্মতের একটি বৃহত্তর অংশ জড়িত আছে। *আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত নবী (সা.) বলেন, "চারটা [দোষ] যার মধ্যে থাকে সে খাঁটি মোনাফেক। আর যার মধ্যে উক্ত দোষগুলোর কোনো একটি থাকে, তা ত্যাগ না করা পর্যন্ত তার মধ্যে মোনাফেকির একটি স্বভাব থেকে যায়। ১) তার কাছে কোনো আমানত রাখলে তা খেয়ানত করে। ২) সে কথা বললে মিথ্যা বলে। ৩) ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে। ৪) আর ঝগড়া করলে, গালাগালি করে।" [সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড ১, ৩৩]*

দুর্নীতিসহ আরও বিবিধ ধরনের অবৈধ ও অন্যায় কাজ হচ্ছে সমাজ জীবনের বিশেষ ক্ষেত্রে নিত্যদিনের সাথী। সকলেই যে দুর্নীতি এবং অবৈধ কাজে জড়িত সেটি নয় তবে অনেকেই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে জড়িয়ে পড়ে। তাই বলা যায় অনেকেই হয়তো সহজে অন্যায় কাজে জড়িত হয় না কিন্তু অন্যদেরকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অন্যায় কাজে সাহায্য করে থাকে। অনেকের বন্ধু-বান্ধব, ভাই-বোন,

www.nagorikpathagar.org

আত্মীয়-স্বজন এবং পিতা-মাতাদের কেউ হয়তো অন্যায় করছে এবং বিভিন্ন ধরনের অসৎ কাজে জড়িত আছে, অথচ জানা সত্ত্বেও তারা কখনোই তাদেরকে অন্যায় কর্ম থেকে বিরত থাকার জন্য উপদেশ দেয় না। কথা প্রসংগে হলেও তাদের অন্যায়ের কাজে কোনো প্রতিবাদ করে না। বরং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বিষয়টির গুরুত্ব না বুঝে তাদের প্রশংসা করে, কারণ তারা অল্প সময়ের মধ্যেই নিজের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়েছে।

ব্যবসা বাণিজ্যে ও চাকুরিতে তাদের যথেষ্ট দক্ষতা আছে সেটির প্রশংসাও করা হয়। তবে সৎভাবে ব্যবসা এবং চাকুরি করে যোগ্যতার ব্যবহারে যারা আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহে সফলতা অর্জন করে তারা অবশ্যই প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য। কাজেই বলা যায়, মুসলিম উম্মতের অনেকেই অজ্ঞতায় মোনাফেকি চরিত্রের কোনো না কোনো একটা বৈশিষ্ট্য নিয়ে জীবন যাপন করে। দুর্নীতিতে জড়িত এবং ঔদ্ধত্যপরায়ণ স্বৈরাচারী ব্যক্তিকে কিভাবে সাহায্য করতে হয় সে ব্যাপারে *রাসূল (সা.) বলেছেন, "তোমার ভাই কে সাহায্য কর, সে স্বৈরাচারী যালেম [এখানে যালেম বলতে সব ধরনের অন্যায়কে বুঝানো হয়েছে কারণ অন্যায় কাজে জড়িত হওয়ার অর্থ হলো প্রকৃতপক্ষে নিজের প্রতি যুলুম করা] হোক অথবা মযলুম [নিপীড়িত ব্যক্তি]। এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! সে যদি মযলুম হয়, আমি তাকে সাহায্য করব এটি বুঝতে পারলাম। আপনার কি অভিমত, যদি সে যালেম হয় তবে আমি তাকে কি করে সাহায্য করতে পারি? তিনি (সা.) বললেন ঃ তাকে যুলুম করা থেকে বিরত রাখ, বাধা দাও। এটিই তাকে সাহায্য করার পদ্ধতি।" [সহীহ আল-বুখারী, রিয়াদুস সালেহীন, খণ্ড ১, ২৩৭]।* মানসিক দুর্বলতার কারণে প্রায় সকল আদম সন্তানই বেশি-কম দোষী, তবে মুসলিম উম্মতের উচিত আল্লাহ তা'আলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা এবং এই ধরনের অন্যায় থেকে দূরে থাকার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা। অন্যায়ে জড়িত ব্যক্তিকে ধৈর্যের সাথে বিনম্রভাবে উপদেশ দেয়া শ্রেয়, তাতে তার উপকার হতে পারে। মানুষের শত্রু, শয়তানই মানব প্রবৃত্তির অবৈধ চাহিদার সুযোগ নিয়ে মোনাফেকি আচরণ গ্রহণে তাকে প্রভাবিত করে থাকে, যাতে মুসলিম উম্মতও যেন তার মতোই আল্লাহ তা'আলার বিধিনিষেধের অবাধ্য হয়ে অকৃতজ্ঞ বান্দা হিসেবে পাপের ভাগী হয়।

www.nagorikpathagar.org

দ্বিতীয় খণ্ড

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

সূত্রপাত

যে কোনো কাজই সুচারুভাবে সম্পাদন করতে একটি প্রতিষ্ঠিত সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি এবং সহজ কৌশল অনুসরণ করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। নতুন কিছু আবিষ্কারে গবেষক এবং ভোক্তপণ্য বস্তুর উৎপাদনে উৎপাদক সর্বদাই সহজ পদ্ধতি ব্যবহার করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করে। প্রকৃতিতে সম্পাদিত সব কাজই আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশে একটি প্রতিষ্ঠিত সুশৃংখল পদ্ধতি এবং বিস্ময়কর কৌশলে সম্পাদিত হচ্ছে। অনুরূপ জীবপ্রাণীর শরীর এবং উদ্ভিদজগতে উৎপাদন সচল রাখার জন্য হাজার রকম রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া আল্লাহ্ তা'আলার আদেশে একটি অভূতপূর্ব পদ্ধতিতে প্রতিমুহূর্তে সংঘটিত হচ্ছে, যা খালি চোখে দেখা যায় না। তবে গবেষক গবেষণায় বিভিন্ন প্রকার যন্ত্র ব্যবহার করে এর সত্যতা নিরূপণ করতে পারে। তাই বলা যায়, সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছাড়া সুশৃংখলভাবে কোনো কাজই প্রকৃতপক্ষে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা যায় না। ধীশক্তি ব্যবহারের যোগ্যতা এবং চিন্তা করার শক্তি দিয়ে মানবকে আল্লাহ্ তা'আলা বুদ্ধিবৃত্তিক প্রাণী করেছেন। এজন্যই সুপরিকল্পিতভাবে বিশেষ পদ্ধতির অনুসরণে সবকিছু সম্পাদনে মানব সন্তান উদ্দীপ্ত হয়ে থাকে।

অদৃশ্য সৃষ্টি জিনজাতিও মানব সন্তানের মতোই স্বাধীন চিত্ত ও ধীশক্তিসম্পন্ন। এই দুই জাতির মধ্যে তফাত হচ্ছে মানব সন্তানের কার্যকলাপ এবং ব্যবহারিত পদ্ধতি প্রকাশ্যভাবে দেখা যায়, যদিও তাদের চিন্তাভাবনা এবং অন্তরে রাখা গোপন বিষয় একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া আর কেউ জানতে পারেন না। কিন্তু জিনজাতির কার্যকলাপের পদ্ধতি প্রকাশ্যভাবে দেখা যায় না, তবে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের কার্যকলাপের এবং চিন্তাভাবনার সব খবর রাখেন। তাই জিনজাতির কার্যকলাপের পদ্ধতি নিরূপণ করার কোনো যন্ত্র মানবের কাছে নেই। ভালো জিনদের অনেকেই আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ আউলিয়ার কাছে যেমন আধ্যাত্মিকভাবে বাধ্য হয়ে যায়, তেমন খারাপ জিনদের কাছে উদ্ধত প্রকৃতির বহু আদম সন্তান আত্মসমর্পণ করে খারাপ কাজে অনুপ্রাণিত হয়ে থাকে। উল্লেখ্য যে, অধিকাংশ রোগজীবাণু [*ব্যাকটেরিয়া এবং ভাইরাস*] জীবপ্রাণীর এবং উদ্ভিদের দেহে অদৃশ্যভাবে অবস্থান করে একটি বিশেষ পদ্ধতিতে আক্রমণ করে থাকে। তাই চিকিৎসক এবং গবেষক অদৃশ্য রোগজীবাণুর বিস্তৃত হওয়ার পদ্ধতির বিপরীতে ঔষধ দিয়ে প্রতিরোধিত পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকে, যাতে রোগজীবাণু জীবপ্রাণীর দেহকে অচল করতে না পারে। রোগজীবাণু অদৃশ্য হলেও শক্তিশালী মাইক্রোসকোপের মাধ্যমে

www.nagorikpathagar.org

রোগজীবাণুর আকার, কার্যক্ষমতা এবং স্থায়িত্ব নির্ধারণ করা যায়। অথচ অদৃশ্য শত্রু শয়তানের আকার ও কার্যক্ষমতা নিরূপণ করার শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্র আজও আবিষ্কার করা যায়নি, আবিষ্কার করা হয়তো বা সম্ভব হবে না। আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন।

প্রাথমিকভাবে রোগীর শরীরে উপস্থিত দৃশ্যমান অস্বাভাবিক আলামত দেখে চিকিৎসকরা যেমন রোগ সম্পর্কে একটি ধারণা করতে পারে তেমন মানব সন্তানের সহজাত প্রকৃতির বিপরীতে আচরণ ও মানসিক চিন্তাভাবনার বহিঃপ্রকাশে করণীয় কার্যকলাপ ইত্যাদি দেখে শয়তানের অনুপ্রেরণা দেয়ার পদ্ধতি সম্পর্কে কিছু অনুমান করা যায়। এই বইয়ের প্রথম খণ্ডে আল-কুরআনের আয়াত থেকে উদাহরণ দিয়ে আলোচনা করা হয়েছে যে, আদম সন্তান ও শয়তানকে [*ইবলিস এবং তার সমর্থককে*] পারস্পরিক শত্রু হিসেবে ইহজগতে আল্লাহ তা'আলা প্রেরণ করেছেন। আদম সন্তানকে প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব দিয়ে পৃথিবীতে আল্লাহ্ তা'আলা প্রতিষ্ঠিত করে তাদের জীবন যাপনকে সুন্দর করার জন্য ন্যায়নীতিসম্পন্ন শ্রেষ্ঠ জীবনাদর্শের দিকনির্দেশনায় আসমানী কিতাব নাযিল করেছেন। আদম সন্তানের সুষ্ঠু ও শান্তিময় জীবন প্রতিষ্ঠার বাধা-বিপত্তিতে অদৃশ্য শত্রু ইবলিস এবং তার দল সর্বদাই কাজ করে যাচ্ছে। তাই মানব সন্তানকে সতর্ক করার জন্য এদের আক্রমণ পদ্ধতি এবং অনুপ্রেরণা দেয়ার কৌশল সম্পর্কে আসমানী কিতাবে আল্লাহ তা'আলা সুস্পষ্ট বর্ণনা দিয়েছেন। আল-কুরআনে এবং রাসূলের (সা.) হাদীসে বর্ণিত শয়তানের আক্রমণ পদ্ধতিই হচ্ছে নির্ভুল এবং শয়তানের প্রভাব ও অনুপ্রেরণা থেকে মুক্ত থাকার জন্য অন্যতম ব্যবস্থা।

আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বাণী আল-কুরআন থেকে জানা যায় যে, শয়তান জিনজাতির সদস্য, তাই সে এবং তার দল আদম সন্তানের চোখের অন্তরালে, অদৃশ্যে। রোগজীবাণুর মতোই সে অদৃশ্যে থেকে মানব সন্তানকে আক্রমণ করে, অতএব সে অদৃশ্য শত্রু। এই শত্রুকে চোখে দেখা যায় না, তার উপস্থিতি বোঝা যায় না অথচ অদৃশ্যে থেকে মানুষকে সর্বদাই সে দেখছে। তদুপরি প্রতিটি মানুষের সাথে একজন করে শয়তান আছে, সেটিও হাদীস থেকে জানা যায়। এজন্যই নিঃসন্দেহে বলা যায়, সহজাত প্রকৃতির বিপরীতে প্রবৃত্তির অন্যায় চাহিদাই হচ্ছে "নাফস শয়তান"। নাফস বা প্রবৃত্তিই আল্লাহ তা'আলার আদেশের অবাধ্য হয়ে শয়তানের মতো আচরণ করে। অদৃশ্য শয়তানের অনুপ্রেরণায় সে অবৈধ কাজে আরও বেশি উদ্দীপিত হয়ে থাকে। মূল বিষয় সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে মানব নাফসের চিন্তাভাবনা সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হলো।

www.nagorikpathagar.org

নাফসের চিন্তা-ভাবনায় রয়েছে প্রকারভেদ, (১) মানবীয় নাফস-আত্মার স্বীয় চিন্তা-ভাবনা, (২) শয়তানের অনুপ্রেরণায় নাফসের চিন্তাভাবনা, (৩) নাফসের মালায়েকানী/দেবদূত প্রতিম চিন্তাভাবনা, (৪) রব্বানী নাফসের চিন্তাভাবনা [*আল্লাহ তা'আলার প্রতি গভীর ভালোবাসায় ধার্মিক নাফস*]।

(১) নাফসের বা প্রবৃত্তির চাহিদা ও চিন্তাভাবনা এবং শয়তানের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে শয়তানিক প্রবৃত্তির চিন্তাভাবনার মধ্যে লক্ষণীয় তফাত রয়েছে। মানবীয় আত্মা বা নাফসের চাহিদা এবং চিন্তাভাবনা হচ্ছে Impulsive বা আবেগ জড়িত অর্থাৎ ঝোঁকের বশে কাজ করা। তবে আবেগ জড়িত অবস্থা থেকেই সৃষ্টি হয় বাধ্যতামূলক [Compulsive] অভ্যাসে। তাতে মানসিক অবস্থা এমনরূপ ধারণ করে যে, অনেক কিছুই ইচ্ছার বিরুদ্ধে [*সহজাত প্রকৃতির বিরুদ্ধে*] মানুষকে করতে হয়। এই প্রকৃতির মানবীয় নাফসই শয়তানের প্রিয়বস্তু। কাজেই এই নাফসকে অবৈধ কাজে জড়িত করতে শয়তানের জন্য সহজ সাধ্য হয় এবং অতিসত্বর সে শয়তানের ফিসফিসানি/অনুপ্রেরণায় সাড়া দিয়ে থাকে। শেষ বিচার দিবসে এই প্রকৃতির নাফসের কথা উল্লেখ করে মানুষের অনৈতিক কাজের বোঝা শয়তান তাদের উপর চাপিয়ে দেবে। শেষ বিচার দিবসে কেউ কারও সাহায্য করতে পারবে না। কাজেই শয়তানের অনুপ্রেরণায়, আহ্বানে এবং প্রতিশ্রুতিতে আশ্বস্ত হয়ে যারা সাড়া দিত, তাদের সাহায্যে শয়তান হবে সম্পূর্ণরূপে অপারগ। বস্তুত সকলকেই কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। এ প্রসংগে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

وَقَالَ الشَّيْطٰنُ لَمَّا قُضِيَ الْاَمْرُ اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُّكُمْ فَاَخْلَفْتُكُمْ ط
وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ اِلَّآ اَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِيْ ج فَلَا تَلُوْمُوْنِيْ
وَلُوْمُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ط مَآ اَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَآ اَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ ط اِنِّيْ كَفَرْتُ بِمَآ
اَشْرَكْتُمُوْنِ مِنْ قَبْلُ ط اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ.

"যখন সব কাজের ফয়সালা হয়ে যাবে, তখন শয়তান বলবে, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে সত্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং আমিও তোমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, অতঃপর তা ভঙ্গ করেছি [*তার প্রতিশ্রুতি হল, মিথ্যা– যা রক্ষা করার ক্ষমতা তার নেই*]। তোমাদের উপর তো আমার কোনো ক্ষমতা ছিলো না, কিন্তু এতটুকু যে, আমি তোমাদেরকে ডেকেছি, অতঃপর তোমরা আমার ডাকে সাড়া দিয়েছিলে। অতএব তোমরা আমাকে দোষারোপ করো না, তোমরা নিজেদেরকে দোষারোপ

www.nagorikpathagar.org

কর। আমি তোমাদের উদ্ধারে সাহায্যকারী নই এবং তোমরাও আমার উদ্ধারে সাহায্যকারী নও। ইতোপূর্বে তোমরা আমাকে যে আল্লাহর শরীক [*তার অনুপ্রেরণায় আল্লাহ তা'আলার অবাধ্য হয়েছিলে*] করেছিলে, তার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। নিশ্চয় যারা যালেম তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।" {১৪-সূরা ইব্রাহীম : ২২}

নর-নারীর ভালোবাসা বস্তুত আবেগ প্রবৃত্ত, তাই প্রাথমিক অবস্থায় মানবীয় চিন্তার প্রভাবে ঘটে থাকে। কাউকে ভালোবাসা কোনো অবৈধ কাজ নয়, প্রকৃতপক্ষে অন্য মানবের প্রতি বিশেষভাবে নর-নারী পারস্পরিক ভালোবাসা হচ্ছে মানুষের সহজাত প্রকৃতি। তবে ভালোবাসার নামে মানুষ যখন প্রবৃত্তির অবৈধ চাহিদা পূরণের জন্য উদ্যোগী হয় তখন শয়তানিক নাফসের অংশগ্রহণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। কারণ আদম সন্তানকে ব্যভিচারে লিপ্ত করতে পারলেই শয়তানের উদ্দেশ্য সার্থক হয়।

(২) আর নাফস শয়তানের চিন্তাভাবনা হচ্ছে শয়তানের প্রভাবে বিশেষ কোনো অনৈতিক কাজের প্রতি বিভিন্নভাবে পুনরাবৃত্তি-প্রবণ হওয়া, অর্থাৎ চিন্তাভাবনার পুনরাবৃত্তি করা। বিশেষ কোনো অনৈতিক কাজে নাফসকে অনুপ্রাণিত করতে শয়তান ব্যর্থ হলেও সে সহজে হাল ছাড়ে না। সে পুনরায় ভিন্ন পদ্ধতিতে মানবীয় নাফসকে খারাপ কাজে জড়িত করতে চেষ্টা করবে। অন্যথায় নাফস কোনো অনৈতিক কাজে একবার ব্যর্থ হলে অথবা আবেগের উপশম হলে, সে বিবেকের তাড়নায় উক্ত কাজে জড়িত হওয়ার উদ্দ্যম হারিয়ে ফেলে। অথচ শয়তানের প্রভাবে নাফস শয়তান অথবা শয়তান চিন্তাভাবনার পুনরাবৃত্তি করে সহজেই হাল ছাড়ে না। তাই পরিশেষে বলা যায়, মানবীয় নাফস হচ্ছে আবেগ প্রবণ, আর নাফস শয়তান হচ্ছে নাছোড় বান্দার মতো অটল, পারসিসটেন্ট (Persistent)। তবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, মানবীয় নাফস আবেগ জড়িত হলেও যদি কোনো কাজের প্রতি বাধ্যতামূলক অভ্যাসে পরিণত হয় তখন নানা প্রকার অনৈতিক বস্তুতে সহজেই আসক্ত হয়ে যায়। যেমন তা কারো কারো বেলায় খাবারের চিন্তায় আবিষ্ট থাকা, মদ্যপানে আসক্তি, অতিরিক্ত খেলা-ধুলা, গান-বাজনা শুনার প্রতি আকৃষ্ট হওয়া, ইন্টারনেটের বিভিন্ন বিষয়ে সক্রিয়তা, নর-নারীর সংমিশ্রণে অশ্লীলতা এবং সিনেমা-নাটক দেখায় আসক্তি ইত্যাদি।

(৩) এ্যানজেলিক বা মালায়েকানী বা দেবদূত প্রতিম নাফস সর্বদাই অর্থবহ ভালো কাজের প্রতি আহ্বান করে থাকে এবং অনৈতিক কাজ থেকে দূরে থাকায় উৎসাহ দেয়। সকল মানুষের মধ্যে এইরকম নাফসের উপস্থিতি রয়েছে। কাজেই ভালো কাজের প্রতি সকলেই আকৃষ্ট হয়ে থাকে। তবে মুসলিমদের প্রকৃতিতে

www.nagorikpathagar.org

মালায়েকানী নাফসের উপস্থিতি সুস্পষ্টভাবে বিদ্যমান কারণ তারা তাওহীদে বিশ্বাসী বা তাওহীদি জনতা।

(৪) রব্বানী নাফস বা আল্লাহ-সচেতন নাফস। আল্লাহ্-সচেতন নাফসে উত্তীর্ণ হতে মানবকে আল্লাহ তা'আলার সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জন করার পর জীবন-যাপনে আল্লাহ তা'আলার বাধ্য থাকতে দৃঢ়তার সাথে সংগ্রাম করতে হয়। আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত সকল নবী-রাসূলই এই প্রকৃতির নাফসের অধিকারী ছিলেন। এজন্যই আল্লাহ-সচেতন নাফস হিসেবে আল্লাহ তা'আলার আদেশের বহির্ভূত কোনো কাজই তারা করেননি। এই প্রকৃতির নাফসে অধিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও তাদেরকে শয়তানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়েছে, আল-কুরআনে এ সম্পর্কে বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। তদুপরি আদম সন্তানের অনেক মনীষী আল্লাহ তা'আলার প্রেমে মানুষের কল্যাণে আত্মত্যাগী হয়ে আল্লাহ তা'আলার কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণী বান্দায় পরিণত হয়ে আউলিয়ার পদবি পেয়েছেন। মানব ইতিহাসে আল্লাহ তা'আলা প্রেমিক বহু আউলিয়ার নাম স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ আছে।

www.nagorikpathagar.org

ভূমিকা

যে শত্রুকে চোখে দেখা যায় না অথচ তার অনুপ্রেরণা, প্ররোচনা এবং প্রভাব থেকে দূরে থাকার জন্য প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করতে হয় নিঃসন্দেহে সেই মানবতার প্রধান শত্রু। আর যেহেতু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে রোগজীবাণুর মতো শয়তানের কার্যক্ষমতা এবং পদ্ধতি নিরূপণ করা যায় না, কাজেই তার অনুপ্রেরণা দেয়ার পদ্ধতি এবং কৌশল সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত আসমানী কিতাব থেকে সঠিকভাবে জ্ঞান অর্জন করা সবার জন্যই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তবে মুসলিম উম্মতের জন্য এটি অপরিহার্য। কারণ তারা আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বাণীতে একনিষ্ঠভাবে বিশ্বাসী।

অদৃশ্য শত্রুদের সাথে সংগ্রাম করার নির্দিষ্ট কতগুলো পদ্ধতি রয়েছে। এগুলো ব্যবহার করতে গেলে অদৃশ্য শত্রুর আক্রমণের পদ্ধতি সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকা অনস্বীকার্য। অথচ অধিকাংশ মানুষ, এই অদৃশ্য শত্রুর ব্যাপারে উদাসীন অথবা তার অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্ধিহান। যাদের জ্ঞান রয়েছে তারাও উদাসীন বিধায় শয়তানের আক্রমণের কৌশল এবং পদ্ধতি সম্পর্কে অজ্ঞ। তবুও জানার চেষ্টা তারা করে না। মানবতার শত্রু অদৃশ্যে থেকে প্রতিমুহূর্তে মানবকে যে খারাপ কাজে জড়িত হওয়ার জন্য অনুপ্রেরণা দিচ্ছে, বিভিন্নভাবে অনুপ্রাণিত করছে, সেটি অধিকাংশ মানুষই বুঝতে পারে না। এজন্যই তাদের ধারণা যা কিছু অন্যায় করছে এবং যে সমস্ত খারাপ কাজের চিন্তাভাবনায় জড়িত আছে, সেগুলো সবই তাদের নিজস্ব চিন্তাভাবনার এবং নাফস চাহিদার ফসল। অথচ আদম সন্তান সহজাত প্রকৃতির প্রভাবে ভালো ছাড়া মন্দ কাজে জড়িত হতে পারে না। তাই সকল আদম সন্তানের কার্যকলাপ ও চিন্তাভাবনা বস্তুত একরকম হওয়া উচিত।

অথচ বাস্তবে দেখা যায়, তাদের ভালো-মন্দ কার্যকলাপে রয়েছে লক্ষণীয় তারতম্য। সকলেরই দু'টি করে চোখ, কান, হাত, পা এবং শরীরের ভেতরে একই রকম অঙ্গ এবং দেহযন্ত্র রয়েছে। মানব সন্তানকে সচল রাখার জন্য এই যন্ত্রগুলোর কার্যপদ্ধতি একই ধরনের কিন্তু দু'টি মানব সন্তানের চিন্তাভাবনায় ও কাজকর্মের সম্পূর্ণরূপে মিল আছে, এ রকম অত্যন্ত বিরল। সকল মানুষ যদি আল-ফিতরাত [*সহজাত প্রকৃতির*] প্রভাবে সর্বদাই কাজ করতো তা হলে প্রায় সব কাজের মধ্যেই মিল খুঁজে পাওয়া যেত। কারণ তারা সর্বদা ভালো কাজে অনুপ্রাণিত হতো। তাই বলার অপেক্ষা রাখে না যে, মানবের বিশুদ্ধ চিন্তাভাবনাকে [*আল-ফিতরাতকে*] বিভিন্ন মাত্রায় কলুষিত করা এবং পরিবর্তন করার জন্য নিশ্চয় অন্য একটি অদৃশ্য শক্তি বিভিন্ন কৌশলে সর্বদাই কাজ করে যাচ্ছে। আদম সন্তান

www.nagorikpathagar.org

স্বভাবগতভাবে বিশুদ্ধ, কেননা তাকে আল্লাহ তা'আলা বিশুদ্ধচিত্ত, "ফিতরাতুল্লাহ", আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদে বিশ্বাস করার যোগ্যতাসম্পন্ন প্রকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ.

"তুমি একনিষ্ঠ হয়ে নিজকে দ্বীনে প্রতিষ্ঠিত কর। আল্লাহর প্রকৃতির [*ফিতরাতুল্লাহ*] অনুসরণ কর, যে প্রকৃতি [*ভালো কাজের চিন্তাভাবনা করার যোগ্যতা*] অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন; আল্লাহর সৃষ্টির কোনো পরিবর্তন নেই। এটিই সরল দ্বীন; কিন্তু অধিকাংশ মানুষই জানে না।" *{৩০-সূরা রূম : ৩০}*

সহজাত প্রকৃতির অথবা বিশুদ্ধ অন্তঃকরণের সাহায্যে মানুষ শুধুমাত্র ভালোটা বেছে গ্রহণ করায় অনুপ্রাণিত হয়। তবুও সে বিভিন্ন গর্হিত অপরাধে এবং কাজে জড়িত হয়। কোন্ শক্তির অদৃশ্য কৌশলের প্রভাবে মানুষ অন্যায় করে এবং ভালো-মন্দের মধ্যে যে লক্ষণীয় পার্থক্য রয়েছে, কোন্ সহজাত প্রকৃতির প্রভাবে সহজে সেটি বুঝে সর্বক্ষেত্রে সে ভালো-মন্দের পার্থক্য করতে পারে না? এগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, যদি অনুধাবন করা যায়। এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর খোঁজে নিজের স্বার্থে সতর্ক হওয়ায় মানুষের দায়িত্ব রয়েছে। অদৃশ্য শত্রুর প্ররোচনা থেকে নিরাপদে থাকতে তার শত্রুতার ও আক্রমণ করার পদ্ধতি সম্পর্কে অবশ্যই সঠিক জ্ঞান ও ধারণা থাকা দরকার। আল-কুরআনের আয়াত থেকে স্পষ্ট যে, আদম সন্তানকে বিপথগামী করার জন্য মানবতার শত্রু 'শয়তান' দৃঢ়ভাবে প্রতিজ্ঞা করেছে। এ প্রসংগে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ۙ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ ۖ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ.

"সে [ইবলিস] বললো, 'তুমি যেহেতু আমাকে বিপথগামী (আগওয়ায়তানি)* করলে, এই জন্য আমিও তোমার সরল পথে মানুষের জন্য নিশ্চয় ওঁত পেতে থাকব; 'অতঃপর আমি তাদের [মানুষদের] নিকট আসবই তাদের সম্মুখ, পশ্চাৎ, ডান ও বাম দিক হতে এবং তুমি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবে না।" *{৭-সূরা আরাফ : ১৬-১৭}*

*[*ইবনে আব্বাসের মতে বিপথগামী করা, অন্যদের মতে শাস্তি দান {ইবনে কাসীর, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৩১; আত-তাবারী ১২:৩৩২}*]

www.nagorikpathagar.org

قَالَ رَبِّ بِمَآ اَغْوَيْتَنِىْ لَاُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِى الْاَرْضِ وَلَاُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ.

"সে [*ইবলিস*] বললো, 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি যে আমাকে বিপথগামী করলে সেজন্য আমি পৃথিবীতে মানুষের নিকট পাপ কর্মকে শোভন করে তুলব এবং আমি তাদের সকলকেই বিপথগামী করব।" { *১৫-সূরা হিজর : ৩৯* }

শয়তানের ঔদ্ধত্যপূর্ণ প্রতিজ্ঞা সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেছেন,

قَالَ اَرَءَيْتَكَ هٰذَا الَّذِىْ كَرَّمْتَ عَلَىَّ لَئِنْ اَخَّرْتَنِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَاَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهٗٓ اِلَّا قَلِيْلًا.

"সে বললো, আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন, আপনি একে আমার উপর মর্যাদা দিয়েছেন? আপনি যদি কেয়ামতের দিবস পর্যন্ত আমার শাস্তি স্থগিত রাখেন, তবে আমি নিশ্চয়ই তার বংশধরদেরকে আমার নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসবো, কেবল কয়েকজন ছাড়া।" { *১৭-সূরা বনী ইসরাঈল : ৬২* }

উপরোল্লিখিত আয়াত থেকে স্পষ্ট যে, মানবতার শত্রু 'শয়তান' এবং তার দল [*অদৃশ্য সত্তা হিসেবে*] আদম সন্তানকে একমাত্র মাথার উপরের দিক ব্যতিরেকে আর সকল দিক থেকে বিভিন্ন পদ্ধতি এবং কৌশলে আক্রমণ করবে, এটিই হচ্ছে শয়তান দলের প্রতিজ্ঞা। মানুষ জাতির বিশেষত্ব সত্য ও সহজাত প্রকৃতি থেকে বিপথগামী করায় সে সব রকম পদ্ধতিতে সংগ্রাম চালাবে। এর ব্যাখ্যায় ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, "আমি তাদের কাছে আসব তাদের সম্মুখ দিক থেকে" বোঝায়, পরকাল সম্পর্কে তাদের অন্তরে সন্দেহ সৃষ্টি করব। "তাদের পশ্চাৎ" বোঝায়, পার্থিব জীবনের প্রতি তাদেরকে বেশী আকৃষ্ট করব। "দক্ষিণ দিক" বলতে বোঝায়, ধর্ম সম্পর্কে বিভ্রান্ত করব। "বাম দিক" বলতে বুঝায়, পাপ কর্মকে তাদের জন্য সুশোভিত করব। { *ইবনে কাসীর, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৩২; আত-তাবারী, ১২:৩৩৮* } শয়তান এ কথা বলেনি যে, সে আদম সন্তানের মাথার উপর দিক থেকে আসবে এ প্রসংগে ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, "কারণ মাথার উপর থেকে আল্লাহ্ তা'আলার রহমত বর্ষিত হয়ে থাকে।" {ইবনে কাসীর, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৩৩; আত-তাবারী, ১২:৩৪১ }

অতএব মানব সন্তানের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার রহমত বন্ধ বা প্রতিরোধ করার ক্ষমতা শয়তানের নেই। শয়তানকে এ রকম ক্ষমতা আল্লাহ্ তা'আলা দেননি। তবে অন্যায়, অসৎ কাজ করা এবং বিপথে যাওয়াকে মানুষদের জন্য সে সহজ করবে। এ সমস্ত কাজ করা মানব প্রবৃত্তির কাছে সে এবং তার দল শোভনীয় করে দেখাবে। এ কারণেই মানব সম্প্রদায়ের বৃহত্তর অংশের কার্যকলাপে শয়তানের

www.nagorikpathagar.org

প্রতিজ্ঞার বাস্তবরূপ সব সময়ই দেখা গেছে আজও যাচ্ছে। ফলে শয়তান মনে করে তার প্রতিজ্ঞায় সে সার্থক হয়েছে। এ প্রসংগে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ ۗ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ.

"আর তাদের [*সাবা জাতির অকৃতজ্ঞতা*] উপর ইবলিস তার অনুমান [*মানবজাতির অবাধ্যতার ব্যাপারে*] সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করল। ফলে তাদের মু'মিনদের একটি দল ব্যতীত সকলেই তার [*ইবলিসের*] পথ অনুসরণ করল। তাদের উপর শয়তানের কোনো ক্ষমতা ছিলো না, তবে কে পরকালে বিশ্বাস করে এবং কে তাতে সন্দেহ করে, তা প্রকাশ করাই ছিলো আমার উদ্দেশ্য*। তোমার প্রতিপালক সব বিষয়ে তত্ত্বাবধায়ক।" {*৩৪-সূরা সাবা : ২০-২১*}

*[*আদম সন্তানকে বিপথগামী করায় ইবলিসের নিজস্ব কোনো ক্ষমতা নেই। ইবলিসকে কিছুটা ক্ষমতা দিয়ে আদম সন্তানকে আল্লাহ তা'আলা পরীক্ষা করে থাকেন*]।

মানবজাতির অল্পসংখ্যক ছাড়া আর বাকী সকলেই মিথ্যার অনুসরণে অন্ধ বিশ্বাসে বিশ্বাসী হিসেবে নিজেদের খেয়াল খুশি অনুযায়ী জীবন যাপন করছে। এক্ষেত্রে মানবীয় নাফসের ভালো-মন্দ বেছে গ্রহণ করার স্বাধীনতা এবং অদৃশ্য শয়তানের প্ররোচনা সংযুক্তভাবে কাজ করছে। তাই মানবীয় নাফসের চাহিদা ও শয়তানের অনুপ্রেরণার মধ্যে তফাত নির্ধারণ করা অত্যন্ত কঠিন বিষয়। যার জন্য দরকার হয় শয়তানের দেয়া প্ররোচনার পদ্ধতি সম্পর্কে সঠিক সূত্রে পাওয়া পরিষ্কার জ্ঞান। বর্তমানে মানবজাতির প্রায় ৭০০ কোটি মানুষের মাত্র ১৬০ কোটি মানুষ তাওহীদে বিশ্বাসী। খৃস্টান সম্প্রদায় আহলে কিতাব, তা সত্ত্বেও 'ঈসাকে (আ.) কেন্দ্র করে শিরকে লিপ্ত রয়েছে। তবে আল্লাহ তা'আলা হেদায়াত দিয়ে যাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করবেন, শয়তান সেটি প্রতিরোধ করতে পারবে না। মানবজাতির অধিকাংশই আল-কুরআনে বিশ্বাসী নয় এবং বিশ্বাস করবে না, এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ.

"তুমি [*মুহাম্মদ (সা.)*] যতই চাও না কেন, অধিকাংশ মানুষই বিশ্বাস করার নয়।" *{১২-সূরা ইউসুফ : ১০৩}*

www.nagorikpathagar.org

অধ্যায়-১

মানব সন্তানের স্বাধীনতা

স্বাধীন চিত্ত নিয়ে সৃষ্টি হওয়ায় আদম সন্তান পার্থিব জীবনের জন্য ভালো বা মন্দ পথ নিজেরা পছন্দ করেই গ্রহণ করে থাকে। তবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, মানব চিত্তের স্বাধীনতায় সীমাবদ্ধতা রয়েছে। মহান রাব্বুল আলামীন যে সীমিত স্বাধীনতা দিয়েছেন তার বাইরে যাওয়ার ক্ষমতা কারো নেই। এই স্বাধীন চিত্তকে বলা হয়, আদম সন্তানের ব্যক্তি স্বাধীনতা অথবা ধর্মীয় স্বাধীনতা, আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধন করা এবং সর্বপ্রকার শোষণ, উৎপীড়ন ও মানবিক মূল্যবোধ বিরোধী আগ্রাসন থেকে মুক্ত থাকার স্বাধীনতা। ইহজগতে এই সীমিত স্বাধীনতা হচ্ছে আদম সন্তানের জন্য মহাপরীক্ষা। আদম (আ.) থেকে শেষ নবী মুহাম্মদ (সা.) পর্যন্ত অসংখ্য নবী-রাসূল প্রেরণ করে আল্লাহ তা'আলা মানবজাতির কাছে তাওহীদের দাওয়াত দিয়েছেন। প্রতিটি ভাষার মানুষের কাছে ভালো-মন্দের ব্যবধান পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, যাতে মানুষ তার সহজাত প্রকৃতির প্রভাবে ভালো-মন্দ যাচাই করে নিজের কল্যাণে পার্থিব জীবনের জন্য সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে সৎপথে জীবন যাপন করতে পারে।

তাই বলা যায়, ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি চিন্তাশক্তি ব্যবহারে ভালো-মন্দ যাচাই করার পর ভালো বা মন্দের যে কোনো একটি গ্রহণে সে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন। এই স্বাধীনতার ব্যবহারে মানবজাতির একদল আল্লাহ তা'আলাকে ভালোবেসে তাওহীদে বিশ্বাস স্থাপন করে বিশ্বাসী হয়েছে বা হয়ে থাকে, আর অন্যদল তাওহীদের বিমুখতায় শয়তানকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে অবিশ্বাসী হয়ে যায় বা হয়েছে। বস্তুত মানুষের মধ্যে যারা স্বীয়চিত্ত স্বাধীনতার ব্যবহারে সত্য গ্রহণে আগ্রহী হয়ে আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত সত্যদ্বীন অনুসন্ধান করবে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তাঁর সীমাহীন অনুগ্রহে স্থান দেবেন। এ প্রসংগে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

فَرِيْقًا هَدٰى وَفَرِيْقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلٰلَةُ ؕ اِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيٰطِيْنَ اَوْلِيَاۤءَ مِنْ دُوْنِ
اللّٰهِ وَيَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ.

"একদল কে তিনি সৎপথে পরিচালিত করেছেন [*যারা সত্যানুসন্ধানে ব্রতচারী হয়েছে*] এবং অপর দলের পথভ্রষ্টতা সংগতভাবে নির্ধারিত করেছেন [*যারা অনুসন্ধানকে উপেক্ষা করে*]। তারা আল্লাহকে ছেড়ে শয়তানকে তাদের অভিভাবক [*আউলিয়া বা*

www.nagorikpathagar.org

বন্ধু, রক্ষাকারী, উপদেষ্টা ইত্যাদি] করেছে ও নিজেদেরকে তারা সৎপথগামী মনে করে।" *[৭-সূরা আরাফ : ৩০]*

আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে সমস্ত মানবজাতিকে এক সম্প্রদায় অর্থাৎ তাওহীদে বিশ্বাসী আত্মসমর্পণকারী বান্দা [*মুসলিম*] করতে পারতেন, আল্লাহ তা'আলা এ প্রসংগে বলেছেন–

وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ يُّضِلُّ مَنْ يَّشَاءُ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَاءُ ؕ وَلَتُسْئَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ.

"ইচ্ছা করলে আল্লাহ তোমাদেরকে এক জাতি করতে পারতেন, কিন্তু তিনি যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন [*যে নিজের ইচ্ছায় অসৎপথ বেছে নেয়, তখন তাকে সে রাস্তায় ছেড়ে দেন*] এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন [*যে নিজের ইচ্ছায় সৎপথ বেছে নেয়, তখন তিনি তাকে সৎপথে থাকতে সাহায্য করেন*]। তোমরা যা কর সে বিষয়ে অবশ্যই তোমাদেরকে প্রশ্ন করা হবে।" { *১৬-সূরা নাহল : ৯৩* }

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَاٰمَنَ مَنْ فِي الْاَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيْعًا ؕ اَفَاَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتّٰى يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ.

"তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করলে পৃথিবীতে যারা আছে তারা সকলেই ঈমান আনত; তবে কি তুমি মু'মিন হবার জন্য মানুষের উপর জবরদস্তি করবে?" { *১০-সূরা ইউনুস : ৯৯* }

মানবজাতির জন্য আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত "রহমত" রাসূল (সা.)। কাজেই তিনি (সা.) চেয়েছেন সকলেই হেদায়াত প্রাপ্ত হয়ে শেষ বিচার দিবসের কঠিন বিচার এবং শাস্তি থেকে মুক্তি লাভ করুক। এজন্যই পরকালের বাস্তব বর্ণনা দিয়ে মর্মস্পর্শী বাক্যের মাধ্যমে নানা কৌশলে রাসূল (সা.) চেষ্টা করেছেন। অতঃপর কেউ হেদায়াত গ্রহণ করা থেকে বিমুখ হলে তিনি (সা.) মানসিকভাবে ভীষণ কষ্ট পেতেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ اَلَّا يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ.

"তারা বিশ্বাস করে না বলে তুমি হয়তো মর্মব্যথায় আত্মঘাতী হবে।" *[২৬-সূরা শো'আরা : ৩]*

হাবীবকে (সা.) সান্ত্বনা দেয়ার জন্যই উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "তুমি জোর করে কাউকে বিশ্বাস করাতে পারবে না।" তবে তোমার

www.nagorikpathagar.org

উপর অর্পিত দায়িত্ব হচ্ছে শুধুমাত্র মানুষের কাছে দাওয়াত পৌঁছে দেয়া। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

... عَلَيْكَ الْبَلٰغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ.

"... তোমার দায়িত্ব তো পৌঁছে দেয়া এবং আমার দায়িত্ব হিসাব নেয়া।" *{১৩-সূরা রা'দ : ৪০}*

অতএব বলাই বাহুল্য মানবের স্বাধীন চিত্ত বা স্বাধীনতার কারণেই শেষ বিচার দিবসে আল্লাহ তা'আলার সম্মুখে নিজের কৃতকর্মের বিচারের জন্য তাকে উপস্থিত হতে হবে।

সত্য ও অসত্যের মধ্যে পার্থক্য সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান আসার পর মানুষ ধর্মীয় স্বাধীনতার সুযোগ ব্যবহার করে সৎপথের অথবা ভ্রান্ত পথের জীবন ব্যবস্থা বেছে গ্রহণ করে থাকে। অতঃপর ইচ্ছানুযায়ী বেছে নেয়া পথে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ছেড়ে দেন এবং সব রকম জীবনোপকরণ দিয়ে সাহায্য করেন। এজন্যই সৎ ও ভ্রান্ত পথের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করার প্রয়াসে নবী-রাসূলের মাধ্যমে মানুষ জাতির কাছে আসমানী কিতাব পৌঁছে দিয়েছেন। অসৎপথকে পরিত্যাগ করে সৎ ও ন্যায়ের পথ অথবা তাওহীদে বিশ্বাস স্থাপন করার সুযোগ মানবজাতিকে আল্লাহ তা'আলা দিয়েছেন। এমনকি ফেরাউনের মতো যালেম বাদশাহকেও মূসার (আ.) মাধ্যমে তাওহীদের দাওয়াত আল্লাহ তা'আলা দিয়েছিলেন, তবুও ফেরাউন তাওহীদের দাওয়াতকে ঔদ্ধত্যের সাথে প্রত্যাখ্যান করেছিল। তাই যালেম বাদশাহ ফেরাউন এবং তার দলবলকে আল্লাহ তা'আলা ধ্বংস করে দেন। সত্য দ্বীনের দাওয়াত এবং তাওহীদ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা না দিয়ে আল্লাহ তা'আলা কাউকে শাস্তি দেননি। ফেরাউন সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُوْلَآ إِنَّا رَسُوْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

"অতএব তোমরা উভয়ে [*মূসা ও হারুন (আ.)*] ফেরাউনের নিকট যাও এবং বল, 'আমরা তো জগতসমূহের প্রতিপালকের রাসূল।" {২৬-সূরা শো'আরা : ১৬}

যালেম বাদশাহ ফেরাউনের উদ্ধত প্রকৃতির এবং অবাধ্যতার বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُّوْسٰى بِاٰيٰتِنَا بَيِّنٰتٍ قَالُوْا مَا هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرًى وَّمَا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِىْٓ اٰبَآئِنَا الْاَوَّلِيْنَ. وَقَالَ مُوْسٰى رَبِّىْٓ اَعْلَمُ بِمَنْ جَآءَ بِالْهُدٰى مِنْ عِنْدِهٖ وَمَنْ تَكُوْنُ لَهٗ عَاقِبَةُ الدَّارِ ط اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ. وَقَالَ فِرْعَوْنُ يٰٓاَيُّهَا الْمَلَاُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِّنْ

www.nagorikpathagar.org

اِلٰهِ غَیْرِیْ ۚ فَاَوْقِدْ لِیْ یٰهَامٰنُ عَلَی الطِّیْنِ فَاجْعَلْ لِّیْ صَرْحًا لَّعَلِّیْۤ اَطَّلِعُ اِلٰۤی اِلٰهِ

مُوْسٰی ۙ وَاِنِّیْ لَاَظُنُّهٗ مِنَ الْكٰذِبِیْنَ. وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُوْدُهٗ فِی الْاَرْضِ بِغَیْرِ الْحَقِّ

وَظَنُّوْۤا اَنَّهُمْ اِلَیْنَا لَا یُرْجَعُوْنَ. فَاَخَذْنٰهُ وَجُنُوْدَهٗ فَنَبَذْنٰهُمْ فِی الْیَمِّ ۚ فَانْظُرْ كَیْفَ

كَانَ عَاقِبَةُ الظّٰلِمِیْنَ.

"মূসা যখন তাদের [*ফেরাউন এবং তার দল*] নিকট আমার সুস্পষ্ট নিদর্শনগুলো নিয়ে এল তারা বললো, 'এ তো অলীক ইন্দ্রজাল মাত্র। আমাদের পূর্ব পুরুষগণের কালে কখনও এইরূপ কথা শুনিনি। মূসা বললো, 'আমার প্রতিপালক সম্যক অবগত কে তাঁর নিকট থেকে পথ নির্দেশ এনেছে এবং আখেরাতে কার পরিণাম শুভ হবে, যালেমরা সফলকাম হবে না। ফেরাউন বললো, হে পরিষদবর্গ। আমি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোনো ইলাহ্ আছে বলে জানি না [*সত্য জানার পরেও নিজেকে সে আল্লাহ তা'আলার সমকক্ষ দাঁড় করল*]! হে হামান! তুমি আমার জন্য ইট পোড়াও এবং একটি সুউচ্চ প্রাসাদ তৈরি কর; হয়ত আমি তাতে উঠে মূসার ইলাহকে দেখতে পারি। তবে আমি অবশ্য মনে করি যে, সে মিথ্যাবাদী। ফেরাউন ও তার বাহিনী অন্যায়ভাবে পৃথিবীতে অহংকার করেছিল [*নিজেদের স্বাধীন চিত্তের কারণে নিজেরাই ভ্রান্ত পথ বেছে নিয়েছিল*] এবং তারা মনে করেছিল যে, তারা আমার নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে না। অতএব, আমি তাকে ও তার বাহিনীকে ধরলাম এবং তাদেরকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম। দেখ, যালেমদের পরিণাম কি হয়ে থাকে।" {*২৮-সূরা কাসাস : ৩৬-৪০*}

মানুষের ভালো-মন্দ বেছে গ্রহণ করার স্বাধীনতা আছে বিধায় আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত রহমত ও শেষ রাসূল (সা.) ইচ্ছামতো কাউকে তাওহীদে বিশ্বাসী করতে পারেননি। যদিও তিনি (সা.) চেয়েছিলেন তাঁর প্রিয়জন এবং আরবের সকলেই তাওহীদে বিশ্বাসী হয়ে মুসলিম হোক। কারণ মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করলে আখেরাতে কি ধরনের কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে, সেটা তিনি আল-ইসরা ওয়াল মিরাজের রাত্রে স্বচক্ষে দেখেছিলেন। অথচ পূর্ববর্তীতে প্রেরিত কোনো নবী-রাসূলই এ ধরনের সুযোগ পাননি।

রাসূলের (সা.) দায়িত্ব ছিলো শুধুমাত্র মানুষের কাছে তাওহীদের বাণী পৌঁছিয়ে দেয়া। রাসূল (সা.) নিজ পিতৃতুল্য আপন চাচা আবু তালেবকে তাওহীদে বিশ্বাসী করতে পারেননি। কারণ মানুষ হিসেবে আবু তালেবের ভালো-মন্দ বেছে নেয়ার স্বাধীনতা ছিলো। যার জন্য সে বাপ-দাদার ভ্রান্ত বিশ্বাসে অধিষ্ঠিত থেকে মৃত্যুবরণ করেছিল।

www.nagorikpathagar.org

ধর্ম গ্রহণে আদম সন্তানের স্বাধীনতা থাকবে, সেরকম প্রতিশ্রুতি দিয়েই মনুষ্যজাতিকে আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। তাই মানুষের মধ্যে যে কেউ তাওহীদে বিশ্বাস করতে পারে আবার নাও করতে পারে। তবে যে বিশ্বাস করবে, সে আখেরাতে পুরস্কৃত হবে এবং অবিশ্বাস করলে শাস্তি পাবে। এ বিষয়টি নবী-রাসূল প্রেরণ করে আল্লাহ তা'আলা আদম সন্তানদের সুস্পষ্টভাবে অবহিত করেছেন। আদম সন্তানের স্বাধীনতা প্রসংগে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا ج فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.

"আমি বললাম, 'তোমরা সকলেই এই স্থান থেকে নেমে যাও। পরে যখন আমার পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট সৎপথের কোনো নির্দেশনা আসবে তখন যারা আমার সৎপথের নির্দেশ অনুসরণ করবে তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।" { *২-সূরা বাকারাহ : ৩৮* }

قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ج فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى.

"তিনি বললেন, 'তোমরা উভয়ে [*আদম (আ.) ও শয়তান*] একই সংগে জান্নাত থেকে নেমে যাও। তোমরা পরস্পর পরস্পরের শত্রু। পরে আমার পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট সৎপথের নির্দেশ এলে, যে আমার পথ অনুসরণ করবে সে বিপথগামী হবে না ও দুঃখ কষ্ট [*মৃত্যুর পর*] পাবে না।" { *২০-সূরা তহা : ১২৩* }

আদম সন্তানকে ভালো-মন্দ পছন্দ করে বেছে গ্রহণ করার স্বাধীনতা দিয়েছেন বিধায় আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ধর্মে বা দ্বীনের ব্যাপারে কোনো জোর জবরদস্তি নেই।

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قف قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ج فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى ق لَا انْفِصَامَ لَهَا ط وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

"দ্বীন সম্পর্কে জোর জবরদস্তি নেই; সত্য পথ ভ্রান্ত পথ থেকে সুস্পষ্ট হয়েছে। যে তাগুতকে [*বিভ্রান্ত সবই হলো তাগুত অর্থাৎ তাওহীদের বিপরীত যা কিছু আছে সবই তাগুতের অন্তর্ভুক্ত*] অস্বীকার করবে ও আল্লাহকে বিশ্বাস করবে সে এমন এক মজবুত হাতল ধরবে যা কখনও ভাঙ্গবে না [*পার্থিব ও আখেরাতের জীবনে সে সাহায্য প্রাপ্ত হবে*]। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, প্রজ্ঞাময়।" { *২-সূরা বাকারাহ : ২৫৬* }

আল-কুরআনের মাধ্যমে মানবজাতির কাছে সত্যদ্বীন [*আল্লাহর প্রদত্ত জীবনাদর্শ*] এবং

www.nagorikpathagar.org

অসৎ ও ভ্রান্ত ব্যবস্থার মধ্যে যে সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে সেটি আল্লাহ তা'আলা শেষ বারের মতো পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেছেন। অতএব মানুষের ধর্মীয় স্বাধীনতা ও ব্যক্তি ইচ্ছার উপর নির্ভর করে যারা সত্যদ্বীনের অনুসন্ধানে সংগ্রাম করবে তারাই আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহে হেদায়াত প্রাপ্ত হবে। আল্লাহ তা'আলা নিজ অনুগ্রহে তাদের জীবন যাপনের পথকে সহজ করবেন এবং তাদেরকে সত্যদ্বীনে প্রতিষ্ঠিত রাখবেন।

মানবজাতির কাছে সত্যদ্বীন ইসলামী মূল্যবোধের উৎস আল-কুরআন এবং রাসূলের (সা.) সুন্নাহ সুস্পষ্টভাবে বিদ্যমান আছে অথচ মানবজাতির বৃহত্তর অংশ ইসলাম এবং তাওহীদ সম্পর্কে অবগত নয়। তাওহীদের দাওয়াত দিতে মুসলিম উম্মতের উদাসিনতা ও অপরিপক্কতা এবং ইসলামী জীবনাদর্শে পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত কোনো মুসলিম সরকার না থাকাই হচ্ছে এর প্রধান কারণ। তাই মুসলিম উম্মতের প্রধান এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ব্যক্তি ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ইসলামী জীবনাদর্শের বিধিবিধান পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত করা এবং বিচক্ষণতার মাধ্যমে আল-কুরআনের শাশ্বতবাণী অন্যদের কাছে পৌঁছে দেয়া। অতঃপর মানুষ আল-কুরআনে বিশ্বাস করবে অথবা করবে না সেটি সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করবে তাদের ইচ্ছা এবং আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহের উপর।

মানবজাতির অধিকাংশ মানুষই বিভিন্ন ধর্মে বিশ্বাসী পিতা-মাতার ঘরে জন্মগ্রহণ করে থাকে, ফলে পিতৃপুরুষদের ধর্মীয় বিধিনিষেধের শিক্ষায় তারা দীক্ষিত হয়। তা সত্ত্বেও তাদের মধ্য থেকে একটি বিশেষ অংশ আল-কুরআনে বিশ্বাস স্থাপন করে মু'মিন হয়েছেন এবং প্রতিদিনই হচ্ছে। যারা পিতৃ পুরুষদের ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিত্তি নিয়ে প্রশ্ন করে তার সঠিক উত্তর খোঁজার জন্য দ্বীন-ধর্মের অনুসন্ধানে আত্মনিয়োগ করেছে তারাই আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহে শাশ্বতবাণী আল-কুরআনের সংস্পর্শে এসে হেদায়াত প্রাপ্ত হয়েছে। অনুগ্রহপূর্বক আল্লাহ তা'আলা, তাদেরকে সত্যদ্বীনের সংস্পর্শের মাধ্যমে সরল সহজ পথে পরিচালিত করেছেন এবং করছেন।

ইসলামের প্রথম যুগে এমন এক সত্যের সন্ধানী হিসেবে পরিচিত একজন শ্রেষ্ঠ সাহাবী সালমান আল-ফারসী (রা.)। তিনি পারস্য সাম্রাজ্য থেকে সত্যের সন্ধানে বের হয়ে অনেক উত্থান পতনের মাধ্যমে মদীনায় এসে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে বিশিষ্ট সাহাবী হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাই বলা যায়, তাওহীদের সন্ধানে যারা বের হয়েছে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে হেদায়াতের মাধ্যমে সত্যের সন্ধান দিয়েছেন। হেদায়াতের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

www.nagorikpathagar.org

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهٖ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ط فَيُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ ط وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ.

"আমি প্রত্যেক রাসূলকেই তার স্বজাতির ভাষাভাষী করে প্রেরণ করেছি তাদের নিকট পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন এবং তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।" {*১৪-সূরা ইব্রাহীম : ৪*}

اِنْ تَحْرِصْ عَلٰى هُدٰىهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِىْ مَنْ يُّضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ.

"তুমি তাদেরকে পথ-প্রদর্শন করতে আগ্রহী হলেও আল্লাহ্ যাকে বিভ্রান্ত করেছেন,* তাকে তিনি সৎপথে পরিচালিত করবেন না এবং তাদের কোনো সাহায্যকারীও নেই।" { *১৬-সূরা নাহল : ৩৭*}

* [*বিভ্রান্তরা নিজেদের অবাধ্য ও সীমালংঘনের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহে হেদায়াত প্রাপ্ত হওয়ার যোগ্যতা হারিয়েছে।*]

ইতোপূর্বে যাদেরকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করেছেন তারা আল্লাহ্ তা'আলার প্রদত্ত বিধিনিষেধ উপেক্ষার মাধ্যমে নিজেদের অবাধ্য ও সীমালংঘনের কারণেই ধ্বংস হয়েছে। নবী-রাসূলরা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাওহীদের দাওয়াত নিয়ে পর্যায়ক্রমে মানবজাতির কাছে আসেন এবং তাদের মধ্যে বসবাস করে তাওহীদের বাণী প্রচার করেন। এইভাবে তাওহীদের সত্যতা পরিষ্কারভাবে প্রকাশ পাওয়ার পর যারা সত্যকে ঔদ্ধত্যের সাথে প্রত্যাখ্যান করেছে তারাই আল্লাহ্ তা'আলার লা'নত প্রাপ্ত হয়ে ধ্বংস হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেছেন–

لَقَدْ اَنْزَلْنَآ اٰيٰتٍ مُّبَيِّنٰتٍ ط وَاللّٰهُ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ.

"আমি তো সুস্পষ্ট নিদর্শন [*আল-কুরআন*] অবতীর্ণ করেছি, আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করেন।" { *২৪-সূরা নূর : ৪৬*}

اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتٰبًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِىَ ق تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُوْدُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ج ثُمَّ تَلِيْنُ جُلُوْدُهُمْ وَقُلُوْبُهُمْ اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ ط ذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْدِىْ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ط وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ.

"আল্লাহ্ অবতীর্ণ করেছেন উত্তম বাণী সম্বলিত কিতাব যা সুসামঞ্জস্য এবং যা পুনঃপুনঃ আবৃত্তি করা হয়। তাতে, যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে, তাদের গাত্র রোমাঞ্চিত হয়, অতঃপর তাদের দেহ মন প্রশান্ত হয়ে আল্লাহর স্মরণে ঝুঁকে

www.nagorikpathagar.org

পড়ে, এটিই আল্লাহর পথ নির্দেশ, তিনি যাকে ইচ্ছা তা দ্বারা পথ প্রদর্শন করেন, আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত করেন তার কোনো পথ প্রদর্শক নেই।" {৩৯-সূরা যুমার : ২৩}

আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বাণী আল-কুরআন থেকে একটি বিষয় সুস্পষ্ট যে, হেদায়াতের জন্য চেষ্টা না করলে কেউ হেদায়াত পায় না। মানুষ যদি নিজের পেটের খিদের তাড়নায় খাবার না খোঁজে তাহলে তাকে কেউ খাবার দেয় না অথবা ঘরে খাবার থাকলেও খাবারের জন্য এগিয়ে যেতে হয়। অন্যথা খাবার এসে তার কাছে হাজির হয় না। যারা জন্ম সূত্রে হেদায়াত প্রাপ্ত হয়েছে, যেমন আমরা মুসলিম মা-বাবার ঘরে জন্ম নিয়েছি বলেই মুসলিম হয়েছি, তাই আমরা নিজেদেরকে অত্যন্ত ভাগ্যবান মনে করি। আমাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার অশেষ অনুগ্রহ না থাকলে এটি কোনোভাবেই সম্ভব ছিলো না, কারণ জন্মের উপর মানুষের কোনো হাত নেই।

তবে ধর্মীয় বিশ্বাসকে সঠিকভাবে জীবনে প্রতিষ্ঠিত রাখতে মুসলিম উম্মতকে সবক্ষেত্রেই সংগ্রাম করতে হয়। এর ব্যতিক্রমে মুসলিম উম্মত তাওহীদে বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও ধর্মহীনভাবে অথবা ধর্মীয় মূল্যবোধের মূল্যায়ন না করে জীবন যাপন করতে পারে। তাই আল্লাহ তা'আলার অশেষ অনুগ্রহের জন্য [*মুসলিম ঘরে জন্মগ্রহণ করার তাওফিক দেয়ার জন্য*] মুসলিমদের উচিত ইসলামী জীবনাদর্শের বিধিবিধানে জীবন প্রতিষ্ঠা করা। অন্যদেরকে সঠিক পদ্ধতিতে ইসলাম ধর্মের দাওয়াত দিয়ে শুকরিয়া আদায় করে কৃতজ্ঞ বান্দা হওয়া। এ কাজে অবহেলা করলে তাওহীদে বিশ্বাসী হওয়ার মতো সুযোগ পেয়েও মুসলিম উম্মত অকৃতজ্ঞতায় জীবন যাপন করবে। উদাসিনতার জন্য কেয়ামতের বিচারে অবশ্যই তাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে। আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভালো জানেন।

ধর্মীয় বিশ্বাস হচ্ছে মানুষের অন্তরের ব্যাপার। এজন্যই প্রথমে তাওহীদের বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে হৃদয়ে বিশুদ্ধভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হয়, অতঃপর বিশ্বাসীদের সম্মুখে সেটি মুখে উচ্চারণ করে ঘোষণা দিতে হয়, যাতে বিশ্বাসীরা তার পক্ষে সাক্ষী হিসেবে থাকে। মানুষের অন্তরের খবর সর্বজ্ঞানী আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কেউ জানেন না। তাই কোনো ব্যক্তি যদি জীবনের ভয়ে অন্যদের কাছে অন্তরের বিশ্বাস গোপন রাখে তবুও সে আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহে হেদায়াত প্রাপ্ত হবে। অর্থাৎ তার হেদায়াতের জন্য আল্লাহ তা'আলা সরল-সহজ রাস্তা বের করে দেবেন। এটিই হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার রহমতে স্থান পেয়ে তাঁর অনুগ্রহে হেদায়াত প্রাপ্ত হওয়া। কারণ এ ব্যাপারে স্বাধীনতা থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলাকে ভালোবেসে তাওহীদের উপর বিশ্বাস একনিষ্ঠভাবে অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করেছে। মদ্যপান আল্লাহ তা'আলা হারাম করেছেন। ফলে আল্লাহ তা'আলার বিধানে আত্মসমর্পণ করে আল্লাহ তা'আলাকে ভালোবেসে মুসলিম উম্মতের অধিকাংশই মানব চক্ষুর

www.nagorikpathagar.org

অন্তরালেও মদ্যপান করে না, যদিও মানুষ হিসেবে এই ব্যাপারে তাদের পুরোপুরি স্বাধীনতা আছে।

এটি অনস্বীকার্য যে, স্বাধীনতার সুযোগ নিয়ে হারাম জানা সত্ত্বেও মুসলিমদের অনেকেই প্রকাশ্যে এবং গোপনে মদ্যপানসহ আরো বিবিধ ধরনের গর্হিত অন্যায় করছে। তবে সুযোগ থাকা সত্ত্বেও যে মদ্যপান এবং অন্যান্য বড় ধরনের অন্যায় না করার প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হয়, তার প্রতিশ্রুতিতে প্রতিষ্ঠিত থাকার শক্তিকে আল্লাহ তা'আলা আরও দৃঢ় করেন, যাতে এই গর্হিত অন্যায়-হারাম কাজ থেকে সে সর্বদা দূরে থাকতে পারে। অর্থাৎ এই ব্যক্তির "তাকওয়াকে" [*আল্লাহ তা'আলাকে সর্বক্ষেত্রে স্মরণ রাখার শক্তি*] অনুগ্রহপূর্বক আল্লাহ তা'আলা আরো শক্তিশালী করেন। এর বিপরীতে যারা ইচ্ছাকৃতভাবে এই গর্হিত অন্যায়গুলোতে জড়িত হওয়ার পর, নিজেরা এই বিপথ থেকে ফিরে আসার চেষ্টা করে না, তারা এই অন্যায় কাজে আসক্ত হয়ে নিজেদেরকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়। এটিই মানব প্রবৃত্তির স্বাধীনতা, যা দ্বারা মানুষ আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহে হেদায়াত প্রাপ্ত হতে পারে আবার অপব্যবহারে হেদায়াত পাওয়ার যোগ্যতা হারাতে পারে। অতএব আদম সন্তানের ভালো-মন্দ বাছাই করার জ্ঞান এবং শক্তি থাকা সত্ত্বেও ধর্মীয় স্বাধীনতার কারণে অধিকাংশ মানুষই 'তাগুত' বা শয়তানের অনুপ্রেরণায় আত্মসমর্পণ করে নিজেদেরকে আল্লাহ তা'আলার হেদায়াত প্রাপ্ত হওয়া থেকে দূরে রাখে এবং রাখছে।

মক্কার মুশরিকদেরকে তথা মানবজাতির সকলকেই আল-কুরআনে বর্ণিত ন্যায়বিচারে প্রতিষ্ঠিত থাকার এবং কা'বামুখী হয়ে একনিষ্ঠ চিত্তে এক উপাস্য আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করার আদেশই আল্লাহ তা'আলা দিয়েছেন। অথচ মানুষ স্বাধীন চিত্তের ব্যবহারে ইবাদতের জন্য শয়তানের প্ররোচনায় ভ্রান্তপথ বেছে নেয়। এ প্রসংগে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

قُلْ اَمَرَ رَبِّىْ بِالْقِسْطِ قف وَاَقِيْمُوْا وُجُوْهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ط كَمَا بَدَاَكُمْ تَعُوْدُوْنَ.

"বল, 'আমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন ন্যায়বিচারের।' প্রত্যেক সালাতে তোমাদের লক্ষ্য স্থির রাখবে [*যেখানেই থাক কা'বার দিকে মুখ করে নামায আদায় করবে*] এবং তার আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তাঁকে ডাকবে; তিনি যেভাবে প্রথমে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তোমরা সেইভাবে ফিরে আসবে*।" { *৭-সূরা আরাফ : ২৯* }

[* *জন্মের পূর্বে মানুষের শারীরিক গঠন এবং আকৃতি থাকে না। আল্লাহ তা'আলার কাছে তার*

www.nagorikpathagar.org

রূহ জমা থাকে। মাতৃগর্ভে পর্যায়ক্রমে জৈব পদার্থ দিয়ে মানুষের দেহ এবং আকৃতি সৃষ্টি করে আল্লাহ তা'আলা তার মধ্যে রূহ ফুঁকে দেন। অতঃপর সে একটি পূর্ণাঙ্গ দেহ আকৃতি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে থাকে। মৃত্যুর সময় তার আত্মা বা রূহ আবার আল্লাহ তা'আলার কাছে ফিরে যায় আর জৈব দেহ মাটিতে মিশে যায়। শেষ বিচার দিবসে মানুষের রূহ তার দেহের মধ্যে পুনরায় সংযোজন করে আগের মতোই মাটি থেকে আল্লাহ তা'আলা বের করবেন।]

فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَٰلَةُ ۗ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَٰطِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ.

"একদলকে তিনি সৎপথে পরিচালিত করেছেন এবং অপর দলের পথ-ভ্রান্ত হওয়া সংগতভাবে নির্ধারিত হয়েছে [*নিজেদের ইচ্ছায় তারা অসৎ পথের জীবন বেছে নিয়েছে*]। তারা আল্লাহকে ছেড়ে শয়তানকে তাদের অভিভাবক করেছিল ও নিজেদেরকে তারা সৎপথগামী মনে করতো [*শয়তানই তাদেরকে ভ্রান্ত বিশ্বাসে জড়িত রেখেছিল*]।" { *৭-সূরা আরাফ : ৩০* }

তাওহীদের সত্যবাণী ও হেদায়াতসহ মানবজাতির কাছে আল্লাহ তা'আলা পর্যায়ক্রমে নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। অথচ প্রবৃত্তির অন্যায় চাহিদার কারণে এবং শয়তানের প্রভাবে মানুষ ভ্রান্ত পথ গ্রহণ করে থাকে। এই ব্যাপারে *রাসূল (সা.) বলেছেন, "আমি এবং মানুষের দৃষ্টান্ত সেই ব্যক্তির ন্যায়, যে আগুন প্রজ্বলিত করলো। আর আগুন যখন তার চার পাশ আলোকিত করল, পতঙ্গ এবং যে সমস্ত প্রাণী আগুনে ঝাঁপ দেয় সেগুলো ঝাঁপ দিতে লাগল। তখন সে ব্যক্তি সেগুলোকে [আগুন থেকে] ফিরাবার চেষ্টা করল, তা সত্ত্বেও সেগুলো আগুনে পড়ে মরে। [তদ্রূপ] আমিও তোমাদের কোমর ধরে আগুন থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করি, কিন্তু তোমরা তাতে পতিত হও।" [সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড ৬, ৬০৩৩]*

অর্থাৎ মানুষ স্বীয় ইচ্ছায় বিপথগামী হয় এবং দোযখবাসী হওয়ার জন্য এগিয়ে যায়। রাসূল (সা.) এখন উম্মতের মাঝে শারীরিকভাবে উপস্থিত নেই কিন্তু তিনি (সা.) তাদের জন্য তথা সকল মানুষের জন্যই আল-কুরআন এবং সুন্নাহর মাধ্যমে হেদায়াত প্রাপ্ত হওয়ার সুন্দর ব্যবস্থা রেখে গেছেন। তাই সঠিকভাবে আল-কুরআনে বর্ণিত দিক নির্দেশনার অনুসরণ ও সুন্নাহর অনুকরণের মাধ্যমেই প্রতিদিন রাসূলের (সা.) শ্রেষ্ঠ আদর্শের উষ্ণতা মুসলিম উম্মত অনুভব করতে পারে এবং আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত মূল্যবোধ অনুসরণ করা তাদের জন্য কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেটিও বুঝতে পারে। আল-কুরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমেই তিনি (সা.) মানবজাতিকে তবে বিশেষভাবে মুসলিম উম্মতকে আগুনে পড়া থেকে রক্ষা করতে চান। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত শয়তানের প্রভাবে অধিকাংশ মানুষ এ পবিত্র

www.nagorikpathagar.org

বিধানকে উপেক্ষা করে বা গুরুত্ব না দিয়ে আগুনের দিকে [*খারাপ বা অন্যায়ের পথে*] ধাবিত হয় বা হচ্ছে।

যারা আল-কুরআন এবং সুন্নাহর অনুসরণে ও অনুকরণে জীবন যাপন করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হবে তারাই ইনশাআল্লাহ বিপথগামী হবে না। এ রকম প্রতিশ্রুতিই রাসূল (সা.) বিদায় হজের ভাষণে উম্মতকে দিয়েছেন। *রাসূল (সা.) বলেন, "হে লোক সকল ভালোভাবে বুঝে নাও যা আমি জানাচ্ছি। আমি আমার পেছনে রেখে যাচ্ছি দু'টি জিনিস: আল-কুরআন এবং সুন্নাহ, যদি তা তোমরা অনুসরণ কর, কখনও বিপথগামী হবে না।" [সহীহ মুসলিম, খণ্ড ১, ৩৯৭ ইংরেজী অনুবাদ]।* যারা অন্য ধর্মাবলম্বী পিতা-মাতার পরিবারে জন্মগ্রহণ করে আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহে এবং নিজেদের প্রচেষ্টায় মুসলিম, আর যারা জন্ম সূত্রে মুসলিম হয়েছে, সকলেই আল্লাহ তা'আলার সীমাহীন রহমতে স্থান পেয়ে হেদায়াত প্রাপ্ত হয়েছে। তাদেরকে গর্হিত পাপে, যেমন 'শিরক'-এ জড়িত করতে "মানবতার শত্রু" শয়তান ক্ষমতাহীন, সেটি সে নিজেই স্বীকার করেছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ۝ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ۝

"সে [*শয়তান*] বললো, "আপনার ক্ষমতার শপথ! আমি তাদের [*মানবজাতির*] সকলকেই পথভ্রষ্ট করব, 'তবে তাদের [*মানবজাতির*] মধ্যে আপনার একনিষ্ঠ বান্দাদেরকে নয়।" *[৩৮-সূরা সদ : ৮২-৮৩]*

www.nagorikpathagar.org

অধ্যায়-২

আক্রমণের পদ্ধতি এবং অনুপ্রেরণা দেয়ার কৌশল

ইহজীবনে আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহে হেদায়াত প্রাপ্ত হয়ে বান্দার মর্যাদায় উন্নীত হওয়া মানুষের জীবনে সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ এবং বড় প্রাপ্তি। কারণ এই প্রাপ্তির ফলাফল ইনশাআল্লাহ পরজীবনেও স্থায়ী হবে। আল্লাহ তা'আলার একনিষ্ঠ বান্দাকে শয়তান নানা পদ্ধতিতে ত্যক্ত করলেও, তাদেরকে অবিশ্বাসীতে পরিণত করতে সে অক্ষম। এটিই হচ্ছে ইহকালে আল্লাহ তা'আলার প্রিয় ও পছন্দের বান্দার জন্য অন্যতম পুরস্কার। তদুপরি সকল আদম সন্তানের উপর শয়তানের যে এক রকম ক্ষমতা নেই এটি তার অকাট্য প্রমাণ। আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহে হেদায়াত প্রাপ্ত একনিষ্ঠ বান্দাদের শিরকে লিপ্ত করতে শয়তানের কোনো শক্তি নেই। এই ব্যাপারে মহিমান্বিত আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন–

إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَٰنٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. إِنَّمَا سُلْطَٰنُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ.

"তার [*শয়তানের*] কোনো আধিপত্য নেই তাদের উপর যারা ঈমান আনে ও তাদের প্রতিপালকেরই উপর নির্ভর করে। তারা তো কেবল তাদেরই উপর যারা তাকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে এবং যারা আল্লাহর শরীক করে।" {১৬-সূরা নাহল : ৯৯-১০০}

মুসলিম উম্মতের উপর শয়তানের পুরোপুরি আধিপত্য না থাকলেও শয়তান তাদেরকে নানা কৌশলে বিভিন্ন পদ্ধতিতে সর্বদাই যন্ত্রণা দেবে। তাই অদৃশ্য শত্রু 'শয়তানের' আক্রমণ পদ্ধতি এবং কৌশল সম্পর্কে সকলকেই বিশেষভাবে মুসলিম উম্মতের জ্ঞান অর্জন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ মুসলিম উম্মত আল-কুরআনের বাহক। অন্যদের কাছে তাওহীদের পবিত্র বাণী পৌঁছানোর দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে তাদের উপর। তাই মুসলিম উম্মতকে শিরকে লিপ্ত করতে না পারলেও, এই মহাদায়িত্ব পালনের পথে নানা পদ্ধতিতে ঝামেলা সৃষ্টি করে শয়তান বাধা দেবে। ইসলামী মূল্যবোধের বিধি-নিষেধ ব্যক্তি জীবনে পালন ও সামাজিকভাবে সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত করে উদাহরণ সৃষ্টিতে মুসলিম উম্মতকে উদাসিনতায় রেখে ইসলামী মূল্যবোধের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে মানবজাতিকে অনবহিত রাখবে। এজন্যই মুসলিম উম্মতের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে

www.nagorikpathagar.org

অদৃশ্য শয়তানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা যেমন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার তেমন সংগ্রামে সফল হতে শত্রুর আক্রমণের পদ্ধতি এবং কৌশল সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা অপরিহার্য বিষয়। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, শত্রুর আক্রমণের পদ্ধতি ও কৌশল সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান না থাকলে, শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে কখনই সফল হওয়া যায় না। এজন্যই আল-কুরআনে এবং হাদীসে শয়তানের পদ্ধতি ও কৌশল সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন, যাতে মুসলিম উম্মত এ ব্যাপারে সঠিক জ্ঞান অর্জন এবং কার্যকলাপের মাধ্যমে উদাহরণ সৃষ্টি করে অন্যদের সতর্ক করতে পারে। আল-কুরআন থেকে জানা যায় আল্লাহ্ তা'আলার নিষেধ থাকা সত্ত্বেও মানবজাতির পিতা-মাতা [*আদম-হাওয়া*] শয়তানের প্ররোচনায় প্রভাবিত হয়ে নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ করেছিলেন। শয়তান [*ইবলিস*] যে তাদের প্রকাশ্য শত্রু সেটিও তারা অবগত ছিলেন। কারণ বেহেশতে বসবাসের অনুমতি দেয়ার সময় আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে সে কথা সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়ে বলেছিলেন–

فَقُلْنَا يَٰٓـَٔادَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ.

"অতঃপর আমি বললাম, 'হে আদম! এ [*ইবলিস*] তোমার ও তোমার স্ত্রীর শত্রু; সুতরাং সে যেন কিছুতেই তোমাদেরকে জান্নাত থেকে বের করে না দেয়, দিলে তোমরা দুঃখ পাবে।" {*২০-সূরা তাহা : ১১৭*}

"ইবলিস" তাদের শত্রু সেটি জানা থাকলেও ইবলিসের [*শয়তানের*] আক্রমণের পদ্ধতি ও কৌশল সম্পর্কে মানবজাতির পিতা মাতার কোনো ধারণা ছিলো না। তা সত্ত্বেও শয়তানকে অনেক সময় ব্যয়ে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে শেষ পর্যন্ত তাদেরকে [*আদম-হাওয়া*] আল্লাহ্ তা'আলার দেয়া নিষেধাজ্ঞা ভুলে যেতে বাধ্য করেছিল। আল্লাহ্ তা'আলার প্রদত্ত নিষেধাজ্ঞা ছিলো আদম-হাওয়ার জন্য মহাপরীক্ষা। এ ধরনের ঘটনা যে ঘটবে সেটি আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই জানতেন কারণ আদম-হাওয়ার জন্য এই ধরনের অন্যায় কাজে জড়িত হওয়াটা পূর্ব থেকেই নির্ধারিত ছিলো। এ সম্পর্কে *Abu Hurairah (RA) narrated that Allah's Messenger (SA) said: "Adam and Moses argued with each other. Moses said to Adam: 'Your sin expelled you from Paradise.' Adam said to him: 'You are Moses whom Allah selected as His messenger and as the one to whom He spoke directly. <u>Yet you blame me for a thing which had already been written in my fate before my Creation?"</u> Allah's Messenger Muhammad (SA) said twice: "So, Adam outclasses Moses." {Fath Al-Bari, 8:288; Ibn Kathir, Vol. 6, Page 404}* ।

www.nagorikpathagar.org

অনুবাদ : আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) বলেছেন, 'আদম ও মূসা বিতর্ক করলেন। মূসা বললেন, আপনি তো সেই আদম যিনি তার সন্তানদেরকে বেহেশত থেকে বের করে দিয়েছেন। জবাবে আদম বললেন, আপনি তো সেই মূসা যাকে আল্লাহ তা'আলা রিসালাতের মাধ্যমে সম্মানিত করেছেন এবং যার সাথে কথা বলে তার মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছেন। আপনি এমন একটি বিষয়ে কেন আমাকে অভিযুক্ত করছেন যা আমাকে সৃষ্টির পূর্বেই নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। রাসূল (সা.) দুইবার বললেন, এভাবে আদম মূসার উপর বিজয়ী হলেন। *(ফাত আল-বারী, খণ্ড-৮, ২৮৮; ইবনে কাসীর, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-৪০৪)*

তাই বলা যায়, মানবজাতির পিতা-মাতা এবং প্রথম নবী আদম (আ.) ইচ্ছাকৃতভাবে নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ করতে উদ্যোগী হননি বরং তাদের মাধ্যমে আদম সন্তানের ভুলের ক্ষমা প্রাপ্তির একটি সহজ প্রার্থনা ও সুন্দর পদ্ধতি আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এ সম্পর্কে মুসলিম উম্মতের গভীরভাবে চিন্তা করার প্রয়োজন রয়েছে।

নবী-রাসূল এবং আসমানী কিতাবের সাহায্যে আল্লাহ তা'আলা মানবজাতিকে শয়তানের ইচ্ছা, বিপথে নেয়ার কৌশল এবং পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত করে সতর্ক করেছেন। মানবজাতির কাছে প্রেরিত শেষ আসমানী কিতাব আল-কুরআনে এবং রাসূলের (সা.) পবিত্র হাদীসে শয়তানের চরিত্র ও কায়দা-কৌশলের নিখুঁত বর্ণনা মুসলিম উম্মতের হাতে রয়েছে। এজন্যই শয়তানের উদ্দেশ্য এবং অনুপ্রেরণা দেয়ার কায়দা-কৌশল সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন না করার কোনো অজুহাত মুসলিম উম্মতের নেই। শেষ বিচার দিবসে আল্লাহ তা'আলার সম্মুখে মুসলিম উম্মত দাবি করতে পারবে না এই বলে যে, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি, শয়তানের চরিত্র এবং কৌশল সম্বন্ধে আমাদেরকে অবহিত করোনি, তাই আমরা তার অদৃশ্য আক্রমণ এবং অনুপ্রেরণা থেকে নিজেদের রক্ষা এবং তার বিরুদ্ধে সংগ্রামও করতে পারিনি। কাজেই অনুগামী আলোচনায়, শয়তান [*ইবলিস*] এবং তার দলের অনুপ্রেরণা ও কুমন্ত্রণা দেয়ার পদ্ধতি ও কৌশল সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হবে, ইনশাআল্লাহ। পবিত্র বাণী আল-কুরআন ও হাদীস থেকে শয়তানের পদ্ধতি ও কৌশলের ব্যবহারিক উদাহরণ দিয়ে আলোচনা করা হবে। যাতে বিষয়গুলোর গুরুত্ব বুঝতে সহজ হয় এবং নিজেদের স্বার্থে নিত্যদিনের কার্যকলাপে এই সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করে সতর্কতা অবলম্বন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়।

প্রবৃত্তিতে অবৈধ চাহিদা সৃষ্টি করে

চাহিদা থাকার কারণে মানুষ তা পূরণের জন্য গবেষণায় আত্মনিয়োগ করে অক্লান্ত পরিশ্রমে নতুন নতুন আবিষ্কার করছে। তাই কথিত আছে Necessity is the

www.nagorikpathagar.org

mother of all inventions "প্রয়োজনীয়তাই সব আবিষ্কারের জননী।" পার্থিব চাহিদাকে সাধারণত তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়–

(১) অত্যাবশ্যক প্রয়োজনীয় চাহিদা [absolute necessary desires]; (২) প্রয়োজনীয় চাহিদা [necessary desires]; (৩) অপ্রয়োজনীয় বা অতিরিক্ত বিলাসিতার চাহিদা [unnecessary or luxurious desires]। প্রথম দু'টি চাহিদা পূরণের জন্য সকলকেই সংগ্রাম করতে হয়। ভাত, কাপড়, ঘর-বাড়ি, যানবাহন এবং ঔষধ পত্রের চাহিদা অবশ্য প্রয়োজনীয় চাহিদা। তাই এটি পূরণের জন্য ধনী-গরীব, বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী সকলকেই পরিশ্রম করতে হয়। তবে অপ্রয়োজনীয় এবং অতিরিক্ত বিলাসিতার চাহিদা তখনই প্রয়োজনীয় চাহিদাকে অতিক্রম করে আবশ্যক চাহিদায় পরিণত হতে পারে, মানুষ যখন আখেরাতকে ভুলে ইহজগতের সুখ শান্তি এবং তার কল্যাণের কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে। আরো স্পষ্ট করে বলা যায়, আখেরাতের অনন্তকাল বেহেশতের শান্তি এবং দোযখের শাস্তির কথা ভুলে মানুষ যখন ক্ষণস্থায়ী জীবনের মোহে পড়ে, তখনই শয়তান তার কাছে অতিরিক্ত অপ্রয়োজনীয় চাহিদাকে আবশ্যক চাহিদায় পরিণত করে নানা কৌশলে সেগুলো পূরণের জন্য অবৈধ পন্থাকে বৈধ হিসেবে দেখাতে সুযোগ পায়।

প্রয়োজনের তুলনায় অধিক ধন-সম্পত্তি উপার্জন করে জমা করা, ক্ষমতার ও খ্যাতির ন্যায়নীতি বিসর্জন দেয়া এবং শারীরিক সৌন্দর্য বৃদ্ধির প্রয়াসে নানা ধরনের অনৈতিক ক্ষতিজনক পন্থা অবলম্বন করা। তাতে বৈধ-অবৈধ এবং ন্যায়-অন্যায় বাছ-বিচার না করেই অপ্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণের জন্য সব রকম অনৈতিক পন্থা এবং কৌশল মানুষ বেছে নেয়। মানবতার শত্রু "শয়তানই" মানব প্রবৃত্তির চাহিদার দুর্বলতাকে ব্যবহার করে মিথ্যা বাসনা ও অপ্রয়োজনীয় চাহিদা সৃষ্টির মাধ্যমে মানুষকে সর্বদা ব্যস্ত রাখে। এই ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

لَعَنَهُ اللَّهُ ۘ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ۙ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ
وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَّخِذِ
الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا ۚ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ ۚ وَمَا
يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا . أُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا .

"আল্লাহ তাকে [*ইবলিস বা শয়তান*] লানত করেন এবং সে বলে, 'আমি অবশ্যই তোমার বান্দাদের এক নির্দিষ্ট অংশকে আমার অনুসারী করে নেব এবং তাদেরকে

www.nagorikpathagar.org

পথভ্রষ্ট করবই; তাদের হৃদয়ে মিথ্যা বাসনার সৃষ্টি করবই। আমি তাদেরকে নিশ্চয় নির্দেশ দেব এবং তারা পশুর কর্ণচ্ছেদ [*আরবের মুশরিকেরা বিশেষ ধরনের নর উষ্ট্র বাচ্চাকে কর্ণচ্ছেদ করে দেবতার নামে ছেড়ে দিত*] করবেই এবং তাদেরকে নিশ্চয় নির্দেশ দেব এবং তারা আল্লাহর সৃষ্টি বিকৃত করবেই।' আল্লাহর পরিবর্তে কেউ শয়তানকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করলে সে প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সে [*শয়তান*] তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয় এবং তাদের [*মানুষের*] হৃদয়ে মিথ্যা বাসনার সৃষ্টি করে এবং শয়তান তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয় তা ছলনামাত্র। এদেরই আশ্রয়স্থল জাহান্নাম, তা থেকে তারা নিষ্কৃতির উপায় পাবে না।" {৪-সূরা নিসা : ১১৮-১২১}

উপরোল্লিখিত আয়াত থেকে স্পষ্ট যে, আল্লাহ তা'আলার নির্দেশিত ব্যবস্থা থেকে মানুষকে বিচ্যুত ও বিপথগামী করতে "শয়তান" প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে সে মানুষের হৃদয়ে মিথ্যা বাসনা, চাহিদা এবং আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টির মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার আদেশের অবাধ্য করবে, যেরূপে সে নিজে অবাধ্য হয়েছিল। পার্থিব জীবনের স্বার্থে বিভিন্ন ক্ষেত্রে মিথ্যা আশ্বাস দিয়েই সে অনেকের অভিভাবক ও সাময়িক বন্ধু সেজে বিপথগামী করবে। যেভাবে মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে মানবজাতির পিতা-মাতাকে আল্লাহ তা'আলার পবিত্র আদেশ ভুলে যেতে বাধ্য করেছিল। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطٰنُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وٗرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْاٰتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهٰىكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ اِلَّاۤ اَنْ تَكُوْنَا مَلَكَيْنِ اَوْ تَكُوْنَا مِنَ الْخٰلِدِيْنَ ۔ وَقَاسَمَهُمَاۤ اِنِّيْ لَكُمَا لَمِنَ النّٰصِحِيْنَ ۙ فَدَلّٰىهُمَا بِغُرُوْرٍ ۚ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفٰنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ ؕ وَنَادٰىهُمَا رَبُّهُمَاۤ اَلَمْ اَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَاَقُلْ لَّكُمَاۤ اِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ۔

"অতঃপর তাদের [*আদম-হাওয়া*] লজ্জাস্থান যা গোপন রাখা হয়েছিল তা তাদের কাছে প্রকাশ করার জন্য শয়তান তাদেরকে কুমন্ত্রণা [*হৃদয়ে মিথ্যা বাসনার সৃষ্টি করার জন্য*] দিল এবং বললো, 'পাছে তোমরা উভয়ে ফিরিশতা হয়ে যাও কিংবা তোমরা স্থায়ী হও [*নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করলে তোমরা ফিরিশতা অথবা অমর হয়ে বেহেশতে স্থায়ী হবে*] এই জন্যই তোমাদের প্রতিপালক এই বৃক্ষ সম্বন্ধে তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন।' [*মিথ্যা আশ্বাস দিয়েছিল*]; সে [*শয়তান*] তাদের উভয়ের নিকট শপথ করে বললো, 'আমি তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষীদের একজন।' [*সে তাদেরকে বন্ধু হিসেবেই উপদেশ দিচ্ছে*]; এইভাবে সে তাদেরকে প্রতারণার দ্বারা অধঃপতিত করল। [*নিষেধাজ্ঞা ভুলে যেতে বাধ্য করলো*]।" *{৭-সূরা আরাফ : ২০-২২}*

www.nagorikpathagar.org

অনুরূপভাবে মিথ্যা আশ্বাসের মাধ্যমে সে মানব সন্তানের হৃদয়ে এবং প্রবৃত্তিতে নানা ধরনের অপ্রয়োজনীয় চাহিদা এবং বাসনার সৃষ্টি করে থাকে। অপ্রয়োজনীয় বাসনা বা চাহিদার মধ্যে বিপুল পরিমাণে ধন-সম্পদ ছাড়াও মানব সন্তানের আরেকটি অন্যতম বাসনা স্বীয় সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য নানা ধরনের অবৈধ পন্থার অবলম্বন করা। মানুষ যে স্বভাবগতভাবে সৌন্দর্যের পূজারী সেটি শয়তান অবগত আছে। শারীরিক সৌন্দর্য বৃদ্ধির প্রয়োজনে মানুষ শরীরে নানা ধরনের অপ্রয়োজনীয় পরিবর্তন ঘটায়। অন্যদেরকে আকৃষ্ট করার জন্যই তাদের এই অপচেষ্টা। অপ্রয়োজনীয় পরিবর্তনের মধ্যে Tatoo (ট্যাটু) একটি অন্যতম অবৈধ পদ্ধতি। পাশ্চাত্যের নারী-পুরুষের শরীরে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে Tatoo লাগানো বা অঙ্কনের সব রকম ব্যবস্থা আছে। এটি ছাড়াও গায়ের রং, মুখের আকৃতির (plastic surgery), স্তনের আকার ও গঠন ঠিক রাখা (Breast implant), দাঁতের মধ্যে ফাঁক সৃষ্টি করা এবং মাথায় পরচুলা (wig) ইত্যাদি, এগুলো অপ্রয়োজনীয় অথচ প্রবৃত্তির অবৈধ চাহিদায় করা হয়। তদুপরি নারীর মাথায় চুল কেটে পুরুষের মতো আর পুরুষরাও চুল লম্বা রেখে গোঁফ দাড়ি ছেটে নারীদের অনুকরণের ফলে তাদের চালচলনে নারী-পুরুষদের মধ্যে পার্থক্য করাও কঠিন হয়ে পড়ে। আমেরিকার প্রয়াত Rock singer মাইকেল জ্যাকসন মিথ্যা বাসনায় ক্ষতিকারক রাসায়নিক ব্যবহার করে গায়ের রং পরিবর্তন করেছিলেন তাতে লাভের তুলনায় নিঃসন্দেহে তার ক্ষতির পরিমাণ ছিলো লক্ষণীয়ভাবে বেশি। এ কারণে মাইকেল জ্যাকসন জীবনের শেষভাগে কঠিন অসুখে অসুস্থ ছিলেন। তদুপরি পূর্বের তুলনায় তিনি খারাপ চেহারার ব্যক্তি হয়েছিলেন। তাই অত্যন্ত জনপ্রিয় পেশাদার গায়ক হওয়া সত্ত্বেও লজ্জার কারণে জন সম্মুখে আসা পছন্দ করতেন না। অথচ ইতোপূর্বে তিনি শ্যামলা রংয়ের সুন্দর চেহারার ব্যক্তি ছিলেন।

আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টিনৈপুণ্য ও সৃষ্টি বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে নিজের চেহারা এবং শারীরিক আকৃতিতে সন্তুষ্ট থেকে, তার যথার্থ যত্ন নেয়াই হচ্ছে প্রতিটি আদম সন্তানের মৌলিক দায়িত্ব। মানুষের শরীরিক গঠন সম্পর্কে আমেরিকান চলচ্চিত্রের অভিনেত্রী Miss Keira Knightley গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন, "Be happy in your body... It's the only one you've got, so you might as well like it." [Reader's Digest, April 2008, Page #81] অর্থাৎ "তোমার শরীরের গঠন ও আকৃতি যে ধরনেরই হোক তাতে খুশি থাক। শরীরকে abuse করে অযথা সৌন্দর্য বাড়ানোর চেষ্টা করো না।"

কিন্তু মানব প্রবৃত্তিতে শয়তান মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে এবং অবৈধ চাহিদার সৃষ্টি করে

www.nagorikpathagar.org

সৌন্দর্য বৃদ্ধির চেষ্টায় মানুষকে অনুপ্রাণিত করে। এই সমস্ত মিথ্যা বাসনায় এবং অপ্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণে মানুষের কোনো কল্যাণ এবং উপকার নেই বরং ক্ষতির পরিমাণই বেশী। এজন্যই এগুলোকে ইসলামী মূল্যবোধে অবৈধ এবং পাপ অর্জনের কাজ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বাণী আল-কুরআনে এবং রাসূলের (সা.) হাদীসে [*ইসলামী জীবনাদর্শে*] মানবের কল্যাণ ব্যতিরেকে ক্ষতিকারক এবং অপ্রয়োজনীয় কোনো বিধিবিধান দেয়া হয়নি, বরং ক্ষতিকারক বিষয় থেকে দূরে থাকার দিকনির্দেশনা এবং সুস্পষ্ট ব্যবস্থা দিয়েছে। *আসমা (রা.) থেকে বর্ণিত। এক স্ত্রীলোক নবী (সা.)-কে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মেয়ের হাম রোগ হয়েছে। ফলে তার মাথার চুল উঠে গেছে। আমি তাকে বিয়ে দিয়েছি। তার মাথায় কি পরচুলা লাগাতে পারি। তিনি (সা.) বললেন, আল্লাহ তা'আলা পরচুলা ব্যবহারকারিণী এবং যে ব্যবহার করায় উভয়কে লানত করেছেন। অন্য বর্ণনায় পরচুলা ব্যবহারকারিণী এবং এর ব্যবহারে ইচ্ছা পোষণকারীকে আল্লাহ লানত করেছেন। [সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড ৫, ৫৫০৮]*

হুমায়েদ ইবনে আবদুর রহমান থেকে বর্ণিত। তিনি যে বছর হজ করেছিলেন, সে বছর মুয়াবিয়া (রা.)-কে তার গোলামের কাছ থেকে এক গুচ্ছ চুল হাতে নিয়ে মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছেন: হে মদীনাবাসীগণ! তোমাদের আলেমগণ কোথায়? আমি নবী (সা.)-কে এরূপ চুল ব্যবহার করতে নিষেধ করতে শুনেছি। তিনি (সা.) বলেছেন, বনী ইসরাঈলের মহিলারা যখন এরূপ চুলের গুচ্ছ (পরচুলা) ব্যবহার করা শুরু করল, তখন বনী ইসরাঈলীদের ধ্বংস শুরু হলো। [সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড ৫, ৫৫০০];

আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) পরচুলা ব্যবহারকারিণী বা প্রস্তুতকারিণী, উল্কি [tatoo] অঙ্কনকারিণী এবং যে নারী উল্কি অঙ্কন করায় তাদের সকলকে লানত করেছেন। [সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড ৫, ৫৫০৩]

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা লানত করেছেন ওসব নারীর উপর, যারা [অন্যের] শরীরে [নাম বা চিত্র] অঙ্কন করে এবং যারা নিজ শরীরে [অন্যের দ্বারা] অঙ্কন করায়; যারা ললাট বা কপালের উপরস্থ চুল উপড়িয়ে কপাল প্রশস্ত করে এবং সৌন্দর্যের জন্য [রেত ইত্যাদির সাহায্যে] দাঁত সরু ও [দু'দাঁতের মধ্যে] ফাঁক সৃষ্টি করে। এসব নারী [এরূপে] আল্লাহর সৃষ্টির [আকৃতি] বিকৃত করে ফেলে।

অতঃপর বনী আসাদ গোত্রের উম্মে ইয়াকুব নামের এক মহিলা এই বর্ণনা শুনে [আবদুল্লাহর (রা.) নিকট] আসল এবং বললো, আমি জানতে পেরেছি যে, আপনি এ ব্যাপারে লানত করেছেন। তিনি বললেন, আল্লাহর রাসূল (সা.) যার উপর

www.nagorikpathagar.org

লানত করেছেন, আল্লাহর কিতাবে যার প্রতি লানত করা হয়েছে, তার উপর আমি লানত করব না কেন? তখন মহিলাটি বললো, আমি তো কুরআন শরীফ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়েছি তাতে তো আপনি যা বলেছেন, তা পেলাম না। আবদুল্লাহ (রা.) বললেন, যদি তুমি মনোযোগ দিয়ে তা পড়তে তবে অবশ্যই পেতে। তুমি কি [কুরআনে] পড়নি: "রাসূল তোমাদেরকে যা নির্দেশ দেন তা গ্রহণ করে চল। আর যা থেকে বারণ করেন তা থেকে বিরত থাক এবং আল্লাহকে ভয় করে চল।" [সূরা হাশর, আয়াত নং- ৭]

মহিলাটি বললো, হ্যাঁ নিশ্চয়ই। [আবদুল্লাহ (রা.)] বললেন, অতঃপর অবশ্যই [রাসূল (সা.)] এ থেকে নিষেধ করেছেন। তখন মহিলাটি বললো, আমার মনে হয়, আপনার বিবিও ঐ কাজ করেন। [আবদুল্লাহ (রা.)] বললেন, তুমি [আমার ঘরে] যাও এবং ভালোরূপে দেখে শুনে আস। অতঃপর মহিলাটি গেল এবং দেখে শুনে নিল কিন্তু সে যে প্রয়োজনে গিয়েছিল তার কিছুই দেখল না। তখন [আবদুল্লাহ (রা.)] বললেন, যদি আমার স্ত্রী ঐরূপ কাজ করত, তবে আমার সঙ্গে সে থাকতে পারতো না। [সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড ৪, ৪৫১৮]

শরীরের আকৃতির পরিবর্তন এবং সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য অপ্রয়োজনীয় যা কিছু করা হয় সেগুলোর নিষেধাজ্ঞা নারী-পুরুষ সকলের জন্যই প্রযোজ্য। তবে বিশেষ কিছু বিষয়ে নারীরা বেশী অগ্রণী হয়ে থাকে, এজন্যই উল্লিখিত হাদীসে নারীদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে পুরুষদের ক্ষেত্রে নারীদের অনুকরণ করা, সাদা দাড়ি এবং চুল উপড়ে ফেলা নিষেধ। এ ব্যাপারে *আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেছেন, 'রাসূল (সা.) নারীদের বেশধারণকারী পুরুষ এবং পুরুষের বেশধারণকারী নারীদের প্রতি লানত করেছেন। অন্য বর্ণনায় আছে, রাসূল (সা.) নারীদের অনুকরণকারী পুরুষদের এবং পুরুষদের অনুকরণকারী নারীদের লানত করেছেন। [সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড ৫, ৫৪৫৭]; আমর ইবনে শুআইব (রা.) বর্ণনা করেন যে, নবী (সা.) বলেছেন: বার্ধক্য [সাদা চুলকে] উপড়ে ফেল না। কেননা তা কেয়ামতের দিন মুসলমানের জন্য আলোকবর্তিকা হবে। [তিরমিযী, ২৮২১]*

উপরোল্লিখিত হাদীস থেকে সুস্পষ্ট যে, ইসলামী মূল্যবোধে মানুষের শরীরের যে সমস্ত অপ্রয়োজনীয় পরিবর্তনের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, সেগুলো নিজে করা এবং অপরকে করতে সমর্থন করা, উভয়ই মুসলিম উম্মতের জন্য হারাম কাজ। উম্মতের যারা এই গর্হিতকাজে জড়িত আছে, তারা সাধারণত অবিশ্বাসীদের অনুকরণেই করে থাকে। তবে বলতে বাধা নেই যে, অজ্ঞতাবশত এগুলোকে নিজের রক্ষণশীল সংস্কৃতিকে সংস্কার করে তথাকথিত আধুনিক সংস্কৃতি করার প্রয়াসেও করে থাকে। বর্তমানে যোগাযোগ ব্যবস্থার অভূতপূর্ব উন্নতিতে প্রায় সব মুসলিম দেশেই সাংস্কৃতিক বিপ্লবের নামে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে রক্ষণশীল সংস্কৃতির

www.nagorikpathagar.org

বিরুদ্ধে সংগ্রাম করায় অনুপ্রাণিত করা হচ্ছে। তাই মুসলিমদের সংস্কৃতিতে ও ইবাদতে নতুন কিছু পদ্ধতির আবির্ভাব ঘটছে। এ ধরনের পরিবর্তন ও পরিশোধন যে কতটুকু ক্ষতিজনক, এ সম্পর্কে *আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) বলেছেন: যে ব্যক্তি এমন কোনো কাজ করল যে বিষয়ে আমাদের [ইসলামে] কোনো অনুমোদন নেই [দলিল নেই] তা বাতিল [গ্রহণযোগ্য নয়]। [সহীহ মুসলিম, রিয়াদুস সালেহীন, খণ্ড ১, ১৬৯]* বিশেষভাবে ইবাদতের ক্ষেত্রে নতুন কিছু যোগ করা গর্হিত কাজ।

আল্লাহ তা'আলার সুনিপুণ সৃষ্টিতে কোনো খুঁত নেই। প্রয়োজনীয় উপাদানের ভারসাম্যে তিনি নিখুঁতভাবে সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

الَّذِىْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ؕ مَا تَرٰى فِىْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰوُتٍ ؕ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ. ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَّهُوَ حَسِيْرٌ.

"যিনি সৃষ্টি করেছেন স্তরে স্তরে সপ্তাকাশ। দয়াময় আল্লাহর সৃষ্টিতে তুমি কোনো খুঁত দেখতে পাবে না; আবার তাকিয়ে দেখ, কোনো ত্রুটি দেখতে পাও কি? অতঃপর তুমি বার বার দৃষ্টি ফিরাও, সেই দৃষ্টি ব্যর্থ ও ক্লান্ত অবস্থায় তোমার দিকে ফিরে আসবে [*চেষ্টা করেও কোনো খুঁত বের করতে পারবে না*]।" {৬৭-সূরা মুলক : ৩-৪}

আদম সন্তানকে করেছেন সুন্দর গঠনে, আকৃতিতে এবং শারীরিক সৌন্দর্যে অনন্য। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ ۚ وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ.

"তিনি সৃষ্টি করেছেন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী যথাযথভাবে এবং তোমাদেরকে আকৃতি দান করেছেন, তোমাদের আকৃতি করেছেন শোভন এবং প্রত্যাবর্তন তো তার নিকট।" {*৬৪-সূরা তাগাবুন : ৩*}

الَّذِىْ خَلَقَكَ فَسَوّٰكَ فَعَدَلَكَ ۙ فِىْٓ اَىِّ صُوْرَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ.

"যিনি [*আল্লাহ তা'আলা*] তোমাকে [*মানুষ*] সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাকে সুঠাম করেছেন এবং সুসামঞ্জস্য [*with due proportion, perfectly*] করেছেন। যেই আকৃতিতে চেয়েছেন, তিনি তোমাকে গঠন করেছেন।" {*৮২-সূরা ইনফিতার : ৭-৮*}

www.nagorikpathagar.org

অতএব বলার অপেক্ষা রাখে না যে, আল্লাহ তা'আলার সুন্দর সুঠাম পরিপূর্ণ সৃষ্টিতে প্রবৃত্তির অবৈধ চাহিদায় মিথ্যা বাসনায় নানা পদ্ধতির অনুসরণে পরিবর্তন করার অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলার সুন্দর সৃষ্টির নৈপুণ্য ও বৈচিত্র্যকে অস্বীকার করে তাতে নানা ধরনের খুঁত বের করা। লক্ষণীয়, মানুষের শারীরিক গঠন ও আকৃতি হলো, বৈচিত্র্যতায় পরিপূর্ণ। বিভিন্ন আকৃতি এবং বৈচিত্র্যময় সৃষ্টিতে কারও কোনো হাত নেই। একমাত্র আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা অনুযায়ী সৃষ্টি হয়ে থাকে। যেভাবে, যে আকৃতিতে ইচ্ছা সেইভাবেই তিনি সৃষ্টি করেন। এজন্যই যারা প্রবৃত্তির অপ্রয়োজনীয় চাহিদার প্রভাবে বৈচিত্র্যময় সৌন্দর্যকে নানাভাবে বিকৃত করে পরিবর্তন করার চেষ্টা করে তারা শয়তানের প্রভাবে অনুপ্রাণিত হয়েই অবৈধ কাজ করে থাকে। কাজেই উপরোল্লিখিত আয়াতে শয়তানের প্রতিজ্ঞার কথা আল্লাহ তা'আলা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। উল্লেখ্য যে শয়তান নিজেই বলেছে, সে মানবের প্রবৃত্তির চাহিদার প্রতি আকর্ষণ এবং রাগান্বিত সময়ের দুর্বল মুহূর্তকে ব্যবহার করে থাকে। এ সম্পর্কে ইবনে জারির (রা.) বর্ণনা করেছেন, জনৈক নবী কথা প্রসঙ্গে শয়তানকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তুমি আদম সন্তানকে কিভাবে প্রভাবিত করে থাক। উত্তরে শয়তান বললো, তার প্রবৃত্তির চাহিদা ও রাগান্বিত অবস্থায়। {আত-তাবারী ১৭:১০৫; ইবনে কাসীর, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ৩৯৭}

গত শতাব্দীর আশি-নব্বই দশকে মার্কিন নারীদের মধ্যে silicone breast implant করার বিষয় ছিলো লক্ষণীয়ভাবে জনপ্রিয় এবং আলোচিত বিষয়। নারীদের স্তনদ্বয় প্রাথমিকভাবে পুরুষদের আকৃষ্ট করায় বাহ্যিক সৌন্দর্যের প্রতীক। তবে বয়স বাড়ার সাথে অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মতোই স্তনের বলিষ্ঠতা এবং সৌন্দর্যও কমতে থাকে। তদুপরি সন্তানদের দুগ্ধ পান করালেও স্তনের বলিষ্ঠতা নষ্ট হয়, এটি মাতৃত্বের নিদর্শন। আল্লাহ তা'আলা মানব সন্তানকে ধীরে ধীরে বার্ধক্যের দিকে নিয়ে যান, যার নিদর্শন হল, মাথার চুল পড়া, শারীরিক দুর্বলতা, স্মৃতিশক্তি ও নারীদের স্তনের বলিষ্ঠতা কমে যাওয়া। তদুপরি নারী-পুরুষের যৌনশক্তি ও আবেদন হ্রাস পাওয়া এবং মুখমণ্ডলের কমনীয়তা কমে চামড়ায় ভাঁজ পড়া এবং চুল পাকা ইত্যাদি অন্যতম। কিন্তু অজ্ঞতার কারণেই অথবা প্রবৃত্তির চাহিদায় আদম সন্তানদের অনেকেই এই বাস্তব ও প্রকৃতিগত পরিবর্তনকে সহজে গ্রহণ করতে পারে না, বিশেষ করে পেশাকেন্দ্রিক ব্যক্তিরা। তাই বাহ্যিক শারীরিক সৌন্দর্য-সংরক্ষণে স্তনের গঠন ও আকৃতি ঠিক রাখার জন্য পেশাদার নারীরা silicone breast implant করার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে এবং অনেকেই implant করে কিন্তু পরবর্তীতে দেখা গেল, যারা silicone breast implant করেছিল তাদের অনেকের জন্য এ পদ্ধতি বিপজ্জনক হয়েছে। বস্তুত শারীরিক সৌন্দর্য বৃদ্ধির পরিবর্তে হয়েছে disfigure, তদুপরি silicone

www.nagorikpathagar.org

শরীরে অনেক সমস্যার সৃষ্টি করেছে। তাই silicone breast implant যারা করেছিল তারা পরিশেষে যে company silicone material তৈরি করেছিল তাদের নামে মামলা করে। তাতে অনেকেই আর্থিকভাবে বেশ লাভবান হলেও silicone-এর সাহায্যে শরীরে যে poisone ঢুকেছে সেটি দূর করা যায়নি।

অনুরূপভাবে নারী-পুরুষদের শরীরে Tatoo করতে বিভিন্ন ধরনের pigments ব্যবহার করা হয়। Pigments সাধারণত Organic dyes অথবা inorganic এবং organometallic compounds হয়ে থাকে। এই সব রসায়নের অনেকগুলোই Toxic, বিশেষ করে মানুষের শরীরে ব্যবহারের জন্য। শরীরে Tatoo অঙ্ক করার পর কিছুদিন ব্যথায় ভোগে। শরীরে যে অংশে Tatoo করা হয়, সে অংশ সব সময়ই tender থাকে, তাই অতি সহজেই infected হতে পারে, অথচ tatoo হল স্থায়ী ব্যবস্থা। তাই একবার এ কাজ করলে সারা জীবনের জন্য tatoo শরীরের অংশ হয়ে থাকে। এই অপ্রয়োজনীয় ক্ষতিকর এবং বিপজ্জনক শারীরিক সৌন্দর্য বৃদ্ধির প্রচেষ্টায় নিজেকে কষ্ট দেয়া একমাত্র শয়তানের প্রভাব ছাড়া আর কেউ এ রকম কাজ করতে পারে না। শয়তান আদম সন্তানদের প্রবৃত্তিতে অনুপ্রেরণা দিয়ে এই ধরনের অবৈধ কাজে জড়িত রাখায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, ইতোপূর্বে আল-কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের সাহায্যে উদাহরণ দিয়ে এ বিষয়ে বর্ণনা করা হয়েছে।

পুরুষ এবং নারীকে শারীরিক গঠন, শক্তি ও সৌন্দর্যের বৈচিত্র্যতায় বিশেষ কিছু দিক দিয়ে ভিন্নতর করে আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন। তাই তাদের মধ্যে শারীরিক গঠনে, চাল-চলনে, কথাবার্তায়, আবেগ প্রকাশে, গলার স্বর এবং পোশাক পরিচ্ছদে তফাত লক্ষণীয়। যারা এই তফাত মানে না এবং নারী-পুরুষের মধ্যে এ রকম কোনো তফাত নেই সেটি প্রমাণ করার জন্য যারা পরস্পরকে বিভিন্নভাবে অনুকরণ করে তাদেরকে রাসূল (সা.) লানত করেছেন। ইতোপূর্বে এ সম্পর্কে হাদীস উল্লেখ করা করেছে।

পাশ্চাত্যের নারীদের ধারণা সব ব্যাপারেই তারা পুরুষের সমান। এমনকি শারীরিক শক্তি ও গঠনেও তাদের ধারণা নারী পুরুষের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোনো তফাত নেই। তাই নারী-পুরুষের শারীরিক পরিচর্চায়, চাল-চলনে, পোশাক এবং আচার-আচরণ সবই এখন প্রায় এক রকম। শারীরিক পরিশ্রমের কাজ-কর্মে নারী-পুরুষ এক সাথে এক ধরনের পোশাক পরে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে কাজ করে। নারীরা পুরুষদের সাথে অত্যধিক পরিশ্রমের কাজে জড়িত হয়ে নিজেদেরকে abuse করে থাকে। তাতে বয়স বাড়ার সাথে তাদের নানা ধরনের অসুখ হয় এবং অন্যান্য নারীদের তুলনায় অতি সহজেই শারীরিক মাধুর্য হারিয়ে তাদের

www.nagorikpathagar.org

চেহারায় পুরুষদের চেহারার আদল দেখা দেয়। বস্তুত নারী-পুরুষ কখনোই শারীরিক শক্তিতে, গঠনে এবং কোমলতায় এক রকম হতে পারে না। কারণ আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে একরকম করে সৃষ্টি করেননি।

শারীরিক দিক দিয়ে এবং শক্তিতে সমান ভাবা, বাস্তবে সেটি পরিণত করার চেষ্টা নিশ্চয় শয়তানের অনুপ্রেরণায় তাদের প্রবৃত্তির অবৈধ চাহিদার কারণে হয়ে থাকে। পাশ্চাত্যের এই অপ্রাসঙ্গিক এবং অপ্রয়োজনীয় শারীরিক সৌন্দর্য বৃদ্ধি এবং বিলাসিতার প্রভাব আজ বাংলাদেশেও যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। তাই এক শ্রেণীর নারী প্রবৃত্তির অবৈধ চাহিদায় নিজের মূল্যবান নারীত্ব এবং তার সৌন্দর্যকে অপ্রয়োজনীয় মিথ্যা বাসনার কাছে বিসর্জন দিতে এগিয়ে যাচ্ছে। যারা আল-কুরআন এবং রাসূলের (সা.) সুন্নাহতে বিশ্বাসী তারা এই অবৈধ চাহিদাকে লালন করতে পারে না। তবে আশা করা যায় ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রভাবে এবং অনুশাসনের মহত্বতে এ রকম বিপরীতমুখী গতি তারা ইনশাআল্লাহ বেশী দিন ধরে রাখতে পারবে না, যার অকাট্য প্রমাণ ইতিহাসে রয়েছে।

ভুল সিদ্ধান্ত নিতে শয়তানের সাহায্য

সিদ্ধান্ত নেয়ার সাথে মানব জীবন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। প্রতিদিনের বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা ব্যতিরেকে মানুষ চলতে পারে না। ধনী-গরীব, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলকেই জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানা রকম সিদ্ধান্ত নিতে হয়। এমনকি ভাত খাওয়ার সময় সিদ্ধান্ত নিতে হয় প্রথমে কোন তরকারি দিয়ে খাদ্য ভক্ষণ শুরু করা উচিত। তবে বিশেষ কিছু সিদ্ধান্ত আছে যেগুলো জীবনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যা ভবিষ্যতের কল্যাণে নিতে হয়। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কারও কোনো জ্ঞান নেই, কাজেই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়ার পূর্বে সতর্কতা অবলম্বন করতে এবং বিষয়ের গুরুত্ব বিশেষভাবে বিবেচনা করতে হয়। নিজের ধীশক্তি ও চিন্তাশক্তির প্রতি আস্থা না থাকলে সঠিক সিদ্ধান্তের জন্য অন্যের কাছে পরামর্শ চাওয়া হয়। তা সত্ত্বেও গৃহীত সিদ্ধান্ত সঠিক অথবা ভুল হতে পারে, কারণ ভবিষ্যতের ব্যাপারে কেউ কোনো নিশ্চয়তা দিতে পারে না। এজন্যই ভবিষ্যতে অর্থাৎ আগামীকাল করা হবে, এ ব্যাপারে মুসলিম উম্মতের প্রতি নির্দেশনা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

وَلَا تَقُولَنَّ لِشَايْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا ۔ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ز وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا

نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا ۔

"কখনই তুমি কোনো বিষয়ে বলো না, আমি তা আগামী কাল করব, 'আল্লাহ ইচ্ছা করলে [*ইনশাআল্লাহ*] এই কথা না বলে। যদি ভুলে যাও তবে তোমার

www.nagorikpathagar.org

প্রতিপালককে স্মরণ করো এবং বলো, সম্ভবত আমার প্রতিপালক আমাকে এ অপেক্ষা সত্যের নিকটতর পথ নির্দেশ করবেন।" {১৮-সূরা কাহফ : ২৩-২৪}

এই আয়াতের আদেশ পালন করা মুসলিম উম্মতের "ওয়াজিব" দায়িত্ব। "ইনশাআল্লাহ্" বলে কাজ শুরু করার অর্থ আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল হয়ে, তার উপর দৃঢ় বিশ্বাস রেখে, তার সীমাহীন শক্তির কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে 'আগামীকাল এ কাজটি করার ইচ্ছা আছে' এ কথাটি বলা। যে কাজ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে সে কাজ আদৌ সম্পাদন করা সম্ভব হবে কিনা সেটি একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত আর কেউ জানেন না। আল্লাহ্ তা'আলার হুকুম ব্যতীত আসমান-জমিনে কোনো কিছুই সংঘটিত হয় না। তাই আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা না থাকলে সে কাজটি সম্পাদন করার অনুকূলে বাধার সৃষ্টি হবে অথবা হতে পারে। তবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, ইনশাআল্লাহ বলে কোনো প্রকার চেষ্টা না করে বসে থাকলে সে কাজ সম্পাদন হবে না। এক্ষেত্রে সামর্থ্য অনুযায়ী চেষ্টা করে গভীর বিশ্বাসে আল্লাহ্ তা'আলার উপর নির্ভর করতে হয়। ইনশাআল্লাহ্ বলার গুরুত্ব সম্পর্কে The Messenger of Allah (SA) said: "Sulayman bin Dawad (AS) said: 'Tonight I will go around to seventy women [*according to some reports, it was ninety or one hundred women*] so that each one of them will give birth to a son who will fight for the sake of Allah." It was said to him, [*according to one report, the angel said to him*] "say: If Allah Wills", but he did not say it. He went around to the women but none of them gave birth except for one who gave birth to a half-formed child." The Messenger of Allah (SA) said, "By the One in Whose hand is my soul, had he said, "If Allah Wills {Insha Allah}," he would not have broken his oath, and that would have helped him to attain what he wanted." {*Fath Al-Bari, 6:41; Ibn Kathir, Vol. 6, Page 138*}

অনুবাদ : রাসূল (সা.) বলেছেন, 'সুলাইমান ইবনে দাউদ (আ.) বললেন, অবশ্যই আমি আজ রাতে [আমার] সত্তর জন স্ত্রীর নিকট যাব। প্রত্যেক স্ত্রী একজন করে অশ্বারোহী মুজাহিদ গর্ভধারণ করবে। এরা আল্লাহর্ রাস্তায় জিহাদ করবে। সুলাইমানের এক সাথী বললেন, 'ইনশাআল্লাহ' বলুন। সুলাইমান তা বললেন না। অতঃপর একজন স্ত্রী ছাড়া আর কেউ-ই গর্ভবতী হলো না। যা-ও সে একটি পুত্র

www.nagorikpathagar.org

সন্তান প্রসব করল– তারও এক অঙ্গ ছিল না। রাসূল (সা.) বলেছেন, সেই সত্তা যার হাতে আমার জীবন, যদি তিনি ইনশাআল্লাহ বলতেন, তাহলে তিনি শপথ ভঙ্গ করতেন না এবং তার ইচ্ছা পূরণে সাহায্য প্রাপ্ত হতেন। *[ফাতহুল-বারী, খণ্ড-৬, ৪১; ইবনে কাসীর, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-১৩৮]*

ইবনে আব্বাস (রা.) উপরোল্লিখিত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন "কেউ যদি ভবিষ্যতে কোনো কাজ করার পরিকল্পনার সময় "ইনশাআল্লাহ" বলতে ভুলে যায় তবে পরবর্তী সময় যখন মনে পড়বে তখনই "ইনশাআল্লাহ" বললেও হবে বা বলতে হবে।" কারণ এ বাক্যটি উচ্চারণ করা ওয়াজিব দায়িত্ব। অতএব "ইনশাআল্লাহ" বলা মুসলিম চরিত্রের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ সহজাত বা প্রকৃতিগত স্বভাব হওয়া উচিত। বস্তুত জীবনের সর্বক্ষেত্রে এবং সর্ববিষয়ে আল্লাহ তা'আলার উপর মুসলিম উম্মত পুরোপুরি নির্ভর করবে এবং তাঁরই উপর সর্বদা ভরসা রাখবে, এই আদেশই মুসলিমদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলার উপর নির্ভরশীল হয়ে সে প্রতিটি কাজের সাফল্যে সবচেয়ে শক্তিশালী হাত ধরবে, যে হাত [*আল্লাহ তা'আলার হাত বা তার ক্ষমতা*] কখনও ভাঙ্গবে না এবং অন্য কেউ এই শক্তিশালী হাতের বিরুদ্ধে কিছু করতে পারবে না। এই বিশ্বাস হচ্ছে ঈমানের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এই বিশ্বাসের জন্যই একনিষ্ঠ বান্দা ভালো-মন্দ সব রকম পরিস্থিতিতে ধৈর্যধারণ করতে পারে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ.

"অতঃপর তুমি কোনো সংকল্প করলে [*কোনো কিছু করার ইচ্ছা করলে*] আল্লাহর উপর নির্ভর করবে; যারা নির্ভর করে, আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন।" *{৩-সূরা আলে ইমরান : ১৫৯}*

يَـٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ.

"হে মু'মিনগণ! তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর যখন এক সম্প্রদায় তোমাদের বিরুদ্ধে হাত উত্তোলন করতে চেয়েছিল, তখন আল্লাহ তাদের হাত সংযত করেছিলেন এবং আল্লাহকে ভয় কর আর আল্লাহরই প্রতি মু'মিনগণ নির্ভর করুক।" *{৫-সূরা মায়েদা : ১১}*

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ.

"যারা ঈমান আনে এবং আল্লাহর স্মরণে যাদের চিত্ত প্রশান্ত হয়; জেনে রাখ আল্লাহর স্মরণেই চিত্ত প্রশান্ত হয়।" *{১৩-সূরা রা'দ : ২৮}*

www.nagorikpathagar.org

وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ ۗ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ.

"যদি কেউ সৎকর্মপরায়ণ হয়ে আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করে সে তো দৃঢ়ভাবে ধারণ করে এক মজবুত হাতল, যাবতীয় কার্যের পরিণাম আল্লাহর এখতিয়ারে।" {*৩১-সূরা লুকমান : ২২*}

এই আয়াতের তাৎপর্য সুস্পষ্ট। "ইনশাআল্লাহ" বলার একটি অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করা। বিপদে পড়ে আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করা শুধুমাত্র মুসলিম উম্মতের বিশেষত্ব নয় বরং ধর্ম মত নির্বিশেষে সব আদম সন্তানই এ কাজ করে থাকে। তাই বলা যায় এটি হচ্ছে মানুষের সহজাত প্রকৃতি। তবে মুসলিম উম্মতের ক্ষেত্রে বিষয়টি স্বতন্ত্র কারণ তারা বিপদ-আপদে এবং সুখ-সমৃদ্ধিতে সর্বক্ষেত্রেই প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করবে। এই আয়াতের আদেশ সম্পর্কে অধিকাংশ উম্মতের দৃঢ় বিশ্বাস থাকলেও ইনশাআল্লাহ বলার আদেশ সম্পৃক্ত আয়াত সম্পর্কে অনেকেই অবগত নয়। তাই ভবিষ্যতে করবো এ কথা বলার আগে বিশেষ করে বাঙ্গালিরা সাধারণত "ইনশাআল্লাহ" বাক্যটি উল্লেখ করে না। তবে বর্তমানে সরকারী কর্মকর্তা ও সাধারণ জনগণের মধ্যে এক্ষেত্রে আশাতীত পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়।

আরবের লোকেরা কথায় কথায় "ইনশাআল্লাহ" বাক্যটা উল্লেখ করে থাকে। "আগামীকাল করবো" আর "ইনশাআল্লাহ আগামীকাল করবো" এই বাক্য দু'টির মহত্ত্ব বা মাধুর্য তুলনা করলে দেখা যায় যে, ইনশাআল্লাহ সংযুক্ত বাক্যটির গুরুত্ব ও আবেদন লক্ষণীয়ভাবে বেশী ওজন বিশিষ্ট। ইনশাআল্লাহ বাক্যটি বললে আল্লাহ তা'আলার উপর নির্ভর ও আত্মসমর্পণ করার বিনয়ীভাব প্রকাশ পায় এবং হৃদয়েও প্রশান্তির সৃষ্টি হয়। তাই "ইনশাআল্লাহ" সংযুক্ত বাক্যটি ভাবার্থ প্রকাশে পরিপূর্ণতা লাভ করে। "ইনশাআল্লাহ" বাক্যটি ছাড়াও যে কোনো কাজ শুরু করার সময় "বিসমিল্লাহ" আল্লাহ তা'আলার নাম নিয়ে শুরু করতে হয়। মুসলিমরা যদি প্রতিটি কাজের শুরুতে আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করে অর্থাৎ বিসমিল্লাহ দিয়ে শুরু করে, তা হলে আশা করা যায়, তারা ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো গর্হিত অন্যায় কাজে জড়িত হতে পারবে না। মানবতার শত্রু 'শয়তান' সহ্য করতে পারে না যে, আদম সন্তান বিশেষভাবে মুসলিম উম্মত সব কাজে আল্লাহ তা'আলার উপর নির্ভর করুক এবং সব কাজই তারা বিসমিল্লাহ দিয়ে শুরু করুক। সে চায় সকল মানুষই তার [*শয়তানের*] মতোই ঔদ্ধত্যের সাথে নিজেদের ইচ্ছা বা জ্ঞানের উপর নির্ভর করে সব কাজ করুক। কারণ বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে আল্লাহ তা'আলার উপর পুরোপুরি

www.nagorikpathagar.org

নির্ভরশীল হয়ে আল্লাহ তা'আলার নামে কোনো কাজ শুরু করলে সে কাজে ঝামেলা সৃষ্টি করার কোনো ক্ষমতা শয়তানের থাকে না।

তাই মুসলিমদের Major কোনো সিদ্ধান্ত নিতে বা দু'টি হালাল জিনিসের মধ্যে বাছাই করে একটি গ্রহণ করতে ইসলামী শরীয়তে বা রাসূল (সা.)-এর সুন্নাহ একটি সহজ ব্যবস্থা দিয়েছে। উম্মতের অধিকাংশই এ ব্যাপারে অজ্ঞ অথবা জ্ঞান থাকলেও অবহেলা করে অথবা আল্লাহ তা'আলার উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল হওয়ার মতো গভীর ঈমান না থাকায়, এই সহজ ব্যবস্থাটির অনুসরণ করে না। এজন্যই Major কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় indecision এ ভোগে নিজেদের বিচার বিবেচনায় যে কোনো একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে। অধিকাংশ মানুষ একটি বিষয় সম্পর্কে অজ্ঞ হলেও উম্মতের জানা উচিত, সব মানব শত্রুর মধ্যে 'অদৃশ্য শয়তানই' তাদের সবচেয়ে বড় শত্রু। কারণ একমাত্র মুসলিম উম্মতই তাওহীদে বিশ্বাসী এবং সঠিকভাবে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত বন্দেগি করে।

সাধারণভাবে সকল আদম সন্তানকে তবে বিশেষভাবে মুসলিমদের সব বিষয়ে সর্বক্ষেত্রে নানা কৌশলে অশান্তিতে, উৎকণ্ঠায় এবং চিন্তার মধ্যে রাখায় শয়তান এবং তার দল সর্বদাই নিয়োজিত রয়েছে। এজন্যই গুরুত্বপূর্ণ কোনো সিদ্ধান্ত যেমন বিবাহ, ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকুরি, জনহিতকর আইন, পারিবারিক বিষয়ক সিদ্ধান্ত যদি ইসলামী জীবনাদর্শে প্রদর্শিত বিধান অনুযায়ী গ্রহণ করা না হয়, তা হলে শয়তানের প্রভাবে ভুল সিদ্ধান্তের সম্ভাবনা থাকে। আল্লাহ তা'আলা পরম দয়ালু, তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আল্লাহ তা'আলা সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে আদম সন্তানকে সাহায্য করে থাকেন।

মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় বিষয়ে অধিকাংশ সিদ্ধান্তই এমনকি মুসলিম উম্মতের ক্ষেত্রেও আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত বিধিবিধানের ভিত্তিতে গ্রহণ করা হয় না। ফলে দেখা যায়, বেশীরভাগ সময়ই গৃহীত সিদ্ধান্ত সাময়িকভাবে লাভজনক মনে হলেও ভবিষ্যতের জন্য অনেক ক্ষেত্রেই ক্ষতিকর বলে প্রমাণিত হয় বা ইতোমধ্যে হয়েছে। যেমন গর্ভপাত, মানবাধিকার, জনহিতকর [welfare] সংক্রান্ত অনেক আইন, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আইন সৃষ্টিতে অথবা সংস্কারে এবং প্রয়োগের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় বিশেষ একটি গোষ্ঠীর বা ব্যক্তির স্বার্থে। তাই দেশের সাধারণ জনগোষ্ঠীর কল্যাণে তেমন লাভজনক হয় না। এমনকি অধিকাংশ মুসলিম দেশে জনগণের কল্যাণে প্রণীত আইন এবং তার সিদ্ধান্ত আজ অবিশ্বাসীদের প্রদত্ত বিধানে অথবা নিজেদের তৈরি পদ্ধতি অনুযায়ী গৃহীত হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বিধানের কোনো মূল্যায়ন নেই। তাই বিসমিল্লাহ বা ইনশাআল্লাহ বলার গুরুত্ব থাকে না।

www.nagorikpathagar.org

দু'টি হালাল বিষয়ের মধ্যে যে কোনো একটির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে, রাসূল (সা.) একটি সহজ পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন এবং উম্মতকেও এই পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষা দিয়েছেন। ব্যক্তি বিশেষে কোনো হালাল বিষয়ের সিদ্ধান্ত নেয়ার পূর্বে দুই রাকাত ইস্তেখারা নাওয়াফেল নামায পড়ে আল্লাহ তা'আলার কাছে সঠিক সিদ্ধান্তের ব্যাপারে সাহায্য প্রার্থী হওয়ার জন্য উম্মতকে রাসূল (সা.) আদেশ দিয়েছেন। কাজেই এই নামাযের মাধ্যমে সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়ার রীতি হচ্ছে রাসূলের (সা.) সুন্নাহ। তিনি (সা.) দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের মধ্যে কোনটি ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য বেশী মঙ্গলজনক বা ফলপ্রসূ হবে সে ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছাতে এই নামায পড়ে আল্লাহ তা'আলার কাছে সাহায্য প্রার্থী হয়েছেন। সিদ্ধান্তের বিষয় উল্লেখ করে এই নামাযে প্রার্থনার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার কাছে সাহায্য চাওয়া হয়। আস-সাইয়িদ সাবিক (র.) তার "ফিকহুস সুন্নাহতে" [*পৃষ্ঠা নং-৩২, খণ্ড-২*] ইস্তেখারা নামাযের বর্ণনা দিয়ে উল্লেখ করেছেন "এটি হল, সুন্নাহ নামায [*অতিরিক্ত, নাওয়াফেল*]।

মুসলিমদের মধ্যে কেউ যদি হালাল দু'টি জিনিসের মধ্যে একটি বেছে নিতে চায় তবে সে দুই রাকাত সুন্নাহ [*নাওয়াফেল, অতিরিক্ত*] নামায পড়তে পারে। এই নামায দিন রাত্রিতে যে কোনো সময়ে পড়া যায়। এই নামাযে সূরা আল-ফাতিহা পাঠ করার পর, আল-কুরআনের যে কোনো অংশ পাঠ করা যায়। এই নামাযে রাসূল (সা.) যে দু'আর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার সাহায্য চেয়েছেন, এ সম্পর্কে *জাবের (রা.) বর্ণনা করেছেন, রাসূল (সা.) আমাদেরকে সকল ব্যাপারেই ইস্তেখারা শিখাতেন, যেমনভাবে শিখাতেন কুরআনের সূরা। (বলতেন), যখন তোমাদের কেউ কোনো কাজ করার ইচ্ছা করে, সে যেন (প্রথমে) দু'রাকাত নামায পড়ে এবং তারপর এই দু'আ করে: [দু'আর বাংলা তরজমা দেয়া হলো] "হে আল্লাহ! আমি তোমার জ্ঞানের সাহায্যে কল্যাণ কামনা করছি। তোমারই শক্তি বলে আমি সক্ষম হওয়ার আশা পোষণ করছি এবং তোমার মহান অনুগ্রহ কামনা করছি। কেননা তুমিই একমাত্র ক্ষমতাবান এবং আমি সম্পূর্ণ অক্ষম। তুমিই পরিজ্ঞাত ও আমি অজ্ঞ এবং তুমিই অদৃশ্য বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে পরিজ্ঞাত। হে আল্লাহ যদি তুমি আমার এ কাজ আমার দ্বীন ও দুনিয়ায় আমার কর্মের পরিণামে ও ভূত-ভবিষ্যতে কল্যাণকর মনে কর তবে তুমি তা আমার জন্য নির্ধারিত করে দাও। আর যদি তুমি আমার এ কাজ আমার দ্বীন ও দুনিয়ার এবং আমার কর্মের পরিণামে অথবা ভূত-ভবিষ্যতে অকল্যাণকর মনে কর তবে তুমি তা আমার নিকট থেকে ফিরিয়ে নাও এবং আমাকেও তা থেকে ফিরিয়ে রাখ এবং আমার জন্য সার্বক্ষণিক কল্যাণ নির্ধারণ কর। আর আমাকে তার সাথে রাজি করে দাও।" অতঃপর স্বীয় উদ্দেশ্যের [কাজের কথা] কথা ব্যক্ত করবে। এ দু'আ করার পর নিজ নিজ প্রয়োজনের নাম উল্লেখ করে দু'আ করবে।" {সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড ৫, ৫৯৩৪}*

www.nagorikpathagar.org

ইমাম আন-নববী (র.) বলেছেন, "ইস্তেখারা করার পর নিজের অন্তর যে বিষয়ের প্রতি বেশী আকর্ষণ করে, নিজের মনে ভালো লাগবে বা প্রশান্তি অনুভব করবে সেটিই করবে। ইস্তেখারা করার পূর্বে যে বিষয়ের প্রতি বেশী আকর্ষণ ছিলো সেটির দিকে বেশী ঝুঁকে পড়বে না। আল্লাহ তা'আলার উপর পুরোপুরি নির্ভর করলে, ইনশাআল্লাহ তিনি যে কোনো একটি বিষয়ের প্রতি বেশী আকর্ষণ সৃষ্টি করবেন।" উল্লেখ্য যে, লেখকের পরিচিত অনেকেই ইস্তেখারা নামাযের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার সীমাহীন অনুগ্রহে লাভবান হয়েছেন। আল্লাহ তা'আলার সাহায্য ছাড়া কোনো সিদ্ধান্ত নিতে গেলে শয়তান মানুষের অবৈধ প্রবৃত্তির সাহায্যে ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণে অনুপ্রেরণা দিতে পারে। কারণ সে চায়, ভুল সিদ্ধান্তের মাধ্যমে মানুষ অশান্তিতে জীবন যাপন করুক। আল্লাহ তা'আলার উপর যে ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে সে আল্লাহ তা'আলার একনিষ্ঠ বান্দা। এই বান্দাদের ব্যাপারে শয়তানকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَٰنٌ ۚ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا.

"আমার বান্দাদের [*একনিষ্ঠ বান্দা*] উপর তোমার [*শয়তানের*] কোনো ক্ষমতা নেই' কর্ম বিধায়ক হিসেবে তোমার প্রতিপালকই যথেষ্ট।" {*১৭-সূরা ইসরা : ৬৫*}

খারাপ কাজকে ভালো কাজ হিসেবে দেখায়

খারাপ কাজ, সেই কাজ- যে কাজ কারো জীবনে সার্বিকভাবে কোনো উপকারে আসে না, কল্যাণকর হয় না বরং বেশীরভাগ ক্ষেত্রে ক্ষতির কারণ হয়। খারাপ বা অন্যায় কাজ সাময়িকভাবে কারো ক্ষেত্রে লাভজনক বলে মনে হলেও, ভবিষ্যতে সামাজিক কল্যাণে বা উন্নয়নে ক্ষতির কারণ হয়। তাই জাতি ধর্ম নির্বিশেষে মানবজাতির কেউ খারাপ কাজ পছন্দ করে না। মিথ্যা বলা এবং চুরি করা যে অত্যন্ত খারাপ কাজ সেটি সকলেই স্বীকার করবে। এজন্যই জাতি ধর্ম নির্বিশেষে কেউ এগুলো পছন্দ করে না বরং সকলেই মিথ্যা বলাকে ও চুরি করাকে ঘৃণা করে। মানব সন্তানের এই প্রশংসনীয় গুণ হচ্ছে তার সত্য প্রকৃতির বা সহজাত প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য।

নরহত্যা, ব্যভিচার, মদ্যপান, জুয়াখেলা, যুদ্ধ, সন্ত্রাসমূলক কাজে জড়িত হওয়া, ঘুষ নেয়া বা দেয়া, মিথ্যা বলা ও মিথ্যা সাক্ষ্য এবং মারামারি ইত্যাদি গর্হিত অন্যায় কাজ। এর স্বীকৃতিতে সব ধর্মীয় বিধানে রয়েছে একটি সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা। তাই প্রতিটি ধর্মের অনুসারীদেরকে ধর্মীয় বিধানুযায়ী এই সমস্ত কর্মকে অন্যায় হিসেবেই শিক্ষা দেয়া হয়। তবে অন্যায়ের মধ্যে সবচেয়ে গর্হিত অন্যায় হচ্ছে ইবাদতে আল্লাহ তা'আলার সাথে কাউকে শরীক [*শিরক করা*] স্থির

www.nagorikpathagar.org

করা। হাতে গড়া মূর্তির, কাল্পনিক দেবদেবীর পূজাসহ সূর্য, চন্দ্র, তারকা, গাছ, অন্য মানুষ, জিনকে পূজা করা এবং আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত জীবনাদর্শের বিধিবিধান উপেক্ষা করে মানুষের তৈরি বিধানে জীবন যাপন ও ইবাদত বন্দেগি করা ইত্যাদি। মানবজাতির বৃহত্তর একটি অংশ অর্থাৎ মানবজাতির প্রায় পাঁচ ভাগের চার ভাগ মানুষই এই গর্হিত পাপে জড়িত রয়েছে। সকলেই নিজ প্রবৃত্তির চাহিদায় সৃষ্ট ধর্ম ও মতাদর্শ, দেশের সংবিধান, সামাজিক রীতিনীতি, ইবাদতের পদ্ধতি এবং পারিবারিক জীবনের সংস্কৃতি ও জীবন যাপনের বিধিবিধান নিয়ে গর্বিত। উপরন্তু ধর্মীয় ভ্রান্ত বিশ্বাস ও গণতন্ত্রের নামে শোষণের সূত্র পুঁজিবাদী অর্থনীতি ও শাসনতান্ত্রিক বিধানকে জীবনের জন্য উত্তম বিধান হিসেবে তারা দুনিয়ার মানুষের কাছে প্রচার করেছে। ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রে খৃষ্টানদের একটি বিরাট অংশ মরিয়ম পুত্র ঈসা (আ.)-কে আল্লাহ তা'আলার পুত্র হিসেবে বিশ্বাস করে। তাদের এই ভ্রান্ত বিশ্বাসকে বিপুল পরিমাণ অর্থ-সম্পদের মাধ্যমে বিশ্ববাসীর কাছে প্রচার করে অন্যদেরকেও এই গর্হিত পাপে জড়িত হতে আহ্বান করে। কারণ খৃষ্টানদের বিশ্বাস ঈসা (আ.)-কে আল্লাহ তা'আলার পুত্র হিসেবে গ্রহণ করাই পরকালে আল্লাহ তা'আলার শাস্তি থেকে মুক্তির জন্য একমাত্র রাস্তা। তাদের বদ্ধমূল ধারণা ঈসা (আ.) পরকালের জন্য ত্রাণকর্তা। এই ভ্রান্ত বিশ্বাসকে মানুষের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টায় খৃষ্টান ধর্ম যাজকরা [*বিশেষ করে ক্যাথলিক পাদ্রী (পুরুষ) এবং নান (নারী)*] বিবাহ-শাদি বর্জন করে সংসারত্যাগী হয়ে এই মহৎ [*তাদের মতে*] কাজে আত্মনিয়োগ করে সারা জীবন কাটিয়ে দেয়।

অনুরূপভাবে সূর্য, চন্দ্র, তারকা পূজক এবং মূর্তি পূজকরা বিশ্বাস করে যে, তাদের ইবাদতের পদ্ধতি হচ্ছে বস্তুত আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের জন্য উত্তম ব্যবস্থা। যদিও তারা বুঝতে পারে না এই সমস্ত কাজ হল, গর্হিত অন্যায় এবং আকাশ জমিনের মধ্যে যা কিছু আছে তার সৃষ্টিকর্তা, বিধানকর্তা, নিয়ন্ত্রণকর্তা ও একমাত্র মা'বুদ বা উপাস্য আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত আসমানী কিতাবে বর্ণিত মূল্যবোধের বিপরীতে এবং পবিত্র বিধানের দৃষ্টিতে চরম অন্যায় ও নিজের প্রতি যুলুমের কাজ। অথচ একমাত্র সৃষ্টিকর্তা আল্লাহকে বিশ্বাস করে, তবুও বিভ্রান্তিবশত ইবাদতে তারা আল্লাহ তা'আলার সাথে মানুষের তৈরি বস্তুকে শরীক করে আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্য লাভের চেষ্টা করে। এদেরকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় আকাশ-জমিন এবং তার মধ্যবর্তী যা কিছু আছে তার সৃষ্টির্কতা কে, অধিকাংশ মানুষ [*নাস্তিক ব্যতীত*] বিনাদ্বিধায় স্বীকারোক্তিতে বলবে, চোখের সামনে যা কিছু দেখা যায় তাদের সৃষ্টিকর্তা সর্বশক্তিমান 'আল্লাহ তা'আলা'। অথচ তারা তাওহীদে বিশ্বাস না করে ইবাদতে আল্লাহ তা'আলার সাথে শরীক স্থির করে। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

www.nagorikpathagar.org

لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَٰذَا مِن قَبْلُ إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. قُل لِّمَنِ الْأَرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۚ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۚ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۚ قُلْ فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ.

"জিজ্ঞাসা কর, 'এই পৃথিবী এবং তাতে যা আছে তা কার, যদি তোমরা জান? তারা [*অবিশ্বাসীরা*] বলবে, 'আল্লাহর। বল, 'তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে না? জিজ্ঞাসা কর, 'কে সপ্তাকাশ এবং মহা আরশের অধিপতি? তারা বলবে, 'আল্লাহ! বল, তবুও কি তোমরা সাবধান হবে না? জিজ্ঞাসা কর, 'সমস্ত কিছুর কর্তৃত্ব কার হাতে, যিনি আশ্রয় দান করেন এবং যার উপর আশ্রয় দাতা নেই, যদি তোমরা জান? তারা বলবে, 'আল্লাহর! বল, 'তবুও তোমরা কেমন করে বিভ্রান্ত হচ্ছ [*তাওহীদে বিশ্বাস না করে, আল-কুরআনকে উপেক্ষা করে আল্লাহ তা'আলার সাথে শরীক স্থির কর*]?" {২৩-সূরা মু'মিনূন : ৮৪-৮৯}

উপরিউক্ত আয়াতে বর্ণিত বিষয় সম্পর্কে চিন্তা করলে এবং বিশ্বাস অনুযায়ী তাদেরও ইবাদতের পন্থা দেখে অবাক লাগে। কারণ তারা স্বীকার করে আল্লাহ তা'আলাই সব কিছু সৃষ্টি করেছেন, নিয়ন্ত্রণ করেছেন তা সত্ত্বেও তারা ইবাদতে আল্লাহ তা'আলার সাথে অন্যদেরকে শরীক করে। যদিও তাদের ইবাদতের পদ্ধতির পক্ষে কোনো যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। আদম সন্তানের বৃহত্তর অংশ ব্যতিরেকে সৃষ্টিজগতের সকলেই ইবাদতে একমাত্র প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলাকে সিজদা করে থাকে। তারা মানুষের মতো অহংবোধে আল্লাহ তা'আলার বিরুদ্ধে কোনো প্রকার যুক্তি দাঁড় করায় না। উপরন্তু তারা সকলেই সর্বদা আল্লাহ তা'আলার আদেশ মেনে চলে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ ۖ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ. وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا ۚ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ.

"আল্লাহকেই সিজদা করে যা কিছু আছে আকাশমণ্ডলীতে, পৃথিবীতে যত জীব

www.nagorikpathagar.org

জন্তু আছে সে সমস্ত এবং ফিরিশতাগণও; তারা অহংকার করে না। তারা ভয় করে, তাদের উপর পরাক্রমশালী তাদের প্রতিপালককে এবং তাদেরকে যা আদেশ করা হয় তারা তা করে [*সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণকারী*]। আল্লাহ্ বললেন, 'তোমরা [*মানবজাতি*] দুই ইলাহ্ গ্রহণ করো না; তিনিই তোমাদের একমাত্র ইলাহ্। সুতরাং আমাকেই ভয় কর [*আমারই ইবাদত কর*]। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা তারই এবং নিরবচ্ছিন্ন আনুগত্য তারই প্রাপ্য। তোমরা কি আল্লাহ্ ব্যতীত অপরকে ভয় করবে?" {১৬-সূরা নাহ্ল : ৪৯-৫২}

শিরকে জড়িতদের ধারণা, শিরকের বস্তু আল্লাহ্ তা'আলার সান্নিধ্য লাভে তাদেরকে সাহায্য ও বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করবে এবং পার্থিব জীবনের কল্যাণে ভাগ্য পরিবর্তন করে দেবে। অথচ তাদেরও বোধগম্য নয় যে, এগুলো আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্টির একটি অংশ অথবা জড় পদার্থ দিয়ে কারও হাতে গড়া মূর্তি। প্রকৃতপক্ষে কারও ভালো-মন্দের উপর তাদেরও হাত নেই, এমনকি নিজেকে রক্ষা করার কোনো ক্ষমতা তাদের নেই। এ ব্যাপারে ইব্রাহীমের (আ.) সময়ে ঘটিত বিষয় উল্লেখ করে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন–

قَالُوْٓا ءَاَنْتَ فَعَلْتَ هٰذَا بِاٰلِهَتِنَا يٰٓاِبْرٰهِيْمُ ۔ قَالَ بَلْ فَعَلَهٗ ق كَبِيْرُهُمْ هٰذَا فَسْئَلُوْهُمْ اِنْ كَانُوْا يَنْطِقُوْنَ ۔ فَرَجَعُوْٓا اِلٰٓى اَنْفُسِهِمْ فَقَالُوْٓا اِنَّكُمْ اَنْتُمُ الظّٰلِمُوْنَ لا ثُمَّ نُكِسُوْا عَلٰى رُءُوْسِهِمْ ج لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هٰٓؤُلَآءِ يَنْطِقُوْنَ ۔ قَالَ اَفَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَّلَا يَضُرُّكُمْ ۔

"তারা বললো: হে ইব্রাহীম, তুমিই কি আমাদের উপাস্যদের সাথে এরূপ ব্যবহার করেছ। তিনি বললেন: না, তাদের এই প্রধানই তো এ কাজ করেছে। অতএব তাদেরকে জিজ্ঞেস কর, যদি তারা কথা বলতে পারে। অতঃপর তারা মনে মনে চিন্তা করলো এবং বললো: লোক সকল; তোমরাই বে-ইনসাফ। অতঃপর তারা ঝুঁকে গেল মস্তক নত করে: 'তুমি তো জান যে, তারা কথা বলতে পারে না'। তিনি বললেন: তোমরা কি আল্লাহ্র পরিবর্তে এমন কিছুর ইবাদত কর, যা তোমাদের কোনো উপকারও করতে পারে না এবং ক্ষতিও করতে পারে না।" {*২১-সূরা আম্বিয়া : ৬২-৬৬*}

শিরকের বস্তুর ক্ষমতা সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেছেন–

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ مَّنْ يَّبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ ط قُلِ اللّٰهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ ۔ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ مَّنْ يَّهْدِيْٓ اِلَى الْحَقِّ ط قُلِ اللّٰهُ

www.nagorikpathagar.org

يَهْدِيْ لِلْحَقِّ ؕ اَفَمَنْ يَّهْدِيْۤ اِلَى الْحَقِّ اَحَقُّ اَنْ يُّتَّبَعَ اَمَّنْ لَّا يَهِدِّيْۤ اِلَّاۤ اَنْ يُّهْدٰى ۚ فَمَا لَكُمْ ۟ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ.

"তুমি বল, তোমাদের শরীকদের মধ্যে এমন কে আছে যে প্রথম সৃষ্টি করতে পারে এবং পরে তারা দ্বিতীয়বার আবার সৃষ্টি করতে পারে? বল, 'একমাত্র আল্লাহই প্রথম সৃষ্টি করেন এবং পুনরায় তা করবেন [*শেষ বিচার দিবসে*]। তবে তোমরা কিভাবে সত্য হতে ঘুরে যাও? তুমি বল, তোমাদের শরীকদের মধ্যে এমন কে আছে যে, সত্যের দিকে হেদায়াত করতে পারে? তুমি বল, 'একমাত্র আল্লাহই সত্যের পথে হেদায়াত করে থাকেন, অতএব যিনি সত্যের পথে হেদায়াত করেন তাকে অনুসরণ করা অধিকতর উচিত, না-কি যে-ব্যক্তি অন্যের* সাহায্য ভিন্ন চলাফেরা করতে পারে না তার অনুসরণ করা উচিত? তোমাদের কি হয়েছে? তোমরা কেমন বিচার-বিবেচনা করছ?" { *১০-সূরা ইউনুস : ৩৪-৩৫* }

*[*সৃষ্টির কোনো বস্তুই আল্লাহ তা'আলার সাহায্য ব্যতিরেকে এবং মূর্তিপূজকদের মূর্তি অন্যের সাহায্য ছাড়া কোথাও যেতে পারে না*]

অতএব এদের অধিকাংশই অনুমানের অথবা মনগড়া তৈরি ধারণার অনুসারী। এ প্রসঙ্গেও আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন–

وَمَا يَتَّبِعُ اَكْثَرُهُمْ اِلَّا ظَنًّا ؕ اِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِيْ مِنَ الْحَقِّ شَيْـًٔا ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَفْعَلُوْنَ.

"কিন্তু তাদের অনেকেই শুধু অনুমানের অনুসরণ করে থাকে, আর অবশ্যই অনুমান সত্যের বেলায় কোনো কাজেই আসে না, নিশ্চয় আল্লাহ জানেন, যা কিছু তারা করে।" { *১০-সূরা ইউনুস : ৩৬* }

তবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, শিরকের বস্তুকে মুসলিম উম্মত কোনো অবস্থাতেই গালি দিতে এবং উপহাসও করতে পারবে না। এ কাজ করতে আল্লাহ্ তা'আলা নিষেধ করেছেন। কারণ তারা না বুঝে আল্লাহ্ তা'আলাকে মন্দ বলতে পারে। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন–

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًاۢ بِغَيْرِ عِلْمٍ ؕ كَذٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ اُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ۪ ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ.

"এবং তারা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের বন্দনা করছে তোমরা তাদেরকে মন্দ বলো না। কেননা, তা হলে তারা অজ্ঞানতাবশত আল্লাহকে মন্দ বলবে। এইভাবে আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের দৃষ্টিতে তাদের কাজকর্ম সুশোভিত করে দিয়েছি। অতঃপর

www.nagorikpathagar.org

স্বীয় প্রতিপালকের কাছে তাদের প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তখন তিনি তাদেরকে বলে দেবেন যা কিছু তারা করতো।" { *৬-সূরা আন'আম : ১০৮* }

লক্ষণীয় যে, নতুন দ্বীন-ধর্ম বা মতবাদ এবং জীবনাদর্শ সৃষ্টিতে মানুষের অজ্ঞতা ও ঔদ্ধত্যপরায়ণ প্রকৃতিই অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করে। তবে অনুপ্রেরণায় ইন্ধন যোগাতে অদৃশ্য শয়তানের সহযোগিতাই মুখ্য ভূমিকা রাখে। এ রকম ইবাদতের মাধ্যমে দুনিয়া এবং আখেরাতে উভয় জায়গায়ই মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সেটি মানুষ বুঝতে পারে না। আল্লাহ তা'আলার সাথে শরীক স্থির করে ইবাদত করার কোনো অধিকার তাদের নেই। কারণ মানব ও জিনজাতিকে আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন একটি মাত্র উদ্দেশ্যে যে, তারা আল্লাহ তা'আলারই ইবাদত করবে, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ.

"আমি সৃষ্টি করেছি জিন এবং মানুষকে এই জন্য যে, তারা আমারই 'ইবাদত' করবে।" {৫১-সূরা যারিয়াত : ৫৬}

অতএব তাওহীদে বিশ্বাস করে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করা মানবের সহজাত প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য, যার উপর মানব সন্তানকে আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন। { *সূরা রূম, আয়াত নম্বর ৩০ দ্রষ্টব্য* }

কিন্তু সিংহভাগ আদম সন্তানই সহজাত প্রকৃতির বিপরীতে কাজ এবং ইবাদতে অন্য বস্তুকে শরীক করছে। এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন: মানুষ সহজাত প্রকৃতির বিপরীতে গর্হিত অন্যায় কাজের পেছনে কার ইন্ধন, অনুপ্রেরণা এবং প্রভাব সর্বদা কাজ করছে? এই প্রশ্নের উত্তর নিয়ে ইতোমধ্যে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। কাজেই এ সম্পর্কে সকলেই অবগত আছেন। তবুও আলোচনা করা যাক, এই ব্যাপারে সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞানী, মহান, উদার, একমাত্র উপাস্য এবং সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা, প্রতিপালক, নিয়ন্ত্রণকারী, শেষ বিচার দিবসের একচ্ছত্র মালিক আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কিতাবে কি বলেছেন?

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُوْنَ. فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوْا وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوْبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ.

"তোমার পূর্বেও বহু জাতির নিকট রাসূল প্রেরণ করেছি; অতঃপর তাদেরকে অর্থ-সংকট ও দুঃখ ক্লেশ দ্বারা পীড়িত করেছি, যাতে তারা বিনীত হয়। আমার শাস্তি যখন তাদের উপর আপতিত হলো, তখন তারা কেন বিনীত হলো না?

www.nagorikpathagar.org

অধিকন্তু তাদের হৃদয় কঠিন হয়েছিল এবং তারা যা [*ইবাদত করার পদ্ধতি ও তাদের বিশ্বাস*] করছিল শয়তান তা তাদের দৃষ্টিতে শোভন করেছিল।" {*৬-সূরা আন'আম : ৪২-৪৩*}

আল্লাহ তা'আলার পবিত্র কিতাবে ও প্রদত্ত জীবনাদর্শে [*ধর্মীয় মূল্যবোধে*] এবং তাওহীদে যারা বিশ্বাস করে না, বিশ্বাসের ক্ষেত্রে তাদের হৃদয় অবশ্যই কলুষিত এবং কঠিন প্রকৃতির। কারণ বিশ্বাস হলো হৃদয়ের ব্যাপার। তাই তাওহীদে বিশ্বাস এবং আল্লাহ তা'আলার কাছে আত্মসমর্পণ করার অভিপ্রায় প্রথমে হৃদয়ে স্থান দিতে হয়। *কোনো প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীরা যদি মালিকের প্রতিষ্ঠিত নির্ধারিত নীতিমালায় আত্মসমর্পণ না করে অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানের বিধিনিষেধ সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ না করে, তা হলে তারা উক্ত মালিকের কারখানায় কাজ করার সুযোগ পাবে না। চাকুরিতে যোগদান করে যদি কোনো কর্মচারী অবাধ্য হয় তখন মালিকের প্রশাসনিক বিভাগ উক্ত কর্মচারীকে প্রথমে উপদেশ দিয়ে এবং প্রয়োজনে লিখিতভাবে সতর্কতামূলক পত্র দিয়ে বাধ্য করার চেষ্টা করবে, তাতেও যদি কাজ না হয় তখন প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কল্যাণে এই অবাধ্য কর্মচারীকে অবশ্যই বহিষ্কার করা হবে। অবাধ্য কর্মচারী নিজের চাহিদা অনুযায়ী নিজস্ব মতামতকে প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠিত নীতিমালা থেকে বেশী ন্যায্য হিসেবে গ্রহণ করে বলেই তার দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনে কোনো উপদেশ এমনকি সতর্কতামূলক পত্র এবং চাকুরি থেকে বহিষ্কারের হুমকিও সাহায্য করতে পারে না।* বিশেষ ক্ষেত্রে কর্মচারীর অবাধ্য আচরণে নিজ প্রবৃত্তির চাহিদা ছাড়াও বহির্গত অদৃশ্য কোনো শক্তির অনুপ্রেরণা থাকে। তাই সে প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক বিভাগের উপদেশের কোনো মূল্য দেয় না। অন্যথায় সে তার সহজাত প্রকৃতির প্রভাবে মালিকের আদেশের বা বিধানের অবাধ্য হতে পারতো না। অনুরূপ আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত জীবনাদর্শও একটি প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠিত নীতিমালার মতো মানব জীবনের কল্যাণে নীতিমালা হিসেবে কাজ করবে। আদম সন্তানরা যাতে জীবনাদর্শ সুস্পষ্টভাবে বুঝতে এবং জীবন-যাপনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে তার জন্য আল্লাহ্ আসমানী কিতাব ও নবী-রাসূল প্রেরণ করে উপদেশ দিয়েছেন, যাতে তারা জীবনাদর্শকে উপেক্ষা করে আল্লাহ তা'আলার অবাধ্য হওয়া থেকে বিরত থাকতে পারে। তা সত্ত্বেও যারা অবাধ্য হবে বা হয়েছে তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ.

"তাদেরকে যে উপদেশ দেয়া হয়েছিল তারা যখন তা বিস্মৃত হলো তখন তাদের জন্য সমস্ত কিছুর [*নেয়ামত, ধন-সম্পদ ইত্যাদি*] দ্বার উন্মুক্ত করে দিলাম; অবশেষে

www.nagorikpathagar.org

তাদেরকে যা দেয়া [*আনন্দ উল্লাসের উপকরণ*] হলো যখন তারা তাতে উল্লসিত হলো তখন অকস্মাৎ তাদেরকে ধরলাম; ফলে তখনি তারা নিরাশ হলো।" {*৬-সূরা আন'আম : ৪৪*}

উপরোল্লিখিত আয়াতে মানব সভ্যতার ইতিহাসে ধ্বংস হয়ে যাওয়া জাতির [*ফেরাউন, নূহ, আদ, সামূদ, লূত এবং মাদিয়ান জাতির*] উদাহরণ আল্লাহ তা'আলা দিয়েছেন। তাদের কল্যাণে হেদায়াতের জন্য নবী-রাসূল পাঠিয়ে আল্লাহ তা'আলা উপদেশ দিয়েছিলেন, তা সত্ত্বেও তারা নবীদের দাওয়াতকে উপেক্ষা করে অসৎ কাজে এবং অন্ধ বিশ্বাসে অটল থাকে। তাদের ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ ও ভ্রান্ত বিশ্বাস এবং আল্লাহ তা'আলার বিধানের বিরোধী কার্যকলাপকে শয়তানই তাদের সামনে ভাল কাজ হিসেবে প্রতীয়মান করেছিল। আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত নেয়ামতের জন্য কৃতজ্ঞ বান্দা না হয়ে বরং তারা হয়েছিল অবাধ্য অকৃতজ্ঞ বান্দা। অবাধ্যতার জন্যই উল্লিখিত জাতির প্রায় সকলেই সমূলে ধ্বংস হয়েছে। মানবজাতিকে বুঝানোর জন্য সর্বশেষ আসমানী কিতাব আল-কুরআনে, আল্লাহ তা'আলা এই সমস্ত জাতির উদাহরণ দিয়েছেন। তাদেরকে অন্যায় কাজে লিপ্ত রেখে আসল সময়ে [*শাস্তির দিনে*] মানুষের শত্রু 'শয়তান' পলায়ন করেছিল। অর্থাৎ বিপদের দিনে শয়তান তাদেরকে কোনো সাহায্য করতে পারেনি। কারণ সাহায্য করার শক্তি ও ক্ষমতা তার নেই।

বর্তমান বিশ্বে তথাকথিত বৃহত্তর শক্তি হিসেবে স্বীকৃতি লাভের প্রত্যাশায় এবং অন্যদেরকে সামরিক শক্তির শ্রেষ্ঠত্ব দেখিয়ে বশে রাখার প্রত্যাশায় কতিপয় দেশের সরকার যুদ্ধকে একটি অন্যতম কৌশল হিসেবে গ্রহণ করেছে। যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার এবং আরো কিছু সরকারের কার্যকলাপ থেকে সেটি বিশ্বের সকলেই অবগত আছে। তবে নিকট অতীত থেকে উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়, বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে মানবজাতির সার্বিক কল্যাণে, উদ্ধত কোনো ব্যক্তি অথবা জাতিকে পরাস্ত করতে যুদ্ধের প্রয়োজন অবশ্যই রয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানীর স্বৈরাচারী সরকার হিটলার এবং জাপানীদের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ বন্ধ করার জন্য মৈত্রী শক্তির যৌথভাবে যুদ্ধ করার প্রয়োজন ছিলো।

ইসলামের ইতিহাসে মুসলিম উম্মতের সাথে মক্কার মুশরিকদের সর্বপ্রথম এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ ছিলো 'বদরের যুদ্ধ'। যে যুদ্ধ ছিলো মানবজাতির কল্যাণে সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য নির্ধারণের জন্য আল্লাহ তা'আলার আদেশে যুদ্ধ। এই যুদ্ধের মাধ্যমে তৎকালীন আরবীয়দের কাছে প্রমাণ হয়েছিল আল্লাহ তা'আলার নাযিল করা আল-কুরআনের পবিত্র বাণী সত্য এবং আল্লাহ তা'আলার শক্তির উপরে কারো কোনো শক্তি নেই, তাই মানবজাতির জন্য নির্ধারিত দ্বীন আল-ইসলামের জয় অবশ্যম্ভাবী। মুশরিকদের তুলনায় সংখ্যায় অতি অল্প নিরস্ত্র

www.nagorikpathagar.org

মুসলিম উম্মত আল্লাহ তা'আলার সীমাহীন অনুগ্রহে বদরের যুদ্ধে জয়লাভ করে মক্কার উদ্ধত মুশরিকদেরকে চোখে আংগুল দিয়ে পরিষ্কারভাবে সেটি দেখিয়ে দিয়েছিলেন। যুদ্ধের প্রারম্ভে মুশরিকরা ভেবেছিল তাদের সৈন্য সামন্ত ও যুদ্ধের সরঞ্জাম মুসলিমদের তুলনায় অনেক বেশী এবং উন্নত ধরনের, তাই এই যুদ্ধে তাদের জয় সুনিশ্চিত। কিন্তু মুশরিকরা বুঝতে পারেনি যে মুসলিম উম্মতের সৈন্য এবং যুদ্ধের সরঞ্জাম না থাকলেও সৃষ্টিকর্তা প্রতিপালক পরম দয়ালু সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলা মুসলিম উম্মতের সাহায্যকারী। যার শক্তির কাছে সব শক্তিই শক্তিহীন, তার অনুমতি ও অনুগ্রহ ব্যতীত কেউ শক্তিশালী হতে পারে না। বদরের যুদ্ধে মুশরিকদের ঔদ্ধত্যপূর্ণ মানসিকতার উসকানিতে শয়তানের কার্যকলাপ সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ ۚ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتٰنِ نَكَصَ عَلٰى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكُمْ إِنِّي أَرٰى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللّٰهَ ۚ وَاللّٰهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

"স্মরণ কর, শয়তান তাদের [*মুশরিকদের*] কার্যাবলী [*যুদ্ধে জড়িত হওয়া*] তাদের দৃষ্টিতে শোভন করেছিল এবং বলেছিল, 'আজ মানুষের মধ্যে কেউ তোমাদের উপর বিজয়ী হবে না, আমি [*শয়তান*] তোমাদের পার্শ্বেই থাকব।' অতঃপর দুই দল [*মুসলমান এবং মুশরিক*] যখন পরস্পর সম্মুখীন হলো, তখন সে সরে পড়ল ও বললো 'তোমাদের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক রইল না, তোমরা যা [*জিব্রাইল (আ.) এবং অন্যান্য ফিরিশতা*] দেখতে পাও না আমি তা দেখি, আমি আল্লাহকে ভয় করি, আর আল্লাহ শাস্তিদানে কঠোর।" {*৮- সূরা আনফাল : ৪৮*}

শয়তানই মুশরিকদের অন্তরে অনুপ্রেরণা ও প্রবৃত্তির চাহিদায় উসকানি দিয়ে এই যুদ্ধে লিপ্ত হতে তাদেরকে সাহায্য করে অথচ মুশরিকরা যখন পরাজয়ের গ্লানি বরণ করে তখন সে পালিয়ে যায়। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন "বদরের যুদ্ধে শয়তান ও তার দল যুদ্ধের নিশান বহনকারী বনী মুদলিজ গোত্রের সুরাকাহ বিন মালিক বিন জুসহুমের আকৃতি ধারণ করে মক্কার মুশরিকদের উসকানি দিয়ে বলে, 'আজ তোমাদেরকে কেউ পরাজিত করতে পারবে না। আমি [*বনী মুদলিজ গোত্রের লোক*] তোমাদের সাহায্য করব। অতঃপর যখন দুই দলের সেনাবাহিনী পরস্পর মুখোমুখি হলো, তখন রাসূল (সা.) এক মুষ্টি বালি মুশরিকদের মুখের উপর ছুড়ে মারলেন, এই কারণে মুশরিকেরা পেছনের দিকে সরে গেল এবং জিব্রাইল (আ.) যখন শয়তানের দিকে [*সুরাকাহ*] এগিয়ে আসলেন, তখন শয়তান মুশরিক ব্যক্তির হাত ধরা অবস্থায় জিব্রাইল (আ.)-কে

www.nagorikpathagar.org

দেখে দৌড়ে পলায়ন করল। তখন মুশরিক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, 'হে সুরাকাহ্! তুমি বলেছ যে, তুমি হলে আমাদের প্রতিবেশী [*যুদ্ধে সাহায্যকারী/অংশ গ্রহণকারী*]। সে [*শয়তান*] বললো, প্রকৃত পক্ষে আমি যা দেখি... অর্থাৎ জিব্রাইলকে (আ.) দেখে শয়তান এই কথা বলেছিল]। { *আত-তাবারী, ১৪:৭; ইবনে কাসীর, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৩৩৫* }

প্রায় প্রতিটি গর্হিত ও অন্যায় কাজে অনুপ্রেরণা ও নেতৃত্ব দেয়ার পেছনে কিছু ব্যক্তি অদৃশ্যে থাকে, যাদেরকে একটি বিশেষ নাম 'গড ফাদার' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। গড ফাদারদের অনুপ্রেরণায় অন্যায় কাজে লিপ্ত হয়ে নিজেদের কৃতকর্মের জন্য যখন অপরাধী ধরা পড়ে বিচারের জন্য আদালতে হাজির হয় এবং বিচার হওয়ার পর অনেকে জেল হাজতে যায় অথবা ফাঁসির দড়িতে ঝুলে জীবন দেয়, তখন গডফাদাররা শয়তানের মতোই আত্মগোপন করে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে অদৃশ্যে থেকে যায়। মুসলিম উম্মতের অধিকাংশই ইসলামী ইতিহাসের প্রথম যুদ্ধ বদরের যুদ্ধের স্বর্ণমণ্ডিত ইতিহাস সম্পর্কে কোনো জ্ঞান রাখে না অথবা জ্ঞান থাকলেও এই যুদ্ধের কাহিনী থেকে শিক্ষা লাভ করে না। অথচ তৎকালীন আরবের বৃহত্তর শক্তি কুরাইশদের বিপক্ষে বদরের যুদ্ধে মুসলিম উম্মতের জয় পরবর্তীতে বহু শতাব্দী যাবৎ মুসলিম উম্মতের জন্য অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করেছিল। এই যুদ্ধের ফলাফল ছিলো অন্যায় ও অন্ধবিশ্বাসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য একটি অন্যতম উদাহরণ এবং আল্লাহ্ তা'আলার প্রতিশ্রুতির প্রতি গভীর বিশ্বাস স্থাপনের জন্য একটি উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত।

বর্তমানে সাম্রাজ্যবাদী সরকার সারা বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার নামে গণতন্ত্রের অগ্রদূত হিসেবে দু'মুখী চরিত্র নিয়ে যে সমস্ত কাজ করছে তার পেছনে মানব প্রবৃত্তির আকাঙ্ক্ষা থাকলেও বস্তুত অদৃশ্য শয়তানের প্রভাবই প্রধান ভূমিকা পালন করছে। কারণ স্বীয় গোষ্ঠী স্বার্থসিদ্ধির প্রত্যয়ে একদিকে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টার বুলি আওড়াচ্ছে, আর অন্যদিকে পুঁজিবাদী ও রাজতান্ত্রিক কিছু সরকারকে সব রকম সাহায্য সহযোগিতায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। এটি সত্য যে, শয়তানিক চরিত্রের অনুসারী ছাড়া কেউ এ ধরনের কাজ করতে পারে না। সামরিক শক্তিতে শক্তিশালী হওয়ায় তারা নিজেদের পেশী শক্তি ব্যবহারে স্বৈরাচারী সরকার উৎখাতের নামে একটি স্বাধীন দেশ দখল করে নিরীহ মানুষের জীবন নষ্ট করতেও দ্বিধাসংকোচ করছে না। তদুপরি এ সুযোগের সদ্ব্যবহারে মুসলিম উম্মতের একটি দলও বিভ্রান্ত ধারণায় জিহাদের নামে নিরীহ নিরস্ত্র মানুষের জীবন নষ্ট করে বিশ্বব্যাপী অশান্তি বা ফিতনার সৃষ্টি করেছে। যদিও উভয় দলই মনে করছে যে, শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যই তারা চেষ্টা করছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাদের শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য যে প্রচেষ্টা তাতে মানবজাতির সার্বিক কল্যাণের ক্ষেত্রে কোনো মহৎ উদ্দেশ্য নেই। বস্তুত তাদের ব্যবহারিত পদ্ধতি হচ্ছে বিভ্রান্ত ও

www.nagorikpathagar.org

অমানবিক। বলা যায় তাদের শান্তি প্রতিষ্ঠার পদ্ধতিই হল, অশান্তি সৃষ্টির পেছনে মূল কারণ। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ لا قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ.

"তাদেরকে* যখন বলা হয়, 'পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করো না, 'তারা বলে, 'আমরাই তো শান্তি স্থাপনকারী।' সাবধান! এরাই অশান্তি সৃষ্টিকারী কিন্তু তারা বুঝতে পারে না।" { ২-*সূরা বাকারাহ : ১১-১২*}

*\[*মোনাফেক, অশান্তি সৃষ্টিকারী যে কেউ বা সাম্রাজ্যবাদী সরকার, তাদের সকলের চরিত্র এক ধরনের*]

উল্লিখিত আয়াতসমূহ যদিও মোনাফেকী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে নাযিল হয়েছিল, তবুও শোষক, স্বৈরাচারী ও স্বেচ্ছাচারিত সরকার, শান্তি প্রতিষ্ঠার নামে ব্যক্তি ও দলের স্বার্থসিদ্ধির কার্যকলাপের এবং তাদের আদেশে পরিচালিত সামরিক বাহিনীর ক্ষেত্রে এই আয়াতে বর্ণিত বিশেষত্ব সম্পূর্ণরূপে প্রযোজ্য। কারণ মোনাফেকদের মতোই তাদের অন্তরে লালিত বাসনা এবং নাফসের কলুষিত উদ্দেশ্যের সাথে বাইরের কাজকর্মের ফলাফল ও ঘোষণাকৃত উদ্দেশ্যের সাথে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সাধারণত কোনো মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। নিকট অতীতে আমেরিকান সরকার প্রতি কাজেই বিশেষভাবে আন্তর্জাতিক বিষয় সম্পর্কে দেশবাসীদের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে দেশকে বারবার যুদ্ধে জড়িয়ে ফেলেছিল। অনুরূপভাবে মুসলিম দেশের প্রায় সকল সরকারই মিথ্যা প্রতিশ্রুতিতে শোষণ মুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার নামে গোষ্ঠী স্বার্থে যুগ যুগ ধরে প্রতারণার ভিত্তিতে জনগণকে শোষণ করে যাচ্ছে। মানবতার শত্রু 'শয়তানের' প্ররোচনায় অন্যায় কাজগুলোকে ভাল ও সঠিক কাজ হিসেবে গ্রহণ করে উল্লিখিত ব্যক্তিরা তা প্রতিপাদন করে থাকে। সূর্য-চন্দ্রকে উপাসনা করতো এমন এক সম্প্রদায়ের উদাহরণ দিয়ে শয়তানের কার্যকলাপ সম্পর্কে মানবজাতিকে আল্লাহ তা'আলা বুঝাতে চেয়েছেন যে, শয়তান কীভাবে আদম সন্তানের কাছে গর্হিত পাপকে ন্যায় কাজ হিসেবে সুশোভিত করে থাকে। সাবার রাণী বিলকিসের কাহিনী প্রায় সকল মুসলিমই অবগত আছে। বিলকিস ছিলেন সিবা বা সাবার রাণী [*বর্তমানে ইয়েমেন*]। তারা পরিষদবর্গ ও সৈন্য সামন্ত সকলকে নিয়ে সূর্যকে পূজা করতো। এটি ছিলো আল্লাহ তা'আলার নবী সুলায়মানের (আ.) সময়। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُّ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ. إِنِّي

www.nagorikpathagar.org

وَجَدْتُّ امْرَاَةً تَمْلِكُهُمْ وَاُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَّلَهَا عَرْشٌ عَظِيْمٌ. وَجَدْتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُوْنَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُوْنَ.

"অনতি বিলম্বে হুদহুদ [*পাখি*] এসে পড়ল এবং বললো, 'আপনি [*সুলায়মান (আ.)*] যা অবগত নন আমি তা অবগত হয়েছি এবং সাবা [*ইয়েমেন, হাদরামাওত*] থেকে সুনিশ্চিত সংবাদ নিয়ে এসেছি। আমি এক নারীকে [*সাবার রাণী বিলকিস*] দেখলাম তাদের উপর রাজত্ব করছে। তাকে সকল কিছু দেয়া হয়েছে এবং তার আছে এক বিরাট সিংহাসন। আমি তাকে ও তার সম্প্রদায়কে দেখলাম তারা আল্লাহর পরিবর্তে সূর্যকে সিজদা করছে। শয়তান তাদের কার্যাবলী তাদের নিকট শোভন করেছে এবং তাদেরকে সৎপথ থেকে নিবৃত্ত করেছে; ফলে তারা সৎ পথ পায় না।" { *২৭-সূরা নামল : ২২-২৪* }

উপরিউক্ত আয়াত থেকে স্পষ্ট যে, তাদেরকে শিরকি এবং কুফরি কাজে লিপ্ত রাখায় শয়তানের অনুপ্রেরণাই প্রধান ভূমিকা ছিলো। আল্লাহ তা'আলার পরিবর্তে সূর্যকে সিজদা করা যে ন্যায্য কাজ সেটি শয়তানই তাদের বোধশক্তিতে সৃষ্টি করেছিল। তাই বলা যায়, সূর্য-চন্দ্রসহ আল্লাহ তা'আলার বিশাল সৃষ্টির অন্য যে কোনো বস্তু এবং মানুষের তৈরি বস্তুর উপাসনা করা, সবই শয়তানের অনুপ্রেরণায় কৃত গর্হিত কাজ। বস্তুত শয়তান চায় না আদম সন্তান আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যে আত্মসমর্পণ করে আল্লাহ তা'আলার প্রতি সিজদা করুক। কারণ সে নিজে আল্লাহ তা'আলার আদেশে আদমকে সিজদা না করে লানত প্রাপ্ত হয়ে কাফের হয়েছে, সুতরাং আদম সন্তান আল্লাহ তা'আলার আদেশে আল্লাহ তা'আলাকে সিজদা করুক তা সে সহ্য করতে পারে না। উপরোল্লিখিত ২৪ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন "ইয়াসজুদু" অর্থাৎ সিজদা [Prostrate] করা, বিলকিস রাণীর পরিষদবর্গ অর্থাৎ গোটা জাতি মিলে সূর্যকে সিজদা করছিল। সৃষ্টির সেরা মানুষ একমাত্র আল্লাহ তা'আলা ছাড়া সৃষ্টির অন্য কারও কাছে মাথা নত বা সিজদা করতে পারে না। একমাত্র আল্লাহ তা'আলাকে সিজদা করার আদেশ আল্লাহ তা'আলা দিয়েছেন। তাই এই পবিত্র আদেশ যথাযথভাবে পালন করা মানুষের জন্য বিরাট সম্মানের বিষয়। তা সত্ত্বেও সম্মানিত আদম সন্তানরাই অন্য বস্তুর প্রতি সিজদা করে নিজেদের হেয় প্রতিপন্ন করে থাকে। অথচ আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টিজগতে আদম সন্তান ব্যতিরেকে আর কেউ একমাত্র আল্লাহ তা'আলাকে ছাড়া অন্য কাউকে সিজদা করে না। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

www.nagorikpathagar.org

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ ۖ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ ۗ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ

"তুমি দেখ না যে, আল্লাহকে সিজদা করে [*আল্লাহ তা'আলার হুকুমের গোলাম*] যা কিছু আছে আকাশমণ্ডলীতে ও পৃথিবীতে-সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্রমণ্ডলী, পবর্তরাজি, বৃক্ষলতা, জীবজন্তু এবং সিজদা করে মানুষের মধ্যে অনেকে? আবার অনেকের প্রতি অবধারিত হয়েছে শাস্তি [*কারণ তারা তাওহীদে বিশ্বাস করে অথচ আল্লাহ তা'আলার প্রতি সিজদা করে না*]। আল্লাহ যাকে হেয় করেন তার সম্মানদাতা কেউ নেই; আল্লাহ যা ইচ্ছা তা করেন।" {*২২-সূরা হজ : ১৮*}

মানুষ এবং জিনজাতি ছাড়া সৃষ্টিজগতের অন্য কারও প্রতি শয়তানের হিংসা বা ঈর্ষা নেই। উপরন্তু তাদেরকে বিপথে নেয়ার জন্য সে প্রতিজ্ঞাও করেনি। তাই অন্যদের উপর শয়তানের কোনো প্রভাব নেই। শয়তান নিজে সিজদা না করে অভিশপ্ত হয়েছে তাই সে সহ্য করতে পারে না যে, আদম সন্তানরা আল্লাহ তা'আলাকে সিজদা করে সম্মানিত হোক। বরং তার মতোই ঔদ্ধত্যের সাথে আল্লাহ তা'আলার আদেশের অবাধ্য হোক। তদুপরি সৃষ্টির অন্য বস্তু এবং জিনদেরকে সিজদা করে মানুষ অপমানিত হোক, নিজেদের হেয় প্রতিপন্ন করুক এবং শয়তানের সংগী হয়ে জাহান্নামী হোক। এটিই শয়তানের প্রধান উদ্দেশ্য এবং প্রত্যাশা।

আযানের শব্দ এবং সিজদা করা শয়তানের কাছে অসহ্য বিষয়

আযানের শব্দ শুনা এবং সিজদাকারীকে শয়তান সবচেয়ে বেশী ঘৃণা করে। তাই আযানের শব্দ শুনলেই সে পালিয়ে যায়। মুসলমানরা যখন নামাযে অথবা আল-কুরআন পাঠ করার সময় সিজদার আয়াতে সিজদা করে, সে তখন আক্ষেপ করে এবং উত্তেজিত হয়। সে বলে, আমি আল্লাহ তা'আলার হুকুমে সিজদা করিনি কিন্তু আদম সন্তান সিজদা করল। এটি তার সহ্যের বহির্ভূত ব্যাপার। আযানের সময় শয়তানের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে *রাসূল (সা.) বলেছেন, যখন নামাযের জন্য আযান দেয়া হয়, শয়তান ছুটে পালিয়ে যেতে থাকে এবং তখন সে এমন জোরে বাতকর্ম করতে থাকে যার ফলে আযানের আওয়াজ শুনতে পায় না। তারপর আযান শেষ হয়ে গেলে সে ফিরে আসে। আবার যখন নামাযের জন্য ইকামত দেয়া হয় সে দৌড়ে পালিয়ে যায়। এমনকি ইকামত শেষ হয়ে গেলে সে আবার ফিরে আসে যাতে মানুষ ও তার নাফসের মধ্যে ওয়াসওয়াসা [ফিসফিসানি] সৃষ্টি*

www.nagorikpathagar.org

করতে পারে। শয়তান বলে, অমুক জিনিসটি মনে কর, অমুক জিনিসটি মনে কর, যা ইতোপূর্বে তার মনে ছিলো না। এমনকি এভাবে মানুষ এমন অবস্থায় পৌছে যায় যে, তার মনে থাকে না, সে কত রাকআত নামায পড়েছে। [সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড ১, ৫৭৩ ও মুসলিম, ৭৪৫]

সব নামাযীই কম-বেশী এই ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে থাকে। নামায শুরু করার আগে যে সমস্ত বিষয় নিয়ে নামাযী সাধারণত চিন্তা করে না, নামাযে দাঁড়িয়ে মনোযোগী হতে গেলেই সে সমস্ত কথা বা বিষয় মনের পর্দায় ভেসে উঠে। নামায আদায় করার সময় নামাযীকে অমনোযোগী করে সিজদার পরিমাণ কমানোর জন্যই শয়তানের এই প্রচেষ্টা। নামাযের মধ্যে রাকআতের সংখ্যার ব্যাপারে সন্দেহের মধ্যে ফেলার জন্যই শয়তানের এই প্রচেষ্টা, যাতে নামাযীরা সিজদা কম বা বেশী করার মাধ্যমে তাদের নামায নষ্ট করে। কারণ নির্ধারিত সংখ্যা রাকআতের বেশী কম পড়ে নামায আদায় করলে নামায অসম্পূর্ণ থাকে অথবা বাতিলও হতে পারে। এই অবস্থায় সাহু সিজদা দিয়ে নামাযের ঘাটতি পূরণের ব্যবস্থা ইসলাম দিয়েছে যাতে উম্মত শয়তানের উদ্দেশ্য বানচাল করে দিতে পারে।

অন্যায়-অবৈধ কাজকে শোভন করে দেখায়

'আদ' এবং 'সামুদ' জাতির উদাহরণ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, তোমরা [*মক্কার অধিবাসীদেরকে*] 'আদ' ও 'সামুদ' জাতির ধ্বংসস্তূপের কাছ দিয়ে সব সময় যাতায়াত কর [*মক্কাবাসীরা ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য আরবের সর্বত্র ভ্রমণ করত*], তাই এ ব্যাপারে তোমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। পূর্ববর্তীতে এই দুই জাতি [*আদ, হুদ (আ.)-এর জাতি, বর্তমানে ওমানের নিকট অবস্থিত; সামুদ, আদ জাতির উত্তরসূরি, সালেহ (আ.)-এর জাতি বর্তমানে আল-হিজর সৌদি আরবের উত্তরে অবস্থিত*] ছিলো তৎকালীন প্রযুক্তি শিল্পের কারুকার্যে এবং ধন সম্পত্তিতে সমৃদ্ধ। এ কারণে তারা আত্মগরিমায় আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত নবীদের দাওয়াত উপেক্ষা করে। তদুপরি তারা নবীদেরকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রও করেছিল। শয়তানই এই গর্হিত অন্যায়কে তাদের প্রকৃতিতে শোভন করেছিল। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

وَعَادًا وَثَمُودَا وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسْكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ.

"এবং আমি 'আদ ও সামুদকে ধ্বংস করেছিলাম; তাদের বাড়ি-ঘরই তোমাদের জন্য এর সুস্পষ্ট প্রমাণ। *শয়তান তাদের কাজকে তাদের দৃষ্টিতে শোভন করেছিল*

www.nagorikpathagar.org

এবং তাদেরকে সৎপথ অবলম্বনে বাধা দিয়েছিল, যদিও তারা ছিলো বিচক্ষণ।"
{২৯-সূরা আনকাবুত : ৩৮}

বিচক্ষণতা হচ্ছে আদম সন্তানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সৃষ্টিজগতের অন্যরা এই বৈশিষ্ট্যে অধিষ্ঠিত হয়নি, এজন্যই মানুষ তাদের থেকে ভিন্নতর এবং ভালো-মন্দ যাচাই করার যোগ্যতা তাদের রয়েছে। তবুও উপরোল্লিখিত আয়াত থেকে স্পষ্ট যে, পার্থিব কল্যাণে বিভিন্ন ক্ষেত্রের প্রগতিতে আদম সন্তানের বিচক্ষণতা উল্লেখযোগ্য অবদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে অথচ পরকালের কল্যাণে হেদায়াত প্রাপ্ত হওয়ায় তেমন প্রভাব ফেলতে পারে না। আদ ও সামুদ জাতিদ্বয় প্রযুক্তিতে সমৃদ্ধ হয়েছিল বিচক্ষণতার কারণে অথচ তাদের বিচক্ষণতা পরকালের কল্যাণে আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত নবীদের প্রদত্ত দাওয়াত গ্রহণে কোনো সাহায্যে আসেনি। অর্থাৎ পার্থিব উন্নতিতে তারা ছিলো অন্যদের তুলনায় বিচক্ষণ অথচ পরকালের ব্যাপারে তারা ছিলো উদাসীন। বর্তমান বিশ্বের সর্বত্র আদ ও সামুদ জাতিদ্বয়ের মতো বিচক্ষণ ব্যক্তির বিচরণ রয়েছে। তাদের অধিকাংশই আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত শেষ আসমানী কিতাব, আল-কুরআন এবং রাসূল (সা.) কে বিশ্বাস স্থাপন করায় উদাসীন। বিশ্বাসী হিসেবে পরিচিত হওয়া সত্ত্বেও মুসলিম উম্মতের বিচক্ষণ ব্যক্তিদের অনেকেই নামায আদায়ে এবং ধর্মীয় মূল্যবোধের প্রতি উদাসীন। এমনকি যারা ধর্মীয় মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত করতে উদ্যোগী হয় এবং নামাযে যত্নবান, তাদের সমালোচনা ও উপহাস করতে তারা সর্বদাই সক্রিয়ভাবে কাজ করে। তাই বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এই গোষ্ঠীর বিচক্ষণতা, বুদ্ধিমত্তা ও ধীশক্তিসম্পন্ন বৈশিষ্ট্য বস্তুত আদ ও সামুদ জাতির বৈশিষ্ট্যের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। তারা নিজ প্রবৃত্তির কাছে আত্মসমর্পণ করেছে, তাই শয়তানও এই সুযোগে উদাসিনতাকে তাদের কাছে শোভন করে দেখাতে সক্ষম হয়েছে।

অবৈধ নরহত্যার, মানুষের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টিতে এবং অন্যের উপর আধিপত্য বিস্তারে লড়াই ও হত্যার পেছনে রয়েছে শয়তানের অনুপ্রেরণা এবং কুমন্ত্রণা। একটি জীবন যে রকম কেউ সৃষ্টি করতে পারে না তেমন একটি নিরীহ নির্দোষ মানুষের জীবনও কেউ হত্যার মাধ্যমে নষ্ট করতে পারে না। মানুষ হিসেবে নরহত্যায় জড়িত হওয়া নিশ্চয়ই অত্যন্ত কঠিন কাজ কিন্তু আজকাল এই কঠিন কাজই অনেকের কাছে অতি তুচ্ছ ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। বেশীর ভাগ হত্যাই সংঘটিত হয় ব্যক্তি হিংসায়, বিশেষ গোষ্ঠীর স্বার্থে, ধন-সম্পত্তির লোভে এবং অন্যদের উপর আধিপত্য বিস্তারের কারণে। বস্তুত এই সকল অবৈধকর্ম প্রবৃত্তির অবৈধ চাহিদার বাস্তবরূপ। অতএব প্রবৃত্তির অবৈধ চাহিদাকে সম্বল করেই শয়তান সকল অবৈধ-অন্যায় কাজকে মানুষের কাছে ন্যায্য কাজ হিসেবে শোভিত করে। হত্যাকারীরা মনে করে একমাত্র হত্যার মাধ্যমেই তারা কাঙ্ক্ষিত চাহিদা

www.nagorikpathagar.org

বাস্তবে পরিণত করতে পারবে, তাই হত্যা করাটিই তাদের কাছে সেই মুহূর্তে অধিকতর ন্যায্য কাজ হিসেবে বিবেচিত হয়। মানবজাতির ইতিহাসে সর্বপ্রথম হত্যা সংঘটিত হয় আদমের (আ.) পুত্রদের মধ্যে। পুত্রদের একজন [*কাবিল*] ঈর্ষাবশত অন্যজনকে [*হাবিলকে*] হত্যা করে। কাবিল, স্বীয় অবৈধ ইচ্ছা বা প্রবৃত্তির অবৈধ চাহিদা পূরণের জন্যই হাবিলকে হত্যা করে। এই কাহিনী শিক্ষার বিষয় হিসেবে আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনে বর্ণনা করেছেন–

فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَٰسِرِينَ.

"অতঃপর তার [*কাবিল*] চিত্ত ভ্রাতৃহত্যায় তাকে উত্তেজিত করল এবং সে তাকে [*হাবিল*] হত্যা করল; ফলে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হলো।" { *৫-সূরা মায়েদা : ৩০* }

"অর্থাৎ কাবিলের চিত্তের বা নাফসের অবৈধ চাহিদা ভ্রাতৃ হত্যার মাধ্যমে স্বীয় ইচ্ছাপূরণ করাকে ন্যায্য কাজ হিসেবে শোভিত করেছিল। এক্ষেত্রে শয়তান কাবিলের নাফস চাহিদায় কুমন্ত্রণা দিয়ে হত্যা করাটিকে ন্যায্য কাজ হিসেবে কাবিলকে বুঝাতে সক্ষম হয়েছিল। বিশ্বে যে সমস্ত অবৈধ হত্যা হচ্ছে এবং নিজের অন্যায় কাজে বাধা সৃষ্টিকারীকে হত্যা করা হচ্ছে, তার পেছনে একজনের অনুপ্রেরণাই মূলত প্রধান ভূমিকা পালন করছে। উপরন্তু বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে, হত্যা করার জন্য ভাড়া করা পেশাদার খুনিও সব সমাজে পাওয়া যায়। তাতে মনে হয় মানুষ হত্যা করাটি কত সহজ এবং স্বাভাবিক ব্যাপার।

অবৈধভাবে মানুষ হত্যা বা খুন করা আবার কিভাবে মানুষের পেশা হতে পারে? অর্থ উপার্জনের জন্যই তারা এই নিষ্ঠুর কাজকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করে। এই ব্যক্তিদের নাফস চাহিদায় অনুপ্রেরণা দিয়ে অন্যায়ভাবে অর্থ উপার্জন করাকে শয়তান শোভন করে দেখায়। আর যারা অদৃশ্যে থেকে পেশাদার খুনি দিয়ে নাফসের চাহিদা পূরণ ও সমাজে সন্ত্রাসের সৃষ্টি করছে তারা বুঝতে পারে না যে, তারা শয়তানের কুমন্ত্রণায় অন্যায় কাজে জড়িত হয়ে শয়তানের উদ্দেশ্যের সফলতায় প্রতিনিয়ত সাহায্য করে যাচ্ছে। মানুষ হত্যা করে অনেকেই যাবৎ জীবনের জন্য জেলে যায় এবং ফাঁসির দড়িতেও অনেকে জীবন দিয়েছে। তাতে হত্যাকারী পরিবার সমাজের কাছে হেয় হয়েছে এবং নানা সমস্যায় জড়িত হয়ে অনেকে কষ্ট করছে। মানব সন্তানদের এই পরিণতি 'মানব সন্তানের অদৃশ্য শত্রু' হিসেবে শয়তান খুব পছন্দ করে। তার কুমন্ত্রণায় অনুপ্রাণিত হয়ে এক মানব সন্তান খুন করেছে এবং অন্যজনের [*খুনির*] ফাঁসি বা জেল হয়েছে, তাতে তার উদ্দেশ্য বাস্তবে পরিণত হচ্ছে কিন্তু অদৃশ্য শয়তান তো ধরা-ছোঁয়ার বাইরে, তার ফাঁসিও হয়নি এবং সে নিজেও খুন হয়নি। সে বহাল তবিয়তে অদৃশ্যে থেকে অন্যদেরকে নানা ধরনের অবৈধ কাজের অনুপ্রেরণা, কুমন্ত্রণা দিয়ে যাচ্ছে। ফলে

www.nagorikpathagar.org

সমাজে জেল-ফাঁসি এবং শাস্তির এত উদাহরণ থাকা সত্ত্বেও মানুষ কেন আজও হত্যা বন্ধ করতে পারেনি, বরং মারামারি এবং হত্যা হ্রাসের পরিবর্তে দিন দিন তা বেড়েই যাচ্ছে। কারণ শয়তান বেঁচে আছে, সে সর্বদাই মানবকে মিথ্যা আশ্বাস-প্রতিশ্রুতি দিয়ে অন্যায় ও পাপ কাজকে শোভন করছে। এজন্যই মানুষ অবৈধ কাজ থেকে বিরত হয়নি এবং থাকতেও পারছে না।

ন্যায়-অন্যায় পার্থক্য না বুঝায় সাহায্য

মিথ্যা বলা, চুরি করা, ব্যভিচার ও মদ্যপান এবং জুয়াখেলা মানুষ তখনই করে যখন সে ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্যটি ভুলে যায় অথবা ন্যায়-অন্যায় পার্থক্য করার জ্ঞান আর তার থাকে না। উপরোল্লিখিত হাদীস থেকে স্পষ্ট যে, এই সমস্ত কাজে যখন কোনো মুসলিম জড়িত হয় তখন সে আর ঈমানদার অথবা বিশ্বাসী হিসেবে গণ্য হয় না। অর্থের বিনিময়ে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া, চুরি করে বা ঘুষ খেয়ে বিনা পরিশ্রমে ধন-সম্পত্তির পাহাড় গড়ে তোলা এবং বিনাদ্বিধায় নারী-পুরুষ যৌনাচারে জড়িত হয়ে অবৈধভাবে কাম প্রবৃত্তিতে পরিতৃপ্তিকে অনেকে নিজের যোগ্যতা হিসেবে ধরে নেয়। বাংলাদেশের প্রকাশিত এক মাসিক পত্রিকায় পড়েছিলাম, এক নারী আর পুরুষের কথা। তারা উভয়ে বিবাহ ছাড়া যৌন তৃপ্তির জন্য পুরুষ-নারীর দেহ মিলনটিকে দোষের মনে করে না। তাদের মতে এই ধরনের জীবন-যাপন ব্যক্তি স্বাধীনতার একটি অতি উত্তম ও সহজ ব্যবস্থা। তারা দু'জনেই এক সময় বিবাহিত ছিলো। বিবাহিত জীবনের তুলনায় তাদের বর্তমান [*লাগামহীন অবৈধভাবে জীবন*] জীবন অনেকাংশে পরিপূর্ণ বা সার্থক বলে তাদের বিশ্বাস। যদিও স্বাধীন দেশে স্বাধীন মানুষ হিসেবে তাদেরও মত প্রকাশের ব্যক্তি স্বাধীনতা রয়েছে। তবুও এই ধরনের ধ্বংসাত্মক ব্যক্তি চেতনার কথা প্রচার করা একটা রক্ষণশীল সমাজের জন্য বিপজ্জনক ভূমিকম্পের মতো। যে ভূমিকম্পের ধাক্কা রক্ষণশীল সমাজের অনেক সুখী পরিবারের এবং যুবক-যুবতীদের জীবন তছনছ করে দিতে পারে।

তদুপরি ইমপ্রেস ফিল্মের থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার সিনেমায় এই অনৈতিক কাজকে প্রোমোট, নর-নারীর কলুষিত ব্রেইনকে উৎসাহিত করায় উল্লেখ্য অবদান রেখেছে। বাংলাদেশের মতো রক্ষণশীল সমাজে এ ধরনের চলচ্চিত্রের কি প্রয়োজন আছে, সেটির পক্ষে যুক্তি দাঁড় করানো নিশ্চয় কঠিন কাজ। তাই এই ধরনের চিন্তা-ভাবনা পোষণ করা এবং তার প্রচার শয়তানের প্রতিজ্ঞাকে সমর্থন করার একটি সুন্দর উদাহরণ। শয়তানই এই ব্যক্তিদের অবৈধ জীবন যাপনে, ধ্বংসাত্মক চিন্তা ভাবনাকে ন্যায় বা সঠিক কাজ হিসেবে দেখিয়েছে এবং এ কাজে জড়িত থাকতে অনুপ্রেরণা দিচ্ছে।

•

www.nagorikpathagar.org

উপরোল্লিখিত অন্যায়-অবৈধ কাজে এবং ধ্বংসাত্মক চিন্তা ভাবনায় যারা সর্বদাই জড়িত থাকে তারা আল্লাহ তা'আলার স্মরণ থেকে বিমুখ না হলে এ কাজ করতে পারে না। উল্লিখিত হাদীস থেকেও সেটিও সুস্পষ্ট। আর যারা আইনসম্মত বিবাহে আবদ্ধ হওয়া ছাড়া সর্বদাই এ কাজে জড়িত থাকে তারা বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও প্রকৃতপক্ষে সর্বক্ষণ ঈমান ছাড়া জীবন যাপন করে। আর যারা একনিষ্ঠ হৃদয়ে নিয়মিতভাবে আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করে এবং যাদের হৃদয়ে গভীর ঈমান ও আল্লাহ তা'আলার ভয় রয়েছে তারা এই গর্হিত কাজে কখনো জড়িত হতে পারে না। যারা এই সকল গর্হিত কাজে জড়িত হয় বা থাকে, তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهٗ شَيْطٰنًا فَهُوَ لَهٗ قَرِيْنٌ . وَاِنَّهُمْ لَيَصُدُّوْنَهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ وَيَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ . حَتّٰٓى اِذَا جَآءَنَا قَالَ يٰلَيْتَ بَيْنِيْ وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِيْنُ .

"যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহর স্মরণে বিমুখ হয় আমি তার জন্য নিয়োজিত করি এক শয়তান, অতঃপর সেই হয় তার সহচর। শয়তানরাই মানুষকে সৎপথ থেকে বিরত রাখে, অথচ মানুষ মনে করে তারা সৎপথে পরিচালিত হচ্ছে। অবশেষে যখন সে আমার নিকট উপস্থিত হবে, তখন সে শয়তানকে বলবে, 'হায়! আমার ও তোমার মধ্যে যদি পূর্ব ও পশ্চিমের ব্যবধান থাকত। কত নিকৃষ্ট সহচর সে!"
{৪৩-সূরা যুখরুফ : ৩৬-৩৮}

এই আয়াত থেকে অনুমেয়, যারা আল্লাহ তা'আলার স্মরণ থেকে বিমুখ থাকে তারা বস্তুত অত্যন্ত দুর্ভাগ্যবান ব্যক্তি। কারণ শয়তান হয়ে যায় তার সহচর, সুতরাং ভালো-মন্দ ও ন্যায়-অন্যায় পার্থক্য করার ক্ষমতা আর তাদের থাকে না। আল্লাহ তা'আলার লানত প্রাপ্ত শয়তানকে সহচর করার অর্থ হচ্ছে শয়তান হয়ে যায় তার নাফসের পরিচালক। তখন শয়তানই তার সব কার্যকলাপের সিদ্ধান্ত দেয়। তাই শয়তানের অনুপ্রেরণা ও কুমন্ত্রণায় সে সব রকম অবৈধ অন্যায় কাজে জড়িত হয়। তাতে সে নিজের প্রতি যুলুম করায় সর্বদা নিয়োজিত থাকে। কাজেই তার পাপের বোঝা ক্রমেই বাড়তে থাকে কিন্তু সেটি সে বুঝতে পারে না। কারণ শয়তানের প্ররোচনায় তার বিবেকে বদ্ধমূল ধারণার সৃষ্টি হয় যে, সে ভাল কাজই করছে। এজন্যই পেশাদার খুনিরা নির্বিঘ্নে একের পর এক খুন করে। তবে যেদিন তারা বুঝতে পারবে শয়তান তাদের কতটুকু ক্ষতি করেছে, তখন শয়তান সম্পর্কে তারা যে উক্তি করবে, আল্লাহ তা'আলা সেটি উল্লিখিত ৩৮ নম্বর আয়াতে উল্লেখ

www.nagorikpathagar.org

করেছেন। তদুপরি ৩৯ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা এই সমস্ত নির্বোধ ব্যক্তিদের কথার উত্তর সম্পর্কে বলেছেন–

وَلَنْ يَّنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ اِذْ ظَّلَمْتُمْ اَنَّكُمْ فِى الْعَذَابِ مُشْتَرِكُوْنَ.

"আজ তোমাদের এই অনুতাপ তোমাদের কোনো কাজে আসবে না, যেহেতু তোমরা সীমালংঘন করেছিলে, তোমরা তো সকলেই শাস্তিতে শরীক।" *[৪৩-সূরা যুখরুফ : ৩৯]*

যারা অন্যায় কাজে প্রতিনিয়ত জড়িত থাকে, তারা প্রকৃতপক্ষে শয়তানের দলের অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ তারা শয়তানের পার্টি। প্রবৃত্তির চাহিদায় নিজের কৃতকর্মের মাধ্যমে তারা শয়তানের দলে যোগ দিয়ে আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত শেষ আসমানী কিতাব আল-কুরআনের বিধিবিধান মেনে চলা বা আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করা থেকে বিরত থাকে। এদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

اِسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطٰنُ فَاَنْسٰهُمْ ذِكْرَ اللّٰهِ ط اُولٰٓئِكَ حِزْبُ الشَّيْطٰنِ ط اَلَآ اِنَّ حِزْبَ الشَّيْطٰنِ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ.

"শয়তান তাদের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করেছে; ফলে তাদেরকে ভুলিয়ে দিয়েছে আল্লাহর স্মরণ। তারা শয়তানেরই দল। সাবধান! শয়তানের দল অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত।" { *৫৮-সূরা মুজাদালা* : ১৯}

শয়তান নিজের প্রতিজ্ঞা বাস্তবায়ন করার প্রয়াসে আদম সন্তানকে বিপথগামী করতে সবরকম পন্থায় নানা কলা কৌশলে আদম সন্তানদের অন্যায় অবৈধ কাজে জড়িত হতে অনুপ্রাণিত করে। মানব সন্তানের প্রবৃত্তির দুর্বলতা সম্পর্কে শয়তান সম্যক অবগত আছে। তাই প্রতিটি আদম সন্তানের দুর্বলতাকে কেন্দ্র করেই তার উদ্দেশ্যের সফলতায় সে প্রতিমুহূর্তে কাজ করে যায়। মানুষ প্রবৃত্তির অবৈধ চাহিদা পূরণে যে সমস্ত জিনিস বেশী পছন্দ করে, সেগুলোর প্রাপ্তিতে সবরকম অন্যায় রাস্তাকে তার কাছে ন্যায় রাস্তায় পরিণত করে। অর্থাৎ সে ব্যক্তি তার চাহিদা পূরণের জন্য ন্যায়-অন্যায় ভুলে নিজের প্রবৃত্তির অবৈধ চাহিদার কাছে আত্মসমর্পণ করে চালিত হয়। শয়তানের ঔদ্ধত্যপূর্ণ প্রতিজ্ঞা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

قَالَ اَرَءَيْتَكَ هٰذَا الَّذِىْ كَرَّمْتَ عَلَىَّ ز لَئِنْ اَخَّرْتَنِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَاَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهٗٓ اِلَّا قَلِيْلًا. قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَاِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَآءً مَّوْفُوْرًا.

"সে [*শয়তান*] বলেছিল, 'বলুন, তাকে [*আদম (আ.)*] যে আপনি আমার উপর মর্যাদা

www.nagorikpathagar.org

[*সিজদা করার হুকুমের মাধ্যমে*] দান করলেন, কেন? কেয়ামতের দিন পর্যন্ত যদি আমাকে অবকাশ দেন তা হলে আমি অল্প কয়েকজন ব্যতীত তার বংশধরকে কর্তৃত্তাধীন করে ফেলব। আল্লাহ বললেন, 'যাও তাদের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করবে, জাহান্নামই তোমাদের সকলের শাস্তি-পূর্ণ শাস্তি।" { *১৭-সূরা ইসরা : ৬২-৬৩* }

একমাত্র নবী-রাসূল ব্যতীত সাধারণ আদম সন্তানের তুলনায় আল্লাহ তা'আলার শক্তি ও জ্ঞান সম্পর্কে শয়তানের জ্ঞান অনেক বেশী। তাই সকল মানব সন্তানকে বিপথগামী করবে এ রকম কথা সে বলেনি। কারণ সে সুনিশ্চিতভাবে জানে যে, সব আদম সন্তানকে বিপথগামী করার ক্ষমতা তার নেই। অতএব সে বলেছে, অল্প সংখ্যক ছাড়া বাকী সকলকেই সে বিপথগামী করবে। তার এই ঔদ্ধত্যপূর্ণ উক্তির উত্তরে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, যারা তোমার অনুসারী হবে, তাদেরসহ তোমাকে আগুনে নিক্ষেপ করব।

মানবিক দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে থাকে

আল্লাহ তা'আলা মানব সন্তানের সৃষ্টিকর্তা এবং মানব প্রকৃতিরও উদ্ভাবক, সুতরাং তিনিই মানব প্রকৃতির দুর্বলতা সম্পর্কে সবচেয়ে ভালো জানেন। শয়তান মানব সন্তানকে সহজেই ধোঁকা দিতে পারবে সেটিও আল্লাহ তা'আলা জানেন। আদম ও হাওয়া (আ.) মানবজাতির পিতা-মাতা, বেহেশতে বসবাস করার সময় শয়তান তাদেরকে ক্রমাগত ফিসফিসানির মাধ্যমে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি [*অনন্তকাল তারা বেহেশত থাকতে পারবে সে আশ্বাস*] দিয়ে নিষিদ্ধ গাছের ফল ভক্ষণে বাধ্য করেছিল। এ কাজে আল্লাহ তা'আলার নিষেধাজ্ঞা ভুলে গিয়ে তারা শয়তানের প্রভাবে ভুল করেছিলেন। তাই আদম-হাওয়ার সন্তান হিসেবে মানুষ আল্লাহ তা'আলার নিষেধাজ্ঞা ভুলে যাবে, জীবন যাপনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভুল করবে এবং শয়তানের ধোঁকায় পড়বে সেটি অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং প্রত্যাশিত ব্যাপার। এই জন্যই নবী-রাসূল ও আসমানী কিতাব পাঠিয়ে মানবতার শত্রু শয়তানের কাজকর্মের পদ্ধতি ও প্রতিজ্ঞা সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা উপদেশ দিয়েছেন এবং সরল পথ প্রদর্শন করেছেন। যাতে আদম সন্তানরা শয়তানের কৌশল সম্পর্কে সতর্ক হতে পারে। তবুও অধিকাংশ আদম সন্তান নিজের ইচ্ছায় এবং শয়তানের ধোঁকায় পড়ে তাওহীদে অবিশ্বাসী হয়ে আসমানী কিতাবে বর্ণিত মূল্যবোধ থেকে দূরে থেকে সৎপথ সম্পর্কে অজ্ঞতার অন্ধকারে জীবন যাপন করছে। এই ব্যাপারে দুঃখিত হলেও আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই। কারণ এ সম্পর্কে মানবজাতিকে শেষবারের মতোই আল্লাহ তা'আলা অবহিত করে আল-কুরআনে বলেছেন–

www.nagorikpathagar.org

وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ‎• وَمَا تَسْئَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ط إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ
لِّلْعٰلَمِينَ ع وَكَأَيِّن مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ‎•
وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُّشْرِكُونَ ‎•

"তুমি যতই চাও না কেন, অধিকাংশ লোকই বিশ্বাস করার নয় এবং তুমি তাদের নিকট কোনো পারিশ্রমিক দাবি করছ না। এটাতো বিশ্ব জগতের জন্য উপদেশ ব্যতীত কিছুই নয়। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে অনেক নিদর্শন রয়েছে; তারা এই সমস্ত প্রত্যক্ষ করে কিন্তু তারা এই সকলের প্রতি উদাসীন। তাদের অধিকাংশ আল্লাহকে বিশ্বাস করে কিন্তু তারা শরীক করে।" { *১২-সূরা ইউসুফ : ১০৩-১০৬* }

আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব যেমন বাস্তব সত্য তেমন তার পবিত্র কালাম [*বাণী*] আল-কুরআন সত্য এবং সুরক্ষিত। তাতে বর্ণিত বিধি-বিধান সর্বকালের সবরকম পরিস্থিতির সাথে সুসামঞ্জস্য। তাই আল-কুরআনের প্রদত্ত জীবনাদর্শ বাস্তবধর্মী এবং সর্বকালের সব সমাজের মানুষের জন্য প্রযোজ্য। উপরোল্লিখিত পবিত্র আয়াতের বাস্তবতা প্রতিদিনই আদম সন্তানের সম্মুখে উন্মোচিত হচ্ছে। বর্তমানে মানবজাতির অধিকাংশই আল-কুরআনে বিশ্বাসী নয়। দয়াময় পরম দয়ালু প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে রাসূল (সা.) প্রেরিত হয়েছেন সারা বিশ্বের জন্য 'রহমত' হিসেবে, তাই তিনি মনে প্রাণে চেয়েছেন মানবজাতির সকলেই আল-কুরআনে বিশ্বাসী হয়ে আখেরাতের অনন্ত জীবনে শান্তি প্রাপ্ত হোক। আল-কুরআনের প্রতি মানুষের অবহেলা, অবিশ্বাস এবং বিদ্বেষ দেখে তিনি অত্যন্ত কষ্ট পেতেন। তাই আল্লাহ তা'আলা তাঁর হাবীবকে (সা.) সান্ত্বনা দিয়ে বলেছেন, তুমি হাজার চেষ্টা করলেও অধিকাংশ মানুষ বিশ্বাস করবে না। অর্থাৎ মানুষের প্রকৃতি সর্বদাই অবাধ্য হওয়ায় আকৃষ্ট হয়ে থাকে।

ধর্মের ব্যাপারে তাদের ভালো-মন্দ বেছে করে গ্রহণ করার স্বাধীনতা রয়েছে। মানুষ প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে চোখের সামনে আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি সব নেয়ামত ও নিদর্শন দেখছে এবং ভোগ করছে। তবুও তারা সত্যতা ও বাস্তবতা থেকে মুখ ফিরিয়ে হৃদয়ের চোখ বন্ধ করে অবহেলায় জাগ্রত অবস্থায় আখেরাত সম্পর্কে ঘুমাচ্ছে। কারণ 'মানবতার শত্রু' শয়তান, তার প্রভাব ও কৌশলের মাধ্যমে পার্থিব ক্ষণস্থায়ী জীবনকে মানুষের কাছে আকর্ষণীয় [*মনোহর*] করে তুলেছে। তাই মানুষ আখেরাতকে ভুলে মিথ্যা আশায় জীবন সংগ্রামে মরীচিকার পেছনে সর্বদাই ব্যস্ত থাকছে। ১০৬ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'তাদের [*মানুষদের*] অধিকাংশই আল্লাহ তা'আলার সাথে শরীক দাঁড় করায়। আলোচিত বিষয়ের জন্য এই আয়াত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যার ব্যাখ্যায় ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন,

www.nagorikpathagar.org

'তাদের অর্থাৎ সব মানুষের মধ্যেই বিশ্বাসের কিছু অংশ আছে। কারণ তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হলে "কে আকাশ সৃষ্টি করেছেন? কে পৃথিবী-জমিন সৃষ্টি করেছেন? কে পাহাড় সৃষ্টি করেছেন? তারা বলে "আল্লাহ" অথচ তারা ইবাদত বন্দেগিতে আল্লাহ তা'আলার শরীক স্থির করে।" { *ইবনে কাসীর, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা-২১৭* }

এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন–

قُلْ لِّمَنِ الْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهَآ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ. سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ ؕ قُلْ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ. قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ. سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ ؕ قُلْ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ. قُلْ مَنْۢ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُوَ يُجِيْرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ. سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ ؕ قُلْ فَاَنّٰى تُسْحَرُوْنَ.

"জিজ্ঞাসা কর, 'এই পৃথিবী এবং তাতে যা আছে তা কার, যদি তোমরা জান?' তারা বলবে, 'আল্লাহর।' বল, 'তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে না?' জিজ্ঞাসা কর, 'কে সপ্তাকাশ এবং মহা-আরশের অধিপতি?' তারা বলবে, 'আল্লাহ।' বল, 'তারপরেও কি তোমরা সাবধান হবে না?' জিজ্ঞাসা কর, 'সমস্ত কিছুর কর্তৃত্ব কার হাতে, যিনি আশ্রয় দান করেন এবং যার উপর আশ্রয়দাতা নেই, যদি তোমরা জান?' তারা বলবে, 'আল্লাহর।' বল, 'তবুও তোমরা কেমন করে বিভ্রান্ত হচ্ছ?" { *২৩-সূরা মু'মিনূন : ৮৪-৮৯* }

একমাত্র নাস্তিকরা ব্যতীত আদম সন্তান সকলেই এক প্রতিপালক, সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাসী। তবুও তারা বিভিন্ন পন্থায় আল্লাহ তা'আলার সাথে শরীক স্থির করছে অর্থাৎ সহজাত প্রকৃতির প্রভাবে এক সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাসী হয়েও প্রবৃত্তির চাহিদায় উদাসীনভাবে শিরকে লিপ্ত আছে। খৃষ্টানরা একত্ববাদে বিশ্বাসী তবুও তারা বিশ্বাস করে ঈসা (আ.) আল্লাহ তা'আলার পুত্র। অনুরূপভাবে হিন্দু এবং বৌদ্ধধর্মের সকলেই একেশ্বরের সান্নিধ্য লাভে মূর্তি পূজা করে। এ পর্যায়ে শিরকের বিভিন্ন স্তর সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করলে বিষয়টি আরো সহজ হবে। মুসলিম উম্মতও না বুঝে শিরকে জড়িত হতে পারে। উপরোল্লিখিত ১০৬ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, **"তাদের অধিকাংশ আল্লাহতে বিশ্বাসী কিন্তু তারা শরীক করে।"**

আল্লাহ তা'আলার সাথে শরীক করার অথবা শিরকের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। সবচেয়ে গর্হিত শিরক হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার সাথে সরাসরি শরীক স্থির করা, যেমন মরিয়ম তনয় ঈসা (আ.)-কে আল্লাহ তা'আলার পুত্র হিসেবে বিশ্বাস [*স্থির*] করা এবং নিজের হাতে তৈরি মূর্তির পূজা করা ইত্যাদি। তবে অজ্ঞতার কারণে

www.nagorikpathagar.org

পরোক্ষভাবে [indirectly] মুসলিম উম্মতও আল্লাহ তা'আলার সাথে শরীক দাঁড় করার মতো পাপে জড়িত হতে পারে। এজন্যই এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অথচ জটিল বিষয়। খৃষ্টান ও ইয়াহুদীদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

اِتَّخَذُوٓا اَحۡبَارَهُمۡ وَرُهۡبَانَهُمۡ اَرۡبَابًا مِّنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ وَالۡمَسِيۡحَ ابۡنَ مَرۡيَمَ ۚ وَمَاۤ اُمِرُوۡۤا اِلَّا لِيَعۡبُدُوۡۤا اِلٰهًا وَّاحِدًا ۚ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ سُبۡحٰنَهٗ عَمَّا يُشۡرِكُوۡنَ

"তারা [*খৃষ্টান ও ইয়াহুদীরা*] আল্লাহ ব্যতীত তাদের পণ্ডিতগণকে [*আলেম*] ও সংসার বিরাগীগণকে [*পাদ্রী ও ধর্মযাজক*] তাদের 'আরবাব' [*হুকুম দেয়ার মালিক*] রূপে গ্রহণ করেছে এবং মরিয়ম তনয় মসীহকেও কিন্তু তারা এক ইলাহের 'ইবাদত' করার জন্যই আদিষ্ট হয়েছিল। তিনি ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ নেই তারা যাকে শরীক করে তা থেকে তিনি কত পবিত্র।" {*৯-সূরা তাওবা : ৩১*}

"একদা রাসূল (সা.) যখন এই আয়াত [৯/৩১] পাঠ করছিলেন, 'তখন আদি বিন হাতেম বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! তারা [খৃষ্টান এবং ইয়াহুদীরা] তাদের রাবাইয়ের ইবাদত [শিরক] করে না।' রাসূল (সা.) বললেন, 'তারা অবশ্যই করে।' তারা [রাবাই এবং পাদ্রী] হালালকে করে হারাম এবং হারাম জিনিসকে করে হালাল এবং তারা [খৃষ্টান এবং ইয়াহুদীরা] সেগুলো মেনে চলে, তাই তারা অবশ্যই তাদের ইবাদত করে।' [আহমাদ ৪ : ৩৭৮, আত-তিরমিযী, ৩০৯৫; ইবনে কাসীর, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠ ৪১০]। অতএব খৃষ্টানরা শুধুমাত্র ঈসা (আ.)-কেই আল্লাহ তা'আলার পুত্র হিসেবে স্থির করেনি। ধর্মযাজকদের [*পাদ্রী/Father/Monk*] আদেশ-উপদেশ অনুযায়ী তারা ইবাদতের বিধিবিধান এবং হালাল-হারাম নির্ণয় করে থাকে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত বিধি-বিধানের বিপরীতে ধমযাজকদের প্রদর্শিত বিধানই তারা গ্রহণ করে। ধর্মযাজকরাই বিভ্রান্ত হয়ে ঈসাকে (আ.) আল্লাহ তা'আলার পুত্র হিসেবে সাব্যস্ত করেছে। পরবর্তীতে অন্যরা যার প্রচার গত দুই হাজার বছর যাবৎ সারা বিশ্বে অব্যাহত রেখেছে।

বিদ'আতের পৃষ্ঠপোষক হওয়ায় সাহায্য

মুসলিম উম্মতের ইবাদতে বিদ'আত হচ্ছে অত্যন্ত জটিল সমস্যা। ধর্মীয় মূল্যবোধের অজ্ঞতা এবং মানবতার শত্রু শয়তানের অদৃশ্য ফিসফিসানি এবং প্রবৃত্তির অবৈধ চাহিদার অনুপ্রেরণাই বিদ'আত সৃষ্টির জন্য দায়ী। মুসলিম উম্মতকে সরাসরি শিরকে জড়িত করতে শয়তান অপারগ তবে অদৃশ্য থেকে ফিসফিসানি দিয়ে অথবা মানব বন্ধু সেজে ইবাদতের পদ্ধতিতে বিভ্রান্তি সৃষ্টিতে সে ক্ষান্ত হবে না। রাসূল (সা.) বিদায় হজের খুতবায় এ সম্পর্কে বলেছেন, *Verily Satan has utterly despaired being worshipped*

www.nagorikpathagar.org

in this country of yours [Muslim Umma]; but he will be obeyed at your committing trivial things you disdain. Satan will be contented with such things. [At-Tirmidhi 2/38, 135; The Sealed Nectar, p/468]

অনুবাদ : নিশ্চয়ই শয়তান নিরাশ হয়েছে এজন্যেই যে, তোমরা আর তার ইবাদত করবে না [শিরকে জড়িত হবে না]। তবে তোমরা ছোট-খাট পাপ কর্মে জড়িত হবে, যেগুলোকে তোমরা তাচ্ছিল্য মনে কর। তাতেই শয়তান সন্তুষ্ট থাকবে। *[আত-তিরমিযী, খণ্ড-২, নম্বর-১৩৫; দি সিল্ড নেকতার, সফিউর রহমান আল-মোবারকপুরী, পৃষ্ঠা-৪৬৮]।*

বিদ'আতের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে ইবাদতে নতুন রীতির বা পদ্ধতির উদ্ভাবন বা যোগ করে তদনুযায়ী ইবাদত করা। বিদ'আতীরা শয়তানের অনুপ্রেরণায় প্রবৃত্তির চাহিদায় শরীয়তে প্রদত্ত ও সুপ্রতিষ্ঠিত ইবাদতের পন্থার পরিপূর্ণতাকে অস্বীকার করেই নতুন পন্থার উদ্ভাবন করে তার পক্ষে ভ্রান্ত দলিল দাঁড় করিয়ে আবার তর্ক করে। বিদ'আতের বিভ্রান্ত পন্থাকে বিভিন্নভাবে সাধারণ মুসলিমদের কাছে প্রচার করে তাদের ভ্রান্ত ধারণার সমর্থনে প্রভাবিত করে থাকে। চিত্তাকর্ষক ও মোহনীয় কথা দ্বারা শয়তান মানুষকে আকৃষ্ট করে এবং মিথ্যা আশ্বাস দেয় যে, তাদের উদ্ভাবিত পন্থায় ইবাদত করলে আল্লাহ্ তা'আলার সান্নিধ্য লাভ এবং পাপ থেকে মুক্ত হওয়া সহজ হবে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, উদ্ভাবিত নতুন পদ্ধতি অনুসরণে ইবাদতে ব্যস্ত রেখে মুসলিম উম্মতকে বিভ্রান্ত করা এবং জীবনের অমূল্য সময় নষ্ট করাই হচ্ছে শয়তানের মূল উদ্দেশ্য।

আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্র বাণী আল-কুরআনে বর্ণিত বিধিনিষেধ, রাসূল (সা.)-এর হাদীস [জীবনাদর্শ], সাহাবী এবং প্রখ্যাত ইমাম, আলেমদের ইজতেহাদের সমন্বয়ে সৃষ্টি হয়েছে ইসলামী শরীয়ত। তাতে জীবনাদর্শের মূল ভিত্তির সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনার এবং ইবাদতের সঠিক পদ্ধতির বিস্তারিত বর্ণনায় পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। ইসলামী শরীয়তের মূল ভিত্তি হচ্ছে আল-কুরআন। আল-কুরআনে বর্ণিত বিধিনিষেধকে কেন্দ্র করেই রাসূল (সা.)-এর জীবনাদর্শের অন্যতম ইবাদতের পদ্ধতির সুস্পষ্ট বর্ণনা [*যাকে বলা হয় সুন্নাহ*] দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলার আদেশের বাইরে রাসূল (সা.) কিছুই করেননি কাজেই হাদীসের বিষয়ও ওহীর অন্তর্ভুক্ত, যদিও আল-কুরআনের অংশ নয় তবে আল-কুরআনের সঠিক ব্যাখ্যার ভিত্তি হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে। রাসূল (সা.) সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন,

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ۝ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْىٌ يُوحٰى ۝

www.nagorikpathagar.org

"এবং প্রবৃত্তির চাহিদায় কথা বলে না। কুরআন ওহী, যা প্রত্যাদেশ হয়।" {৫৩-সূরা নাজম : ৩-৪}

قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَآ أَدْرِىْ مَا يُفْعَلُ بِىْ وَلَا بِكُمْ ط إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا
يُوْحَىٰٓ إِلَىَّ وَمَآ أَنَا إِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ.

"বল, আমি তো কোনো নতুন রাসূল নই। আমি জানি না, আমার ও তোমাদের সাথে কি ব্যবহার করা হবে। আমি কেবল তারই অনুসরণ করি, যা আমার প্রতি ওহী করা হয়। আমি স্পষ্ট সতর্ককারী বৈ-নই।" {৪৬-সূরা আহকাফ : ৯}

কাজেই বলা যায় আল-কুরআন এবং হাদীসের সমন্বয়ে হয় পরিপূর্ণ ইসলাম, যার সাক্ষ্য দিয়ে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন-

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنًا.

"আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্যে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম।" *(৫-সূরা মায়েদা : ৩)*

বিদায় হজের ভাষণে রাসূল (সা.) দ্বীনের ভিত্তি সম্পর্কে উল্লেখ করে বলেছেন, "ও জনগণ! আমার পরে আর কোনো নবী আসবে না সুতরাং নতুন কোনো দ্বীনের জন্ম নেবে না। অতএব এ কারণেই ও জনগণ! ভালো করে জেনে রাখ আমি যা বলছি, আমার পেছনে দু'টি জিনিস রেখে যাচ্ছি, আল-কুরআন এবং আমার সুন্নাহ, যদি তোমরা এগুলো অনুসরণ কর, কখনোই বিপথগামী হবে না।" এই হাদীস থেকে সুস্পষ্ট যে, ইবাদতে নতুন কিছু সংযুক্ত এবং ইসলামী শরীয়তকে উপেক্ষা করে জীবন-যাপন করলে অবশ্যই তোমরা বিপথগামী হবে, যার নজির মুসলিম উম্মতের সার্বিক অবস্থায় দিনের আলোর মতো পরিষ্কার। গণতন্ত্রের শাসনকে সময়োপযোগী করার ক্ষেত্রে বিজ্ঞ বুদ্ধিজীবী বা আলেমদের পরামর্শে আল-কুরআন এবং সুন্নাহর ভিত্তিতে বিভিন্ন ধরনের আইনের পরিশোধন পরিবর্তনের সুযোগ রয়েছে। তবে ইবাদতের ক্ষেত্রে সেরকম সুযোগ নেই। কারণ ইবাদতের পদ্ধতি সময়ের পরিবর্তনের উপর নির্ভরশীল নয়। কাজেই ধর্মীয় মূল্যবোধের স্তম্ভ ইবাদতের ক্ষেত্রে মানব প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্য করেই আল্লাহ বিধি ব্যবস্থা দিয়েছেন যেমনঃ নামায, রোযা, হজ ও যাকাতের ব্যাপারে অবস্থার ভিত্তিতে শিথিল করা হয়েছে। এজন্যই মানব প্রবৃত্তির অবৈধ চাহিদায় নতুন কোনো রীতি, ব্যবহার সংযোগ করা অথবা সুন্নাহ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কোনো রীতিকে বাদ দেয়ার সুযোগ মুসলিম উম্মতের নেই। উল্লেখ্য মানব প্রবৃত্তির চাহিদা

www.nagorikpathagar.org

স্থিতিশীল নয় বরং অস্থির। কাজেই সময় সুযোগে বিভিন্ন ধারায় প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে থাকে। মানবের অস্থিরত্ব সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا.

"নিশ্চয়ই মানুষ সৃষ্টি করা হয়েছে অতিশয় অস্থির চিত্তরূপে।" {৭০-সূরা মা'আরিজ : ১৯}

অদৃশ্য শত্রু শয়তান মানব চিত্তের অস্থিরত্বকে ব্যবহার করে প্রবৃত্তির অবৈধ চাহিদায় অনুপ্রেরণা দিয়ে সত্য বিমুখতায় বিভিন্ন ধর্মের জন্ম দিয়েছে। এজন্যই রাসূল (সা.) বিদ'আত সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বনের জন্য উম্মতের প্রতি কঠোর আদেশ দিয়ে বলেছেন, *"যে ব্যক্তি আমাদের এই দ্বীনের ব্যাপারে এমন নতুন কিছু সৃষ্টি করে, যা তার অন্তর্ভুক্ত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত।" আরো বলেছেন, "সবচেয়ে ভালো কথা হচ্ছে আল্লাহর কিতাব [আল-কুরআন]। আর সবচেয়ে ভালো নিয়ম হচ্ছে মুহাম্মদ (সা.)-এর নিয়ম। আর (দ্বীনের ব্যাপারে) নতুন বিষয়গুলো [নতুন বিষয় সৃষ্টি করা] সবচেয়ে খারাপ। আর সব বিদ'আতই ভ্রান্ত।" {রিয়াদুস সালেহীন, খণ্ড ১, ১৬৯ এবং ১৭০}*

বিদ'আত সৃষ্টি করেছে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নকল অথবা অতি দুর্বল হাদীসের ভিত্তিতে। বিদ'আত সৃষ্টিকারী এবং যারা এর প্রগতির পক্ষে সংগ্রাম করে তাদের জানা উচিত যে রাসূলের (সা.) হাদীসের নাম দিয়ে ইবাদতের পদ্ধতি চালু করার পরিণাম সম্পর্কে রাসূল (সা.) কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, *"আমি যা বলিনি তা আমার উপর যে ব্যক্তি আরোপ করবে সে যেন আগুনে আসন ঠিক করে নেয়।" {সহীহ আল-বুখারী খণ্ড ১, ১০৭}*

ইবাদতে বিদ'আতের সংযোজন যারা করবে এবং অতঃপর বিদ'আতের বিষয়কে ইবাদতের অংশ হিসেবে গ্রহণ করে ইবাদত করবে, পরকালে তাদের অবস্থা সম্পর্কে হাদীসে রয়েছে স্পষ্ট বর্ণনা। ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, রাসূল (সা.) আমাদের মধ্যে ভাষণ দানের উদ্দেশ্যে দাঁড়ালেন। *অতঃপর বললেনঃ "নিশ্চয়ই [কেয়ামত দিবসে] তোমাদেরকে নগ্নপদ, নগ্নদেহে এবং খৎনাবিহীন অবস্থায় হাজির করা হবে। (আল্লাহ তা'আলা বলেন), 'প্রথমে যে অবস্থায় সৃষ্টি করেছিলাম, একই অবস্থায় আমি তাকে ফিরিয়ে নেব (পুনরায় সৃষ্টি করবো)।' কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম ইব্রাহীম (আ.)-কে পোশাক পরানো হবে। আর বাঁ হাতে আমলনামা প্রাপ্ত আমার উম্মতের কতিপয় ব্যক্তিকে হাজির করে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। আমি আরজ করবোঃ হে রব! এরা আমার উম্মতভুক্ত। (আল্লাহ তা'আলা) বলবেন: তুমি জান না তোমার পরে এরা যে কি সব [মনগড়া, মতবাদ, বিদ'আত ইত্যাদি] নতুন কথা আবিষ্কার করেছে। তখন আমি সে একই আবেদন করবো যা পুণ্য ব্যক্তি [ঈসা (আ.)] পেশ করবেন যে, (আল্লাহ তা'আলার*

www.nagorikpathagar.org

বাণী) 'জীবিতকাল পর্যন্ত আমি তাদের সাক্ষী ছিলাম--- আল-হাকীম পর্যন্ত।' [নবী করীম (সা.) বলেন,] অতঃপর বলা হবে: নিশ্চয়ই সর্বদা এরা মুরতাদ হয়ে [দ্বীন ইসলাম ত্যাগ করে] পূর্বাবস্থায় (কুফরিতে) ফিরে যেত।" [সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড ৬, ৬০৭৬]

মুসলিম উম্মত শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিক ইবাদতেই নয় বরং জীবন-যাপনে, দেশ শাসনে ধর্মীয় মূল্যবোধকে উপেক্ষা, অবজ্ঞা করে মানব রচিত মতাদর্শের পূজারী হয়েছে। এমনকি তারা ইসলামী শরীয়তকে মধ্যযুগীয় বর্বর বিধিবিধান হিসেবে আখ্যায়িত করতে পিছুপা হয় না। আল-কুরআন এবং হাদীসের ভিত্তিতে বললে অন্যায় হবে না যে, এ ধরনের মন্তব্যের কারণে এরাই মুরতাদে পরিণত হয়ে যায়।

উপরিউক্ত কঠোর হুঁশিয়ারি থাকা সত্ত্বেও মুসলিম উম্মত বিদ'আতের মতো গর্হিত পাপ থেকে মুক্ত থাকতে পারেনি। প্রতিটি মুসলিম দেশেই রয়েছে ইবাদতের রীতিতে বহু প্রকারের বিদ'আত। কিছু বিদ'আত এতই বিভ্রান্ত যে, যার সাহায্যে বান্দা অসচেতন অবস্থায় লঘু শিরকে জড়িত হতে পারে। এশিয়া এবং আফ্রিকা মহাদেশসমূহ বিদ'আতের ব্যাপারে বিশেষভাবে উল্লেখ্য। ইবাদত হচ্ছে দ্বীনের হৃদয়, হৃৎপিণ্ডের সুস্থতা ছাড়া যেমন মানুষ বাঁচতে পারে না তেমন ইবাদতের শুদ্ধাচার ছাড়াও দ্বীন টিকতে পারে না। সঠিক পদ্ধতিতে ইবাদত করেই বান্দা আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্যে পৌঁছাতে পারে। আর বিদ'আতের পদ্ধতিতে ইবাদত করলে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য থেকে মানুষ দূরে সরে যেতে পারে। উপরোল্লিখিত হাদীস থেকে এই বিষয়টি সুস্পষ্ট। কাজেই ইবাদতের সঠিক পদ্ধতি আল-কুরআনের ভিত্তিতে রাসূলের (সা.) সুন্নাহর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সাহাবীরা রাসূলের (সা.) জীবনাদর্শের সাথে সম্পৃক্ত প্রতিটি বিষয় রাসূলের (সা.) অনুকরণে নিজেদের জীবন যাপনে প্রতিষ্ঠিত করে আমাদের জন্য উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন। তদুপরি বর্ণিত হাদীসে উম্মতের কাছে পৌঁছানো হয়েছে। এগুলো সংগ্রহ করে বর্ণনাকারীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং সনদের সত্যতা যাচাই করে বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থ হিসেবে সংরক্ষণ করা হয়েছে। যাতে পরবর্তীতে কেউ যেন নকল হাদীসের ভিত্তিতে ইবাদতের জন্য নতুন কোনো রীতি যোগ না করতে পারে। তবুও বিদ'আতের মতো গর্হিত কাজে মুসলিম উম্মত বিভিন্ন পর্যায়ে জড়িত আছে। দ্বীনের মূল্যবোধ সম্পর্কে যারা অজ্ঞ, শয়তানের অনুপ্রেরণা এবং নিজ প্রবৃত্তির চাহিদায় এ রকম রীতি প্রবর্তন করেছে। মুসলিম উম্মতের সিংহভাগই ইবাদতের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সত্যতা যাচাই না করে গড্ডালিকা প্রবাহে প্রাপ্ত পদ্ধতিকে গ্রহণ করে ইবাদত করে। প্রতিটি মুসলিম দেশেই রয়েছে আঞ্চলিক সংস্কৃতির কিছু রীতিনীতি, যার সমর্থনে প্রমাণীকৃত হাদীসের কোনো সম্পর্ক নেই, তবুও সেগুলোকে ইবাদতের অংশ হিসেবে গ্রহণ করে থাকে।

www.nagorikpathagar.org

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আঞ্চলিক সংস্কৃতির রীতির সাথে রয়েছে অন্য ধর্মের সংস্কৃতির সম্পৃক্ততা এবং ধর্মীয় কুসংস্কার। এগুলো মানুষের প্রবৃত্তির অবৈধ চাহিদায় সত্যবিমুখতার সৃষ্টি করেছে।

ইসলামী মূল্যবোধকে পরিপূর্ণরূপে মানবজাতির জন্য আল্লাহ তা'আলা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কাজেই ইবাদতের রীতিনীতির মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অসম্পূর্ণতা নেই। তাই বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ইবাদতের নামে নতুন কিছু যোগ করার মাধ্যমে ইসলামী মূল্যবোধের পরিপূর্ণতাকে অস্বীকার করা হয়ে থাকে। অনেক সময় অজ্ঞতার কারণে ইবাদতের বিশেষ স্তম্ভের সঠিক পদ্ধতি সম্পর্কে সহীহ হাদীস থাকা সত্ত্বেও দুর্বল অথবা নকল হাদীসের ভিত্তিতে ইবাদত করে বিদ'আতকেই বেশি প্রাধান্য দিয়ে থাকে। উল্লেখ্য ভারত উপমহাদেশে ঈদে মিলাদুন্নবী ও শব-ই-বরাত পালনের রীতি, মাজারে ফুল দেয়া, মোমবাতি জ্বালানো, ঘটা করে জন্ম দিবস পালন, মৃত আওলিয়ার মাজারে গিয়ে সাহায্য চেয়ে প্রার্থনা করা, যিকির আযকারের বিভিন্ন পদ্ধতি, বিশেষভাবে অনুষ্ঠান করে মিলাদ পড়ানো, নামায শেষে সমবেতভাবে দু'আ করা, রাসূলের (সা.) প্রশংসা করতে গিয়ে দ্বীনের সীমালংঘন করা ইত্যাদি অন্যতম। উল্লেখ্য জামাআতে নামায আদায় করার সময় কাতার সোজা করার তাৎপর্য ও গুরুত্ব সম্পর্কে একাধিক সহীহ হাদীস রয়েছে, তবুও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইমাম এবং মুকতাদিরা এ ব্যাপারে উদাসীন থাকে। তাতে সহীহ হাদীস দিয়ে প্রতিষ্ঠিত সুন্নাহকে অবহেলা করা হয়। কাতার সোজা রাখার গুরুত্ব সম্পর্কে *রাসূল (সা.) বলেছেন, "নামাযে তোমাদের কাতারসমূহ সোজা রাখবে। অন্যথায় আল্লাহপাক তোমাদের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করে দেবেন।" [সহীহ মুসলিম ৮৬৩]*

উম্মতের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির হওয়ার পেছনে এটি একটা কারণ হতে পারে, আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভালো জানেন অথচ তাদের ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে যে, জামাআতে ফরয নামায আদায় করার পর ইমাম যদি মুক্তাদিদের নিয়ে সমবেতভাবে দু'আ না করে তবে নামায অসমাপ্ত থেকে যাবে। এভাবে মুনাজাত করাকে ফরয নামাযের অংশ করা হয়েছে। রাসূলের (সা.) কোনো হাদীস এবং সাহাবীদের ইবাদতে এ ধরনের কোনো প্রথা চালু ছিলো না। তবে কেউ যদি একাকী মোনাজাত করতে চায়, সেটা তার জন্য অনুমতি রয়েছে। মোনাজাত বা দু'আ করাও ইবাদতের গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

প্রতিটি মুসলিমের নৈতিক এবং অপরিহার্য দায়িত্ব রয়েছে সত্য হিসেবে প্রমাণিত সূত্রের মাধ্যমে ইবাদতের বিভিন্ন শাখার জ্ঞান অর্জন করে ইবাদতের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সঠিক মূল্যায়ন করা। কারণ সঠিক পদ্ধতিতে একনিষ্ঠ অন্তরে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য করা ইবাদতের পুণ্য ব্যতিরেকে আর

www.nagorikpathagar.org

কোনো কিছুই পরকালে আল্লাহ তা'আলার নিকট গুরুত্ব পাবে না। ইবাদতের সঠিক পদ্ধতির উপর হাদীসে বর্ণিত ব্যাখ্যা, সাহাবীদের কৃত ইবাদতের সুস্পষ্ট বর্ণনা এবং চার মাযহাবের ইমাম ও স্বনামধন্য আলেমদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল সহজ ব্যাখ্যায় সৃষ্টি হয়েছে সঠিকভাবে ইবাদত করার দলিল। এদের ভিত্তিতে সংকলন করা হয়েছে ফিকাহ আস-সুন্নাহর কয়েকটি খণ্ড, যার অনুবাদ বিভিন্ন ভাষায় পাওয়া যায়। বর্তমানে ইন্টারনেটে রয়েছে এগুলোর সহজলভ্য। কাজেই বলা যায়, এ রকম সুযোগ থাকা সত্ত্বেও যারা অজ্ঞতার অন্ধকারে থেকে ইবাদত করবে এবং বিদ'আতের মতো গর্হিত প্রথার প্রচলন রাখবে তারাই বস্তুত অজ্ঞতায় মানবতার শত্রুকে লালন করে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

আল-কুরআনে রয়েছে হেদায়াতের সঠিক দিকনির্দেশনা এবং ইসলামী শরীয়তের মূলভিত্তির বিশদ বর্ণনা। আল-কুরআনে ইসলামী শরীয়তের আইন সম্বন্ধীয় আয়াত রয়েছে মাত্র ৩৫০টি। যাদেরকে বলা হয় আয়াত আল-আহকাম। এর মধ্যে প্রায় ১৪০টি আয়াতে রয়েছে নামায, যাকাত [*আইন সম্বন্ধীয় সম্পদ*], সদাকা [*স্বেচ্ছামূলক দান-খয়রাত*], রোযা এবং হজ সম্পর্কে। এগুলো হচ্ছে আনুষ্ঠানিক ইবাদতের পদ্ধতির জন্য মূলভিত্তি। রাসূলের (সা.) ইবাদত করার পদ্ধতি বা সুন্নাহর মাধ্যমে তা পরিপূর্ণতার রূপ দিয়েছে। বিবাহ, তালাক, পিতৃত্ব, শিশুর প্রতি দায়িত্ব পালন, উত্তরাধিকার, উইল দ্বারা অর্পিত সম্পত্তি সম্পর্কে রয়েছে প্রায় ৭০টি আয়াত। ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কিত যেমন, ক্রয়-বিক্রয়, ঋণ, সুদ এবং বন্ধক [*রেহান দেয়া*] সম্পর্কিত রয়েছে ৭০টি। আরো রয়েছে প্রায় ৩০টি আয়াত অপরাধ এবং জরিমানা, ন্যায়-বিচার, সমতা, সাক্ষ্য, নাগরিক অধিকার এবং দায়িত্ব, দেশ শাসন সম্পর্কিত এবং দশেরও বেশি রয়েছে অর্থনীতি সম্বন্ধে।

আয়াতের সংখ্যা এবং শ্রেণীবিভাগ নিয়ে প্রখ্যাত বিজ্ঞ আলেমদের মধ্যে কিছু মত পার্থক্য রয়েছে। সেটি আয়াতের ভাবার্থ বুঝার ক্ষেত্রে তাদের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থাকার কারণে। তবে এটি অনস্বীকার্য যে, মানব পার্থিব জীবনকে একটি সুশৃংখল পদ্ধতিতে পরিচালনা করার জন্য জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে দিকনির্দেশনা দরকার এবং পরকালের সাফল্যের জন্য সঠিক পথ-নির্দেশনার মূলভিত্তি সম্পর্কে আল-কুরআনে সুস্পষ্ট দলিল রয়েছে। এর সাথে যোগ হয়েছে আল্লাহ তা'আলার হাবীবের (সা.) সুন্নাহ, যেখানে রয়েছে আল-কুরআনের আয়াতকে ব্যবহারিক উপযোগী করার বিশদ ব্যাখ্যা সম্বলিত অসংখ্য হাদীস, যার সংগ্রহ ও সংকলন এবং সহীহ হিসেবে প্রমাণিত হয়ে বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থ হিসেবে সংরক্ষিত হয়েছে। হাদীসের ভাষা রাসূলের (সা.) পবিত্র মুখের বাণী হলেও আল-কুরআনের মতোই ওহীর অন্তর্ভুক্ত। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বাণী সাক্ষ্য দেয় যে–

مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوٰى ج وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى.

www.nagorikpathagar.org

"তোমাদের সংগী পথভ্রষ্ট হয়নি এবং বিপথগামীও হয়নি এবং প্রবৃত্তির তাড়নায় কথা বলে না।" {৫৩-সূরা নাজম : ২-৩}

অতএব আল-কুরআনের মতোই হাদীসে [*সহীহ হিসেবে প্রমাণিত এবং আলেমদের বিবেচনায় গ্রহণযোগ্য*] বর্ণিত আদেশ, উপদেশ, ইবাদতের বিধি ব্যবস্থা, হালাল-হারাম, শাসন ব্যবস্থার দিকনির্দেশনা মানার জন্য মুসলিম উম্মতের প্রতি রয়েছে আল্লাহ তা'আলার স্পষ্ট নির্দেশ।

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ ج وَمَنْ تَوَلّٰى فَمَا اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا.

"যে লোক রাসূলের হুকুম মান্য করবে সে আল্লাহরই হুকুম মান্য করলো। আর যে লোক বিমুখতা অবলম্বন করলো, আমি তোমাকে তাদের জন্য রক্ষণাবেক্ষণকারী নিযুক্ত করে প্রেরণ করিনি।" {৪-সূরা নিসা : ৮০}

وَمَا اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ق وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ج وَاتَّقُوا اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ.

"রাসূল তোমাদেরকে যা দেয়, তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করে, তা থেকে বিরত থাক এবং আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।" {৫৯-সূরা হাশর : ৭}

হালাল ও হারাম নির্ধারণে রাসূলের (সা.) প্রণীত নির্দেশনা আল-কুরআনের পবিত্র আয়াতের মতোই সমমানে প্রতিষ্ঠিত। অতঃপর এই দুইয়ের ভিত্তিতে সৃষ্টি হয়েছে ইসলামী শরীয়ত। শরীয়তের বিভিন্ন শাখার জটিল বিষয় বোধগম্য ও সহজ করার এবং অবস্থান ও সময়ের সাথে নতুন বিষয় সম্বন্ধীয় আইনকে ব্যবহার উপযোগী করার জন্য সৃষ্টি হয়েছিল চার মাযহাবের ইমাম এবং ছাত্রদের দ্বারা উসূল আল-ফিকাহ, যাকে বলা হয় আইন সম্বন্ধীয় তত্ত্ব। ফিকাহর মধ্যে ইজতেহাদ [*আইনজ্ঞদের যুক্তির মাধ্যমে নির্ণয় করে সর্বসম্মতভাবে গ্রহণ করা*] অন্যতম। যাকে ইজমাও বলা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে সাহাবাদের ইজমা সর্বাগ্রে গ্রহণযোগ্য। আরো রয়েছে কিয়াস [*তুলনামূলক*], ইসতিহসান [*আইনজ্ঞদের অগ্রাধিকার*], ইসতিসলাহ [*জনগণের কল্যাণে বিবেচনা*] এবং পরবর্তীতে সকল আলেমদের কাছে গ্রহণযোগ্য সাধারণ বিষয় ইজমা [শূরা]। এগুলোর সমন্বয়ে সৃষ্টি হয়েছে ইসলামী শরীয়তের পূর্ণাঙ্গ জীবনাদর্শ। আল-কুরআন সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

مَا فَرَّطْنَا فِى الْكِتٰبِ مِنْ شَىْءٍ.

"আমি এ কিতাবে কোনো কিছুই বাদ দেইনি।" {৬-সূরা আন'আম : ৩৮}

www.nagorikpathagar.org

ইসলামী শরীয়তের মূলভিত্তির পরিপূর্ণতা এবং ইসলাম যে আল্লাহ্ তা'আলার মনোনীত দ্বীন এ সম্পর্কে বিদায় হজে নাযিলকৃত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন–

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا.

"আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্যে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম।" {৫-সূরা মায়েদা : ৩}

পবিত্র আল-কুরআন আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্র বাণী এবং হক কথা। এছাড়া সবই মিথ্যা ও ভ্রান্ত। এ ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন–

فَذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ ج فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ اِلَّا الضَّلٰلُ.

"অতএব আল্লাহ্ই তোমাদের প্রকৃত প্রতিপালক। আর সত্য [*হক কথা*] প্রকাশের পরে [*আল-কুরআন নাযিলের পরে*] আর সবই ভ্রান্ত [ইসলামী শরীয়তের বহির্ভূত।" {*১০-সূরা ইউনুস : ৩২*}

মুসলিম উম্মতের প্রতি নির্দেশনা দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেছেন,

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ج فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ط ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا.

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্র নির্দেশ মান্য কর, নির্দেশ মান্য কর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা বিচারক [*বিজ্ঞ আলেমবৃন্দ*] তাদের। তারপর যদি তোমরা কোনো বিষয়ে বিবাদে প্রবৃত্ত হয়ে পড়, তা হলে তা আল্লাহ্ [*আল-কুরআন*] ও তাঁর রাসূলের [*প্রতিষ্ঠিত সুন্নাহ্*] প্রতি প্রত্যর্পণ কর, যদি তোমরা আল্লাহ্ ও কেয়ামত দিবসের উপর বিশ্বাসী হয়ে থাক। আর এটিই কল্যাণকর এবং পরিণতির দিক দিয়ে উত্তম।" {৪-সূরা নিসা : ৫৯}

আল্লাহ্ তা'আলার প্রদর্শিত ও প্রদত্ত পথই, যা রাসূলের (সা.) মাধ্যমে সুপ্রতিষ্ঠিত একমাত্র গ্রহণযোগ্য পথ। এ সম্পর্কেও আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন–

ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ لا وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِيْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ ج وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهٖ ط ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ.

"তোমাদেরকে এ নির্দেশ [*ইসলামী শরীয়ত সম্পর্কে*] দিয়েছেন, যেন তোমরা উপদেশ

www.nagorikpathagar.org

গ্রহণ কর। নিশ্চিত এটি আমার সরল পথ। অতএব, এ পথে চল এবং অন্যান্য পথে চলো না। তা হলে সে সব পথ তোমাদেরকে তার পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। তোমাদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তোমরা সংযত হতে পার।" *[৬-সূরা আন'আম : ১৫২-১৫৩]*

অর্থাৎ জীবনাদর্শ হিসেবে ইসলামী শরীয়ত এবং ইবাদতে সুন্নাহর প্রদর্শিত পথ ব্যতীত আর সকল ব্যবস্থা তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করবে। বিদ'আত হচ্ছে তাদের অন্যতম কারণ। ইবাদত হল ধর্মীয় মূল্যবোধের হৃদয়। এই আয়াত থেকে আরো অনুমেয় যে, মুসলিম উম্মতের জীবনাদর্শের মূলভিত্তি সুস্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত এবং বিশেষভাবে ইবাদতের পদ্ধতি, বিধি-বিধান, বিধি-নিষেধ রাসূলের (সা.) সুন্নাহর মাধ্যমে সুপ্রতিষ্ঠিত, পরিপূর্ণ, নতুন কিছু যোগ করার সুযোগ আদৌ নেই। কাজেই যারা আল্লাহ তা'আলা এবং রাসূল (সা.)-কে সত্যিকার অর্থে একনিষ্ঠভাবে ভালোবাসে এবং পরকালের সাফল্য আশা করে তারা অবশ্যই আল-কুরআন এবং রাসূলের (সা.) সুন্নাহর বহির্ভূত কোনো কিছুই অনুসরণ করবে না। এ বিষয়টি বোধগম্য করার জন্যই আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন–

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ۖ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ.

"বল, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাস, তাহলে আমাকে অনুসরণ কর, যাতে আল্লাহও তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ মার্জনা করে দেবেন। আর আল্লাহ হলেন ক্ষমাকারী, দয়ালু। বল, আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য প্রকাশ কর। বস্তুত যদি তারা বিমুখতা অবলম্বন করে তা হলে আল্লাহ কাফেরদেরকে ভালোবাসেন না।" [৩-সূরা আলে ইমরান : ৩১-৩২]

তদুপরি রয়েছে সমকালীন সমস্যার সমাধানে আল-কুরআন এবং সুন্নাহর ভিত্তিতে দেয়া ফতওয়ার প্রচলন। রাসূলের (রা.) মৃত্যুর পরে সাহাবীদের সময় থেকেই ইজমার বা ইজতেহাদের প্রচলন শুরু হয়। যাতে শরীয়তের জটিল কিছু বিষয় সহজে ব্যাখ্যা করে সময়োপযোগী বিধি-বিধান প্রয়োগ করা যায়। রাসূলের (সা.) জীবিত থাকাকালীন এই দু'টির প্রয়োজন ছিল না কারণ প্রতিটি বিষয়ের দলিল সরাসরি আল্লাহ তা'আলার নাযিলকৃত আয়াতের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তদুপরি রাসূল (সা.)-কে আল্লাহ তা'আলা অগাধ জ্ঞান দিয়েছিলেন, যা দ্বারা জটিল বিষয়কে হাদীসের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেছেন। তা সত্ত্বেও কিছু বিষয়ে সাহাবীদের পরামর্শ রাসূল (সা.) নিয়েছেন এবং কিয়াস ব্যবহার করেছেন।

বিদ'আতের বা নতুন ধারা বা পদ্ধতি ইবাদতে যোগ করা হয় চার মাযহাবের

www.nagorikpathagar.org

ইমামদের পরবর্তীতে আরো বহুকাল পরে প্রায় ৫০০-৬০০ হিজরিতে, যখন ইসলামী রাষ্ট্রের শাসক ছিলো খেলাফতের পরিবর্তে রাজতন্ত্রের প্রথায়, যদিও শাসককে খলিফা বলা হত। শাসক গোষ্ঠীর খেয়াল খুশির অনুসরণে আলেমগণ শরীয়তের ব্যাখ্যা এবং ফতওয়া দিতে বাধ্য থাকতেন, অন্যথায় তারা জীবন নাশের হুমকিতে থাকতেন অথবা শাস্তি ভোগ করতেন। এ ব্যাপারে উল্লেখ্য যে, এমনকি তৃতীয় শতাব্দীতে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র.) আল-কুরআন সম্পর্কে আব্বাসীয় শাসকদের দাবির [*আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বাণী নয় বরং অন্যান্য বস্তুর মতোই আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি*] বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করায় শারীরিক নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছিল। রাসূলের (সা.) সময় মদীনায় ইহুদীর অনেকেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে, তা সত্ত্বেও তারা ইসলামী মূল্যবোধকে পুরোপুরিভাবে গ্রহণ না করে পূর্ববর্তী আচরণকে ধরে রাখতে চায়, এ সম্পর্কে আয়াত নাযিল করে আল্লাহ তাদেরকে সতর্ক করেন।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱدْخُلُوا فِى ٱلسِّلْمِ كَآفَّةً ص وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَٰنِ ج إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ.

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না, নিশ্চিতরূপে সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।" {*২-সূরা বাকারাহ : ২০৮*}

ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ইবাদতের এবং জীবনাদর্শের বহির্ভূত যা কিছু মুসলিম উম্মতে চলমান রয়েছে সবই শয়তানের পদাংক অনুসরণে মানব প্রবৃত্তির অবৈধ চাহিদায় সৃষ্টি হয়েছে। একদল শয়তানের আওলিয়া সেজে এ কাজে মুখ্য ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

এই পর্যায়ে সঙ্গত কারণে গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয় নিয়ে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা না করলে বিদ'আতের উৎস এবং মুসলিম উম্মতে তার প্রসার সম্পর্কে বিভ্রান্তিতে থাকার সুযোগ থাকবে। আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বাণী আল-কুরআন, যাকে মানুষের প্রবৃত্তির অবৈধ চাহিদার হস্তক্ষেপ থেকে কলুষমুক্ত রাখার দায়িত্ব আল্লাহ তা'আলা নিজের এখতিয়ারে রেখেছেন। আল-কুরআনের সাদৃশ্যে একটি সূরা এমনকি একটি আয়াত সৃষ্টির করার ঘোষণা দিয়ে মানবজাতির কাছে আল্লাহ তা'আলা চ্যালেঞ্জ রেখে বলেছেন–

وَإِن كُنتُمْ فِى رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِۦ ص وَٱدْعُوا شُهَدَآءَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ.

www.nagorikpathagar.org

"এবং তোমরা যদি সন্দেহের মধ্যে থাকো আমি আমার বান্দার উপর যা অবতীর্ণ করেছি সে সম্পর্কে, তা হলে অনুরূপ একটি সূরা উপস্থাপিত করো এবং আল্লাহ ছাড়া তোমাদের সমস্ত সাহায্যকারীকে আহ্বান করো, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক।" { *২-সূরা বাকারাহ : ২৩*}

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۖ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ.

"অথবা তারা কি বলে, এটি সে রচনা করেছে? বল, "তা হলে এই রকম একটি সূরা আন এবং এই কাজে তোমাদেরকে সাহায্য করতে যাকে পার আহ্বান কর, আল্লাহকে ছাড়া, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক।" { *১০-সূরা ইউনুস : ৩৮* }

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۖ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ.

"অথবা তারা বলতে পারে, 'সে এটা জাল করেছে।' বল, 'তোমরা তা হলে এর মতোই দশটি জাল সূরা নিয়ে আস এবং তোমাদেরকে সাহায্য করার জন্য আল্লাহ ছাড়া যাকে পার আহ্বান করতে পার যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক।" { *১১-সূরা হূদ : ১৩*}

قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا.

"বল, 'কুরআনের অনুরূপ কিছু সৃষ্টি করার জন্যে যদি সমস্ত মানুষ ও জিন একত্রিত হয়, তবুও তারা সেই রকম কিছু সৃষ্টি করতে পারবে না যদিও তারা পরস্পরকে সাহায্য করে।" { *১৭-সূরা বনী ইসরাঈল : ৮৮*}

মানবজাতির সামনে আল্লাহ তা'আলার এই দ্ব্যর্থ ঘোষণা পূর্বেও ছিলো, আজও আছে, ইনশাআল্লাহ আগামীতেও থাকবে। নাযিল হওয়ার সময় থেকে আজাবধি আল-কুরআনের একটি বর্ণ, অক্ষর এবং শব্দের পরিবর্তন হয়নি বা কেউ করতে পারেনি, পারবেও না। কারণ আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনকে কলুষমুক্ত রাখার ঘোষণা দিয়ে বলেছেন,

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ.

"আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই তার সংরক্ষক।" { *১৫-সূরা হিজর : ৯*}

لَّا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ۖ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ.

www.nagorikpathagar.org

"কোনো মিথ্যা তাতে অনুপ্রবেশ করবে না অগ্র থেকে নয়, পশ্চাত থেকেও নয়। এটি প্রজ্ঞাময়, প্রশংসার্হ আল্লাহর নিকট থেকে অবতীর্ণ।" {*৪১-সূরা হামীম আস -সাজদা : ৪২*}

আল-কুরআনের ধারে কাছে আসার কোনো ক্ষমতা মানবতার শত্রুর নেই। একমাত্র পূত-পবিত্র ছাড়া কেউ স্পর্শ করতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ۝ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ ۝ لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ

"নিশ্চয়ই এটি সম্মানিত কুরআন, যা আছে সুরক্ষিত কিতাবে [*লাওহে মাহফুয বা সংরক্ষিত ফলকে*], যারা পূত-পবিত্র তারা ব্যতীত অন্য কেউ তা স্পর্শ করে না।" {*৫৬-সূরা ওয়াকিয়া : ৭৭-৭৯*}

অতএব বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ইসলামী শরীয়তের এবং ইবাদতের মূলভিত্তি সম্পর্কিত আয়াত সুনিশ্চিতভাবে সংরক্ষিত অবস্থায় রয়েছে। আল-কুরআন কলুষিত করার ক্ষমতা কারও নেই বিধায় আল-কুরআনে বর্ণিত ইবাদতের এবং অন্যান্য বিষয়বস্তুর সত্যতাকে বিকৃত করার উদ্দেশ্যে খোলাফায়ে রাশেদীনের তৃতীয় খলিফা ওসমান (রা.) ইসলামী শরীয়তের শত্রুদের হাতে নির্মমভাবে শহীদ হওয়ার পরই জাল, মিথ্যা হাদীস তৈরির কাজ শুরু হয়। অতঃপর ইসলামী রাষ্ট্রের বিশাল ভূখণ্ডের শাসক নিয়োগ পদ্ধতি মুসলিম উম্মাহর যোগ্য ব্যক্তির পরিবর্তে পারিবারিক অযোগ্য সদস্যদের নিয়োগ পদ্ধতির প্রথা যখন শুরু হয়েছিল। তখন থেকেই প্রবৃত্তির চাহিদায় সুন্নাহ বিরোধী বিষয়কে হাদীস হিসেবে আখ্যায়িত হতে থাকে। এ ব্যাপারে বিশেষ কিছু খলিফার প্রবৃত্তির অবৈধ চাহিদা সুন্নাহ বিরোধী হাদীস সৃষ্টিতে অন্যতম ভূমিকা রাখে। যার প্রসার ইসলামী ভূখণ্ডের বিভিন্ন জায়গায় বহুধা আকারে বিস্তৃতি লাভ করে। উল্লেখ্য যে, স্থানীয় সংস্কৃতির প্রভাব, ধর্মান্তর নতুন মুসলিমদের পূর্ববর্তী ধর্মের কিছু আচার-আচরণ এবং বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ষড়যন্ত্রও লক্ষণীয় ভূমিকা রাখে।

এটি অনস্বীকার্য যে, সর্বজ্ঞানী প্রজ্ঞাময় প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার কিছু অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে হাদীসের এবং সুন্নাহর সত্যতা ও বিশুদ্ধতা আল্লাহ তা'আলা সংরক্ষণ করেন। অকল্পনীয় পরিশ্রম ও ত্যাগের মাধ্যমে আল্লাহ্-সচেতন বিশিষ্ট আবেদমণ্ডলী হাদীস সংরক্ষণের অসাধ্য কাজ সাধন করে হাদীস গ্রন্থাকারে সংকলন করেন। যাকে বলা হয় সিহাহ্ সিত্তা [*ছয়টি গ্রন্থ*], সহীহ আল-বুখারী, সহীহ্ মুসলিম, সুনান আবু দাউদ, জামে আত তিরমিযী, সুনান ইবনে মাজাহ, সুনান আন নাসাঈ। এর মধ্যে সংকলিত হাদীসের বিশুদ্ধতার,

www.nagorikpathagar.org

শ্রেষ্ঠত্বের এবং মর্যাদার দিক দিয়ে প্রথম দু'টি গ্রন্থের স্থান সন্দেহের অতীত। হাদীস সংগ্রহ এবং তার বিশুদ্ধতা ও সত্যতা যাচাই করতে সকল ইমামকেই অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয়েছে। এ সম্পর্কে ইমাম বুখারীর (র.) হাদীস বাছাই এবং সংকলনের পদ্ধতি বিশেষভাবে উল্লেখ্য। এ কঠিন কাজ সম্পাদন করার জন্য তিনি (র.) মদীনা মুনাওয়ারাতে চলে আসলেন। মসজিদে নববীতে বসে তিনি সহীহ্ হাদীস গ্রন্থ সংকলনের কাজ শুরু করলেন। শুধু নিজের স্মরণশক্তি ও লিখিত নথিপত্রের উপর নির্ভর করে তিনি অগ্রসর হননি, নিয়তের বিশুদ্ধতা ও আন্তরিকতার সাথে সাথে তাকওয়ার উপরও নির্ভর করেন একান্তভাবে। অর্থাৎ কোনো হাদীস লিখতে বসার আগে গোসল করে পাক-পবিত্র হয়ে নিতেন, দু'রাকাত নফল নামায পড়ে নিতেন তারপর যথাযথভাবে ইজতেহাদ করে হাদীস সন্নিবেশ করতেন। {আল-বুখারী, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২}

এমনিভাবে কিছু অসাধারণ প্রতিভাবান আবেদ দিয়ে হাদীসের রত্নভাণ্ডার আল্লাহ তা'আলা সংরক্ষণ করেন। যাতে তার বান্দারা বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে ইবাদত করে তার সান্নিধ্য লাভ করতে পারে।

নির্ধারিত আবশ্যক ইবাদতকে অবহেলা করায়

বিদ'আত ছাড়াও জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও, অবহেলায়, প্রবৃত্তির চাহিদায় ও শয়তানের প্রভাবে মুসলিম উম্মত ইবাদতের জন্য নির্ধারিত সময়ে [*নামাযের সময় নামায আদায় না করে*] পার্থিব স্বার্থে বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকে, সেগুলোকে প্রত্যক্ষভাবে আল্লাহ তা'আলার সাথে শরীক স্থির করানোর পর্যায়ে ধরা যায়। কারণ নামায আদায় করা মুসলিম উম্মতের উপর আল্লাহ তা'আলার একচ্ছত্র হক-অধিকার, তাই নামায আদায় না করে নামাযের সময় তারা পার্থিব জীবনের কোনো কাজে জড়িত থাকতে পারে না। তা সত্ত্বেও উম্মতের অনেকেই ফরয ইবাদত নামায আদায় না করে, নামাযের সময় দুনিয়ার কাজকর্ম, ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকুরি, লেখা-পড়া এবং চিত্ত বিনোদনের বিষয় নিয়ে ব্যস্ত থাকে। বস্তুত এরূপে তারা আল্লাহ তা'আলার প্রাপ্যের গুরুত্ব না দিয়ে বরং প্রবৃত্তির চাহিদাকে গুরুত্ব দিয়ে থাকে। প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক সুস্থ মস্তিষ্কের মুসলিমের জন্য প্রতিদিন সময় মতো পাঁচ বেলা নামায আদায় করা আবশ্যক বা ফরয দায়িত্ব। তাই বান্দা হিসেবে গ্রহণযোগ্য কোনো কারণ ছাড়া নামাযের সময় প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার হক [*অধিকার তার বান্দার ওপর*] নামায আদায় না করে পার্থিব স্বার্থে কোনো কিছুই সে করতে পারে না। অতএব ফরয নামায [*আল্লাহ তা'আলার হক*] আদায় না করে অন্য যে কাজই করা

www.nagorikpathagar.org

হোক সেটিই হবে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে শরীক স্থির করা। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা যে একমাত্র মা'বুদ বা উপাস্য, বান্দা হিসেবে প্রতিদিন নিয়মিতভাবে নির্ধারিত সময়ে নামায আদায় করে সেটির স্বীকৃতি দিতে হয়। অন্য কোনো পদ্ধতিতে এ কাজ করা যায় না। নামাযের সিজদায় নিজেকে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করা ব্যতিরেকে অন্য কোনোভাবেই এই স্বীকৃতি দেয়া যায় না। নামাযের প্রতি রাকআতে সূরা আল-ফাতিহা পাঠ করা ওয়াজিব। এই সূরার ভাবার্থ পর্যালোচনা করলে বুঝা যায়, নামাযে একনিষ্ঠ অন্তরে সূরা আল-ফাতিহা পাঠ করা ব্যতিরেকে সার্বভৌমত্বের মালিক প্রতিপালক আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা করার অন্য কোনো সুযোগ মুসলিম উম্মতের নেই। সিজদা দেয়া হচ্ছে নামাযের অবিচ্ছেদ্য অংশ, বিনয়ের সাথে সিজদা দিয়ে নামাযী আল্লাহ্ তা'আলার কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে থাকে। এজন্যই এক আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া আর কারও প্রতি সিজদায় অবনত হওয়াকে হারাম করা হয়েছে।

প্রখ্যাত আলেমরা বলেন, মুসলিম যদি নামায পড়া বাদ দিয়ে সে তার অন্যান্য কাজকে বেশী মূল্য দেয়, তা হলে আল্লাহ্ তা'আলার পরিবর্তে অন্যকিছুর ইবাদত সে করলো। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অতএব বিষয়টি সুস্পষ্ট করার জন্য ব্যবহারিক উদাহরণ হচ্ছে, *দেশের রাষ্ট্রপতি (president) বা কোনো প্রতিষ্ঠানের মালিক-পরিচালক একজন সাধারণ নাগরিক বা কর্মচারীকে পত্রের মাধ্যমে আমন্ত্রণ পাঠিয়ে জানালেন আগামী কাল সকাল ৬টায় তোমাকে বিশেষ কারণে রাষ্ট্রপতি বা পরিচালকের সাথে দেখা করার জন্য আদেশ দেয়া হলো। কর্মচারী বা নাগরিক আমন্ত্রণ পত্র অথবা appointment letter পাওয়া সত্ত্বেও বিনা অজুহাতে বা নিজের খেয়াল-খুশি অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে যদি উপস্থিত না থাকে, তা হলে কি এই নাগরিক বা কর্মচারী তার অবাধ্যতার জন্য শাস্তি পাবে না? অনুরূপভাবে সে প্রতিদিনই তাদের ডাকে সাড়া না দিয়ে নিজের কাজে জড়িত থাকলো তা হলে সবার জন্যই বুঝতে কঠিন হবে না যে, তার অবস্থা কেমন হবে? কারণ রাষ্ট্রপতি বা পরিচালকের সচিবরা ধরে নেবে, এই কর্মচারী অবাধ্য অথবা অন্য কাউকে বেশী প্রধান্য দিয়ে রাষ্ট্রপতির এবং পরিচালকের মূল্যবান সময়ের বা আদেশের কোনো মূল্য সে দেয়নি। দেশের একজন নাগরিক হিসেবে রাষ্ট্রপতির ন্যায়-সংগত সব হুকুম এবং কর্মচারী হিসেবে প্রতিষ্ঠানের পরিচালকের ন্যায়-সংগত সব হুকুম মানতে সে বাধ্য এবং তার জন্য ফরয দায়িত্ব। অনুরূপভাবে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর এবং তাদের মধ্যে সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা, পরিচালক, বিধানকর্তা, প্রতিপালকের সাথে তার বান্দাদের*

www.nagorikpathagar.org

যোগাযোগের জন্য appointed time হল, নামাযের সময়। নামায আদায়ের মাধ্যমেই পার্থিব জীবনের সবকর্ম ও ধ্যানধারণা পেছনে ফেলে প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার কাছে তার বান্দারা আত্মসমর্পণ করে, তার প্রশংসাসহ গুণগান করে এবং নিজেদের দাবি দাওয়া পেশ করে থাকে।

তাই আল্লাহ তা'আলার সাথে যোগাযোগের এই নির্দিষ্ট সময়ে তার একনিষ্ঠ ও বাধ্য বান্দা পার্থিব জীবনের স্বার্থে অন্য কোনো কিছুই করতে পারে না। তবুও অনেকেই দাবি করে যে তারা বিশ্বাসে মুসলিম অথচ নামায পড়ে না এবং আল্লাহ তা'আলা, রাসূল (সা.) এবং আল-কুরআনকে বিশ্বাস করে। প্রকৃতপক্ষে তাদের বিশ্বাস হল, আংশিক বা অসম্পূর্ণ অর্থাৎ বিশ্বাসের গভীরতা হল, ইতোপূর্বে উল্লিখিত সূরা ইউসুফের ১০৬ নম্বর আয়াতে বর্ণিত ব্যক্তিদের মতো।

শয়তানই এই সমস্ত ব্যক্তিদেরকে নামায আদায়ের পরিবর্তে অন্য কাজ কর্মকে বেশী ন্যায্যতর হিসেবে শোভনীয় মনোহর করে দেখায়। অথচ তারা বুঝতে পারে না যে, শয়তানের প্রভাবেই তারা অজ্ঞতায় প্রতিদিনই শিরকের মতোই গর্হিত পাপে জড়িত হচ্ছে এবং থাকছে। মুসলিমদের পার্থিব জীবনে নামায অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। এ সম্পর্কে অন্যত্র বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

অধ্যায়-৩

ফিসফিসানি *[ওয়াস-ওয়াসা]* শয়তানের কাজ

আল-কুরআন থেকে স্পষ্ট যে, শয়তান হচ্ছে আদম সন্তানের অদৃশ্য শত্রু। তাই তাকে চোখে দেখতে পায় না এবং স্পর্শও করতে পারে না। কখন কোথায় উপস্থিত থেকে সে মানুষকে খারাপ কাজে জড়িত হওয়ায় অনুপ্রাণিত করে, সেটি তারা বুঝতে পারে না। তবে শয়তান সম্পর্কে আল-কুরআনে বর্ণিত আল্লাহ তা'আলার দেয়া সতর্কতামূলক বর্ণনা থেকে শয়তানের কাজ-কর্ম এবং তার কৌশল সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করার পর যদি মুসলিমরা সচেতন হয়, তা হলে অতি সহজেই তারা বুঝতে পারবে কখন কোন অবস্থায় সে মুসলিমদের হৃদয়ে ও মন-মস্তিষ্কে এবং নাফসে নানা ধরনের অবৈধ চিন্তা ও চাহিদার সৃষ্টি করে থাকে। ফিসফিসানি হচ্ছে অদৃশ্য শয়তানের একটি অন্যতম কৌশল। তাই শয়তানের ফিসফিসানি থেকে আল্লাহ তা'আলার কাছে আশ্রয় প্রার্থনার জন্য মানুষের প্রতি নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝ مَلِكِ النَّاسِ ۝ إِلَٰهِ النَّاسِ ۝ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ۝ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ۝ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ.

"বল, 'আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি মানুষের প্রতিপালকের, মানুষের অধিপতির, মানুষের ইলাহের নিকট, আত্মগোপনকারী [*অদৃশ্য শয়তান*] কুমন্ত্রণাদাতার [*ওয়াস-ওয়াসা, ফিসফিসানি*]] অনিষ্ট হতে, যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে, জিনের [শয়তানের] মধ্য থেকে অথবা মানুষের [*শয়তানের আউলিয়া বা বন্ধু*] মধ্য থেকে।" {*১১৪-সূরা নাস : ১-৬*}

উপরোল্লিখিত সূরা থেকে স্পষ্ট যে, অদৃশ্যে থেকেই ফিসফিসানির মাধ্যমে মানুষের চিন্তা-চেতনায় এবং হৃদয়ের নানা প্রকার বাসনা সৃষ্টি করে অবৈধ কাজে জড়িত হওয়ায় এবং থাকায় শয়তান অনুপ্রেরণা দিয়ে থাকে। হৃদয়ের চাহিদায় ভালো-মন্দ দু'টিই থাকতে পারে তবে শয়তান সাধারণত মন্দ ছাড়া ভালোর প্রতি আহ্বান করে না। কারণ তার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে আদম সন্তানকে আল্লাহ তা'আলার অবাধ্য করে বিপথগামী করা। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলেই শয়তানের ফিসফিসানিতে প্রভাবিত হয়। আল্লাহ তা'আলার সীমাহীন অনুগ্রহে একমাত্র তার একনিষ্ঠ বান্দারা ছাড়া আর বাকী সকলেই প্রবৃত্তির বৈধ ও অবৈধ চিন্তা-ভাবনা এবং শয়তানের ফিসফিসানির মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না ।

www.nagorikpathagar.org

মানবজাতির পিতা-মাতাকে শয়তান ফিসফিসানির মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার নিষেধাজ্ঞা ভুলে যেতে বাধ্য করেছিল। এই ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطٰنُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وٗرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْاٰتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهٰكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَا مَلَكَيْنِ اَوْ تَكُوْنَا مِنَ الْخٰلِدِيْنَ.

"অতঃপর তাদের লজ্জাস্থান, যা গোপন রাখা হয়েছিল তা তাদের কাছে প্রকাশ করার জন্য শয়তান তাদেরকে কুমন্ত্রণা [*ওয়াস-ওয়াসা বা ফিসফিসানি*] দিল এবং বললো, 'পাছে তোমরা উভয়ে ফিরিশতা হয়ে যাও কিংবা তোমরা স্থায়ী হও এই জন্যই তোমাদের প্রতিপালক এই বৃক্ষ সম্বন্ধে তোমাদের নিষেধ করেছেন।" { *৭-সূরা আরাফ : ২০* }

فَوَسْوَسَ اِلَيْهِ الشَّيْطٰنُ قَالَ يٰاٰدَمُ هَلْ اَدُلُّكَ عَلٰى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلٰى.

"অতঃপর শয়তান তাকে কুমন্ত্রণা [*ওয়াস-ওয়াসা বা ফিসফিসানি*] দিল; সে বললো, 'হে আদম! আমি কি তোমাকে বলে দেব অনন্ত জীবনপদ বৃক্ষের কথা ও অক্ষয় রাজ্যের কথা?" { *২০-সূরা তহা : ১২০* }

শয়তান ফিসফিসানির মাধ্যমে মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে তাদেরকে প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়েছিল। কাজেই বলার অপেক্ষা রাখে না যে, মানবজাতির পত্তনের শুরুতেই সে প্রমাণ করেছে যে, মানুষকে আল্লাহ তা'আলার আদেশের বিপরীত কাজে জড়িত করার জন্য তার কুমন্ত্রণা বা অদৃশ্য ফিসফিসানি হলো একটি অন্যতম অস্ত্র। এজন্যই ফিসফিসানি দেয়াতে সে নাছোড় বান্দা। এই কাজে সে ক্লান্ত হয় না এবং ক্ষান্তিও দেয় না বরং বিভিন্ন পরিস্থিতিতে আদম সন্তানের মানসিকতা ও প্রবৃত্তির চাহিদার সুযোগ নিয়ে সে সূক্ষ্মভাবে ফিসফিসানি দিয়ে থাকে। শয়তান যদি অদৃশ্য থেকে বিরামহীন ফিসফিসানির পরিবর্তে মানুষের কাছে দৃশ্যমান মানব আকৃতিতে উপস্থিত হয়ে সরাসরি খারাপ কাজ করতে মানুষকে আদেশ করে, তা হলে আল-ফিতরাত বা সহজাত প্রকৃতির প্রভাবে অথবা লোক চক্ষুর ভয়ে অধিকাংশ মানুষই সহজে খারাপ কাজে জড়িত হবে না। কিন্তু সে যদি অদৃশ্যে থেকে মানুষের হৃদয়ে ও মন-মগজে ধীরে ধীরে বিভিন্ন যুক্তিতে বারবার ফিসফিসানি দেয়, তাহলে অধিকাংশ মানুষই নাফসের অবৈধ চাহিদা পূরণের জন্য তার ফাঁদে পা দেবে, সেটি সে পূর্বের অভিজ্ঞতা থেকে অবগত আছে। আদম-হাওয়াকে দীর্ঘ দিন ধরে ফিসফিসানির মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে আল্লাহ তা'আলার নিষেধাজ্ঞা ভুলে যেতে বাধ্য করেছিল। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, যদিও অনুবাদে বলা হয়েছে আদম-হাওয়া অবাধ্য হয়ে বিপথগামী হয়েছিল, তবুও মানবজাতির পিতা-মাতা এবং আল্লাহ তা'আলার

www.nagorikpathagar.org

মনোনীত নবীর সম্পর্কে আলোচনায় এই শব্দগুলো ব্যবহার করা উচিত হবে না। কারণ নিষেধাজ্ঞা ভুলে গিয়ে অবাধ্য হওয়া আর ইচ্ছাকৃতভাবে অবাধ্য হওয়ার মধ্যে লক্ষণীয় পার্থক্য রয়েছে। আদম (আ.) নিষেধাজ্ঞা ভুলে গিয়ে অবাধ্য হয়েছিলেন, এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

وَلَقَدْ عَهِدْنَآ إِلَىٰٓ ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِىَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُۥ عَزْمًا.

"আমি ইতোপূর্বে আদমের প্রতি নির্দেশ দান করেছিলাম, কিন্তু সে ভুলে গিয়েছিল; আমি তাকে সংকল্পে দৃঢ় পাইনি।" { *২০-সূরা তহা : ১১৫* }

ভুলে গিয়ে বিপথে যাওয়ার কথা যখন আল্লাহ তা'আলা আদমকে (আ.) স্মরণ করিয়ে সম্বোধন করলেন, আদম (আ.) তৎক্ষণাৎ ক্ষমা প্রার্থী হয়েছিলেন। তদুপরি আদম (আ.) যখন এই রকম ভুল করেন তখনও তিনি নবীর দায়িত্ব পাননি। আল-কুরআন থেকে এ ব্যাপারে প্রমাণ পাওয়া যায়। আদম (আ.) ও ইবলিসের মধ্যে সংঘটিত কাহিনী বর্ণনা করে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

ثُمَّ ٱجْتَبَٰهُ رَبُّهُۥ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ.

"এরপর [*ভুলে গিয়ে অবাধ্য হওয়ার পর*] তার প্রতিপালক তাকে মনোনীত [*নবী হিসেবে*] করলেন, তার প্রতি ক্ষমাপরায়ণ হলেন ও তাকে পথনির্দেশ দান করলেন।" { *২০-সূরা তহা : ১১২* }

আল্লাহ তা'আলার মনোনীত ও প্রেরিত কোনো নবী-রাসূলই ইচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহ তা'আলার অবাধ্য হননি। ইউনুস (আ.) নিজ সম্প্রদায়ের অবাধ্যতার জন্য রাগবশত দেশ ত্যাগ করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলার অনুমতি গ্রহণ করা পর্যন্ত অপেক্ষা করেননি, তার জন্য তৎক্ষণাৎ তিনি শাস্তি পেয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

وَذَا ٱلنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَٰضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِى ٱلظُّلُمَٰتِ أَن لَّآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنتَ سُبْحَٰنَكَ إِنِّى كُنتُ مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ.

"এবং স্মরণ কর যুন-নূন এর [*যুন-নূন শব্দের অর্থ মাছের সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তি অর্থাৎ ইউনুস (আ.)*] কথা, যখন সে ক্রোধ ভরে বের হয়ে গিয়েছিল এবং মনে করেছিল আমি তার জন্য শাস্তি নির্ধারণ করব না। অতঃপর সে অন্ধকার [*মাছের পেটে থেকে*] থেকে আহ্বান করেছিল, 'তুমি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই; তুমি পবিত্র মহান! আমি তো সীমালংঘনকারী [*দু'আ ইউনুস*]।" { *২১-সূরা আম্বিয়া : ৮৭* }

এক্ষেত্রেও ইউনুস (আ.) ভুল করেছিলেন। তাই বলা যায় ভুল করা কারও ইচ্ছাধীন নয়। তবে এটি অনস্বীকার্য যে, অধিকাংশ আদম সন্তান ইচ্ছাকৃতভাবেই

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহ তা'আলার অবাধ্য হয় এবং তাঁর শরীক স্থির করে। এ জন্যই আদম সন্তানের অবাধ্যতার সাথে তাদের পিতা-মাতার ভুল করে অবাধ্য হওয়ার কোনো সম্পর্ক নেই। এ কারণেই কাযী আবু বকর ইবনে আরাবী (র.) 'আহকামুল কুরআন গ্রন্থে ২০/১২১ নম্বর আয়াতে উল্লিখিত শব্দ 'আদুর' [অবাধ্য] সম্পর্কে বলেছেন' *"আজ আমাদের কারও জন্য আদম (আ.)-কে অবাধ্য বলা জায়েয নয়, তবে কুরআনের কোনো আয়াতে অথবা হাদীসে এরূপ বলা হলে তার বর্ণনা করা জায়েয কিন্তু নিজেদের পক্ষ থেকে নিকটতম পিতৃপুরুষদের জন্যেও এরূপ শব্দ ব্যবহার করা জায়েয নয়। এমতাবস্থায় যিনি আমাদের আদি পিতা, সর্বদিক দিয়ে আমাদের পিতৃপুরুষদের চাইতে অগ্রগণ্য, সম্মানিত ও মহান, আল্লাহ তা'আলার সম্মানিত পয়গম্বর, আল্লাহ যার তাওবা কবুল করেছেন এবং ক্ষমা ঘোষণা দিয়েছেন, তার জন্য কোনো অবস্থাতেই এরূপ বাক্য প্রয়োগ করা জায়েয নয়।"* *{তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন, বাংলা অনুবাদ, মওলানা মুহিউদ্দিন খান, পৃষ্ঠা নম্বর ৮৬৮}*

তবে আদি পিতা-মাতার ভুলে যাওয়ার সাথে আদম সন্তানের ভুলে যাওয়ার সম্পর্ক রয়েছে, তাই ভুল করা হচ্ছে মানব প্রকৃতির একটি বৈশিষ্ট্য।

এখন মূল আলোচনায় ফিরে আসা যাক, প্রতিটি আদম সন্তান ব্যক্তি বিশেষে কি ধরনের জিনিস পছন্দ করে এবং তার প্রবৃত্তির চাহিদা অনুযায়ী শয়তান সেই বিষয়গুলোর ব্যাপারে বিভিন্ন কৌশলে ফিসফিসানি দিয়ে থাকে। তাই পুনঃপুনঃ এক ধরনের চিন্তাভাবনা মানুষের হৃদয়ে সৃষ্টি হয়। তাতে মানুষ শয়তানের এই ফিসফিসানিকে নিজের চিন্তাভাবনা মনে করেই ন্যায়-অন্যায় যাচাই করার গুরুত্ব ভুলে নিজের উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য উঠে পড়ে লেগে যায় এবং কাজটি সম্পাদন না হওয়া পর্যন্ত তারা মনে স্বস্তি পায় না। কারণ আদম সন্তান নিজেকে সংযত রাখতে অত্যন্ত দুর্বল। এ প্রসঙ্গে আদম (আ.)-এর উপমা দিয়ে *রাসূল (সা.) বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা বেহেশতে আদম (আ.)-এর আকৃতি দান করে তাকে তার ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিলেন। ইবলিস তার চারদিকে ঘুরাফেরা করতে এবং দেখতে লাগল যে বস্তুটি কি? সে যখন দেখতে পেল, এটি একটি শূন্যপাত্র; তখন বুঝল যে, আল্লাহ তাকে এমন এক সৃষ্টিরূপে পয়দা করেছেন, যে নিজেকে সংযত রাখতে সক্ষম নয়।' {সহীহ মুসলিম, ৬৪১৩}*

শয়তান আদম সন্তানের সংগী

প্রতিটি আদম সন্তানের একজন করে শয়তান সংগী হিসেবে থাকে। শয়তান সব ভালো কাজেই বাধার সৃষ্টি করে অর্থাৎ ফিসফিসানির মাধ্যমে মানুষের অন্তরে ভালো কাজের প্রতি অনীহা, অলসতা, উদাসিনতা এবং দ্বিধা সংকোচ সৃষ্টি করে। এজন্যই ভালো কাজে মানুষের স্বতঃস্ফূর্তা কমে যায়। নামায মুসলিম উম্মতের

www.nagorikpathagar.org

জন্য অত্যন্ত ভালো কাজ এবং আবশ্যক দায়িত্ব, তবুও উম্মতের লক্ষণীয় অংশ স্বতঃস্ফূর্তভাবে নামায আদায় করে না এবং অধিকাংশ মুসলিম নামাযই পড়ে না। যারা আদায় করেন তাদের অনেকেই অলসতার সাথে নামায আদায় করে এবং নির্ধারিত সময়ে আদায় করতে অবহেলা করে। সংগী শয়তান সম্পর্কে *রাসূল (সা.) বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার সঙ্গে জিনদের [শয়তানদের] মধ্যে থেকে সংগী নিযুক্ত করা হয় না।" সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এমনকি আপনার সঙ্গে? তিনি (সা.) উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ! কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তার [শয়তানের] বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করেন, তাই সে আমাকে শুধুমাত্র ভালো কাজের আদেশ দেয়।" [সহীহ মুসলিম, ৬৮৫০]*

অন্য হাদীসে, 'রাসূল (সা.) বলেছেন, 'আদম সন্তানের শরীরে শয়তান রক্তের মতো প্রবাহিত হয়।" [সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড ৫, ৫৭৭৮]

এই হাদীস থেকে স্পষ্ট যে, শয়তান হচ্ছে মানুষের নিত্যদিনের এবং প্রতিমুহূর্তের সাথী। তাই সে মানুষের অন্যায় চাহিদা পূরণের জন্য নাফসের অবৈধ চাহিদায় বিরামহীনভাবে ফিসফিসানির মাধ্যমে খারাপ কাজে অনুপ্রাণিত করতে পারে। ফলে খারাপ কাজে জড়িত হওয়ার কোনো ইচ্ছা না থাকলেও শয়তানের পুনঃপুনঃ ফিসফিসানির জন্য অনেকেই শেষ পর্যন্ত অন্যায়-অবৈধ কাজে জড়িয়ে পড়ে। নামাযের নিয়ত করে নামাযী যে মুহূর্তে আল্লাহ আকবার বলে নামাযে অনুপ্রবেশ [*তাহরীম*] করে, তখনই অধিকাংশ নামাযীর হৃদয়ে নামায বহির্ভূত নানা অবাস্তব অথবা বাস্তব চিন্তা ভাবনার সৃষ্টি হয়। অথচ নামায শুরু করার মুহূর্তে অথবা নামায আদায় করার পরে এই সমস্ত বিষয়ের অনেক কিছুরই চিন্তাভাবনা বা কল্পনা সাধারণত আর করা হয় না। তবে বলার অপেক্ষা রাখে না যে, যে সমস্ত কল্পনা এবং চিন্তাভাবনা মানুষ সাধারণত বেশী করে, সেগুলোই নামায আদায় করার সময় মনের পর্দায় ছবির মতো স্পষ্টভাবে উদ্ভাসিত হয়। তাই অনেকেই এই সমস্ত চিন্তাভাবনায় জড়িত হয়ে ভুলে যায় কত রাকআত নামায পড়েছে অথবা কোন সূরা তেলাওয়াত করেছে অথবা সূরা তেলাওয়াত করতে ভুল করে।

কারণ শয়তানের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে মুসলিমদের নামায আদায় করা থেকে বিরত রাখা যাতে তারা আল্লাহ তা'আলার প্রতি সিজদা করতে না পারে। কিন্তু যাদেরকে নামায থেকে দূরে রাখতে সে অক্ষম, তাদের নামাযে ঝামেলা সৃষ্টি করে নামায নষ্ট করাই হলো তার মূল উদ্দেশ্য। বিস্ময়ের বিষয় হচ্ছে এ কাজে সে আশা ছাড়ে না এবং পুনঃপুনঃ চেষ্টা করতেও ক্লান্ত হয় না। নামাযে সিজদা করা হলো তার নিকট সবচেয়ে অপছন্দনীয় ব্যাপার, কারণ সে নিজে আল্লাহ তা'আলার আদেশে আদম (আ.)-কে সিজদা করেনি। আদম (আ.) আল্লাহ তা'আলার নিষেধাজ্ঞা ভুলে গিয়ে অবাধ্য হয়েছিলেন, তবে ইবলিসের অবাধ্যতা ছিলো ইচ্ছাকৃতভাবে।

www.nagorikpathagar.org

তাই অপরাধ করেও সে অহংবোধে ক্ষমাপ্রার্থী হয়নি, অথচ আদম (আ.) নিজের ভুল বুঝে তৎক্ষণাৎ ক্ষমাপ্রার্থী হয়েছিলেন।

নামায ও আযানকে শয়তান সবচেয়ে বেশী ঘৃণা করে। তার কাছে আযান হচ্ছে বেশী ভয়ের এবং অপছন্দের বিষয়। এ প্রসঙ্গে এবং নামায আদায় করার সময় ফিসফিসানি সম্পর্কে *রাসূল (সা.) বলেছেন: যখন নামাযের আযান দেয়া হয়, শয়তান ছুটে পালিয়ে যেতে থাকে এবং তখন সে এমন জোরে বাতকর্ম করতে থাকে যার ফলে আযানের আওয়াজ শুনতে পায় না। তারপর আযান শেষ হয়ে গেলে সে ফিরে আসে। আবার যখন নামাযের জন্য ইকামত দেয়া হয় সে দৌড়িয়ে পালিয়ে যায়। এমনকি ইকামত শেষ হয়ে গেলে সে আবার ফিরে আসে, যাতে মানুষ ও তার নাফসের মধ্যে ওয়াসওয়াসা [ফিসফিসানি] সৃষ্টি করতে পারে। শয়তান বলেঃ অমুক জিনিস মনে কর, অমুক জিনিস মনে কর, যা ইতোপূর্বে তার মনে ছিলো না। এমনকি এভাবে মানুষ এমন অবস্থায় পৌছে যায় যে, তার মনে থাকে না, সে কয় রাকআত নামায পড়েছে।" [সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড ১, ৫৭৩]*

অতএব নামাযের নিয়ত করার পর প্রায়ই সব নামাযীরই অবস্থা এক রকম হয়। কাজেই নামায আদায় করার সময় বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে হৃদয়ে শয়তানের ওয়াস-ওয়াসা বা ফিসফিসানি সৃষ্টি হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। এর জন্য অস্থির বা বিচলিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। বরং অনুত্তেজিতভাবে এই অবস্থায় নামাযীর প্রধান দায়িত্ব হলো, শয়তানের ফিসফিসানিকে উপেক্ষা করে নামাযের বহির্ভূত সব রকম চিন্তাভাবনা ত্যাগ করে নামাযের বিষয় বস্তুতে নিজের মন ও হৃদয় ফিরিয়ে আনা। এটি অনস্বীকার্য যে, শয়তানের অদৃশ্য ওয়াস-ওয়াসা বা কুমন্ত্রণা থেকে মন ফিরিয়ে আনা সবার পক্ষে এক রকমভাবে সম্ভব হয় না। কারণ শয়তান সেই সমস্ত বিষয়ের ব্যাপারে ফিসফিসানি দেয়, যে বিষয়গুলো মানুষ বেশী পছন্দ করে এবং পার্থিব জীবনের স্বার্থে বেশী চিন্তাগ্রস্ত থাকে। তাই সব নামাযীর নামায এক রকম ওজনে আদায় হয় না। নামাযে যার যত বেশী মনোযোগ বা খুসওয়া থাকবে, সে তত বেশী সওয়াব [*হাসানা বা নেকি*] পাবে। নামাযে মনোযোগের গুরুত্ব সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন—

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ.

"অবশ্যই সফলকাম হয়েছে মু'মিনগণ। যারা বিনয়নম্র [*খুসওয়াসহ পুরোপুরি আত্মসমর্পণ এবং নিবেদিত চিত্তে*] নিজেদের সালাতে [*নামাযে*]।" {*২৩-সূরা মু'মিনূন : ১-২*}

অর্থাৎ তারাই বেশী মর্যাদাশীল এবং কৃতকার্য হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে যারা নামায আদায় করার সময় নিজেদের চিত্ত, হৃদয় সবই আল্লাহ তা'আলার কাছে সম্পূর্ণরূপে নিবেদন করে। বস্তুত নামায হচ্ছে মুসলিম উম্মতের জন্য নিত্যদিনে

www.nagorikpathagar.org

নিয়মিত যিকির অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলাকে সর্বান্তঃকরণে স্মরণ করা। শয়তান এই ধরনের খুসওয়া বা নিবেদিত চিত্ত পছন্দ করে না। রাসূল (সা.) নামাযের সওয়াবের ব্যাপারে বলেছেন: *"ব্যক্তি যখন নামায শেষ করে, তখন তার নামায (record) লিপিবদ্ধ করা হয়। যেমন নামাযের ১/১০ ভাগ, ১/৯ ভাগ, ১/৮ ভাগ, ১/৭ ভাগ, ১/৬, ১/৫, ১/৪, ১/৩ এবং ১/২ ভাগ নামায।" [সুনান আবু দাউদ, খণ্ড ১, ৭৮৯ ইংরেজী অনুবাদ]*

তাই বলা যায়, নামাযের পুরো সওয়াব অর্থাৎ নামায থেকে লাভবান হতে নামায আদায়ে নিজের হৃদয়-মন সম্পূর্ণরূপে নিবেদন করে মনোযোগী হওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অতএব নামাযে মনোযোগী হওয়ার ক্ষেত্রে নামাযীর জন্য শয়তানের ওয়াস-ওয়াসায় সৃষ্ট চিন্তাভাবনা থেকে নিজের হৃদয়-মন সরিয়ে নামাযে ফিরিয়ে আনায় সংগ্রাম করা প্রকৃতপক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এবং দৃঢ় ঈমানের পরিচয়। নামাযের ব্যাপারে *আয়েশা (রা.) বলেছেন যে, আমি রাসূল (সা.)-কে নামাযে এদিক ওদিক তাকানোর ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি (সা.) বললেন, "এইভাবে শয়তান তোমার নামায থেকে কিছু অংশ চুরি করে।" [সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড ১, ৭০৭]*। এমনকি রাসূলের (সা.) নামাযে শয়তান একবার ঝামেলা সৃষ্টি করতে চেয়েছিল। এ সম্পর্কে *আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা.) বলেছেন, 'গত রাত্রে এক বিদ্বেষপরায়ণ [পাজি] জিন [শয়তান] এসে আমার নামায নষ্ট করতে চেয়েছিল কিন্তু তার উপর আল্লাহ আমাকে ক্ষমতা দেন। তখন তাকে [শয়তানকে] ধরে ফেলি এবং মসজিদের খুঁটির সাথে বেঁধে রেখে তোমাদেরকে দেখাতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তখন আমি সুলায়মান এর প্রার্থনার কথা মনে করলাম 'হে প্রভু আমাকে এমন রাজত্ব দান কর যা আমার পরে আর কাউকে দিও না। তাই আমি তাকে [সুলায়মানকে] অসম্মান করতে চাইলাম না।" [ফাতহুল-বারী ১:৬৬০; মুসলিম ১:৩৮৪; ইবনে কাসীর, খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা ৩৩২]*

জিনজাতি সুলায়মানের (আ.) হুকুমে কাজ করত এবং তার হুকুমের বাধ্য ছিলো। জিনজাতি, বায়ুর গতি নিয়ন্ত্রণ, পশুপাখি ও জীব জন্তুর উপর ক্ষমতা দিয়ে সুলায়মানকে (আ.) আল্লাহ তা'আলা ক্ষমতাশালী বাদশাহ করেছিলেন। ক্ষমতাশীল হওয়ার জন্য সুলায়মান (আ.) প্রার্থনা করলে আল্লাহ্ তা'আলা তা কবুল করেন। সুলায়মানের (আ.) মতো ক্ষমতার অধিকারী আর কোনো আদম সন্তানকে এবং রাজা-বাদশাহকে আল্লাহ্ তা'আলা করেননি। এ জন্যই রাসূল (সা.) জিন বা শয়তানকে ধরে অন্যদেরকে দেখাতে চাননি। ইবলিস হলো, শয়তানের দল নেতা, তাই ইবলিসের পরিকল্পনা এবং ষ্ট্র্যাটাজি অনুযায়ী সব শয়তান কাজ করে। ইবলিস নিজের আসনে বসে সে অনুগত শয়তানদেরকে বিভিন্ন দলে ভাগ করে বিভিন্ন জায়গায় পাঠিয়ে দেয়, যাতে তারা আদম সন্তানকে

www.nagorikpathagar.org

বিভিন্ন কৌশলে বিপথগামী করতে পারে। শয়তান [*ইবলিস*] তার অনুসারীদের [*অন্যান্য শয়তানদের*] সাথে প্রতিদিন দরবার করে কাজের সফলতা সম্বন্ধে জানতে চায়। ইবলিস তাদেরকেই বেশী প্রশংসা করে যারা মানব সন্তানের ধর্মীয় বিশ্বাসে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করাতে কৃতকার্য হয় এবং একটি সুখী পরিবারের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সমস্যা সৃষ্টি করতে সফল হয়। এ সম্পর্কে *জাবের (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা.) বলেছেন, "ইবলিস পানির উপরে তার আসনে বসে সে তার দলকে পাঠিয়ে দেয় মানবজাতিকে খারাপ কাজে প্রলুব্ধ করার জন্য। সে তাকেই বেশী প্রশংসা করে যে সবচেয়ে বড় ধরনের প্রলুব্ধ করতে সামর্থ্য হয়। ফিরে আসা শয়তানদের মধ্যে থেকে একজন বলে, আমি অমুক অমুক ব্যক্তির সঙ্গে সারাক্ষণ ছিলাম, যতক্ষণ না সে এই কাজ করেছে এবং তাকে বলা হয় তুমি তেমন কিছুই করনি। তখন আরেক জন এসে জানায় আমি তার [মানুষ] সঙ্গ ছাড়িনি যতক্ষণ না সে তার স্ত্রীর সঙ্গ ত্যাগ করে [ঝগড়া-বিবাদ করে আলাদাভাবে দিনরাত্রি কাটানো]। ইবলিস এই শয়তানকে কাছে ডেকে বলে তুমি ভালো কাজ করেছ।" [সহীহ মুসলিম, জিন ও শয়তানের জগৎ, ড: উমর সুলায়মান আল-আশকার, অনুবাদক জামাল আল-দীন ম. যাবুযো, পৃষ্ঠা ৮৮]*

শয়তানের কার্যকলাপ সম্পর্কে উপরোল্লিখিত হাদীস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝামেলা সৃষ্টি করতে পারলে শয়তান কেন এত খুশি হয়, এর পেছনে কী কারণ আছে সেটি বুঝার প্রয়োজন আছে। 'স্বামী-স্ত্রী হচ্ছে একটি পরিবার যথা সমাজের ভিত্তি। তাদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদের সৃষ্টি করতে পারলে, পরিবারে নানা ধরনের অশান্তির সৃষ্টি হয়। এই অশান্তির ধাক্কা লাগে প্রথমে নিজ পরিবারে, অতঃপর সমাজের সর্বস্তরে। একটি সুখী পরিবারের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে ভাঙ্গন সৃষ্টি হলে সমাজের কি পরিমাণ ক্ষতি হয় সেটি আজ পাশ্চাত্যের সামাজিক অবস্থা দেখলে সহজে বোঝা যায়। অধিকাংশ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেই সামান্য কারণে মান-অভিমান হয় এবং মাঝে মধ্যে ঝগড়া-বিবাদও হয়ে থাকে। তবে বিশেষ কোনো ক্ষেত্রে সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে বড় সমস্যার সৃষ্টি হয় বা হতে পারে। কারণ স্বামী-স্ত্রীর উভয়ের নাফসে ফিসফিসানির মাধ্যমে অনুপ্রেরণা দিয়ে শয়তান দু'জনের ব্যক্তিত্বে উদ্ধত ও গৌরব সৃষ্টির সাহায্যে তাদেরকে বিভিন্ন প্রসঙ্গে প্রলুব্ধ করে থাকে, যাতে তারা তিলকে তাল করতে দ্বিধাবোধ না করে। যার পরিপ্রেক্ষিতে অনেক সময় সামান্য কারণেও স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যে, তারা আলাদা বিছানায় ঘুমানো থেকে শুরু করে আলাদা বাড়িতে বসবাস করতে দু'জনেই বদ্ধপরিকর হয়। এমতাবস্থায় আপোস মীমাংসা না হলে শেষ পর্যন্ত অনেকের বিবাহ বিচ্ছেদ বা তালাক হয়ে যায়। আদম সন্তানকে বিভিন্নভাবে অনুপ্রাণিত করতে, শয়তান মানুষের তুলনায় অনেক বেশী অভিজ্ঞ এবং শক্তিশালী, কারণ সে মানুষের শরীরে রক্তের সাথে চলাচল করে।

www.nagorikpathagar.org

মানুষের "দুই-মন দুই-আশা" শয়তানের কাজ

"দুই-মন দুই-আশা" অর্থাৎ এক হৃদয়ে দুই রকম চিন্তা করা। এই ক্ষেত্রে একটি মন হলো মানুষের আরেকটি হচ্ছে শয়তানের মন বা শয়তানের ফিসফিসানি। প্রায় প্রতিটি কাজেই মানুষের এবং শয়তানের দুই ধরনের প্রত্যাশা থাকে। ফলে কোনো ভালো কাজ করতে গেলেই মনের মধ্যে দ্বন্দ্বের অথবা "দুই-মন দুই-আশার" সৃষ্টি হয়। উল্লেখ্য দান-খয়রাত বৈষম্যহীন সমাজ গঠনে এবং অভাবীর আর্থিক কষ্ট নিরসণে কল্যাণমূলক কাজ। উপরন্তু দান-খয়রাতে স্বার্থত্যাগী হয়ে আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্য লাভ করা যায়। সমাজের গরীব ও অভাবীরা উপকৃত হয়, তাতে ধনী-গরীবের মধ্যে একটি সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। দান-খয়রাত ছাড়াও ভালো কাজ বলতে সে সমস্ত কাজকে বুঝানো হয় যেগুলো পরকালের মঙ্গলে পার্থিব জীবনে জনকল্যাণে নিঃস্বার্থভাবে করা হয়। যে কাজের প্রতিফল শেষ বিচার দিবসে মহাবিপদের সময় সাহায্যে আসবে, যখন অন্য কোনো কিছুই যেমন, মা-বাবা, সন্তান-সন্ততি, ভাই-বোন, বন্ধু-বান্ধব, স্বামী-স্ত্রী, ধন-সম্পদ এবং পার্থিব জীবনের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি কোনো সাহায্যে আসবে না।

আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য যে দান-খয়রাত করা হয়, তাকে আল-কুরআনে বলা হয়েছে "করযে হাসানা বা উত্তম ঋণ।" আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

مَنْ ذَا الَّذِى يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗٓ اَضْعَافًا كَثِيْرَةً ؕ وَاللّٰهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُۜطُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ۔

"কে সে, যে আল্লাহ কে উত্তম ঋণ [*করযে হাসানা*] প্রদান করবে? তিনি তার জন্য তা বহুগুনে বৃদ্ধি করবেন। আর আল্লাহ সংকুচিত ও প্রসারিত করেন এবং তাঁর পানেই তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।" { *২-সূরা বাকারাহ : ২৪৫* }

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا ؕ وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرًا وَّاَعْظَمَ اَجْرًا ؕ وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ۔

"সালাত [*নামায*] কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহকে দাও উত্তম ঋণ [*করযে হাসানা*]। তোমরা তোমাদের আত্মার মঙ্গলের জন্য ভালো যা কিছু অগ্রিম প্রেরণ করবে তোমরা তা পাবে আল্লাহর নিকট। তা উৎকৃষ্টতর এবং পুরস্কার হিসেবে মহত্তর। আর তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা কর আল্লাহর নিকট, নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। { *৭৩-সূরা মুযযাম্মিল : ২০* }

www.nagorikpathagar.org

مَنْ ذَا الَّذِىْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗ وَلَهٗۤ اَجْرٌ كَرِيْمٌ ج اِنَّ الْمُصَّدِّقِيْنَ

وَالْمُصَّدِّقٰتِ وَاَقْرَضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضٰعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ اَجْرٌ كَرِيْمٌ.

"কে আছে যে আল্লাহকে দেবে উত্তম ঋণ? তা হলে তিনি বহুগুনে তা বৃদ্ধি করবেন এবং তার জন্য রয়েছে মহা পুরস্কার। দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী এবং যারা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দান করে, তাদেরকে দেয়া হবে বহুগুন বেশী এবং তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার।" { *৫৭-সূরা হাদীদ : ১১ ও ১৮* }

اِنْ تُقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضٰعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ط وَاللّٰهُ شَكُوْرٌ حَلِيْمٌ.

"যদি তোমরা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দান কর তিনি তোমাদের জন্য তা বহুগুনে বৃদ্ধি করবেন এবং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ গুণগ্রাহী, ধৈর্যশীল।" { *৬৪-সূরা তাগাবুন : ১৭* }

আল্লাহ্ তা'আলা নির্ভরমুক্ত "গনিউল হামিদ", 'আস-সমাদ' কারো মুখাপেক্ষী নন। আসমান জমিনে যা কিছু রয়েছে, এদের সাহায্য সহযোগিতা এবং আদম সন্তানের ধন-সম্পদ তার দরকার নেই। বরং সীমাহীন অনুগ্রহের নেয়ামত দিয়ে তিনি সৃষ্টিজগতের সবকিছুর ভরণপোষণ করেন এবং মানব সন্তানকে ধন-সম্পদে সমৃদ্ধ করেছেন, তিনিই প্রতিপালক। অথচ নিজের প্রদত্ত নেয়ামত [*ধন-সম্পদ*] থেকে আদম সন্তানের কাছে সামান্য ঋণ চাচ্ছেন, যাতে তিনি শেষ বিচারে তাদেরকে পুরস্কৃত করতে পারেন। এই ঋণ তিনি নিজের প্রয়োজনে চাচ্ছেন না বরং সমাজের অভাবী বা গরীবদের সাহায্যের জন্য এবং ধনী গরীবের মধ্যে বৈষম্যহীন সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টির প্রয়োজনে। এটি 'উত্তম ঋণ' কারণ এর পুরো ভাগটিই শেষ বিচার দিবসে আল্লাহ্ তা'আলার কাছ থেকে ঋণদাতা ফেরত পাবে।

তদুপরি আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য পার্থিব জীবনে দান-খয়রাতের মাধ্যমে এই উত্তম ঋণ যারা দেবে, তাদের ধন-সম্পত্তি কমবে না বরং বেড়ে যাবে। অতএব আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহে প্রাপ্ত সম্পদ থেকে উত্তম কর্য বা ঋণ দেয়া হচ্ছে মুসলিম উম্মতের মর্যাদার কাজ। কারণ নির্ভরমুক্ত মহাদাতা আল্লাহ্ তা'আলা মুসলিম উম্মতের কাছে ঋণ চেয়ে অথবা ঋণ দেয়ার সুযোগ দিয়ে তাদেরকে সম্মানিত করেছেন। দান-খয়রাত সম্পর্কে *রাসূল (সা.) বলেছেন, "দানে সম্পদ কমে না। আল্লাহ যাকে ক্ষমা গুণে সমৃদ্ধ করেন, তাকে অবশ্যই সম্মান দ্বারা ধন্য করেন। আর যে লোক শুধুমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে বিনয় নম্রতার নীতি অবলম্বন করে, মহামহিম আল্লাহ তার মর্যাদা উন্নত করে দেন। [সহীহ মুসলিম, রিয়াদুস সালেহীন, খণ্ড ২, ৫৫৬]*

আবু কারশাহ আমর ইবনে সা'দ আনসারী বর্ণনা করেন, তিনি রাসূল (সা.) এর

www.nagorikpathagar.org

থেকে শুনেছেন যে, তিনটি বিষয় রয়েছে যে সম্পর্কে আমি তোমাদের শপথ করে বলছি। তোমরা তা ভালোভাবে মনে গেঁথে নাও। তা হল, সদাকার দানে [আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য] কোনো বান্দার সম্পদ কমে না। এমন কোনো মযলুম নেই, যে অত্যাচারে ধৈর্যধারণ করে অথচ তার সম্মান আল্লাহ বৃদ্ধি করে দেন না। কোনো লোক হাত পাতার দ্বারোদঘাটন করবে [ভিক্ষা করাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করবে] অথচ আল্লাহ তার জন্য দারিদ্র্যের দরজা খুলে দেন না, এমন কখনো হয় না। অথবা অনুরূপ কথাই বলেছেন রাসূল (সা.)। আরেকটি কথা আমি তোমাদের বলছি; খুব মনোযোগ দিয়ে শুনে রাখ, দুনিয়া চার ধরনের লোকের জন্যই। ***প্রথমতঃ*** *ঐ বান্দা, যাকে আল্লাহ সম্পদ ও ইলম দান করেছেন। সেগুলোর ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করে চলে। এগুলোর সাহায্যে আত্মীয় স্বজনের সম্পর্ক রক্ষা করে চলে এবং এর সাথে জড়িত আল্লাহর হক [যাকাত] সম্পর্কে যথারীতি সজাগ। এ লোক উৎকৃষ্টতম মর্যাদার অধিকারী।* ***দ্বিতীয়তঃ*** *ঐ বান্দা যাকে আল্লাহ ইলম দান করেছেন। কিন্তু তাকে ধন-সম্পদ দান করেননি। সে সাদা নিয়তের অধিকারী, সে বলে থাকে ঃ আমার কাছে যদি ধন-সম্পদ থাকত, তাহলে আমি অমুকের ন্যায় আমল করতাম এবং এটিই তার নিয়ত এরা দু'জনই সওয়াবের দিক থেকে বরাবর [এক রকম সওয়াব পাবে]।* ***তৃতীয়তঃ*** *ঐ বান্দা, যাকে আল্লাহ ধন-সম্পদ দিয়েছেন। কিন্তু ইলম দান করেননি। সে ইলম ছাড়াই যত্রতত্রভাবে সম্পদ বিনষ্ট করে। এ ব্যাপারে সে আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করে না এবং আত্মীয়তার বন্ধনও রক্ষা করে চলে না। এতে আল্লাহর হক সম্পর্কেও সে সজাগ নয়। এ লোক রয়েছে নিকৃষ্টতম স্তরে।* ***চতুর্থতঃ*** *ঐ বান্দা যাকে আল্লাহ সম্পদ ও ইলম কোনোটিই দান করেননি। সে বলে আমাকে যদি আল্লাহ সম্পদ দান করতেন। তা হলে আমি অমুকের ন্যায় 'আমল করতাম [অন্যায় অবৈধভাবে খরচ করতো]। এটিই তার নিয়ত। এ দু'জনেরই গুনাহর বোঝা এক রকম।" {তিরমিযী, রিয়াদুস সালেহীন, খণ্ড ২, ৫৫৭; ইমাম তিরমিযী (র.) বলেছেন এটি হাসান হাদীস।}*

ধন-সম্পদ ব্যয়ের এবং দান-খয়রাতের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

.... وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلِاَنْفُسِكُمْ ط وَمَا تُنْفِقُوْنَ اِلاَّ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللّٰهِ ط وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ يُّوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لاَ تُظْلَمُوْنَ.

"..... যে ধন সম্পদ তোমরা ব্যয় করে থাক, তা তোমাদের নিজেদের জন্য। তোমরা তো শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যই ব্যয় করে থাক। যে ধন-সম্পদ তোমরা ব্যয় কর, তার পুরস্কার তোমাদের পুরোপুরিভাবে প্রদান করা হবে। তোমাদের প্রতি অন্যায় করা হবে না।" *{২-সূরা বাকারাহ : ২৭২}*

www.nagorikpathagar.org

وَمَآ أَنْفَقْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ج وَهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ.

"তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে, তিনি তার প্রতিদান দেবেন। তিনিই শ্রেষ্ঠ রিযিকদাতা।" { *৩৪-সূরা সাবা : ৩৯* }

অর্থাৎ সৎভাবে উপার্জিত ধন-সম্পদ থেকে যা কিছু দান-খয়রাত হিসেবে পার্থিব জীবনে খরচ এবং যাকাত হিসেবে ব্যয় করা হয়, শেষ বিচার দিবসে পুরস্কার হিসেবে আল্লাহ্ তা'আলা তা পরিশোধ করে দেবেন। তদুপরি বাড়তি পুরস্কার হিসেবে দান করবেন অনন্তকালের বেহেশতী জীবন। এ প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন,-

اُدْخُلُوْهَا بِسَلٰمٍ ط ذٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُوْدِ. لَهُمْ مَّا يَشَآءُوْنَ فِيْهَا وَلَدَيْنَا مَزِيْدٌ.

"তাদেরকে বলা হবে, 'শান্তির সাথে তোমরা তাতে [*বেহেশতে*] প্রবেশ কর; এটি অনন্ত জীবনের দিন।' সেথায় তারা যা কামনা করবে তাই পাবে এবং আমার নিকট রয়েছে তার অধিক।" { *৫০-সূরা কাফ : ৩৪-৩৫* }

আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত নেয়ামত থেকেই দান-খয়রাত হিসেবে সামান্য ঋণ আল্লাহ তা'আলা চেয়েছেন। একত্ববাদে একনিষ্ঠ বিশ্বাস, বিশ্বাসের প্রথম স্তম্ভ কালেমা তাইয়্যেবার দাবি যথাযথভাবে পূরণ করলে এবং অতি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ঋণের বিনিময়ে পরকালীন জীবনে আল্লাহ তা'আলা দান করবেন অকল্পনীয় সুখময় বেহেশতী জীবন। তাতে প্রমাণ হয় বান্দার প্রতি আল্লাহ তা'আলা সীমাহীন অনুগ্রহশীল এবং অনুগত বান্দাকে তিনি ভালোবাসেন।

এটি অনস্বীকার্য যে, পার্থিব ক্ষণস্থায়ী জীবনে মানুষের অতি ক্ষুদ্র দান-খয়রাতের সাথে আখেরাতের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার আল্লাহ তা'আলার ক্ষমা এবং অনন্তকাল বেহেশতী জীবনের সাথে তুলনা করা যায় না। তাই বলা যায়, আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনে দান-খয়রাত এবং বিভিন্ন ইবাদতে যে উত্তম ঋণ [*করযে হাসানা*] অগ্রিম পাঠিয়ে দেয়া হয় সেটিই হচ্ছে আদম সন্তানের [*বিশেষ করে মুসলিমদের*] গচ্ছিত আসল সম্পদ। কারণ পার্থিব জীবনে সঞ্চিত সব সম্পদ অন্যদের জন্য সে রেখে যায়। মৃত্যুর পর বিশেষ কিছু দানের সম্পদ ছাড়া বাকী সম্পদের সাথে তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়।

দান-খয়রাতের সম্পদ সম্পর্কে *আবদুল্লাহ ইবনে শিখখীর (রা.) বলেন, একদা আমি রাসূল (সা.) এর কাছে এসে দেখি, তিনি সূরা আত-তাকাছুর "আলহাকুমুত-তাকাছুর" [ধন-ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্য তোমাদের পরকাল ভুলিয়ে রেখেছে] পাঠ করছেন। অতঃপর তিনি বললেন, "আদম সন্তানরা 'আমার সম্পদ', 'আমার ধন' ইত্যাদি বলতে থাকে। অথচ হে বনী আদম! এতটুকুই তোমার সম্পদ, যতটুকু*

www.nagorikpathagar.org

তুমি খেয়ে শেষ করেছো এবং পরিধান করে পুরানো করেছো এবং দান খয়রাত করে পরকালের জন্য সঞ্চয় করেছো।" [সহীহ মুসলিম ৪:২২৭৩; ইবনে কাসীর, খণ্ড ১০, পৃষ্ঠা ৫৭৭]

অর্থবহ এই হাদীস থেকে সুস্পষ্ট যে, আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভার্থে দান-খয়রাতে যে সম্পদ ব্যয় করা হয়, সে সম্পদই একমাত্র সম্পদ, যা বান্দার নিজস্ব সম্পদ এবং অনন্তকাল আখেরাতের জীবনের জন্য মওজুদ সম্পদ। এ ব্যাপারে *ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যার নিজের ধন-সম্পদের চাইতে তার ওয়ারিসের ধন-সম্পদ অধিকতর প্রিয়? সাহাবারা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমাদের মধ্যে এমন তো কেউ নেই বরং নিজের সম্পদই তার নিকট অধিকতর প্রিয়। তিনি বললেন, তা হলে জেনে রাখ, তার সম্পদ তাই যা সে অগ্রে পাঠিয়েছে [ইসলামী জীবনাদর্শ অনুযায়ী মধ্যম পন্থায় জীবন যাপন করার মাধ্যমেই দান-খয়রাত করে নিজের জন্য সম্পদ অগ্রে পাঠানো সম্ভব।] আর ওয়ারিসের সম্পদ হচ্ছে যা সে পেছনে ছেড়ে গেছে।" [সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড ৬, ৫৯৯২]*

দান-খয়রাতে কি ধরনের সম্পদ ব্যবহার করা উচিত এবং প্রদান করার সময় কারা প্রাধান্য পাবে [*সদাকা পাওয়ার যোগ্য*], এ ব্যাপারে রাসূল (সা.) সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়ে বলেছেন: *হে আদম সন্তান, তুমি তোমার প্রয়োজনের অতিরিক্তি সম্পদ খরচ কর [নিজের জন্য জমা করে রেখ না বরং দান কর], তা হলে এটি তোমার জন্য কল্যাণকর। আর যদি তা ধরে রাখ (দান-খয়রাত না করে), তা হলে সেটি হবে তোমার জন্য অনিষ্টকর। তোমার জন্য যে পরিমাণ [সম্পদ যথেষ্ট] আবশ্যক, তা ধরে রাখাতে অবশ্য তোমাকে ভর্ৎসনা করা হবে না। আর শুরু করবে [দান করা] তোমার নিকটাত্মীয়দের থেকে। তবে দাতার হাত গ্রহীতার হাতের চাইতে উৎকৃষ্ট। [সহীহ মুসলিম, রিয়াদুস সালেহীন, খণ্ড ২, ৫৫২]*

উপরোল্লিখিত আয়াত এবং রাসূলের (সা.) হাদীস থেকে স্পষ্ট যে, দান-খয়রাত করা মুসলিম উম্মতের জন্য অতি উত্তম কাজ। তবুও এই উত্তম কাজটি কেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে করা যায় না অথবা অনেকের কাছে দান-খয়রাত করাটি কেনই বা নিজের বিলাসিতার তুলনায় কঠিন কাজ হিসেবে বিবেচিত হয়? লক্ষণীয় যে, দানের ইচ্ছা অন্তরে উদয় হলে, প্রায় সকলের অন্তরে 'দুই-মন দুই-আশার' সৃষ্টি হয়। এক মন বলে দান-খয়রাত ভালো কাজ সুতরাং অপেক্ষা না করে দান করে ফেল। সাথে সাথে অন্য মন বলে এখন থাক, দান করার অনেক সময় পাওয়া যাবে, তাই কিছু দিন পরেই দান করি। এখন তো তোমার অন্যান্য চাহিদা আছে [*অপ্রয়োজনীয় চাহিদা*]। তদুপরি ভবিষ্যতে আরো চাহিদার সৃষ্টি হতে পারে। তাই এখনই দান করলে পয়সাটি হাত ছাড়া হয়ে যাবে, দরকারের সময় সেটি আর

www.nagorikpathagar.org

পাবে না। এই রকম উদ্বিগ্ন, কল্পনা এবং চিন্তাভাবনার সৃষ্টিতে দ্বিতীয় মনের ভূমিকা কাজ করে, এটিই হল, অদৃশ্য শয়তানের নীরব ফিসফিসানি [*ওয়াস-ওয়াসা*]। যার সাহায্যে শয়তান চেষ্টা করে, দান করার যে মন, তার স্বতঃস্ফূর্ত প্রবৃত্তিকে প্রতিহত করতে। শয়তান মানুষকে গরীব হওয়ার ভয় দেখায় অথবা প্রবৃত্তিতে পার্থিব বিলাসিতার ও উপভোগের সামগ্রীর প্রয়োজনীয়তা সৃষ্টি করে এবং বেশী করে সম্পদ খরচ করতে অনুপ্রাণিত করে। এইভাবে দ্বিতীয় মনের সাহায্যে অনুপ্রাণিত হয়ে অপ্রয়োজনীয় বিলাসিতায় সম্পদ খরচ করলে, পার্থিব ক্ষণস্থায়ী জীবনে কিছুটা লাভবান হলেও, আখেরাত জীবনের কল্যাণে কোনো সম্পদ জমা হয় না।

এ ব্যাপারে আরো কিছু বাস্তব ও ব্যবহারিক সুন্দর উদাহরণ দেয়া যায়।

প্রথম উদাহরণ ঃ পার্থিব জীবনের উপভোগ্য সামগ্রী: ভালো TV set, Music CD, i-POD & PAD Tablet, i-Phone and expensive instruments, সিনেমার টিকেট, পরিধানের জন্য অপ্রয়োজনীয় কাপড়, ঘর সাজানোর জন্য অপ্রয়োজনীয় ফার্নিচার ক্রয় এবং ভ্রমণে ও চিত্তবিনোদনে প্রয়োজনের তুলনায় বেশী খরচ ইত্যাদিতে কোনো প্রকার দুই-মন দুই-আশার সৃষ্টি সাধারণত হয় না। কারণ এগুলোতে খরচ করলে আখেরাতের কল্যাণ নেই, তাই শয়তানের সাহায্যে দ্বিতীয় মনে এর বিরুদ্ধে কোনো ফিসফিসানি নেই। বরং শয়তান এক্ষেত্রে বেশী পরিমাণে খরচ করতে, অপ্রয়োজনীয় কাজে জড়িত হতে, অযথা সময় নষ্ট করার প্রয়াসে দ্বিতীয় মনের সাহায্যে অনুপ্রেরণা দেয় অর্থাৎ তখন দুই-মন দুই-আশা আর থাকে না। এক্ষেত্রে দুই- মন, এক রকম হয়ে যায়। তাই মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগুলোতে অতিরিক্ত খরচ করে এবং জড়িত হতে এবং থাকতে ভালোবাসে। এমনকি অনেক সময় পয়সা হাতে না থাকলেও, ধারকর্য করে অথবা বাকীতে এগুলো ক্রয় করতে মানুষের মনে কোনো দ্বিধা সংকোচ থাকে না এবং গরীব হওয়ার কোনো ভয় থাকে না। এই ধরনের পরিস্থিতি সবার ক্ষেত্রেই ঘটে থাকে। তাই সিংহভাগ সময়ই মনের অজান্তে প্রবৃত্তির অবৈধ চাহিদা পূরণে মানুষ শয়তানের ফিসফিসানির কাছে আত্মসমর্পণ করে।

দ্বিতীয় উদাহরণ ঃ পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা প্রতিটি প্রাপ্ত বয়স্ক নর-নারীর [*মুসলিম*] জন্য ফরয দায়িত্ব। অথচ অধিকাংশ মুসলিম নর-নারী পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে না। নামাযের ক্ষেত্রে শয়তানের ফিসফিসানি আরও বেশী সক্রিয় এবং প্রবল হয়। মুসলিম নর-নারীর জন্য নিয়মিতভাবে নামায আদায় করা ফরয হয় দশ বছর বয়সেই। *আমর বিন শুআইব (রা.) তার বাবা এবং দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ রাসূল (সা.) বলেছেন, "তোমাদের বাচ্চাদের সাত বছর বয়সেই নামায পড়তে আদেশ কর। যদি দশ বছর বয়সে তারা নামায না পড়ে তবে*

www.nagorikpathagar.org

তাদেরকে শাস্তি দাও এবং তাদের ঘুমানোর বিছানা আলাদা কর" [বালক, বালিকা আলাদাভাবে প্রত্যেকে নিজ নিজ বিছানায় ঘুমাবে]। [আবু দাউদ, খণ্ড ১, ৪৯৫ ইংরেজী অনুবাদ]

অর্থাৎ দশ বছর বয়সেই সন্তানদের নামায আদায় করতে প্রশিক্ষণ দিতে হয়। কিন্তু বাস্তবে দশ বছর বয়সের সন্তানকে অনেকেই মনে করে তারা বয়য়ে অপরিণত বাচ্চা মানুষ। তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শয়তানের ফিসফিসানিতে অনুপ্রাণিত হয়ে অনেকেই বলে থাকে, এ রকম কম বয়সে নামায পড়ার দরকার কি? বয়স আরও বাড়লে, পরিপক্কতা অর্জন করলে তখন নামায পড়বে। বয়স বাড়ার পর দেখা যায়, লেখা পড়ার চাপ বেশী, খেলাধুলোতো আছেই, সামাজিকতা রক্ষায় বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে আড্ডা মারা এবং আজকাল ইন্টারনেটে ফেইসবুক চ্যাটিং, টেলিফোনে কথা বলা, টিভিতে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হলো সবার জীবনে নিত্যদিনের পরম বন্ধু, তাই নামায আদায় করার মতোই সময় তাদের হাতে আর থাকে না।

বয়স বাড়ার সাথে সাথে মানুষের ব্যস্ততা বেড়ে যায় এবং নানা ধরনের পরিস্থিতির সংস্পর্শে এসে বিভিন্ন কাজে জড়িত হয়ে অধিকাংশ মানুষের মানসিকতার পরিবর্তন হয়। অথচ সন্তানদের কাউকে গান, নাচ শিখানো, সিনেমা-নাটকে অভিনয়ের তালিম এবং সংস্কৃতির উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যাপারে বয়স বাড়ার জন্য অপেক্ষা করা হয় না। কারণ এ ব্যাপারে সবার যুক্তি হচ্ছে যত কম বয়স থেকে প্রশিক্ষণ দেয়া যায়, তার ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য সেটি তত ভাল। এই ক্ষেত্রে মানুষের মনে কোনো দ্বিধা সংকোচ এবং ফিসফিসানি বা দুই- মন থাকে না। অনেকেই আবার বলে থাকে, বয়স চল্লিশ বছর পার হলেই নামায শুরু করা যাবে। কিন্তু তারা ভেবে দেখে না যে, চল্লিশ বছর বয়সে উত্তীর্ণ হওয়া পর্যন্ত অথবা চল্লিশের পরে যে তারা বেঁচে থাকবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। তা ছাড়া যে নামায সময় মতো আদায় করা হয় না, যা জীবন ছেড়ে চলে গেল, তা আর পূরণ করা যাবে না। কারণ মানুষের জীবন সামনের দিকে এগিয়ে যায়, তাই নামাযের ক্ষতি পূরণের জন্য পেছনে যাওয়ার কোনো উপায় আর তার থাকে না। এই সমস্ত ব্যক্তিদের নাফসে এই অন্যায় অবৈধ চিন্তার সৃষ্টিতে এবং মিথ্যা আশার প্রদীপ প্রজ্বলিত করতে শয়তানের ফিসফিসানিই প্রধান ভূমিকা পালন করে থাকে।

মানব আকৃতিতে বন্ধু সাজে

শয়তান, জিন জাতির অন্তর্ভুক্ত। ধোঁয়াবিহীন আগুন থেকে তার সৃষ্টি এবং সে মানব জাতির চক্ষুদৃষ্টি থেকে অদৃশ্যে। তার শক্তি এবং বুদ্ধি অধিকাংশ মানুষের তুলনায় বহুগুনে বেশী, তবে আল্লাহ তা'আলা ভক্ত পরহেযগার বান্দার কাছে সে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই অত্যন্ত দুর্বল। শয়তান অদৃশ্যে থাকলেও মানব সন্তানকে

www.nagorikpathagar.org

ধোঁকা দিতে সে বিভিন্ন বস্তুর আকৃতি ধারণ করতে পারে। অতএব সে মানুষের আকৃতিও ধারণ করতে পারে। আদম সন্তান সমাজবদ্ধ জীব হিসেবে মানব বন্ধু ছাড়া নিঃসঙ্গতা হলো তার পরম শত্রু। যে কারণে সব মানুষই সঙ্গ খোঁজে এবং সামাজিক পরিবেশে অন্যদের সাথে একত্রে বসবাস করে শান্তি পায়। জীবনের ভালো-মন্দে অংশীদার হয়ে প্রশান্তিতে সে জীবন যাপন করতে পারে।

বয়স বাড়ার সাথে মানুষ সামাজিক পরিবেশের উপর বেশী নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। মানুষের প্রশংসনীয় একটি গুণ হলো, অধিকাংশ মানুষ বৃদ্ধ বয়সে বুদ্ধিতে ও জ্ঞানে এবং জীবন অভিজ্ঞতায় অনেক কিছুতেই পরিপক্কতা লাভ করে থাকে। কারণ বয়স বৃদ্ধির সাথে জীবনে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে নানা সমস্যার মোকাবেলায় ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা অর্জন করে। এ জন্যই সমাজের প্রৌঢ় এবং যুবক-যুবতীরা বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে বৃদ্ধদের কাছে পরামর্শ চায়। এ কারণেই সমাজবদ্ধ মানুষ পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। গণ্যমান্য ও অভিজ্ঞ বৃদ্ধ ব্যক্তিদের পরামর্শে তারা ভাল-মন্দ দু'টিই করতে পারে। এই দুর্বলতা ও নির্ভরশীলতা বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে মানবতার শত্রু 'শয়তান' ভালোভাবে জ্ঞাত আছে। কাজেই বৃদ্ধের বেশে বন্ধু সেজে সে মানুষকে, এমনকি বান্দাকে সে বিপথগামী করতে পারে অথবা তাদেরকে বিপদে ফেলতে পারে। তবে প্রয়োজন অনুসারে যে কোনো বয়সের মানুষের আকৃতি সে ধারণ করতে পারে। শুভকাঙ্ক্ষী উপদেষ্টা হিসেবে শয়তান মনুষ্য প্রবৃত্তিকে ব্যবহার করে আল্লাহ তা'আলার সাথে শরীক স্থির করায় উদ্বুদ্ধ করতে পারে। তবে মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত বিশুদ্ধ অন্তরে আল্লাহ তা'আলার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল হয়ে আত্মসমর্পণী বান্দা হিসেবে সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করে ততক্ষণ পর্যন্ত শয়তান তার কোনো ক্ষতি করতে পারে না। অর্থাৎ মানুষের আকৃতিতে ছদ্মবেশী বন্ধু হিসেবে অনৈতিক কাজে জড়িত হওয়ায় পরামর্শ দিলেও ন্যায়নীতি সম্পন্ন পরহেযগার ব্যক্তি সাধারণত আল্লাহ-সচেনতায় খারাপ কাজে জড়িত হয় না। বরং মানুষ আকৃতি ছদ্মবেশী ব্যক্তিকে তারা সব সময় উপেক্ষা করে চলতে চেষ্টা করে যাতে এই ব্যক্তির বন্ধুত্ব ও সঙ্গ তাদেরকে অন্যায় কাজে অনুপ্রাণিত করতে না পারে ।

আল হাকিম এবং আল বায়হাকী এ ব্যাপারে বর্ণনা করেন, *রাসূল (সা.) বলেছেন: "আল্লাহ ন্যায় বিচারকের সহায়তায় ততক্ষণ পর্যন্ত থাকেন যতক্ষণ সে অবিচার করে না। যদি সে অবিচার করে তখন আল্লাহ তাকে ছেড়ে দিয়ে শয়তানের সংগী করে দেন।"* অর্থাৎ এ ব্যক্তি তখন খারাপ কাজ এবং অবিচারের পরামর্শ দাতাদের বেশী মূল্য দিয়ে থাকে। এটিতো মানব সমাজের একটি অত্যন্ত পরিচিত চিত্র। আদম সন্তান যখন প্রবৃত্তির অবৈধ চাহিদায় অনৈতিক কাজে খারাপ একটি দলের সাথে জড়িয়ে পড়ে তখন তার দশা হয় তরমুজের মতো। তরমুজ যদি ছুরির

www.nagorikpathagar.org

উপরে পড়ে অথবা ছুরি এসে তরমুজের উপর পড়ে, তা হলে উভয় ক্ষেত্রেই তরমুজের জন্য বিপজ্জনক। অর্থাৎ উভয় অবস্থাতেই তরমুজের ক্ষতি অবশ্যম্ভাবী।

অনুরূপভাবে মানুষের ছদ্মবেশী শয়তানের পাল্লায় যারা পড়েন তারা শয়তানের প্রভাব থেকে মুক্তির আশা ছেড়ে দিয়ে, প্রাণের মায়া ত্যাগ করে Pendulum-এর মতো এপার ওপার করতে থাকে। রোবটের মতো একের পর এক অন্যায় করতে থাকে। কারণ খারাপ দলের কবল থেকে মুক্তির জন্য চেষ্টা করলে তার মৃত্যুর ভয়, আর চেষ্টা না করলে তাকে নিয়তিমভাবে অন্যায় কাজ করতে হয়। এইভাবে সে তখন নিজেই শয়তান দলের একজন হয়ে যায়। বাংলাদেশে নিকট অতীতে ঘটিত বহু ঘটনা এবং বিশ্বের বিভিন্ন সমাজে প্রতিদিনই অদৃশ্য মানব শয়তানের কবলে থেকে মুক্ত হওয়ার প্রত্যাশায় অনেকেই প্রাণ দিচ্ছে অথবা অনৈতিক কাজ অহরহ করে যাচ্ছে। আবু আল-ফারাজ ইবনে আল-জাওযী (র.) থেকে আল-হাসান আল-বসরী (র.) আল্লাহ তা'আলা সচেতন ব্যক্তির অধঃপতনে যাওয়া সম্পর্কে একটি কাহিনী বর্ণনা করেছেন। এটি থেকে স্পষ্ট যে আল্লাহ তা'আলার উপর দৃঢ় বিশ্বাসী বান্দাকে শয়তান ততক্ষণ সহজে কিছুই করতে পারে না, যতক্ষণ না সে বান্দা অবৈধ প্রবৃত্তির ডাকে সাড়া দিয়ে বিপথে যায়। তবে সে যখন শয়তানের অনুপ্রেরণায় প্রবৃত্তির চাহিদার কাছে আত্মসমর্পণ করে, তখন শয়তান তার উপরে আধিপত্য বিস্তার করতে পারে।

আল-হাসান আল-বসরী বর্ণনা করেন যে, "কোনো এলাকায় একটি গাছ ছিলো, সেটিকে আল্লাহর পরিবর্তে পূজা করা হত এবং ইবাদতের উৎস হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছিল। তাই আল্লাহ-সচেতন এক বান্দা সে গাছটিকে কেটে ফেলার সিদ্ধান্ত নিল। আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার কারণে সে রাগান্বিত হয়ে গাছ কাটার জন্য রওয়ানা হলো। রাস্তায় ইবলিসের সঙ্গে তার দেখা। ইবলিস ছিলো মানুষের ছদ্মবেশে। ইবলিস তাকে জিজ্ঞাসা করল 'তুমি কোথায় যাচ্ছ? লোকটা উত্তর দিল, 'আমি সেই গাছটিকে কেটে ফেলব যেটিকে আল্লাহর পরিবর্তে উপাস্য/মা'বুদ হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।' শয়তান জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কি এর পরিবর্তে ভালো কিছুর আশা কর। গাছটি কাটার দরকার নেই, এর পরিবর্তে তুমি প্রতিদিন তোমার বালিশের নীচে দু'টি করে দীনার [*আরব দেশের মুদ্রা*] পেয়ে যাবে। লোকটি জিজ্ঞাসা করল, কোথা থেকে আমি সে দীনার পাব? ইবলিস বললো, 'আমি তোমাকে দেব।' লোকটি [*গাছ কাটার চিন্তা বাদ দিয়ে*] ফিরে গেল এবং পরের দিন সকালে বালিশের নীচে দু'টি দীনার পেল। তার পরের দিন সকালে আবারও দু'টো দীনার পেল এবং তার পরের দিন সকালে আর কোনো দীনার সে পেল না।

তাই সে রাগান্বিত হয়ে সে গাছটি কাটার জন্য আবারও রওনা হলো। মানুষ বেশে এসে শয়তান আবার বললো, 'তুমি কোথায় যাচ্ছ?' সে উত্তর দিল, 'আমি সেই

www.nagorikpathagar.org

গাছটি কেটে ফেলব আল্লাহর পরিবর্তে যার ইবাদত করা হয়।' ইবলিস বললো, 'তুমি মিথ্যা কথা বলছ।' কোনোভাবেই তুমি এ কাজ করতে পারবে না।' লোকটা তবুও গেল গাছটি কাটতে। পৃথিবী [*মাটি*] তখন তাকে গ্রাস করে চেপে ধরায় সে প্রায়ই মারা যাচ্ছিল। ইবলিস জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কি জান আমি কে? আমি হলাম শয়তান। আমার সঙ্গে তোমার যখন প্রথম দেখা হয়েছিল তখন তুমি আল্লাহর মহব্বতে রাগান্বিত হয়েছিলে এবং আমার কোনো শক্তি তোমার উপর ছিলো না। আমি তোমাকে মাত্র দু'টি দীনার দিয়ে ধোঁকা দিয়েছি এবং তুমি যা ইচ্ছা করেছিলে [*আল্লাহর মহব্বতে*] সেটি বন্ধ করতে। এখন তুমি যা করছ সেটি তো দু'টি দীনারের জন্য এবং আমি তোমার উপর আধিপত্য বিস্তার করেছি।" [*কাহিনীটি নেয়া হয়েছে the world of the Jinn and Devils" বই থেকে। এই বইয়ের লেখক আল-আশকার বলেছেন, এই কাহিনী খুব সম্ভবত বনী ইসরাঈলের এবং খৃষ্টানদের কাহিনী। যা হোক, এই কাহিনী থেকে বোঝা যায় শয়তান সেই লোকটির প্রবৃত্তির লোভ লালসাকে সম্বল করে তাকে বিপথগামী করেছিল।*]

এই কাহিনী থেকে শিক্ষণীয় বিষয়, পার্থিব জীবনে প্রবৃত্তির লোভ-লালসা হচ্ছে মানুষের বড় শত্রু। আমেরিকান প্রখ্যাত আলেম হামযা ইউসুফ বলেন, প্রবৃত্তির চাহিদা ও লোভ-লালসা সবরকম অন্যায় কাজে অনুপ্রাণিত করায় মূল শক্তি বা মাথা হিসেবে কাজ করে। [*Translation and Commentary, "The Poor man's Assistance*]। আল্লাহ তা'আলার প্রতি উক্ত ব্যক্তির যে মহব্বত ছিলো এবং ন্যায় কাজের উদ্দীপনা ছিলো, শুধুমাত্র দু'টো দীনারের লোভে সবই সে ভুলে গিয়েছিল। এইভাবে ইবলিস এবং তার দল মানুষের ছদ্মবেশে ভালো পরামর্শদাতা হিসেবে লোভ দেখিয়ে লালসায় জড়িয়ে অনেক মানুষকে সে বিপথগামী করেছে এবং আজও করছে। অর্থের লোভে মানুষ অন্যদের পরামর্শকে গুরুত্ব দিয়ে একজন অন্যজনকে হত্যা করছে। অর্থের লোভে অনুপ্রাণিত হয়ে অন্যায় কাজে জড়িত হওয়ার পর, মানুষ যখন বিপদে পড়ে তখন শয়তান [*পরামর্শদাতা বা উপদেষ্টা*] তার সম্পর্ক ত্যাগ করে। কারণ মানুষ ছদ্মবেশী শয়তান অথবা মানুষবেশী শয়তানের বন্ধু উভয়েই প্রকৃত পক্ষে বিশ্বাসঘাতক।

বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসমূলক কর্মে যারা জড়িত আছে, তাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা বরাবর অদৃশ্যে থাকে। যাদেরকে গড ফাদার হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়, তারা কখনই তাদের অধীনস্থ ব্যক্তিদের বিপদকালে কোনো সাহায্যে আসে না বা সাহায্য করে না। কারণ তারা বিশ্বাস ঘাতক। বনী ইসরাঈলীদের একটি কাহিনী সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ الَّذِيْٓ اٰتَيْنٰهُ اٰيٰتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاَتْبَعَهُ الشَّيْطٰنُ فَكَانَ مِنَ الْغٰوِيْنَ

www.nagorikpathagar.org

وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنٰهُ بِهَا وَلٰكِنَّهٗٓ اَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ ج فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ الْكَلْبِ ج
اِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ اَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ط ذٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ج
فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ۔

"তাদেরকে ঐ ব্যক্তির [*বাল'আম বিন বা'উয়া*] বৃত্তান্ত পড়ে শুনাও যাকে আমি দিয়েছিলাম নিদর্শন, অতঃপর সে তা বর্জন করে ও শয়তান তার পেছনে লাগে, আর সে বিপথগামীদের অন্তর্ভুক্ত হয়। আমি ইচ্ছা করলে এটি দ্বারা তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করতাম, কিন্তু সে দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকে পড়ে ও তার প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। তার অবস্থা কুকুরের ন্যায়; তার উপর তুমি বোঝা চাপালেও হাঁপায়, আর না চাপালেও হাঁপায়; যে সম্প্রদায় আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে তাদের অবস্থাও এরূপ, তুমি বৃত্তান্ত বিবৃত কর যাতে তারা চিন্তা করে।" { *৭-সূরা আরাফ : ১৭৫-১৭৬* }

এই আয়াতের ব্যাখ্যা: এই ব্যক্তি হচ্ছে বাল'আম বিন বা'উয়া, সে ছিলো আস-সামের [*বর্তমানে বৃহত্তর সিরিয়া*] বনী কানানার লোক। সে ছিলো আল্লাহভীরু পরহেযগার লোক। বাল'আমকে জ্ঞান ও ক্ষমতা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা সম্মানিত করেছিলেন। তাই সে যখনই কোনো কিছুর জন্য প্রার্থনা করতেন, আল্লাহ তা'আলা সে প্রার্থনা অতিসত্বর কবুল করতেন। মূসা (আ.) যখন বনী ইসরাঈলীদের নিয়ে মিসর থেকে বনী কানানায় আসেন, তখন বনী কানানার লোকজন মনে করে মূসা (আ.) তার শক্তি বলে বনী কানানার লোকদেরকে সে অঞ্চল থেকে বিতাড়িত করবেন। তাই তারা মূসার (আ.) বিরুদ্ধে আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রার্থনা করতে বাল'আমকে অনুরোধ করে। বাল'আম প্রথমে রাজি না হয়ে বলেন, মূসা (আ.) আল্লাহ তা'আলার মনোনীত রাসূল, আমি তার বিরুদ্ধে প্রার্থনা করতে পারি না। তার বিরুদ্ধে যদি প্রার্থনা করি তা হলে আমি ইহকাল-পরকাল দুই হারিয়ে ফেলবো।

কিন্তু বনী কানানার লোকজন বারবার অনুরোধ করায় শেষ পর্যন্ত সে মূসার (আ.) বিরুদ্ধে প্রার্থনা করতে গেলে সে তার জ্ঞান ও ক্ষমতা হারিয়ে শক্তিহীন হয়ে যায় এবং তার জিহ্বা কুকুরের জিহ্বার মতো বাইরে এসে হাঁপাতে থাকে। বাল'আম শয়তানের প্রভাবে সম্মানিত বান্দার মর্যাদা থেকে বিচ্যুত হয়ে বিপথগামী হলো। [*সূরা আল-আরাফের ব্যাখ্যায় ইবনে কাসীরের তাফসীর, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ২০৪-২০৫*]

বাল'আমের জন্য এটি ছিলো আল্লাহ তা'আলার মহাপরীক্ষা। স্বীয় সম্প্রদায়কে খুশি করতে প্রবৃত্তির ডাকে সাড়া দিয়ে সে নাফস শয়তানের কাছে পরাজিত হয়েছিল। আল্লাহ তা'আলার নিকট পরহেযগারীর জন্য সে যে সম্মানে ভূষিত হয়েছিল তা থেকে সে বঞ্চিত হলো।

www.nagorikpathagar.org

জ্ঞানী ব্যক্তিকে শরীয়তের বহির্ভূত কাজে জড়িত করায়

ইসলামী মূল্যবোধের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে এবং আল্লাহ্ তা'আলার দ্বীন ইসলাম সত্য বলে বিশ্বাস করার পর যারা পার্থিব স্বার্থ এবং চাকচিক্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে আল্লাহ-সচেতনতা এবং ইসলামী মূল্যবোধকে উপেক্ষা করে, তখন তাদের অবস্থা হয় শয়তানের মতো। আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্র আদেশের অবাধ্য হয়ে লানতগ্রস্ত হওয়ার পূর্বে ইবলিস ছিলো আল্লাহ্ তা'আলা সচেতন বান্দা। আল্লাহ্ তা'আলার শক্তি সম্বন্ধে সে নিশ্চিতভাবে অবগত ছিলো। আল-কুরআন ও আল-ইসলাম আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্র বাণী ও সত্য দ্বীন সেটিও সে সম্যক অবগত আছে। তবুও ইসলাম থেকে দূরে রাখায় এবং আল্লাহ্ তা'আলার অবাধ্য হওয়ায় প্রতিনিয়ত সে মানব সন্তানকে আহ্বান করছে। কারণ মানব সৃষ্টির শুরুতেই ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণের জন্য সে লানত প্রাপ্ত হয়েছে। এ জন্যই আল্লাহ্ তা'আলার হাবীব, আখেরী নবী (সা.) পরবর্তীতে আগত উম্মতের জ্ঞানী ব্যক্তিদের [*দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞানীদের*] কাজকর্ম ও ব্যবহার নিয়ে বেশ চিন্তিত ছিলেন।

এ সম্পর্কে *হুযায়ফা বিন আল-ইমরান (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল (সা.) বলেছেন, "তোমাদের ব্যাপারে আমি একটি বিষয়ে বেশী চিন্তা বা ভয় করি যে, এক ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত আল-কুরআন অধ্যয়ন করবে যতক্ষণ না তার উপর আল-কুরআনের উজ্জ্বল দীপ্তি দেখা দেবে। তার আলখাল্লা [আবরণ] হলো, ইসলাম [তার জীবন যাপন সবই হবে ইসলামী মূল্যবোধে প্রতিষ্ঠিত] এবং আল্লাহ্ যতক্ষণ চাইবেন সে আবরণ পরিধান করবে। তারপর সে তা [ইসলামের আবরণ] পেছনে ফেলে দিয়ে [প্রবৃত্তির অবৈধ চাহিদার আহ্বানে সাড়া দিয়ে] নিজের প্রতিবেশীকে তলওয়ার [বর্তমানে আগ্নেয়াস্ত্র, বোমা ইত্যাদি] দ্বারা আক্রমণ করে বলবে, তুমি মুশরিক।" হুযায়ফা (রা.) বললেন 'হে আল্লাহর রাসূল! তাদের মধ্যে কোন ব্যক্তিকে হত্যা করা উচিত হবে, যে আক্রমণ করলো তাকে, না যাকে আক্রমণ করা হলো।' তিনি (সা.) বললেন, নিঃসন্দেহে তাকে, যে আক্রমণ করল।" [ইবনে কাসীর]*

উপরোল্লিখিত হাদীস আলোচ্য বিষয়ের জন্য অর্থবহ। মানুষ যখন কোনো বিষয়ের উপর পর্যাপ্ত জ্ঞান অর্জন করে তখন বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই জ্ঞান সম্পর্কে তার প্রবৃত্তিতে সৃষ্টি হয় জ্ঞানের গরিমা। মিসরের খ্যাতিমান পণ্ডিত সাইয়েদ কুতুব [র.] বলেছেন, "*অজ্ঞতা দূর করা সহজ, কিন্তু জ্ঞানীর প্রবৃত্তির চাহিদা [জ্ঞানের গর্বে আত্মগর্বী হয়ে বেশী সম্মান পাওয়ার ইচ্ছা] হলো হৃদয়ের জন্য ধ্বংসাত্মক, যা দূর করতে দরকার হয় কঠোর সংগ্রাম [জিহাদ] এবং দীর্ঘ সময়।" [In the shade of the Quran, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-৩৮১৮]*।

এ জন্যই দ্বীন ইসলামের জ্ঞানী ব্যক্তিদের সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। কারণ

www.nagorikpathagar.org

মানুষের শত্রু "শয়তান" জ্ঞানী ব্যক্তিদের প্রবৃত্তিতে গরিমা সৃষ্টি করে বিপথগামী করতে বেশী কঠোর হয় এবং আপ্রাণ চেষ্টা করে থাকে। জ্ঞানী ব্যক্তিদের প্রবৃত্তিতে যদি গর্বোদ্ধত্যের কোনো চিহ্ন থাকে সেটিকে অবলম্বন করেই মানুষের উপর ধর্মীয় বিধিবিধানের কঠোর রীতিনীতি প্রয়োগ করতে শয়তান তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করে। ফলে সাধারণ মানুষের পক্ষে ধর্মের রীতিনীতি পালন করতে কষ্টসাধ্য হয়ে যায়। ইচ্ছা করলেও বেশী দিন সেটি তারা পালন করতে পারে না। তদুপরি জ্ঞানের গর্বে আত্মগরিমায় অন্যদের আচরণে ও চলাফেরায় সামান্য গড়মিল দেখলে বলে এদের কার্যকলাপ হচ্ছে হারাম। অতএব তার প্রতিবেশীরা সকলেই বিপথগামী পাপী। কথা প্রসঙ্গে তাদের উদ্দেশ্যে আরো বলে থাকে তোমরা মোনাফেক অথবা কাফের। এদের বিচরণ সব মুসলিম সমাজেই রয়েছে, ফলে সৃষ্টি হয়েছে একটি বিশেষ দল।

তারা খ্যাতনামা আলেমদের সম্পর্কে অপ্রীতিকর ভাষা ও আপত্তিমূলক বক্তব্য দিয়ে থাকে। তারা এতোই বিভ্রান্ত যে প্রবৃত্তির আবেগে ধর্মীয় মূল্যবোধের সীমা অতিক্রম করে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের কথা ভুলে যায়। আরেক দল বোমার সাহায্যে তাদের আশে পাশে সব মোনাফেক এবং কাফেরদেরকে [*মানুষ সম্পর্কে তাদের ভ্রান্ত ধারণার ফলে*] মারার আত্মঘাতী সংগ্রাম করছে। এই রকম বিভ্রান্ত বিশ্বাসে ধর্মের নামে অবৈধ সংগ্রামে যাদেরকে হত্যা করা হচ্ছে বা করেছে তাদের বৃহত্তর অংশ বিশ্বাসে মুসলিম এবং সমাজের নিরীহ ও নির্দোষ মানুষ। আশা করা যায় এরা দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান রাখে, তবে দুর্ভাগ্যবশত বিভ্রান্ত। আরো আশা করা যায়, এরা অবশ্যই অবগত আছে যে, মুসলমান কাউকে কাফের অথবা মোনাফেক হিসেবে আখ্যায়িত করা ইসলামী শরীয়তে হারাম এবং যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করা গর্হিত পাপ। এ ব্যাপারে *রাসূল (সা.) বলেছেন, যখন কোনো মুসলমান অপর মুসলমান ভাইকে বলে, হে কাফের; তখন যে কোনো একজনের উপর অবশ্যই কুফরি পতিত হবে। যাকে কাফের বলা হলো সত্যিই যদি সে কাফের হয়ে থাকে তবে কোনো কথা নেই। কিন্তু সে যদি তা না হয়, তবে যে কাফের বলে সম্বোধন করল তার উপরই কুফরি পতিত হবে। [সহীহ মুসলিম, ১২০]*

শরীয়তে নির্ধারিত গ্রহণযোগ্য কোনো কারণ ব্যতিরেকে যদি কোনো মুসলিমকে হত্যা করা হয়, তার শাস্তি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَٰلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُۥ وَأَعَدَّ لَهُۥ عَذَابًا عَظِيمًا.

"কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো মু'মিনকে হত্যা করলে তার শাস্তি জাহান্নাম; সেথায়

www.nagorikpathagar.org

সে স্থায়ী হবে এবং আল্লাহ তার প্রতি রুষ্ট হবেন, তাকে লানত করবেন এবং তার জন্য মহাশাস্তি প্রস্তুত রাখবেন।" { *৪-সূরা নিসা : ৯৩* }

ভুল করা বা ভুলে যাওয়া মানব প্রকৃতির একটি উল্লেখ্য বৈশিষ্ট্য, তাই ভুলবশতঃ কাউকে সে হত্যা করতে পারে। ভুলবশতঃ হত্যার প্রতিকার সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা সুস্পষ্ট বিধান দিয়ে বলেছেন,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَّقْتُلَ مُؤْمِنًا اِلَّا خَطَـًٔا ج وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ
مُّؤْمِنَةٍ وَّدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلٰٓى اَهْلِهٖٓ اِلَّآ اَنْ يَّصَّدَّقُوْا ط فَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ
مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ط وَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍۢ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ
اِلٰٓى اَهْلِهٖ وَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ج فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ
اللّٰهِ ط وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا.

"কোনো মু'মিনকে হত্যা করা কোনো মু'মিনের কাজ নয়, তবে ভুলবশতঃ করলে তা স্বতন্ত্র; এবং কেউ কোনো মু'মিনকে ভুলবশতঃ হত্যা করলে এক মু'মিন দাস মুক্ত করা* এবং তার পরিজনবর্গকে রক্তপণ অর্পণ করা বিধেয়, যদি না তারা ক্ষমা করে। যদি সে তোমাদের শত্রুপক্ষের লোক হয় এবং মু'মিন হয় তবে এক মু'মিন দাস মুক্ত করা বিধেয়। আর যদি সে এমন সম্প্রদায়ভুক্ত হয় যার সাথে তোমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ [*দুই দেশ বা দলের মধ্যে আনুষ্ঠানিক চুক্তি*] তবে তার পরিজনবর্গকে রক্তপণ অর্পণ এবং মু'মিন দাস মুক্ত করা বিধেয় এবং যে সংগতিহীন [*হত্যাকারী*] সে একাদিক্রমে দুই মাস রোযা পালন করবে। তাওবার জন্য এটি আল্লাহর ব্যবস্থা এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।" { *৪-সূরা নিসা : ৯২* }

*টীকা : [*ইসলাম দাসত্ব প্রথার বিলোপ সাধন করেছে, তাই এই বিধান সম্পর্কে চার মাযহাবের ইমাম এবং অন্যান্য আলেমদের দেয়া ব্যাখ্যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ*]

বর্তমানে যে সমস্ত হত্যা সংঘটিত হচ্ছে তা ভুলবশত করা হচ্ছে, এ রকম আশা করার কোনো অবকাশ নেই। তাওহীদে বিশ্বাসী ব্যক্তি, অন্যায় কাজে জড়িত থাকলে, পাপী হতে পারে তবে সে কাফের হতে পারে না। কারণ দ্বীন ইসলামে আত্মসমর্পণ করে মুসলিম হওয়ার জন্য মুখে কালেমা বা শাহাদাত উচ্চারণ করাই তার জন্য যথেষ্ট হয়েছে। এমনকি মৃত্যুর ভয়েও যদি কোনো কাফের কালেমা উচ্চারণ করে তখন সে মুসলিম হয়ে যায়, তাকেও কাফের বলা যাবে না। আল-কুরআন থেকে জানা যায়, যারা কাফের হিসেবে মৃত্যুবরণ করে তারা অনন্তকাল দোযখে থাকবে [*সূরা আন-নিসা, আয়াত নম্বর ৪৮ ও ১১৬ দ্রষ্টব্য*]। তবে

www.nagorikpathagar.org

যাদের অন্তরে এক অণু পরিমাণ বিশ্বাস বা ঈমান থাকবে তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা দোযখ থেকে বের করে বেহেশত দান করবেন। এ প্রসঙ্গে রাসূল (সা.) বলেছেন: *যে ব্যক্তি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলে এবং তার অন্তরে একটি যব পরিমাণ সততা [কালেমার উপর বিশ্বাস থাকে], তাকে দোযখ থেকে বের করা হবে। যে ব্যক্তি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলে এবং তার অন্তরে একটি গম পরিমাণ সততা থাকে, তাকে দোযখ থেকে বের করা হবে। আর যে ব্যক্তি লা-ইলাহ ইল্লাল্লাহু বলে এবং তার অন্তরে অণু পরিমাণ সততা থাকে, তাকেও দোযখ থেকে বের করা হবে। [সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড ১, নং ৪২]*

তদুপরি অন্যায়ভাবে কোনো মুসলিমকে গালি দেয়া ইসলামী মূল্যবোধে গুরুতর অন্যায়। এ সম্পর্কেও *রাসূল (সা.) বলেছেন: পরস্পর গালি প্রদানকারীর মধ্যে যে আগে দিয়েছে সে দোষী যদি নির্যাতিত [প্রথমে যাকে গালি দেয়া হয়েছে] ব্যক্তি সীমা অতিক্রম না করে থাকে। [সহীহ মুসলিম, ৬৩৫৮]।* অতএব শুধুমাত্র মুসলিমই নয় বরং ন্যায্য কোনো কারণ ব্যতিরেকে আদম সন্তানের [*জাতি ধর্ম নির্বিশেষে*] কাউকে হত্যা করা আল্লাহ তা'আলার বিধানে নিষিদ্ধ কাজ। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي
الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ؕ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ؕ
وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ز ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ـ

"এই কারণেই * বনী-ইসরাঈলের প্রতি এই বিধান দিলাম যে, নরহত্যা অথবা দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কার্য করা, হেতু ব্যতীত কেউ কাউকেও হত্যা করলে সে যেন দুনিয়ার সকল মানুষকেই হত্যা করলো, আর কেউ কারও প্রাণ রক্ষা করলে সে যেন দুনিয়ার সকল মানুষের প্রাণ রক্ষা করলো। তাদের নিকট তো আমার রাসূলগণ স্পষ্ট প্রমাণ এনেছিল; কিন্তু তারপরও তাদের অনেকে দুনিয়ায় সীমালংঘনকারীই রয়ে গেল।" { *৫-সূরা মায়েদা : ৩২* }

*[*আদমের এক ছেলে অন্য ছেলেকে প্রবৃত্তির চাহিদায় অন্যায়ভাবে হত্যা করে*]

[*উল্লিখিত আয়াতের বিধান সম্পর্কে ধারণা হতে পারে, আল্লাহ তা'আলার এই আদেশ শুধুমাত্র বনী ইসরাঈলদের জন্য ছিলো। প্রকৃতপক্ষে সেটি সত্য নয়, আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈলদের উদাহরণ দিয়ে মুসলিম উম্মতের জন্যও এই আদেশ বলবৎ রেখেছেন। আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতে বুঝাতে চেয়েছেন যে, বনী ইসরাঈলদের মতোই তোমরা আল্লাহ তা'আলার পবিত্র আদেশ অমান্য করে অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যা করে পৃথিবীতে সন্ত্রাস সৃষ্টি করো না।*] The

www.nagorikpathagar.org

Messenger of Allah (SA) said, 'The biggest of Al-Kaba'ir (*the greatest sins*) are: 1) To join others as partners in worship with Allah, 2) **to murder a human being**, 3) to be undutiful to one's parents 4) and to make a false statement" or said, 'to give a false witness." [*Sahee Al-Bukhari, Vol. 9, Hadith No. 10*]

অনুবাদ : রাসূল (সা.) বলেছেন, 'আল কাবায়েরের (বা কবিরা গুনাহর) মধ্যে সবচাইতে বড় হচ্ছে, ইবাদতে আল্লাহর সাথে আর কাউকে শরীক করা, কোন মানুষকে হত্যা করা, পিতা-মাতার প্রতি অবহেলা ও উদাসিনতা প্রদর্শন করা এবং মিথ্যা বলা, অথবা বলেছেন : মিথ্যা সাক্ষী দেয়া। *[সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড-৬, ৬৩৯২]*

মুসলিম উম্মতের কারোর কাজকর্ম ও দ্বিমুখী নীতি এবং কথায় মোনাফেকি আচরণ চিহ্নিত করতে পারলে, তাদেরকে মোনাফেক হিসেবে সম্বোধন করা ইসলামী শরীয়তে নিষিদ্ধ কাজ। কারণ মোনাফেকি চরিত্রের প্রকৃতি অন্তরে গোপন রাখা ধর্মীয় বিশ্বাসের ব্যাপার। কাজেই কাজকর্মের ভিত্তিতে তাদেরকে চিহ্নিত করা কঠিন বিষয়। পার্থিব কার্যকলাপে মোনাফেকি আচরণ থাকলে ধর্মীয় বিশ্বাসে মোনাফেকদের মতো তারা গর্হিত পাপী নন তবে তারা পাপ কাজে জড়িত থাকে। উল্লেখ্য যে, ধর্মীয় বিশ্বাসের মোনাফেকি চরিত্রের আসল রূপ প্রকাশ পায় মদীনায়। আল্লাহ তা'আলা মোনাফেকদের দ্বিমুখী চরিত্র সম্পর্কে অবহিত আছেন, আল্লাহ তা'আলার কাছে কোনো কিছুই গোপন থাকে না। মদীনার মোনাফেকদেরকে সনাক্ত করার জ্ঞান রাসূলকে (সা.) আল্লাহ তা'আলা দিয়েছিলেন, তবুও তিনি (সা.) মদীনার কোনো ব্যক্তিকেই মোনাফেক হিসেবে সম্বোধন করেননি। মোনাফেকি চরিত্রের বর্ণনা সম্পৃক্ত আয়াত নাযিল করে রাসূলের (সা.) তথা সকল মুসলিম উম্মতের প্রতি উপদেশ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ
يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ ط وَيُرِيدُ
الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى
الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا
قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا. أُولَئِكَ
الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ ق فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ
قَوْلًا بَلِيغًا.

www.nagorikpathagar.org

"তুমি কি তাদেরকে দেখনি যারা দারি করে যে, তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে তারা বিশ্বাস করে, অথচ তারা তাগুতের কাছে বিচার প্রার্থী হতে চায়, যদিও তা প্রত্যাখ্যান করার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং শয়তান তাদেরকে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট করতে চায়? তাদেরকে যখন বলা হয় আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তার দিকে এবং রাসূলের দিকে আস, তখন মোনাফেকদেরকে তুমি তোমার নিকট থেকে মুখ একেবারে ফিরিয়ে নিতে দেখবে। তাদের কৃত কর্মের জন্য তাদের যখন মুসিবত হবে তখন তাদের কি অবস্থা হবে? অতঃপর তারা আল্লাহর নামে শপথ করে তোমার নিকট এসে বলবে, 'আমরা কল্যাণ এবং সম্প্রীতি ব্যতীত অন্য কিছু চাইনি। এরাই তারা [*মোনাফেক*], যাদের অন্তরে কি আছে আল্লাহ তা জানেন। সুতরাং তুমি তাদেরকে উপেক্ষা কর [*গালমন্দ করো না, শাস্তি দিও না, মোনাফেক বলো না*], তাদেরকে সদুপদেশ দাও এবং তাদের মর্মস্পর্শ করে- এমন কথা বলো।" { *৪-সূরা নিসা : ৬০-৬৩* }

অর্থাৎ তাদের মোনাফেকি আচরণের বিচার আল্লাহ তা'আলার উপর ছেড়ে দাও, নিজের হাতে আইন তুলে নিয়ে শাস্তি দিও না। ভালো কথা বলে উপদেশ দাও, তাতে তাদের অন্তর পরিবর্তন হতে পারে। কারণ মানুষের অন্তর আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে যে কোনো মুহূর্তে পরিবর্তন করে দিতে পারেন। মোনাফেকরা মদিনায় মুসলিম নামে মুখোশ গ্রহণ করে ইসলামের, রাসূলের (সা.) এবং মুসলিম উম্মতের বিরুদ্ধে বিভিন্নভাবে ষড়যন্ত্র করেছিল, এমনকি রাসূল (সা.)-কে হত্যার চেষ্টাও করে। তা সত্ত্বেও তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করতে আল্লাহ তা'আলা আদেশ দিয়েছেন। সাধারণভাবে এই আয়াত থেকে সকলকেই, তবে বিশেষভাবে ইসলামী মূল্যবোধ সম্পর্কে জ্ঞানী [*আলেম*] ব্যক্তি হিসেবে পরিচিতদের শিক্ষা গ্রহণ করে সতর্ক হওয়া উচিত। ইসলাম শান্তি, ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার এবং অন্যায় অবিচার মুক্ত জীবনাদর্শের দ্বীন, তাই শান্তি প্রতিষ্ঠার দ্বীন ইসলামের নামে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে নিরীহ মানুষ হত্যা করার অধিকার কারো নেই।

উপরোল্লিখিত হাদীসে রাসূলের (সা.) পবিত্র বাণীর সত্যতা আজ বিভিন্ন মুসলিম সমাজে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ইসলামী শিক্ষার আলোকে মাদ্রাসা থেকে প্রাপ্ত ডিগ্রীধারী কিছু ব্যক্তি, তদুপরি বিদেশের নাম করা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইসলামী শরীয়তের উপর পণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও বিভ্রান্ত ধারণায় ধর্মের দোহাই দিয়ে নিরীহ মানুষ হত্যা করতে দ্বিধাবোধ করেনি। তাদের বক্তব্য ছিলো মুসলিম উম্মত সার্বিকভাবে ইসলামী জীবনাদর্শ অবলম্বনে জীবন যাপন করে না। মুসলিম উম্মত তাগুতের শাসন এবং বিচার [*মানুষের তৈরি শাসন এবং বিচার ব্যবস্থা*] ব্যবস্থা সর্বস্তরে গ্রহণ করেছে তাই তাদেরকে হত্যা করা অন্যায় নয়। এ রকম বিভ্রান্তিমূলক ধারণার পেছনে রয়েছে উপরোল্লিখিত রাসূলের (সা.) হাদীসে বর্ণিত জ্ঞানী

www.nagorikpathagar.org

ব্যক্তিদের মতোই গর্বোদ্ধত্য আচরণ। অথচ মানুষের প্রতি মহব্বত, কোমল হৃদয় ও নম্র ব্যবহার এবং দ্বীনের ব্যাপারে ইসলামী মূল্যবোধের নির্ধারিত বিধানের বহির্ভূত না হয়ে সহজতর পদ্ধতি অবলম্বন করা রাসূলের (সা.) অন্যতম আদর্শ এবং আল্লাহ তা'আলার হুকুম। আল্লাহ তা'আলার প্রিয় হাবীবের (সা.) চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের একটি অন্যতম দিক উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলা উপদেশ দিয়ে বলেছেন–

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ص فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ ۚ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ.

"আল্লাহর দয়ায় তুমি [*রাসূল (সা.)*] তাদের [*মুসলমান, মোনাফেক এবং অন্যান্য*] প্রতি কোমল হৃদয় হয়েছিলে; যদি তুমি রূঢ় ও কঠিন-কঠোর চিত্ত হতে তবে তারা তোমার আশপাশ হতে সরে পড়ত। সুতরাং তুমি তাদেরকে ক্ষমা কর এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ কর*; অতঃপর তুমি কোনো সংকল্প করলে আল্লাহর উপর নির্ভর করবে; যারা নির্ভর করে, আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন।" { *৩-সূরা আলে ইমরান : ১৫৯* }

*[*যে সমস্ত ব্যাপারে আল্লাহ স্পষ্ট দলিল প্রেরণ করেননি, সেই সমস্ত ব্যাপারে বিচক্ষণ ব্যক্তিদের সংগে consul কর।*]

আল্লাহ তা'আলার সীমাহীন অনুগ্রহে তার হাবীব এ রকম শ্রেষ্ঠ আদর্শের প্রতীক হয়েছিলেন। রাসূল (সা.) যদি নিজের ব্যবহারে এবং কথা বলায় কঠোর হতেন বা অনুসারীদের চাল-চলন ও ব্যবহারে জন্য কঠোর আইন প্রবর্তন এবং তাদের সমালোচনা করতেন তাহলে অধিকাংশ মানুষ তার সঙ্গ ত্যাগ করতো। এই ধরনের শ্রেষ্ঠ চরিত্রে অধিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলা তার হাবীবকে উপদেশ দিয়েছেন তুমি তাদেরকে ক্ষমা কর, তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তাদের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ কর। অতঃপর কোনো সিদ্ধান্ত নিয়ে আল্লাহ তা'আলার উপর নির্ভর কর।

মদীনার মোনাফেকদের পরিচয়, হাবীব (সা.)-কে আল্লাহ তা'আলা জানিয়ে দিয়েছিলেন। তবুও তিনি (সা.) ছিলেন মোনাফেকদের প্রতি অমায়িক ও উদার। আল্লাহ তা'আলা হাবীবের (সা.) চরিত্রের আরেকটি উল্লেখ্য বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন–

"তোমাদের মধ্যে থেকে তোমাদের নিকট এক রাসূল এসেছে। তোমাদেরকে

www.nagorikpathagar.org

বিপন্ন করে তা তার জন্য কষ্টদায়ক। সে তোমাদের মঙ্গলকামী, মুমিনদের প্রতি সে দয়ার্দ্র ও পরম দয়ালু।" *[৯-সূরা তাওবা : ১২৮]*

আল্লাহ তা'আলার হাবীব (সা.), বিশ্বজগতের প্রতি প্রেরিত আল্লাহ তা'আলার রহমত, তাই জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সব মানুষের প্রতি তিনি (সা.) ছিলেন অতিশয় দয়ার্দ্র। অথচ উম্মতের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও তার মহান আদর্শের বিপরীতে বর্তমানে বিভিন্ন মুসলিম দেশে আত্মঘাতী বোমা অথবা অন্যরকম ব্যবস্থায় যাদেরকে হত্যা করা হচ্ছে বা হয়েছে, তারা মুসলিম। ইসলামী শরীয়তের বিপরীতে এই অন্যায় কাজে যারা জড়িত আছে তাদের কাজকর্ম অবশ্যই রাসূলের (সা.) হাদীসে উল্লিখিত ব্যক্তিদের অনুরূপ, কারণ তারা জ্ঞানের গরিমায় অন্যদেরকে এমনকি মুসলিমকে কাফের হিসেবে আখ্যায়িত করতে দ্বিধা করে না।

ইসলামী মূল্যবোধে ও আদর্শে জ্ঞানী ব্যক্তিদের চরিত্র ও আদর্শ হবে রাসূলের (সা.) চরিত্র ও আদর্শের প্রতীক। তারা হবে রাসূলের (সা.) মতো মানুষের প্রতি দয়ার্দ্র, নম্র ও অমায়িক এবং সহনশীল। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, অনেক জ্ঞানী ব্যক্তি নিজেদের ব্যবহার ও অন্যদের সাথে আচরণে এই মহৎ আদর্শের বিপরীতে কাজ করে মানুষের স্বস্তির, নিরাপত্তার এবং মুক্তির দ্বীন ইসলামকে আজ বিশ্ববাসীর কাছে বিভিন্নভাবে হেয়প্রতিপন্ন করছে। তাদের উপর শয়তানের সূক্ষ্ম বুদ্ধির যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। সেটি মানুষের ছদ্মবেশে বন্ধু সেজে হোক অথবা তাদের প্রবৃত্তির অবৈধ চাহিদায় প্রভাবিত করেই হোক, এই সমস্ত ব্যক্তিদেরকে শয়তান বশে রেখেছে।

ইসলামী শরীয়তে জ্ঞানী ব্যক্তির ব্যবহারে কঠোরতা এবং ধর্মের রীতিনীতি ও বিধিনিষেধ প্রয়োগে বিভ্রান্ত চিন্তা ভাবনার অনুপ্রবেশ অন্যদের জন্য যতটুকু ক্ষতির কারণ হয় অথবা ইসলামী পবিত্র বিধিনিষেধ সম্বন্ধে মানুষের অন্তরে খারাপ ধারণা সৃষ্টিতে যতটুকু সহজসাধ্য হয়, অন্যভাবে সেটি অত সহজে সম্ভব হয় না। কারণ সমাজের জনগণ সাধারণত জ্ঞানী ব্যক্তিদের ব্যবহার ও কার্যকলাপ দেখেই ইসলামী মূল্যবোধের শ্রেষ্ঠ আদর্শ ও মানব সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ইসলামী জীবনাদর্শের বিধিবিধানের ভূমিকা কতটুকু কার্যকর হতে পারে সেটি বিচার করে থাকে। সাধারণ মুসলিম এবং সমাজের অন্যেরা আল-কুরআন ও হাদীস এবং এগুলোর ব্যাখ্যা পড়েন না বা তাদের সে সুযোগও নেই। তাই প্রখ্যাত আলেম সম্প্রদায় ইসলামী মূল্যবোধের বিধিনিষেধ সম্পর্কে যে সমস্ত কথা বলেন সেগুলোই সাধারণ মুসলিম বিশুদ্ধ চিত্তে ইসলামী মূল্যবোধের বিধান বা আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে পালন করার চেষ্টা করে। এজন্যই মানুষের শত্রু "শয়তান" আলেমদেরকে নানা পদ্ধতিতে মানসিক যন্ত্রণা দেয় এবং আলেমদের প্রবৃত্তিতে জ্ঞানের গরিমা সৃষ্টি

www.nagorikpathagar.org

করতে চেষ্টা করে। বস্তুত অনেক আলেমের ক্ষেত্রে শয়তান কৃতকার্য হয় সেটি ইতোপূর্বে উল্লিখিত 'বাল'আম বিন বা'উয়ার' কাহিনী থেকে সুস্পষ্ট। তাই কোনো আলেমই মৃত্যুর পর্যন্ত শয়তানের কুমন্ত্রণা এবং ফিসফিসানি থেকে মুক্ত নয়।

উল্লেখ্য হাম্বলী মাযহাবের ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বালের (র.) জীবনী থেকে জানা যায় যে, ইমাম (রা.) অসুস্থতার কারণে একবার জ্ঞান হারিয়েছিলেন। অজ্ঞান অবস্থায় তিনি তিনবার "এখনও না" কথাটি বলেছিলেন। তার ছেলে আবদুল্লাহ ইবনে আহমাদ ইবনে হাম্বাল বাবার মুখ থেকে এ রকম কথা শুনে ভয় পেয়েছিলেন। অতঃপর বাবার জ্ঞান ফিরলে জিজ্ঞাসা করার পর ইমাম উত্তরে বললেন, 'আমাকে অজ্ঞান অবস্থায় পেয়ে শয়তান বলেছিল "ইমাম আহমাদ আমার হাত ছাড়া হয়ে গেল [*তিনি মারা যাচ্ছেন*]।" শয়তানের উক্তির উত্তরে তিনি "এখনও না" বলেছেন। [*আমি এখনও জীবিত আছি সুতরাং আমি তোমার হাত ছাড়া এখনও হইনি।*] {শেখ আনোয়ার আল-আওলাকীর বক্তৃতার সিডি, *The Hereafter, Vol.-1, Al-Basheer Company for Publications & Translations, LLC, Denver, Colorado, USA*]

উপরোক্ত ঘটনা থেকে বুঝা যায়, আল্লাহ-সচেতন ব্যক্তি এবং জ্ঞানী ইমাম-আলেমকে সাধারণ ব্যক্তিদের তুলনায় শয়তান নানাভাবে বেশী যন্ত্রণা দিয়ে থাকে এবং সব কাজেই ফিসফিসানির মাধ্যমে সন্দেহ সৃষ্টি করতে চেষ্টা করে। কারণ সমাজে পরিচিত জ্ঞানী ব্যক্তি ও আলেমদের মাধ্যমেই সাধারণ জনগণকে সে অতি সহজে বিভ্রান্ত করতে পারে। এ জন্যই আলেম বা ইমামের কথা বলায়, ধর্মীয় মূল্যবোধের ব্যাখ্যায় এবং অন্যদের সাথে আচরণে শিষ্টাচার সম্পর্কে সর্বদাই বেশী সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। ইসলামী শরীয়ত সম্পর্কে জ্ঞানী হওয়ায় জ্ঞানের অহংকার তার অন্তরে স্থান পেলেই, শয়তান তাকে ব্যবহার করে অন্য মুসলমানদের এবং ইসলামের যথেষ্ট ক্ষতি করতে পারে। যার বাস্তব প্রমাণ বাংলাদেশসহ আরো অনেক মুসলিম দেশে আজ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। উল্লেখ্য যে, প্রতিটি আদম সন্তানের সাথে একজন করে শয়তান থাকায়, কেউ শয়তানের ফিসফিসানি থেকে মুক্ত নয়। তবে মুসলিম উম্মত ছাড়া অন্যান্য সম্প্রদায়ের এ ব্যাপারে সঠিক জ্ঞান নেই বিধায় তাদের কাছে বিষয়টির কোনো গুরুত্ব নেই। উম্মতের যারা এ ব্যাপারে জ্ঞান রাখে শয়তানের ফিসফিসানির সম্পর্কে সর্বদাই সতর্কতা অবলম্বন করা শ্রেয়। শয়তানের ফিসফিসানির ধরন পুনরাবৃত্তি প্রবণ, তাই সতর্ক হলে ফিসফিসানি সহজেই নিরূপণ করা সম্ভব হয়।

www.nagorikpathagar.org

অধ্যায়-৪

ধর্মীয় বিশ্বাসে এবং জীবন যাপনে ঝামেলা সৃষ্টি

তাওহীদে [*আল্লাহ্ তা'আলার একত্ববাদে*] অবিশ্বাস করে অবিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া আর ইবাদতে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে অন্য কাউকে শরীক স্থির করানো বস্তুত একই কথা। এ জন্যই তাওহীদ সম্পর্কে সঠিক দাওয়াত পাওয়ার পর সচেতন অবস্থায় তাওহীদে অবিশ্বাস করা গর্হিত পাপ, যে পাপ আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমা করেন না। তবে অন্যান্য পাপ আল্লাহ্ তা'আলার সীমাহীন 'রহমতে' স্থান দিয়ে যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করে দেবেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন–

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا.

"আল্লাহ্ তার শরীক করার অপরাধ ক্ষমা করেন না। তা ব্যতীত অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন; এবং যে-কেউ আল্লাহ্র শরীক করে সে এক মহাপাপ করে।" { *৪-সূরা নিসা : ৪৮* }

শিরকে লিপ্ত থেকে মৃত্যুবরণ করলে জাহান্নামী হবে, *এ সম্পর্কে জাবের (রা.) বলেন, আমি রাসূল (সা.)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সামনে উপস্থিত হবে এমন অবস্থায় যে, আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক করেনি, সে বেহেশতে যাবে। আর যে ব্যক্তি তার সামনে হাজির হবে এমন অবস্থায় যে আল্লাহ্র সাথে শরীক করেছে, সে দোযখে যাবে। {সহীহ্ মুসলিম, ১৭২}*

যে ব্যক্তি সচেতন অবস্থায় তাওহীদে অবিশ্বাস করে এবং আল্লাহ্ তা'আলার সাথে শরীক স্থির করে, সে প্রকৃতপক্ষে নিজের উপর যুলুম করে। কারণ এই গর্হিত পাপের জন্য তাকেই শাস্তি ভোগ করতে হবে। শিরকে লিপ্ত ব্যক্তি ও কাফেরদের বিশ্বাস সম্পর্কে একটি সুন্দর ব্যবহারিক উপমা দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন–

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ ۗ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝ أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ سَحَابٌ ۚ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ۖ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا ۗ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ.

www.nagorikpathagar.org

"যারা কুফরি করে তাদের কর্মের উপমা মরুভূমির মরীচিকা সদৃশ, পিপাসার্ত কেউ যাকে পানি মনে করে থাকে, কিন্তু সে তার নিকট উপস্থিত হলে দেখবে তা কিছু নয় এবং সে পাবে সেথায় আল্লাহ্‌কে, অতঃপর তিনি তার কর্মফল পূর্ণ মাত্রায় দেবেন। আল্লাহ্‌ হিসাব গ্রহণে তৎপর। অথবা তার উপমা গভীর সমুদ্র তলের অন্ধকারসদৃশ যাকে আচ্ছন্ন করে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ, যার উর্ধ্বে মেঘপুঞ্জ, অন্ধকারপুঞ্জ স্তরের উপর স্তর, এমনকি সে হাত বের করলে তা আদৌ দেখতে পাবে না। আল্লাহ্‌ যাকে জ্যোতি দান করেন না তার জন্য কোনো জ্যোতিই নেই।" *[২৪-সূরা নূর : ৩৯-৪০]*

একত্ববাদে অবিশ্বাসের জন্য তাদের বিভ্রান্তির মাত্রা এতোই গভীর যে, তাদের অবস্থা হয়ে যায় সমুদ্রের অতল গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত ব্যক্তিদের মতো। অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকার কারণে তার ধীশক্তি, বুদ্ধিশক্তি এবং অর্জিত জ্ঞান পার্থিব কল্যাণে কাজ করলেও পরকালের কল্যাণে কোনো কাজে আসে না। গভীর অন্ধকারে ভালো কাজ করলেও অলোর অভাবে তা অন্ধকারেই হারিয়ে যায়। অতএব ভালো কাজের ফলাফল পরকালে তার কোনো সাহায্যে আসবে না। লোকমান (আ.), পুত্রকে শিরকের ব্যাপারে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছিলেন "শিরক হচ্ছে চরম যুলুম"। এটি উল্লেখ করে আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেছেন–

وَاِذْ قَالَ لُقْمٰنُ لِابْنِهٖ وَهُوَ يَعِظُهٗ يٰبُنَىَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ ؕ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ ۔

"স্মরণ কর, যখন লোকমান উপদেশচ্ছলে তার পুত্রকে বলেছিল, 'হে পুত্র! আল্লাহর কোনো শরীক করো না। নিশ্চয় শিরক চরম যুলুম।" *{৩১-সূরা লোকমান : ১৩}*

এ জন্যই তাওহীদে অবিশ্বাস করার জন্য মানবকে শয়তান সর্বদাই আহ্বান করে থাকে। এ কাজটি শয়তান সরাসরি অথবা ছদ্মবেশে আউলিয়া বা বন্ধু সেজেও করতে পারে। এ প্রসংগে আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেছেন,

كَمَثَلِ الشَّيْطٰنِ اِذْ قَالَ لِلْاِنْسَانِ اكْفُرْ ۚ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ اِنِّىْ بَرِىْٓءٌ مِّنْكَ اِنِّىْٓ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ۔ فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَآ اَنَّهُمَا فِى النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيْهَا ؕ وَذٰلِكَ جَزٰٓؤُا الظّٰلِمِيْنَ ۔

"এদের [*যারা শয়তানের বন্ধু*] তুলনা শয়তানের মতো, শয়তান যে মানুষকে বলে "কুফরি" কর; অতঃপর যখন সে কুফরি করে শয়তান তখন বলে, তোমার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই, আমি জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করি।' ফলে, উভয়ের পরিণাম হবে জাহান্নাম। সেথায় তারা স্থায়ী হবে এবং এটিই যালেমদের কর্মফল।" *{৫৯-সূরা হাশর : ১৬-১৭}*

www.nagorikpathagar.org

শয়তান প্রতারকদের অন্যতম। শয়তানের কুমন্ত্রণায় আত্মসমর্পণ করে আদম সন্তানকে বিপথে নেয়ার কাজে শয়তানকে যারা সাহায্য করছেন, তারা বস্তুত হৃদয়ে মিথ্যা আশ্বাসের প্রশ্রয় দিয়ে মরীচিকার পেছনে দিন-রাত পরিশ্রম করছে। খৃস্টান মিশনারী, ঈসা (আ.)-কে কেন্দ্র করে মিথ্যা আশায় অনুপ্রাণিত হয়ে মহাকল্যাণের অজুহাতে অগণিত মানব সন্তানকে মহাপাপ "শিরকে" জড়িত করার কাজে বিশ্বের সর্বত্র তারা দিবারাত্রি পরিশ্রম করছে। ফলে তাদের মাধ্যমে অগণিত মানুষ শিরকে জড়িত হচ্ছে। এ কাজটি নিঃসন্দেহে নিজের প্রতি চরম যুলুম। তাই বলতে বাধা নেই যে, তারা এই চরম যুলুমে জড়িত থেকে প্রকৃতপক্ষে শয়তানের উদ্দেশ্যকে বাস্তবে পরিণত করছে।

কাজেই তাদের সকলের গন্তব্য স্থান এক জায়গায়। মানব সন্তানকে শিরকে জড়িত করার জন্য শয়তান যে আহ্বান করে, সে সম্পর্কে *আইয়াদুহ বিন হামার (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল (সা.) এই বক্তৃতা দিলেন, "হে লোক সকল! আল্লাহ আমাকে আদেশ করেছেন তোমাদেরকে সেই বিষয়ে শিক্ষা দিতে যা তোমরা জানতে না, যা তিনি [আল্লাহ] আজকে আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন। তা এই যে, আমি [আল্লাহ] যে সমস্ত নেয়ামত তাদের [মানুষের] জন্য নির্ধারণ করেছি তার সবই হলো হালাল। আমি মানুষ সৃষ্টি করেছি সত্য প্রকৃতিতে [ফিতরাত বা True nature] কিন্তু ইবাদত করার ক্ষেত্রে শয়তান তাদেরকে সত্য দ্বীন থেকে দূরে সরিয়ে নেয় এবং সে [শয়তান] হারামকে হালাল করে এবং তাদেরকে [মানুষদেরকে] আদেশ করে আমার [আল্লাহর] সঙ্গে শরীক স্থির করতে যদিও তাদের [মানুষদের] এই রকম করার কোনো অধিকার নেই।" [সহীহ মুসলিম ৪ : ২১৯৭, ইংরেজী অনুবাদ; ইবনে কাসীর, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪৬৭]*

শয়তানই অনুপ্রেরণা দিয়ে নানা কৌশলে আদম সন্তানের সহজাত প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটায় এবং মানুষকে শিরকের মতোই গর্হিতপাপে জড়িত হতে বাধ্য করে। আল্লাহ তা'আলার বান্দাকে [*মুসলিম উম্মতকে*] সরাসরিভাবে শিরকে জড়িত করতে শয়তান কৃতকার্য হয় না, তবুও সহজে সে হাল ছাড়ে না। তবে মুসলিম উম্মতকে সে বিভিন্ন পাপ কাজে জড়িত করতে পারে। ধর্মীয় মূল্যবোধের আলোকে অর্থাৎ ইসলামী জীবনাদর্শে জীবন যাপন প্রতিষ্ঠিত না করায় মুসলিম উম্মতকে বিভিন্ন কৌশলে অনুপ্রেরণা দিতে পারে। অজ্ঞতাবশত শয়তানের সূক্ষ্ম অনুপ্রেরণায় আত্মসমর্পণ করে ইসলামী জীবনাদর্শ উপেক্ষা করে আল্লাহ তা'আলার অবাধ্য হয়ে গুরুতর পাপ করতে পারে। এমনকি মুসলিম উম্মত শয়তানের প্রভাবে সংস্কৃতির নামে এবং ইবাদতে বিদ'আতের সংমিশ্রণ করে, না বুঝে পরোক্ষভাবে ছোট ধরনের শিরকে জড়িত হতে পারে। শয়তান সূক্ষ্ম বুদ্ধি ও কৌশলের মাধ্যমে বিশ্বাসীদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে [*বিশেষ করে পার্থিব জীবনের*

www.nagorikpathagar.org

সামগ্রীতে] ঝগড়া-বিবাদ বাধিয়ে শত্রুতার সৃষ্টি করতে পারে। মুসলিম উম্মতে আজ সেটির বাস্তবতা সুস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে। এ ব্যাপারে *রাসূল (সা.) বলেছেন, "প্রকৃত পক্ষে শয়তান নিরাশ হয়েছে এই কারণে যে, এই দেশে [আরব দেশে অথবা মুসলিম জাতিতে] শয়তানের ইবাদত আর কেউ করবে না [কেউ শিরকে জড়িত হবে না]। তবে কিছু কিছু পাপ যেগুলো তোমরা সামান্য মনে কর সেগুলোতে তোমরা তার [শয়তানের] অনুসরণ করবে। তাতেই সে খুশি হবে।" [আত-তিরমিযী, ২:৩৮, ১৩৫, বিদায় হজ্জের ভাষণ, ইংরেজী অনুবাদ]*

শয়তান জীবন-যাপনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মুসলিমদের প্রবৃত্তিতে অবৈধ চাহিদার সৃষ্টি করে এবং তা পূরণ করার জন্য সে মুসলিম উম্মতকে অনুপ্রাণিত করে নানাভাবে উসকানি দিতে পারে। তদুপরি নানা ধরনের হারাম কাজে জড়িত রেখে আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত বিধিনিষেধ এবং তার ইবাদত করা থেকে দূরে রাখতে পারে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَوٰةِ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ.

"শয়তান তো মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের [*মুসলিমদের মধ্যে*] মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাতে চায় এবং তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ ও সালাতে বাধা দিতে চায়। তবে কি তোমরা নিবৃত্ত হবে না?" { *৫-সূরা মায়েদা : ৯১* }

إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ.

"সে [*শয়তান*] তো কেবল তোমাদেরকে মন্দ ও অশ্লীল কার্যের এবং আল্লাহ সম্বন্ধে তোমরা জান না এমন সব বিষয়ে বলার নির্দেশ দেয়।" { *২-সূরা বাকারাহ : ১৬৯* }

সাধারণভাবে গোটা মানবজাতিকে অশান্তিতে রাখতে শয়তান যে প্রতিজ্ঞা করেছে সেটি আল-কুরআন থেকে সুস্পষ্ট, ইতোপূর্বে এ সম্পর্কে আয়াত উল্লেখ করা হয়েছে। তবে বিশেষ করে মুসলিম উম্মতের ঐক্যবদ্ধভাবে ভ্রাতৃত্বের আদর্শে শান্তিতে জীবন যাপন করা এবং আল্লাহ-সচেতনতায় ধর্মীয় মূল্যবোধে আত্মসমর্পণ করে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করা সেটি সে সহ্য করতে পারে না। তাই মুসলিম উম্মতের মধ্যে ধর্মীয় মূল্যবোধের ব্যাখ্যায় সামান্য তারতম্যের ভিত্তিতে দলাদলির, ভাগাভাগীর সৃষ্টিতে, পার্থিব জীবনে প্রতিপত্তির ও ক্ষমতা দখলের জন্য মারামারিতে জড়িত করতে এবং আরো নানা ধরনের সমস্যা সৃষ্টিতে সে সর্বদাই নিয়োজিত আছে। বর্তমানে মুসলিম উম্মত বিভিন্ন জাতির দেশ কেন্দ্রীক, ভাষা কেন্দ্রীক, ভৌগলিক অবস্থানের ভিত্তিতে বিভক্ত হয়েছে, এটি অস্বাভাবিক কোনো ঘটনা নয় বরং প্রত্যাশিত বিষয়। তবে ধর্মীয় মূল্যবোধের

www.nagorikpathagar.org

বিধিবিধানের অবহেলা ও জাতীয়তাবাদী চিন্তা-চেতনায় অনুপ্রাণিত হয়ে পরস্পরকে শোষণ, নির্যাতন ও ঘৃণা করা এবং ক্ষমতা দখলের জন্য নিরীহ মানুষকে হত্যা করা, এ সবের সাথে ইসলামী জীবনাদর্শ অর্থাৎ ধর্মীয় মূল্যবোধের কোনো সম্পৃক্ততা নেই। অতএব মুসলিম উম্মত প্রবৃত্তির অবৈধ চাহিদায় শয়তানের প্রভাবেই ধর্মীয় মূল্যবোধ বহির্ভূত কাজে জড়িত হয়েছে। অবিশ্বাসী সম্প্রদায় মুসলিম উম্মতের বিশ্বাসের দৃঢ়তা, ইসলামী জীবনাদর্শের শ্রেষ্ঠত্ব, ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠায় শক্তি সম্পর্কে ইসলামের ইতিহাস থেকে অবগত আছে। তাই তারা ইসলামী পবিত্র জীবনাদর্শের স্বচ্ছতা ও উৎকৃষ্ট রীতিনীতি এবং মানুষের জীবনে শান্তি প্রতিষ্ঠায় এ সমস্ত বিধিনিষেধের কার্যকর শক্তিকে ভয় করে। এজন্যই তারা মুসলিম উম্মত থেকে কিছু ক্ষমতালোভী ও স্বার্থান্ধ ব্যক্তিকে ব্যবহার করে স্বৈরাচারী শাসক অথবা রাজতন্ত্র প্রথা চালু রাখায় সমর্থন দিয়ে মুসলিম উম্মতের ঐক্যবদ্ধ হওয়ায় বাধা দিয়ে যাচ্ছে।

নানা ধরনের বিভ্রান্তিমূলক সংবাদ প্রচার এবং অশ্লীলতায় ভরা চিত্তবিনোদনের প্রোগ্রাম ইন্টারনেটে এবং টিভির মাধ্যমে মুসলিম উম্মতের একটি লক্ষণীয় অঙ্গকে, বিশেষভাবে নতুন প্রজন্মকে ব্যস্ত রেখে ধর্মীয় মূল্যবোধ থেকে দূরে রাখছে এবং ইসলামের উৎকৃষ্ট সংস্কৃতিকে বিভিন্নভাবে কলুষিত করছে। মুসলিম উম্মতের যুবক-যুবতীরা এই সমস্ত অশ্লীল সংস্কৃতিকে প্রগতিশীল সংস্কৃতি হিসেবে গ্রহণ করে ইসলামের উৎকৃষ্ট সংস্কৃতিকে ক্রমেই ভুলে যাচ্ছে। ইসলামী উৎকৃষ্ট রীতিনীতি এবং সংস্কৃতির উৎকর্ষতা মানব চরিত্র পরিশোধনে অতীতে যে অবদান রেখেছে তার ইতিহাস সম্পর্কেও জানতে নতুন প্রজন্ম আগ্রহী নয়। তবে এটি অনস্বীকার্য যে, চলমান শিক্ষা ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতার জন্য ইসলামী শিক্ষার সুযোগ তারা পাচ্ছে না। উপরোল্লিখিত সূরা আল-বাকারাহর ১৬৯ নম্বর আয়াতে শয়তানের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বর্ণনা করে পরবর্তী দুই আয়াতে [১৭০-১৭১] আল্লাহ তা'আলা অবিশ্বাসীদের সম্পর্কে বলেছেন-

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَآ اَلْفَيْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا ط اَوَلَوْ كَانَ اٰبَآؤُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ شَيْـًٔا وَّلَا يَهْتَدُوْنَ . وَمَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا كَمَثَلِ الَّذِيْ يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ اِلَّا دُعَآءً وَّنِدَآءً ط صُمٌّۢ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ .

"যখন তাদেরকে বলা হয়, 'আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা তোমরা অনুসরণ কর, 'তারা [*অবিশ্বাসীগণ বা কাফের*] বলে, আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে যাতে পেয়েছি তা-ই তো অনুসরণ করব।' এমনকি তাদের পিতৃপুরুষগণ যদিও কিছুই বুঝত না এবং তারা সৎপথেও পরিচালিত ছিলো না, তথাপিও? যারা কুফরি করে

www.nagorikpathagar.org

তাদের উপমা, যেমন কোনো ব্যক্তি এমন কিছুকে ডাকে যা হাঁক ডাক ছাড়া আর কিছুই শ্রবণ করে না[১] বধির, মূক, অন্ধ[২] সুতরাং তারা বুঝবে না।" { *২-সূরা বাকারাহ : ১৭০-১৭১* }

অর্থাৎ শয়তানের কুমন্ত্রণা এবং প্রভাবের কাছে এরা এমনভাবে আত্মসমর্পণ করেছে যে, তাদের শ্রবণ শক্তি, মুখের ভাষা প্রকাশের ক্ষমতা এবং চোখের দৃষ্টি শক্তি ভালো থাকা সত্ত্বেও সেগুলো প্রকৃত সত্য সন্ধানে তাদের কোনো কাজে লাগে না অথবা আসল সত্য তারা দেখতে পায় না। অথবা বুঝলেও প্রবৃত্তির অবৈধ চাহিদা, এ সমস্ত ব্যাপারে তাদেরকে অবহেলায় ও উদাসিনতায় ঘুমন্ত অবস্থায় রাখে। এমনিভাবে মুসলিম উম্মতের একটি বড় অংশ এবং আদম সন্তানের অনেকেই সত্য সম্পর্কে জানা সত্ত্বেও জাগ্রত অবস্থায় সত্যকে উপেক্ষা করে ঘুমাচ্ছে। মোট কথা হলো, আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত মূল্যবোধের ভিত্তি: আল-কুরআন এবং শেষ রাসূলের (সা.) হাদীস [*আল-ইসলাম*] বর্ণিত দিকনির্দেশনা ব্যতিরেকে অন্য যে কোনো পন্থায় মানুষ ইবাদত করাকে যেমন: মূর্তি, সূর্য, চন্দ্রকে পূজা করা, নিজের প্রবৃত্তি ও ক্ষমতাশালী মানুষের তৈরি ভাবাদর্শ/মতাদর্শ ইত্যাদি অবলম্বনে জীবন যাপন করা এবং তার প্রগতির জন্য ইসলামী মূল্যবোধের বিরোধিতা করা, প্রকৃতপক্ষে এসবই শয়তানের ইবাদত করা। তাতে অগোচরে শিরকের মতো গর্হিত পাপে মুসলিম উম্মতের একটি দল জড়িত আছে। কাজেই তারা হচ্ছে শয়তানের দলে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

اِسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطٰنُ فَاَنْسٰهُمْ ذِكْرَ اللّٰهِ ؕ اُولٰٓئِكَ حِزْبُ الشَّيْطٰنِ ؕ اَلَاۤ اِنَّ حِزْبَ الشَّيْطٰنِ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ۝

"শয়তান তাদের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করেছে; ফলে তাদেরকে ভুলিয়ে দিয়েছে আল্লাহর স্মরণ। তারা শয়তানেরই দল। সাবধান! শয়তানের দল অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত।" { *৫৮-সূরা মুজাদালা : ১৯* }

আদম সন্তানদের কাছ থেকে শয়তান এ ধরনের আচরণই প্রত্যাশা করে। তবে এটি অনস্বীকার্য যে, পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ এই মহাসত্যকে [*ইসলাম অর্থাৎ আল-কুরআনকে*] স্বীকার করা অথবা না করাতে কিছু হবে না, বাস্তবে যা সত্যি, তা সত্য হিসেবেই থাকবে তার কোনো পরিবর্তন হবে না। *যেমন, "বাইরে থেকে আগন্তুক ব্যক্তি ঘরে অবস্থানকারী ব্যক্তিদের বললো বৃষ্টি হচ্ছে। কিন্তু ঘরের লোক তার কথায় বিশ্বাস করলো না, তাতে বৃষ্টি যে হচ্ছে সে সত্যের কি কোনো*

টীকা-১. [*তাদের কোনো কিছু করার ক্ষমতা নেই বা তারা আসলে মৃত,*]

টীকা-২. [*এই ধরনের ব্যক্তি সত্যপথ ও আল-কুরআনের পবিত্র বাণী গ্রহণে অযোগ্য।*]

www.nagorikpathagar.org

পরিবর্তন হবে? অবশ্যই না। ঘরের লোক বিশ্বাস করাতে অথবা না করাতে কিছু হবে না বৃষ্টি যে সত্যি হচ্ছে, সেটি সত্য হিসেবেই থাকবে মিথ্যায় পরিণত হবে না। আর যে লোক সংবাদ দিল, সে সত্যবাদী হিসেবে থাকবে।" অনুরূপ, আল-কুরআন ও আল-হাদীস অর্থাৎ আল-ইসলাম [আল-কুরআন নাযিল হওয়ার পরবর্তীতে] যে মানবজাতির জন্য একমাত্র মুক্তির পথ এবং মানব জীবনে সার্বিকভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য পবিত্র বিধান, যে বিধান আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত উৎকৃষ্ট জীবনাদর্শ এবং সঠিকভাবে ইবাদত করার সর্বশ্রেষ্ঠ পথ প্রদর্শক, সেটি ইনশাআল্লাহ কেয়ামত পর্যন্ত সত্য হিসেবেই বিদ্যমান থাকবে।

অতএব ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের উচিত শয়তানের অনুপ্রেরণা পরিত্যাগ করে নিজের কল্যাণে এই মহাসত্যকে গ্রহণ করে বিশ্বাসীর পদমর্যাদায় উত্তীর্ণ হওয়া। আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত সকল নবী-রাসূলই তাওহীদের বাণী প্রচার করেছেন। অতএব তারা এবং তাদের আনুগত্যে আত্মসমর্পণকারী ও তাওহীদে বিশ্বাসী সকলেই মুসলিম। তাই বললে অত্যুক্তি হবে না যে, আদম (আ.) থেকে শেষ রাসূল (সা.) পর্যন্ত, সকলেই ইসলামী মূল্যবোধের আদর্শ প্রচার করেছেন, তবে আল-কুরআন নাযিল করে পরিশেষে প্রাক্তন ধর্মীয় মূল্যবোধকেই সর্ব ব্যাপারে পরিপূর্ণ করে পরিপূর্ণ জীবনাদর্শকে অর্থাৎ দ্বীনকে ইসলাম নাম দিয়েছেন [*সূরা মায়েদা, আয়াত নম্বর ৩ দ্রষ্টব্য*]। আদম সন্তানের কাছে আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত এবং মনোনীত দ্বীন হচ্ছে আল-ইসলাম, এজন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ قف وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتٰبَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ
مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ط وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَإِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ.
وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ج وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ.

"ইসলাম আল্লাহর নিকট একমাত্র দ্বীন [ধর্ম]। যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল তারা পরস্পর বিদ্বেষবশত তাদের নিকট জ্ঞান আসার পর মতানৈক্য ঘটিয়েছিল [*যেমন ইয়াহুদী ও খৃষ্টানরা মতভেদ করে বিভিন্ন ধর্মের জন্ম দিয়েছে*]। আর, কেউ আল্লাহর নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করলে আল্লাহ হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত তৎপর। কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো দ্বীন গ্রহণ করতে চাইলে তা কখনও কবুল করা হবে না এবং সে হবে পরলোকে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।" *[৩-সূরা আলে ইমরান : ১৯ ও ৮৫]*

নবী-রাসূলদের প্রচারিত সত্য ধর্ম ইসলাম থেকে বিচ্যুত হয়েই মানব প্রবৃত্তির চাহিদায় ভিন্ন মতাদর্শের ভিত্তিতে অন্যান্য ধর্মের জন্ম হয়েছে। এখন আলোচনা করা যাক, শয়তান কী পদ্ধতিতে আদম সন্তানকে শিরকে জড়িত এবং তাদের মধ্যে অশান্তি সৃষ্টি করে থাকে।

www.nagorikpathagar.org

ফিরিশতা ও জিন জাতিকে পূজা করতে অনুপ্রাণিত করে

আল-কুরআন নাযিলের পূর্বে আরব দেশে ফিরিশতাকে নারী হিসেবে অথবা আল্লাহ্ তা'আলার কন্যা হিসেবে সাব্যস্ত করে তারা ফিরিশতাদের পূজা বা ইবাদত করতো। আজও পাশ্চাত্যে ফিরিশতাদের নারীর আদলে মূর্তি-ছবি [*কল্পনাপ্রসূ*] তৈরি করে দেখানো হয়, তাতে সাধারণত দু'টি ডানা থাকে। ফিরিশতা সম্পর্কে তাদের ধারণা হচ্ছে ফিরিশতা নারী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। প্রকৃতপক্ষে ফিরিশতাদের কোনো লিঙ্গ নেই, প্রবৃত্তির কোনো চাহিদা নেই, তাদের প্রবৃত্তির উদ্দেশ্য প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যে বাধ্য থাকা। তারা নূরের তৈরি তাই মানুষ ও জিন জাতি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। মানব সন্তান ও জিন জাতির মতো তাদের প্রজননের প্রয়োজন নেই। ফিরিশতাদের শারীরিক গঠন ও প্রকৃত আকৃতি সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা এবং তাঁর নির্বাচিত কিছু রাসূল, যেমন মুহাম্মদ (সা.) ছাড়া আর কেউ জানেন না। উন্নত প্রযুক্তির যুগে বসবাস করেও অনেকেই আজও অজ্ঞতায় অন্ধ বিশ্বাসে জিন ও ফিরিশতাদের ইবাদত করে।

আল্লাহ্ তা'আলার এই দুই সৃষ্টিই মনুষ্য জাতি থেকে অদৃশ্য এবং সর্বদিক দিয়ে লক্ষণীয়ভাবে শক্তিশালী। শয়তান হচ্ছে জিন জাতির অন্তর্ভুক্ত এবং আল্লাহ তা'আলার অবাধ্য জিন ও মানুষের সে দল নেতা। তাই বললে অন্যায় হবে না যে, এরা ফিরিশতা ও জিনের নামে প্রকৃতপক্ষে অবাধ্য জিন ও শয়তানের ইবাদত করে। শেষ বিচার দিবসে বিভ্রান্তদের ইবাদত প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা যখন ফিরিশতাদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন, তখন ফিরিশতাদের উত্তর এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন–

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَٰئِكَةِ أَهَٰؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ. قَالُوا
سُبْحَٰنَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ ج بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ ج أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ.

"যেদিন তিনি এদের [*মানুষ জাতিকে*] সকলকে একত্র করবেন এবং ফিরিশতাদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন, 'তারা কি তোমাদের পূজা করতো? ফিরিশতারা বলবে, 'তুমি পবিত্র, মহান! আমাদের সম্পর্ক [*তোমার একনিষ্ঠ বান্দা ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে আদেশ পালনকারী*] তোমারই সাথে, তাদের সাথে নয়, তারা তো পূজা করতো জিনদের [*শয়তানদের*] এবং তাদের অধিকাংশই ছিলো তাদের প্রতি বিশ্বাসী।" {*৩৪-সূরা সাবা : ৪০-৪১*}

যদিও আল্লাহ্ তা'আলা সম্যক অবগত আছেন, তারা কিসের ইবাদত করতো, তা সত্ত্বেও ফিরিশতাদের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা বিভ্রান্তদের বুঝাবেন তারা আসলে কিসের ইবাদত করতো। খৃষ্টান সম্প্রদায়ের বিশ্বাস ও ইবাদত প্রসঙ্গে ঈসা

www.nagorikpathagar.org

(আ.)-কেও শেষ বিচারে আল্লাহ তা'আলা জিজ্ঞাসা করবেন, এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يٰعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ ۖ قَالَ سُبْحٰنَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ ۚ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ ۚ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ۚ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ.

"আল্লাহ যখন বলবেন, 'হে মরিয়ম-তনয় ঈসা! তুমি কি লোকদেরকে বলেছিলে যে, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত আমাকে ও আমার জননীকে ইলাহরূপে গ্রহণ কর?' সে বলবে, 'তুমিই মহামহিমান্বিত! যা বলার অধিকার আমার নেই তা বলা আমার পক্ষে শোভন নয়। যদি আমি তা বলতাম তবে তুমি তো তা জানতে। আমার অন্তরের কথা তো তুমি অবগত আছ, কিন্তু তোমার অন্তরের কথা আমি অবগত নই; তুমি তো অদৃশ্য সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত।" {*৫-সূরা মায়েদা : ১১৬*}

উল্লিখিত পদ্ধতি প্রকৃত সত্য বের করার জন্য আল্লাহ তা'আলার সুন্নাহ। অনুরূপ প্রতিটি মানুষের প্রতিমুহূর্তের কার্যকলাপ দুই কাঁধে নিয়োজিত ফিরিশতা দিয়ে লিপিবদ্ধ হচ্ছে, শেষ বিচারে সেগুলো আমলনামা হিসেবে মানুষের কাছে আল্লাহ তা'আলা প্রকাশ করে দেবেন। পার্থিব জগতে ঘটিত সব কর্মের নিবন্ধগ্রন্থ দেখে নিজেরাই সাক্ষ্য দিয়ে তার সত্যতা স্বীকার করবে। তদুপরি, মানুষের চক্ষু, কান, হাত, পা, গায়ের চামড়া ইত্যাদি মানুষের পক্ষে অথবা বিপক্ষে সাক্ষ্য দেবে এবং নবী-রাসূলগণ স্বস্ব জাতির পক্ষে সাক্ষ্য দেবেন। যা হোক, আল্লাহ তা'আলার পরিবর্তে অন্য যাদের ইবাদত করা এবং আল্লাহ তা'আলার সাথে শরীক দাঁড় করানো সবই শয়তানের অনুপ্রেরণার ফল, সেটিও আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনে উল্লেখ করেছেন। অতএব ইবাদতে আল্লাহ তা'আলার সাথে যারা শরীক দাঁড় করায় তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করেন না, কিন্তু অন্যান্য পাপ যাকে খুশি তিনি ইচ্ছা করলে তার "রহমতে" স্থান দিয়ে ক্ষমা করবেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا بَعِيدًا. إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنٰثًا ۚ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطٰنًا مَّرِيدًا. لَّعَنَهُ اللَّهُ ۘ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا.

"আল্লাহ তাঁর শরীক করার অপরাধ ক্ষমা করবেন না, এটি ব্যতীত সব কিছু যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং কেউ আল্লাহর শরীক করলে সে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়।

www.nagorikpathagar.org

তাঁর পরিবর্তে তারা দেবীরই পূজা করে এবং বিদ্রোহী শয়তানেরই পূজা করে। আল্লাহ তাকে [*শয়তানকে*] লানত করেন এবং সে বলে, 'আমি অবশ্যই তোমার বান্দাদের এক নির্দিষ্ট অংশকে আমার অনুসারী করে নেব।" {*৪-সূরা নিসা : ১১৬-১১৮*}

ভালো কাজে বাধা দিয়ে অশান্তি সৃষ্টি করে

শয়তানের চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ভালো কাজে বাধা সৃষ্টি করা এবং অনুপ্রেরণা দিয়ে আদম সন্তানকে খারাপ কাজে জড়িত রাখা। মানব সন্তান ভালো কাজ করে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রত্যাশায় কল্যাণের পথে এগিয়ে আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ প্রাপ্ত হোক সেটি সে পছন্দ করে না। তবে মহান আল্লাহ তা'আলার অবারিত অনুগ্রহ যা প্রতিমুহূর্তে মানবের জন্য রহমত হিসেবে সরবরাহ হচ্ছে তা বন্ধ করার ক্ষমতা শয়তানের নেই। কাজেই ধন-সম্পদ বা অন্যান্য নেয়ামতের মাধ্যমে খারাপ কাজে জড়িত হওয়ায় মানব সন্তানের প্রবৃত্তিতে অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ দেয়ার জন্য সে উপদেষ্টা সাজে। আল-কুর'আনে দান-খয়রাতকে ভালো কাজ হিসেবে উল্লেখ করে মু'মিনদেরকে দান-খয়রাত করতে আল্লাহ তা'আলা উৎসাহ দিয়েছেন। ন্যায় পথে হালালভাবে উপার্জিত বস্তু থেকে উৎকৃষ্ট বস্তু দান করার আদেশ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ ص وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّآ اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ط وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ

"হে মু'মিনগণ! তোমরা যা উপার্জন কর এবং আমি যা ভূমি থেকে তোমাদের জন্য উৎপাদন করে দেই তন্মধ্যে যা উৎকৃষ্ট তা ব্যয় (দান) কর; এবং তার নিকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করার সংকল্প কর না, অথচ তোমরা তা গ্রহণ কর না, যদি না তোমরা চক্ষু বন্ধ করে থাক এবং জেনে রাখ যে, আল্লাহ অভাবমুক্ত প্রশংসিত।" {*২-সূরা বাকারাহ : ২৬৭*}

বস্তুত হালাল এবং পবিত্র বস্তু ব্যতিরেকে আল্লাহ তা'আলা কোনো কিছুই গ্রহণ করেন না। এ প্রসঙ্গে রাসূল (সা.) বলেছেন, *যে ব্যক্তি তার হালাল রোজগার থেকে একটি খেজুরের মূল্য পরিমাণ দান করে- উল্লেখ্য, আল্লাহ পাক-পবিত্র ও হালাল বস্তু ছাড়া কিছু গ্রহণও করেন না। তবে আল্লাহ তার [খেজুরের পরিমাণ দান] দান, তার ডান হাতে গ্রহণ করেন [দান-খয়রাতে হালাল ও পবিত্র বস্তুর মূল্য অনেক বেশী]। অতঃপর তাকে [ক্ষুদ্র দানকে] তার [দানকারীর] জন্য বৃদ্ধি করতে থাকেন যেরূপ*

www.nagorikpathagar.org

তোমাদের কেউ তার অশ্ব শাবককে লালন পালন করতে থাকে। অবশেষে একদিন তা পাহাড় সমতুল্য হয়ে যায়। [সহীহ আল-বুখারী ও মুসলিম, রিয়াদুস সালেহীন, খণ্ড ২:৯৫]

অর্থাৎ তোমরা হালাল উপায়ে উপার্জিত সম্পদ থেকে উৎকৃষ্ট বস্তু আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনে দান-খয়রাতে ব্যয় কর। মানব প্রকৃতির একটি বড় দোষ হচ্ছে অন্যের জন্য [*দান-খয়রাতে*] সাধারণত উৎকৃষ্ট বস্তু দিতে চায় না, কিন্তু কারোর কাছ থেকে কিছু গ্রহণ করতে গেলে উৎকৃষ্ট বস্তু সে অনুসন্ধান করে। হারাম উপায়ে উপার্জিত সম্পদ যেমন ঘুষের মাধ্যমে অথবা অন্যদেরকে ঠকিয়ে বিভিন্ন সূত্রে উপার্জিত সম্পদকে বাংলাদেশের সমাজে বলা হয় বাম হাতে উপার্জিত সম্পদ। ঘুষের সম্পদকে বলা যায় টেবিলের নীচে দিয়ে অথবা পেছন থেকে গৃহীত সম্পদ। তার পরিমাণ এবং গুণগত দিক থেকে যত বড়ই হোক, গ্রহণ করার সময় তারা তা স্বচক্ষে দেখে না। কারণ চোখে দেখে সরাসরি গ্রহণ করতে গেলে হয়ত বিবেকে বাধবে। তবে মানুষ যখন চোখে দেখে কোনো বস্তু গ্রহণ করে তখন সে বস্তু যতই নগণ্য হোক তবুও সে উৎকৃষ্ট বস্তু খোঁজে। তা হলে মানুষ জেনে শুনে হারাম পন্থায় বাম হাতে টেবিলের নীচে দিয়ে উপার্জিত বস্তু এবং নিকৃষ্ট বস্তু কীভাবে আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় দান করে? তাদের জানা উচিত আল্লাহ তা'আলা ভালো বা সৎকর্ম [*আমেলা সালেহ*] এবং হালাল বস্তু ব্যতিরেকে কিছুই গ্রহণ করেন না।

অতএব ভালো কর্ম বা বস্তু ছাড়া বাম হাতের বস্তু পরিমাণে যত বড়ই হোক তার দানের পুরস্কার তিনি দেবেন না। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ.

"তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি এমন কিছু নয় যা তোমাদেরকে আমার নিকটবর্তী করে দেবে; তবে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম [*আমেলা সালেহ*] করে তাদের কর্মের জন্য পাবে বহুগুনে পুরস্কার; আর তারা প্রাসাদে নিরাপদে থাকবে।" {*৩৪-সূরা সাবা : ৩৭*}

وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى ۗ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا.

"এবং যারা সৎপথে চলে, আল্লাহ তাদেরকে অধিক হেদায়াত দান করেন; এবং স্থায়ী সৎকর্মে তোমার প্রতিপালক পুরস্কার প্রদানের জন্য শ্রেষ্ঠ এবং প্রতিদানেও শ্রেষ্ঠ।" {*১৯-সূরা মরিয়ম : ৭৬*}

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহ তা'আলার একনিষ্ঠ বান্দা (*ইবাদী*), হালাল পথে উপার্জিত বস্তু কারোর প্রশংসা প্রাপ্তির জন্য নয় বরং আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্যই ব্যয় করে, নিজের প্রয়োজনেই করে। আল্লাহ তা'আলা আস-সমাদ, গনিউল হামিদ [*কারোর মুখাপেক্ষী নন, অভাব মুক্ত*], তাঁর সৃষ্টি মানুষের দান-খয়রাত ও ধন-সম্পদের কোনো প্রয়োজন তাঁর নেই বরং তিনি সব কিছুর রিযিকদাতা। ধনীরা দান-খয়রাতের মাধ্যমে সমাজের নিরীহ ও অভাবীদের প্রয়োজন পূরণ করলে, সৃষ্টিতে ধনী-গরীবের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার যে ব্যবধান রেখেছেন এবং একে অপরের উপর বিভিন্ন ব্যাপারে যে নির্ভরশীল সেটির পরিপূর্ণতা লাভ করে। দান-খয়রাতের মাধ্যমে ধনী-গরীবের মধ্যে ভালো সম্পর্ক সৃষ্টি হয়, তাতে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা সহজতর হয়। তদুপরি এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত বিধানে ধনীদের আত্মসমর্পণের নিদর্শন সৃষ্টি হয়।

দান-খয়রাতের মাধ্যমে ধনীরা আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন করে পরকালের চিরন্তন সুখ-শান্তির জন্য সম্পদ জমা করার এবং আল্লাহ তা'আলার অশেষ অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞ বান্দা হওয়ার সুযোগ পায়। বস্তুত এটিই হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার অন্যতম সৃষ্টি মানুষের কাছ থেকে আল্লাহ তা'আলার প্রাপ্তি এবং মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্যের সার্থকতা। কারণ এ সমস্তের মাধ্যমে আদম সন্তানরা প্রমাণ করে থাকে যে, তারা প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আর কারও ইবাদত করে না।

আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য দান করলে দাতার সম্পদ কখনোই কমে না বরং বৃদ্ধি পায়। *রাসূল (সা.) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে বনী আদম! তুমি দান কর, আমি তোমাকে দান করবো। তিনি (সা.) আরও ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তা'আলার ডান হাত ভরপুর। [সহীহ মুসলিম ২১৭৮]*

দান করে কেউ গরীব হয়েছে এ ধরনের কাহিনী কারো জানা নেই তবে পার্থিব ভোগবিলাসে সামর্থ্যের অতিরিক্ত সম্পদ ব্যয় করে মানুষ অর্থাভাবে কষ্ট পেয়েছে, এ রকম দৃষ্টান্ত সব সমাজেই রয়েছে।

দান-খয়রাতে কৃপণতা ও পিছুটান সৃষ্টি করে

সবারই অভিজ্ঞতা রয়েছে যে, দান-খয়রাতের ইচ্ছা সৃষ্টি হলে অথবা উৎকৃষ্ট কিছু দান-খয়রাতে ব্যয় করতে অনেকের মনে পিছুটান এবং কৃপণতার সৃষ্টি হয়। তাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে কদাচিৎ দান-খয়রাত এবং দান-খয়রাতে উৎকৃষ্ট বস্তু ব্যবহার করা হয়। আবার অনেক সময় ব্যাপারটি অন্যভাবে চিন্তা করা হয়, যেমন দান না করে সম্পদ হাতে থাকলে সংসারের জন্য বিশেষভাবে কাজে লাগবে অথবা দান খয়রাতে সম্পদ খরচ করলে পরবর্তীতে তারা হয়তো অভাবে পড়ে যাবে। দান-খয়রাতের ব্যাপারে এই ধরনের চিন্তা সৃষ্টি হওয়ার পেছনে যে অদৃশ্য শক্তির

www.nagorikpathagar.org

ফিসফিসানি কাজ করে সেটি তারা বুঝতে পারে না। এই ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

اَلشَّيْطٰنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَاْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاۤءِ ۚ وَاللّٰهُ يَعِدُكُمْ مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ۔

"শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্র্যের ভয় দেখায় এবং কার্পণ্যের নির্দেশ দেয়। আর আল্লাহ তোমাদেরকে তার ক্ষমা এবং অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন [দান খয়রাত করলে]। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।" *[২-সূরা বাকারাহ : ২৬৮]*

তবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, আল্লাহ তা'আলা কখনও মানুষের সাধ্যের বাইরে করোর উপর কোনো দায়িত্ব অর্পণ করেন না, এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ۔

"আল্লাহ কারও উপর এমন কোনো কষ্টদায়ক দায়িত্ব অর্পণ করেন না যা তার সাধ্যাতীত। সে ভালো যা উপার্জন করে তা তারই এবং সে মন্দ যা উপার্জন করে তাও তারই।" *[২-সূরা বাকারাহ : ২৮৬]*

এটি অনস্বীকার্য যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রবৃত্তির অবৈধ চাহিদায় সামর্থ্যের বহির্ভূত বিলাসিতার কারণে নিজ দোষে মানুষ আর্থিক সমস্যায় পড়ে। ইংরেজীর অর্থবহ প্রবাদবাক্য "Cut your coat according to 'One's' cloth" 'আয় বুঝে ব্যয় কর'। বিশেষ ক্ষেত্রে মানুষকে পরীক্ষা করার জন্যই তার রিযিক আল্লাহ তা'আলা সীমিত করে থাকেন। এ সম্পর্কে আল-কুরআন থেকে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। দান-খয়রাত করার মতো আর্থিক যোগ্যতা এবং মন-মানসিকতা আল্লাহ তা'আলাই মানুষকে দান করেন। তাই যাদের আল্লাহ তা'আলা অনুগ্রহ করে ধন-সম্পদে ধনী করেছেন এবং যাদের সাধ্য আছে তাদের জন্য দান-খয়রাত না করার পেছনে কোনো যৌক্তিক কারণ নেই। তবে দান-খয়রাত করার মতো কোনো সম্পদ না থাকলে দুঃখ করারও কিছু নেই। কারণ তাদের জন্য দান-খয়রাতে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। কিন্তু দান-খয়রাত না করেও তারা একনিষ্ঠ অন্তরে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসায় তাসবীহ করার মাধ্যমেও দান-খয়রাতের মতোই পুরস্কার লাভ করতে পারে।

আবু যার (রা.) বর্ণনা করেন, কতিপয় লোক বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অন্যরা তো সব সওয়াব নিয়ে গেল। আমরা যেমন নামায পড়ি তারা তেমন নামায পড়ে। আমরা যেমন রোযা রাখি তারা তেমন রোযা রাখে। (কিন্তু) তাদের উদ্বৃত্ত মাল থেকে তারা সদাকা করে। তিনি (সা.) বললেন, 'আল্লাহ কি তোমাদের জন্য এমন

www.nagorikpathagar.org

ব্যবস্থা করেননি যার মাধ্যমে তোমরা সদাকা করতে পার? (জেনে রাখ) প্রত্যেকবার সুবহানাল্লাহ বলা সাদকা, আল্লাহু আকবার বলা সদাকা, আল্‌হামদুলিল্লাহ্ বলা সদাকা, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা সদাকা, সৎ কাজের হুকুম করা সদাকা, অসৎ কাজ করতে নিষেধ করা সদাকা এবং তোমাদের স্ত্রীর সাথে মিলনও সদাকা। সাহাবীগণ বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের কেউ তার যৌন আকাঙ্ক্ষা পূরণ করলে তাতেও সওয়াব হয়?' তিনি (সা.) বললেন, 'আচ্ছা বলতো, যদি কেউ হারাম উপায়ে যৌন আকাঙ্ক্ষা পূরণ করে, তবে তার গোনাহ হবে কি না?' (নিশ্চয়ই গোনাহ হবে) এভাবে হালাল পন্থায় এ কাজ করলে তার সওয়াব হবে।" *[সহীহ মুসলিম, ২১৯৯]*

আল্লাহ তা'আলা কৃপণতা পছন্দ করেন না, বিশেষ করে কৃপণতা করে দান-খয়রাত থেকে বিরত থাকাকে। যারা কৃপণতার জন্য দান খয়রাত থেকে বিরত থাকে তারা প্রকৃতপক্ষে নিজেদেরই ক্ষতি করে। কৃপণতার কারণে দান না করে আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহকে অস্বীকার করা হয়, তাতে সে অকৃতজ্ঞ বান্দা হয়ে যায়। মানব সন্তানের কাছ থেকে এ ধরনের কাজই শয়তান আশা করে, কারণ শয়তান সর্বশ্রেষ্ঠ অকৃতজ্ঞ বান্দা। কৃপণতা অবলম্বন করলে কী পরিমাণ ক্ষতি হয় সে ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন–

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُم ۖ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۖ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ.

"এবং আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে যা তোমাদেরকে দিয়েছেন তাতে যারা কৃপণতা করে তাদের জন্য তা মংগল, এটি যেন তারা কিছুতেই মনে না করে। না, এটি তাদের জন্য অমঙ্গল। যাতে [*ধন-সম্পদ*] তারা কৃপণতা করবে কেয়ামতের দিন তা-ই তাদের গলার বেড়ি হবে। আসমান ও জমিনের স্বত্বাধিকার একমাত্র আল্লাহরই। তোমরা যা কর আল্লাহ তা বিশেষভাবে অবহিত।" { *৩-সূরা আলে ইমরান : ১৮০* }

কৃপণতা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন–

الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا.

"যারা কৃপণতা করে এবং মানুষকে কৃপণতার নির্দেশ দেয় এবং আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে যা দিয়েছেন তা গোপন করে। আখেরাতে কাফেরদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন।" *{৪-সূরা নিসা : ৩৭}*

www.nagorikpathagar.org

কৃপণদের দান-খয়রাত সম্পর্কে রাসূল (সা.) বলেছেন, কৃপণ ও দানশীল ব্যক্তির দৃষ্টান্ত সে দু'ব্যক্তির ন্যায়, যাদের দেহে দু'টি লৌহ বর্ম পরিহিত এবং যাদের হস্তদ্বয় তাদের বক্ষ ও কণ্ঠনালীর সাথে জড়ায়। অতঃপর দানশীল ব্যক্তি যখনই দান করার ইচ্ছা করে তখনই ঐ বর্ম প্রশস্ত হয়ে যায় আর কৃপণ ব্যক্তি যখনই দান করার ইচ্ছা করে তখন লৌহবর্মটি সঙ্কুচিত হয়ে যায় এবং এর প্রতিটি আংটা নিজ নিজ স্থানে মজবুতভাবে আটকিয়ে যায়। (সহীহ মুসলিম, ২২৩০)

সৎপথে পরিশ্রম করে আল্লাহ তা'আলার অসীম অনুগ্রহে অনেকেই ধনবান হয় আবার অনেকে হতে পারে না। ইচ্ছা করলেই কেউ ধনবান হতে পারে না। ন্যায়নীতি অবলম্বনে কঠিন পরিশ্রম করেও যারা ধনবান হতে পারে না তাদের জন্য ধৈর্য ধরাই উত্তম, কারণ ধনবান হওয়া আর না হওয়া এই দুই অবস্থাই আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে তাদের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ। তবে যারা ঐশ্বর্যের মালিক হয় তাদের উচিত কৃপণতা না করে দান-খয়রাতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহের জন্য শুকরিয়া আদায় করে কৃতজ্ঞ বান্দা হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করা। কৃপণতা করে যারা দান-খয়রাত করে না তারা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহের জন্য শুকরিয়া আদায় না করে অকৃতজ্ঞ বান্দা হয়ে যায়। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার নেয়ামতকে গোপন করে সে অকৃতজ্ঞ বা কাফেরে পরিণত হয়। সে কথাই আল্লাহ তা'আলা ৩৭ নং আয়াতে উল্লেখ করেছেন।

দান-খয়রাতের বিপরীতে মানুষ চিত্তবিনোদনের জন্য যখন অর্থ-সম্পদ খরচ করে তখন তাদের হৃদয়ে কৃপণতার সৃষ্টি হয় না। এমনকি পরবর্তীতে অভাবে পড়বে এ রকম কোনো ভয়ভীতিও তাদের হৃদয়ে সৃষ্টি হয় না। বরং স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই কাজে টাকা খরচ করতে দ্বিধা করে না। শয়তান চায় মানুষ চিত্তবিনোদনের কাজে অতিমাত্রায় জড়িত থেকে তাদের মূল্যবান সময় নষ্ট করাকে এবং আল্লাহ তা'আলার ইবাদতের ব্যাপারে উদাসীন হয়ে সর্বদাই পাপ কাজে জড়িত থাকুক। প্রবৃত্তি সাধারণত চিত্তবিনোদনের জন্য বৈধ-অবৈধ সব বিষয়ই পছন্দ করে, কারণ দুনিয়াতে এ সমস্ত তারা সরাসরি উপভোগ করতে পারে। কিন্তু দান-খয়রাতের ফলে অন্যরা ইহজগতে উপকৃত হয় এবং ফলাফল ভোগ করে, তাই অধিকাংশ দাতা সেটি বুঝতে পারে না। দান-খয়রাতের ফলাফল দাতা পরকালীন জীবন ছাড়া ভোগ করতে পারবে না। তবে পার্থিব জীবনে দান-খায়রাতের মাধ্যমে অন্যের কষ্ট নিবারণ করে ও তাদের মুখে হাসি দেখে সে মানসিকভাবে প্রশান্তি লাভ করতে পারে, যদি সে হৃদয়বান ব্যক্তি হয়।

অতিমাত্রায় চিত্তবিনোদনের জন্য ব্যয় করা সম্পদ এবং পেছনে ফেলে যাওয়া ধন-সম্পদ, আত্মীয়স্বজন বন্ধু-বান্ধব আখেরাতে কারোর উপকারে আসবে না। তবে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের জন্য যে দান-খয়রাত করা হয় সেটিই

www.nagorikpathagar.org

উপকারে আসবে। তাই শয়তান চায় না, দান-খয়রাতের মাধ্যমে মুসলিম উম্মত আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহের জন্য শুকরিয়া আদায় করে আখেরাতে লাভবান হোক বরং সে চায় তার মতোই আল্লাহ তা'আলার নেয়ামত ভোগ করে তারা অকৃতজ্ঞ হোক। আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভার্থে যে সমস্ত দান-খয়রাত করা হয় তার জন্য আল্লাহ তা'আলা কেমন পুরস্কার রেখেছেন তার একটি ব্যবহারিক উপমা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِىْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ؕ وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ. وَمَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَتَثْبِيْتًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍۭ بِرَبْوَةٍ اَصَابَهَا وَابِلٌ فَاٰتَتْ اُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ ج فَاِنْ لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ.

"যারা নিজেদের ধনৈশ্বর্য আল্লাহর পথে ব্যয় করে তাদের উপমা একটি শস্যবীজ, যার সাতটি শীষ উৎপাদন করে, প্রত্যেক শীষে একশত শস্যকণা। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বহুগুনে বৃদ্ধি করে দেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ। যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভার্থে ও নিজেদের আত্মা বলিষ্ঠ করণার্থে ধনৈশ্বর্য ব্যয় করে তাদের উপমা কোনো উচ্চভূমিতে অবস্থিত একটি উদ্যান, যাতে মুষলধারে বৃষ্টি হয়, ফলে তার ফলমূল দ্বিগুন জন্মে। যদি মুষলধারে বৃষ্টি নাও হয় তবে লঘু বৃষ্টিই যথেষ্ট। তোমরা যা কর আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা।" { *২-সূরা বাকারাহ : ২৬১ ও ২৬৫* }

পার্থিব জগতে হালাল পথে ব্যবসা-বাণিজ্য করলে কোনো ব্যবসাতেই এ রকম লাভ করা যায় না বরং সর্বদাই লোকসানের ভয় থাকে। অথচ দান-খয়রাতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার সাথে ব্যবসা করলে ক্ষতির কোনো সম্ভাবনা নেই বরং মুনাফার পরিমাণ বহুগুনে বেশী পাওয়ার নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি রয়েছে। এ রকম নিশ্চয়তা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাযিল করেছেন যাতে বান্দারা বেশী পরিমাণে দান করতে উদ্বুদ্ধ হয়। বস্তুত আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য যা কিছু পার্থিবে করা হবে তার সবই হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার সাথে উত্তম বাণিজ্য। এই বাণিজ্যের উপকরণ ও তার পুরস্কার সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ. تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ لا يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِىْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ.

www.nagorikpathagar.org

“হে মু’মিনগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন বাণিজ্যের সন্ধান দেব যা তোমাদেরকে রক্ষা করবে মর্মন্তুদ শাস্তি থেকে? তা এই যে, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলে বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং তোমাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। এটিই তোমাদের জন্য শ্রেয় যদি তোমরা জানতে! আল্লাহ তোমাদের পাপ ক্ষমা করে দেবেন এবং তোমাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত এবং স্থায়ী জান্নাতে উত্তম বাসগৃহে। এটিই মহাসাফল্য।” { *৬১-সূরা সফ : ১০-১২* }

দান-খয়রাতের পুরস্কার নষ্ট করায়

ভালো কর্মের স্বীকৃতি এবং প্রশংসার বাণী শুনতে সকলেই পছন্দ করে। এটি মনুষ্য চরিত্রের একটি দুর্বলতা। তাই দান-খয়রাতে অথবা অন্যভাবে কারোর উপকার করে প্রশংসা পাওয়ার আশা অনেকেই পোষণ করে থাকেন। অভাবের কারণে যারা দান-খয়রাত গ্রহণ করতে বাধ্য হয়, তারা যেন দাতাকে সব কাজে সমীহ করে অথবা দাতার কথার বাইরে যেন কোনো কাজ তারা না করে, দান গ্রহীতার কাছ থেকে এ রকম আচরণ অজ্ঞতাবশত অনেক দাতাই প্রত্যাশা করে। দান গ্রহীতা এর বিপরীতে গেলেই দাতাদের অনেকেই দান গ্রহীতাকে মনে করিয়ে দেয় তাদের উদারতার কথা, এমনকি বিভিন্নভাবে খোঁটা দিতেও দ্বিধা করে না। দাতাদের এ রকম ব্যবহার দান গ্রহীতাকে নিঃসন্দেহে মর্মাহত করে। তাই বলা যায়, দান করার পর দাতাদের এ ধরনের ব্যবহার প্রকৃতপক্ষে শয়তানের মতো ব্যবহার। এরা সাধারণত মানুষ দেখানোর জন্যই দান-খয়রাত করে থাকে। যারা আখেরাতের জীবনের কল্যাণে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য দান করে তারা দান গ্রহীতার কাছ থেকে কোনো প্রকার প্রশংসা পাওয়ার আশা রাখে না বরং দানের কথা গোপন রাখতে যথাসাধ্য চেষ্টা করে। দান করার পর খোঁটা দিয়ে দান গ্রহীতাকে ক্লেশ দেয়ার মতো দান-খয়রাতের প্রয়োজন আল্লাহ তা'আলা রাখেন না। তাই মানুষ দেখানো দান-খয়রাত যারা করে তাদেরকে সতর্ক করে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ وَّمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَّتْبَعُهَآ اَذًى ط وَاللّٰهُ غَنِىٌّ حَلِيْمٌ. يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا لَا تُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى ط كَالَّذِىْ يُنْفِقُ مَالَهٗ رِئَآءَ النَّاسِ وَلَا
يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ط فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَاَصَابَهٗ وَابِلٌ فَتَرَكَهٗ
صَلْدًا ط لَا يَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَىْءٍ مِّمَّا كَسَبُوْا ط وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ.

www.nagorikpathagar.org

"যে দানের পর ক্লেশ দেয়া হয় তা অপেক্ষা ভালো কথা ও ক্ষমা শ্রেয়। আল্লাহ অভাবমুক্ত, পরম সহনশীল। হে মু'মিনগণ! দানের কথা প্রচার করে এবং ক্লেশ দিয়ে তোমরা তোমাদের দানকে ঐ ব্যক্তির ন্যায় নিষ্ফল করো না যে নিজের ধন লোক দেখানোর জন্য ব্যয় করে থাকে এবং আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে না। তার উপমা একটি মসৃণ পাথর যার উপর কিছু মাটি থাকে অতঃপর তার উপর প্রবল বৃষ্টিপাত তাকে পরিষ্কার করে রেখে দেয়। যা তারা উপার্জন করেছে তার কিছুই তারা তাদের কাজে লাগাতে পারবে না। আল্লাহ কাফের সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।" { *২-সূরা বাকারাহ : ২৬২-২৬৪* }

وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا.

"এবং যারা মানুষকে দেখানোর জন্য তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে এবং আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাস করে না [*আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন না*] আর শয়তান কারও সংগী হলে সে সংগী কত মন্দ!" { *৪-সূরা নিসা : ৩৮* }

প্রবৃত্তির চাহিদায় শয়তানই অনুপ্রেরণা দিয়ে লোক দেখানোর জন্য দান খয়রাত করতে উৎসাহিত করে, যাতে দাতা পার্থিব জীবনে অন্যের কল্যাণে তার ধন সম্পদ ব্যয় করেও আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অদৃশ্য শয়তানের উৎসাহ বা অনুপ্রেরণা ব্যতিরেকে আল্লাহ সচেতন বুদ্ধিমান কোনো মুসলিম এ কাজ করবে না সেটি উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন। তাদের নিত্যদিনের সাথী শয়তান তাই এ ধরনের কাজ করে। ইতোপূর্বে উল্লিখিত হাদীসে বলা হয়েছে যে, সকল মানবের সাথে একজন করে শয়তান থাকে, তবে সকলেই শয়তানের প্ররোচনায় সমানভাবে প্রভাবিত হয় না। মুসলিম উম্মতের যারা ইসলামী মূল্যবোধ সম্পর্কে অজ্ঞ ও পরকাল সম্পর্কে উদাসীন তারা শয়তানের প্ররোচনায় স্বীয় প্রবৃত্তির চাহিদার কাছে আত্মসমর্পণ করে ধন-সম্পদ দান করেও ক্ষতিগ্রস্তের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। দান গ্রহীতাকে খোঁটা দিয়ে কষ্ট দিলে আখেরাতে তার পরিণাম কি হবে, সে ব্যাপারে *আবু যার (রা.) রাসূল (সা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিন ধরনের লোকের সাথে আল্লাহ কেয়ামতের দিনে কথা বলবেন না, তাদের প্রতি তাকাবেন না, তাদেরকে পাক-পবিত্রও করবেন না। আবু যার বলেন, রাসূল (সা.) এই বাক্যটি তিনবার উচ্চারণ করেছেন। আবু যার আরো বলেন, এরা নিরাশ ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। হে আল্লাহর রাসূল! এই লোকগুলো কারা? তিনি বলেন: কাপড় ঝুলিয়ে পরিধানকারী [গৌরববশত], উপকার করে খোটাদানকারী এবং মিথ্যা শপথ করে জিনিস-পত্র বিক্রয়কারী। [রিয়াদুস সালেহীন, খণ্ড ২, ৭৯৪; সহীহ মুসলিম]*

www.nagorikpathagar.org

আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, কেয়ামতের দিন প্রথম যে ব্যক্তির বিচার হবে সে একজন শহীদ। তাকে হাজির করা হবে। পার্থিব জগতে তাকে যে সব নেয়ামত দেয়া হয়েছিল সেগুলো তাকে দেখানো হবে এবং সে তা চিনতে পারবে। তাকে বলা হবে, এসব নেয়ামতকে তুমি কিভাবে কাজে লাগিয়েছ? সে বলবে, হে আল্লাহ, আমি তোমার রাস্তায় জিহাদ করেছি এবং শেষ পর্যন্ত শহীদ হয়েছি। আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বললে বরং তুমি এজন্য যুদ্ধ করেছ যে, লোকে তোমাকে বীর উপাধি দেবে। অবশ্য তা বলাও হয়েছে। অতঃপর নির্দেশ দেয়া হবে, তাকে উপুড় করে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে। অপর এক ব্যক্তি জ্ঞান অর্জন করেছিল এবং তা অন্যকে শিক্ষা দিয়েছিল আর সে কুরআনও পাঠ করেছিল। তাকে ডেকে নিয়ে যে সব নেয়ামত তাকে দেয়া হয়েছিল তা দেখানো হবে। সে তা সনাক্ত করবে। আল্লাহ পাক বলবেন ঃ এসব নেয়ামত তুমি কিভাবে কাজে লাগিয়েছ? সে উত্তর দেবেঃ আমি জ্ঞানার্জন করেছি এবং তা অন্যকে শিক্ষা দিয়েছি। আর তোমার সন্তুষ্টির জন্য কুরআন পাঠ করেছি। আল্লাহ বলবেন ঃ তুমি মিথ্যা বললে, বরং তুমি এ জন্যই জ্ঞান অর্জন করেছ যে, লোকে তোমাকে জ্ঞানী বলবে। আর কুরআন এ জন্যই পাঠ করেছ যে, তোমাকে কারী' বলা হবে আর তা বলা হয়েছে। অতঃপর তার ব্যাপারে আদেশ দেয়া হবে, তাকে উপুড় করে টেনে হেঁচড়ে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে। আরেক ব্যক্তিকে আল্লাহ ধন-সম্পদের যথেষ্ট প্রাচুর্য দান করেছিলেন। তাকে দেয়া নেয়ামতসমূহ তার সামনে হাজির করা হবে এবং সে চিনতে পারবে। তাকে জিজ্ঞেস করা হবে, তুমি এই ধন-সম্পদ কিভাবে ব্যবহার করেছ? সে বলবে, হে আল্লাহ, যে সব পথে খরচ করাকে তুমি পছন্দ কর আমি তার প্রতিটি পথেই অর্থ-সম্পদ খরচ করেছি। আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বললে। বরং তুমি এ জন্যই অর্থ-সম্পদ খরচ করেছ যে তোমাকে দানশীল বলা হবে, আর তা বলা হয়েছে। তার সম্পর্কে নির্দেশ দেয়া হবে, তাকে উপুড় করে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে। [সহীহ মুসলিম, ইমাম নববীর চল্লিশ হাদীস, হাদীসে কুদসী হাদীস নম্বর ১৮, ইংরেজী অনুবাদ];

জুনদুব ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে সুফিয়ান (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী (সা.) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি মানুষকে শুনানোর জন্য কাজ করে আল্লাহ তার দোষক্রটি মানুষের গোচরীভূত করবেন। আর যে ব্যক্তি মানুষকে দেখানোর জন্য কাজ করে আল্লাহ তার সমস্ত দোষক্রটি মানুষকে দেখিয়ে দেবেন। { সহীহ মুসলিম, চল্লিশ হাদীস, হাদীসে কুদসী, হাদীস নম্বর ৬, পৃষ্ঠা ৫২, ইংরেজী অনুবাদ }

আবু হুরায়রা (রা.) আরো বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, যে এমন জ্ঞান অর্জন করল, যা দ্বারা মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা যায় কিন্তু সে তা

www.nagorikpathagar.org

পার্থিব সুখ-শান্তি ও সুযোগ সুবিধা লাভের জন্য অর্জন করল। সে কেয়ামতের দিন বেহেশতের সুগন্ধ পাবে না। [রিয়াদুস সালেহীন, খণ্ড ৩, ১৩৯১; আবু দাউদ, বিশুদ্ধ সনদে বর্ণনা করা করেছে]

আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য যে কাজ এবং ইবাদত করা হয়, তার জন্য কারো প্রশংসা পাওয়ার ইচ্ছা যদি অন্তরে পোষণ করা হয়, তাতে মানুষকে ফাঁকি দিতে পারলেও সর্বজ্ঞানী আল্লাহ তা'আলাকে ফাঁকি দেয়া যাবে না। লোক দেখানোর জন্য দান-খয়রাত অত্যন্ত খারাপ কাজ কারণ ধন-সম্পদের বদৌলতে দুনিয়াতে অন্যের প্রশংসা অর্জনই তার প্রধান উদ্দেশ্য। দান-খয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন এবং তার প্রদত্ত নেয়ামতের জন্য শুকরিয়া আদায় করা তার প্রধান উদ্দেশ্য নয় যদিও অন্যেরা সে রকম ধারণা করে না, কারণ মানুষের অন্তরের খবর সর্বজ্ঞ আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আর কারও জানার সাধ্য নেই। মানুষ মাত্রেই প্রশংসা বাক্য শুনতে ভালোবাসে। অন্যদের মুখে নিজ কর্মের জন্য প্রশংসিত হলে, মনের অজান্তে আত্মার যে নিন্দনীয় চাহিদা "গৌরব", সেটি তার প্রবৃত্তিতে আশ্রয় পায়। ফলে অহংবোধে মানুষ ক্রমশ গর্বিত হয় এবং শয়তানের মতোই সে অহংকারী হয়ে অন্যদেরকে হেয় জ্ঞান করতে থাকে। উপরোল্লিখিত হাদীসে এ রকম তিন ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে, যা কেয়ামতের বিচারে তাদের জিন্দেগির সব কর্মের পুরস্কার থেকে নিরাশ হবে, যদিও তারা মনে করতো আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্যই তারা সবকাজ করেছে। অথচ তাদের ত্যাগের পেছনে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের ইচ্ছা নয় বরং নিজেদের কর্মের জন্য মানুষের কাছ থেকে প্রশংসার আশা করতো। যদিও অন্যরা তাদের ইচ্ছার কথা জানত না কিন্তু তাদের অন্তরে সে ইচ্ছাই তারা পোষণ করতো।

আল্লাহ তা'আলা অন্তর্যামী, তাই তিনি নিজেই তাদের অন্তরে লুকিয়ে রাখা ইচ্ছা শেষ বিচারে প্রকাশ করে দেবেন। এ জন্য সকলকেই সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে, যাতে দান-খয়রাতে, জ্ঞান প্রদানে, স্বার্থত্যাগে এবং আত্মদানে [*আল্লাহ তা'আলার দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করতে নিজের জীবন দিয়ে শহীদ হওয়া*] শয়তানের প্রভাবে মানুষের প্রশংসা পাওয়ার কোনো ইচ্ছা যেন অন্তরে লুকিয়ে না থাকে। নিঃসন্দেহে বলা যায়, সকলকেই আত্মার নিন্দনীয় প্রবৃত্তির সাথে এই ব্যাপারে জিহাদ করতে হয়। যারা দান-খয়রাত করে স্বার্থত্যাগী হয় এবং জ্ঞান প্রদান করে, আত্মত্যাগী ও আত্মবলী দেয়, তারা বস্তুত আখেরাতের সুখ শান্তির অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলাকে খুশি করার এবং তার নেয়ামতের জন্য শুকরিয়া আদায় হিসেবে এ কাজগুলো করে থাকে। পার্থিব জীবনে কারোর কাছ থেকে প্রশংসা পাওয়ার জন্য নয়, এটিই হওয়া উচিত তাদের অন্তরের মূখ্য উদ্দেশ্য। তবুও অদৃশ্য শয়তান মানব প্রবৃত্তির অবৈধ চাহিদা ব্যবহার করে দাতাকে এ কাজে সাফল্যে বাধা সৃষ্টি করবে তাই দাতাকে নিজ প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করতে দৃঢ়চিত্তসম্পন্ন হতে হয়।

www.nagorikpathagar.org

দাতার হাত দান গ্রহীতার হাতের উপর থাকে। ভিক্ষাবৃত্তির নিষিদ্ধতা ঘোষণা করাকালে রাসূল (সা.) একদা দাঁড়িয়ে বললেন যে, উপরের হাত হলো নীচের হাত থেকে উত্তম। উপরের হাত দানকারীর এবং নীচের হাত দান গ্রহণকারীর। *[সহীহ মুসলিম ২২৫৫]*।

এ ঘোষণা ছিলো যাতে মানুষ অতিসহজেই ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ না করে। তবে এটি অনস্বীকার্য যে, দান করায় দাতা যে উত্তম, দাতার হৃদয়ে এ রকম ধারণা সৃষ্টিতে শয়তান অবশ্যই চেষ্টা করবে যাতে দাতা গর্বিত হয়ে স্বীয় দান করার ফযিলত নষ্ট করে দেয়। এ কারণেই আলেমরা বলেন, দান করা কালে দাতার হাত নীচে রাখা ভাল যাতে গ্রহীতা হাতের উপর থেকে তুলে নিতে পারে। দান গ্রহণ করে গ্রহীতা দাতার উপকার করে। কারণ এজন্য দাতা আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে। উপরন্তু এই মহৎ কাজের জন্য দাতা পরকালে অফুরন্ত কল্যাণ লাভ করবে।

দাতাকে ধৈর্যশীল হওয়া বাঞ্ছনীয়

ধনবান ব্যক্তিকে যেহেতু আল্লাহ তা'আলা নেয়ামতে সমৃদ্ধ করেছেন সেহেতু আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্যই তাকে যথেষ্ট ধৈর্যশীল হতে হয়। দান করার পর কোনো প্রকার খোঁটা ও ক্লেশ না দিয়ে দাতা যখন দান গ্রহীতার ব্যবহারে ও কাজকর্মে উল্টো কষ্ট পায়, তখন ব্যথিত হয়ে রাগ হওয়া, দাতার ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক কোনো ব্যাপার নয়। এ রকম পরিস্থিতি সাধারণত আত্মীয় স্বজনদের মধ্যেই বেশী হয়, তাতে সমস্যার সৃষ্টি হয়। কারণ আত্মীয়স্বজন এই ব্যাপারে বেশী স্পর্শকাতর হয়ে থাকে। এ রকম পরিস্থিতিতে আত্মীয়তা রক্ষা করার জন্য দাতাকে ধৈর্যধারণ করতে আল্লাহ তা'আলা আদেশ দিয়েছেন। রাসূলের (সা.) প্রিয়তমা স্ত্রী, মুসলিম উম্মতের মাতা আয়েশার (রা.) নামে মদীনায় যে মিথ্যা দুর্নাম রটনা হয়েছিল, তাতে সক্রিয় ভূমিকা পালন যে করেছিল, সে আবু বকরের (রা.) {*আয়েশার (রা.) বাবা*} ধন-সম্পত্তির বা দান খয়রাতের উপর নির্ভরশীল ছিলো। রাসূলের (সা.) প্রিয়তমা স্ত্রী এবং নিজের কন্যার নামে এ রকম মিথ্যা দুর্নাম রটানোর সাথে জড়িত থাকায়, আবু বকর (রা.) ব্যথিত চিত্তে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, এই ব্যক্তিকে কোনো প্রকার আর্থিক সাহায্য আর দেবেন না। কিন্তু দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ তা'আলা সেটা পছন্দ করেননি। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ۗ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

www.nagorikpathagar.org

"তোমাদের মধ্যে যারা ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের অধিকারী [*আবু বকর (রা.) এবং উম্মতের সকলেই*] তারা যেন শপথ গ্রহণ না করে যে, তারা আত্মীয়স্বজন ও অভাবগ্রস্তকে এবং আল্লাহর রাস্তায় যারা গৃহত্যাগ করেছে তাদেরকে কিছুই দেবে না; তারা যেন তাদেরকে ক্ষমা করে এবং তাদের দোষ ত্রুটি উপেক্ষা করে। তোমরা কি চাও না যে, আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করেন? এবং আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" {*২৪-সূরা নূর : ২২*}

[*আয়েশার (রা.) নামে দুর্নাম রটানোর কাহিনী সূরা আন-নূরের ১১-২১ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেছেন। আয়েশা (রা.) এই অপবাদ থেকে অনেক উর্ধ্বে সম্মানিত ও পবিত্র, সেটি ঘোষণা দিয়ে মুসলিম উম্মতকে পুনরায় এ ধরনের ঘটনা থেকে বিরত থাকতে আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন।*]

কথা প্রসঙ্গে বলা হয়, ছোটরা দোষ করবে আর বড়রা তাদেরকে ক্ষমা করবে। তাই গরীবরা না বুঝে হয়ত অনেক সময় বা বিশেষ পরিস্থিতিতে ভুল করবে আর দাতাদের দায়িত্ব তাদেরকে ক্ষমা করা, এ কারণেই তারা দাতা হিসেবে সম্মানিত হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলার হাবীব (সা.) দাতাদের ব্যাপারে বলেছেন: *ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'একদা রাসূল (সা.) মিম্বরে বসে দান খয়রাত সম্পর্কে এবং কারো কাছে কোনো কিছু না চাওয়া সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে ইরশাদ করেন: উপরের হাত {দাতার হাত} নীচের হাতের {দান গ্রহীতার হাত} চাইতে উত্তম। আর উপরের হাত হলো দানকারীর হাত এবং নীচের হাত হলো ভিক্ষুকের হাত।"{সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড ২, ১৩৩৬}* [*তবুও নিজের স্বার্থে দাতাদের গর্ব করার কিছু নেই কারণ আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহের জন্য শুকরিয়া আদায় হিসেবে দাতা দান করে। আল্লাহ তা'আলাই ধন-সম্পদে সমৃদ্ধ করে দান করার যোগ্যতা দিয়েছেন।*]

অতএব জ্ঞানী দাতা নিজেদের প্রয়োজনে আখেরাতে লাভবান হওয়ার প্রত্যাশায় দান করে ধৈর্যধারণ করবে। অতঃপর আবু বকর আস-সিদ্দিক (রা.) যতদিন বেঁচে ছিলেন, উক্ত ব্যক্তিকে প্রয়োজনীয়ভাবে ভরণ-পোষণ দিয়েছেন। *আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, এক ব্যক্তি [এসে] বললো, হে আল্লাহর রাসূল (সা.), আমার কিছু আত্মীয়স্বজন রয়েছে, যাদের সাথে আমি আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করে চলি, আর তারা সেটি ছিন্ন করে। আমি তাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করি, তারা আমার সাথে মন্দ ব্যবহার করে থাকে। আমি তাদের সাথে সহনশীলতার নীতি অনুসরণ করি, কিন্তু তারা আমার সাথে অজ্ঞতাসুলভ আচরণ করে। রাসূল (সা.) বললেন, যদি তুমি এইরূপ হয়ে থাক যেরূপ তুমি বললে, তবে তুমি যেন তাদের চোখে মুখে গরম বালি ছুড়ে মারছ। যতক্ষণ তুমি এই নীতির উপর অবিচল থাকবে, আল্লাহর পক্ষ থেকে এক সাহায্যকারী [ফিরিশতা] তাদের মোকাবেলায় তোমাকে সাহায্য করে যেতে থাকবে।{সহীহ মুসলিম, রিয়াদুস সালেহীন, খণ্ড ১, ৩১৮}*

www.nagorikpathagar.org

যে সমস্ত দান-খয়রাত বাধ্যতামূলক নয় অথচ নিজের ইচ্ছায় আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য করা হয় তাকে বলা হয় "সদাকা" (Charity), আর যাকাত হল আবশ্যকীয়, যা ধনবানদের সম্পদে গরীরের প্রাপ্য। অতএব ধনবানদের যাকাত আদায় করা ফরয দায়িত্ব। যাকাত হচ্ছে ধনীর বাড়তি সম্পদের উপর গরীবের প্রাপ্য (হক) এবং আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহে নিজের সম্পত্তি বৃদ্ধি করা ও পবিত্র করার একটি অন্যতম সুন্দর ব্যবস্থা। অতএব যাকাত দান নয় বরং যাকাতের পরিমাণ সম্পদ হচ্ছে তার জন্য অবাঞ্ছিত সম্পদ, যা অভাবীদের জন্য ব্যয় করতে পারলে নিজ দায়িত্ব থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। *তাই খ্যাতনামা আলেম শাইখ হামযা ইউসুফের মতে যাকাত দেয়ার সময় যাকাতদাতার হাত নীচে রাখা আর যাকাত গ্রহীতার হাত উপরে রাখা উত্তম, যাতে গ্রহীতা দাতার হাতের উপর থেকে তুলে নিতে পারে। কারণ প্রকৃতপক্ষে যাকাত গ্রহণ করে গ্রহীতা যাকাত দাতার উপকার এবং দায় থেকে মুক্তি পাওয়ায় সাহায্য করে থাকে।*

সম্পদশালী হওয়া অনেকের জন্য ভালো নয়

মানুষ অসচ্ছল অবস্থায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে দান-খয়রাত করে কিন্তু আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহে ধনবান হলে ধন-সম্পত্তির প্রতি তার অতিশয় মহব্বত সৃষ্টি হয় বিধায় দান করার পরিবর্তে ধন-সম্পদ বগলে আগলে রাখে। অর্থাৎ ধন-সম্পদ জমা করার নেশায় পড়ে যায়। ফলে লাভের অংশ নতুন পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করার চেষ্টা করে। তাছাড়াও তার জীবন যাপনের পদ্ধতিতে পরিবর্তন আসে, বিলাসিতা বেড়ে যায়, অপ্রয়োজনীয় খরচ বাড়ে, মানুষকে সে অবজ্ঞা করতে শুরু করে। তদুপরি পুনরায় দরিদ্র হওয়ার ভয় সৃষ্টি হয় তার অন্তরে। তাই আরও উন্নতির জন্য দিন-রাত পরিশ্রম করে। আল্লাহ তা'আলার "হক" [*যাকাত ও দান-খয়রাত*] আদায়ে অবহেলা করে, এমনকি অনেকেই পরিশেষে ধর্মের প্রতি যে দায়িত্ব আছে সেটিও সম্পূর্ণরূপে ভুলে যায়। এক্ষেত্রে সে একটি মহাসত্য ভুলে যায় যে, আল্লাহ তা'আলাই তাকে নেয়ামত দিয়ে সমৃদ্ধ করে দারিদ্র জীবন থেকে মুক্তি দিয়ে মহাপরীক্ষায় ফেলেছেন। অথচ আল্লাহ তা'আলার নেয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়ে সে তার গচ্ছিত সব পুরস্কার হারিয়ে ফেলে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُوْنَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّأَعْنَابٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ لا لَهُ
فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ لا وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ ص فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيْهِ نَارٌ
فَاحْتَرَقَتْ ط كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ.

"তোমাদের কেউ কি চায় যে, তার খেজুর ও আংগুরের একটি বাগান থাকে যার

www.nagorikpathagar.org

পাদদেশে নদী প্রবাহিত এবং যাতে সর্বপ্রকার ফলমূল আছে, যখন সে ব্যক্তি বার্ধক্যে উপনীত হয় এবং তার সন্তান-সন্ততি দুর্বল! অতঃপর তার উপর এক অগ্নিখরা ঘূর্ণিঝড় আপতিত হয় ও তা পুড়ে যায়! এইভাবে আল্লাহ তার নিদর্শন তোমাদের জন্য সুষ্ঠুভাবে ব্যক্ত করেন যাতে তোমরা অনুধাবন করতে পার।" {*২-সূরা বাকারাহ : ২৬৬*}

এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বিশেষ ধরনের ব্যক্তিদের উপমা দিয়েছেন যাদের কর্মের ফল একসময় ভালো ছিলো কিন্তু পরবর্তীতে তাদের অবাধ্যতার কারণে সমস্ত ভালো কর্মের ফল নষ্ট হয়ে যায়। *ওমর (রা.) এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে সাহাবীদের জিজ্ঞাসা করলে ইবনে আব্বাস (সা.) বলেন, "ধনী ব্যক্তিরা যখন আল্লাহ তা'আলাকে সন্তুষ্ট করার জন্য সব ধরনের আমল করে তখন আল্লাহ তা'আলা তার নিকট শয়তান পাঠিয়ে দেন [পরীক্ষার জন্য] এবং সে [ধনী ব্যক্তি] অবৈধ কর্মে জড়িত হয়, ফলে সে তার ভালো কর্মের ফলাফল নষ্ট করে।" [ফাতহুল-বারী ৮:৪৯; ইবনে কাসীর, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৫২]*

দান-খয়রাতে উৎকৃষ্ট সম্পদ ব্যয়ের পুরস্কার

ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের দাবি আদায় করা ছাড়াও পার্থিব জীবনের সকল চিন্তাভাবনা এবং কাজকর্ম সবই ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। কারণ **প্রথমতঃ** আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্যই পার্থিব জগতে সকল রাস্তায় এবং পদ্ধতিতে মুসলিমদের চেষ্টা করতে হয়। **দ্বিতীয়তঃ** ইসলামী জীবনাদর্শ হচ্ছে পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা, তাতে পার্থিব জীবনের সব বিষয়ের সম্পৃক্ততা এবং সঠিক দিকনির্দেশনা রয়েছে। বিষয়টি বুঝার জন্য উল্লেখ্য যে, পার্থিবে ক্ষমতাশালী, জ্ঞানী-গুণি সম্মানিত ব্যক্তির সন্তুষ্টির জন্য মানুষ সর্বদাই উত্তম খাবার পরিবেশন এবং উপঢৌকন হিসেবে উৎকৃষ্ট বস্তু প্রেরণ করে। তবে এই কর্মের পেছনে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একটি গোপন উদ্দেশ্য থাকে। যেমন এই ব্যক্তিকে খুশি করতে পারলে নিজের কাঙ্ক্ষিত স্বার্থ পূর্ণ করা যাবে অর্থাৎ সম্মানিত ব্যক্তির সাহায্যে বিশেষ কোনো উদ্দেশ্যে সফল হওয়া সম্ভব হবে। তাই বলা যায়, সম্মানিত ও ক্ষমতাধারী ব্যক্তি এবং তার মধ্যে একটি অলিখিত পারস্পরিক বুঝা পড়া থাকে, যাতে গোপন উদ্দেশ্য কার্যকর হয়। তবে ক্ষমতাধারী ব্যক্তির সাহায্যে সব ক্ষেত্রেই যে কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য পূরণ হবে তার কোনো নিশ্চয়তা থাকে না। বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা, সবকিছুর স্বত্বাধিকারী সর্বশক্তিমান দয়াময় পরম দয়ালু প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার সাথে মুসলিম উম্মতের এ রকম একটি চুক্তি রয়েছে। যে চুক্তির কথা রাসূলকে (সা.) পাঠিয়ে আল্লাহ তা'আলা আদম সন্তানকে অবহিত করেছেন। প্রতিটি মানবের রূহ-আত্মা নশ্বরদেহ নিয়ে জন্ম গ্রহণ করার পূর্বে আল্লাহ

www.nagorikpathagar.org

তা'আলার সাথে এই চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ ج أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ط قَالُوا بَلَىٰ ج شَهِدْنَا ج أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ.

"স্মরণ কর, তোমার প্রতিপালক আদম সন্তানের পৃষ্ঠদেশ থেকে তার বংশধরকে বের করেন এবং তাদের নিজেদের সম্বন্ধে স্বীকারোক্তি গ্রহণ করেন এবং বলেন, 'আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই?' তারা বলে, 'নিশ্চয়ই। আমরা সাক্ষী রইলাম।' এই স্বীকৃতি গ্রহণ এই জন্য যে, তোমরা যেন কেয়ামতের দিন না বল, 'আমরা তো এ বিষয়ে গাফেল ছিলাম।" { *৭-সূরা আরাফ : ১৭২* }

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলাকে একমাত্র উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করে, তার ইবাদত এবং সন্তুষ্টির জন্য সব কিছু উৎসর্গ করতে মানব সন্তান প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হয়েছে। তাই এই প্রতিশ্রুতি কারোর কাছে গোপন নয়, যদিও অধিকাংশ আদম সন্তান এ ব্যাপারে উদাসীন। আদম সন্তান যখন তাদের দেয়া প্রতিশ্রুতি অনুসারে কর্তব্য পালন করবে তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রার্থনা কবুল করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেছেন–

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ط أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ لا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ.

"আমার বান্দাগণ যখন আমার সম্বন্ধে তোমাকে প্রশ্ন করে, আমিতো নিকটেই। আহ্বানকারী যখন আমাকে আহ্বান করে আমি তার আহ্বানে সাড়া দেই। সুতরাং তারা আমার ডাকে সাড়া দিক এবং আমাতে বিশ্বাস স্থাপন করুক যাতে তারা ঠিক পথে চলতে পারে।" *[২-সূরা বাকারাহ : ১৮৬]*

وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ ط وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ.

"তিনি মু'মিন ও সৎকর্মপরায়ণদের আহ্বানে সাড়া দেন এবং তাদের প্রতি তার অনুগ্রহ বর্ধিত করেন; কাফেরদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।" { *৪২-সূরা শূরা : ২৬* }

মহামহিম সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলা, বান্দার [*মানুষের*] মতো কারোর মুখাপেক্ষী নন। তাই বান্দার আহ্বানে সাড়া দিয়ে প্রতিশ্রুতি পূরণে অন্য কারোর ইচ্ছার উপর আল্লাহ তা'আলাকে নির্ভর করতে হয় না। কিন্তু মানুষের মধ্যে ক্ষমতাশীল এবং সম্মানিত ব্যক্তিদেরকে প্রায় সর্বক্ষেত্রেই প্রতিশ্রুতি পালনে অন্য কারোর ইচ্ছা বা

www.nagorikpathagar.org

আদেশের উপর নির্ভর করতে হয়। তাই তাদের দেয়া প্রতিশ্রুতি সব সময় বাস্তবে পরিণত হয় না। তা সত্ত্বে মানুষ পার্থিব জীবনে সীমিত ক্ষমতাসীন ব্যক্তিদেরকে খুশি করার জন্য উৎকৃষ্ট বস্তু ব্যবহার করে, তা হলে সর্বশক্তিমান, সবকিছুর মালিক, নিয়ন্ত্রণকর্তা, সবধরনের প্রার্থনা কবুল করার একচ্ছত্র অধিপতিকে খুশি করার জন্য উৎকৃষ্ট বস্তু দান না করার পেছনে কোনো যুক্তি থাকতে পারে না ।

আল্লাহ তা'আলার বান্দারা হালাল পথে উপার্জিত উৎকৃষ্ট বস্তু যদি সত্যনিষ্ঠ অন্তরে তার সন্তুষ্টির জন্য ব্যয় করে তাহলে পরকালে তারা কি ধরনের পুরস্কার পাবে তার প্রতিশ্রুতি ও বর্ণনা আল্লাহ তা'আলা দিয়েছেন। এই প্রতিশ্রুতি বাস্তবে পরিণত হওয়ার নিশ্চয়তা একশতভাগ কারণ তিনি কারোর উপর নির্ভরশীল নন, বস্তুত আল্লাহ তা'আলার সব প্রতিশ্রুতিই সত্য। এ প্রসঙ্গে আলাহ তা'আলা বলেছেন–

أَلَآ إِنَّ لِلَّهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۗ أَلَآ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ.

"সাবধান! আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা আল্লাহর। সাবধান! আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য, কিন্তু তাদের অধিকাংশই অবগত নয়।" { *১০-সূরা ইউনুস : ৫৫* }

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدٰىهُمْ وَلٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِى مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ ۗ

وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَآءَ وَجْهِ اللَّهِ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُّوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا

تُظْلَمُونَ. اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ

رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.

"তাদের [*মুশরিকদের*] সৎপথে গ্রহণের দায় তোমার [*রাসূল (সা.)*] নয় বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন; যে ধন-সম্পদ তোমরা ব্যয় কর তা তোমাদের নিজেদের জন্য; এবং তোমরা তো শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভার্থেই ব্যয় করে থাক। যে ধন-সম্পদ তোমরা ব্যয় কর তার পুরস্কার তোমাদেরকে পুরোপুরি প্রদান করা হবে, তোমাদের প্রতি অন্যায় করা হবে না। যারা নিজেদের ধনৈশ্বর্য রাত্রে ও দিবসে, গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে তাদের পূর্ণ ফল তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে, তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না।" { *২-সূরা বাকারাহ : ২৭২ ও ২৭৪* }

উৎকৃষ্ট বস্তুর দান-খয়রাতের পুরস্কার প্রাপ্তির এ ধরনের নিশ্চয়তা শয়তান সহ্য করতে পারে না। তাই প্রবৃত্তিতে নানা অজুহাত সৃষ্টি করে দান-খয়রাতে উৎকৃষ্ট বস্তু ব্যবহার করা থেকে মুসলিমদের বিরত রাখতে শয়তান অবশ্যই চেষ্টা করবে।

www.nagorikpathagar.org

ফলে দাতাকে সর্বদাই প্রবৃত্তিতে উদিত ভয়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে দৃঢ়চিত্তশীল হতে হবে এবং স্বীয় কল্যাণের কথা ভেবেই তাকে এ কাজে ইনশাআল্লাহ অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।

দান-খয়রাতের প্রাপ্য কারা?

দান-খয়রাত গ্রহণে যোগ্য ব্যক্তি কারা, এ ব্যাপারে অনেকেরই প্রশ্ন আছে। দান-খয়রাত কি শুধু মুসলিমরাই পাবে নাকি অন্য ধর্মের লোকেরাও পাওয়ার অধিকার রাখে? এই প্রসঙ্গে আল-কুরআনের আলোকে এবং প্রখ্যাত সাহাবীদের দেয়া ব্যাখ্যার মাধ্যমে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হলো। তবে আলোচনার পূর্বে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর আলোকপাত করার প্রয়োজন রয়েছে। ১) ভৌগোলিক অবস্থানের ব্যবধানে জাতি, ভাষা ও বর্ণ নির্বিশেষে মুসলিম উম্মতের সকলেই ভাই-ভাই অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে ধর্মীয় মূল্যবোধে তারা ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ। এ জন্যই মুসলিম উম্মতের পরস্পরের উপর অন্য ধর্মের লোকদের তুলনায় অগ্রাধিকার রয়েছে। অন্য ধর্মের লোকদের সাথে মুসলিম উম্মতের ভ্রাতৃবন্ধনের কোনো তুলনা করা যায় না, অর্থাৎ অগ্রাধিকার প্রশ্নে অন্য ধর্মের লোকেরা ভ্রাতৃবন্ধনের কাছাকাছি আসতে পারবে না। মুসলিম উম্মতের কারা সদাকা পাওয়ার অধিকার রাখে সে ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা নীতিমালা নির্ধারণ করেছেন,

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا ۗ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

"এর [*সদাকা*] প্রাপ্য অভাবগ্রস্ত * লোকেরা; যারা আল্লাহর পথে এমনভাবে ব্যাপৃত যে দেশময় [*জীবিকার সন্ধানে*] ঘোরাফেরা করতে পারে না; যাঞ্চা না করার জন্য অজ্ঞ লোকেরা তাদেরকে অভাবমুক্ত বলে মনে করে; তুমি তাদের লক্ষণ দেখে চিনতে পারবে। তারা মানুষের নিকট নাছোড় হয়ে যাঞ্চা করে না। যে ধন-সম্পদ তোমরা ব্যয় কর আল্লাহ তা সবিশেষ অবহিত।" { ২-*সূরা বাকারাহ : ২৭৩* }

[* *যে সমস্ত লোক দ্বীন-ধর্মের কাজে ব্যস্ত অথবা যারা আল্লাহ তা'আলার দ্বীনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে জিহাদে বা সংগ্রামে জড়িত থাকায় জীবনোপকরণ উপার্জন করতে পারে না, তাদের জন্য ব্যয় করার কথা বলা করেছে। এই ধরনের লোকদের উদাহরণ হচ্ছে 'আসহাবে আস-সুফফা' যারা রাসূল (সা.)-এর কাছ থেকে দ্বীন শিক্ষা লাভের জন্য এবং প্রয়োজনে জিহাদে শরীক হওয়ার জন্য মদীনায় মসজিদে নববীর সংলগ্ন স্থানে অবস্থান করতেন। বর্তমানে সব মুসলিম দেশেই এ রকম দল রয়েছে।*]

www.nagorikpathagar.org

২) মনুষ্যজাতি একজাতি, এক বাবা-মার সন্তান। তাই সাধারণভাবে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে, সকলেই ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ। অতএব সবার উপরই সবার অধিকার রয়েছে, যাকে বলা হয় মানবিক অধিকার। মানব ভ্রাতৃবন্ধনের কারণে মুসলিম উম্মতের সদাকা পাওয়ার অধিকার অন্য ধর্মের লোকদেরও আছে। এর পক্ষে সমর্থন হিসেবে উল্লেখ করা যায়, *"ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন যে, "আমাদের মুশরিক আত্মীয়স্বজনকে সদাকা দিতে আমরা পছন্দ করতাম না। এই ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে সূরা বাকারাহ, আয়াত নম্বর ২৭২ নাযিল করে সদাকা দিতে আদেশ দেয়া হয়।" [আন-নাসাঈ, কিতাব আল-কুরবা ৬:৩০৫; ইবনে কাসীর খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৬৩]*

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدٰىهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاۤءُ ۗ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلِاَنْفُسِكُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُوْنَ اِلَّا ابْتِغَاۤءَ وَجْهِ اللّٰهِ ۗ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ يُّوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ ·

"অন্যদের হেদায়াত বা সত্য গ্রহণের দায়িত্ব তোমার নয়। বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন। যে সম্পদ তোমরা ব্যয় কর, তা নিজ উপকারার্থেই কর। আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যয় করো না। তোমরা যে অর্থ ব্যয় করবে, তার পুরস্কার পুরোপুরি পেয়ে যাবে এবং তোমাদের প্রতি অন্যায় করা হবে না।" {২-সূরা বাকারাহ : ২৭২}

অর্থাৎ হেদায়াত আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে আসে। মুসলিম উম্মতের দায়িত্ব শুধুমাত্র হেকমত অবলম্বনে ইসলামের দাওয়াত অন্যদের কাছে পৌঁছিয়ে দেয়া। "সদাকার" মূল উদ্দেশ্য আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন। সেটিও আল্লাহ তা'আলা ২৭২ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করেছেন। তাই জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানব সন্তানই সদাকা পাওয়ার অধিকার রাখে। কারণ কারো ধর্মীয় বিশ্বাস বা কাজ কর্মের জন্য সদাকা দাতা দায়ী নয়। আল্লাহ তা'আলার অন্যতম সৃষ্টি মানব সন্তানের কেউ যদি আর্থিক অভাবে পড়ে, না খেয়ে, বিনা চিকিৎসায়, অসুখে কষ্ট করে অথবা মারা যায়, তা হলে স্বাবলম্বী মুসলিম বা মুসলিম সরকারের দায়িত্ব হচ্ছে তাদেরকে সাহায্য করা। তবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, অভাবী মুসলিমদের উপেক্ষা করে অন্য ধর্মের কাউকে সদাকা দেয়া যাবে না। ইবাদতে আল্লাহ তা'আলার সাথে যারা শরীক করছে তাদের বিচার করার সমস্ত এখতিয়ার আল্লাহ তা'আলার হাতে, তাই মুসলিম উম্মতের কারো এ ব্যাপারে বিচার করার কোনো অধিকার নেই। বিধর্মীরা প্রতিনিয়ত আল্লাহ তা'আলার সাথে শরীক করছে তা সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি অনুগ্রহশীল এবং সব রকম নেয়ামত দিয়ে সাহায্য করছেন। আল্লাহ তা'আলা যেমন মানব জাতির সকলের প্রভু তেমন মুসলিম উম্মতও আল্লাহ তা'আলার বান্দা হিসেবে মানবজাতির উপর সাক্ষী,

www.nagorikpathagar.org

তাওহীদের পথে আহ্বানকারী এবং বিভিন্ন সমস্যায় সাহায্যকারী। তবে উম্মতের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব স্বীয় জীবনে ইসলামী জীবনাদর্শের উৎকৃষ্ট বিধিনিষেধ মেনে সবার জন্য বাস্তব উদাহরণ সৃষ্টি করা। মানবজাতির কল্যাণ কামনা করা এবং কল্যাণের জন্য কাজ করা হল মুসলিম উম্মতের সহজাত বৈশিষ্ট্য। যে চরিত্রের অধিকারী ছিলেন মানবজাতির জন্য প্রেরিত আল্লাহ তা'আলার "রহমত", শেষ রাসূল (সা.)।

সদাকা গ্রহীতা কোনো বড় পাপে জড়িত থাকলেও দাতাকে সে জন্য দায়ী করা হবে না। যতক্ষণ না উদ্দেশ্যমূলকভাবে সদাকা দাতা উক্ত ব্যক্তিকে পাপ কাজে অনুপ্রাণিত হওয়ায় সাহায্য করেন। এই ব্যাপারে *রাসূল (সা.) বলেছেন, একদা এক ব্যক্তি বললো, অবশ্যই আমি কিছু [সদাকা] দান-খয়রাত করব। অতঃপর সে তার দানের অর্থ নিয়ে বের হলো এবং একটি চোরের হাতে তা দান করল। সকাল বেলা লোকরা বলাবলি করতে লাগল, একটি চোরকে দান করা হয়েছে। একথা শুনে লোকটি বললোঃ হে আল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা তোমারই; আমি অবশ্যই [রাতের বেলা] কিছু দান-খয়রাত করব। আবার সে তার দানের অর্থ নিয়ে বের হলো এবং [অজ্ঞাতে] একটি ব্যভিচারিণীকে তা দান করল। সকাল বেলা লোকেরা বলাবলি করতে লাগল, এরাতে একটি যেনাকারিণীকে দান করা হয়েছে। লোকটি তখন বললো, হে আল্লাহ! সব প্রশংসাই তোমারই; আমি অবশ্যই [এ রাতেও] কিছু দান করব। সুতরাং [পুনরায়] সে তার দান-খয়রাত নিয়ে বের হলো এবং [নিজের অজ্ঞাতে] তারা এক ধনী ব্যক্তিকে দিয়ে দিল। সকাল বেলা লোকেরা বলাবলি করতে লাগল, একজন ধনীকে দান করা হয়েছে। লোকটি তখন বললো, হে আল্লাহ! সব প্রশংসা তোমারই। একটি চোর, একটি যেনাকারিণী ও একজন ধনীকে [দান করার জন্য]। পরে [স্বপ্নে] তাকে বলা হলো, তোমার এই সব দানের ব্যাপারে কথা এই যে, হয়ত বা এ কারণে চোরটি চুরি করা থেকে বিরত থাকবে এবং যেনাকারিণী হয়ত সে তার যেনা থেকে বিরত থাকবে আর ধনী ব্যক্তি সে হয়ত [এ থেকে] উপদেশ গ্রহণ করবে এবং ফলত আল্লাহ তাকে যা দিয়েছেন তা থেকে কিছু দান করবে। [ফাতহুল-বারী ৩:৩৪০, ইবনে কাসীর, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৬৪]*

সদাকা দাতার সত্যনিষ্ঠ নিয়ত হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। সদাকা কার হাতে পৌঁছাবে সেটি তার নিয়ন্ত্রণে থাকে না। বর্তমানে সারাবিশ্বের জাতি ধর্ম নির্বিশেষে অগণিত মানুষ নানা সমস্যার মধ্যে রয়েছে, বিশেষ করে খাদ্য এবং চিকিৎসার অভাবে, তাই এই ব্যাপারে মুসলিম উম্মতের উচিত সবার আগে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়া। দান খয়রাত করার পদ্ধতি কি রকম হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে মুসলিম উম্মতের জন্য আল্লাহ তা'আলা একটি সীমা নির্ধারণ করেছেন।

www.nagorikpathagar.org

إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۖ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ
وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ.

"তোমরা যদি প্রকাশ্যে দান কর তবে তা ভালো [*অন্যরাও দান করতে উৎসাহিত হবে*]; আর যদি তা গোপনে কর এবং অভাগ্রস্তকে দাও তবে তা তোমাদের জন্য আরও ভালো; এবং তিনি তোমাদের কিছু কিছু পাপ মোচন করবেন; তোমরা যা কর আল্লাহ তা সম্যক অবহিত।" {*২-সূরা বাকারাহ : ২৭১*}

অন্যদেরকে দান-খয়রাতে উৎসাহিত করার জন্যই প্রকাশ্যে দান-খয়রাত করা ভালো, তবে লোক দেখানোর কোনো ইচ্ছা অন্তরে পোষণ করা যাবে না। প্রকাশ্যে দান-খয়রাত করে অন্যদেরকে উৎসাহিত করতে পারলে নিঃসন্দেহে সেটি হবে অত্যন্ত পুণ্যবান কাজ। রাসূল (সা.)-এর সময় বিভিন্ন অভিযানের ব্যয়ভার বহন করার প্রয়োজনে সাহাবীগণ পরস্পরকে উৎসাহিত করার জন্যই প্রকাশ্যে দান করেছেন। এ ব্যাপারে বিশেষভাবে উল্লেখ্য, *তাবুক অভিযানের প্রাক্কালে সদাকা দেয়ায় আবু বকর ও ওমরের (রা.) প্রতিযোগিতা। রাসূল (সা.) তাবুক অভিযানের জন্য আর্থিক সাহায্য চাওয়ার পরপরই মুসলিমরা "সদাকার" প্রতিযোগিতায় লেগে গেলেন। ওসমান (রা.) দুইশত উট, দুইশত আউন্স স্বর্ণের মুদ্রা এবং এক হাজার দীনার দিলেন। আবদুর রহমান বিন আউফ (রা.) দিলেন দুইশত আউন্স রূপার মুদ্রা। আবু বকর (রা.) দিলেন তার পুরো সম্পদ এবং ওমর (রা.) দিলেন তার অর্ধেক সম্পদ [রাসূল (সা.) এর জীবনী, আর রাহিক আল-মাখতুম, লেখক সফিউর রহমান আল-মুরাবকপুরী, পৃষ্ঠা ৪২৬]*।

দান-খয়রাতে এই ধরনের প্রকাশ্যে প্রতিযোগিতা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। তবে যারা লোক দেখানোর প্রবৃত্তিকে দৃঢ় সংকল্পে প্রতিহত করার সামর্থ্য রাখেন, তাদের জন্য মনের অজান্তে শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে নিজেকে রক্ষা করার প্রয়াসে গোপনে দান-খয়রাত করা উত্তম। তাতে দান-গ্রহীতার মান-সম্মান রক্ষা পায় আর দাতা লোক দেখানোর প্রবৃত্তির চাহিদা থেকে মুক্ত থাকতে পারে। গোপনে দান করার ব্যাপারে *নবী (সা.) বলেছেন, সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ [কেয়ামত দিবসে] তার [আরশের] ছায়াতলে আশ্রয় দেবেন, যেদিন তার ছায়া ছাড়া অন্য কোনো ছায়া থাকবে না। ১) ন্যায় পরায়ণ ইমাম [রাষ্ট্রনায়ক, নেতা] ২) ঐ যুবক যে আল্লাহর ইবাদতের মধ্যে বড় হয়েছে। ৩) ঐ ব্যক্তি যার অন্তর মসজিদের সাথে লেগে রয়েছে [জামাআতের প্রতি বা জামাআতে নামায পড়ার জন্য উদগ্রীব থাকে]। ৪) ঐ দুই ব্যক্তি যারা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে একে অন্যকে ভালোবেসেছে এবং*

www.nagorikpathagar.org

তাতে অবিচল রয়েছে, আবার পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয় একই উদ্দেশ্যে। ৫) ঐ ব্যক্তি যাকে কোনো অভিজাত্ শ্রেণীর সুন্দরী মহিলা [ব্যভিচারের দিকে] আহ্বান করে আর [তদুত্তরে] সে বলে, আমি আল্লাহকে ভয় করি। ৬) ঐ ব্যক্তি যে কিছু দান করল এবং তা এত গোপনভাবে করল যে, তার বাম হাত জানতে পারল না তার ডান হাত কি দান করেছে। ৭) ঐ ব্যক্তি যে একাকী বসে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তার দু'চোখ [আল্লাহর ভয়ে] অশ্রুপাত করে। [সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড ২, ১৩৩১]

শয়তানের প্রত্যাশা, দাতা যেন দানের কথা অন্যদেরকে বলে বেড়িয়ে আত্মাংকারে তার দানের পুরস্কার নষ্ট করে। অনেকেই দানের কথা প্রচার করতে পছন্দ করে এবং অন্যদেরকেও লোক দেখিয়ে দান করার জন্য অনুপ্রেরণা দেয়। বলতে বাধা নেই এরাই অজ্ঞতাবশত শয়তানের উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য শয়তানকে সাহায্য করে। শয়তানের উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যই অবিশ্বাসী ও মোনাফেকরা দান খয়রাত করে, কারণ তাদের দানের প্রধান উদ্দেশ্য পার্থিব জীবনে স্বীকৃতি পাওয়া এবং প্রশংসিত হওয়া। তাতে স্বীয় ইচ্ছাকে চরিতার্থ করতে তারা সক্ষম হয়। মুসলিম উম্মতের যারা স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য এবং দুনিয়ার জীবনে স্বার্থ সিদ্ধির জন্য দান করে ভালো মানুষ হিসেবে পরিচিতি লাভ করতে চায়, তারা পরোক্ষভাবে শয়তানের সাহায্যকারী। শয়তানের সাহায্যকারীরাই শয়তানের দলে, আর শয়তানের দলই অবিশ্বাসী এবং তাই পরকালে সম্পূর্ণরূপে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

www.nagorikpathagar.org

অধ্যায়-৫

যাদু বিদ্যা শিক্ষা এবং চর্চা করা

যাদু শব্দের অর্থ সুস্পষ্ট করে বুঝাতে আরো কিছু বাংলা শব্দ ব্যবহার করা যায়: রহস্যজনক, ধোঁকাবাজি, মন্ত্র-মুগ্ধতা, মন্ত্রবলে বশকরা, ভেলকিবাজি এবং বাস্তবতাহীন ঘটনা। যাদুকরের যাদু বিদ্যা অর্জন ও দেখিয়ে চর্চার পেছনে উপরোল্লিখিত সবগুলো অর্থই যথাযথভাবে প্রযোজ্য। বাংলাদেশে যাদু শব্দটি সাধারণত তখন ব্যবহার করা হয় যখন কেউ তার মন্ত্র বলে কাউকে বশ করে। যাদু শব্দটি আবার বিপরীত অর্থে অনেক সময় ব্যবহার করা হয় যখন কেউ কারও প্রতি আকর্ষণে *[প্রেম, ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও আর্থিক সুবিধা অর্জন ইত্যাদি]* নিজের হিতজ্ঞান হারিয়ে ফেলে। উক্ত ব্যক্তির মন রক্ষার্থে সাধ্যানুযায়ী ন্যায়-অন্যায় সব রকম কাজই সে করতে পারে। আবার কারও সাহায্যে অন্যজনের ক্ষতি করার ক্ষেত্রেও বুঝানো হয়। অর্থাৎ যাদুর মন্ত্র বলে কাউকে hypnotized *[সম্মোহিত]* করে নিজের স্বার্থ উদ্ধার করা। Hypnotized ছাড়া অন্যভাবে সেটি সম্ভব হতো না।

সুতরাং যাদুকর প্রবৃত্তির অবৈধ চাহিদা পূরণ করা এবং দর্শকের প্রশংসা অর্জনের আশায় শয়তানের সাহায্যে দর্শককে hypnotized করে। যাতে যাদুকরের ভেলকিবাজি এবং মন্ত্রমুগ্ধতায় আত্মসমর্পণ করে যাদুকরের অস্বাভাবিক শক্তি ও জ্ঞানের প্রতি ক্ষণিকের জন্য হলেও দর্শকের বিশ্বাস সৃষ্টি হয়। তাতে দর্শক মনের অজান্তে বিশ্বাস করেন যে, তার সামনে যা ঘটেছে, সেগুলো ঘটানোর অলৌকিক ক্ষমতা যাদুকরের আছে। শুধুমাত্র দর্শকদের বিশ্বাসই নয়, এমনকি যাদুকরের ক্ষমতার কথা বিভিন্ন মিডিয়ায় প্রচার করা হয়। এ রকম বিশ্বাসে দর্শক ক্ষণিকের জন্য আল্লাহ তা'আলার সাথে যাদুকরকে শরীক করে। যাদু দেখে দর্শক এতোটাই বিস্মিত হয় যে, এই মহাপাপের কথা তখন স্মরণ থাকে না। তবে এটি অনস্বীকার্য যে, অধিকাংশ মানুষের জানা নেই যে, যাদু বিশ্বাস করা এবং দেখা দু'টিই গর্হিত পাপ বা হারাম। দর্শক যাদুকরের ভেলকিবাজিতে সম্মোহিত ও মুগ্ধ হয়ে বাস্তব জগতের বাইরে অবস্থান করে। এ কারণেই দর্শকরা আবেগপ্রবণ হয়ে বিশ্বাস করে যে, যাদুকরের অলৌকিক শক্তির এবং ক্ষমতার বলেই এমন অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটেছে।

যাদুকরের উদ্দেশ্য এ রকম, দর্শকরা যেন যাদুর প্রভাবে মুগ্ধ হয়ে তার প্রশংসা করে। পূর্বের যামানায় রাজা-বাদশা প্রজাদেরকে বশে রাখার জন্য যাদু বিদ্যা ও

www.nagorikpathagar.org

যাদুকরকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতেন। যাদুকরও রাজাদের অজ্ঞতা এবং প্রবৃত্তির দুর্বলতাকে ইচ্ছা মতোই ব্যবহার করত। আল-কুরআনে বর্ণিত ফেরাউনের রাজত্বে যাদুকরের কাহিনী [*কিসসা*] উল্লেখ্য। মিসরের যালেম বাদশাহ ফেরাউনের কাছে পাঠানোর পূর্বে মূসাকে (আ.) তুর পর্বতে ডেকে আল্লাহ তা'আলা নবুওয়াত দান করেন। অতঃপর মূসাকে (আ.) তাওহীদের দাওয়াত নিয়ে ফেরাউনের কাছে যাওয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলা আদেশ করেন। ফেরাউনের কাছে পাঠানোর পূর্বে তুর পর্বতে আল্লাহ তা'আলার দু'টি অলৌকিক নিদর্শন [*আয়াত*] দেখানোর ক্ষমতা দিয়ে মূসাকে (আ.) আল্লাহ তা'আলা শক্তিশালী করেন। যাতে মূসা (আ.) এই নিদর্শনগুলো প্রয়োজন মতোই ব্যবহার করে প্রমাণ করতে পারেন যে, ফেরাউনের দরবারে যাদুকর যে সমস্ত যাদু দেখিয়ে প্রজাদেরকে বশে রেখেছে, সেগুলো শক্তিহীন ও ভেলকিবাজির খেলা। এছাড়াও মূখ্য উদ্দেশ্য ছিলো ফেরাউনকে তাওহীদের দাওয়াত দিয়ে বনী ইসরাঈলকে ফেরাউনের নির্যাতন থেকে উদ্ধার করা। এই কাহিনী মানবজাতির শিক্ষার জন্য পবিত্র কালাম আল-কুরআনে উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

وَهَلْ أَتٰىكَ حَدِيْثُ مُوْسٰى ۘ إِذْ رَاٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوْٓا إِنِّيْٓ اٰنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّيْٓ
اٰتِيْكُمْ مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى. فَلَمَّآ أَتٰهَا نُوْدِيَ يٰمُوْسٰى ط إِنِّيْٓ أَنَا
رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ ج إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ط وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا
يُوْحٰى. إِنَّنِيْٓ أَنَا اللّٰهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّآ أَنَا فَاعْبُدْنِيْ وَأَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِيْ. وَمَا تِلْكَ
بِيَمِيْنِكَ يٰمُوْسٰى. قَالَ هِيَ عَصَايَ ج أَتَوَكَّؤُا عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلٰى غَنَمِيْ وَلِيَ فِيْهَا
مَاٰرِبُ أُخْرٰى. قَالَ أَلْقِهَا يٰمُوْسٰى. فَأَلْقٰهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعٰى. قَالَ خُذْهَا وَلَا
تَخَفْ وقفة سَنُعِيْدُهَا سِيْرَتَهَا الْأُوْلٰى. وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلٰى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ
غَيْرِ سُوْٓءٍ اٰيَةً أُخْرٰى لا لِنُرِيَكَ مِنْ اٰيٰتِنَا الْكُبْرٰى ج إِذْهَبْ إِلٰى فِرْعَوْنَ إِنَّهٗ طَغٰى.

"মূসার বৃত্তান্ত তোমার নিকট পৌঁছেছে কি? সে যখন আগুন দেখল* তখন তার পরিবারবর্গকে বললো, তোমরা এখানে থাক আমি আগুন দেখেছি। সম্ভবত আমি তোমাদের জন্য তা হতে কিছু জ্বলন্ত অঙ্গার আনতে পারব অথবা আমি তার

---

*[*মাদিয়ান থেকে স্ত্রীসহ মূসা (আ.) মিসরের দিকে রওয়ানা হয়েছিলেন। পথে রাত হয়; শীতে তাদের কষ্ট হচ্ছিল। তখন মূসা (আ.) দূরের তুর পর্বতে আগুন দেখতে পান। প্রকৃতপক্ষে তা ছিলো আল্লাহ তা'আলার নূর*]

www.nagorikpathagar.org

নিকটে কোনো পথ প্রদর্শন পাব। অতঃপর যখন সে আগুনের নিকট এল, তখন আহ্বান করে বলা হল, 'হে মূসা!' 'আমিই তোমার প্রতিপালক, অতএব তোমার পাদুকা খুলে ফেল, কারণ তুমি পবিত্র 'তুওয়া' উপত্যকায় আছ এবং আমি তোমাকে মনোনীত করেছি। অতএব যা ওহী প্রেরণ করা হচ্ছে তুমি তা মনোযোগের সাথে শ্রবণ কর। 'আমিই আল্লাহ্, আমি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। অতএব আমার ইবাদত কর এবং আমার স্মরণার্থে সালাত [নামায] কায়েম কর। [*আল্লাহ বললেন*] 'হে মূসা, তোমার দক্ষিণ হস্তে ওটা কী? সে বললো, 'এটি আমার লাঠি; আমি তাতে ভর দেই এবং এটা দ্বারা আঘাত করে আমি আমার মেষপালের জন্য বৃক্ষপত্র পেড়ে থাকি এবং এটা আমার অন্যান্য কাজেও লাগে।' আল্লাহ্, বললেন, 'হে মূসা! তুমি তা নিক্ষেপ কর।' অতঃপর সে তা নিক্ষেপ করলো, সঙ্গে সঙ্গে তা সাপ হয়ে ছুটতে লাগল। তিনি বললেন, 'তুমি এটিকে ধর, ভয় করো না, আমি এটিকে তার পূর্বরূপে ফিরিয়ে দেব। তোমার হাত তোমার বগলে রাখ, তা বের হয়ে আসবে নির্মল উজ্জ্বল হয়ে অপর এক নিদর্শনস্বরূপ। 'এটি এই জন্য যে, আমি তোমাকে দেখব আমার মহানিদর্শনগুলোর কিছু। 'ফেরাউনের নিকট যাও, সে সীমালংঘন করেছে।" { *২০-সূরা তহা : ৯-১৪ ও ১৭-২৪* }

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَىٰ وَهَارُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا
قَوْمًا مُجْرِمِينَ. فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَٰذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ. قَالَ
مُوسَىٰ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ ط أَسِحْرٌ هَٰذَا ط وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ. قَالُوا
أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ ط وَمَا
نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ. وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ. فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ
قَالَ لَهُمْ مُوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ. فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُمْ بِهِ لا السِّحْرُ
ط إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ ط إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ.

"পরে আমার নিদর্শনসহ মূসা ও হারুনকে ফিরাউন ও তার পারিষদবর্গের নিকট প্রেরণ করি। কিন্তু তারা [*ফেরাউন এবং তার পারিষদবর্গ*] অহংকার করে এবং তারা ছিলো অপরাধী সম্প্রদায়। অতঃপর যখন তাদের [*ফেরাউন/পারিষদবর্গ*] নিকট আমার পক্ষ থেকে সত্য এল, তখন তারা বললো, 'এটি তো নিশ্চয়ই স্পষ্ট যাদু। মূসা বললো, 'সত্য যখন তোমাদের নিকট এল তখন তৎসম্পর্কে তোমরা এরূপ বলছ? এটি কি যাদু? যাদুকররা তো সফলকাম হয় না। তারা বললো, 'আমরা আমাদের পিতৃপুরুষগণকে যাতে পেয়েছি তুমি কি তা [*পূর্বপুরুষদের ধর্ম*] থেকে

www.nagorikpathagar.org

আমাদেরকে বিচ্যুত করার জন্য আমাদের নিকট এসেছ? এবং যাতে দেশে তোমাদের দুই [*মূসা ও হারুন (আ.)*] জনের প্রতিপত্তি হয় এই জন্য? আমরা তোমাদেরকে বিশ্বাস করার নই। ফেরাউন বললো, 'তোমরা আমার নিকট সুদক্ষ যাদুকরদের নিয়ে আস। অতঃপর যখন যাদুকররা এল তখন তাদেরকে মূসা বললো, তোমাদের যা নিক্ষেপ করার নিক্ষেপ কর। যখন তারা নিক্ষেপ করলো তখন মূসা বললো, 'তোমরা যা এনেছ তা যাদু, আল্লাহ তাকে অসার করে দেবেন। আল্লাহ অশান্তি সৃষ্টিকারীদের কর্ম সার্থক করেন না।" { *১০-সূরা ইউনুস : ৭৫-৮১* }

قَالَ بَلْ اَلْقُوْا ج فَاِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ اِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ اَنَّهَا تَسْعٰى ۔ فَاَوْجَسَ فِيْ نَفْسِهٖ خِيْفَةً مُّوْسٰى ۔ قُلْنَا لَا تَخَفْ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلٰى ۔ وَاَلْقِ مَا فِيْ يَمِيْنِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوْا ط اِنَّمَا صَنَعُوْا كَيْدُ سٰحِرٍ ط وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ اَتٰى ۔ فَاُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِرَبِّ هٰرُوْنَ وَمُوْسٰى ۔

"মূসা বললো, বরং তোমরাই নিক্ষেপ কর। তাদের যাদুর প্রভাবে অকস্মাৎ মূসার মনে হল তাদের দড়ি ও লাঠিগুলো ছুটাছুটি করছে।*১ মূসা তার অন্তরে কিছু ভীতি অনুভব করলো। আমি বললাম, 'ভয় করো না, তুমিই প্রবল। তোমার দক্ষিণ হস্তে যা আছে তা নিক্ষেপ কর, এটি তারা যা করেছে তা গ্রাস করে ফেলবে। তারা যা করেছে তা তো কেবল যাদুকরের কৌশল। যাদুকর যেথায়ই আসুক, সফল হবে না। অতঃপর যাদুকররা সিজদায় অবনত হলো ও বললো, 'আমরা হারুন ও মূসার প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনলাম।" { *২০-সূরা তহা : ৬৬-৭০* }

**১ [৬৬ নম্বর আয়াত আলোচনার জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। যাদুর প্রভাবে সকলেই সাময়িকভাবে বিস্মিত হয়। মূসা (আ.) মানব সন্তান, তাই যাদুর প্রভাবে তিনি ক্ষণিকের জন্য বিস্মিত হয়েছিলেন। যাদুকরদের এটিই আসল উদ্দেশ্য। মূসা (আ.) নিজে যাদুকর ছিলেন না তবে এই ধরনের যাদু তিনি আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে রাসূল হিসেবে মনোনীত হওয়ার পূর্বে ফেরাউনের রাজ দরবারে দেখেছিলেন, তাই তিনি জানতেন এই সমস্ত যাদু কীভাবে মানুষদেরকে বশে রেখেছে। সে জন্য হয়ত প্রথমে তিনি ভয় পেয়েছিলেন, আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভালো জানেন।]*

এই কাহিনী থেকে স্পষ্ট যে, ফেরাউনের দরবারে যাদুকরদের সাথে প্রতিযোগিতা করার জন্য আল্লাহ তা'আলা মূসা (আ.)-কে অলৌকিক নিদর্শনের [*আয়াত*] সাহায্যে শক্তিশালী করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা জানতেন ফেরাউনের দরবারের

www.nagorikpathagar.org

লোকজন এ রকম অলৌকিক নিদর্শন দেখেই বুঝতে পারবে যে মূসা (আ.) কোনো যাদু নিয়ে আসেননি। তাই যাদুকররা যখন দেখতে পেল মূসা (আ.)-এর হাতের লাঠি সাপে পরিণত হয়ে তাদের যাদুগুলোকে গ্রাস করছে, তখনই তারা বুঝতে পারলো, মূসা (আ.) কোনো যাদু নিয়ে আসেননি। তাই কালবিলম্ব না করে আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত নিদর্শনে বিশ্বাস স্থাপন করে সিজদায় অবনত হলো।

যাদুকররা জানতো এক যাদু অন্য যাদুকে এভাবে গ্রাস করতে পারে না, কারণ আল্লাহ তা'আলার আদেশে মূসা (আ.)-এর লাঠি জ্যান্ত সাপে পরিণত হয়েছিল, আল্লাহ তা'আলাই জীবন দেন এবং জীবন তুলে নেন। ফেরাউনের পারিষদবর্গ এবং মিসরের লোকজন প্রায়শ যাদু দেখে তাদের বদ্ধমূল ধারণা জন্মেছিল যে, যত ধরনের নিদর্শন তাদেরকে দেখানো হোক সবই যাদু। তাই মূসার (আ.) শ্বেত বর্ণের হাত এবং লাঠি সর্পে পরিণত হওয়া দেখে প্রথমে তারা ভেবেছিল মূসা (আ.) এবং তার ভাই হারুন (আ.) বস্তুত বড় যাদুকর। এতে তাদের ধারণা হয়েছিল যে, তারা যাদু শক্তি দিয়ে দরবারের মানুষদেরকে বশ করবে এবং তাদের আধিপত্যের মাধ্যমে ফেরাউনকে রাজ্য ছাড়া করতে চাচ্ছে।

যাদুকরের যাদু হলো ভেলকিবাজি-ধোঁকাবাজি, যার মধ্যে সত্যের বা বাস্তবতার কোনো স্থান নেই। শয়তানই যাদুকরকে বশ করে তার সাহায্যে ক্ষণিকের জন্য হলেও মানুষকে বিশ্বাস করায় যাদুকরে যাদু সত্যি এবং যাদুকরের কোনো কিছু সৃষ্টি করায়, মৃত ব্যক্তির জীবন দেয়ায় এবং কোনো প্রকার উপাদান ছাড়া বস্তু সৃষ্টির ক্ষমতা আছে। অথচ বাস্তবে এ সমস্ত সবই মিথ্যা। এই কাজগুলো আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কেউ করতে পারেন না। তবে বিশেষ প্রয়োজনে আল্লাহ তা'আলার মনোনীত রাসূলদের মধ্যে কাউকেও কিছু কিছু নিদর্শন দিয়েছিলেন। উল্লেখ্য ঈসা (আ.) মৃতকে জীবন, হাতের স্পর্শে অন্ধের দৃষ্টি ফিরিয়ে দিতে এবং কুষ্ঠ রোগ নিরাময় করতে পারতেন, বস্তুত আল্লাহ তা'আলার হুকুমে এগুলো হতো। যাদুকরের যাদু দেখে দর্শকরা যদি ক্ষণিকের জন্যও বিশ্বাস করে যে, এই ঘটনা বাস্তবে ঘটছে এবং যাদুকরের ক্ষমতায় সেটা হচ্ছে, এটিই "শিরক"।

যাদু দেখানোর সময় যাদুকর বিশেষ কিছু কৌশল ব্যবহার করে। বিশেষ একটি বস্তুর প্রতি দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণই অন্যতম। কারণ দর্শকদের দৃষ্টির বিভ্রম ঘটাতে পারলেই তারা সহজে তাদের উদ্দেশ্য সার্থক করতে পারে। যাদু দেখানোর জন্য প্রায় সর্বক্ষেত্রেই যাদুকররা সুন্দরী মহিলাকে ব্যবহার করে যাতে দর্শককে সহজেই হিপ্নোটাইজড করা যায়। সুন্দরী নারীর অর্ধ উলংগ শরীর দেখে দর্শকদের চক্ষু এমনিতেই অর্ধেক সম্মোহিত হয়। এমতাবস্থায় এই মহিলাকে দুই টুকরো করে আলাদাভাবে রেখে আবার জোড়া দেয়। দর্শকরা সুন্দরী মহিলার এ রকম অবস্থা দেখে আশ্চর্যে আত্মহারা হয়ে মহিলার প্রতি তাদের সম্পূর্ণ মনোযোগ চলে

www.nagorikpathagar.org

যায় এবং তাদের মধ্যে বিশ্বাস জন্মে যাদুকর তার ক্ষমতা বলে এই কাজ করছে। দর্শকরা সম্মোহিত হওয়ায় এই সময়ের মধ্যে টেবিলের নীচে যে সব রকম ঘটনা ঘটছে তারা সেদিকে নজর দিতে পারে না। এই সবই শিরকের সমতুল্য। আবার অনেক সময় দেখা যায় ছোট একটি বস্ত্র থেকে যাদুকর একের পর এক পাখি বা জীবজন্তু বের করছে। এই অবাস্তব act বাস্তবে পরিণত করা কোনো মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। বিভিন্ন কৌশলে দর্শকদেরকে ভেলকিবাজিতে ফেলে যাদুকর অন্যদের সাহায্যে এই সমস্ত সরবরাহ করে। দর্শকরা সেটা বুঝতে পারে না, কিন্তু তারা ক্ষণিকের জন্য হলেও বিশ্বাস করে– এই সমস্ত আসলে ঘটছে যাদুকরের ক্ষমতার বলে।

অতএবএই ধরনের শিরক থেকে দূরে থাকার জন্য মুসলিমদের উচিত যাদু দেখা বন্ধ করা। সেটি না করলে ঈমান এবং বিশ্বাস যত দৃঢ়ই হোক অদৃশ্য শয়তানের অনুপ্রেরণায় ক্ষণিকের জন্য হলেও মুসলিম মনের অজান্তে এ ধরনের শিরকে জড়িত হবে। [*সারকাস (ক্রীড়া-প্রদর্শনী) আর যাদুর মধ্যে অনেক তফাত রয়েছে। তাই সারকাস হারাম নয় কারণ সারকাসে সাধারণত শারীরিক ক্রীড়াগুলো বাস্তবে করে দেখানো হয়, যেখানে যাদুর কোনো আশ্রয় নেই। তাই সারকাস দেখাতে গিয়ে অনেকেই আহত হয় এমনকি অনেকেই প্রাণ হারায় কিন্তু যাদু দেখাতে গিয়ে কোনো ব্যক্তি আহত হয় না এবং মারাও যায় না। তবে সারকাসের সুন্দরী নারী ব্যবহার করে তাদের দেহের নানা ধরনের ক্রীড়া দেখানো হয়, এ সমস্ত দেখা মুসলিমদের জন্য হালাল নয়।*]

যাদুর মাধ্যমে যে সমস্ত অবাস্তবকে বাস্তব করে দেখানো হয় সেগুলো আল্লাহ তা'আলার সাহায্য এবং তার প্রদত্ত অলৌকিক শক্তি ব্যতিরেকে আদৌ সম্ভব নয়। যে অলৌকিক শক্তি বা ক্ষমতা বিশেষ প্রয়োজনে রাসূলদের এবং আওলিয়া ছাড়া আল্লাহ তা'আলা আর কাউকেও দেননি। তারা মিরাকল বাস্তব জিনিসের মাধ্যমেই দেখিয়েছিলেন। উল্লেখ্য ঈসা (আ.) মৃতকে জীবিত করা, অন্ধকে দৃষ্টি দান; মূসার (আ.) হাতের লাঠির স্পর্শে লৌহিত সাগর দুইভাগে ভাগ হয়ে রাস্তা তৈরি হয়েছিল এবং রাসূল (সা.)-এর হাতের আংগুলের ইশারায় চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়েছিল। তাওহীদ প্রচারে তারা যে আল্লাহ তা'আলার মনোনীত রাসূল সেটি প্রমাণ করার জন্যই আল্লাহ তা'আলার সাহায্যে অলৌকিক শক্তি ব্যবহার করেছেন, কিন্তু দুনিয়ার প্রতিপত্তি এবং ধন-সম্পত্তি অর্জনের জন্য নয়। নিজ সম্প্রদায়ের দাবিতে যখনই দরকার হয়েছে তখনই আল্লাহ তা'আলার হুকুমে তারা অলৌকিক শক্তি ব্যবহার করেছেন। ফেরাউনের স্বৈরাচারী শাসন ও নির্যাতন থেকে বনী ইসরাঈলকে উদ্ধার করার জন্য মূসা (আ.)-কে আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে জানিয়ে দিলেন, "হাতের লাঠি দিয়ে লৌহিত সাগরে স্পর্শ কর।" যাদুকরের মতো রাসূলগণ নিজেদের ইচ্ছামতো বিশাল জনতার সমাবেশে অর্থ উপার্জন এবং

www.nagorikpathagar.org

প্রশংসা পাওয়ার জন্য অলৌকিক নিদর্শন প্রদর্শন করেননি। এ প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ্য যে, রাসূলদের কাছে প্রেরিত আল্লাহ তা'আলার নিদর্শন বা অলৌকিক শক্তি শয়তানের ধরাছোঁয়ার বাইরে ছিলো। এ জন্যই ফেরাউনের দরবারে মূসার (আ.) হাতের লাঠি যখন সাপ হয়ে যাদু গ্রাস করছিল তখন শয়তান কিছুই করতে পারেনি। অদৃশ্য জিনকে আল্লাহ তা'আলা কিছু কিছু অস্বাভাবিক ক্ষমতা দিয়েছেন, যা মানব সন্তান পায়নি। তাই আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত সীমিত ক্ষমতা ব্যবহার করে শয়তান মানব সন্তানকে নানাভাবে কষ্ট দিয়ে অশান্তিতে রাখতে চায় এবং বিপথগামী করতে সে সর্বদাই ব্যস্ত থাকে।

এমনকি আল্লাহ তা'আলার হাবীব (সা.) নিজেও যাদুর কুমন্ত্রণা থেকে রেহাই পাননি। মদীনায় জনৈক ইয়াহুদী নবী করীম (সা.)কে যাদুর সাহায্যে কষ্ট দিয়েছিল। *আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেছেন, মদীনার বনী যুরাইক গোত্রের [ইয়াহুদীদের মিত্র] লবীদ ইবনে আ'সাম নামে জনৈক [মোনাফেক] রাসূল (সা.) এর উপর যাদু করেছিল। যাদু প্রতিক্রিয়ায় নবী (সা.)-এর অবস্থা এমন হয়েছিল যে, কোনো একটি কাজ সম্পর্কে তার মনে হত সেটি তিনি করেছেন। অথচ বাস্তবে তিনি সেটি করেননি। [এ অবস্থায়] কোনো এক দিন অথবা রাত্রে তিনি আমার কাছেই ছিলেন। কিন্তু বারবার তিনি দু'আ করলেন। অতঃপর [ঘুম থেকে জেগে] বললেন, হে আয়েশা তুমি কি অবগত আছ যে, আমি যা জানতে চেয়েছিলাম, আল্লাহ আমাকে তা জানিয়ে দিয়েছেন। আমার কাছে দুইজন লোক এসেছিল। তাদের একজন আমার মাথার নিকট অপরজন আমার পায়ের কাছে বসল। একজন তার সাথীকে জিজ্ঞাসা করল, এ ব্যক্তির কি রোগ? অপরজন উত্তর দিল: তাকে যাদু করা করেছে। প্রথম ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, কে যাদু করেছে? দ্বিতীয় ব্যক্তি জবাব দিল: লবীদ ইবনে আ'সাম। প্রথম ব্যক্তি প্রশ্ন করল, কোন জিনিসের মধ্যে? দ্বিতীয় ব্যক্তি বললো, চিরুনির ভগ্নাংশ, মাথার [আঁচড়ানো ভাঙ্গা, সবুজ অর্থাৎ কাঁচা খেজুরের খোলসে ঢুকিয়ে। প্রথম ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, এসব জিনিস কোথায়? দ্বিতীয় ব্যক্তি জবাব দিল, জারওয়ান' নামক কূপের ভেতর। অতঃপর রাসূল (সা.) তার কয়েকজন সাহাবী নিয়ে সেই কূপটির নিকট গেলেন। তারপর ফিরে এসে বললেন হে আয়েশা, সেই কূপের পানি মেহেদি পেষা পানির মতো লাল হয়ে গেছে। আর সেই কূপের আশপাশের খেজুর গাছগুলোর মাথা যেমন শয়তানের মাথার মতো ছিলো। আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি: সেটি প্রকাশ করেননি কেন? তিনি বললেন: আমাকে আল্লাহ তা'আলা আরোগ্য দান করেছেন। এ জন্যে আমি মানুষের মাঝে এর অপচর্চা ছড়িয়ে দেয়া পছন্দ করি না। সুতরাং তিনি কূপটি ভরাট করে দেয়ার নির্দেশ দিলেন এবং তা ভরাট করে দেয়া হলো। [সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড ৫, ৫৬২৮; মুসলিম ২১৮৬ ইংরেজী অনুবাদ; ইবনে কাসীর খণ্ড ১০, পৃষ্ঠা ৬৪৫]*

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহ তা'আলা সূরা আল-ফালাক এবং সূরা আন-নাস নাযিল করেন, যাতে তার হাবীব (সা.) যাদু থেকে আরোগ্য লাভ করতে পারেন। পরবর্তীতে তার উম্মতের জন্য এ ধরনের যাদু থেকে মুক্তি লাভে অথবা যাদুতে আক্রান্ত না হওয়ার জন্য এই সূরাগুলো ব্যবহার করার অনুমতি হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার অশেষ রহমতের একটি নিদর্শন। তাই মুসলিম উম্মত এই সূরাসমূহ নিয়মিতভাবে পাঠের মাধ্যমে শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে আল্লাহ তা'আলার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতে পারে। রাসূল (সা.) নিজেও নিয়মিত পাঠ করে আল্লাহ তা'আলার কাছে জিন [*শয়তান*] এবং মানুষের অনিষ্ট [*যাদু*] থেকে নিরাপদে থাকার জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। *আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেছেন, রাসূল (সা.) যখন নিজ বিছানায় আসতেন, তখন আপন দু'হাতের তালুতে কুলহু ওয়াল্লাহু আহাদ' এবং সূরা নাস ও সূরা ফালাক পড়ে দম করতেন। তারপর উভয় কব্জির তালু মুখের উপর মুছে নিতেন আর দেহের যতটুকু হাত দু'টি পৌঁছে যেত ততটুকুতে হাত বুলিয়ে দিতেন। আয়েশা (রা.) বলেছেন, যখন রাসূল (সা.) অসুস্থ হতেন, তখন আমাকে অনুরূপ করতে হুকুম দিতেন। [সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড ৫, ৫৮৭৫, ৫৩১৫]।*

রাসূলের (সা.) সাহাবীরাও শয়তানের প্রভাব থেকে নিরাপদে থাকার জন্য এই সূরাগুলো পাঠ করে আল্লাহ তা'আলার কাছে আশ্রয় চাইতেন। আমরা নিজেরাও নিয়মিতভাবে অনুরূপ আমল করে আল্লাহ তা'আলার রহমতে অনেক লাভবান হয়েছি বা হচ্ছি।

যাদু দুই ধরনের, একটি দিয়ে মানুষের শারীরিক ও মানসিকভাবে ক্ষতি করা হয়। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে মানুষকে সাময়িকভাবে শিরকের মতো গর্হিত পাপে জড়িত হওয়ায় অনুপ্রাণিত করা হয়। তাই বলার অপেক্ষা রাখে না যে, যাদু শুধুমাত্র সাময়িকভাবে দর্শকদের বশ করে বিভিন্ন বিষয়ে সম্মোহিত করার মাধ্যমে প্রশংসা অর্জন ও অর্থ উপার্জন নয় বরং খারাপ ব্যক্তির এবং জিনের সাহায্যে অনেক ধ্বংসাত্মক কাজেও যাদু ব্যবহার করতে পারে। শয়তানের যাদু এবং তার প্রভাব সম্পর্কে উদাহরণ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

وَاتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوا الشَّيٰطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمٰنَ ج وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ وَلٰكِنَّ الشَّيٰطِيْنَ
كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ ق وَمَآ اُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ
وَمَارُوْتَ ط وَمَا يُعَلِّمٰنِ مِنْ اَحَدٍ حَتّٰى يَقُوْلَآ اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ط فَيَتَعَلَّمُوْنَ
مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُوْنَ بِهٖ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهٖ ط وَمَا هُمْ بِضَآرِّيْنَ بِهٖ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ

www.nagorikpathagar.org

ۚ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ ۚ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ
خَلَاقٍ ۚ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ.

"এবং সুলায়মানের রাজত্বে শয়তানগণ যা আবৃত্তি করতো তারা [*ইয়াহুদীরা*] তার [*শয়তানের কাছ থেকে যাদু শিক্ষা করত এবং তার রাতের বিধান মানত না*] অনুসরণ করতো। সুলায়মান সত্য প্রত্যাখ্যান করেনি, কিন্তু শয়তানগণই কুফরি [*যাদু শিক্ষা দিয়ে*] করেছিল। তারা [*শয়তানেরা*] মানুষকে যাদু শিক্ষা দিত এবং যা [*পরীক্ষাস্বরূপ যাদু শিক্ষা*] বাবেল শহরে হারুত ও মারুত ফিরিশতাদ্বয়ের উপর অবতীর্ণ হয়েছিল। তারা [*ফিরিশতাগণ*] কাউকেও এই কথা না বলে শিক্ষা দিত না যে, আমরা পরীক্ষাস্বরূপ; সুতরাং তোমরা কুফরি [*যাদু শিক্ষা ও বিশ্বাস করে কুফরি করো না।*] তা [*ইয়াহুদীরা*] তাদের [*ফিরিশতাদের*] নিকট থেকে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যা বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে তা শিক্ষা করতো, অথচ আল্লাহর নির্দেশ ব্যতীত তারা কারও কোনো ক্ষতি সাধন করতে পারত না। তারা যা শিক্ষা করতো তা [*যাদু*] তাদের [*নিজের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ*] ক্ষতি সাধন করতো এবং কোনো উপকারে আসত না; আর তারা [*ইয়াহুদীরা*] নিশ্চিতভাবে জানত যে, যে কেউ তা [*যাদু শিক্ষা ও বিশ্বাস*] ক্রয় করে পরকালে তার কোনো অংশ নেই। তা [*যাদু*] কত নিকৃষ্ট যার বিনিময়ে তারা স্বীয় আত্মাকে বিক্রয় করেছে, যদি তারা জানত।" {*২-সূরা বাকারাহ : ১০২*}

যাদু সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণার জন্য উপরিউক্ত আয়াতের বিষয় সম্পর্কে বিশ্লেষণ করার গুরুত্ব রয়েছে। এই আয়াত থেকে যাদু সম্পর্কে জানা যায়:

১) যাদু বিদ্যা অর্জন, চর্চা এবং বিশ্বাস সবই কুফরি কাজ অর্থাৎ এই কাজের মাধ্যমে মানুষ অবিশ্বাসীতে পরিণত হতে পারে।

২) শয়তানই মানুষকে বিপথে নেয়ার জন্য যাদু বিদ্যা অর্জনে ও চর্চায় অনুপ্রেরণা দিয়ে সাহায্য করে থাকে।

৩) সুলায়মান (আ.) ছিলেন আল্লাহ তা'আলার মনোনীত নবী, বাদশাহ এবং একনিষ্ঠ বান্দা। তিনি যাদুর চর্চা করেননি অথবা যাদুর সাহায্যে কাউকে বশে রাখেননি। *আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত ক্ষমতা বলেই তিনি রাজ্যের শাসনকার্য পরিচালনা করেছিলেন। জিন জাতি, পশুপাখি, বায়ু এবং জীবজন্তু ইত্যাদি আল্লাহ তা'আলার হুকুমেই সুলায়মানের (আ.) অধীনে কাজ করতো। এ জন্য ইয়াহুদীরা বিশ্বাস করতো, সুলায়মান (আ.) শয়তানের কাছ থেকে যাদু শিখে তার সাহায্যে রাজ্য শাসন করছেন। এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইয়াহুদীদের এই বিশ্বাসকে মিথ্যা বলে ঘোষণা করেছেন।*

www.nagorikpathagar.org

৪) শয়তান নিজে কাফের এবং কাফেরদের নেতা। তাই অন্যদেরকে কুফরিতে পরিণত করতে সে বিরামহীনভাবে সংগ্রাম করে।

৫) বনী-ইসরাঈল [*ইয়াহুদীরা*] মূসার (আ.) উপর নাযিলকৃত কিতাব "তাওরাতের" বিধান পরিত্যাগ করে, শয়তানের তৈরি [*যাদু বিদ্যা তার একটি অন্যতম ব্যবস্থা*] বিধানে জীবন যাপন করত। তাই তাদের সমাজে যাদু বিদ্যা অর্জন ও চর্চা ছিলো সর্বস্তরে সর্বান্তঃকরণে গৃহীত। যালেম বাদশাহ ফেরাউনের দরবারে ইয়াহুদীর অনেকেই যাদু চর্চা করে ফেরাউনের প্রশংসা ভাজন হয়েছিল। মূসার (আ.) অলৌকিক ক্ষমতা দেখে ইয়াহুদী যাদুকররা বুঝতে পেরেছিল মূসার (আ.) অলৌকিক ক্ষমতা কোনো যাদু নয়। তাই কালবিলম্ব না করে তারা মূসা এবং হারুনের (আ.) প্রভুর উপর বিশ্বাস স্থাপন করে।

৬) এই জন্য হারুত ও মারুত নামক দুই ফিরিশতাকে যাদু বিদ্যার ক্ষমতা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বাবেল শহরে প্রেরণ করেন যাতে ইয়াহুদীদের পরীক্ষা করতে পারেন।

৭) এই ফিরিশতাদ্বয় বাবেল শহরে লোকজনদের বলতো বা উপদেশ দিত এই বলে যে, "যাদু শিক্ষা ও তার চর্চা হলো কুফরি। সুতরাং তোমরা এই বিদ্যা চর্চা পরিত্যাগ কর। তবুও লোকজন যখন যাদু বিদ্যা অর্জনের জন্য তাদেরকে চাপ দিত তখন আল্লাহ তা'আলার হুকুমে তারা যাদু শিক্ষা দিতো এবং বলতো আমরা তোমাদের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ। সুতরাং কুফরির মধ্যে জড়িত হয়ো না এবং যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা পরীক্ষা করতে চাইতেন, তাদেরকে এইভাবে পরীক্ষা করতেন।

৮) এটিই দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ তা'আলার সুষ্ঠু ও ন্যায় বিচারের বিধান। তিনি নবী-রাসূল পাঠিয়ে উপদেশ না দিয়ে এবং পরীক্ষা না করা পর্যন্ত কাউকে পাপের জন্য শাস্তি দেননি অথবা দায়ী করেননি। এ ব্যাপারে আল-কুরআনে বহু উদাহরণ রয়েছে।

৯) বাবেল শহরের লোকজন ফিরিশতাদের উপদেশ না শুনে যাদু বিদ্যা শিখে তার চর্চা করে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাত। যদিও এই স্বামী-স্ত্রীদের মধ্যে বিচ্ছেদ হওয়ার মতোই খারাপ সম্পর্ক ছিলো না।

১০) তবে যাদু বিদ্যা চর্চার মাধ্যমে তারা অন্য কারোর ক্ষতি করতে পারত না। আল্লাহ তা'আলার আদেশের অবাধ্য হয়ে তারা নিজেদের ক্ষতি করেছিল। অন্যদের ক্ষতি করার মতো ক্ষমতা আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে দেননি।

১১) তাদের এই অবাধ্যতার [*নিষেধ থাকা সত্ত্বেও যাদু বিদ্যা চর্চায় মশগুল থাকার*] কারণে তারা পার্থিবের ক্ষতিসহ আখেরাতের জীবনকে বিসর্জন দিয়েছিলেন।

www.nagorikpathagar.org

১২) বাবেল শহরের লোকজন সম্যক অবগত ছিলো যে, যাদু বিদ্যা অর্জন এবং চর্চা গর্হিত অন্যায় এবং কুফরি কাজ। তাই এই কাজে অভ্যস্ত হলে বা জড়িত থাকলে আখেরাতের জীবন ধ্বংস হবে, সেটিও তারা জ্ঞাত ছিলো। তা সত্ত্বেও যাদু বিদ্যা অর্জন ও চর্চায় তারা নিজেদের ক্ষতি করেছে এবং *[দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনের]* নিকৃষ্ট জিনিসের জন্য নিজেদেরকে বিক্রয় করেছে। বর্তমানে বিভিন্ন দেশে যাদু বিদ্যা অর্জন এবং চর্চায় যারা জড়িত রয়েছে তারা একই ধরনের কাজ করছে। মুসলিম উম্মতের একদল এ কাজে জড়িত আছেন, তাদের সতর্ক হওয়া উচিত। কারণ আল-কুরআনের পবিত্র বিধান তাদের হাতে আছে, তাই এই কুফরি কাজ থেকে দূরে না থাকার কোনো অজুহাত তারা খুঁজে পাবে না। মুসলিম উম্মত তাওহীদি জনতা, কাজেই শয়তান তাদেরকে এই কুফরি কাজে জড়িত করতে এবং রাখতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

১৩) এই পবিত্র আয়াত থেকে সুস্পষ্ট যে, যাদু বিদ্যা অর্জন, চর্চা এবং বিশ্বাস করা সবই কুফরি কাজ। মদ খাওয়া যেমন হারাম, তেমনি মদ তৈরি, পরিবহন, বিক্রয় ও পরিবেশন করা সবই হারাম। আয়াতে উল্লিখিত ফিরিশতাদের ব্যাপারে আল-হাসান আল-বসরীর (র.) দেয়া ব্যাখ্যা ইবনে কাসীরের তাফসীর থেকে নেয়া হয়েছে। *[ইবনে কাসীর, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩১৭]*

নবী-রাসূলগণ যখনই আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত বিধান, আয়াত [*নিদর্শন*] বা আসমানী কিতাব ও অলৌকিক নিদর্শনসহ মানুষের কাছে এসেছেন, তখনই অবিশ্বাসীরা এবং তাদের নেতারা বলেছেন এই সমস্ত হলো যাদু [magic]। এ ব্যাপারে উল্লেখ্য মূসার (আ.) অলৌকিক নিদর্শন দেখে এবং রাসূলের (সা.) কাছে নাযিলকৃত কিতাব আল-কুরআনকে প্রথম দিকে যাদু [magic] বলে অবিশ্বাসীরা ঘোষণা দিয়েছিল। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَٰذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ

"অতঃপর যখন তাদের [*ফেরাউন এবং তার পারিষদবর্গ*] নিকট আমার নিকট হতে সত্য [*আল্লাহর নিদর্শন ও তাওহীদের দাওয়াত*] এল তখন তারা বললো, 'এটি তো নিশ্চয়ই স্পষ্ট যাদু।" { *১০-সূরা ইউনুস : ৭৬*}

وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ

"যদি তোমার [*রাসূল (সা.)*] প্রতি কাগজে লিখিত কিতাবও নাযিল করতাম আর তারা যদি তা হস্ত দ্বারা স্পর্শও করতো তবুও কাফেরগণ বলত এটি স্পষ্ট যাদু ব্যতীত আর কিছুই নয়।" { *৬-সূরা আন'আম : ৭*}

www.nagorikpathagar.org

মানুষ সত্য বিমুখ হয়ে যখন মিথ্যার ইন্দ্রজালে বন্দী হয়, তখন খাঁচার বন্দী জন্তুর মতোই মালিকের খেয়াল খুশি মতো উঠ বস করে। এই মিথ্যার ইন্দ্রজাল হচ্ছে অবিশ্বাস এবং জীবন যাপনের জন্য মানুষের তৈরি মতাদর্শ, যার পরিচালক মানুষের শত্রু "শয়তান"। এই মিথ্যার ইন্দ্রজালে বন্দী মানুষ যখন স্বাধীন চিন্তা ভাবনার শক্তি, নৈতিকতা, ন্যায়নীতি পরিত্যাজ্য, সত্য প্রকৃতি বর্জিত জীবে পরিণত হয়ে যায়, তখন শয়তানের প্ররোচনায় নাফস প্রবৃত্তির গোলাম সেজে, সে ভিত্তিহীন অবাস্তবকে বাস্তব হিসেবে বিশ্বাস করে। আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত সব নবী-রাসূলদের সময় অসত্য ও অবাস্তবে বিশ্বাসী বিপথগামীরা বাস্তব ও সত্য [*আল্লাহ তা'আলার নবী-রাসূল ও কিতাব*] কে অবাস্তব [*যাদু*] হিসেবে ঘোষণা দিয়েছিল। কারণ তারা মিথ্যার ইন্দ্রজালে বসবাস করে সত্য প্রকৃতি হারিয়ে বিভ্রান্ত মানুষের তৈরি মিথ্যাকেই সত্য হিসেবে গ্রহণ করতো। তাই শয়তানের ভেলকিবাজি এবং যাদুতে এমনভাবে তারা অভ্যস্ত ছিলো যে, বাস্তবও ছিলো তাদের কাছে যাদুর সমতুল্য। শয়তান সম্যক অবগত যে, মানুষের প্রবৃত্তি সব সময় আশ্চর্য বৈচিত্র্যময়, চিত্তাকর্ষক প্রশান্তিমূলক ও মনো মুগ্ধকর জিনিস পছন্দ করে। সেটি ক্ষণিকের জন্য হলেও মানুষ এই সব কিছুর উপস্থিতিতে বিস্ময়ে বিস্মিত হয়। এ জন্যই মানব সন্তানকে অবিশ্বাসের অন্ধকারে রাখার জন্য এবং ক্ষণিকের জন্য মনের অজান্তে বিশ্বাসীরা কুফরিতে জড়িত হোক সে উদ্দেশ্যেই শয়তান যাদুর বিস্ময়ে মানব সন্তানকে সম্মোহিত করে আচ্ছন্ন রাখে। আজও বিশ্বের সব দেশেই যাদুতে অপ্রত্যাশিত চিত্তবিনোদায়ক দৃশ্য দেখে মানুষ আত্মহারা হয়। টিভিতে এবং বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে যাদু দেখিয়ে যাদুকর নিজের ক্ষমতা ও শক্তিতে গর্বিত হয় এবং প্রচুর অর্থ উপার্জন করে। তাতে "এক ঢিলে দুই পাখি মারার" কাজ করে। এই পরিস্থিতিতে দর্শকরা বুঝতে পারে না [*বিশেষ করে মুসলমানরা*] যে, ক্ষণিকের জন্য তারা যাদুতে বিশ্বাস করে এবং যাদুকরের ক্ষমতা-শক্তির প্রশংসার মাধ্যমে নীরবে মনের অজান্তে শিরকের মতোই গর্হিত পাপে তারা লিপ্ত হচ্ছে। এ প্রসংগে *আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন যে, নবী (সা.) বলেছেন: সাতটি ধ্বংসাত্মক জিনিস থেকে দূরে থাক। সাহাবীরা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! ঐগুলো কি? তিনি বললেনঃ ১) আল্লাহর সাথে কোনো কিছু শরীক করা, ২) যাদু, ৩) যে জীবনকে হত্যা করা আল্লাহ হারাম করেছেন তাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা, ৪) সুদ খাওয়া, ৫) ইয়াতীমের মাল আত্মসাৎ করা, ৬) যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পলায়ন করা এবং ৭) পবিত্র চরিত্রের অধিকারী সহজ সরল মু'মিন স্ত্রীলোকের প্রতি মিথ্যা চারিত্রিক দোষ আরোপ করা। {রিয়াদুস সালেহীন, খণ্ড ৪, ১৬১৪; সহীহ আল-বুখারী}*

এই হাদীসে উল্লিখিত সাতটি কবীরা গুনাহর [*গুরুপাপ*] মধ্যে শিরকের পরেই স্থান

www.nagorikpathagar.org

পেয়েছে "যাদু"। সাতটি পাপের মধ্যে প্রথম দু'টিতে বিশ্বাস এবং চর্চা করলে, সে ব্যক্তি কাফের হয়ে যায়। মুসলিম উম্মত তাওহীদে বিশ্বাসী অথচ এই হাদীসে উল্লিখিত প্রথম গুরুপাপ [শিরক] ছাড়া আর বাকী ছয়টি ধ্বংসাত্মক পাপে মুসলিম উম্মতের অনেকেই নিত্যজীবনে জড়িত থাকছে। এটি নিঃসন্দেহে দুঃখজনক ব্যাপার। বাংলাদেশে মানুষ হত্যা, নির্দোষ নারীর চরিত্রে কলংক চাপিয়ে দেয়া, এ্যাসিড মেরে একটি নিরীহ নির্দোষ নারীর জীবন নষ্ট করা, সুদ খাওয়া এবং ইয়াতিমের ধন-সম্পদ জোরপূর্বক আত্মসাৎ সবই সহজ ব্যাপার। তাছাড়া "যাদু" বিদ্যা অর্জন এবং তার চর্চায় সমাজের এক শ্রেণীর মানুষ জড়িত আছে। তারা জীবিকার জন্য যাদুকে অন্যতম পন্থা হিসেবে গ্রহণ করেছে। তারা বিপথগামী হয়েছে এবং অন্যদেরকেও শিরকের মতোই গর্হিত পাপে জড়িত করছে। অতএব এ ব্যাপারে সকলেই বিচক্ষণতা ও ধীশক্তি ব্যবহারে সিদ্ধান্ত নিবেন, মুসলিম হিসেবে এ ব্যাপারে করণীয় কি? এর সঠিক উত্তর খোঁজা এবং তদনুযায়ী কাজ করার দায়িত্ব সবার উপর রইলো।

ভাগ্য গণনা ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জ্ঞান

সৃষ্টি জগতে মানুষ, আল্লাহ তা'আলার অন্যতম সৃষ্টি। আকাশ-জমিনের অন্তর্ভুক্ত যা কিছু আছে, সবই আল্লাহ তা'আলা মানুষের কল্যাণে ও সেবায় নিয়োজিত রেখেছেন। যাতে মানুষ ইহজগতে সহজভাবে জীবন যাপন করে সঠিক পন্থায় ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার কৃতজ্ঞ বান্দা হতে পারে। পার্থিব জীবনকে সহজ করার প্রত্যয়ে মানুষকে বহুবিষয়ে প্রয়োজনীয় জ্ঞান দিয়ে চিন্তাভাবনা করার অসাধারণ ক্ষমতা আল্লাহ তা'আলা দিয়েছেন। এগুলোর মধ্যে মানসিক চিন্তাভাবনা, হৃদয়ের ভাব ও আবেগ অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করে তার ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা ও বিচক্ষণতা হচ্ছে মানুষের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তা'আলা এ সম্পর্কে বলেছেন–

عَلَّمَهُ الْبَيَانَ.

"তিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষ। তিনিই তাকে শিখিয়েছেন ভাব প্রকাশ করতে [*অর্থাৎ ভাষায় ব্যক্ত করে ব্যাখ্যা করা*]।" { *৫৫-সূরা রহমান : ৪*}

الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ لا عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ.

"যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে, যা সে জানত না।" { *৯৬-সূরা আলাক : ৩-৫*}

অতএব চোখে দেখে, কানে শ্রবণ এবং হাত দিয়ে স্পর্শ করে মুখের ভাষায় এবং কাগজে লিখে ভাব প্রকাশ এবং ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা হচ্ছে মানুষের প্রতি আল্লাহ

www.nagorikpathagar.org

তা'আলার বিশেষ অনুগ্রহ। যে ক্ষমতা সৃষ্টির অন্য কোনো জীব-জন্তু এবং বস্তুকে আল্লাহ তা'আলা দেননি। তাই এগুলো হচ্ছে মানব প্রকৃতির বিশেষত্ব এবং অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এতদ্ব্যতীত মানব প্রকৃতির আরেকটি উল্লেখ্য বৈশিষ্ট্য হলো অজানাকে জানার আগ্রহ এবং গবেষণার মাধ্যমে চেষ্টা করা। পৃথিবীতে আগমনের প্রারম্ভেই প্রয়োজনের তাগিদে মানুষ শুরু করেছিল ক্রমাগত গবেষণার সাহায্যে নতুন নতুন আবিষ্কার। এ কাজ পুরাদস্তুর অব্যাহত আছে বরং বলা যায় ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। ফলে পার্থিব জীবনকে তারা করেছে সহজ সুন্দর এবং উপভোগ্য।

নতুন আবিষ্কারে মানুষ পুনঃপুনঃ গবেষণায় অক্লান্ত পরিশ্রমে বছরের পর বছর ব্যয় করেছে, আজও করছে। একটি বস্তুর আবিষ্কার যেমন অজানা ভবিষ্যতে অন্তর্নিহিত থাকে তেমন মানুষের ভাগ্যলিপি, যা পূর্ব নির্ধারিত তা অজানা ভবিষ্যতে অন্তর্নিহিত থাকে। তাই প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে সময়ের অগ্রগতির সাথে কম্পিউটার ফাইলের মতোই মানুষের ভাগ্যের অজানা অধ্যায়গুলো তারা দেখতে পায়। প্রকৃতিগতভাবে মানুষ অত্যন্ত উৎসুক্য এবং অস্থির চিত্তের জীব, তাই তারা ভাগ্যের পাতাগুলো উল্টানোর সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে রাজি নয়। মানুষ প্রবৃত্তিতে অজানাকে জানার আগ্রহ এত প্রবল যে, ক্ষণিক মুহূর্তের পর কী ঘটতে যাচ্ছে, সেটি বিলম্বে নয়, সে এখনই জানতে চায় অথচ সেটি অসম্ভব। আদম সন্তানের পার্থিব জীবনকে সহজ সুন্দর এবং উপভোগ্য করার জন্য আবিষ্কারের প্রয়োজনে মানুষকে অসাধারণ ক্ষমতা ও ধৈর্য দিলেও বিশেষ কিছু বিষয়ে তাদের জ্ঞান অর্জনের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা একটি নির্দিষ্ট সীমা নির্ধারণ করেছেন। এই সীমা অতিক্রম করা কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। বস্তু সামগ্রীর নতুন দিগন্ত আবিষ্কার আল্লাহ তা'আলার আদেশেই হয়ে থাকে, তাই কিছু গবেষণায় মানুষ কঠোর পরিশ্রম করেও সাফল্য অর্জন করতে পারে না।

মানব সন্তানের এবং একটি দেশের ভাগ্যলিপি বস্তু সামগ্রীর মতো কেউ গবেষণায় আবিষ্কার করতে পারে না। তাই এই বিষয়ের ভবিষ্যৎ জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কারোর পক্ষে জানা সম্ভব নয়। অতএব মানুষের ব্যক্তি জীবনে, পরিবারে, সমাজ ও জাতির জীবনে আগামীতে কি ঘটবে সেটি একমাত্র আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আর কেউ জানেন না। আল্লাহ তা'আলাই মানুষ সৃষ্টি করেন এবং তার ভাগ্য নির্ধারণ করেন। অনুরূপ তিনিই সময় সৃষ্টি করেছেন, তাই আল্লাহ তা'আলার কাছে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সবই এক রকম এবং তাঁর সীমাহীন জ্ঞানের মধ্যে অন্তর্নিহিত। তবে বিশেষ কিছু নবী-রাসূল এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে কাউকে [*কামেল ব্যক্তি, আল্লাহ তা'আলার আউলিয়া*] নির্দিষ্ট কিছু বিষয়ে ভবিষ্যতের সামান্য জ্ঞান দিয়েছিলেন। এছাড়া অন্য কাউকেই আল্লাহ তা'আলা সে ধরনের ক্ষমতা দেননি। এ ব্যাপারে উল্লেখ্য যে, একটি ঘটনা ঘটার

www.nagorikpathagar.org

আগে ভবিষ্যতে কি ধরনের আলামত [*নিদর্শন এবং উপসর্গ*] দেখা যাবে সেটিই কিছু নবী-রাসূল এবং কামেল ব্যক্তিগণ বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বলতে পেরেছেন। আল্লাহ্ তা'আলার প্রেরিত নবী-রাসূল ও বিশেষ কামেল ব্যক্তিরা ধন-সম্পত্তি উপার্জনে, খ্যাতি অর্জনে এবং প্রশংসা পাওয়ার জন্য তাদের জ্ঞান ব্যবহার করেননি। আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশে সময় মতো প্রয়োজন মাফিক তারা জ্ঞান ব্যবহার করেছেন। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য একটি শিক্ষণীয় কাহিনী, যা সূরা আল-কাহফে মূসা (আ.) এবং খিদিরের (আ.) ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা উল্লেখ করেছেন। তবে আল-কুরআন ও আল-হাদীসে কোথাও উল্লেখ নেই যে, খিদির (আ.) আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত নবী-রাসূল ছিলেন। খিদির (আ.) সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন–

فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَآ اٰتَيْنٰهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنٰهُ مِنْ لَّدُنَّا عِلْمًا.

"অতঃপর তারা [*মূসা (আ.) এবং তার ভৃত্য*] সাক্ষাৎ পেল আমার বান্দাদের মধ্যে একজনের [*খিদির (আ.)এর নাম হাদীস থেকে জানা যায়*] যাকে আমি আমার নিকট থেকে অনুগ্রহ দান করেছিলাম ও আমার নিকট থেকে শিক্ষা দিয়েছিলাম এক বিশেষ জ্ঞান।" {*১৮-সূরা কাহফ : ৬৫*}

এই আয়াত থেকে স্পষ্ট যে, খিদির (আ.) আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভে এক বিশিষ্ট বান্দা হয়েছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাকে বিশেষ কিছু ব্যাপারে ভবিষ্যতের জ্ঞান দিয়েছিলেন [*যেমন সূরা আল-কাহফ, ৬৬-৮২ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সে সমস্ত জ্ঞানের ও ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন*]। এমনকি মূসার (আ.) এ সম্পর্কে কোনো জ্ঞান ছিলো না অথচ তিনি (আ.) ছিলেন আল্লাহ্ তা'আলার মনোনীত রাসূল। অতএব আল্লাহ্ তা'আলার সীমাহীন অনুগ্রহ ও দয়া ছাড়া কোনো মানুষই ভবিষ্যতের জ্ঞান অর্জন করতে পারে না।

ভবিষ্যতের জ্ঞান মানে অজানা জ্ঞান অথবা যে জ্ঞান এখনও অদৃশ্য রয়েছে এবং এখনও যে ঘটনার প্রকাশ ঘটেনি। এই অদৃশ্যের অজানা জ্ঞানকে আরবী ভাষায় বলা হয় "গায়েবের" জ্ঞান। গায়েব ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। তবে আলোচিত বিষয়ের ক্ষেত্রে গায়েবের অর্থ আল্লাহ্ তা'আলার অস্তিত্বে বিশ্বাস [*কারণ আল্লাহ তা'আলা দৃশ্যমান নন*], ফিরিশতা, বেহেশত-দোযখ, কেয়ামতের দিন এবং আল-কদরে [*পূর্বে নির্ধারিত বিষয়, অর্থাৎ মানুষের তাকদীর, জন্ম, মৃত্যু, ভাগ্য, ধন-দৌলত অর্জন, সন্তান-সন্ততি, অসুখ-বিসুখ ইত্যাদি।*] বিশ্বাস করা। প্রতিটি মানুষের তাকদীর বা ভাগ্য জন্মের পূর্বে নির্ধারিত হয়ে থাকে, যার কোনো পরিবর্তন নেই [*তবে আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে পরিবর্তন করতে পারেন*]। ভাগ্যের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন–

www.nagorikpathagar.org

فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ

"এই রজনীতে [*লাইলাতুল কদর, রমাযান মাসের শেষ দশ রাতের যে কোনো এক রাত*] প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্থিরীকৃত হয়।" {*৪৪-সূরা দুখান : ৪*}

ইবনে ওমর (রা.), মুজাহিদ এবং আবু মালেক এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, যে লাইলাতুল কদরের রাত্রে আল্লাহ তা'আলা লাওহে মাহফুয থেকে পূর্ব নির্ধারিত বিষয়বস্তু আগামী এক বছরের জন্য ফিরিশতাদের কাছে প্রকাশ করেন। ফিরিশতাগণ তখন লিখে রাখেন, যেমন জীবন-মরণ, রিযিক এবং আরো অন্যান্য বিষয় যা সারা বছর ঘটবে। [ইবনে কাসীর, খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা ৬৭১; আত-তাবারী, ২২:৯]

অর্থাৎ সকল আদম সন্তানের তাকদীর বা ভাগ্য আল্লাহ তা'আলা পূর্বেই নির্ধারণ করে রেখেছেন। তাই প্রতি বছর এই মহিমান্বিত রাত্রে শুধুমাত্র আগামী এক বছরের যা ঘটবে তা ফিরিশতাদের জানিয়ে দেন। মানুষের ভাগ্যের ব্যাপারে হাদীস থেকে উল্লেখ করা যায়, মা জননী গর্ভবতী হওয়ার ১২০ দিনের মাথায় প্রতিটি শিশুর ভাগ্য আল্লাহ তা'আলা ফিরিশতা পাঠিয়ে নির্ধারণ করেন। *আবদুল্লাহ (রা.) বর্ণনা করেন, সত্যবাদী ও সত্যের প্রতীক রাসূল (সা.) বলেছেন, তোমাদের প্রত্যেকের সৃষ্টির উপাদান [মা-বাবার শুক্র, semen] মাতৃগর্ভে চল্লিশ দিন পর্যন্ত জমাট বাঁধতে থাকে। তারপর অনুরূপ [চল্লিশ দিনে] জমাটবদ্ধ রক্তপিণ্ডে রূপ নেয়। পুনরায় [চল্লিশ দিনে] গোশতের টুকরায় পরিণত হয়। অতঃপর আল্লাহ চারটি কথার [বিষয়ে] নির্দেশসহ তার কাছে একজন ফিরিশতা পাঠান। সে তার আমল [কর্ম], মৃত্যু, রিযিক এবং পাপিষ্ঠ হবে নাকি নেক্কার এসব লিখে দেয়। এরপর তার মধ্যে রূহ ফুঁকে দেয়া হয়। (জন্মের পর) এক ব্যক্তি একজন জাহান্নামীর ন্যায় ক্রিয়াকাণ্ড করতে থাকে। এমন কি তার ও জাহান্নামের মধ্যে মাত্র এক হাতের ব্যবধান রয়ে যায়। এমনি মুহূর্তে তার [ভাগ্যের লিখন] লিখন এগিয়ে আসে। তখন সে জান্নাতবাসীদের অনুরূপ আমল [কাজকর্ম] করে যায় এবং পরিণতিতে জান্নাতে প্রবেশ করে। আর এক ব্যক্তি [শুরুতে] জান্নাতবাসীরই অনুরূপ আমল করে। এমনকি তার ও জান্নাতের মাঝামাঝি মাত্র এক হাতের দূরত্ব থেকে যায়। এমনি সময় তার উপর তার [ভাগ্যের] লিখন এগিয়ে আসে। তখন সে জাহান্নামীদের অনুরূপ কাজকর্ম শুরু করে দেয়। [ফলে] সে জাহান্নামী হয়। [সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড ৬, নম্বর ৬১৩৪]*

এমতাবস্থায় একজন মানুষের [*ভাগ্য গণনাকারী বা জ্যোতিষীর*] পক্ষে কীভাবে সম্ভব হবে অন্য মানুষের ভাগ্য বা ভবিষ্যত সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করা? গণনাকারী নিজেই জানে না তার ভাগ্যে এক মুহূর্তের মধ্যে কী ঘটবে। ফিরিশতা শুধুমাত্র আগামী এক বছর মানুষের জীবনে কী ঘটবে সেটি জানতে পারেন। এই জ্ঞান তাদেরকে

www.nagorikpathagar.org

আল-কদরের রাত্রে আল্লাহ তা'আলা জানিয়ে দেন। ফিরিশতাগণ আল্লাহ তা'আলার আদেশের বহির্ভূত কোনো কাজ করেন না এবং আল্লাহ তা'আলা যা শিক্ষা দেন তার বেশী তারা জানেন না। বিশেষ প্রয়োজনে আল্লাহ তা'আলার আদেশ ব্যতিরেকে তারা আদম সন্তানের সাথে যোগাযোগ করেন না। আল্লাহ তা'আলার হুকুমে একমাত্র জিব্রাইলই (আ.) নবী-রাসূলদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। জিন বা শয়তান অদৃশ্যে থাকলেও মানুষের সাথে বিনা বাধায় যোগাযোগ করতে পারে। মানব সন্তানকে বিপথগামী করার জন্য বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে। তাই জিন বা শয়তানের মাধ্যমে মানুষ অন্যদের সম্পর্কে অনেক কিছু জ্ঞান অর্জন করতে পারে। এ ব্যাপারে আল-কুরআন থেকে জানা যায়, জিন শয়তানরা সর্বদা আকাশে উড়ে বেড়িয়ে মানুষের ভাগ্য সম্পর্কে এবং দুনিয়াতে আগামী বছর কী ঘটবে সেটি জানার চেষ্টার করে। তাই তাদেরকে আকাশের সীমানা থেকে দূরে রাখার জন্য আকাশের দ্বারে আল্লাহ তা'আলা সুব্যবস্থা রেখেছেন। এ প্রসংগে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ ۝ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ ۝ لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَىٰ وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ ۝ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ ۝ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ.

"আমি নিকটবর্তী আকাশকে নক্ষত্ররাজির সুষমা দ্বারা সুশোভিত করেছি এবং রক্ষা করেছি প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তান থেকে। ফলে, তারা ঊর্ধ্ব জগতের কিছু শ্রবণ করতে পারে না এবং তাদের প্রতি নিক্ষিপ্ত হয় সকল দিক থেকে। বিতাড়নের জন্য এবং তাদের জন্য আছে অবিরাম শাস্তি। তবে কেউ হঠাৎ কিছু শুনে ফেললে জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড তার পশ্চাদ্ধাবন করে।" {*৩৭-সূরা সাফ্‌ফাত : ৬-১০*}

শয়তান প্রবৃত্তির চাহিদায় আকাশ থেকে মানুষ সম্পর্কে গোপন সংবাদ সংগ্রহের জন্য অবিরাম চেষ্টা করে যায়। তাই মাঝে মধ্যে তারা অনেক কিছু শুনে ফেললে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে উল্কাপিণ্ডের সাহায্যে বিতাড়িত করেন। রাতের পরিষ্কার আকাশে এই উল্কাপিণ্ড অনেক সময় দেখা যায়। শয়তান এই অনেক গোপন সংবাদকে সত্য মিথ্যায় অলংকৃত করে দুনিয়াতে তাদের অনুসারীদের কাছে প্রকাশ করে। গণক সেটিকে সম্বল করেই মানুষের ভাগ্য সম্পর্কে নানা ধরনের কথা বলে। হাদীস থেকে এ ব্যাপারে আরো জানা যায়, কিছু কিছু বিষয়ে গণকদের অস্পষ্ট সংবাদ জানার ব্যবস্থা আছে। *আয়েশা (রা.) বলেছেন, কিছু সংখ্যক লোক রাসূল (সা.) কে গণকদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন: ঐগুলো কিছুই না। লোকেরা বললো, হে আল্লাহর রাসূল, তারা কখনও কখনও*

www.nagorikpathagar.org

আমাদেরকে এমন সব কথা বলে যা প্রকৃতই সত্য হয়। রাসূল (সা.) বললেন: ওইগুলো সত্য কথা। জিনরা [ফিরিশতাদের কাছ থেকে] আড়ি পেতে শুনে সেগুলো নিয়ে পালিয়ে আসে এবং তাদের বন্ধুকে [গণকদের] কানে কানে বলে দেয়। অতঃপর গণকরা নিজেদের পক্ষ থেকে তার সাথে শত শত মিথ্যা কথা যোগ করে। [সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড ৫, নম্বর ৫৭৭২]

এই হাদীস থেকে সুস্পষ্ট যে, জিন শয়তান আকাশে আড়ি পেতে গোপন সংবাদ শুনে তাড়াতাড়ি চলে এসে গণককে জানিয়ে দেয়। গণক সেই ভিত্তিতে সত্য-মিথ্যা মিলিয়ে মানুষের হাতের রেখা-চিহ্ন দেখে অনুমান করে একটি কিছু বলে দেয়। যারা হাত দেখাতে যায়, তারা তাতেই খুশি হয়। গণকও এই সুবাদে কিছু অর্থ উপার্জন করে নেয়। ভাগ্য গণনাকারী, জ্যোতিষী বিদ্যা এবং যাদু বিদ্যা বস্তুত একই বিষয়। এই ব্যাপারে *রাসূল (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি জ্যোতিষী বিদ্যা অর্জন করে সে প্রকৃতপক্ষে যাদু বিদ্যাই অর্জন করে। যত অধিক জ্যোতিষী বিদ্যা অর্জন করবে তত অধিকই যেন যাদু বিদ্যা অর্জন করল। [রিয়াদুস সালেহীন, খণ্ড ৪, ১৬৭১; সুনান আবু দাউদ, সহীহ সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন]*

শয়তানের প্রধান উদ্দেশ্য, মানুষকে বিপথগামী করা। এ কাজ সুচারুভাবে সম্পন্ন করার জন্য আল্লাহ তা'আলার সাথে শরীক দাঁড় করাতে মানব সন্তানকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করতে আপ্রাণ চেষ্টা করে। কাজেই ধোঁকাবাজির মাধ্যমে বিভ্রান্ত পথ অবলম্বনে বিভিন্ন ধর্মীয় বিশ্বাসের রীতি চালু করতে শয়তান নানাভাবে মানুষকে সহযোগিতা করে। যারা হাত দেখাতে জ্যোতিষীদের কাছে যায়, তারা নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করে যে জ্যোতিষী বা গণক তাদের ভাগ্য সম্বন্ধে সত্য কথা বলতে পারবে। তাই তারা গণকের কথায় বিশ্বাস করে। এই বিশ্বাস হচ্ছে ইসলামী মূল্যবোধের বহির্ভূত বিভ্রান্ত বিশ্বাস, কারণ ভবিষ্যতের জ্ঞানের ব্যাপারে গণককে আল্লাহ তা'আলার সাথে শরীক দাঁড় করায়। অতএব এই ধারণা ও বিশ্বাসই মুসলমানের ঈমান নষ্ট হওয়ার জন্য যথেষ্ট।

ভবিষ্যৎ সম্পর্কে গণকের গণনা করার প্রয়াস হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত বিধানের বিরুদ্ধে কাজ করা এবং শয়তানের সাহায্যে মানুষদের বিপথগামী করার জন্য একটি অন্যতম ব্যবস্থা। *কাবীসাহ ইবনে মুখারিক (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, আমি রাসূল (সা.) কে বলতে শুনেছি, ইয়াফাহ" অর্থাৎ রেখা টেনে, "তাইরাহ" অর্থাৎ কোনো কিছু দেখে এবং "তারাক" অর্থাৎ পাখি হাকিয়ে শুভাশুভ নির্ণয় খোদাদ্রোহিতামূলক কাজ। [রিয়াদুস সালেহীন, খণ্ড ৪, ১৬৭০; সুনান আবু দাউদ। ইমাম আবু দাউদ (র.) বলেছেন, আত-তারক অর্থ পাখি হাকানো। আর এই হাঁকানোর মধ্য দিয়ে শুভ অথবা অশুভ ফল নির্ণয় করা হয়]।* তাই গণকের কথায় বিশ্বাস করা মুসলিমদের জন্য অপ্রত্যাশিত ব্যাপার, এমনকি শুধুমাত্র তাদের কাছে

www.nagorikpathagar.org

যাওয়ার কারণে মুসলিমদের কী ধরনের ক্ষতি হতে পারে সে সম্বন্ধে *নবী (সা.) বলেছেন: যে ব্যক্তি গণক বা হস্ত রেখাবিদের কাছে গিয়ে কোনো বিষয় জানতে চাইল এবং সে যা বললো তা সে বিশ্বাস করলো, চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার নামায কবুল হবে না। [সহীহ মুসলিম, ৫৬২৯]*

বাংলাদেশ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ হলেও অন্যান্য ধর্মের প্রভাব সমাজে, পরিবারে এবং ব্যক্তি জীবনে সর্বক্ষেত্রে বিদ্যমান। তাই নাটক ও সিনেমার বিষয়বস্তু মুসলিম পরিবার ভিত্তিক হলেও প্রায়শই দেখা যায়, গণক বা জ্যোতিষীর একটি চরিত্র থাকে। গণকের সাহায্যে মানুষের ভাগ্য গণনা করাটি একটি সামাজিক রীতি হিসেবে ধরা হয় এবং ভাগ্য গণনাকে ব্যবসা হিসেবেও অনেক সময় গ্রহণ করা হয়। অন্যান্য ধর্মের লোকদের মতোই মুসলিম শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-গরীব অনেকেই জ্যোতিষীদের কাছে গিয়ে নিজেদের ভাগ্যলিপি অথবা ভাগ্যের পরিণতি কি সেটি জানার জন্য আকৃষ্ট হয়ে থাকে তাই এই কাজে ধোঁকাবাজি এবং মিথ্যা ব্যবসা বাণিজ্যতে প্রতারকের অভাব নেই। ইসলামী মূল্যবোধে ভাগ্য গণনা যেমন হারাম তেমন গণনার ব্যবসায় উপার্জিত অর্থ-সম্পদও হারাম। এই ব্যাপারে *আবু মাসউদ বাদরী (রা.) বর্ণনা করেছেন, "রাসূল (সা.) কুকুরের মূল্য, বেশ্যার উপার্জন ও গণকের পারিশ্রমিক খেতে নিষেধ করেছেন [হারাম]। [সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড ৫, ৫৩৪০]*

গণকদের ক্ষমতা সম্পর্কে বুঝার জন্য একটি গল্প উল্লেখ করা হলো। গল্পটি এই রকম [*পাঠকরা অনেকেই হয়ত এই গল্প জানেন*], "ঢাকার কোনো এক এলাকায় একগণক রাস্তার মোড়ে বসে প্রতিদিন লোকদের হাতের রেখা দেখে ভাগ্যলিপি গণনা করে পয়সা উপার্জন করে। উক্ত এলাকার এক গণ্যমান্য জ্ঞানী ব্যক্তি প্রতিদিন সকালে ফজরের নামায পড়ে হাটার জন্য রাস্তায় বের হয়। হাটার সময় তিনি দেখেন এক ব্যক্তি মানুষের হস্তরেখা গণনা করে পয়সা নিচ্ছে। এইভাবে তিনদিন একই গণককে তিনি এ কাজ করতে দেখলেন। তারপর তিনি চিন্তা করলেন এই হারাম কাজটি বন্ধ করার একটি ব্যবস্থা নেয়া দরকার। চতুর্থ দিনে, সকালবেলা গণকের কাছে গিয়ে নিজের হাতের লাঠি দিয়ে গণককে দিলেন কষে এক ঘা। গণক ঘা খেয়ে চিৎকার করে বলতে লাগল, "আপনার মতো গণ্যমান্য ব্যক্তি কীভাবে এই অন্যায় কাজ করতে পারলেন। সম্মানিত ব্যক্তি বললেন, "ব্যাটা তুই অন্যদের হাত দেখে বেড়াচ্ছিস কিন্তু তুই কি জানিসনে আজ সকালে তোর কপালে এই রকম একটি লাঠির ঘা আছে?

যে নিজের হস্ত রেখা দেখে বুঝতে পারে না এবং শয়তানও তাকে সাহায্য করে না নিজের ভাগ্যলিপি গণনা করতে, তা হলে সে কিভাবে অন্য মানুষের ভাগ্যলিপি গণনা করতে পারে? মানুষের ভাগ্যের লিখন আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আর কেউ

www.nagorikpathagar.org

জানেন না। অতএব প্রতিটি মানুষের ভাগ্যলিপি অদৃশ্যে [*গায়েবে*] থাকে অর্থাৎ ভবিষ্যতে আগত সময়ের সাথে ক্রমাগতভাবে প্রকাশ হয়ে থাকে। প্রতিটি মানুষের জীবনের পাঁচটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা গায়েবে আছে, সেগুলো ঘটার আগ পর্যন্ত জানার ক্ষমতা কারো নেই। মানুষের ভাগ্যের পাতা প্রতিদিনই বিভিন্ন বিষয়ে খুলে যায়। এই পাঁচটি বিষয় উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ج وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ ج وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ط وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ط وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ط إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ.

"কেয়ামতের জ্ঞান কেবল আল্লাহর নিকট রয়েছে, তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তিনি জানেন যা জরায়ুতে আছে। কেউ জানে না আগামীকল্য সে কি অর্জন করবে এবং কেউ জানে না কোন স্থানে তার মৃত্যু ঘটবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে অবহিত। { ৩১-সূরা লোকমান : ৩৪ }

এ ব্যাপারে *আবদুল্লাহ (রা.) বর্ণনা করেছেন যে রাসূল (সা.) বলেছেন, "অদৃশ্যের চাবি হল, পাঁচটি। বস্তুত অতঃপর তিনি (সা.) পাঠ করলেন, 'একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই জানেন কেয়ামত কখন হবে, তিনি বৃষ্টি দেন এবং জানেন মাতৃগর্ভে কি আছে। কেউ জানে না আগামীকল্য কি উপার্জন করবে এবং জানে না কোন জায়গায় সে মৃত্যুবরণ করবে।" প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে অবহিত- (৩১/৩৪)।" [সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড ৪, ৪৪১৪]*

উপরোল্লিখিত আয়াত এবং হাদীসে বর্ণিত বিষয় সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হলো: (১) **কিয়ামত কখন হবে?** এ প্রসংগে নবী-রাসূলসহ ফিরিশতারা কেউ কিছু জানেন না। তবে এ ব্যাপারে জিব্রাইলের (আ.) হাদীস থেকে কেয়ামতের আলামত সম্পর্কে কিছু জানা যায়, *আবু হুরায়রা (রা.) বলেছেন, নবী (সা.) একদিন লোকদের নিয়ে বসেছিলেন, তখন একজন লোক এসে তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'ঈমান কি? তিনি বললেন, ঈমান এই যে, তুমি আল্লাহ, তাঁর ফিরিশতা, (পরকালে) তাঁর [আল্লাহর] সাথে সাক্ষাৎ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস রাখবে। মরণের পর আবার জীবিত হতে হবে, তা বিশ্বাস করবে। লোকটি জিজ্ঞাসা করল, 'ইসলাম কি?' তিনি বললেন,' ইসলাম এই যে, তুমি আল্লাহর ইবাদত করতে থাকবে এবং তার সাথে (কাউকে) শরীক করবে না, নামায কায়েম করবে, নির্ধারিত ফরয যাকাত দেবে এবং রমাযানে রোযা রাখবে। সে আবার জিজ্ঞাসা করল, 'ইহসান কি?' তিনি বললেন, '(ইহসান এই যে) তুমি (এমনভাবে আল্লাহর) ইবাদত করবে যেন তাকে দেখছ; যদি তাকে না দেখ, তিনি তোমাকে দেখছেন (বলে অনুভব করবে)। সে পুনরায় জিজ্ঞাসা করল, 'কেয়ামত কখন হবে?' তিনি বললেন, এ ব্যাপারে যাকে প্রশ্ন করা হয়েছে তিনি প্রশ্নকারীর চেয়ে বেশী জানেন*

www.nagorikpathagar.org

না। তবে আমি (কেয়ামতের) কিছু লক্ষণ বলে দিচ্ছি, 'যখন বাঁদি তার মনিবকে প্রসব করবে {নিজের গর্ভের ছেলে মাকে দাসী মনে করে আচরণ করবে} এবং কালো উটের রাখালরা যখন দালান কোঠা নিয়ে গর্ব করবে{সমাজের অযোগ্য লোকরা অনেক ধন-সম্পত্তির মালিক হবে}। যে পাঁচটি জিনিসের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ রাখেন, কেয়ামতের জ্ঞান তারই অন্তর্ভুক্ত। এরপর নবী (সা.) {সূরা লুকমান, আয়াত নং ৩৪} পাঠ করলেন। তারপর লোকটি চলে গেল। তিনি (সা.) বললেন, 'তোমরা তাকে ফিরিয়ে আন। কিন্তু, সাহাবীরা তাকে দেখতে পেলেন না। তখন তিনি বললেন, 'ইনি (ছিলেন) জিব্রাইল (আ.); লোকদেরকে দ্বীন শিক্ষা দিতে এসেছিলেন।" [সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড ১, ৪৮]

(২) **বৃষ্টি কখন হবে?** বৃষ্টি হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার নেয়ামত ও রহমত, যার সাহায্যে ভূ-পৃষ্ঠের মৃতকে তিনি জীবিত করেন এবং মানুষ, জীব-জন্তু ও গাছ-পালার জন্য খাদ্য উৎপাদন করেন। বৃষ্টির ব্যাপারে আকাশে মেঘ জমা হলে, আবহাওয়া দপ্তর কখন এবং কোথায় বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এ ব্যাপারে কিছুটি আভাস দিতে পারে। কিন্তু আজ পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক এমন কোনো যন্ত্র আবিষ্কার হয়নি যার সাহায্যে আকাশে মেঘ জমার পূর্বেই বলা যাবে কখন ও কোথায় বৃষ্টি হবে। তাই বৃষ্টির ব্যাপারে কোনো প্রকার ইংগিত দেয়ার সাধ্য এবং জ্ঞান কারো নেই।

(৩) **মাতৃগর্ভে কী সৃষ্টি হবে [*সন্তানের লিংগ সম্পর্কে*]?** বর্তমানে যদিও আলট্রাসাউন্ডের সাহায্যে ভ্রূণের sex নির্ণয় করা যায় তবে সেটি সম্ভব হয় মাতৃগর্ভে ভ্রূণটা পূর্ণাঙ্গ শিশুতে পরিণত হওয়ার পর। কিন্তু "মা জননী" যখন অন্তঃস্বত্ত্বা হন তখন বৈজ্ঞানিক কোনো যন্ত্রের সাহায্যে এবং কারো পক্ষেই বলা সম্ভব নয় ভ্রূণে ছেলে অথবা মেয়ে হবে। তাছাড়া কয়টি সন্তান হবে এবং তাদের লিঙ্গ কি হবে অথবা সন্তানই হবে না, এ সমস্ত সবই যদিও পূর্ব থেকে নির্ধারিত থাকে তবুও বাস্তবে ঘটার পূর্বে কারোর পক্ষে এগুলো জানা সম্ভব নয়। এ প্রসংগে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ط يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ اِنَاثًا وَّيَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ الذُّكُوْرَ لا اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَّاِنَاثًا ج وَيَجْعَلُ مَنْ يَّشَآءُ عَقِيْمًا ط اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ.

"আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই। তিনি যা ইচ্ছা তাই সৃষ্টি করেন। তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন, অথবা দান করেন পুত্র ও কন্যা উভয়ই এবং যাকে ইচ্ছা তাকে করে দেন বন্ধ্যা; তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।" {*৪২-সূরা শূরা : ৪৯-৫০*}

www.nagorikpathagar.org

তবে নর-নারীর বীর্যে যদি ফারটিলাইজ করার অক্ষমতা থাকে সেটি পরীক্ষা করে বর্তমানে বিজ্ঞানীরা সন্তান জন্ম দেয়ার অক্ষমতা সম্পর্কে পূর্বাভাস দিতে পারে।

৪. আগামীকাল কি অর্জন করবে [*ধন-সম্পত্তি, টাকা পয়সা, দুর্ঘটনা, দুঃখ-কষ্ট, ঝগড়া-বিবাদ, অসুখ-বিসুখ ইত্যাদি*]? প্রকৃতপক্ষে এগুলোই ভাগ্যের লিখন। এ সমস্ত জানার জন্যই মানুষ গণকের সাহায্যপ্রার্থী হয়ে থাকে। যদিও অর্থ উপার্জনের ব্যাপারে অনেকেই তর্কের খাতিরে বলতে পারে, আমরা চাকুরিজীবী, তাই মাস শেষে কত বেতন পাব, সেটিতো আমরা পূর্ব থেকেই জানি। তাই অন্ততপক্ষে বেতনের টাকার ব্যাপারে বলতে পারব। তা অনস্বীকার্য তবে একটি মহাসত্যের ব্যাপারে মানুষ সাধারণত চিন্তা করে না, যেমন মাস শেষ হওয়ার আগে তাদের চাকুরি চলে যেতে পারে, হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে অথবা দুর্ঘটনায় মারাও যেতে পারে অথবা পঙ্গু অবস্থায় ঘরে পড়ে থাকতে পারে। এই অবস্থায় দুই এক মাসের বেতন পেলেও, পুরো বেতন আর হয়তো পাওয়া যাবে না অথবা বেতন পাওয়ার পর পুরো টাকাটিই ছিনতাইকারী নিয়ে গেল, এ ব্যাপারে কারোর কোনো ধারণা নেই। মৃত্যু সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوْتَ اِلاَّ بِاِذْنِ اللّٰهِ كِتٰبًا مُّؤَجَّلاً.

"কেউ জানে না কখন এবং কোথায় সে মারা যাবে। আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কারও মৃত্যু হতে পারে না, যেহেতু তার মেয়াদ অবধারিত।" {*৩-সূরা আলে ইমরান : ১৪৫*}

اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يُدْرِكْكُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِىْ بُرُوْجٍ مُّشَيَّدَةٍ.

"তোমরা যেখানেই থাক না কেন মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাবেই, এমন কি সুউচ্চ সুদৃঢ় দুর্গে অবস্থান করলেও।" {*৪-সূরা নিসা :. ৭৮*}

মৃত্যু সম্পর্কে এই অদৃশ্যের সত্যতা প্রতিদিনই মানুষের সম্মুখে খুলে যাচ্ছে। বাংলাদেশ থেকে অনেক ভাই-বোন আমেরিকা অথবা অন্য কোথায় বেড়াতে গিয়ে সড়ক দুর্ঘটনায় অথবা হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পরকালে চলে গেছে। তাদের কেউ বেড়াতে যাওয়ার আগে প্রস্তুতি পর্বে মৃত্যুর ব্যাপারে ভাবেননি যে বেড়াতে গিয়ে তারা মারা যাবে। প্রতি বছর সৌদি আরবে হজ বা উমরা করতে গিয়েও অনেক মু'মিন ভাই-বোনদের মৃত্যু হয়। তাই প্রতিটি মানুষের ভাগ্যলিপিতে পূর্ব থেকেই নির্ধারিত আছে, কোথায়, কোন পরিস্থিতিতে, কী ধরনের অসুখে তিনি মারা যাবেন।

www.nagorikpathagar.org

এই সমস্ত বিষয় গায়েবে/অদৃশ্যে আছে বলেই পৃথিবীতে মানুষ সহজভাবে আগামী দিনের উন্নতির প্রচেষ্টায় অবিরাম সংগ্রাম করতে পারে। অন্যথায় চলমান জীবন স্থবির হয়ে যেত এবং স্বাভাবিক জীবন যাপনে বাধার সৃষ্টি হতো। তাই এই সমস্ত বিষয়ে বিশেষ করে ভাগ্য সংক্রান্ত ব্যাপারে অগ্রীম জানার ইচ্ছায় যারা গণকের সাহায্যপ্রার্থী হয় এবং গণকরাও তাদেরকে সাহায্য করতে চায় বা করে, তারা সকলেই নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলার গায়েবী জ্ঞানের সাথে পাল্লা দিতে চায়। শয়তানের অনুপ্রেরণায় নাফসের অবৈধ চাহিদায় অবাধ্যতা ও সীমালংঘন ছাড়া এটি আর কিছুই নয়। তাই যারা এই অন্যায় কাজে সাড়া দেয় এবং ভাগ্য গণনার ব্যবসায় জড়িত তারা নিঃসন্দেহে শয়তানের উদ্দেশ্যে এবং ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণে সাহায্যকারী। তাই প্রকৃতপক্ষে তারা শয়তানের আউলিয়া বা বন্ধু।

www.nagorikpathagar.org

অধ্যায়-৬

মানসিক ও শারীরিকভাবে ক্ষতি করা

শয়তান মানবতার শত্রু। সকল মানব সন্তানের ক্ষতি করাই তার প্রধান উদ্দেশ্য তবে বিশেষ করে মুসলিমদের মানসিক এবং শারীরিকভাবে ক্ষতি করতে সে সব রকম কৌশল অবলম্বন করে থাকে। মুসলিম উম্মতের ক্ষতি হবে এ ধরনের কোনো সুযোগই সে হাত ছাড়া করবে না। সাধারণভাবে শয়তান মানবতার শত্রু হলেও সে মুসলিম উম্মতের ঘোরতর শত্রু। কারণ মানব সন্তানের মধ্যে একমাত্র মুসলিম উম্মতই বিশুদ্ধ তাওহীদে বিশ্বাসী। তাই মুসলিমদের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে অশান্তি সৃষ্টিতে সে সর্বদাই ব্যস্ত থাকে। শয়তান কীভাবে এবং কোন্ কৌশলে আদম সন্তানদের ক্ষতি করতে চায় এবং করে সে সম্পর্কে কিছু উদাহরণ এখানে উল্লেখ করা হল। [*সূত্র (source) : "The world of the Jinn and Devils" By Dr. Umar Sulaiman Al- Ashqar, Professor, College of Shariah, University of Jordan*]. তবে লেখক আল-কুরআন ও হাদীস থেকে কিছু উদাহরণ যোগ করেছেন।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে আক্রমণ করার চেষ্টাঃ শয়তান, এমনকি রাসূল (সা.)-কে আগুনের সাহায্যে আক্রমণ করতে চেয়েছিল। এ সম্পর্কে *The Messenger of Allah (SA) said: The enemy of Allah Iblees came with a flame of fire to throw in my face, so I said, "I seek refuage with Allah from you" three times, then I said, " I curse you with the complete curse of Allah," but he did not back off. I said it three times. Then I wanted to seize him. By Allah, if it were not for the words of our brother Sulayman, he would have been chained up and he would have become a playing for the children of the people of Al-Madinah."{Muslim 1:385; Ibn Kathir, Vol.8, Page 333}*

অনুবাদ : রাসূল (সা.) বলেছেন, একটি অবাধ্য দুষ্ট জীন আমার নামায ভেঙ্গে দেয়ার উদ্দেশ্যে হঠাৎ এক রাতে আমার নিকট আসলো। আল্লাহ আমাকে তার উপর ক্ষমতা দিলেন। আমি তাকে পাকড়াও করলাম এবং মসজিদেও একটি খুঁটির সাথে বেঁধে রাখার মনস্থ করলাম, যেন তোমরা সবাই (ভোরে) তাকে দেখতে পাও। তক্ষুণি আমার ভাই সুলাইমানের এ দু'আটি আমার স্মরণ হলো,

www.nagorikpathagar.org

'হে আমার প্রভু আমাকে মাফ করে দাও এবং আমাকে এমন এক হুকুমত দান কর, আমার পর যেন এমনটি আর কেউ না পায়।' অতঃপর আমি জীনটিকে ব্যর্থ ও বিমুখ করে ফিরিয়ে দিলাম। *[সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড-৩, ৩১৭১]*

শয়তান খারাপ স্বপ্ন দেখায় ঃ শয়তান খারাপ স্বপ্ন দেখিয়ে ঘুমন্ত মুসলিমকে ভয় দেখাতে এবং কষ্ট দিতে পারে। এ ব্যাপারে *রাসূল (সা.) বলেছেন যে, ঘুমের মধ্যে প্রকৃত পক্ষে তিন ধরনের স্বপ্ন দেখা যায়: ক) স্বপ্ন আল্লাহ তা'আলার কাছ থেকে, খ) শয়তানের যন্ত্রণা, গ) নিজের কারণে" [সহীহ আল-জামী, দি ওয়ার্ল্ড অব জিন এবং ডেভিল]। রাসূল (সা.) আরও বলেছেনঃ "যে স্বপ্নকে তোমরা পছন্দ কর সেটি আল্লাহ তা'আলার কাছ থেকে। এই ধরনের স্বপ্নের জন্য আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করা উচিত এবং অন্যদের নিকট সেটি প্রকাশ করা উচিত। যে স্বপ্ন তোমরা পছন্দ কর না সেটি শয়তানের সাহায্যে দেখানো। তার জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা [চাওয়া] করা উচিত এবং অন্য কাউকে জানানো উচিত না। তাহলে শয়তান তার ক্ষতি করতে পারবে না।" [সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড ৬, ৬৫০১]*

ভালো স্বপ্ন দেখা সকলেই পছন্দ করে। ভালো স্বপ্ন অনেক সময় বাস্তবে পরিণত হয়। ভালো স্বপ্ন দেখার জন্য অথবা খারাপ স্বপ্ন [*শয়তানের সাহায্যে স্বপ্ন*] দেখা থেকে মুক্ত থাকার জন্য বিছানায় গিয়ে ঘুমের আগে দু'আ দরূদ পাঠ করলে ভালো ফল পাওয়া যায়। *আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন ঃ আল্লাহর নবী (সা.) আমাকে রমযানের প্রাপ্ত যাকাত সংরক্ষণ ও হেফাযতের নির্দেশ দিয়েছেন। এ সময় জনৈক ব্যক্তি এসে খাদ্যদ্রব্য চুরি করতে উদ্যত হয়। আমি তাকে ধরে ফেলি এবং বলি, আমি তোমাকে আল্লাহর নবী (সা.) এর কাছে নিয়ে যাব। অতঃপর পুরু হাদীস বর্ণনা করেন। তখন লোকটি বললোঃ আপনি যখন ঘুমাতে যাবেন, তখন আয়াতুল কুরসী (সূরা বাকারাহ, আয়াত নং-২৫৫) পাঠ করবেন। এর কারণে আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন পাহারাদার নিযুক্ত করা হবে যে আপনাকে সারা রাত পাহারা দেবে এবং ভোর পর্যন্ত শয়তান আপনার কাছে আসতে পারবে না। [পরবর্তী সময় রাসূল (সা.) যখন এই ঘটনা শুনলেন] তিনি (সা.) বললেন, [রাতে যে তোমার কাছে এসেছিল] সে তোমাকে সত্য কথা বলেছে [আয়াতুল কুরসীর ব্যাপারে], যদিও সে মিথ্যাবাদী, সে ছিলো শয়তান।" [ফাত আল-বারী, ৮:৬৭২, ৪:৫৬৮, ৬:৩৮৬; ইবনে কাসীর, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৩-২৪]*

আয়াতুল কুরসী আল-কুরআনের সর্বশ্রেষ্ঠ আয়াত। এই আয়াত থেকে আল্লাহ তা'আলার কিছু বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে জানা যায়। উপরোল্লিখিত সহীহ হাদীসে বর্ণিত ঘটনা থেকে ইনশাআল্লাহ বলা যায় যে, মুসলিম উম্মতের কেউ বিছানায় গিয়ে শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে মুক্ত থাকার জন্য দৃঢ় বিশ্বাসে যদি

www.nagorikpathagar.org

আয়াতুল কুরসী পাঠ করেন, তাহলে আল্লাহ তা'আলা ফিরিশতা দিয়ে সে ব্যক্তিকে নিরাপদে রাখবেন। শয়তান নিজেই সে কথা স্বীকার করেছে। অর্থাৎ ওযু অবস্থায় বিছানায় গিয়ে ঘুমানোর আগে আয়াতুল কুরসী পাঠ করে আল্লাহ তা'আলার কাছে সাহায্যপ্রার্থীকে শয়তান খারাপ স্বপ্ন দেখাতে পারবে না এবং অন্য কোনো ক্ষতিও করতে পারবে না। রাতে ঘুমের সময় শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে মুক্ত থাকার ব্যাপারে মুসলিম উম্মতের জন্য আরও অনেক ব্যবস্থা আছে যেগুলো বিছানায় গিয়ে ঘুমের আগে পালন করতে হয়। রাসূলের (সা.) হাদীস থেকে সে সমস্ত ব্যবস্থা/দু'আ সম্পর্কে জানা যায়। একটি অতি সহজ ব্যবস্থা এখানে উল্লেখ করা হলো। আশা করা যায় সকলেই এই সহজ আমল নিয়মিতভাবে পালন করতে পারবে, তাতে ইনশাআল্লাহ্ উপকৃত হবে। *আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, "রাসূল (সা.) যখন প্রত্যেক রাত্রে নিজের বিছানায় যেতেন [যখন ঘুমাতে যেতেন] তখন নিজের হাতের তালু দু'টো একত্রিত করে তাতে ফুঁক দিতেন, তারপর তার উপর পড়তেনঃ "কুলহু ওয়াল্লাহু আহাদ," কুল আউযুবিরব্বিল ফালাক ও কুল আউযুবিরব্বিন নাস" তারপর দু'হাতের তালু দিয়ে শরীরের যতটুকু অংশ সম্ভব ঘর্ষণ করতেন। ঐ দু'হাত প্রথমে নিজের মাথায় ও মুখমণ্ডলে ঘর্ষণ করে তারপর শরীরে সামনের অংশ ঘর্ষণ করতেন। এইভাবে তিনবার করতেন।" {সূরা সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড ৫, ৫৮৭৫, ৫৩১৫}*

রাতের ঘুম এবং তাতে বিশ্রাম হচ্ছে আদম সন্তানের জন্য আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ এবং তাদের প্রতি বিশেষ রহমতের একটি নিদর্শন। এ প্রসংগে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ط اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ.

"তিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন রাত্রি, তাতে তোমরা বিশ্রাম নেবে এবং দিবস সৃষ্টি করেছেন দেখার জন্য। যে-সম্প্রদায় কথা শুনে নিশ্চয়ই তাদের জন্য তাতে আছে নিদর্শন।" {*১০-সূরা ইউনুস : ৬৭*}

وَّجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا.

"তোমাদের নিদ্রাকে করেছি বিশ্রাম।" {*৭৮-সূরা নাবা : ৯*}

এই আয়াত থেকে সুস্পষ্ট যে, রাতের ঘুম হচ্ছে বিশ্রামের ব্যবস্থা। মানসিক প্রশান্তিতে ও শারীরিক সুস্থতায় স্বস্তির জীবন যাপনে রাতের ঘুম, পানি ও পুষ্টিকর খাবারের মতোই গুরুত্বপূর্ণ। পুষ্টিকর খাবার এবং পানি ছাড়া মানুষ যেমন জীবন ধারণ করতে পারে না তেমন পর্যাপ্ত পরিমাণ ঘুম ছাড়াও মানুষ সুস্থ থাকতে পারে

www.nagorikpathagar.org

না। দিনের বেলায় মানুষ বিভিন্ন কাজকর্মে শারীরিক পরিশ্রমে ব্রেইনের অনেক শক্তি খরচ করে, রাতের বেলায় ঘুমে বিশ্রাম নিলে ব্রেইন সে শক্তি পুনরায় ফিরে পায়। কারণ ঘুমের সময় মানুষের শারীরিক কোনো পরিশ্রম করতে হয় না তাই ব্রেইন বিশ্রামের মাধ্যমে হারানো শক্তি ফিরে পায়। রাতে ঠিকমতো ঘুম না হলে দিনের বেলায় মানুষ কাজে মনোযোগ দিতে পারে না। নিদ্রা না হলে অনেকেই বলে থাকে আমার ব্রেইন ঠিক মতো কাজ করছে না।

শুধুমাত্র মানুষই নয়, জীবজন্তুর জন্যও ঘুম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পর্যাপ্ত পরিমাণে ঘুমের মাধ্যমে মানুষ মানসিক ও শারীরিকভাবে প্রশান্তি লাভ করতে পারে। কাজেই বলা যায় ঘুম হচ্ছে মানুষের মন মেজাজ ও মাথা ঠাণ্ডা রাখা এবং দিনের বেলায় মনোযোগে কাজ করার জন্য একমাত্র ব্যবস্থা। অনেক সময় রাতে ঘুমাতে না পারলে দিনের বেলায় সেটি পূর্ণ করতে হয়। অর্থাৎ মানুষের শারীরিক সুস্থতা এবং মানসিক প্রশান্তির জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে গভীর ঘুমে নিয়মিতভাবে বিশ্রাম নেয়া অনস্বীকার্য। তাই মানুষের গভীর ঘুমে নানা ধরনের খারাপ স্বপ্ন দেখিয়ে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটিয়ে শয়তান আদম সন্তানকে যন্ত্রণা দিতে চেষ্টা করে।

রাতের ঘুম মুসলিম উম্মতের জন্য ইবাদতের উৎসও হতে পারে, যদি ইসলামী মূল্যবোধে প্রদর্শিত পদ্ধতিতে ঘুমাতে যাওয়া হয়। তবে এটি সত্য যে, মুসলিম উম্মতের অনেকেই বিছানায় গিয়ে টিভিতে সিনেমা দেখে অথবা গান শুনে ঘুমিয়ে পড়ে। তারা শয়তান থেকে দূরে থাকার জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে সাহায্য প্রার্থী হয় না। তাই তাদের পক্ষে রাতের বেলায় শয়তানই হয় পাহারাদার। কারণ শয়তানের পছন্দনীয় কার্যকলাপে আত্মসমর্পণ করেই তারা ঘুমাতে যায়। বর্তমানে প্রখ্যাত আলেমদের অনেকেই টিভিতে প্রচারিত বিশেষ কিছু অনুষ্ঠানকে মানুষের জীবনে অশান্তি সৃষ্টির জন্য শয়তানের ষড়যন্ত্র বলে আখ্যায়িত করেছেন। কারণ মুসলিম উম্মতকে আল্লাহ তা'আলার যিকির এবং ইবাদত থেকে দূরে রাখার জন্য টিভিতে প্রচারিত এই সমস্ত প্রোগ্রাম আকর্ষণীয় ব্যবস্থা হিসেবে কাজ করছে। যে ব্যবস্থায় অধিকাংশ অনুষ্ঠান বিশেষতঃ বিদেশী টিভি চ্যানেলের প্রোগ্রামই শয়তানের অনুপ্রেরণায় তৈরি হয়ে থাকে। টিভিতে প্রচারিত কিছু প্রোগাম সম্পর্কে এই ধরনের উক্তি অনেকের কাছেই হয়তো ভালো লাগবে না, সেটি অস্বাভাবিক কিছু নয়, তবুও সত্য কথা বলার দরকার আছে। বিদেশী চ্যানেল যারা দেখে তারা অবশ্যই এ ব্যাপারে অবগত আছে।

তাছাড়া রাতের ঘুমের ব্যাপারে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ যে, রাতের ঘুমকে মৃত্যুর সাথে তুলনা করা যায়। ঘুমের সময় মানুষের হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া এবং হজম ক্রিয়া ছাড়া আর সব জ্ঞানেন্দ্রিয় ক্রিয়া বন্ধ থাকে। তাই গভীর ঘুম থেকে কাউকে জাগিয়ে তুলতে গেলে সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। অনেক সময় খবর

www.nagorikpathagar.org

পাওয়া যায় রাত্রে ঘুমাতে গিয়ে আর সে জেগে উঠেনি অর্থাৎ ঘুমের মধ্যেই তার মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যুর পর যারা কবরের আযাবকে বা পরকালকে ভয় করে তারা অবশ্যই মৃত্যুকে ভয় করে, তাদের সকলকেই এ ব্যাপারে সাবধান হওয়া উচিত। কারণ রাতের ঘুমই তাদের জন্য চিরনিদ্রায় পরিণত হতে পারে। মৃত্যু এবং ঘুমের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِيْ لَمْ تَمُتْ فِيْ مَنَامِهَا ج فَيُمْسِكُ الَّتِيْ قَضٰى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْاُخْرٰى اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى ط اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ.

"আল্লাহই জীবসমূহের প্রাণ হরণ করেন তাদের মৃত্যুর সময় এবং যাদের মৃত্যু আসেনি তাদের (প্রাণও) নিদ্রার সময়। অতঃপর যার জন্য মৃত্যুর সিদ্ধান্ত করেন তার প্রাণ তিনি রেখে দেন এবং অপরগুলো ফিরিয়ে দেন এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। তাতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য।" { *৩৯-সূরা যুমার : ৪২* }

ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, "আদম সন্তানের রূহ ও নাফস রয়েছে, একটি অপরটির সাথে সম্পৃক্ত। ঘুমের সময় রাত্রে রূহের সাহায্যে শ্বাস-প্রশ্বাস ও নড়া-চড়ার কাজ সাধিত হয়। আর নাফস অনুভূতি ও বোধ শক্তির উৎস। নিদ্রাকালে শুধু নাফস হরণ করা হয়।" { ইবনে কাসীর, খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা ৩৯৭ } । অর্থাৎ মানুষ ঘুমন্ত অবস্থায় নাফসের অবৈধ চাহিদায় খারাপ কাজ করতে পারে না এবং খারাপ চিন্তাভাবনায় জড়িত হয় না, তবে টিভিতে অশ্লীল কিছু দেখে অথবা খারাপ চিন্তা নিয়ে ঘুমাতে গেলে ব্রেইনে সেগুলো নিবন্ধন হয়ে থাকে। ফলে অনেক সময় স্বপ্নে এগুলোর প্রতিফলন ঘটে। তাই ঘুমের সময় মানুষের রূহ তুলে নিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ করে দিলেই তার মৃত্যু হয়। ঘুমের সময় কারা মারা যাবে অথবা জেগে উঠবে এর কোনো নিশ্চয়তা নেই। তাই প্রতি রাতে ঘুমাতে যাওয়ার সময় ঈমান নিয়ে মরার নিয়ত করে তার জন্য প্রয়োজনীয় দু'আ পড়া উচিত এবং দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ তা'আলার কাছে আত্মসমর্পণ করেই ঘুমোতে যাওয়া উচিত।

আগুন দিয়ে বাড়ি পুড়ে যাওয়ায় সাহায্য

শয়তান জীবজন্তুকে ভয় দেখিয়ে তাদের সাহায্যে এই কাজ করতে পারে। রাসূল (সা.) বলেছেন, "রাত্রিতে *যখন ঘুমাতে যাও খোলা বাতি নিভিয়ে ফেল, কারণ শয়তানের প্রচালিত ইঁদুর [mouse] খোলা বাতি পছন্দ করে এবং তারা তোমাদের ঘর পুড়িয়ে দিতে পারে।" [সুনান আবু দাউদ]*। খোলা বাতি থেকে আগুন লেগে অনেকের বাড়ি ঘর পুড়েছে এ ঘটনা নতুন কিছু নয়। পৃথিবীর বিভিন্ন

www.nagorikpathagar.org

দেশে আজও এই রকম ঘটনা প্রায়ই ঘটে। মানুষ সেটি বুঝতে পারে না তাই এই ব্যাপারে সতর্ক থাকা দরকার। বিশেষ করে গ্রামে যেখানে এখনও খোলাবাতি ব্যবহারের প্রচলন রয়েছে।, তবে বর্তমানে electrical light system চালু হওয়ায় এই সমস্যার কিছু সমাধান হয়েছে।

মৃত্যুর সময় শয়তান ঝামেলা সৃষ্টি করতে চায়

কথিত আছে, শেষ ভালো যার সব ভালো তার। মৃত্যুর ভেতর দিয়েই মানুষের পার্থিব জীবন শেষ হয়। মুসলিম উম্মতের প্রধান উদ্দেশ্য ঈমানসহ মৃত্যুবরণ করা অর্থাৎ কালেমায়ে শাহাদাত উচ্চারণের মাধ্যমে তাওহীদের ঘোষণা দিয়ে আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করে মৃত্যর কোলে ঢলে পড়া। *The Messenger of Allah (SA) used to make a Duaa, "Oh Allah, I seek refuge in You from death through falling. I seek refuge in You from my house falling on me. I seek refuge in You from falling into a ditch, drowning, burning and decrepitude. I seek refuge in You from the devil harming me at the time of my death." {Sunan al-Nasaai (Beirut: Ihyaa al-Turaath al-Arabi), Vol. 8, Page 282-283. Al-Khataabi (RA:) has explained the meaning of this phrase (at the time of my death) in various ways, including: the Satan tries to get power over the servant at the time of death, or he keeps him away from repenting before death, or he makes him despair of Allah's mercy or he makes him very sad at leaving this world. All of thses aspects may be implied in this supplication of the Prophet (SA). On the other hand, ibn al-Atheer (RA:) said that its meaning is that Satan fights and sports with the person at his death. Allah (SWT) knows best."{The World of the Jinn and Devils, Dr. Umar Sulaiman al-Ashqar, Page 81}*

অনুবাদ : রাসূল (সা.) নিয়মিত এভাবে দু'আ করতেন, "হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে ভূপতিত হয়ে, ঘরের নীচে পড়ে, খাঁদে পড়ে, পানিতে পড়ে, আগুনে পুড়ে, জরাগ্রস্ত হয়ে মৃত্যু থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।" আরো আশ্রয় প্রার্থনা করছি, আমার মৃত্যুর সময় শয়তানের আক্রমণ থেকে। আল-খাতাবি (রহ.) হাদিসের অংশের [মৃত্যুর সময়] ব্যাখ্যায় বলেছেন, বান্দার মৃত্যুর সময়

www.nagorikpathagar.org

শয়তান নানা কৌশলে বান্দার উপর প্রভাব বিস্তার করতে চায় অথবা মৃত্যুর পূর্বে তাওবা করা থেকে বান্দাকে দূরে রাখে, অথবা আল্লাহ তা'আলার রহমত প্রাপ্তির প্রত্যাশা থেকে বান্দাহকে নিরাশ করে অথবা মৃত্যুর সময় বান্দা মনবেদনা নিয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়। এগুলোই রাসূলের (সা.) আশ্রয় প্রার্থনায় ইঙ্গিত রয়েছে। ইবনে আল-আছর (রহ.) বলেছেন, বান্দার মৃত্যুর সময় শয়তান নানা পন্থায় আক্রমণ করার চেষ্টা করে। আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন। *[দি ওয়ার্ল্ড অফ দি জীন্ন এ্যান্ড ডেভিলস, ড. উমার সুলাইমান আল-আশকার, পেইজ-৮১]*

জন্মলগ্নে শিশুদের ক্ষতি করতে চায়

আদম সন্তানদের কেউ ঠাণ্ডা মাথায় ইচ্ছাকৃত সদ্য জন্মিত শিশুদের কোনো প্রকার ক্ষতি করতে চায় না। এটা মানব সহজাত প্রকৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এমনকি জীবজন্তুও একটি বাচ্চা শিশুর ক্ষতি করতে চায় না। জীবজন্তুর বাচ্চাকেও বিভিন্ন ধরনের ক্ষতি থেকে রক্ষা করে। তদপুরি ইতিহাস থেকেও অনেক আশ্চর্য ঘটনা সম্পর্কে জানা যায়, যেখানে একটি মানব সন্তান অবুঝ শিশুকে জীবজন্তু স্বীয় দুগ্ধপানে লালন-পালন করেছে। এটি হল জীবপ্রাণীর জন্য আল্লাহ তা'আলার "রহমত" বা রহমতের বাস্তব নিদর্শন। মানুষের শত্রু শয়তান, যার মধ্যে রহমতের কোনো স্থান নেই, একমাত্র সেই নিষ্পাপ মানব বাচ্চা শিশুকে জন্ম লগ্নেই তার স্পর্শের সাহায্যে ক্ষতি করতে চায়। *রাসূল (সা.) বলেছেন, প্রতিটি আদম সন্তানকে মা যখন জন্ম দেয় তখন শয়তান স্পর্শ করে শুধুমাত্র মরিয়মের পুত্র ঈসা এবং মরিয়ম ছাড়া।" [সহীহ মুসলিম ৪:১৮৩৮; ইবনে কাসীর, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৫০]; রাসূল (সা.) আরো বলেছেন, কোনো মানব সন্তান যখন জন্ম নেয় শয়তান তখন তার [মানব সন্তানের] শরীরের দু'পার্শ্বে স্পর্শ করে, শুধুমাত্র মরিয়মের ছেলে ঈসা ছাড়া। শয়তান স্পর্শ করতে চেষ্টা করেও অকৃতকার্য হয়েছে। তারপরেও সে গর্ভপরিস্রব [placentra বা ফুল] স্পর্শ করেছিল। রাসূল (সা.) আরো বলেছেন, কোনো আদম সন্তানই নেই যাকে জন্মলগ্নে শয়তান স্পর্শ করে না। সেই জন্য শয়তানের স্পর্শে জন্মলগ্নে জন্মের পরপরই বাচ্চা চিৎকার করে কাঁদে। একমাত্র মরিয়ম এবং তার ছেলে [ঈসা (আ.)] ছাড়া।" [ফাতহুল-বারী, ৮:৬০; ইবনে কাসীর, খণ্ড ২, ১৫০]*

মরিয়ম ও তার পুত্র ঈসা (আ.)-কে জন্মলগ্নে শয়তান স্পর্শ করতে পারেনি তার পেছনে কারণ ছিলো। মরিয়মের মাতা সন্তান মরিয়ম এবং মরিয়মের বংশধরকে শয়তানের হাত থেকে রক্ষার জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রার্থনা করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى ۖ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ ۖ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى ۖ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

www.nagorikpathagar.org

"অতঃপর যখন সে তাকে [*মরিয়ম*] প্রসব করলো তখন সে [*মরিয়মের মাতা*] বললো, হে আমার প্রতিপালক! আমি কন্যা সন্তান প্রসব করেছি। সে যা প্রসব করেছে আল্লাহ্ তা সম্যক অবগত। আর ছেলে তো মেয়ের মতো নয়। আমি তার নাম মরিয়ম রেখেছি এবং অভিশপ্ত শয়তান থেকে তাকে ও তার বংশধরদের বিতাড়িত শয়তান থেকে তোমার আশ্রয়ে তুলে দিলাম। {*৩-সূরা আলে ইমরান : ৩৬*}

সম্ভবত আরেকটি কারণ ছিলো, যেমন মরিয়মের মাতার গর্ভের সন্তানকে [*জন্মের পূর্বেই*] একমাত্র আল্লাহ তা'আলার ইবাদতে নিয়োজিত রাখবেন, এ রকম প্রতিজ্ঞা করে সন্তানকে আল্লাহ্ তা'আলার জন্য উৎসর্গ করেছিলেন। তার প্রতিজ্ঞা ও নিজ সন্তানকে উৎসর্গ করার মধ্যে ছিলো আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি তার গভীর ভালোবাসার এবং একজন একনিষ্ঠ বান্দার পরিশুদ্ধ আন্তরিক ইচ্ছার বহির্প্রকাশ। অতএব বলা যায়, আল্লাহ্ তা'আলা মরিয়মের মাতার এই প্রার্থনা কবুল করেন এবং অভিশপ্ত শয়তান থেকে মরিয়ম ও তার সন্তানকে রক্ষা করেন। অবশ্য এই সবই পূর্ব থেকে নির্ধারিত আল্লাহ্ তা'আলার বিধান। মরিয়মের মাতার উৎসর্গের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন–

إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَٰنَ رَبِّ إِنِّى نَذَرْتُ لَكَ مَا فِى بَطْنِى مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّىٓ ۖ إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

"স্মরণ কর, যখন ইমরানের স্ত্রী [*মরিয়মের মাতা*] বলেছিল, 'হে আমার প্রতিপালক আমার গর্ভে যা আছে তা একান্ত তোমার জন্য আমি উৎসর্গ করলাম। সুতরাং তুমি আমার নিকট থেকে তা কবুল কর, তুমি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।" {*৩-সূরা আলে ইমরান : ৩৫*}

এটি থেকে বুঝা যায়, মুসলিম উম্মতও যদি দৃঢ় বিশ্বাস ও একনিষ্ঠ চিত্তে সন্তানদের [*জন্মের পূর্বে গর্ভাবস্থায়*] জন্য শয়তানের হাত থেকে রক্ষার প্রার্থনা করেন, তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা সে প্রার্থনা কবুল করতে পারেন। অবশ্য তিনিই এ ব্যাপারে সবচেয়ে ভালো জানেন। এ কারণে গর্ভাবস্থায় জননীর উচিত আল্লাহ্ তা'আলাকে বেশী করে স্মরণ করা।

আরেকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মুসলিম নর-নারী অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রীকে স্মরণ রাখতে হবে যে, নর-নারীর মধ্যে বিবাহ্ প্রথার অন্যতম উদ্দেশ্য নর-নারীর যৌন চাহিদা পূরণের মাধ্যমে সন্তান-সন্ততি জন্ম দেয়া এবং অবৈধ যৌনাচার থেকে নিজেদেরকে পবিত্র রাখা। আমার রচিত "এক হৃদয়ের দুই অংশ" বইয়ে এই ব্যাপারে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। ইসলামী মূল্যবোধে নির্দেশিত জীবন পদ্ধতি একটি পরিপূর্ণ জীবনাদর্শ। তাই স্বামী-স্ত্রীর যৌন সম্ভোগের সময় কী

www.nagorikpathagar.org

ধরনের দু'আ পাঠ করতে হয় তার ব্যবস্থাও ইসলামী জীবনাদর্শ দিয়েছে। যৌন সম্ভোগের সময় স্বামী-স্ত্রী দু'জনকেই আল্লাহ তা'আলার নাম স্মরণ করে অদৃশ্য শত্রুর হাত থেকে নিরাপদে রাখতে হয়। সেটি না করলে শয়তানও স্বামী-স্ত্রীর সাথে যৌন সম্ভোগে শরীক হয়। যদিও স্বামী-স্ত্রী সেটি দেখতে বা বুঝতে পারে না। তাছাড়া এই মিলনে যদি সন্তান লাভ করা হয়, তাকেও শয়তানের হাত থেকে রক্ষার জন্য আল্লাহ তা'আলার নাম স্মরণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। মানুষ, আল্লাহ তা'আলার সেরা সৃষ্টি তাই জীবজন্তু থেকে আলাদা। এ জন্যই তাদের প্রতিটি কাজই সত্য প্রকৃতির [*ফিতরাত*] মধ্যে করা উচিত। বিশ্বাস করা যায়, মুসলিম উম্মতের সকলেই জানেন যৌন সম্ভোগের সময় কি ধরনের দু'আ পাঠ করতে হয়? তবুও হাদীস থেকে উদাহরণ দেয়া হলো। ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেছেন, নবী (সা.) বলেছেন, *"তোমাদের মধ্য থেকে কেউ যখন নিজ স্ত্রীর সাথে সংগমে মিলিত হতে যায় তখন সে যেন বলে, "বিসমিল্লাহ আল্লাহুম্মা জান্নিবনিশ শায়তনা ও জান্নিবিশ শায়তনা মা রযাকতানা।" [হে আল্লাহ! আমাকে শয়তান থেকে দূরে রাখ এবং যে সন্তান আমাদেরকে দাও তাকেও শয়তান থেকে দূরে রাখ।"] {সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড ৫, ৪৭৮৪}*

উপরন্তু ইসলামী বিধান অনুযায়ী প্রতিটি শিশুর জন্মের পরপরই তার কানের কাছে আযান দিতে হয় যাতে শিশু জন্মের পরই তাওহীদের শাশ্বতবাণী শ্রবণ করতে পারে। শয়তান শিশুকে স্পর্শ করতে চাইলেও আযান শুনে দূরে চলে যায়। কারণ তাওহীদের বাণী শুনলে সে সহ্য করতে পারে না। ইতোপূর্বে এ ব্যাপারে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। তদুপরি শিশু জন্মলগ্নে আযানে তাওহীদের বাণী শুনে তার অন্তরে গেঁথে নেয়। কারণ তাওহীদে বিশ্বাস করা হলো প্রতিটি আদম সন্তানের সহজাত প্রকৃতি [*ফিতরাত*]। অতএব তাওহীদে বিশ্বাস নিয়েই অথবা বিশ্বাস করার ক্ষমতা নিয়েই সে জন্ম গ্রহণ করে। এ জন্যই জন্ম নেয়ার পরই শিশুকে পুনরায় আযান শুনিয়ে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়। এ কারণেই শিশুর জন্মের পরই আযান দেয়া মুসলিম উম্মতের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ও কর্তব্য। প্রতিটি পিতার জন্য এই কর্তব্য পালন আবশ্যকীয়। আযান দেয়ার জন্য কোনো মাওলানা-মুয়াযযিন দরকার পড়ে না। প্রতিটি মুসলিমের জানা উচিত আযান কীভাবে দিতে হয়।

মহামারী সৃষ্টিতে সাহায্য করে

রাসূল (সা.) বলেছেন, "অপবাদমূলক ঘটনা [কুৎসা রটনা] এবং মহামারীর ভেতর দিয়ে এই জাতি শেষ হবে। এই সমস্ত নিক্ষেপিত হবে মানুষের শত্রু জিনদের মাধ্যমে এবং যারা এই কারণে মারা যাবে তারাই শহীদ।" [মুসনাদে আহমাদ,

www.nagorikpathagar.org

আত-তাবারী এবং আল-হাকিম, জিন এবং শয়তানের জগৎ, পৃষ্ঠা ৮২]; রাসূল (সা.) আরও বলেছেন, "মহামারী হচ্ছে শয়তানের নিক্ষেপিত অস্ত্র এবং তোমাদের জন্য হলো শহীদ হওয়া।" আল-কুরআন থেকে এ ব্যাপারে আরও জানা যায়। আইউব (আ.) সন্তান-সন্ততি, ধন-সম্পত্তি হারিয়ে কঠিন অসুখে অনেক বছর ভোগার পর আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রার্থনা করেছিলেন–

وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ ۘ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ.

"স্মরণ কর, আমার বান্দা আইউবকে, যখন সে তার প্রতিপালককে আহ্বান করে বলেছে, 'শয়তান তো আমাকে যন্ত্রণা ও কষ্টে ফেলেছে।" *{ ৩৮-সূরা সদ : ৪১}*

ইবনে কাসীর (র.) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন: আইউব (আ.) ছিলেন আল্লাহ তা'আলার নবী এবং একনিষ্ঠ বান্দা। আল্লাহ তা'আলা তাকে পরীক্ষা করেছিলেন। পরীক্ষা ছিলো আইউব (আ.) স্বাস্থ্য, সন্তান-সন্ততি এবং ধন-সম্পদের ক্ষতির মাধ্যমে। একের পর এক সব কিছু হারিয়ে তিনি নিঃস্ব হলেন। একমাত্র হৃদয় [*Heart*] ছাড়া তার শরীরে কোনো অংশই যন্ত্রণা থেকে অব্যাহতি পায়নি। পার্থিব জিন্দেগীতে আত্মীয় স্বজন, বন্ধু এবং ধন-সম্পত্তি কোনো কিছু তার অবশিষ্ট ছিলো না, যার মাধ্যমে তিনি সাহায্য প্রাপ্ত হতে পারেন। একমাত্র নিজের স্ত্রী ছাড়া আর সকলেই তাকে ত্যাগ করেন। আল্লাহ তা'আলা এবং তার নবী আইউবের (আ.) উপর গভীর বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধা থাকার কারণে স্ত্রী তাকে ত্যাগ করেননি। সে [*স্ত্রী*] অন্যদের বাড়িতে কাজ করে স্বামীকে সাহায্য করেছিলেন। এইভাবে স্ত্রী, স্বামী [*আইউব (আ.)*]-কে ১৮ বছর ধরে সেবা করেন। আইউব (আ.) এই কঠিন পরীক্ষায় সম্মুখীন হওয়ার পূর্বে ধন-সম্পত্তি ও সন্তান-সন্ততিতে অত্যন্ত ধনবান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সব কিছু হারিয়ে এমন অবস্থায় পৌঁছালেন যে, তখন তাকে শহরের বস্তিতে বসবাস করতে হচ্ছিল। স্ত্রী সকাল-বিকাল স্বামীকে সেবা করছিলেন। বাকী সময় তিনি [*আইউব (আ.)এর স্ত্রী*] মানুষের বাসায় কাজ করতেন। এইভাবে আইউবের (আ.) জন্য আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত পরীক্ষার সময় যখন পার হলো, তখন তিনি যে দু'আ করেছিলেন, এ প্রসংগে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ.

"এবং স্মরণ কর আইউবের কথা, যখন সে তার প্রতিপালককে আহ্বান করে বলেছিল, 'আমি দুঃখ-কষ্টে পড়েছি, তুমি তো দয়ালুদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।" *{২১-সূরা আম্বিয়া : ৮৩}; {ইবনে কাসীর, খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা ৩৩৫}*

উল্লিখিত ৪১ নম্বর আয়াতে "শয়তান তো আমাকে যন্ত্রণা ও কষ্টে ফেলেছে।"

www.nagorikpathagar.org

এখানে "যন্ত্রণা" বলতে বুঝানো হয়েছে শারীরিক অসুস্থতা এবং অসুখকে আর "কষ্ট" হল ধন-সম্পত্তির ব্যাপারে। এই আয়াত থেকে বুঝা যায় আল্লাহ্ তা'আলা একনিষ্ঠ বান্দাকে নানাভাবে পরীক্ষা করেন। মু'মিন যখন এই ধরনের পরীক্ষার সম্মুখীন হয় তখন শয়তান সুযোগ পেলেই নানাভাবে অনুপ্রেরণা ও কুমন্ত্রণা দিয়ে তাকে বিপথগামী করতে চেষ্টা করে। শয়তান নানা ধরনের সমস্যা সৃষ্টি করতে চায়, তার মধ্যে মহামারী হলো শয়তানের জন্য একটি অন্যতম সহজ পদ্ধতি। শয়তান নিজে কোনো জীবাণু সৃষ্টি করতে পারে না তবে সৃষ্ট জীবাণু মানুষের খাবার ও পানীয় বস্তুর সাথে ছড়িয়ে মহামারী সৃষ্টিতে সাহায্য করতে পারে।

খাবার, পানীয় এবং বসবাসের জায়গায় অংশগ্রহণের চেষ্টা

ইসলামী জীবনাদর্শ মানবজাতির জন্য আল্লাহ্ তা'আলার প্রদত্ত পরিপূর্ণ জীবনাদর্শ। তাই ইসলামী জীবনাদর্শের বিধিবিধান হচ্ছে সম্পূর্ণরূপে প্রয়োগসিদ্ধ। যা মানব জীবনের স্বস্তির জন্য নিত্যদিনের পালনীয় সব কিছুরই সহজ সুন্দর ব্যবস্থা দিয়েছে। পৃথিবীতে মুসলিম উম্মতের মৌলিক দায়িত্ব হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'আলার প্রদত্ত নেয়ামতের মাধ্যমে জীবনের সর্বক্ষেত্রে তার সন্তুষ্টি লাভের চেষ্টা করা। প্রতিটি নেয়ামত উপভোগ করার সময় এবং প্রতিটি কাজের শুরুতে আল্লাহ্ তা'আলাকে স্মরণ করা অথবা দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্ তা'আলার নামে শুরু করা একান্ত বাঞ্ছনীয় কর্তব্য। কাজের শুরুতে বিসমিল্লাহ্ বললে অর্থাৎ আল্লাহর নামে শুরু করলে ওটোম্যাটিকলি অন্য সব উপাস্য [*মানুষের তৈরি*]-কে সরাসরিভাবে অস্বীকার করা হয়। প্রতিটি কাজে [*অবশ্য সেগুলো হালাল কর্ম হতে হবে*] বিসমিল্লাহ বলে শুরু করার আরেকটি তাৎপর্য হচ্ছে, কাজের সাফল্যে এবং তার গুণাগুণের পরিশোধনে সব ধরনের সাহায্য প্রার্থনা করে এক, অদ্বিতীয় সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ তা'আলার উপর একনিষ্ঠভাবে নির্ভর করা হয়। তদুপরি আল্লাহ্ তা'আলার সীমাহীন শক্তি, জ্ঞান ও দয়ার কাছে আত্মসমর্পণ করা হয়। আমি তোমার [*আল্লাহর*] বান্দা [*আব্‌দ*] এই কথা স্বীকার করে, কাজের ভালো-মন্দ এবং লাভ-ক্ষতি সব কিছু তোমার হাতে সমর্পণ করলাম। নূহ (আ.) মহাপ্লাবনের পূর্বে উম্মতের সকল এবং জীবজন্তু, পশুপাখি, গাছপালা, ফল-ফুল-মূল, পোকা-মাকড় [*প্রতিটি একজোড়া করে*] ইত্যাদি নৌকায় তোলার সময় আল্লাহ্ তা'আলার নাম স্মরণ করেছিলেন, এ প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন–

وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِهَا وَمُرْسَهَا ؕ إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

"সে [*নূহ (আ.)*] বললো, 'তাতে আরোহণ কর, আল্লাহর নামে হবে এর গতি ও স্থিতি, নিশ্চিতভাবে আমার প্রতিপালক ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" {*১১-সূরা হূদ : ৪১*}

www.nagorikpathagar.org

অর্থাৎ নৌকার গতি, নিরাপত্তা, স্থিতি এবং তার স্থির হওয়া সবই নূহ (আ.) "বিসমিল্লাহ" আল্লাহর নাম স্মরণ করে আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহের উপর ছেড়ে দিয়েছিলেন। কাজ শুরু করার আগে বিসমিল্লাহ বলা বা আল্লাহর নাম নেয়ার আরেকটা অর্থ 'বিসমিল্লাহ' বলার মাধ্যমে মুসলিম উম্মত দৃঢ় বিশ্বাসে স্বীকৃতি দেন যে আল্লাহ তা'আলাই সমস্ত কিছুর পরিচালক, নিয়ন্ত্রণকারী, সম্পাদনকারী। তার আদেশ এবং জ্ঞানের বাইরে কোনো কিছুই সংঘটিত হয় না। আরো অনেক অর্থ হতে পারে। যেমন 'আমরা যে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করি সেটিরও স্বীকৃতি দেয়া হয়। "বিসমিল্লাহ" আল্লাহর নাম স্মরণ করে একমাত্র তারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি, তারই উপর আমরা পুরোপুরি নির্ভরশীল এবং আমরা অন্য কারো মুখাপেক্ষী নই। বিসমিল্লাহ বলার মাধ্যমে তাওহীদের স্বীকৃতি দেয়া হয়। বিসমিল্লাহ বলা হলে শয়তান সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হয় কারণ সে শক্তিহীন হয়ে যায়। এ জন্যই সব কাজকর্মে আল্লাহ তা'আলার সাহায্য প্রার্থনা করা শয়তানের অপছন্দের কাজ। সব কাজের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা বা আল্লাহর নাম স্মরণ করা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার বিশ্বাসী বান্দা ছাড়া আর কেউ করেন না। এ কারণেই শয়তান চেষ্টা করেও আল্লাহ তা'আলার একনিষ্ঠ বান্দার বিরুদ্ধে সহজে কিছুই করতে পারে না, সেটিতো আল-কুরআন থেকে পরিষ্কারভাবে জানা যায়। পৃথিবীতে আগমনের পূর্বে শয়তান নিজেই সে কথা স্বীকার করেছে। আল্লাহ তা'আলা এ সম্পর্কে বলেছেন–

قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ.

"সে [*শয়তান*] বললো, হে আমার প্রতিপালক! আপনি যে আমাকে বিপথগামী করলেন তার জন্য আমি পৃথিবীতে মানুষের নিকট পাপকর্মকে শোভন করে তুলব এবং আমি তাদের সকলকেই বিপথগামী করব, তবে তাদের মধ্যে আপনার নির্বাচিত বান্দাগণকে নয়।" {*১৫-সূরা হিজর : ৩৯-৪০*}

এই কথার উত্তরে আল্লাহ তা'আলা বলেছিলেন–

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ.

"বিভ্রান্তদের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করবে তারা ব্যতীত আমার বান্দাদের উপর তোমার কোনো ক্ষমতা থাকবে না।" {১৫-সূরা হিজর : ৪২}

অতএব বিসমিল্লাহ বা আল্লাহর নামে শুরু, একমাত্র আল্লাহ তা'আলার নির্বাচিত বান্দা ছাড়া কেউ করে না। শুধুমাত্র বিসমিল্লাহ নয়, বরং 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম' বলে কাজ শুরু করা হয়। আল্লাহর নামে শুরু করছি যিনি 'দয়াময় পরম

www.nagorikpathagar.org

দয়ালু'। তিনি শুধুমাত্র সবকিছুর নিয়ন্ত্রক, সৃষ্টিকর্তা, পরিচালকই নন, তিনি তার বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত দয়াবান পরম দয়ালু, অনুগ্রহশীল। মুসলিমদের অন্তরে এই রকম দৃঢ় বিশ্বাস ও কার্যকলাপে তার প্রকাশে স্বীকৃতি দেওয়াকে শয়তান সহ্য করতে পারে না। অতএব সব কাজে শয়তানের স্পর্শ ও হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাসে মুখে বিসমিল্লাহ উচ্চারণ করে সেটি প্রকাশ করা হচ্ছে শয়তানের হস্তক্ষেপ ও কুমন্ত্রণার বিরুদ্ধে একটি কার্যকরী শক্তিশালী অস্ত্র।

আল্লাহ তা'আলার নাম "আল্লাহ" একটি অত্যন্ত সুন্দর পরিপূর্ণ নাম। "আল্লাহ" এমন একটি নাম, যার মধ্যে অন্তর্নিহিত আছে সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা, নিয়ন্ত্রণকর্তা, বিধানকর্তা, শেষ বিচার দিবসের একচ্ছত্র মালিক এবং আরো অন্যান্য বৈশিষ্ট্য বা গুণসমূহ। সুতরাং একমাত্র আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আর কারো জন্য এই নাম প্রযোজ্য নয়। এই নাম আরবী ভাষায় মূল শব্দ "আল-ইলাহ" [*ইলাহ শব্দের অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক, তবে গুরুত্বপূর্ণ অর্থ হচ্ছে মা'বুদ বা ইবাদতের জন্য একমাত্র উপাস্য। ইবাদতে আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আর কাউকেও উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না ; "আল" শব্দের অর্থ হলো "The" বা একমাত্র বা Only বা অদ্বিতীয়*] থেকে উৎপত্তি হয়েছে। প্রখ্যাত আলেমদের মধ্যে অনেকেই যেমন ইবনে তাইমিয়া (র.) এবং ইবনে কাইউমের (র.) মতামত এটিই। ইসলামের প্রথম স্তম্ভ [Pillar] যেমন "লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ" অর্থাৎ "লা ইলাহ [*কোনো উপাস্য নেই*]" "ইল্লাল্লাহ [*এক আল্লাহ ছাড়া*]"। "অর্থাৎ প্রথমে সব রকম উপাস্যকে অস্বীকার করেই বলা হয় ইল্লাল্লাহ অর্থাৎ এক আল্লাহ ছাড়া।" আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, আরবী ভাষায় আল্লাহ শব্দের Gender (*লিংগ*) নেই। আরবী শব্দ 'আল্লাহ' ইংরেজীতে অনুবাদ করা হয় God, তবে সমস্যা হলো God শব্দের লিংগ (Gender) আছে। যেমন স্ত্রী লিংগ Goddess। ইংরেজীতে বুঝানোর জন্য যদি অনুবাদ করতেই হয়, তখন বলা উচিত "There is none worthy of worship except The Only God"। তবুও আল্লাহ শব্দের যে আবেদন ও মাহাত্ম্য এবং পরিপূর্ণতা রয়েছে সেটি "The Only God" দিয়ে পুরোপুরি অর্থে বুঝানো যায় না। যা হোক ইংরেজীতে যখন "God" with capital G দিয়ে উল্লেখ করা হয় তখন অবশ্যই একমাত্র আল্লাহ তা'আলাকে বুঝানো হয়।

বাংলাদেশি মুসলিমদের জন্য খুশির খবর, বাংলা ভাষায় আরবী শব্দ "আল্লাহ" ব্যবহার করেই আল্লাহ তা'আলাকে ডাকা হয়। এটি নিঃসন্দেহে অত্যন্ত সুন্দর ব্যবস্থা। "আল্লাহ" শব্দ বা নাম এতই ব্যাপক যে, আল্লাহ তা'আলার ৯৯ attributes [*গুণসমূহ*],'আল্লাহ' নামের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। এই attributes বুঝাতে বলতে হয় "আল্লাহ" আর-রহমান, আর রহীম অর্থাৎ "বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম"। তেমনি "আল্লাহ" আল-আযিয, আল-হাকিম, আল-গফুর,

www.nagorikpathagar.org

আল-ওয়াদুদ, আল-মালিক, আল-কুদ্দুস, আস-সমাদ, আল-ওয়াহিদ, আল-আহাদ ইত্যাদি। তাই যখনই মুখে উচ্চারণ করা হয় 'আল্লাহুম্মা' ইয়া আল্লাহ অথবা হে আল্লাহ' তখনই প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলার সব attributes-কেই সম্বোধন করা হয়। এ জন্য যখনই "বিসমিল্লাহ" বলা হয় তখনই আল্লাহর ৯৯ attributes-এর কাছে আত্মসমর্পণ করে সাহায্যের জন্য প্রার্থনা করা হয়। কিন্তু আল্লাহ শব্দের পরিবর্তে যখন আল-কুদ্দুস বলে সম্বোধন করা হয়, তখন শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলার একটি গুণকে বুঝানো হয়। আল্লাহ তা'আলা নিজের গুণাগুণ সম্পর্কে আল-কুরআনে যেভাবে বলেছেন-

هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰـهَ اِلَّا هُوَ ۚ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ۔ هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰـهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ۗ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۔ هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ۗ يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۔

"তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই; তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা; তিনি দয়াময় পরম দয়ালু। তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। তিনিই অধিপতি তিনিই পবিত্র, তিনিই শান্তি, তিনিই নিরাপত্তা বিধায়ক, তিনিই রক্ষক, তিনিই পরাক্রমশালী, তিনিই প্রবল, তিনিই অতিব মহিমান্বিত; তারা যাকে শরীক স্থির করে আল্লাহ তা থেকে পবিত্র, মহান। তিনিই আল্লাহ সৃজনকর্তা, উদ্ভাবনকর্তা, রূপদাতা, সকল উত্তম নাম তারই। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সমস্তই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশীল, প্রজ্ঞাময়।" { *৫৯-সূরা হাশর : ২২-২৪* }

এই আয়াতের অর্থ নিরীক্ষণ করলে লক্ষণীয় বিষয় যে, আল্লাহ তা'আলার গুণসমূহ বা attributes ক'মা দিয়ে দেখানো হয়েছে। অর্থাৎ গুণসমূহ উল্লেখ করতে আরবীতে কোনো 'ওয়াও' অর্থাৎ 'এবং' শব্দ ব্যবহার করা হয়নি। তার অর্থ হচ্ছে সবগুলো বৈশিষ্ট্য বা গুণ simultaneously আল্লাহ তা'আলার মধ্যে উপস্থিত আছে। উল্লেখ যে, তিনি এক সময় শান্তি আর অন্য সময় অধিপতি এ রকম নয়, অর্থাৎ শান্তি, অধিপতি ইত্যাদি সবগুলো বৈশিষ্ট্য বা গুণ সম্বলিতভাবে আল্লাহ তা'আলার মধ্যে উপস্থিত আছে।

অর্থাৎ তিনিই আল্লাহ, যার এই সমস্ত attributes একত্রে উপস্থিত আছে। তাই বলা যায়, সবগুলো attributesই আল্লাহ নামের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত [*Included*]। বিসমে আল্লাহ বা বিসমিল্লাহ বা আল্লাহর নাম স্মরণ করে কাজ শুরু করার অর্থ

www.nagorikpathagar.org

এমন এক সত্তার কাছে আত্মসমর্পণ করা হল, যার সবগুলো attributes একসাথে উপস্থিত রয়েছে। তাই কোনো কাজের সফলতায় সাহায্যের জন্য নির্ভর করতে হলে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার উপরই নির্ভর করা উচিত, কারণ তিনি সব ধরনের সাহায্য করার ক্ষমতা রাখেন। আল্লাহ তা'আলার নাম [*বিসমিল্লাহ*] যেখানে নেয়া হয় না অথবা যেখানে আল্লাহ তা'আলার বিধানের অবমাননা করা হয় সেখানেই শয়তান প্রশ্রয় পায় এবং সেখানেই হচ্ছে শয়তানের আশ্রয়।

বসবাসের জন্য বাড়ি হলো, প্রত্যেকটি মানুষের কাছে ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনে শান্তির এবং স্বস্তির জায়গা। তাই বাড়িতে যে সমস্ত কাজকর্ম করা হয় সেগুলো একান্ত ব্যক্তিগত এবং পরিবারের প্রশান্তির জন্যই করা হয়। যাদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে প্রতিদিনের কাজকর্মে, খাওয়া-দাওয়ায় এবং ঘুমানোতে আল্লাহ তা'আলার নাম স্মরণ অথবা যিকির থাকে না, তাদের জীবনে এবং পরিবারে শয়তানের স্থায়ী বসবাস। অনুরূপ, যে সমস্ত কাজে অথবা খাবারের শুরুতে এবং বাড়িতে আল্লাহ তা'আলার যিকির নিয়মিতভাবে করা হয়, সেখানে শয়তনের কোনো অংশ বা স্থান নেই। আল্লাহ তা'আলার নাম নেয়ায় অবহেলা করলে শয়তানকে বাড়িতে এবং জীবনে সরাসরিভাবে নিমন্ত্রণ করা হয়। অর্থাৎ যেখানেই দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ তা'আলার নাম স্মরণ করা হয় সেখানেই শয়তানের জন্য নিষিদ্ধ।

হুযায়ফা (রা.) বর্ণনা করেন যে তারা রাসূল (সা.)-এর সাথে এক ভোজে শামিল হলেন কিন্তু রাসূল (সা.) খাবার স্পর্শ না করা পর্যন্ত তারা কোনো খাবার স্পর্শ করেননি। ঠিক তখনই তড়িঘড়ি করে একটি বালিকা এসে খাবার স্পর্শ করতে যাচ্ছিল, রাসূল (সা.) তার হাত ধরে ফেললেন। তারপর এক মরুবাসী [বেদুইন] সে একই কাজ করতে যাচ্ছিল। রাসূল (সা.) বললেন, "যে খাবারের উপর আল্লাহ তা'আলার নাম [বিসমিল্লাহ] না নেয়া হলো, সে খাবারে অংশ গ্রহণে শয়তানের জন্য অনুমতি আছে। তাই সে [শয়তান] এই বালিকা দিয়ে খাবার তার জন্য হালাল করতে চায় এবং তারপর বেদুইনকেও নিয়ে আসে খাবার হালাল করার জন্য। সেই জন্য আমি [রাসূল (সা.)] তাদের হাত ধরে ফেলি [খাবার স্পর্শ করার পূর্বে]। আল্লাহর শপথ, যার হাতে আমার জীবন, তার [শয়তান] এবং অন্যদের [বালিকা ও বেদুইন] হাত তখন আমার হাতে।" [সহীহ মুসলিম, ৫০৯১]

শয়তান সম্পর্কে জ্ঞান থাকলে কেউ পছন্দ করবে না যে, শয়তান তার সাথে খাবারে অংশ গ্রহণ করুক শয়তানের সাথে খাবার খাচ্ছি এই কথাটি চিন্তা করলেই ঘৃণা লাগে। শয়তান অদৃশ্য থেকেই খাবারে অংশ গ্রহণ করে। সে খাবারে স্পর্শ করেই খাবারের পবিত্রতা নষ্ট করে। খাবার মানবজাতির জন্য আল্লাহ তা'আলার নেয়ামত, তাই সে নেয়ামত ভক্ষণের সময় আল্লাহ তা'আলার নাম স্মরণ করে

www.nagorikpathagar.org

শুকরিয়া আদায় করা হলো মানুষের সহজাত প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য। বিশেষ করে 'বিসমিল্লাহ' বলে খাবার খাওয়া এবং কাজ শুরু করা মুসলিম উম্মতের ইবাদতের একটি অংশ। শয়তান নিমক হারাম অকৃতজ্ঞ, অতএব তার প্রত্যাশা সব মানব সন্তানই সব কাজে তার মতো অকৃতজ্ঞ হোক। এ জন্যই খাবার খাওয়া, পানি পানে, অন্যান্য যে কোনো খাদ্য দ্রব্য ভক্ষণের সময় এবং সব রকম কাজকর্মে কোনোভাবেই 'বিসমিল্লাহ" বলতে ভুলে গেলে চলবে না। তবে ভুলে গেলে যখনই মনে পড়বে তখনই 'বিসমিল্লাহ' বলা উচিত। *আয়েশা (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, 'প্রথমে বলতে [বিসমিল্লাহ] ভুলে গেলে বলবে, বিসমিল্লাহি আউওয়ালাহু ওয়া আখিরাহু অর্থাৎ প্রথমে ও শেষে আল্লাহর নামে। [তিরমিযী, রিয়াদুস সালেহীন, খণ্ড ২:৭২৯]*

রাসূল (সা.) আদেশ করেছেন ঘরের দরজা বন্ধ করার ও খাবারের পাত্র ঢাকার সময় এবং সব কিছুতেই আল্লাহ তা'আলা নাম নিতে। রাসূল (সা.) বলেছেন, *"দরজা বন্ধ করার সময় আল্লাহর নাম নাও। শয়তান সে বন্ধ দরজা খুলতে পারে না এবং পানির পাত্রের মুখ বন্ধ কর ও আল্লাহর তা'আলার নাম নাও। খাবারের পাত্র ঢাক এবং আল্লাহ তা'আলার নাম নাও। যেভাবেই ঢাক না কেন এবং খোলাবাতি নিভিয়ে দাও।" [সহীহ মুসলিম, ৫০৭৮]।* খাওয়ার সময় ডান-বাম হাত ব্যবহারে অনেকেই সতর্ক হয় না। এই ক্ষেত্রে যুক্তি দাঁড় করাতে পারে যে, দুই হাত একই রকম। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে দুই হাত এক রকম নয়। মানুষের জন্য আল্লাহ তা'আলা দুই হাত সৃষ্টি করেছেন কারণ বিভিন্ন ধরনের কাজ কর্মে দুই হাতের প্রয়োজন রয়েছে। দুই হাত দিয়ে দুই ধরনের কাজ করা হয়। রাজনীতির ক্ষেত্রে ডান ও বাম পন্থীদের মধ্যেও যেমন অনেক তফাত রয়েছে তেমন ঘনিষ্ঠ, অনুগত ও বিশ্বাসী প্রিয় বন্ধু ও সহকর্মীদেরকে ডান হাতের ব্যক্তি হিসেবে সম্মান করা হয়। শুধু তাই নয় বাম হাতের ব্যক্তি এবং বাম হাতের উপার্জনকেও ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখা হয়। আল্লাহ তা'আলার পবিত্র কিতাবে ডান পন্থীদেরকে [*তাওহীদে বিশ্বাসী এবং পরহেযগার ব্যক্তি*] আলাদা সম্মান দিয়ে বলেছেন।

فَاَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ ۙ مَاۤ اَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ ؕ ٨ وَاَصْحٰبُ الْمَشْـَٔمَةِ ۙ مَاۤ اَصْحٰبُ الْمَشْـَٔمَةِ ؕ

"ডান দিকের দল; কত ভাগ্যবান ডানদিকের দল এবং বাম দিকের দল; কত হতভাগ্য বাম দিকের দল।" *{৫৬-সূরা ওয়াকিয়া : ৮-৯}*

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার ডান হাতের দিকে যারা থাকবে [*কেয়ামতের দিন*] তারা একনিষ্ঠ বান্দা অর্থাৎ বেহেশতবাসী আর বাম হাতের দিকে লোকজন যারা তারা হতভাগ্য এবং দোযখবাসী। অনুরূপ কেয়ামতের বিচারে যারা ডান হাতে আমলনামা [*কৃতকর্মের লিপি*] পাবে, তারা ভাগ্যবান হবে আর যারা বাম হাতে আমলনামা পাবে তারা হতভাগ্য। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

www.nagorikpathagar.org

فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَٰبَهُۥ بِيَمِينِهِۦ ۝ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ۝ وَيَنقَلِبُ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦ مَسْرُورًا ۝

"যাকে তার আমলনামা তার দক্ষিণ [*ডান*] হাতে দেয়া হবে তার হিসাব-নিকাশ সহজেই নেয়া হবে এবং সে তার স্বজনদের নিকট প্রফুল্লচিত্তে ফিরে যাবে।" {*৮৪-সূরা ইনশিকাক : ৭-৯*}

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন–

وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَٰبَهُۥ وَرَآءَ ظَهْرِهِۦ ۝ فَسَوْفَ يَدْعُوا۟ ثُبُورًا ۝ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا ۝

"এবং যাকে তার "আমলনামা তার পৃষ্ঠের পশ্চাৎদিক হতে* দেয়া হবে সে অবশ্য তার ধ্বংস আহ্বান করবে; এবং জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করবে।" {*৮৪-সূরা ইনশিকাক : ১০-১২*}

*[*বাম হাতে আমলনামা দিতে গেলে মানুষ হাত পেছনের দিকে নিয়ে যাবে তাই তাদের আমলনামা পেছনের দিক থেকে দেয়া হবে, অনেক প্রখ্যাত আলেম এ রকমভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, যেমন আল-কুরআনের তাফসীরকারক প্রয়াত ডাঃ ইসরার আহমদ খান।*]

তাই ডান ও বাম হাত যদিও এক রকম মনে হয় কিন্তু আসলে এক রকম নয়। সেটি আমরা নিজেরাও একটু খেয়াল করলে বুঝতে পারবো। ডান হাত দিয়ে যে সমস্ত কাজ সহজে করা যায়, বাম হাত দিয়ে সেটি সহজে করা যায় না। আবার বাম হাতের কাজও ডান হাত দিয়ে সহজে করা যায় না। যেমন পায়খানা-প্রস্রাব করে ডান হাত দিয়ে পরিষ্কার করতে গেলেই সেটি বুঝা যায়। বাম হাত দিয়ে খাবার তুলে মুখে দিতে গেলেই সেটি বুঝা যায়। তাই সব ভালো কাজে ডান হাতের ব্যবহার আল্লাহ তা'আলা মানুষের সহজাত প্রকৃতির [*ফিতরাত*] একটি বৈশিষ্ট্য করেছেন। শয়তান হল, এই সত্য প্রকৃতির বিপরীতে, তাই বাম হাতের ব্যবহার শয়তানের আসল প্রকৃতি এবং সে হল, দোযখবাসীদের নেতা। শয়তান বাম হাতের ব্যবহার পছন্দ করে। রাসূল (সা.) খাবার খেতে এবং পানি পানে সর্বদাই ডান হাত ব্যবহার করেছেন। রাসূল (সা.) উম্মতের প্রতি অনুরূপ আদেশ দিয়েছেন। *রাসূল (সা.) বলেছেন, "তোমাদের প্রত্যেকের উচিত ডান হাত দিয়ে খাদ্য খাওয়া, ডান হাতে পান করা, ডান হাত দিয়ে কিছু গ্রহণ করা এবং ডান হাত দিয়ে দেয়া, কারণ শয়তান তার বাম হাত দিয়ে খায়, গ্রহণ করে অন্যকেও দেয়।" [সহীহ মুসলিম, ৫০৯৫; ইবনে মাজাহ, খণ্ড ৪, ৩২৬৬ ইংরেজী অনুবাদ]*

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন: তোমাদের কেউ যখন জুতা পরার ইচ্ছা করে ডান দিক থেকে যেন শুরু করে। আর জুতা

www.nagorikpathagar.org

খুলতে চাইলে যেন বাম দিক থেকে খোলা শুরু করে। যাতে ডান দিক (জুতা) পরার দিক থেকে প্রথম হয় এবং বাম দিক হয় খোলার দিক থেকে শেষ।" [সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড ৫, ৫৪২৯]

অতএব, একমাত্র পায়খানা-প্রস্রাব পরিষ্কার করা ছাড়া আর সব কিছুই ডান হাতের সাহায্যে করা উচিত। পায়খানা-প্রস্রাব পরিষ্কারের ব্যাপারে *আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, "রাসূল (সা.) ডান হাত পবিত্রতা অর্জন ও খাবার গ্রহণে ব্যবহার করতেন, আর বাম হাত ব্যবহার করতেন ইস্তেঞ্জা ও নাপাক ময়লা জাতীয় কাজে।" [সুনান আবু দাউদ, রিয়াদুস সালেহীন, খণ্ড ২, ৭২২]*

তাই কেউ যখন তার বাম হাত দিয়ে খাবার খায় অথবা পানি পান করে তখন শয়তান তার সাথে খাবারে অংশ গ্রহণ করে। *আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেছেন, রাসূল (সা.) বলেছেন– "যে কেউ বাম হাত দিয়ে খায়, শয়তান তার সংগে খায়। যে কেউ বাম হাত দিয়ে পানি পান করে শয়তানও তার সংগে পান করে।" [মুসনাদে আহমাদ]*

আদম সন্তানকে বশ করে দখলে নেয়ার চেষ্টা

জিনে ধরা মানুষের কথা সব সময় শুনা যায়। বিশ্বের সব দেশেই জিনে ধরা মানুষের গল্প আছে। কারো কথায় এবং ব্যবহারে কিছু অসংলগ্নতা দেখলেই অন্যেরা মনে করে তাকে জিনে ধরেছে। সব ব্যাপারেই এ কথা যে ঠিক সেটি বলা যাবে না, তবে কিছু লোক আসলেই জিনের আশ্রয়ে থাকতে পারে অথবা আছে তাতে সন্দেহ নেই। খারাপ জিনের বশে থাকা ব্যক্তিদের আল্লাহ তা'আলা তুলনা করেছেন যারা সুদ খায়, তাদের সাথে।

اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ.

"যারা সুদ খায় তারা সেই ব্যক্তিরই ন্যায় দাঁড়াবে যাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা পাগল করে।" { *২-সূরা বাকারাহ : ২৭৫*}

জিনে ধরা মানুষের মধ্যে ভালো-মন্দ দু'টোই আছে কারণ জিন জাতিতে মানব জাতির মতোই মুসলিম জিন রয়েছে। তবে জিন শয়তানের আশ্রয়ে যারা আছে তারা সর্বদাই খারাপ কাজে জড়িত থাকে এবং অন্যদেরকেও খারাপ কাজে অনুপ্রেরণা দেয়। শয়তানের উদ্দেশ্য এটিই, আদম সন্তানকে বশ করে খারাপ কাজে জড়িত করা এবং আল্লাহ তা'আলার যিকির থেকে দূরে রেখে বিপথগামী করা। *রাসূল (সা.) বলেছেন, "শয়তান আদম সন্তানের শরীরে রক্তের মতোই প্রবাহিত হয়।" [সহীহ আল- বুখারী, খণ্ড ৫, ৫১৭৮] অর্থাৎ সবার সাথে একজন করে শয়তান আছে। 'রাসূল (সা.) বলেছেন, "বস্তুত প্রতিটি মানুষের সাথে সাথী*

www.nagorikpathagar.org

হিসেবে একজন করে জিন [শয়তান] এবং ফিরিশতা আছে।' লোকেরা জিজ্ঞাসা করলো, 'এমনকি আপনার সাথেও হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন 'হ্যাঁ! তবে সে [জিন] আমাকে শুধুমাত্র ভালো কাজের আদেশ দেয়।। {আহমাদ ১:৪০১}

ইবনে তাইমিয়া (র.) বলেন 'আবদুল্লাহ ইবনে আহমাদ ইবনে হাম্বল [*আহমাদ ইবনে হাম্বলের ছেলে*] বলেছেন, "জিনের দখলে ব্যক্তিদের শরীরে জিন কখনও প্রবেশ করে না।" তিনি [*ইমাম আহমাদ (র.)*] বলেছেন, "ও আমার পুত্র, তারা মিথ্যা বলেছে। জিনরাই তাদের দখলে ব্যক্তিদের মুখে কথা বলে।" ইবনে তাইমিয়া (র.) বলেছেন, ইমাম আহমাদ যা বলেছেন সেটি অত্যন্ত পরিচিত কথা। জিনের দখলে থাকা ব্যক্তি যে সমস্ত কথা বলে সে নিজে সেটি বুঝতে পারে না। জিনে ধরা ব্যক্তির শরীরে কঠিন আঘাতে জখম হতে পারে, যে রকম আঘাত লাগলে উটের শরীরেও দাগ থাকবে। তাই জিনে আশ্রিত ব্যক্তি নিজের শরীরে আঘাত লাগলেও ব্যথা পায় না এবং বুঝতে পারে না যে সে জিনের সাহায্যে কথা বলছে। জিনে আশ্রিত ব্যক্তি হাত-পা মাটিতে ছুড়তে পারে বা বিছানা টেনে ফেলতে পারে। এই রকম অনেক ঘটনা বিশ্বাস যোগ্য সূত্রে জানা গেছে। শয়তান-জিন মানুষের ভাষায় কথা বলে এবং মানুষের শরীরের দ্বারাই সে চলাফেরা করে, তাই সে আসলে মানুষ আকৃতিতে মানুষ নয় অন্য সত্তা।" ইবনে তাইমিয়া (র.) আরও বলেছেন, "কোনো মুসলিম আলেমই অবিশ্বাস করেন না যে, জিন অথবা শয়তান মানুষের শরীরে প্রবেশ করতে পারে। যারা বিশ্বাস করে না বা বলে ইসলামী শরীয়তে এই রকম কিছু নেই তারা আসলেই মিথ্যা বলে এবং ইসলামী শরীয়তের [*বিধানের*] ব্যাপারে মিথ্যা বলে। কারণ শরীয়তে এমন কোনো প্রমাণ নেই যার সাহায্যে জিনের দখল অস্বীকার করা যায়।" [ইবনে তাইমিয়া, "মা'জমো আল-ফতওয়া, খণ্ড- ৯ পৃষ্ঠা- ১২]

আমরাও এই ধরনের লোক দেখেছি। জিন যখন তার উপর আশ্রয় নিত সে [*উক্ত ব্যক্তি*] নিজের হাত দিয়ে মাটিতে আঘাত করতো। এত জোরে আঘাত করতো যে তার হাতে অনেক সময় জখম হতো। এই অবস্থায় আশে পাশের লোকেরা তাকে কোনো প্রশ্ন করলে উত্তর দিতে পারতো। জিনের আছর থেকে মুক্ত হওয়ার পর তাকে আবার সেই সমস্ত প্রশ্ন করলে সে বলতে পারতো না কী ধরনের উত্তর সে দিয়েছে। এইভাবে শয়তান মানুষের উপর আছর করে বেশীর ভাগ সময়ই মিথ্যা কথা বলে মানুষকে বিশ্বাস করায় এবং পাপের ভাগী করে। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে শিরক করায়। সেটিই হলো, শয়তানের মূল উদ্দেশ্য।

অমিতব্যয়ী হওয়ায় শয়তানের সাহায্য

মুসলিম উম্মত আল্লাহ তা'আলার বান্দা তাই তাদের সব কাজই হবে শয়তানের উদ্দেশ্যের বিপরীতে। আল্লাহ তা'আলার হুকুমে শয়তান সিজদা করেনি, মুসলিম

www.nagorikpathagar.org

উম্মত আল্লাহ তা'আলার হুকুমে সিজদা দেয় [*নামায পড়ে*]। শয়তান সব সময় খারাপ কাজের আদেশ দেয় কিন্তু তারা সব সময় ভালো কাজের আদেশ দেবে। শয়তান অশ্লীল ও মিথ্যা কথা, ছায়াছবি দেখা ও ব্যভিচার পছন্দ করে এবং সন্ত্রাসী সেজে মারামারি করে খুনের সাহায্যে মানুষকে কষ্ট দিতে সর্বদাই প্রস্তুত থাকে। অথচ মুসলিম উম্মত এই সমস্ত সবই ঘৃণা করে এবং এইগুলো থেকে দূরে থাকার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে। শয়তান অমিতব্যয়িতা পছন্দ করে এবং অন্যদেরকে অনুপ্রেরণা দেয় আর মুসলিম উম্মত অমিতব্যয়িতা থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখবে। মু'মিনরা যদি ধন-সম্পত্তিতে অমিতব্যয়ী হয় সেটি শয়তান খুব পছন্দ করে, এই ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

إِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْٓا إِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ ط وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا۔

"যারা অপব্যয় করে তারা শয়তানের ভাই এবং শয়তান তার প্রতিপালকের প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ।" { *১৭-সূরা বনী ইসরাঈল : ২৭* }

আদম সন্তান সকলেই শয়তানের পছন্দ মতই কাজ কর্ম করে তার দলভুক্ত হয়ে তার বন্ধু বা ভাইয়ে পরিণত হোক, সেটিই তার সবচেয়ে পছন্দের কাজ। তাই অপব্যয় না করে শয়তানের বিপরীতে কাজ করা মানব সন্তানদের বিশেষ করে মুসলিম উম্মতের প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। বসবাসের জন্য বাড়ি-ঘর তৈরিতে এবং খাবার-রসদে অমিতব্যয়ী হওয়া বা অপব্যয় করা শয়তানের প্রিয় জিনিস। এটি সত্য যে, টাকা পয়সা হাতে থাকলেই মানুষ প্রায় সর্বক্ষেত্রেই প্রয়োজনের তুলনায় বেশী খরচ করে। যেমন বাড়িতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত বেডরুমে ও আসবাব-পত্র রাখা সকল মানুষের অত্যন্ত প্রিয় জিনিস। তদুপরি আত্মমর্যাদা রক্ষার্থে বাড়ির মানমর্যাদা ও সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য অনেক সময় এই সমস্ত করা হয়। এই সৌন্দর্য বৃদ্ধির সাথে অনেক সময় জড়িত থাকে লোক দেখানো এবং অন্যের কাছে প্রশংসিত হওয়ার গোপন ইচ্ছা। শয়তান প্রকৃতপক্ষে মানুষের কাছ থেকে এটিই কামনা করে। বাড়ির-ঘরের ব্যাপারে রাসূল *(সা.) বলেছেন, 'একটি বিছানা হলো স্বামী-স্ত্রীর জন্য, আরেকটি হলো, মেহমানের জন্য [সন্তান-সন্ততি, আত্মীয় স্বজন ইত্যাদি] এবং চতুর্থ বিছানা [প্রয়োজনের অতিরিক্ত] হলো শয়তানের জন্য।"* *[সুনান আবু দাউদ, খণ্ড ৩, ৪১৩০, ইংরেজী অনুবাদ]*

অর্থাৎ প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোনো বেডরুম রাখা উচিত না। রাসূল (সা.) আরো আদেশ করেছেন খাবার নষ্ট না করতে। এই ব্যাপারে সকলেই দোষী। আজকাল সচ্ছল-ধনবান ব্যক্তিদের খাবার নষ্ট করা অথবা অতিরিক্ত খাবার ফেলে দেয়া অভ্যাসে পরিণত করেছে। প্রয়োজনের তুলনায় বেশী থাকাতে খাবারের ব্যাপারে তাদের পছন্দ-অপছন্দের সীমা নেই। খাবার হাতের কাছে আসার পর ভেবে দেখে

www.nagorikpathagar.org

উক্ত খাবার সে খাবে কিনা অথবা খাবারের ধরন পছন্দ না হলে পুরো খাবার ফেলে দেয়া হয়। অথচ খাবার ফেলার আগে ভেবে দেখে না যে, এই খাবারটি অন্য ব্যক্তির জীবন বাঁচানোর জন্য আল্লাহ তা'আলার নেয়ামত। পছন্দ-অপছন্দ মানুষের থাকতে পারে কিন্তু সচ্ছল অবস্থার কারণে যদি খাবারের স্বাদে সামান্য তফাত হওয়ায় পুরো খাবার ফেলে দেয়, তা হলে সেটিই হবে আল্লাহ তা'আলার নেয়ামতকে অবহেলা করা। রাসূল (সা.) খাবারের ব্যাপারে আদেশ করেছেন যে, হাত থেকে পড়ে যাওয়া খাবার তুলে ময়লা পরিষ্কার করে তারপর সে খাবার খেতে। সেটি না করলে সে খাবার শয়তান খাবে। *রাসূল (সা.) বলেছেন, "বস্তুত শয়তান তোমাদের সব ব্যাপারেই উপস্থিত থাকে। এমনকি সে তোমাদের খাবারেও শামিল হয়। সুতরাং খাবার যদি পড়ে যায়, তাতে কোনো ময়লা থাকলে পরিষ্কার করে খাও। শয়তানের জন্য সে খাবার রেখে দিও না এবং যখন খাবার শেষ কর হাতের আঙ্গুল চেটে খাও কারণ তোমরা জান না খাবারের কোন অংশে তোমাদের জন্য বরকত রয়েছে। [সহীহ মুসলিম, ৫১৩১]*

হাত থেকে পড়ে যাওয়া খাবার তুলে খাওয়া সাধারণত অনেকেই করতে চায় না, যদিও এটি করা উচিত। তবে অপছন্দের কারণে যখন গোটা খাবার ফেলে দেয়া হয় তখন শয়তান খুব খুশি হয়। কারণ আদম সন্তান অমিতব্যয়ী হয়ে অপচয় করে অপব্যয় করুক এবং আল্লাহ তা'আলার নেয়ামতে অকৃতজ্ঞ হউক, সেটিই শয়তানের পছন্দের কাজ কারণ সে নিজে অকৃতজ্ঞ।

www.nagorikpathagar.org

অধ্যায়-৭

নারী ও দুনিয়ার প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি

নারীর প্রতি আকর্ষণ

নর-নারী উভয়ই খলিফার দায়িত্ব নিয়ে পার্থিব জগতে প্রেরিত হয়েছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَٰئِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَٰتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَآ آتَىٰكُمْ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُۥ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

"তিনিই তোমাদেরকে [নর-নারী] পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছেন এবং একজনকে অন্যজনের উপর মর্যাদায় সমুন্নত [*দায়িত্ব পালনে*] করেছেন, যাতে তিনি যা তোমাদেরকে দিয়েছেন সেই বিষয়ে পরীক্ষা করতে পারেন। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক দ্রুত শাস্তিদাতা এবং তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, দয়ালু।" { *৬-সূরা আন'আম : ১৬৫* }

এক মহান উদ্দেশ্যে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার যোগ্যতা তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা দিয়েছেন। তবে এটি অনস্বীকার্য যে, নারীকে আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন পুরুষের জন্য আকর্ষণীয় করে। ফলে নারীর কাছে দৃঢ়চিত্ত ব্যক্তির নৈতিক মূল্যবোধ, নিষ্ঠুর ব্যক্তির কঠোর হৃদয় এবং ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ ও গর্ব হয়ে যায় ছাঁচে ঢালা কাঁচের দেয়ালের মতো। সামান্য-মৃদু কম্পনে পুরুষের গর্ব ভেঙ্গে চৌচির হয়ে তৈরি হয় সমুদ্রের সৈকতে সঞ্চিত বালুর পাহাড়। যে বালু দিয়ে নারীরা ইচ্ছামতোই সৃষ্টি করতে পারে তাদের পছন্দনীয় হৃদয় প্রাসাদ।

নারীর সৌন্দর্যে পুরুষ যেমন অতি সহজেই মুগ্ধ হয়, তেমনি নারীর প্রেমে অতি সহজেই সে হয় পাগল। তাই নারীর সান্নিধ্যের প্রত্যাশায় পুরুষ অভিনব কৌশল অবলম্বন করে থাকে। নারীর প্রেমসিক্ত ভালোবাসা ও কোমল হৃদয়ের স্পর্শে পুরুষের হৃদয়ে প্রবাহিত হয় স্বর্গীয় প্রশান্তির জোয়ার। যার জন্য রাজ সিংহাসনের সোনার মুকুট ছেড়ে নারীর প্রেমের মুকুট হৃদয়ের সিংহাসনে স্থান দিতে পুরুষ দ্বিধা করে না। ইতিহাসে রয়েছে তার বহু উদাহরণ। ইংল্যান্ডের রাজা অষ্টম এডওয়ার্ডের এবং নূরজাহানের প্রেমে ভারতবর্ষের সম্রাট জাহাঙ্গীরের আত্মসমর্পণ ও আত্মনিবেদন। আরব্য উপন্যাসের উল্লেখ্য প্রেম 'লাইলী-মজনুর" অমর প্রেমের কাহিনী সকলের হৃদয়েই পুলক সৃষ্টি করে থাকে। অতিসাধারণ নারীর [লাইলীর]

www.nagorikpathagar.org

প্রেমে একজন পুরুষ পাগল [*মজনু*] হয়েছিল। এই প্রেম পাগল নর-নারীর নাম আসলে লাইলী-মজনু নয়। "লাইল" শব্দের অর্থ রাত অথবা রাত্রির মতো কালো আর "মজনুন" শব্দের অর্থ পাগল। মেয়েটি দেখতে ছিলো রাত্রির মতো কালো তাই তার নাম "লাইলি," আর পুরুষটা ছিলো তার জন্য পাগল তাই তাকে বলা হয় "মজনুন"। এই রকম নারীর প্রেমে পুরুষদের পাগলামির বাস্তব কাহিনী বিশ্বের সব দেশেই রয়েছে। নারীর প্রতি পুরুষদের এই দুর্বলতাকে অস্ত্র করেই পুরুষকে বিপথে নেয়ার জন্য শয়তান বিচিত্র ধরনের ফাঁদ সৃষ্টি করে। যে ফাঁদে পুরুষ জেনে শুনেও বারবার পা রাখে। এ জন্যই "নারীরা" পুরুষের দুর্বলতাকে ব্যবহার করে বিভিন্ন কৌশলে পুরুষকে হিতাহিত জ্ঞান পরিহারে উদ্বুদ্ধ করতে অত্যন্ত পারদর্শী। মানুষের শত্রু শয়তান পুরুষের এই দুর্বলতাকে অন্যতম অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে।

নারীদের সম্পর্কে এ রকম মন্তব্য করার অর্থ এটি নয় যে, তাদেরকে অবজ্ঞা করা হচ্ছে, বরং তাদের যোগ্যতার স্বীকৃতি হিসেবে এটি উল্লেখ করা হলো। বস্তুত নারীরা সুনিশ্চিতভাবে জানে পুরুষদের বশে আনার কতটুকু ক্ষমতা আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে দিয়েছেন। এই অস্বাভাবিক শক্তি দিয়ে আল্লাহ তা'আলা নারীদের ধন্য করেছেন। নারীকে সৌন্দর্যের প্রতীক করে ভালোবাসায় মায়া মমতায় ও কোমলতায় প্রেমের উৎস হিসেবে সৃষ্টি করে পুরুষদের আল্লাহ তা'আলা কঠিন পরীক্ষায় [*ফেতনায়*] রেখেছেন। এই ব্যাপারে *আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, দুনিয়া একটি শ্যামল সবুজ সুমিষ্ট বস্তু। আল্লাহ এখানে তোমাদেরকে প্রতিনিধি বানিয়ে প্রেরণ করেছেন এবং তোমরা কি করছ তা দেখছেন। সুতরাং এ দুনিয়ার [লোভ লালসা থেকে] আত্মরক্ষা করো এবং স্ত্রী লোকের [ফেতনা] পরীক্ষা সম্পর্কে সতর্ক থাক। কারণ বনী ইসরাঈলের প্রথম ফেতনা নারীদের মাধ্যমেই সৃষ্টি হয়েছিল। [সহীহ মুসলিম, ৬৬৯৯]*। নারীদের এই অস্বাভাবিক ক্ষমতা সম্পর্কে ইতিহাসে বহু উদাহরণের একটি এই হাদীসে রাসূল (সা.) উল্লেখ করেছেন। তাই এটি নারীর প্রতি অবজ্ঞা নয় বরং নারীর ক্ষমতা সম্পর্কে স্বীকৃতি।

নারীর দিকে তাকিয়ে নারীর চোখে চোখ রেখে পুরুষ অতি সহজেই তার প্রেমে আকৃষ্ট হতে পারে। নারীর সৌন্দর্য চোখের হৃদয় দিয়ে উপভোগ করেও পুরুষ যৌন প্রবৃত্তির অবৈধ তৃষ্ণা মিটাতে পারে। এই ব্যাপারে সব পুরুষেরই অভিজ্ঞতা আছে, বিশেষ করে যে সমাজে নারী-পুরুষের মধ্যে অবাধে মেলামেশার সুযোগ রয়েছে। আল্লাহ তা'আলার হাবীব, বিশ্বজাহানের জন্য প্রেরিত রহমত ও মুক্তির জন্য পথ প্রদর্শক রাসূল (সা.) উপদেশের মাধ্যমে পুরুষদের এই [*চোখের যেনার*] ব্যাপারে সতর্ক করে বলেছেন, *আবু হুরায়রা (রা. বর্ণনা করেছেন, রাসূল (সা.)*

www.nagorikpathagar.org

বলেছেন ঃ আদম সন্তানের জন্য ব্যভিচারের একটি অংশ নির্দিষ্ট করা আছে। এটি নিঃসন্দেহে তারা পাবেই। ১) দু'চোখের যেনা পরস্ত্রীর প্রতি নজর করা, ২) দু'কানের যেনা হলো, যৌন উত্তেজক কথাবার্তা শ্রবণ করা, ৩) মুখের যেনা হলো, আলোচনা করা, ৪) হাতের যেনা স্পর্শ করা, ৫) পায়ের যেনা ঐ উদ্দেশ্যে যাতায়াত করা। অতঃপর ঐ কাজের প্রতি কুপ্রবৃত্তির ডাকে সে যদি সাড়া দেয় তা হলে তার যৌনাংগের উত্তেজনা সত্য। আর যদি নিজেকে সংযত করে তাহলে যৌনাংগের উত্তেজনা মিথ্যা। [ফাতহুল-বারী ১১:২৮; ইবনে কাসীর, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ৬৬]

উপরিউক্ত হাদীসে উল্লিখিত সবগুলো উপসর্গই পুরুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, তবে বিশেষ কিছু নারীর ক্ষেত্রেও এগুলো প্রযোজ্য হতে পারে। সব নারী-পুরুষই [*যাদের মধ্যে ধর্মীয় মূল্যবোধে বিবাহ গ্রহণযোগ্য*] যখন একে অপরের কাছাকাছি হয়, চোখে চোখ রাখে এবং স্পর্শ করে, তখন একমাত্র সেই মুহূর্তের অনুভূতি উভয়ে উপভোগ করা ছাড়া মুখের ভাষায় কেউ প্রকাশ করতে পারবে না যে, তাদের প্রবৃত্তিতে এবং হৃদয়ে কী ধরনের প্রতিক্রিয়া হচ্ছে। তাই পুরুষদের এ ব্যাপারে সতর্ক করে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ط ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ.

"হে নবী! মু'মিন পুরুষদেরকে বল, তারা যেন নিজেদের দৃষ্টিকে অবনত করে রাখে [*পরস্ত্রীর এবং পরনারীর দিকে না তাকায়*] এবং নিজেদের লজ্জাস্থানসমূহের হেফাযত করে। এটি তাদের জন্য পবিত্রতম নীতি। তারা যা কিছু করে আল্লাহ সে বিষয়ে পুরোপুরি অবহিত।" *{২৪-সূরা নূর : ৩০}*

অতঃপর নারী-পুরুষ উভয়কেই আরও কঠোর নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ط اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلًا.

"যে বিষয়ে তোমাদের কোনো জ্ঞান নেই তার অনুসরণ করো না। শ্রবণ শক্তি, দৃষ্টি শক্তি, অন্তঃকরণ প্রভৃতি প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যংগের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।" *{১৭-সূরা বনী ইসরাঈল : ৩৬}*

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِى الصُّدُوْرُ.

"চোখের অপব্যবহার ও অন্তরে যা গোপন আছে সে সম্বন্ধে তিনি অবহিত।" *{৪০-সূরা গাফির (মু'মিন) : ১৯}*

www.nagorikpathagar.org

উম্মতের বৃহত্তর অংশ আল-কুরআনে এবং হাদীসে বর্ণিত এই মহামূল্যবান উপদেশগুলো উপেক্ষা করছে বিধায়, আজ মুসলিম নারী বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসম্মানিত হচ্ছে এবং নিরাপত্তাহীন হয়ে জীবন যাপন করছে। অবস্থার শিকার হয়ে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে একটি ক্ষমতাসীন পুরুষ গোষ্ঠীর উপভোগের সামগ্রী হয়েছে। ভারত ও পাশ্চাত্য থেকে নারী-পুরুষের অবাধ মিশ্রণের অশ্লীলতার উত্তপ্ত হাওয়া বাংলাদেশের সমাজে আজ টিভি-সিনেমার মাধ্যমে শান্তির নীড় বাসগৃহ পর্যন্ত পৌঁছানো হচ্ছে। পাশ্চাত্যের সংস্কৃতিতে নারী-পুরুষের Eye contact অত্যন্ত important ব্যাপার। চাকুরির জন্য interview তে Eye contract, successful interview এর জন্য বিশেষ একটি বৈশিষ্ট্য হিসেবে গণ্য করা হয়। অফিসের কাজে, স্কুল, কলেজে এবং অন্যান্য জায়গায় eye contract অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ফলে পাশ্চাত্যের নারী-পুরুষদের [*বিবাহিত-অবিবাহিত কোনো বাঁধাধরা নিয়ম নেই*] মধ্যে প্রেম ভালোবাসার সম্পর্ক অতি সহজেই গড়ে উঠে। শরম লজ্জা [*হায়া*] পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে ব্যক্তি দুর্বলতা এবং অনেক ক্ষেত্রে মানসিক রোগ হিসেবে ধরা হয়। তাই এশিয়ার রক্ষণশীল সমাজ থেকে এসে অনেকেই শরম-লজ্জার জড়তার জন্য অনেক ক্ষেত্রে ঝামেলায় পড়েছে এবং চাকুরিতে interview-এর ক্ষেত্রে সফল হতে সমস্যা পড়েছে। বর্তমানে মুসলিম সমাজও পাশ্চাত্যের অশ্লীল সংস্কৃতির সাথে পাল্লা দিয়ে এই বিপজ্জনক সংস্কৃতিকে অতি আধুনিক সংস্কৃতি হিসেবে গণ্য করে আধুনিকতায় উন্নীত হওয়ার প্রত্যাশায় এই রাস্তায় হাঁটা শুরু করেছেন। তাই নাটক-সিনেমায় স্কুল, কলেজে, চাকুরিতে সব জায়গায় eye contract সবার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হয়েছে তবে বিশেষ করে নারীদের সাফল্যের ক্ষেত্রে এটি প্রশংসনীয় গুণ। বস্তুত পুরুষ নারীর কাছ থেকে এ ধরনের আচরণই প্রত্যাশা করে। এটি অতি সত্য কথা, তাই অনেকের কাছে এ কথাগুলো খারাপ লাগতে পারে এবং গোঁড়া ধর্মান্ধ হিসেবে আখ্যায়িত হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। এটিই মানব সন্তানের মানসিক দুর্বলতার একটি বৈশিষ্ট্য, শয়তান এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়েই মানব সন্তানকে নানাভাবে কষ্ট দিচ্ছে এবং বিপথগামী করার সুযোগ পেয়েছে।

তদুপরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বয়স্ক ছাত্ররা দল বেঁধে রাস্তায় বসে থাকে ছাত্রীদেরকে দেখার জন্য। এ কথা সত্যি যে, তারা এ কাজ করে নারীদের সৌন্দর্য চোখে দেখে অন্তরের তৃষ্ণা মেটাতে, তবে সুযোগ পেলে বাক্যালাপ করতে চেষ্টা করে। আবার অনেক সময় বাক্যালাপ করা সম্ভব না হলে আংগুর ফল টকের মতো ছাত্রীদেরকে অসম্মান করার জন্য নানা ধরনের কটুক্তি করে থাকে। ছাত্রী বোনেরা অনেকেই নিশ্চয় এই ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে নির্যাতন সহ্য করেছে। বর্তমানে এটি চরম পর্যায়ে পৌঁছে গেছে।

www.nagorikpathagar.org

নারীদের উত্যক্ত এবং বিভিন্নভাবে বিবৃত করা, যাকে বলা হয় ইভটিজিং, যা বর্তমানে বাংলাদেশে সাধারণ সমস্যায় পরিণত হয়েছে। আমাদের সময়ও বিশ্ববিদ্যালয়ের রাস্তার ধারে বসে অথবা হেঁটে চলার সময় নারীদের উদ্দেশ্যে ঠাট্টা মশকরাস্বরূপ উক্তি করা হতো, যা ছিলো বন্ধুসুলভ আচরণ। তবুও অনেকই এই পরিস্থিতিকে অসহ্য মনে করত। আবার অনেকের ক্ষেত্রে ছিলো মজার ব্যাপার। প্রকৃত পক্ষে এই পরিস্থিতি নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য বিপজ্জনক, তাই ইসলামী মূল্যবোধে এ রকম আচরণকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। তখন ইসলামী মূল্যবোধ সম্পর্কে অজ্ঞতার অন্ধকারে থাকায় মনে হতো এটি মজার ব্যাপার এবং চোখে দেখে সাময়িকভাবে সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্য একটি অপূর্ব সুযোগ। এই ব্যাপারে *আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, রাস্তায় বসা থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখ। সাহাবীরা বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের জন্য রাস্তায় বসে থাকা থেকে বাঁচার কোনো উপায় নেই। আমরা রাস্তায় বসে কথাবার্তা বলি। রাসূল (সা.) বললেন, তোমরা যখন রাস্তার উপর বসা থেকে বিরত থাকতে অস্বীকার করছ তখন রাস্তার হক আদায় করবে। সাহাবীরা বললো, হে আল্লাহর রাসূল! রাস্তার হক আবার কি? তিনি (সা.) বললেন, দৃষ্টি সংযত রাখা, কষ্টদায়ক বস্তু রাস্তা থেকে সরিয়ে দেয়া, পথিকদের [সালামের] উত্তর দেয়া, সৎকাজের আদেশ দেয়া এবং অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখা। [সহীহ আল-বুখারী, খণ্ড ৫, ৫৭৮৮]*

উপরিউক্ত হাদীসের আদেশ তাদের জন্যই প্রযোজ্য যারা ইচ্ছাকৃতভাবে নারীর সৌন্দর্য চোখে দেখে উপভোগ করার জন্য দলবেঁধে রাস্তায় বসে থাকে। তবে আজকাল আর ঘরের বাইরে যেতে হয় না, ঘরে টিভিতে রঙ্গিন পর্দায় নারীদের দেহ সৌন্দর্য বিভিন্নভাবে জুম করে দেখানো হয়। উল্লেখ্য বিশ্বসুন্দরী প্রতিযোগিতায় বিশ্বের বাছাই করা সুন্দরী নারীদের শারীরিক গঠন ও তাদের সৌন্দর্য বিচারকমগুলী এবং দর্শকদের সামনে অশ্লীলতায় আকর্ষণীয় করে প্রদর্শন করা হয়। এদের সৌন্দর্য দেখে যদি কোনো পুরুষের হৃদয়ে ভাবাবেগ ও যৌন উত্তেজনার সৃষ্টি হয় তবে তাকে দোষ দেয়া যায় না, কারণ সে মানব সন্তান। মানুষ তো আর চোখ বন্ধ করে রাস্তায় চলতে পারবে না, তাই অসতর্কতা এবং মনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে হঠাৎ কোনো নারীর দিকে নজর পড়তে পারে। এই পরিস্থিতিতে দৃষ্টিকে সংযত করে ফিরিয়ে আনাই উত্তম কাজ এবং অন্তরের পবিত্রতার জন্যও শ্রেয়। কারণ এই ক্ষেত্রে প্রথম দৃষ্টি হচ্ছে তার নিজের আর দ্বিতীয় ইচ্ছাকৃতভাবে দৃষ্টি হচ্ছে শয়তানের। অর্থাৎ শয়তানের অনুপ্রেরণায় প্রভাবিত হয়ে বারবার চোখের দৃষ্টি নিক্ষেপ করা। রাস্তায় চলার সময় হঠাৎ দৃষ্টির ব্যাপারে *জারীর (রা.) বলেছেন, আমি রাসূল (সা.) কে আকস্মিকভাবে [পরনারীর*

www.nagorikpathagar.org

শয়তান : মানবতার চিরশত্রু

ড. মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম খান

ISBN 978-984-90135-9-4

RAQS PUBLICATIONS